



কেশব-শতবার্ষিকী-এলাহাবাদ সিরীজ্।

আভার্য্য কেশবচন্দ্র

দরস্থ বারে। বিপ্লস্থ প্রায়া সংসারজস্থান্ত নিদেশমত । আলভ্য তংগ্রৈরতিচিত্রমেত-চ্চরিত্রমাধান্ত নিবন্ধমঙ্গ ॥

"Rest assured, my friends, when we are dead and gone, all the events that are transpiring around us in these days shall be written and embodied in history, and shall be unto future generations a new Gospel of God's saving grace."—Lect. Ind.

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত



শতবার্ষিকী সংস্করণ

প্রথম খণ্ড

(5 - 9 0 8 913)



কলিকাতা

১৯৩৮ খুঃ ১৮৬০ শক

A Page

40

তনং রমানাথ মজুমদার হীট, "নববিধান প্রেস" চইতে

শ্বীপরিভোব থোব কর্মক মুজিত ও প্রকাশিত।

সর্বাশ্বত্ব সংরক্ষিত]

ভূমিকা

(শতবার্ষিকী সংস্করণ)

খানীয় ভক্তিভান্ধন পণ্ডিতবর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় প্রশীত অতুলনীয় জীবনীগ্রন্থ "আচাধ্য কেশবচন্দ্রের" পূর্ব্ব সংশ্বরণের সম্পূর্ণ গ্রন্থ, অনেক দিন হইল, অপ্রাপ্য হইয়াছে। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র সভ্য ও সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায়, ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অভ্যন্ত অধিক। শীঘ্রই এমন সময় আসিতেছে, যথন গ্রাহ্মসমান্দের প্রকৃত ইতিহাস লিথিবার ক্ষণ্থ এই গ্রন্থখানির বিশেষ প্রয়োজন হইবে। আমরা আর কিছু রাখিয়া যাইতে না পারিলেও, যদি এই গ্রন্থখানি রাখিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেও ইতিহাসলেথকদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। বিশেষতঃ যথন চারিদিক হইতে গ্রন্থের উপর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, সভ্যকে গোপন করিয়া এবং অসভাকে সভ্য বলিয়া চালাইবার প্রবল চেগ্রা চলিত্ছে, তথন এই গ্রন্থখানিদ্যারা সকলে প্রকৃত সভ্যের সন্ধান পাইবেন। এই সকল কারণে এই গ্রন্থখানি পুন্ম বিভ হওয়া একান্ত আবশ্রক বিধায়, শ্রীমদ্ আচাধ্য কেশবচন্দ্রের জন্মশতবাসিকী উপলক্ষে ইহার এই নৃতন সংশ্বরণ প্রকাশিত হইল।

পূর্ব সংস্করণের অধিকাংশ স্থান ভারিখ বালালাতে ও সন শকালে ছিল। সেই স্কলের ইংরাজি সন ও ভারিখ এই সংস্করণে দেওল হইল। পূর্ব সংস্করণের কয়েক স্থানে ভারিখের ভূল চক্ষে পড়ায়, ধর্মভন্ত, Sunday Mirror ও পুরাতন পঞ্জিকা প্রভৃতি মিলাইয়া, যতদ্র সভব, ভাষা সংশোধন কবিবার চেটা করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব সংস্করণে প্রথম হইতে কলিকাতা সমাজের সহিত সম্প্রবিচ্চেদের কাল পর্য্যস্ত আদিবিধরণের অন্তর্গত ছিল, শতবাধিকী সংস্করণে ভারতবর্গীয় আন্ধ-সমাজ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্যন্ত আদিবিধরণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পুস্তক মধ্যে উপাধ্যায় মহাশ্যের দেওয়া শিরোনামা (Head line) ও

ফুটনোটগুলি ছাড়া, অভিরিক্ত কতকগুলি শিরোনামা, ফুটনোট ইত্যাদি এই সংস্করণে দেওয়া হইল।

পাঠকদিগের প্রকৃত ব্যাপার ব্ঝিবার স্বিধার্থ ও ভবিয়তে সঠিক ইতিহাস-লেথকদিগের গোচরার্থ, কতকগুলি অত্যাবশুকীয় বিশেষ কথা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ইং ১৮৮১ সনে, কেশবচন্দ্র ভাগলপুরের নবনির্দ্ধিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—ইহা ১৭০৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে সংযোজনরূপে দিবার কথা ছিল, ভূলক্রমে দেওয়া হয় নাই। উহা শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হইল।

শ্রম্মে প্রচারক ভাই অক্ষরকুমার লধ মহাশ্য বহু শ্রম স্থীকার করিয়া, এই ক্ষরহৎ পুস্তকথানির সমৃদায় প্রুফ সংশোধন করিয়া ও আবশ্রক্ষত অতিরিক্ত শিরোনাম। (Head line), ফুটনোট ইত্যাদি দিয়া ও মুদ্রণের মাবতীয় কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিয়া বহু প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে এরূপ সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে পুক্কথানি মুদ্রণ করা ছুরুহ হইত। এক্ষল্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

অতিরিক্ত শিরোনামা ও reference সহস্কে শীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রায় বাহাত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ি. হইতেও কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া গিয়াছে; সেজকু তাঁহারাও আমাদের ধ্রুবাদাহ।

আচার্যাদেবের জন্মদিনের শতবোষিকীর পূর্বে এই নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত করিতে আয়াস পাওয়া গিয়াছিল, ভগবংকপায় আমাদের এই শুভকামনা পূর্ণ ইইল! "জয় দ্যাময়! ভোমাকে ক্রতজ্ঞতার সহিত বার বার নমস্কার করি।"

পুনমুপ্রণের জন্ম ধাহারা অর্থদান করিয়াছেন, ধাহারা অগ্রিম মূল্য দিয়া কু গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত ইইয়া আমানের অর্থাভাব লাঘ্য করিয়াছেন ও অন্যান্ত ভাবেও বিনি যভটুকু সাহায্য করিয়াছেন, উাহাদের সকলের নিকটে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্দ্রীদরবারের পক্ষ ইইতে এই স্বৃহৎ গ্রন্থখনি পুন্মুত্রণ করা সম্ভবপর না হওয়ায়, নববিধান প্রচারকাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত "ধর্মতন্ত্ব" ও "Navavidban" পত্রিকাদয়ে ক্ষেকবার নিবেদন প্রকাশ করিয়া সাধারণ হইতে সাহায়্য-প্রার্থনানস্তর, সেই সাহায়্যলক অর্থ দারা এই নৃত্ন সংস্করণ মুন্তিত হওয়াতে, এই সংস্করণের বিক্রয়লন্ধ অর্থাদি সম্বন্ধে নিম্নলিথিতরপ বাবস্থা করা হইল ঃ—
এই সংস্করণের বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে প্রথমে এই সংস্করণের মৃদ্রণের কিছু
শ্বণ থাকিলে তাহা পরিশোধ করা হইবে। বিক্রয়ের হিসাবাদি এখন ভাই
অক্ষয়কুমার লধ রাখিবেন। অন্ত স্থান হইতে বিক্রয়ের টাকা ও তাহার ইিসাব
ভাই অক্ষয়কুমারের নিকট প্রতি ছয় মাস অস্তর আসিবে এবং তাহা উাহারই
হিসাবভুক্ত হইবে। ভাই অক্ষয়কুমারের রাখা সম্পূর্ণ হিসাবের একটা নকল ও
বিক্রয়লন্ধ মোট টাকা ভাই অক্ষয়কুমারের রাখা সম্পূর্ণ হিসাবের একটা নকল ও
বিক্রয়লন্ধ মোট টাকা ভাই অক্ষয়কুমার প্রতি ছয় মাস অস্তর, Messes, B.
K. Sen & Co. Solicitorগণের নিকট (10, Old Post Ollice
Street, Calcutta) পাসাইবেন ও উক্ত Solicitorগণ উহা "আচাগ্য
কেশবচন্দ্র" হিসাবে গচ্ছিত স্বরূপ দ্বমা রাগ্রেন। ঐ গচ্ছিত Fundএর
টাকা হইতে মৃদ্রণের দেনা শোধের পর যাহা উদ্বন্ধ থাকিবে, তাহা হইতে
প্রথম উপাধ্যায় মহাশয়ের "গ্রীক্রফের জীবন ও ধর্ম" গ্রয়লানি পুনমুন্তিত
হুইবে; পরে যেমন যেমন টাকা আসিবে, ভাহা হুইতে উহার অন্যান্থ পুরুক
পুনমুন্তিত হুইতে পারিবে। প্রতি ছয় মাস অস্তর হিসাব "ধর্মডবে"ও
প্রকাশিত হুইবে।

এই সংস্করণের পুন্ত, এলি নিরাপদে সংবক্ষণ জন্ম নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট ভাগে ভাগে ইন্ফিড হইবে :—

- ১। সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেক্রচক্র বন্দোপাধ্যায়—'জ্ঞানকুটির', এলাহাবাদ
- ২। ভাই অক্ষরকুমার লধ—৩নং রমানাথ মজুমদার ধ্রীট্, কলিকাতা
- ৩। লে: কংলে ছোতিলাল সেন—২৫০, নিউ পার্ক ষ্টাট, কলিকাডা
- ৪। ভা: মত্যানন রায়—১৪১।১ রাষ্বিহারী এডেনিউ, কলিকাভা
- Mr. B. K. Sen, Solicitor—১০নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ব্লীট,
 কশিকাতা
- ৬। ডা: প্রেমফুনর বস্ত—আদমপুর, ভাগলপুর

এই সকল স্থানে গ্রন্থগানি বিজয় করা হইবে ও তথা হইতে অফাত্র বিজয়ার্থ প্রেরিত হইবে এবং হিসাব ও টাকা ভাই অক্ষয়কুমারের নিকট যাইবে।

এদেশে ও বিদেশে বিশিষ্ট লাইবেরিতে ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকেদের মধ্যে কিছু কিছু পুত্তক বিভরিত হউবে। কোথায় ও কাহাকে বিভরণ করা হইবে, তাহা সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাই অক্ষয়কুমার লধ, ডা: বিমলচন্দ্র ঘোষ, ডা: সত্যানন্দ রায় ও Mr. B. K, Sen পরামর্শ করিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন।

উপরোক্ত সকল বিষয়ে তত্বাবধানের ভার এখন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর অন্ত হইল। ভবিয়তে উহাদের স্থানে অ্য লোক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক হইলে, উহারা বা উহাদের মধ্যে অধিকাংশ তাহা নির্দারণ করিবেন।

- ১। ভাই অক্ষয়কমার লধ---কলিকাতা
- ২। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ
- ৩। ডা: সত্যানন্দ রায়
- ৪। লে: ক: জ্যোতিলাল সেন
- 4 | Mr. B. K. Sen, Solicitor
- ৬। সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—এলাহাবাদ
- ৭। ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন-পাটনা
- ৮। ডা: রামকৃষ্ণ রাও-মুসলিপুরুম
- মি: বি, কে, হালদার—পীনমানা, বর্মা
- ১০। भिः भि, रक, मछ--हेश्लख
- ১)। ডা: প্রেমফুন্দর বস্থ—ভাগলপুর

জ্ঞানকুটীর, এলাহাবাদ ১৫ই জুলাই, ১৯৩৮ খৃঃ

শ্রীজ্ঞানেক্রচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

(5)

(আদিবিবরণের প্রকাশকালে)

শ্রীদরবারের অফুমতি অফুসারে শ্রীমদ্ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জীবনের আদিবিবরণ প্রকাশিত হইল। মধ্য ও অন্ত বিবরণ শীদ্র শীদ্র যাহাতে প্রকাশিত
হয়, তজ্জন্য যত্ন রহিল। প্রথম হইতে কলিকাতা সমাজের সহিত সম্বদ্ধবিচ্ছেদের কাল পর্যন্ত আদিবিবরণের অন্তর্গত। ভারতবর্ষীয় ব্রাক্ষসমাজের
কার্য্যশেষ পর্যন্ত মধ্যবিবরণ এবং ন্ববিধানঘোষণা হইতে আচাষ্যদেবের
স্বর্গারোহণ পর্যন্ত অন্তবিবরণ।

(মধ্যবিবরণের প্রথমাংশের প্রকাশকালে)

মধ্যম বিবরণের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইল। এ অংশে যত দ্ব প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা ছিল, দৈবঘটনাবশতঃ তত দ্ব প্রকাশ করিতে পারা গেল না। বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া গ্রন্থ যে প্রকার বিস্তাণ হইয়া যাইতেছে, ভাহাতে মধ্যম বিবরণ দ্বিতীয়াংশে শেষ করিতে গেলে অভ্যন্ত বৃহং ইইয়া পড়িবে। এ অংশে তুই বংসবের বৃত্তান্ত যাইতেছে; এরপ স্থলে অবশিষ্ঠ ক্ষেক বংসবের বৃত্তান্ত কয় অংশে প্রকাশিত হইবে, কিছুই বলিতে পারা যায় না।

(অস্ত্যবিবরণের চতুর্থ অংশের প্রকাশকালে)

১৮১৩ শকের মাঘ মাদে "আচাগ্য কেশবচক্র" নামে তাঁহার জীবন এপমে
"ব্রিত- হইয়া, অভ ১৮২৭ শকের মাঘ মাদে উহার মুলাহণ শেষ হইল। এই

পঞ্চদশবর্ষমধ্যে অন্ত কার্য্যে ব্যাপ্তিবশতঃ তিন বৎসর মূলাকণ স্থগিত থাকিয়া, ১৮২২।২০ শকে অস্তাবিবরণের তৃই অংশ মৃদ্রিত হয়। পুনরায় কার্যাহুরোধে আর তুই বংসর মুদ্রাহণ হয় নাই। ২৬।২৭ শকে তুই অংশ মুদ্রান্ধিত হইয়া প্রস্থের জীবনাংশ পরিসমাপ্ত হয়। "কেশবচন্দ্রের ধর্ম" বলিয়া যে অংশ মুদ্রিত করিবার সঙ্কল আছে, সে সঙ্কলের পরিপৃত্তি সর্বাসিদ্ধিদাতা পরমদেবতার হন্তে। আদি বিৰরণ ২১৬ পূর্চা; মধাবিবরণ ১১৪৮ পূর্চা; অস্তাবিবরণ ৬৪৩ পূর্চা; এই ছুই সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জীবনাংশ পরিসমাপ্ত হইলেও, ইহা যে তাঁহার পূর্ণজীবনী, একথা আমরা বলিতে পারিতেছি না। এতরাধ্যে নিংশেষ-রূপে তাঁহার জীবনের সমুদায় বিবরণ নিবন্ধ রহিয়াছে, একথা কিছুতেই বলিতে भावा यात्र ना। य क्षीवन छत्रवात्मत्र आत्मभागत्त अवित्रहरू वााभुछ हिल, দে জীবনের বুতান্তনিচয় কোন ব্যক্তি যে সমগ্রভাবে গ্রন্থবদ্ধ করিবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প। তবে যদি এ জীবনীতে তাঁহার জীবনের মূল কার্যাগুলি নিবন্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহাই পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার। এতংপাঠে পাঠকগণ, লেখকের গুণে নয়, আচার্যাজীবনের গুণে মহোপকার লাভ করিবেন, স্থতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের ন্যুনতাম্বীকার নিপ্রয়োজন। তবে আমাদের বিবরণ-নিবন্ধনে ও সংগ্রহে যে ক্রটি হইয়াছে, তাহার জন্ত আমর৷ পাঠকগণের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, এবং তাঁহারা ত্রুটি দেখাইয়া দিলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট ক্বতজ্ঞ হইব, ইহাই নিবেদন করিতেছি। শম।

∘ইমাঘ,) ৮২৭ শ্ক ৷ ∫

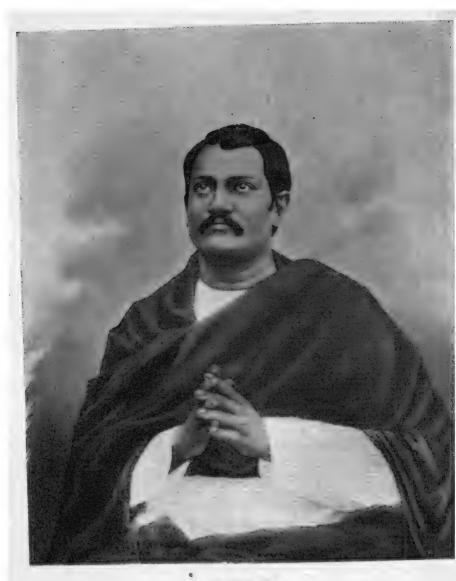
(উপাধ্যায়)

স্চীপত্ৰ

•

বিষয়								न्धा
অবতরণিকা	•••		•••		••.		444	۵
ধর্মপিতামহ রাজা র	ামমোহ	হন রায়		•••		• • •		٥٠
ধর্মপিতা দেবেক্সনাথ	ঠাকুর		•••		•••		•••	85
কুলবৃদ্ধ রামকমল দে	न	• • 3				•••		٥¢
বাল্যকাল	•••		•••		•••		•••	8 •
অধ্যয়নকাল		•••		•••		•••		81-
ধর্মজীবনের আরম্ভ	•••				•••		•••	60
ব্ৰাহ্মসমাজে প্ৰবেশ এ	এবং ত	ংকালী	ৰ অব	श		•••		45
প্রথম জীবনের পরী	का क	কার্য্যো গ্ত	ম		•••		•••	18
সিংহলভ্ৰমণ		•••		•••		•••		۶,
বিষয়-কৰ্ম								253
কলিকাভার বাহিরে	ধর্ম্মপ্রা	চার (কু:	कनगर	র)				>8•
ব্ৰহ্মবিচ্ছালয় ও সঞ্চ	সভা		•••		•••		•••	78>
কার্য্যোগ্যম		•••		•••		•••		১৬১
প্রীতিবন্ধন	•••		•••				•••	369
আচাৰ্যাপদে অভিষে	4 6 4	ারী কাজ	Į.	• • •				>30
ৰীষ্টান প্ৰচারকগণ স	হ সংগ্ৰ	वाम	•••		•••		•••	₹•७
মাজাৰ ও বংৰ প্ৰচা	রযাত্রা	•••		•••		••		522
বিবেকের কয়			• • •		•••		•••	२२१
সন্মিলিত থাকিবার ^হ	43	•••		•••		•••		, २७६
यप्रदे यकना	•••		• • •		•••		•••	२७८
यश्रमीवद्यत्य यञ्		•••		•••		•••		२१२
প্রধানাচার্য্যের মহস্ব	ीकारः	া সমাক্	मृष्टि		•		•••	211
भूक्ववरणं व्यवात		•••		•••		•••		२৮८

व्यव्यव्याच्य	•••	•••	•••	47
ছিলপ্ৰায় বন্ধন সমাক্ ছেদন	•••	•••		9
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ্সাপন	•••	•••	•••	৩
শ্বতিলিপি		•••		৩৩
মিদ মেরি কার্পেন্টার	• 14	•••	•••	৩৪
উত্তর পশ্চিম ও পঞ্চাবে প্রচার	•••	•••		৩৪
ভক্তিদঞ্চার		•••		৩
ভারতবর্ষীয় বান্ধদমান্তের অধিবেশ	ন ও অভিনন্দ	নপত্ত অৰ্পণ		8 •
ব্ৰন্ধোৎসব-প্ৰবৰ্ত্তন	••.	•••		8
অষ্টাত্রিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ		•••		8
ভক্তিপ্রচার	•••			8
বিবাহের বিধিপ্রবর্ত্তনে উত্যোগ	•••	•••		84
নিমলায় গমন	•••	•••	•••	8
সিমলা হইতে অবতরণ		• • •		8
নিমলায় অবস্থিতিকালে মৃকেরের স	হিত দম্বন			8 9
ম্কেরে প্রত্যাগমন ও পরীকা				81
ष्टिकि विद्याभी ज्यात्मानन		•••		87
আমেরিকার স্বাধীন ধর্মসভা				¢.
উনচত্বারিংশ মালোৎসব ও ব্রহ্মমনি	দর-প্রতিষ্ঠা		•••	¢
অক্ল কীর্ত্তি	•••	•••		æ.
७क्किविरताधी आस्मानस्मत्र अ वशा	A	•••	•••	¢
বক্ষমন্দিরে উপাসনাপ্রতিষ্ঠা	•••			¢
बन्नमन्दितत कार्या	- 0 0		•••	¢
ইংলণ্ডগমনের উচ্চোগ ও উৎদব	• • •	•••		¢
কেশবচন্দ্ৰের ইংলগুয়াত্রা	•••	•••	•••	¢
ইংলতে কেশবচন্দ্রের কার্যা		•••	95	۹و



কেশবচন্দ্ৰ সেন

আভার্য্য কেশবচন্দ্র

অবতরণিকা

आक्रपर्वत बङ्ग्यात्मत भूत्र्व वत्रप्रत्य नागांकिक ध्यश

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের জীবনের বিশেষ বুত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার পুর্বের, ठौरात जन्म धर्मा भूर्य ७ भरत (मर्गत धर्मा मिनंबरक कि श्रकांत व्यवसा हिन, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা সমূচিত। যে জীবন ধর্মরাজ্যে ক্রমহৎ পরিবর্ত্তন শাধন করিয়া গিয়াছে, সে জীবনের সহিত ভতকালের সম্বর্গ্রদ্রন এ**কার্ড** প্রয়োজন। ধর্ম, নীতি ও সমাজের বিপ্লব উপস্থিত না হইলে ঈদশ লোকের खन्न इम्र ना, हेहा जनगमार्कत हेलिहार्य भूनः भूनः প्रकाक हहेमारह । ঈশরের স্টির এমনই ব্যবস্থা যে, অসময়ে অস্থানে কিছুরই স্টি হয় না। এরপ স্থলে অত বড় একটি জীবন অসময়ে অস্থানে সম্দিত হইবে, ইহা কি क्यन मञ्जवभव १ व्यामानिरंभव (मर्ग इंजिलारमव एजमन व्यानव नाहे, ज्यांनि প্রাচীন বিধানের ইতিহাসলেথকগণ বিধানাগমের সময়ের এই বিশেষ লক্ষণ লিপিবন্ধ করিতে বিশ্বত হন নাই। এই লক্ষণদর্শন এমনই অপরিচাধ্য বে. লোকের স্বতই উহার উপরে দৃষ্টি পড়ে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের আগমনের অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা পর্যালোচনার পূর্বে, আমাদিগের ধর্মপিতামহ মহাস্থা রাজা রামমোহন রায়ের আগমনের পূর্ব্বাবন্ধার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। একান্ত আবশ্রক। তাঁহার সঙ্গে পর পর পরিবর্ত্তনসমূহের এত ঘনিষ্ঠবোগ বে, সংক্রেপ তাঁহার সমসময় ও তাঁহার কার্যাপ্রণালী পর্যালোচনা ন। করিয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সে সময়ে সমাজের কি প্রকার তুরবন্ধা ছিল, তংকালের লেখা হইতে আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি। জীমাদিগের জন্মমন্ব সে কাল হইতে অধিক ব্যবহিত নয়: স্বতরাং প্রথম বয়সে যাহা আপনারা দেখিয়াছি,

তাহা হইতেও সেকালের অবস্থা স্থির করা কিছু কঠিন কথা নহে। দেখা যাউক, সে সময়ের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল।

পলীগ্রামের অবস্থা

প্রথমতঃ পল্লীগ্রামের অবস্থা কি ছিল, দেখা প্রয়োজন। কেন না পল্লী-গ্রামেই ভদ্রাভদ্র রাক্তিগণের বাস, সেখান হইতে তাঁহারা কার্য্যোপলকে নগরে আদিতেন। এখন যেমন দর্বতা বিভাশিক্ষার প্রচর আয়োজন আছে, দে কালে তাহার কিছুই ছিল না। বাঙ্গালাভাষা তৎকালে কেবল পরস্পার সামান্ত करणायकथन ও পত্রাপত্তের উপযোগী ছিল, उन्हान्तर निश्चितात कान প্রণानी ছিল না। বিচারালয়াদিতে পারস্ত ভাষা প্রচলিত ছিল, স্থতরাং লোকে দেই ভাষায় ব্যংপন্ন হইবার জন্ম যত্ন করিতেন, পরস্পর পত্রাদি লেখা পারস্ত ভাষাতেই নিষ্পন্ন হইত, অক্স বালক স্নীলোকদিগের জন্ম কথন বান্ধালাতে পত্রাপত্র করা হইত মাত্র। পারস্ত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া যাহাতে আইন আদালতের কার্য্য চালান যাইতে পারে, কেবল তত্বপ্রোগী গ্রন্থ সকল পঠিত হইত। হিন্দুগণ মুসলমানগণের ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করিতেন না, তন্মধ্যে যে সকল উচ্চ উচ্চ অধ্যাত্ম বিষয় আছে, তাহার কোন তত্ত্ব লইতেন না। ত্ব এক জন দে সকল কদাচিং পাঠ করিতেন। ইহাতে তাঁহাদিগের আচরণ পরিবর্ভিত হইয়া যাইত বলিয়া, জাঁহারা ধর্মদ্রষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতেন। সাধারণ লোক বিত্যালোকবজ্জিত হইয়া ঘোর কুদংস্কারে নিপতিত ছিল। দেশীয় শাস্তব্যবসায়ী শিশুভিতরণ প্রায়ই ধর্মশাল্প পড়িতেন না, অনেকেরই ব্যাকরণ পর্যান্ত জ্ঞানের শেষ সীমা ছিল, দশক্র্যান্থিত হইতে পারিলেই তাঁহারা আপনাদিগকে লোকের নিকটে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত করিতে সমর্থ হইতেন। বাঁহারা বড় পণ্ডিত চিলেন, তাঁহারা স্থায়শান্ত পর্যান্ত পাঠ করিতেন; স্থায় পড়িয়া তাঁহারা প্রায়ই ধর্মে আন্থাশৃত হইয়া পড়িতেন, বাহিরে যে কিছু ধর্মের চিহ্ন রাখিতেন, জাহা কেবল অর্থোপার্ক্তনের উপায়স্করপ। সে কালে পণ্ডিতগণ সাহিত্য পাঠ করিতেন না, এ জন্ম একটি দামান্ম শ্লোকের ব্যাপা। করিতে তাঁহাদিগের গলদার্ম হইত। ক্রায় বাতীত স্থতিশাল্প অনেকে অধ্যয়ন করিতেন। এ শ্বতিও আবার রঘুনন্দনক্ত সংগ্রহমাত। এই সংগ্রহগ্রন্থে স্থানে স্থান সার কথাও আছে, কিছু সে দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না; যাহাতে প্রায়শ্চিডাদির ব্যবস্থা দিয়া কিঞিং অর্থোপার্ক্ষন হয়, তাহাই পাঠের লক্ষ্য ছিল। মছ্প প্রভৃতি মূল স্বতি এদেশে বিল্পুপ্রায় হইয়াছিল। কোন রান্ধণ পত্তিত ঐ সকল স্বতি দে সময়ে চক্ষে দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। যখন অর্থোপার্ক্ষনই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তখন দেশীয় শাস্থেও তত্পযোগী শিক্ষা ভিছ্ন আর কিছুই ছিল না। কাহারও এমন বিভোৎসাহ ছিল না বে, তিনি আপনা হইতে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। রান্ধণ পঞ্জিতেরা কথকিং ব্যাকরণাদি পাঠ করিতেন; বঙ্গভাষার প্রতি তাহাদিগের এমনই অনাত্মা ছিল বে, সামান্ত হিসাবপত্র করিতে বা পত্র লিখিতে হইলে, তাহারা লিপিব্যবসায়ী কায়ত্বগণের আপ্রয় লইতেন।

বিজ্ঞাশিক্ষাসম্বদ্ধে যেখানে এরপ হীনাবস্থা, সেখানে নীভিস্থদ্ধে যে কি তুরবস্থা হইবে, তাহা বলিবার অপেকা রাপে না। যে স্কল ভত্ত লোকের কিছু ভুসম্পত্তি ছিল, তাঁহারা প্রজাগণের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন; এমন কি, অনেকে দফাবৃত্তি অবলখন করিয়া পরবাপহরণ করিতেন। বৃদ্ধাণ দে সময়ের যে অবস্থা আমাদিগের নিকটে বাল্যকালে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অতি ভীষণ। রলনীতে তাঁহারা স্বধে নিজা যাইতে পারিতেন না. সর্বাণা দক্ষভয়। সংবাদ আদিল, অমুক জমীদার দলবল লইয়া নৌকারোহণে বা পদত্রত্তে দক্ষ্যতাজন্ত বাহির হইয়াছেন। যে সকল গৃহত্ত্বের কিছু সম্পত্তি আছে, ভাহারা শশবাত্ত হইলেন, বনে জন্মে সম্ভান সম্ভতি লইয়া প্রবেশ করতঃ কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইবার জন্ম যতু করিতে লাগিলেন। কখন কি হয়, এই আশ্বায় তাঁচাদিগকে সর্বাদা সশ্বিত থাকিতে হইত। নারীগণের সতীত্বধর্মক অত্যস্ত বিপংস্কুল ছিল। এক দিকে ভূত্বামিগণের অত্যাচার, অপর দিকে বিভাহীন পল্লীর মূর্প যুবকগণের দৌরাঝা। নারীগণ একাকী গৃহ চইতে वहिर्ग्छ हरेटिज ना. श्रासाञ्जनवम्छः वाहित हरेटि हरेटिम मनवन्द हरेग्रा वाहित হইতেন! এ সকল অবস্থার কিছু কিছু অবশিষ্ট আমাদিগের প্রথম বরনে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি: কিন্তু বৃদ্ধাগণ বলিতেন, এখন আমরা ধাহা প্রত্যক্ষ করিডেছি, তাহা পূর্ব্বে বাহা ছিল, তাহার চারিভাগের এক ভাগও নহে।

জ্ঞান ও নীতির বেখানে হীনাবন্থা, দেখানে সামাজিক ক্ষবন্থা কথন ভাল হইতে পারে না। বাহারা প্রতাপশালী লোক, তাঁহারা প্রশার সর্কলা

मामाम कथाव्र विवापविमःवार्ग প্রবৃত হইতেন, আপনার প্রভূষ-রক্ষার জন্ম তাঁহারা না করিতে পারিতেন, এমন কোন কার্যা ছিল না। দম্মার্ভিতে यांशामिरागत धर्माञ्च हिल ना, ततः शुक्रवराचत कार्या मत्न रहेल, छाँराता रा আপনাদের অভিমানরক্ষার জন্ম অপরের ধর্ম নষ্ট, জীবন নষ্ট করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? সম্পর্যাদির অভাবে বাঁহাদিগের তত বল ছিল না. उाँशाता कोगल धनवान ७ वनवानिम्राशत मर्यनाम कतिराजन। हैशाता আপনাদিগের অলম ও পরভাগ্যোপদ্বীবী অমুদ্রীবিগণকে লইয়া সর্ব্বদাই এক একটি দল বাঁধিতেন। অপরের গৃহজ্জিলাদি বাহির করা এই অফুজীবিগণের কার্যা ছিল। তাহারা প্রভুর মনস্কৃষ্টি জন্ম দেই সকল বর্ণন এবং প্রতিদ্বন্ধি-পক্ষের কংসাগান করিত। প্রান্ধবিবাহাদির উপলক্ষে যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিপক্ষের নিমন্ত্ৰণ বন্ধ হয়, অথবা নিমন্ত্ৰিত হইয়া গিয়া অবমানিত হইয়া ভাহারা ফিরিয়া আইদে, ইত্যাদি সম্বন্ধে উপায়োদ্ধাবনে উহারা কাল কর্ত্তন করিত। প্রবল পক্ষ ছলে কৌশলে তুর্বল পক্ষের ভদুপত্তির কিয়দংশ বা স্থযোগ পাইলে দর্ববস্থ আত্মদাং করিত। প্রবলে প্রবলে নিরম্ভর বিরোধ উপস্থিত হইত, এবং দাসা ফ্রাদ হইয়া খুন জ্বম হইয়। যাইত। নরহত্যা যে গুল্তর পাপ, ইহা যেন বোধই ছিল না. দামান্ত ধনলোভে দে কালের লোকে পথিকের প্রাণপধ্যন্ত হরণ করিত। প্রতাপশালী লোকদিগের অত্যাচারে, সামান্ত লোকের কথা দূরে থাকুক, ভদ্রলোকের পরিবারের মান সম্বম ধর্ম রক্ষা করা কঠিন ছিল। 🌸 সংক্ষেপতঃ জ্ঞান, নীতি ও ধর্মের অভাবে সমাজের যে তুরবস্থা হইতে পারে, তাহার পূর্ণতা বাস্তবিক দে সময়ে ঘটিয়াছিল।

ঘোর অন্ধকারাভন্ন সময়ে তুর্ব্বলগণের উপরে বিনা প্রতিবাদে অত্যাচার হওয়া অবশ্রস্থাবী। নারীগণ স্বভাবত: তুর্ব্বল, তাঁহারা এ সময়ে যে কি তুর্ব্বিষ্ট যাতনা দক্ষ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। স্বামিবিরহে তুর্ব্বলা অবলাগণ ব্রন্ধচর্ঘো স্থিতি করিয়া ধর্মরক্ষা করিতে পারিতেন না, এজন্ত সহমরণ হারা অনেকে আপনাদিগের ধর্মরক্ষায় যন্ত্র করিতেন। যে হিন্দুমহিলাগণ স্বামীর প্রতি বিশ্বস্থা থাকিবার ক্ষন্ত অগ্নিতে প্রাণবিসর্ক্ষন করিতেন, তাঁহাদিগের প্রতি স্বামীর। কি প্রকার বিশাস্ঘাতক্তাচরণ করিতেন, স্বরণ করিতেও ক্ষম বিদীর্ণ হয়। ইহারা তুর্ভাগার দ্বায় গৃহে কৃষ্ণা থাকিতেন,

অক্সাসক স্বামিগণের তাদৃশ আদর নাই বলিয়া শ্রশ্ধ ননন্দা প্রাভৃতির যথেচ্ছাচারের বিষয় হইতেন। স্থীশিক্ষার কথাতো মূথে তুলিবারই বিষয় ছিল না। লেখা পড়া শিখিলে স্থীলোক বিধবা হয়, চরিত্রদােষে দ্বিত হয়, ইহা এক প্রকার সাধারণ সংস্কার ছিল। যে স্থী কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীরামের মহাভারত পড়িতে পারিতেন, তিনি অতি ব্যাপিকা বলিয়া সকলেরই স্থার পাত্রী ছিলেন। ভেকধারী বৈষ্ণববৈষ্ণবীগণের মধ্যে কোন কোন বৈষ্ণবী চৈতক্তমক্ষল প্রভৃতি পড়িত বলিয়া, স্থীলোকের লেখা পড়া শেখা স্থণিত বলিয়া পরিগণিত হইত। স্থীলোকেরা লেখা পড়া শিধিলে কণন বশে থাকিবে না, এ যুক্তি তংকালে সকলের মুগেই ছিল।

क्रिकालात व्यवहा

পল্লীগ্রামের অবস্থা অতিশয় মন্দ থাকিলেও থাকিতে পারে, কলিকাভার ন্তায় মহানগরী অবশ্র ঈদৃশ অবস্থাপর ছিল না, সহজে এরূপ মনে হয়। এখনকার কলিকাতা দেখিয়া তথনকার কলিকাতা মনে মনে কল্পনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এখন সমস্ভ রাত্তি একা পথে পথে ভ্রমণ করিলে প্রাণের আশহা করিবার কোন কারণ নাই, গেকালে পথে রাত্রিকালে গভায়াত প্রাণসম্বটকর ব্যাপার ছিল। এখনকার লেখা পড়ার চর্চা এবং পথে পথে ছুল কলেজ পাঠশালা দর্শন করিয়া কপনও মনে হয় না বে. সে সময়ে এমন একটিও বিভালয় ছিল না যে, সেধানে বালকগণ পাশ্চাত্য বিভায় পারদর্শী হইতে পারে। দেকালে কলিকাতার মতি মন্ত্র লোকই ইংরাজী শিক্ষা করিতেন। অনেককাল পর্যান্ত ইংরাজীর বকেবিউলারি হইতে কতকগুলি বিশেষা, ক্রিয়াবিশেষণ এবং অব্যয় শব্দ শিপিয়া 'দো ভাষিয়ার' কাজ করাই খনেকের लका हिल। ১৭৭२ शृष्टीत्म यथन अश्रिमत्कार्षेमः वाभनार्थ উत्त्वांत हत्त. तहे সময় হইতে কলিকাতায় ইংরাজীর বিশেষ চর্চোরক্ত হয়। কোর্টে দোভাষিয়া क्त्रांगी नकननविभी श्रष्ठिक वार्तात श्रामा अनुकि इस्पारक, जातत्क है ताली শিখিতে প্রবৃত্ত হন। ফিরিসী ও আরমাণিগণ এবং কোন কোন ইংরেজ ইংবাজী শিক্ষা দিতেন। যোডাপাকোতে শেববোরণ নামে এক জন ফিবিজীর একটি সামার হল ছিল। বিখ্যাতনামা দারকানাধ ঠাকুর তাঁহারই হলে ইংবাজী বর্ণমালা শিক্ষা করেন। অমড়াতলাতে মার্টিন বাউল শিলপরিবারের

শিক্ষক ছিলেন। আরাট্র পেট্রুস সাহেবের আর একটি স্থল ছিল, তাহাতে পঞ্চাশ কি বাইটাট ছাত্র পড়িত। এথানকার ভাল ভাল ছাত্রেরা শিক্ষক হুইয়াছিলেন। কল্টোলার আন্ধ নিত্যানল সেন মল্লিকপরিবারের শিক্ষক हिल्ला। मिकाल लिथा পछात উদ্দেশ हिल, शास्त्र लिथा छान कतिया নকলনবিদ হওয়া বা খাতাপত্তের হিদাব রাখা; স্থতরাং ইংরাজী পড়িয়া তাহা বোঝা তথন তত আদরের বিষয় ছিল না। বিবাহের সময়ে পাত্রের পরীক্ষা ছাতের লেখা দেখিয়া ছইত। ইংরাজী লেখা পড়ার তথন এমনই অনাদর हिल (य. महाजा ताका तामत्माहन वाहेंग वरमत वयूत है दाकी निका आतस করেন। যে হিন্দকালেকের এত প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, উহা মহাঝা রাজা রামমোহন এবং হিতৈষী খ্যাতনামা ডেভিড হেয়ারের সংপ্রামর্শের ফল। রাজা রামমোহন রায়ের কলিকাতায় স্থিতির কয়েক বংসর পর, ১৮১৭ খুটাব্দে ঐ কালেজ দংস্থাপিত হয়। পাচ ছয় বংদরের মধ্যে উহাতে বাইট সত্তরের বেশী ছাত্রসংখ্যা হয় নাই। দে সময় ইংবাজীশিকালানের প্রতি মিসনারি-গণের পর্যান্ত অত্যন্ত দ্বুলা ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন, দেশীয়গণকে ইংরাজী শিখাইয়া কেবল শঠতা বঞ্চনা শিখান হয়; কেন না ভাহারা এই উপায়ে ইংরেদ্ধ নাবিকগণকে ভূলাইয়া মছাপানাদিতে রত করে, পরিশেষে মাতাল করিয়া তাহাদিগের সর্বাহ্ম হরণ করে। ডক্টর ডফ যে দিন ইংরাজী শিক্ষাদানের জন্ম কুল থোলেন, দে দিন তাঁহার এক জন প্রচারক বন্ধ এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া চলিয়া যান, "তুমি সমুদায় কলিকাতা বঞ্চক ত্রাত্মাদিগের বারা পূর্ণ করিবে।"

শিক্ষাবিষয়ে বেমন, চরিত্রবিষয়েও তেমনি কলিকাতার হীনতা ছিল। সে সময়ের অবস্থা আমাদের নিজের কথায় বর্ণন_িনা করিয়া রাজা রামমোহন রারের এক জন শিব্য বাহা লিপিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "রামমোহন রায় বে সময়ে কলিকাতায় আদিয়া উপস্থিত হইলেন, তথন সমৃদায় বঙ্গভূমি অজ্ঞানাদ্ধকারে আছের ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের বে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিবদের বে বন্ধজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিছ তুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলবাত্রার আবীর ও রখবাত্রার সোল, এই সকল

লইয়াই লোকে মহা আমোদে, মনের আনন্দে কাল হরণ করিত। গদালান, ব্রাহ্মণবৈফ্ষবে দান, তীর্থব্রমণ, অনশনাদি ছারা পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুনা অঞ্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশাস ছিল; ইহার বিপক্ষে কেহ একটীও কথা বলিতে পারিতেন না। অল্লের বিচারই ধর্মের পরাকাষ্ঠার ভাব ছিল, অল্লন্ডন্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্রশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্থপাক হবিষা ভোজন অপেকা আর অধিক প্রিত্তকর কর্ম ছিল না। * * * বাহ্মণ পণ্ডিতেরা তথন সংবাদপত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাত্তংকালে গলালান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশা-কুশী হত্তে লইয়া সকলেরই দারে দারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ দকল প্রকার দংবাদই প্রচার করিতেন। * * ইহাতে কেহ বা অধ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংদালাভের আবাদে বিভাশৃত ভট্টাচার্ঘদিগকে যথেষ্ট দান क्तिर्देश मृज भनौतिरात उपारत जारात्र आधिपरकात मौग हिल नाः তাঁহারা শিষাবিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ক্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধুলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। * * * বৃশবুলি ও ঘুড়ীর থেলা, ক্লফ্যাত্রা ও কবির লড়াই, বীণ, দেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবকদিগের আমোদ ছিল এবং তাঁহারা দোলের আবীর পেলার তায় নন্দোংসবের গোলা হরিছ। লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিতেন * *। তথাপি মনেক রক্ষা এই ছিল যে, তপন পানদোষ ভাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিলাতীয় সভাতার কলম তাহাতে নিপু হয় নাই।"(১) কলিকাতার গুনীতিবিষয়ে স্থানান্তরে যে সকল বর্ণন আছে, তাহা আর উদ্ধৃত করা গেল না; বর্ণিত অবস্থার সঙ্গে নীতিবিষয়ে কি প্রকার হীনতা থাকিতে পারে, তাহা অফুমান করিয়া বোঝাই ভাল, স্পষ্ট বর্ণন গ্রন্থের পক্ষে একান্ত অমুপ্রোগী।

उ९कारत हिन्दु शर्यं व व्यवका

দে সময়ে ধর্মের কি অবস্থা চিল, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। যেখানে লোকের চরিত্রের ঈদৃশ হীনতা, দেখানে ধর্ম অগ্নে পলায়ন করিয়াছেন, ইহা আর কে না ব্রিতে পারে ? তবে ধর্ম চলিয়া গোঁলে অবশিষ্ট থাকে ধর্মের

তথ্যাধিনী পত্রিকার ১৭৮৭ শক্তের অগ্রহারণ নংখ্যা হইতে পূরীত।

আড়ম্বর; উহা কত দূর ছিল, তাহাই দেখা আবশুক। যেখানে ধর্ম আছে, দেখানে চরিত্র আছে; যেখানে চরিত্র নাই, দেখানে বাহু ক্রিয়ার আড়ম্বর ष्पारह। क्रममारक यथन य जाव श्रवन शास्त्र, ममनाम विषय जाहात्रहे ष्यधीन ্ হইয়। কার্য্য করে। প্রবলগণ রুধা অভিমানে স্ফীত, অমুজীবিগণ প্রভুর নিকটে শম্হ নীচতা স্বীকার করিলেও অপরের নিকটে অভিমানরক্ষার জন্ম ব্যস্ত। এক এক জন আখ্রীয় স্বন্ধন পরিবারের নিকট পর্যান্ত এত দূর অভিমানরকার্থী हिल्लन ८४, এ काल कान लाक तम ममराय लाकि निगरक प्रतिश्व आकर्षाा विक এই প্রবলতর অভিমান ধর্মাফ্রন্তানের প্ররোচক থাহার। পণ্ডিতব্যব্দায়ী, তাঁহার। ধনিগণের নিকট ধান্মিকত। প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগের মানরকা করিতেন। "বাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব ও পণ্ডিতত্ব লইয়া मण्ड करत्रन, खनाकूछ, खनान्छ, जित्रह्मछ इटेरल्ड धनीमिरान्त चारत चारत समा করা তাঁহাদিগের প্রাতঃক্বতা হইয়াছে এবং ধনীদিগেরই উপাদনা আম্বরিক ধর্মাফুঠান হইয়াছে। কি জানি, তাহারা অফুঠানের ক্রটি দেখেন, এ নিমিত্তে কণালে দীর্ঘরেখা, হত্তেতে কোষাপাত্র এবং তত্বপরি গদাম্বানের প্রত্যক চিহ্নস্বরূপ দিক্ত বল্পথও পরিপাটীরূপে সংস্থাপনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করতঃ উপস্থিত হয়েন।"(১) স্বগৃহে যাঁহার। অসক্তরিত্র, তাঁহার। শিধাগৃহে "হবিগ্রাশী হইয়া অতি শুক্ষসন্তরূপে অবস্থান করেন এবং সংয়ম উপবাদাদি কঠিন কঠিন নিয়ম পালনপূর্বক পরম তপস্বীর তায় আপনাকে প্রকাশ করেন।"(২) এ সকল তংকালের আরূণ পগুত ও শিষাব্যবসায়িগণের স্বরূপাবস্থার বর্ণন। বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈঞ্চব, এ হুই সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত। ছুংখের বিষয় এই যে, মূর্ব ও নীতিহীন ব্যক্তিগণের হাতে পড়িয়া শাক্ত ও বৈঞ্চব ধর্মের যে বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই এ সময়ে ধর্মসমাজের উচ্ছেদপাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শিশুবাবদায়ী গোস্বামিগণ প্রায়ই মূর্থ, দীক্ষা করাইবার প্রণালীটা-মাত্র শিক্ষা করিয়া ধনাজ্জনার্থ শিষ্যগণকে মন্ত্র দিতেন। ইক্রিয়বিকারবান্ ব্যক্তিদিগকে উপাদনার অক বলিয়া গৃঢ় লীলার কথ। উপদেশ দিতে নাই, এ নিবেধ তাঁহার। কখন কর্ণেও প্রবণ করেন নাই। স্বতরাং আপনারাও দে বিষয়ে যেমন শিথিল ছিলেন, শিষাদিগকেও দেই প্রকার শিথিল করিয়া

^{(&}gt;) (২) তব্বোধনী প্রিক্রি ১৭৮৭ শক্রে অগ্রহারণ সংখ্যা হইতে গৃহীত।

मिट्टन । ইहाटि कम এই हहेड. भारकवामाठाती शुक्रगत्नत **पाता** रह प्यतिहे সাধিত হইত, বৈষ্ণব গুৰুগণ ঘারাও ঠিক সেই অনিট্রই সাধিত হইত। স্বয়ং মন্ত্রদাতারাই যথন সাধনবিমুধ, তথন মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কেইই যে সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন না. ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে ভোগপ্রবৃত্তির প্রাবদাবশত: धर्मात नाम अभवक्षेत्रीनश्चित कतिए अस्तरकर कृष्ठिक रहेएक ना। तान. দোল, ঝলন, হুর্গোংসব প্রভৃতি অতি আড়ম্বরের সহিত পলীতে প্রীতে গুটে গতে অমুদ্রিত হইত। এ দকল কেবল আমোদের উপায় ছিল বলিলেও ঠিক বলা হয় না। এই উপলক্ষে কুংদিত বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উৎসাহ এই দকল অমুষ্ঠানের মূলে ছিল। এতত্পলকে ভণ্ডাভন্ত দকলে মিলিয়া অতি অপ্রাব্যসঙ্গীতাদি-প্রবণে আমোদ লাভ করিতেন। এইরূপে যুবকগণের কথা দরে থাকুক, নির্দ্ধোষ শিশুদিগেরও যে কি ঘোর অনিষ্টদাধন করা इंटेरजरह, এ दिवरम क्वर कारकाप कतिराजन ना। वानाकान इंटरज ঈদুশ অপবিত্রভাব-মধ্যে লালিত পালিত হইয়া ভদ্রপুহের শিশুগণও প্রথম হইতেই দৃষিত কথা ও ব্যবহারে প্রবুত্ত হইত। তাহাদের কথা ওনিয়া ও বাবহার দেখিয়া ভলাভলের যে কোন পার্থক্য আছে, তাহ। কিছতেই দ্বির করিতে পারা যাইত না।

ধর্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায়

()998->>00 g;)

ইংরেজজাতির ভারতে আগমন ব্রহ্মজ্ঞানবিস্তারের পক্ষে অমুকুল

চারিদিকের অজ্ঞানাত্মকারের মধ্যে মাহাত্মা রাজা রামনোহন রায় **এজ্ঞা**ন-বিতরণের জন্ত ঈশ্বর কর্কু প্রেরিত হন। তিনি যে সময়ে অভাদিত হন, দে সময় এক্ষজানবিন্তারের পক্ষে নিতান্ত অত্তকুল হইয়াছিল। এ দেশে ইংরেজজাতির আগমন বিধাতার অপূর্ব্ব অভিপ্রায়দাধন জন্ত। সপ্তদশ শতামীর প্রারম্ভে জাহামীর নুপতির সাম্রাজ্যকালে ইট্টইগুয়াকোম্পানীনামক স্থাসিদ্ধ বণিক্সম্প্রদায় ভারতের সম্পদে আক্ট হইয়া, বোম্বাই, মাস্ত্রাত্ব ও क्रिकाछात्र वानिकार्थ कार्यामत्र द्वापन करत्न। ১१८१ शृष्टीत्य स्वविधाछ পলানী যুদ্ধে ইহারাই বন্দলে প্রথম আধিপত্য সংস্থাপন করেন। যে তুর্বল পতিত বলদেশকে ভগবান সমুদায় পৃথিবীর ধর্মস্থাপনের জন্ম মনোনীত क्तिग्राहित्मन, त्मरे दक्रतम्भदक जिनिहे हेःदब्रक्रग्रांत श्रथम आधिभरजात श्रान নিৰ্ণীত করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ খুটাক হইতে ১৮২৫ খুটাক প্রাস্ত মোগল, निथ, मूननमान, महाताह्रीय ७ ज्यनतानत ताकननमर्था कमाचरा विवास বিসংবাদ চলিতে থাকে। ইংরেজ দেনাপতিগণ এই সকল বিবাদে প্রস্কৃত वन ও नामर्था अपूर्णन करतन। कन्छः भृष्टीयविधाननमान्यासम् भृरस् द्वामीय পরাক্রমে যেমন ইউরোপ, আদিয়া, আক্রিকা থণ্ডের অধিকাংশ প্রাদেশ রোম-রাজ্যের সাম্রাজ্য-ভূক্ত হইয়া যায়, এ দেশসম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ক্রমে ইংবেজ্ঞজাতি এ দেশে একাধিপত্য-স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল দেশভয় নয়, এমন সম্পায় মহাত্তাব ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞগণের অভ্যুদয় হয়, বাঁহারা ভারতের মন্বলের জন্ত আনুনালন সম্পশ্বিত করেন।

BERTEIRIEFE

রাজ্যসম্পর্কীয় জাদুশ অভুকৃল সময় স্কুবে লইয়া, ১৬৯৫ শকে (১৭৭৪

খৃষ্টাব্দে) বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতী থানাকুলক্ষ্ণনগরের নিকট রাধানগরে মহাত্মা রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন।

বহভাবাশিকা ও তব্জানচিত্তা

তিনি বাল্যকালে দেশীয় প্রথাহ্নসারে সামান্ত বান্ধালাভাষা শিক্ষা করিয়ী,
পিতা রামকান্ত রায়ের অভিপ্রায়াহ্নসারে পারস্ত ভাষা অভ্যাস করিবার
জন্ত পাটনানগরে গমন করেন। সেধানে তিনি পারসী ও আরবী উভয় ভাষা
অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে যে, তিনি আরব্য ভাষায় ইউক্লিড ও
আরিষ্টটলক্কত গ্রন্থ পাঠ করিয়া তরজ্ঞানিচিন্তায় প্রবৃত্ত হন। এই চিন্তার ফল
এই হয় যে, তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি আন্ধাশৃক্ত হইয়া পডেন। তাঁহার
মাতামহকুল ব্রাহ্মণ পতিত। তাঁহাদিগের কুলপ্রথাত্বসাবে তিনি গংক্কত শাদ্ব
অধ্যয়ন করিলেন।

পিতার বিরাগভারত ও দেশত্রুণ

যথন তাহার বয়দ ষোড়শ বংসর, তথন পৌত্তলিক ধর্মের বিক্লে গ্রন্থ লিপেন, ইহাতে তিনি পিতার বিরাগভান্তন হন। পিতার বিরাগ দর্শন করিয়া তিনি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হন এবং তিন বংসর তিবত দেশে শ্বিতি করিয়া বৌদ্ধর্মের ত্রামুস্দান করেন। এখানে ধর্মমন্ত্রে শ্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়া বিপদ্গ্রস্ত হন, কেবল দে দেশের নারীগণের সদম ব্যবহারে তাহার প্রাণ রক্ষা পায়। রাজা রামমোহন এই সদম ব্যবহার চিরকালের জক্ত শারণে রাথিয়াছিলেন, এবং সহমরণ-প্রস্তাবে নারীজাতির সম্ভান্ত বি অতি উচ্চ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকে মনে করেন, এই সদম ব্যবহার তাহার মৃল।

शृह्द श्रक्तांनवन ও পিতाक कृक भूनः वर्कत

যপন তাহার বিংশতি বংগর বয়স হইল, তপন পিতা তাঁহাকে গৃহে আনম্বন করেন। তাঁহার বিজ্ঞোপার্জনম্পুহা কোন কালে নিবৃত্ত হয় নাই। তিনি গৃহে আসিয়া ইংলতীয় লোকের সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহাদিগের ভাষা ও রাঞ্চনির্মাদি শিক্ষা করিলেন। ক্লেজ্পেগের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতানিবন্ধন জ্ঞাতিবর্গের অন্থ্রোধে পিতা রামকান্ত আবার তাঁহাকে বর্জন করিলেন।

विवयकार्था •

এই অবস্থার ধনোপার্জন জন্ম রাজকার্য্যে প্রায়ত্ত হইয়া রক্ষপুরে কলেক্টরী কার্য্যালয়ে তিনি দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে এত দ্ব সম্মান করিতেন যে, তিনি এই অঙ্গীকার লিখিয়া দিয়াছিলেন, "অন্য অন্য কর্মচারীর ক্যায় রাম্মোহন রার আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন না।"

পুত্তকাদিপ্ৰকাশে ব্ৰহ্মজ্ঞানবিস্তার

১৭২৫ শকে (১৮০৩ খৃষ্টাব্দে) রামমোহনের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃ বিয়োগের পর হইতে তিনি "স্বদেশীয় শাস্ত্রের মূল তাংপর্য্য নিষ্পন্ন করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।" ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খৃষ্টাব্দে) ৪১ বংসর বয়ক্রেমে কলিকাতায় আসিয়া তিনি পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে ও পুন্তকাদিপ্রকাশ দ্বারা ব্রশ্বজ্ঞানালোকবিস্তারে প্রবৃত্ত হন।

মহামুভাব ইংরেজগণের দারা দেশের ভাবী উন্নতির স্ত্রপাত

এই সময়ে অনেকগুলি মহান্তভাব ইংরেজ ভারতের কল্যাণার্থ সমবেত হন। এবং তাঁহাদিগের দ্বারা এ দেশের ভাবী উন্নতির হরেপাত হর। স্থিবিগাত সংস্কৃতজ্ঞ কোলক্রক, চিরম্মরণীয় উইলসন, অধিতীয় ক্রতবিগু জেম্স্মিল, সার উইলিয়ম জোনস্, মেকলে, সার হাইডইট ও আভাম সাহেব এবং অক্যান্ত মহোদ্যগণ ভারতের উপকারী বন্ধুগণের মধ্যে অগ্রগণ। এত্রতীত খ্রীষ্টায় ধর্মপ্রচারক স্থানিদ্ধ কেরি, ওয়ার্ড ও মার্সমান সাহেব ইংরেজ রাজপুরুষগণের অন্থমতি প্রাপ্ত না হওয়াতে, শ্রীরামপুরে ধর্মপ্রচারাদি দ্বারা কল্যাণসাধনে নিযক্ত হন।

বেদান্ত প্রচারে পৌত্রলিক ধর্মের বিক্লক্তা ও তৎদভলে বাদাকুরাদ

মহাঝা রাজা-রামমোহন প্রথমতঃ পারতা ভাষায় পৌত্তলিক ধর্মের বিরোধে গ্রন্থ নিপিয়াছিলেন; ইহার পর কঠোপনিষং, বাজসনেয় সংহিতোপনিষং, তলবকারোপনিষং, মাতৃকোপনিষং ও মৃত্তকোপনিষং, এই পাঁচখানি উপনিবদের মৃল ভাগ্যসহিত মৃত্রিত করিয়া বিতরণ করেন। ১৭৩৭ শকে বেদাস্থস্তের বাঙ্গালা অর্থ প্রকাশ করেন। এই সকল গ্রন্থ-প্রকাশে মহান্দোলন উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এক জন ভট্টাচার্য বেদাস্কচিক্রিক।

নামক পৃত্তক লিখিয়া তাঁহার মতের প্রতিবাদ করেন। ১৭৩৯ শকে তিনি উহার খণ্ডন করেন। এক জন গোস্বামী সাকারোপাদনাপ্রতিপাদনার্থ যে গ্রন্থ লেখেন, ১৭৪০ শকে তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। ভান্থ সহ বেদান্তস্ত্রের মৃলও এই শকে মৃদ্রিত হয়। ১৭৪১ শকে সংস্কৃত ও বাদানাভাষায় ব্রন্ধোপাদনার অবতরণিকা ও ১৭৪২ শকে কবিতাকারের প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেন। ১৭৪৩ শকের চৈত্রমাদে (১৮২২ খৃষ্টান্ধে) সংবাদপত্রে বন্ধান্ধ যাদে (১৮২২ খৃষ্টান্ধে) তিনি তাহার সহত্তর দেন। এই উত্তরের প্রতিবাদ পায়ণ্ড-পীড়ন এবং পায়ণ্ডপীড়নের প্রতিবাদ পথ্যপ্রদান ১৭৪৫ শকে তিনি প্রকটিত করেন। এই সময়ে বেদ ও কর্মহীনগণের ব্রন্ধজ্ঞানে অধিকার নাই বিনিয়া ক্রন্ধাণ্য শান্ত্রী যে বিচার উত্থাপন করেন, রামমোহন তাহার উত্তর গংক্ত, বান্ধালা, হিন্দী ও ইংরাজীতে দেন। ১৭৪৮ শকে মাক্রাক্রন্থ শক্রে শান্ত্রীর বিতর্কের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার প্রচারিত উপনিষ্য প্রভৃতি অনেকণ্ডলি গ্রন্থেই ইংরাজীতে অন্ধ্বাদ তিনি আপনি করেন।

এটানগণের সহিত বাদাসুবাদ

শ্রীষ্টানগণের সহিত তাঁহার অনেক প্রকাশ্য বাদাহ্যাদ হয়। এই বাদাহ্যাদ যথায় চলিতে পারে, এছল তিনি বাপ্তিই মিশানারী আডাম সাহেবের নিকটে গ্রীক এবং হিক্র ভাষা শিক্ষা করেন। শিক্ষাকালে তিনি আডাম সাহেবের মন ক্রিয়াছিলেন। করিয়াছিলেন। ১৭৪১ শকে (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি "হ্রপশান্তির পথপ্রদর্শক শ্রীষ্টের উপদেশ" নামে ইংরাজীতে গ্রন্থ প্রচার করেন, ইহাতে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ তাঁহাকে কঠোররূপে আক্রমণ করেন। এ সম্বন্ধে মিশনারিগণ সহ তাঁহার বিশেষ বিচার হয়। গুরুপাত্কা, ইংরাজী বাক্ষালাতে গায়ত্রীর অর্থ, গৌড়ীয় ভাষায় বাক্রন ইত্যাদি আরও বহু গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সহ্যবশ্প্রধা-মিশারণ ও হিন্দুরীগণের দায়াবিকারাদি

সহমরণে কি প্রকার অত্যাচার হইত, তাহা তিনি বচকে দেপিয়াছিলেন। তাঁহার দয়াপ্রবণ চিত্ত এই প্রধা-নিবারণ জন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া, ১৭০৯ শকে একগানি, ১৭৪১ শকে আর একগানি গ্রন্থ কিবিয়া, শাস্ত্রমতে উহার অসিক্তা এমনি করিয়া প্রতিপাদন করেন যে, ১৭৫১ শকে (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে) তদানীস্থন চিরন্মরণীয়, দেশের সর্কবিধহিতকক্সে সদা উত্যক্ত, বিভোৎসাহী গবর্গর শ্রীযুক্ত লর্ড বেণ্টিক রাজনিয়ম দারা সহমরণপ্রথা নিবারণ করেন। রাজা রামমোহন রাজ্যসম্পর্কীয় বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। হিন্দুলীগণের দায়াধিকার, দায়তত্ত্ব বিষয়েও তিনি গ্রন্থপ্রদান করেন।

দেশীরলোকের বিভাশিকাবিহরে উলারভাব

দেশীয় লোকের বিত্যাশিকাবিষয়ে তিনি উদার ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন।
ভাক্তার ডফ যদি তাঁহার সাহায্য না পাইতেন, তিনি বিত্যালয় স্থাপন করিয়া
এ দেশের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন না। বাইবেলপাঠে যে প্রকার
সকলের বিষেষ ছিল, রাজা রামমোহন নিজদৃষ্টাস্ত ও পুত্র সহ স্বয়ং ভফের
বিত্যালয়ে উপস্থিতি ছারা উহা অপনয়ন না করিলে, এ দেশে হয়ত আছ কেহ বাইবেল স্পর্শ করিত না।

বঙ্গজাবার গভাগ্রচলন

দেশীয় ভাষার এপন যে এত উন্নতি, তাহা তাঁহারই জন্ম। তিনিই বঙ্গভাষায় গদ্যপ্রচলন করিয়া, ব্যাকরণ লিপিয়া উহার ভবিন্তং উন্নতির হ্রপাত করিয়া গিয়াছেন।

আশ্বীয়সভা স্থাপন, ১৮১৫ খু:

১৭০৭ শকে (১৮১৫ পুটাকে) তিনি মাণিকতলার উদ্যানবাটীতে 'মান্মীয়দভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভায় শিবপ্রসাদ মিশ্র শান্ধীয় শ্লোক পাঠ এবং গোবিন্দমালা নামক এক ব্যক্তি সঙ্গীত করিতেন। তাঁহার কতিপয় বন্ধু এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাভায় মানিলে মনেকে তাঁহার নিকট যাভায়াত করিতেন; এই সময়ে চারিদিকে তাঁহার অপবাদ ঘোষিত হওয়াতে, একে একে তাঁহাকে সকলে ত্যাগ করিলেন। বাহারাও বা স্বার্থান্থরোধে সঙ্গে রহিলেন, তাঁহারাও পরোক্ষে তাঁহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন। জয়ক্ষ সিংহ নামক এক ব্যক্তি এইরূপ অপবাদ রটাইলেন যে, আত্মীয়সভাতে গোহত্যা হইয়া থাকে। আত্মীয়সভার সম্পাদক, রামমোহন রায়ের নিকটে অপৌত্তলিকতা এবং ধনবান্ হরিমোহন ঠাকুরের নিকটে বৈক্ষবন্থ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার বিক্লক্ষে ধর্মসভা সংস্থাপিত হইয়া

এমনই আন্দোলন উপস্থিত হয় যে, বাঁহারাও তাঁহার প্রতি আত্মীয়তা প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারা একে একে সেই সভায় গিয়া যোগদান করিলেন। এ সময়ে পুত্তকযোগে পৌত্তলিকতাখণ্ডন ও তাঁহার আত্মমতস্থাপন ভিন্ন অন্ধ কোন উপায় ছিল না।

ब्रीहानपिरम्ब धर्त्वाभरमन् अवन

আজ পর্যান্ত একটি উপাসনাগৃহ স্থাপিত হয় নাই বলিয়া, হরকরা নামক সংবাদপত্রিকার আফিদগৃহদংলগ্ন গৃহে আডাম সাহেব ধর্মবিষয়ে যে উপদেশ-দান করিতেন, বন্ধুগণ সহ ডিনি সেই উপদেশ শুনিতে যাইতেন।

উপাসনাসমাজ-প্রতিষ্ঠা

তারাটাদ চক্রবর্তী ও চক্রশেশর দেব তাঁহার প্রিয় অত্যায়ী ছিলেন। তাঁহারা এক দিন ত্থিত হইয়া বলিলেন, ধর্মোপদেশলাভের জন্ম বিদেশীয়ের শরণাশন্ধ হওয়া নীচতা। বেদাদি-ধর্মশাস্ত্র-শিক্ষা ও পরমার্থতত্ব আলোচনার অভ্য একটী সম্পূর্ণ দেশীয় সভা স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রতাব রামমোহনের হৃদয়াস্তরূপ হওয়াতে, কতিপয় বন্ধুর নিকটে সভাস্থাপনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ১৭৫০ শকে (৬ই ভাজ) (১৮২৮ খুটাম্বের আগই মাসে) মাপিকতলা দ্বীটস্থিত ক্মলবস্থ্র বাটীতে উপাসনাস্থাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রতি শনিবার তথায় উপাসনা হইতে লাগিল। এধানে এক বংসরকাল মাত্র উপাসনা হইয়াছিল।

ব্ৰাহ্মসমান্তপূহ-প্ৰতিষ্ঠা ও তৎকালীৰ সামান্তিক উপাসৰা-প্ৰণালী

বংসরান্তে ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘে (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আছুমারী মাসে) বর্জনান আক্ষসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং শনিবারের পরিবর্ধে বুধবার উপাসনার দিন নির্দিষ্ট হয়। "সমাজদিবসে স্থ্যান্তের কিয়্থকাল পূর্ব্বে ইহার (আক্ষসমাজগৃহের) এক কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত, সেথায় কেবল আক্ষণেরা ঘাইতে পারিতেন। তংপর তাহার যে প্রশন্ত ঘরে সমাজ হইত, সে ঘরে প্রথমে খ্রীযুক্ত অচ্যতানন্দ ভট্টাচার্য উপনিবদের ব্যাখ্যা করিতেন; তদনন্তর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাদীশ বেদাস্তস্ক্রের ভাল ব্যাখ্যা করিতেন ও মধ্যে মধ্যে নৃতন ব্যাখ্যান রচনা করিয়াও পাঠ করিতেন। তংপর ব্রহ্মান্ট্রীত হইয়। সভা ভ্রম্ব হইত।"

ব্ৰাহ্মদমাক্তবকাৰ্থ অৰ্থাসূক্ল্য

"ব্রাহ্মসমাজের গৌরব-রক্ষার জন্ম রামমোহন রায় বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মগণিগুতিদিগকে অর্থ বিতরণ করিতেন; তজ্জন্ম সমাজের অনেক ব্যয় হইত। সমাজের ব্যয়নির্বাহজন্ম টাকীনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ চৌধুরী, রামক্ষকপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুরানাথ মল্লিক, কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত হারকানাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রাজক্ষণ গিংহ এবং তেলিনীপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা রামমোহন রায়কে অর্থ দিয়া আন্তক্লা করিতেন।"

द्राद्धांभाषिक्षांश्चि । विनाजनम्ब ১৮०১ रह

এত দিন যে ভল্ল পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাহার এইরূপে স্থায়িত্ব দর্শনিকরিয়া, তিনি তাঁহার ইউরোপে গমনের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার এই উপযুক্ত সময় মনে করিলেন। দিল্লীর সিংহাসনচ্যত পূর্ব্বাধিপতি বাংসরিক রিবার জল্ল যত্ন করিয়া অক্লতকার্য্য হইয়াছিলেন। অক্লতকার্য্য হইয়াছিলেন। অক্লতকার্য্য হইয়াও রাজা রামমোহনকে রাজোপাধিপ্রদানপূর্ব্বক বৃত্তিবৃদ্ধির জল্ল যত্ন করিতেইংলতে প্রেরণ করেন। তিনি ১১৫২ শকে চৈত্র মাসে (১৮৩১ এটিান্দে) এল্বিয়ম্ নামক সম্প্রপোতে রাজারাম রায়, রামচন্দ্র ম্বোপাধাায় ও রামহরি ম্বোপাধায়কে সঙ্গে লইয়া ইংলতে যাত্রা করেন। সেথানে তিনি ধনী বিদ্যান্ধ দিলিক সকল লোক কর্ত্বক অতি আদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। তাহার সন্থাবহার ও শীলতায় সকলেই তাহার প্রতি সমধিক আক্লষ্ট হন। ভারতবর্ষের শাসনবিষয়ে রাজপুরুষরো তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা সকলে অতীব পরিতৃষ্ট হইয়াছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনচ্যত অধীশরের যে কার্যার্থ তিনি গমন করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি সকলমনোর্থ হইলেন।

ফরাসীদেশে গমন ও ইংলতে প্রত্যাগমন

১৭৫০ শকে (১৮৩১ খুটান্সে) শরংকালে তিনি ইংলণ্ড হইতে ফরাসী দেশে গমন করেন। তথায় সাদরে গৃহীত ও সম্মানিত হইয়া, শীতকালে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনপূর্বক, বেডফোর্ড স্কোয়ারে তাঁহার বন্ধু কলিকাতাত্ব হেয়ার সাহেবের প্রতিষ্ঠার গৃহে অবস্থিতি করেন।

वर्गादबाइव, ১৮७० वृः

সেণানে অহস্থ হইয়। ব্রিষ্টলে আইদেন। এখানে আসিয়া নয় দিন পরে জর হয়। প্রিচার্ড এবং কেরি নামক ছই জন চিকিংসক চিকিংসা করেন। ইহাতে রোগের কোন প্রতীকার হইল না। ১৭৫৪ শকের আখিন মাসে (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্লের ২৭শে সেপ্টেম্বর) উন্যষ্টিবংসর বয়:ক্রমকালে তিনি ইহলোক হইতে অবস্ত হইলেন এবং জ্রীবিতকালের তাঁহার অভিলাবান্থ্যায়ী মিস ক্ষেটলপ্রদত্ত একখণ্ড নিষ্কর ভূমিতে তাঁহার সমাধি হয়।

बाजा कामरवाहन बारात उक्तिवर्त--- अरक्यवयाम

আমাদিগের ধর্মপিতামহ ধর্মগদ্ধে কি মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন. এখন তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। তিনি এক নিরাকার নির্কোর ঈখরের ধ্যানাগুচিন্তনের পুন:প্রতিষ্ঠা জভ স্বর্গ হইতে নিযুক্ত। সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদিগণের সঙ্গে ভাত্তথামূভব করাই তাঁহার নিয়োগপত্রের নিবন্ধন। এ কার্যা যে তিনি অতি স্থচারুদ্ধণে নিপান করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন কোন মহাত্মা স্বৰ্গ হইতে প্ৰেরিত হন, তিনি আদিয়া পূৰ্ব্ব ধৰ্মবিশাদ ও শাদ্মাদির উচ্ছেদসাধন করেন না, পূর্ণ করেন, এ সত্য রাজা রামমোহন রাধের জীবনে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। তিনি দেশীয় বিদেশীয় দর্মশাস্থ্যসূহকে একেশ্রবাদ-পুন:প্রতিষ্ঠার উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। ধনিও সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়কে একীভূত করিবেন বলিয়। তিনি আইসেন নাই, তথাপি একেশর-বাদের ভ্মিতে সকলের সঙ্গে ভাততে সন্মিলিত হইবেন, ইহা তাঁহার জীবনের " লক্ষ্য ছিল। দেশ, জ্ঞাতি ও সম্প্রদায়ভেদে লোকে স্ব স্ব ভূমিতে অবস্থান ক্ষক, তাহাতে ক্ষতি নাই; একেশ্বর্বাদ্যমন্ত্রে তাহাদের কোন বিরোধ হইতে পারে না বলিয়া, তাহাদিগের সহিত তিনি ভাতত্ববন্ধন অফুভব করিচতন। স্বদেশীয় একেশ্বরবাদিগণের সঙ্গে 'ভাতৃভাবে আচরণ,'(১) বিদেশীয় একেশ্ব-वानिशनरक 'श्रियनाञ खान कता' (२) यरमनीय, विरामीय बरनरक बरवामिनरणव প্রতি 'কফণা করা' (৩) কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি উপদেশ দিয়াছেন, এবং আপনি

^{(&}gt;) (२) (०) वाबरवाहन तास्त्र "आर्थनागवा" गूलिका हरेरछ छक्छ।

তদক্ষ্পারে চলিয়াছেন। এইরপে চলিয়াছেন বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার পরলোকগমনের পর খ্রীষ্টীয়ান, মৃদলমান ও হিন্দু সকলেই তাঁহাকে স্থাস্থ সাল্যান্থ অন্তর্গত বলিয়া মনে করিবেন, অথচ তিনি কোন সম্প্রদায়ের নহেন। কি একেশরবাদী, কি অনেকেশরবাদী, কি বুজবাদী, কি বভাববাদী, কি পৌত্তলিক, কেহই বিচারতঃ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনার বিরোধী হইতে পারেন না, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; কেন না "প্রত্যেক দেবতার উপাসকের। সেই সেই দেবতাকে জগংকারণ ও জগতের নির্কাহকর্ত্তা এই বিশ্বাসপ্র্কাক উপাসনা করেন।" (১)

রামমোহনের মতে একোপাসনা

তিনি বাদেশীয়গণকে বেদান্ত-প্রতিপাত ধর্মে আনয়ন করিতে যত কবিয়া-ছেন। বেদাস্তমতে ঈশরের শ্বরূপ অজ্ঞেয়, তিনি স্তামাত্রে জ্ঞেয়, এই মত তিনি দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। "যে স্থলে (বেদে) অগোচর অজ্ঞের শব্দে ক্রেন. সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জেয় নহে। আর যে ছলে জেয় ইত্যাদি শকে কছেন, সে ছলে তাঁহার সতা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন, ইহা বিশ্বের অনির্বাচনীয় রচনা ও নিয়মের দারা নিশ্চয় হইতেছে।"(২) এই স্বরূপত: অক্টেয় অথচ সম্ভামাত্রে 'জগতের কারণ ও নির্বাহকর্তা' (৩) রূপে লক্ষিত ঈশবের 'শান্ধত: ও যুক্তিত: চিন্তন' (৪) তাঁহার মতে ঈশরোপাসনা ছিল। 'তাইর উদ্দেশ্যে যতু' (৫) 'পরএক্ষবিষয়ে জ্ঞানের আবৈতি'(৬) এই ছই প্রকারের উপাদনার মধ্যে • 'পরত্রন্ধবিষয়ে জ্ঞানের আরত্তিকেই' (৭) তিনি আত্মপকে উপাদনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ইক্সিয়দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাদে ষত্ন'(৮) ইহাই তাঁহার 'উপাদনার আবশুক দাধন'(১) ছিল। 'উপনিষদাদি'(১০) শব্দের মধো শ্রুতি স্থাতি তথ্রাদিও আছে। প্রমায়তত্ত্ববিষয়ক যে কোন শাস্ব रुष्ठेक, उपविषया भवमाञ्चिष्ठिक्षा 'डेभिनियमानि त्वमाञ्चारम यर्जुव'(১১) व्यर्थ । এতন্মধো--- স্থা চক্র বায়ু প্রভৃতি হইতে যে উপকার হইতেছে, উহা **ঈশরাধীন—এ চিস্তাও অক্টভূতি। 'ওঁ তং সং' ('ফৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা**

^{(&}gt;)--(>>) বাৰবোহনের "অনুষ্ঠান" পুতিকা হইতে উদ্ধৃত।

দেই সতা')(১) এবং 'একমেবাৰিতীয়ং ব্ৰহ্ম' ('একমাত্র অৰিতীয় বিশ্বব্যাপী নিতা')(২) এই তুইটি বাক্য একত্র বা পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণপূর্বক শ্রবণ ও চিন্তন সংক্ষেপ উপাদনা। 'নমন্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্র্যায়'(৩) ইত্যাদি মহানির্ব্বাণতদ্বোক্ত ব্রহ্মন্তোত্র তৎকালে উপাদনার অক্তরণে অবিকল পঠিত হইত। পর সময়ে উহা পরিবর্ত্তিতাকারে ব্যক্ষসমাজে গৃহীত হইয়াছে।

উপাদনার প্রাথনিক অবস্থা ও উল্লভ অবস্থা

উপাদনা ও "আত্মদাকাংকার" (৪) এ তুই তাঁহার নিকটে সম্পূর্ণ স্বতম্ব ছিল; জগতের স্বাষ্ট, স্থিতি ও লয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া পরমাত্মতালোচনা উপাদনা। এই চিন্তা পরোক্ষ, স্তরাং ইহার নাম তিনি 'পরম্পরা উপাদনা'(৫) অর্পণ করিয়াছেন। যত দিন অভ্যাদবশতঃ প্রপঞ্চময় জগতের প্রতীতি বিনষ্ট হইয়া দত্তামাত্র ক্ষৃত্তি না পাইতেছে, তত দিন আত্মদাকাংকার অসম্ভব। এই আত্মদাকাংকারের উপায়দম্বদ্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, "জগতের স্বাষ্ট খিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার দত্তাতে নিশ্বয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন, নামরূপময় জগং মিথ্যা হয়, ইহার অমুকূল শাল্রের প্রবণ মননের দারা বহুকাল বহু যত্ত্বে আত্মার দাকাংকার কর্ত্তবা।"(৬) যত দিন আত্মদাকাংকার না হইতেছে, তত দিন "ব্রহ্মসত্তাকে আপ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বন্ধ যে বন্ধ যে প্রকারে প্রকাশ পায়, তাহাকে দেই দেই রূপে ব্যবহার করিতে হয়।"(৭) রাজা রামমোহন রায়ের এই সকল কথাতে ম্পন্ট প্রতীতি হয় যে, তিনি বেদান্তমত গ্রহণ করিত্তে গিয়া প্রীমচ্চন্বরাচার্য্যের অন্তস্বন করিয়াছেন।

শক্ষরচার্ব্যের অনুসরণ ও খাড্যা

একমাত্র অধিতীয় ঈশরপ্রতিপাদন এদেশে শহরাচার্যাই করিয়াছেন, স্থতরাং এ বিদয়ে রামমোহন রায় শহরের অস্থারণ করিতে কেনই বা কুটিত হইবেন? তবে তাঁহার অস্থারণ বাধীন ছিল, কেন না শহর প্রচালিত পৌত্রলিক উপাদনার ভিতরে অবৈতবাদ প্রবিষ্ট করিয়া দিরা সম্ভূটি হইয়াছিলেন; রাজা রামমোহন পৌত্রলিকতার উচ্ছেদদাধন করিয়া একমাত্র

^{(&}gt;)—(•) । রামবোহনের "রক্ষোণাসন।" পুতিকা বইতে উদ্ব ত।

⁽ в) -(৭) । ভাষবোহদের "ভট্টাত:ব্যের সহিত বিচার" পুত্তক হইতে উজ্ত।

অন্বিতীয় ঈশবের উপাদনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যদিও তিনি ব্রক্ষতিষ্ক অন্ত বস্তুর বাস্তবিক দত্তা স্বীকার করিতেন না, এবং যত দিন আত্ম-দাক্ষাংকার নাহয়, তত দিন ব্রক্ষের দত্তা আশ্রয় করিয়া দেই বস্তুদমূহ যে যে রূপে প্রকাশিত, দেই দেই রূপে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তথাপি এরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি অস্ততঃ যতকাল আত্মদাক্ষাংকার নাহয়, তত কালের জন্ম আপনাকে এবং অপরকে অবৈতবাদের গ্রাদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

শাল্প ও বৃক্তির ভিত্তির উপর ধর্মহাপন

প্রতিব্যক্তির আচরণ নিয়মিত হুইবার পক্ষে তিনি এই শাস্ত্রীয় নিয়ম অমুসরণ क्रियाहिन, "क्लाएंक्क् राक्षि रामन जाननारक, रमहेक्रभ भरतक । स्थिरिन; স্থা হঃথ যেমন আপনাতে হয়, দেইরূপ পরেও হয়, এমত জানিবেন।"(১) তিনি তাঁহার সমুদায় সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও যুক্তির উপরে স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক সময়ে ক্লেশে নিপতিত হইতে হইয়াছে; কিছ আর কোন গতান্তর নাই বলিয়া নিপুণতাসহকারে এই তুইয়ের উপরে তিনি সমানে নির্ভর করিয়াছেন। ইনি শাল্পপ্রণেতবর্গকে 'ভ্রমপ্রমানরহিত' (২) বলিয়। স্বীকার করিতেন, অধিকারিভেদে শাস্ত্রসমূহের ভিন্নত। মানিয়া স্বমতবিরোধী শাস্ত্রদকলের সন্মান রক্ষা করিতেন। সর্ববিধ শাস্ত্রের প্রতি সন্মাননাবশতঃ ইনি পরমাত্মপ্রতিপাদক তন্ত্রগুলিকেও সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঐ সকলের মধ্যে যে সমুদায় অত্যস্ত উদ্বেগকর মত আছে, দে গুলি তত্তং শাস্ত্রের শিক্ষাস্তাবলম্বনে 'লোকরঞ্জনমাত্র'(৩) বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রচলিত শাস্ত্রের কোন এক শাস্ত্র অবলম্বন কবিয়া চলা তিনি স্বেচ্ছাচার-নিবারণের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি মৃত্রষি ঈশাকে অতীব ভক্তিনয়নে দর্শন করিতেন, শাস্ত্রপ্রবক্তা শিবাদির প্রতিও তাঁহার ভক্তির ক্রাট ছিল না; কেন না "হরি, হরের দ্বেষ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, যেহেতু যে স্থানে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহাদের নাম-গ্রহণ হইয়াছে, তথায় ভগবান শব্দ কিংবা

^{(&}gt;) বামমোহনের "প্রার্থনাপত্র" পুতিকা ক্টতে উ**র**্জ।

⁽२) রামবোরনের "পোবামীর সহিত বিচার" পুত্তক ইইতে উদ্ভে।

⁽৩) রামমোহনের "কুলার্ণব তম্ম" পুত্তিকা হইতে উদ্বত।

পরমারাধ্যশব্দক তাঁহাদের নামকে সকলে দেখিতে পাইবেন।"(১)

ঈশ্বকে বাজভাবে দর্শন

রাজ। রামনোহন ঈশরকে রাজভাবে দর্শন করিতেন। তিনি রাজদর্শনের উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মাণিকতলা হইতে বন্ধুবর্গ সহ পদরজে সমাজে গমন করিতেন।

থ্যাইধর্মসম্পর্কীয় মত

এ কথা সত্য, আমাদিগের ধর্মপিতামহ স্থদেশীয়গণের নিকটে বেদাস্ক ও তদহকুল শাস্ত্রসমূহযোগে এক্ষজ্ঞানবিন্তার করিয়াছেন; কিন্তু বিদেশীয় শাস্ত্রসমূহের প্রতি তিনি কখন উদাসীন ছিলেন না । এইবাদিগণের ত্রিত্বাদ এবং মতভেদ-पर्नत जिनि **जिन्नि जान अ**जिवार अञ्च हन. कि इ जाहाद जिनादिक কথন औটের প্রতিকুল হইতে পারে নাই। তিনি মূল ভাষার স্বাইবেল পাঠ করিয়া দেখিলেন, খ্রীষ্টানগণ কল্পিত মতদমূহ বারা খ্রীষ্টের প্রক্লত মহন্ত ও গৌরব আক্রাদন করিয়া রাখিয়াছেন; স্থতরাং তিনি এটের উপদেশাবলি সংগ্রহ করিয়া मृजि क विदान । (२) वांहेरवरलव जनाम जः वाम मिया, रकवन उपरान छन ম্জিত করাতে, খ্রীষ্টানমিশনারিগণের দক্ষে তুমুল বিচার সম্পশ্বিত হয়; এবং এই বিচারেই (৩) প্রীষ্টধর্মদম্পর্কীয় তাঁহার মতগুলি পরিষ্কৃতরূপে জনসমাজের নিকট প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমরা সংক্রেপে তাঁহার মতগুলি এইরূপে সংগ্রহ করিতে পারি। তিনি খ্রীষ্টের উদ্ধারকর্ত্তর, মধ্যবর্তির, এবং অপরের পাশের জন্ম ক্ষমাপ্রার্থিয়িত হু স্বীকার করিয়াছেন। তিনি দেগাইয়াছেন, মুখা প্রস্তৃতি সমুদায় মহাজনগণেরই উদ্ধারকর্ত্ত্বাদি ছিল, খ্রীষ্টেতে এ সকল সম্বন্ধে অবস্থ वित्मवच चाह्न। औष्ठे উদ্ধারকর্তা বলিয়া ঈশ্বর নছেন: তিনি ঘাছা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার অমুবর্তনে উদ্ধার হয় বলিয়া তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তম। ঈশবের

⁽১) বানবোহনের "ক্ৰিডাকানের সহিত বিচার" পুতিকা হইতে উদ্ত।

⁽২) The Precepts of Jesus, the guide to Peace and Happiness:
(Extracted from the Books of the New Testament, ascribed to the four Evangelists) এই আইবা।

^(•) An appeal to the Christian Public in defence of the Precepts of Jesus I, II. III, এবং The Common basis of Hindooism and Christianity or (The Tytler controversy) প্ৰবৰ্গ নুইয়া।

ইচ্ছা প্রীষ্টের মধ্য দিয়া অম্যায়িবর্গের নিকটে প্রকটিত হয় বলিয়া তিনি প্রীষ্টের মধ্যবর্গিত্ব স্থীকার করিয়াছেন। প্রীষ্টের শোণিতে পরিত্রাণ হয়, এ কথা সত্য না হইলেও, ঈশরের ইচ্ছাপ্রতিপালনার্থ তিনি যে জীবনদান করিয়াছেন, তজ্জ্জ্য তাঁহার অপরের পাশক্ষমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবার বিশেষ অধিকার উপস্থিত হইয়াছে, ইহা সত্য। যে সকল ব্যক্তির তিনি মধ্যবর্ত্তী, তাহাদিগকে জীবিত সময়ে তিনি শিক্ষা দিলেন, এবং মৃত্যুর অস্তে অমৃতপ্ত ব্যক্তিগণের পাশক্ষমার্থ দিশরের নিকটে প্রার্থনা করিবার জন্ম আপনি বলি হইলেন। দিশা কথন দিশরের নিকটে প্রার্থনা করিবার জন্ম আপনি বলি হইলেন। দিশা কথন দিশরের নিকটে প্রার্থনা করিবার জন্ম আপনি বলি হইলেন। দিশা কথন দিশরের নিজের মৃথের কথাতেই তাঁহার দিশরাধীনত্ব স্থাপ্ত প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি দিশরের পুত্র। ধর্মণাম্মে অপর সম্দায় সাধ্ মহাজনগণকে দিশরের পুত্র বলা হইয়াছে, তবে তাঁহাদিগের সকলের হইতেইহার শ্রেষ্ঠত্ব অবস্থানীকার্য। পরিত্রাণা কেবল দিশাতে বিশাদ করিলে হয় না, প্রার্থনা ও বাধ্যতা পরিত্রাণের হেতু। প্রীইধর্মের তত্ত্বনিরূপণ করিতে গিয়া, আমাদিগের ধর্মপিতামহ প্রীইধর্মণাম্মেক্ত অলৌকিক ক্রিয়াগুলির সত্যত্ব স্থীকার করিয়াও, প্রীষ্টের জীবন ও উপদেশকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

মুদলমানধর্মসম্প্রীয় মন্ত

ম্সলমানধর্মবিষয়ে যে গ্রন্থ (১) নিথেন, তাহাতে অলৌকিক ক্রিয়ার প্রতি বিশাস অস্থীকৃত হইয়াছে। ম্সলমানধর্মের বলপূর্বক ধর্মগ্রহণ করান, এবং বিধিমিগণের বধ বন্ধন উৎপীড়নাদির তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। মোহম্মদ শেষ প্রেরিত, এ কথা তিনি অস্থীকার করিয়া, তাঁহার পরেও নানা দেশে প্রেরিতবিশেষের অভ্যাদয় হইয়াছে দেখাইয়াছেন। ধর্ম্মের নামে ধর্মান্তরাবলম্বী লোকগণকে ম্বণা করা বা তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা কথন সম্চিত নয়; তাহার কারণ এই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যথন এই সকল লোকের প্রতি পারলৌকিক শান্তি লিখিত আছে, তথন ইহলোকে তাহাদিগকে তক্ষ্মন্ত শান্তিদান করিবার কাহারও অধিকার নাই।

अरक्षत्रवारमञ्जूषितक मधुनाव शर्यात अका

তিনি 'তোহ ফতুল মোহদীনের' প্রথমভাগে এইরূপ লিখিয়াছেন, "মামি

⁽১) "ভোহকতল মোহদীন"।

হিন্দু মোদলমান জীটানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্মত ও ধর্মণাত্মের গৃঢ় জালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঈশর একমাত্র অধিতীয় ও তিনিই উপাশু, এই মৃদ মতে সকলের ঐক্য আছে, কেবল অবাস্তর ভেদ লইয়া বিবাদ বিসংবাদ।" আমাদিগের ধর্মপিতামহ এইজন্ত একেশরবাদের ভূমিতে সম্দায় ধর্মের লোককে এক করিতে যত্র করিয়াছেন। তাঁহার এই যত্ন, সমাঙ্গসপর্কে তিনি যে ইইজীড(১) করিয়া যান, তাহাতে স্বস্পাই প্রকাশিত আছে।

অপ্টবা—১২ পৃষ্ঠার প্রথম পারের "অক্ত.....পাকিবেন মা" অংশ, ২র পারির 'বেনেশীরহইলেন" অংশ—ডত্বোদিনী পত্রিকা, ২র কর, ১ম ভাগ, ৩৫ল সংখ্যা (বৈশাধ ১৭৬৯ লক) "রাম্মেহন রারের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃদ্ধার" হইতে উদ্ধৃত।

১৪ পৃঠার বেব পারোর 'দেরাক্ষিবদে…. হইত" অংশ, ১৬ পৃঠার প্রথম পাঁার। "বাক্ষ্যান্তের…...করিতেন" অংশ র'জনারারণ বহু প্রশীত 'ব্র ক্ষ্যান্তর বক্তা" নামক পুত্তকের তৎপ্রদত্ত "বাক্ষ্যবালের ইতিবৃত্ত ও লক্ষ্ম" বক্তা হইতে উচ্চত।

>२, २४ % ३७ शृक्षेत्र त्नांके वशावतन मात्रिविद्धे स्त्र नाहें; छाहे अशास्त्रत त्नवारतन व्यवस करेग:

ধর্মপিতা দেবেক্রনাথ

রামমোহনের বিলাতগমনের পর ব্রাহ্মনমাঞ্চরকা

১৭৫১ শক हहेरिक ১৭৬০ শক (১৮২৯-১৮৪১ थुडीका) भर्वास्त ज्ञांका রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ত্রান্ধদমাজের অবস্থা কিছুতেই জনদমাজের নিকটে আশাপ্রদ ছিল না। রাজা রামমোহনের বিলাতগমনের পর তাঁহার অফু-যায়িবর্গের উৎসাহ ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। আচার্য্যকার্য্যে নিযুক্ত একমাত্র শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিভাবাগীশ প্রাণগত যত্নে সমাজকে রকা করিয়াভিলেন। রাজা রামমোহনের এক জন বন্ধু তংপ্রতিষ্ঠিত সমাজরক্ষার জন্ম শেষ পর্যন্ত অর্থদানে অকাতর ছিলেন। তিনি আমাদিণের ধর্মপিতা দেবেক্সনাথ ঠাকুরের পিতা খারকানাথ ঠাকুর। রাজা রামমোহন যথন বিলাত গমন করেন, তথন স্বভাবতঃ সমাজরক্ষার ভার তংপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের প্রতি নিপতিত হয়। তিনি ধর্মে আন্থাবান্ না থাকিলেও, পিতৃকীর্ত্তিরক্ষার্থ যত্নপূর্ব্বক সমাজ রকা করিতেন। তিনি বিষয়কার্য্যের অন্থরোধে যে সময়ে বিদেশে অবঞ্জি করিতে लाजित्लन, तम मभरत्र ताञ्जात वसूवर्ग वसूत्र कीर्छितकार्थ यञ्जनील इहेत्लन। वसूत्रग অরে অরে পৃষ্ঠভদ দিলেন, এক। এমদ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থাঞ্কুল্যে এবং সমাজের আচার্য্য শ্রীমন্ত্রামচন্দ্র বিভাবাগীশের যত্নে সমাজ রক্ষিত হইল। কিন্তু কালক্রমে পাঁচ ছয় জন সভ্যের অতিরিক্ত কেহ উপাসনাদিবসে উপস্থিত থাকিতেন না।

ভৰবোধিনীসভা স্থাপন

১৭৬১ শকের ২১শে আনিনে (১৮৩৯ খুটানে) শ্রীমন্তামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রয়ন্তে তথালোচন। দারা রান্ধ্যম্মপ্রচার কর তথবাধিনীসভা প্রতিষ্টিত হয়। প্রথমতং দশ জন সভা ইহাতে গোগদান করেন। উপনিধৎ-ও-শাল্পপ্রচার, বিদ্যালম্বর্গাপন, পুত্তকপ্রগারনাদি, এই সকল উপায়ে রান্ধ্যমান্ধকে জীবিত রাখা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। তথবোধিনীসভাসদ্বন্ধ খনং প্রধানাচার্য্য এই কল বলিয়াছেন, "রান্ধ্যমান্তের সহিত তথবোধিনীসভার গোগের অগ্রেরান্ধ্যমান্ত যেন অবসর হইয়া আসিতেছিল—ক্ষ্পন্থীন হইতেছিল; তাহার

যত দ্ব ছুর্গতি হইতে পারে, তাহ। হইরাছিল। যথন তব্বোধিনীসভার সহিত তাহার পরিণয় হইল, তথন তাহার প্রাণসঞ্চার হইল। ১৭৬০ শকে (১৮৪১ খুট্টাব্দে) তব্বোধিনীসভার সহিত যোগ না হইলে ব্রাপ্তসমাজের কি পরিশাম হইত, বলা যায় না। হয়তো আমরা ইহার কিছুই দেখিতে পাইতাম না"।(১) তব্বোধিনীসভার মাসিক উপাসনা হইত; যথন ত্র্বোধিনীসভা ব্রাক্তসমাজের ত্রাবধারণের ভার গ্রহণ করিলেন, তথন উহার উপাসনাকার্য্যের ভার ব্রাক্তসমাজ গ্রহণ করিলেন, এবং সেই সময় হইতে ব্রাক্তসমাজে প্রাতঃকালে মাসিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল।

১১ই মাব

২১শে আখিন তত্ত্বোধিনীসভার যে সাংবংসরিক উপাসনা হইত, তাহা উঠিয়া গিয়া ১১ই মাঘ সাংবংসরিক উপাসনা হওয়া শ্বির হয়। রাজা রামমোহনের সময়ে যে দিন কলিকাতা-ব্রাগ্ধসমাজে প্রথম উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়, দেই দিন এই ১১ই মাঘ।

ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের ব্রাক্ষসমাকে ব্যোপদান

আমাদিসের প্রধানাচার্য্য ধর্মপিত। দেবেন্দ্রনাথ সাকুর ১৭৬৩ শকে (১৮৪১ খুষ্টাব্দে) ব্রাহ্মসমাজে ঘোগদান করেন। তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তনসম্বন্ধে তিনি আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই জ্ঞাতব্য। ভারতবর্ষীয়বাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠার পর তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হয়, (২) তাহার প্রত্যুত্তরম্বরূপ প্রত্যুত্তনন্দনপত্রে (৩) তিনি বলিয়াছেন:—

"হে প্রিয়-দর্শন কেশবচন্দ্র ও প্রীতি-ভাঙ্গন আন্ধ-বন্ধুগণ! আমি আদর পূর্বাক কিন্তু সংকৃচিত হইয়া আপনাদের নিকট হইতে এই প্রেমোপহার গ্রহণ

⁽১) "এ।ক্ষসমালের পঞ্বিংশতি বংসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" পুল্কিকা হটতে পূহীত, বাহা প্রধানাচার্য্য কর্ত্তক "এ।ক্ষবভূসভাতে" ১৭৮৬ শকের ২৬শে বৈশাব শনিবারে বিবৃত হয়।

⁽২) ১৭৮৯ শক্তের এই কার্ত্তিক, সোমবার, অভিনন্দনপত্র প্রদন্ত হয়। ধর্মতাশ্বের ংএশ সংখ্যার অভিনন্দনপত্র ত্রষ্টবা।

⁽ ७) ১৭৯० नटकब देवांडे वारतब धर्मकत्वाच ८०न नःशांच छडेगा।

[&]quot;আচাৰ্য্য কেশবচন্দ্ৰের" পূৰ্ব্য সংকরণে "এত্যতিনশ্বনপত্মের" কতক অংশ বাদ বিদ্যা মুদ্রিত হয়। এই সংকরণে সম্পূৰ্ণ সন্ধিবিট হইল।

কবিতেচি। আমার পক্ষে ইহা অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার; ইহা কথন जामात हिन्दात भएवल जांहरम नाहे रा. जामि जामात रश्किकिश कार्या আপনাদের এ প্রকার প্রীতি ও অমুকূলতা আকর্ষণ করিব। আমি এই हिमुखात्मत सकीय हिमुखाजित ममजाराज तक हहेया हेहारक পविज बाक्यधर्म দার। সংস্কৃত ও উন্নত করিতে ব্যাকুল রহিয়াছি। এই আন্ধর্ণের যে মধুর অমত রুদ আস্বাদন করিয়া আত্মা তপ্ত হইয়াছে, তাহাই আমার স্বজাতির মধ্যে পরিবেশন করিবার নিমিত্তে মন নিতান্ত উৎস্থক রহিয়াছে। আমি त्कन अथरम निर्वित्भारत ममुनाय উপनियन्तक अवनम्बन कतिया এই हिन्नुमभात्क বেদাস্ত-প্রতিপান্ত বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, পরে কেনইবা এখন তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইহাতে সকলের শ্রদা আকর্ষণ করিবার জন্ম চেষ্টা করিতেছি; তাহার আমূল হেতু এই অবসরে সংক্ষেপে আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রথম বয়নে আমার নিকটে এই নক্ষত্রগতিত অনস্থাকাশ অনস্তদেবের পরিচয় দেয়। এক দিন শুভক্ষণে এই অগণানক্ষত্রপঞ্জ অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রদারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্র্যাভাবে একেবারে আমার সমুদায় মন, সমুদায় আত্মা আকৃষ্ট হইল: অমনি বৃদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, এ কথনও পরিমিত হত্তের রচনা নহে। সেই মুহুর্ত্তে অনস্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল; দেই মুহুর্তে জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইল। তপন আমার পাঠাবস্থা। এ কথা অন্তাপি আমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করি नारे। जामनारमय जलकात स्त्रीशार्क वाधा रुरेया क्रमग्रहात जिल्लाहेन कतिया তাহা এখন বাক্ত করিতেছি। প্রথমে এই অনস্ক আঁকাশ হইতে অনস্কের পরিচয় পাইলাম, যেন আববণ ভেদ কবিষা অনম্য ইশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন যবনিকার এক পার্শ হইতে মাতার প্রদন্ন বদন দেখিতে পাইলাম। দেই প্রদল্প বদন আমার চিত্তপটে চির্নিদের নিমিত্ত মৃক্তিত হইয়। বহিয়াছে। প্রথম বয়দে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যুখন, গুহেতে শালগ্রামশিলার অর্চনা দেখিতাম, প্রতি বংসরে যখন চুর্গাপুজার উৎসবে উৎপাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিভালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিছেশরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক। হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্তে বর

প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, ঈশ্বরই দশভূজা তুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু সেই শুভক্ষণে বেমন এই অনক আকাশের উপরে আমার নয়ন্যুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনস্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হত্তের কার্যা নহে, অনস্ত পুরুষেরই এই অনস্ত রচনা। প্রথম উপদেশ অনস্ত पाकाम इटेर्ड भारेनाम, भरत मानात्न दिवारगात उभरतम इटेन। महमा फ्रामीत्मत् यामन कार्य देशिक ववेन। तमवे देशाम जारवत यामरम कार्य এমনি বিকশিত হইল যে, সে রাজে চকুতে নিজা আইন না। তাহার পর দিনে দে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন আমি ঘোর বিষাদে অকুল চিস্তাতে নিমগ হইলাম। পিপাসাতুর প্রিকের ভায় সেই আনন্দের **আক**র প্রেমের সাগর সতাম্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তপটের জ্ঞানভূমিতে অনস্তের যে স্থব্দর ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা কি কেবল ছবিমাত্র ? তাহা কি মনের ভাবমাত্র ? পেই বাহুবিক স্তা কি নাই, যাহার এই প্রতিবিম্ব, যাহার এই প্রতিরূপ? এই প্রকারে বৃদ্ধির মহা আন্দোলন চলিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে যথন আমার মন ছিল্ল বিছিল হইতেছিল, তথন হঠাৎ উপনিষদের এক ভিন্ন পত্র আমার হত্তে নিপতিত হুইল। যথন প্রথম ভাহাতে পাঠ করিলাম, 'ঈশাবাভামিদং সর্বাং যংকিঞ জগত্যাং জগং। তেন ত্যক্তেন ভূঞীখা মাগুধ: কল্মম্বিদ্ধনং॥' তথন স্থামার भन এक जानसभय नुष्टन बारका श्रायम कविता। हेहाव श्रुर्क्य जामाव मरन अहे ভ্রাম্ভি ছিল থে, আমাদের হিন্দু শান্ধে পৌতলিকতা ভিন্ন নিরাকার নির্ফিকার সত্যস্ত্ররূপের নির্দেশ নাই। সামাদের এই চুর্ভাগা হিন্দস্থানে এক্ষেবাবিতীয়ং পরব্রের কথনও অর্চনা হয় নাই। পরে যথন আমার ভ্রদয়ের ভাবের প্রতিভাব উপনিষদের পত্রে প্রথম প্রতাক্ষ দেপিলাম, 'এই ব্রহ্মাণ্ডের যে •কিছ भनार्थ समनाधर केन्द्र चात्र। जााभा त्रविद्याहरू, भाभ हिन्द्रा । अ विषयनानमा পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না,' उथनहे स्वामात कार्य छेश्यादर ও सानत्म छेम्हर्मिंड हहेबा छेत्रिन। उथन **गम्माय উপনিবংকে, गम्माय त्वारक जामाय मत्त्र अहा जामिया जामिया**

করিল। পূর্কে আমার কোন শাল্পে শ্রদা ছিল না, এই সময়ে সমুদায় বেদশান্ত্রে আমার শ্রন্ধা ব্যাপ্ত হইল। অসময়ে অনির্দেশ্য বন্ধুর স্তায় অপরিচিত বেদশান্ত্র হইতে আমার হৃদয়ের চিরপরিচিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়া, কুতজ্ঞতাদহকারে আমার মন্তক তাহার নিকটে অবনত হইল। উপনিষদের এক এক মহাবাক্যে আমার আত্মা জ্ঞানসোপানে উন্নত হইতে লাগিল। 'ব্ৰহ্ম বা ইদমগ্ৰ আদীং তদাআনমেবাবেৎ অহং ব্ৰহ্মান্মীতি।' ইহার পূর্বের কেবল ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি আপনাকে জানিলেন, আমি ব্রহ্ম। 'সদেব সৌম্যোদমগ্র আদীদেকমেবাদ্বিতীয়ম।' ইহার পূর্কে, হে প্রিয় শিশু, সংস্থরণ পরব্রশ্বই ছিলেন, তিনি একই অধিতীয়। 'স তপোতপাত স তপর্প্ত । हेनः मर्स्तमञ्जूष यमिनः किथा । তিনি আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহ। কিছু সৃষ্টি করিলেন। 'স্যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিতো স এক:' সেই—যে ইনি পুরুষে এবং যে ইনি আদিতো-তিনি এক। কিন্তু যখন আবার এই উপনিষদে দেখিলাম, 'অয়মান্তা ব্ৰহ্ম' 'দোহমিশ্ব' 'তব্মিদি' এই আত্মা ব্ৰহ্ম, তিনি আমি, তিনি তুমি—তপনই বৃঝিলাম যে, বাহ্মধর্মের মূলতত্ত্বের সহিত ইহার দকল বাকোর ঐক্য নাই। আবার তাহাতে যুখন দেখিলাম যে, 'ঘাহার। গ্রামে থাকিয়া যাগ যুক্ত প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের অমুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধুমকে প্রাপ্ত হয়, ধুম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে রঞ্পক্ষকে, রঞ্পক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের মাদ সকলকে, দক্ষিণায়নের মাদ দকল হইতে পিতলোককে, পিতলোক হইতে আকাশকে, আকাশ হইতে চন্দ্রনোককে প্রাপ্ত হয়; এবং দেই চন্দ্রনোকে স্বীয় পুণাফল ভোগ করিয়া পুনর্ববার এই পৃথিবীলোকে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত চন্দ্রলোক হইতে বিচাত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধুম হয়, ধুম হইয়া বাষ্প হয়, বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বৰ্ষিত হয়; তাহারা এখানে ব্রীহি যব ওষধি বনস্পতি তিল মাব হইয়া উৎপন্ন হয়, দেই ত্রীহি যব তিলমাযাদি অন্ন যে যে ভক্ষণ করে, সেই সেই স্ত্রী পুরুষ হইতে তাহারা এখানে জীব इहेश জন্মগ্রহণ করে'--- তথনই এই সকল বাক্যকে অযোগ্য করন। বলিয়া বোধ হইল। আঁবার যথন তাহাতে দেখিলাম, ক্রন্মজ্ঞ ক্রন্মপরায়ণ বাক্তিদিগের মৃক্তি নির্বাণমৃক্তি, তথন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন

করিল। 'ষ্ণা নছা: ক্রন্মানা: সম্দেহ্যুং গছায়ি নামরূপে বিহায়। তথা বিশ্বান নামরূপাদ বিমৃক্তঃ পরাংপরং পুরুষমূলৈতি দিবাম্।' ঘেমন নদী দকল অন্দ্রান হইয়া নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমূলেতে লীন হয়, দেই প্রকার এক্ষজ্ঞ ব্যক্তি নাম রূপ হইতে বিমৃক্ত হইয়া পরাংপর পূর্ণ পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। ইহাতো মৃক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ। কোথায় ব্রাহ্মধর্মে আত্মার অনস্ত উন্নতি, আর কোথায় বেদান্তে তাহার এই निर्कागमुङ्गि— **পরম্পর অন্ধকার ও আলোকের ক্রায় বিভিন্ন**। এই নির্বাণমূক্তি আমার আত্মাতে স্থান পাইল না। তথাপি এ কথা বলা वाङ्ला ८४, উপনিষদের যে সকল বাক্যে 'যায় শোক, যায় ভাপ, যায় হৃদয় ভার', তাহার যে সকল বাক্যে আমাদের আত্মা 'তর্তি শোকং তর্তি পাপাানং গুহাগ্রন্থিভোবিমুক্তোহ্মুতোভবতি।' দেই সকল মহাবাক্য অন্তাপি বিশ্বন্ত বন্ধর ক্রায় আমাকে সংপথে অমৃতপথে লইয়া যাইতেছে। তাহারা কদাপি আমাকে প্রতারণা করে নাই। সেই সকল মহাবাকো আমার শ্রদ্ধ। দিন দিন আরও গাঁচতর হইতেছে। অভাপি সময়ে সময়ে তাহার গৃচ অর্থ সকল আমার আলোচনাপ্রে আসিয়া যাতার কায় আমাকে শান্তিপ্রদান করিয়া থাকে। সেই সেই ভবি ভবি মহাবাকা ব্রাহ্মণমগ্রাছে প্রথম পত্তে যোড়শ অধাায়ে বিভক্ত হুইয়া দীপ্তি পাইতেছে।

"আমি প্রথম যথন ব্রহ্মসমাজে আদিয়া যোগ দিলাম, তথন দেখিতাম—
যাহার। নিয়মমত প্রতি বৃধবারে সমাজে আদিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেছ্ট ব্রাহ্মসমাজের উপদেশাগুদারে পৌত্তলিকতা পরিতাগ করিতে উৎস্থক ও উন্মুখ হইতেছেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে কেছ্ট প্রণালীমত প্রতিদিন ব্রহ্মোপাদানাও করেন না। আমি অনেক আলোচনা করিয়া তাঁহাদের নিমিত্তে ব্রহ্মধর্মবৃত প্রতিষ্ঠা করিলাম। ততুদ্দেশে দেই ব্রতে কতকগুলি প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই তৃই প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ আছে যে, 'পরব্রদ্ধ জ্ঞান করিয়া স্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না এবং রোগ বা বিপদের দিবদ ভিন্ন প্রতিদিবদ শ্রদ্ধা ও প্রতিপূর্বক পরব্রদ্ধে আত্মা স্মাধান করিব।' কিদ্ধ ত্ববের সহিত বলিতেছি যে, তাহাতে আমি আশার অন্থয়ী বড় কৃতকার্যা হইতে পারি নাই। অতএব আপনাদের প্রদন্ত এই অভিনন্ধন পত্র অভিশয়

সংকৃতিত হইয়া গ্রহণ করিতেছি। বাহারা আমার প্রতি অফুকল হইয়া এই অভিনন্দন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সকলেই আপনাদের কতিপন্ন অগ্রনর ত্রান্ধনিগের দ্রান্ত অন্নুনান্ত্রী পৌত্তনিকতা পরিত্যাগ করিতেন এবং প্রতি দিন পরব্রন্ধের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলেই আমি এই অভিনন্দন পত্র হৃদয়ের আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতাম। এখন আপনাদের উপর আমার এই অফুরোধ যে, যাহাতে ব্রাহ্মেরা সকলেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া আধাাত্মিক ভাবে দিনাস্তে নিশাস্তে ঈশবের উপাদনা করেন, দিনে নিশীথে তাঁহার মহিমা গান করেন, এমন প্রকৃষ্ট উপায় সকল নিষ্কারণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহাতে যত্নশীল থাকুন। ইহা আমি যতদূর ক্লতকার্য্য হই নাই, যদি দেখিতে পাই, আপনারা দেই স্ত্র অবলম্বন कतिया आमात आमास्यायी कृष्काधा हहेटल्टिन, छाहाटल त्य आनम हहेटन, তাহার সহিত অন্তকার এই অভিনন্দনের উপমা হয় না। ভারতব্যীয় ব্রাহ্মদমাক ভারতবর্ষের এক কোণ হইতে সম্প্রতি উঠিতেছে, পরে হয় তে। ইহা নামামুষায়ী কাষ্য করিবে, হয় তো এত কাল যাহ। হয় নাই, ইহা দ্বারা তাহা হইবে--এক ঈশ্বরের উপাদনা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে, দকলে এক-বাকা হইয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবে, এই তুইটি আমার হৃদয়ের কামনা। ঈশ্বর এই মঞ্চল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আপনাদের श्रुमध्यत छेरमार वर्षम कक्षम এवः आभगारमत मकरलत मक्ष्म विशाम कक्षम। তিনি আপনাদের ধর্মভাব প্রদীপ্ত করুন। তাঁহারই দিকে সকলের লক্ষ্য इडेक ।"

उरकारल बाकामभारकत अनुषा

প্রধানাচাধ্য যখন ১৭৬০ শকে (১৮৪১ খুটাব্দে) রান্ধদমান্তে ধোগনান করিলেন, তখন পাঁচ ছব জন মাত্র সভা উপাসনার আসিতেন। ইনি ধোগ দিয়াকি প্রকার অবস্থা দর্শন করিলেন, তাহা ইহার নিজের কথাতেই স্পষ্ট প্রকাশিত আছে। "১৭৫১ শকের (১৮২৯ খুটাব্দের) দ্বাদশ বংসর পরে রান্ধসমাজের সহিত আমার যখন থোগ হয়, তখন দেখিলাম, সেই প্রকার নিভ্তরূপেই বেদ পাঠ হইতৈছে, বিভাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রধানীমত বাাধ্যান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সহধোগী ইশ্বচন্দ্র ভাষরত্ব রামচন্দ্রের

অবতার হওয়। বর্ণন করিতেছেন।"(১)

দেবেক্সনাথ কর্তৃক পৌত্রলিকভার উপদেশ বিধারণ

প্রধানাচার্যা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াই বেদী হইতে পৌত্তলিকভার উপদেশ অবরুদ্ধ করেন; কেন না ঈদৃশ উপদেশ ব্রাহ্মধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিবাদ করাজে ঈশরচন্দ্র স্থায়রত্ব কর্ম হইতে অবস্থত হন। ইহার যোগদানের পর এক দিকে তত্তবোধিনীসভা হইতে তত্তপ্রচার জন্ম 'তত্তবোধিনী পত্রিকা' বাহির হইল, (২) অপর দিকে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির জন্ম যত্ত্ব হুটতে লাগিল। যথনলোকসংখ্যা বাড়িল, তখন লোকনির্ব্বাচনের প্রতি স্বভাবতঃ যত্ত্ব উপদ্থিত হইল। অনেক আন্দোলনের পর দ্বির হইল, 'থাহারা প্রতিজ্ঞাপ্র্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন।'

(मरवक्तनारभव मीका, १३ (भीव

পৌত্তলিকতাপরিত্যাগপূর্বক এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইবার ক্ষম্ম 'ব্রাহ্মধর্মপ্রতিজ্ঞা' (৩) রচিত হইল এবং ১৭৬৫ শকের (৭ই পৌষ) (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিভাবাগীশ আচাধ্যের নিকটে প্রধানাচার্য্য এবং অশর

- ()) "ব্রাক্ষসনালের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তার" পুল্কে। হইতে পুহীত।
- (২) ১৭৬০ শকের ১লা ভাজ "ভরবোধনী প্রিকার" প্রথম সংখ্যা প্রকালিত হয়।
- (৩) ১৭৮৮ শকে প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম" গ্রন্থ হইতে গৃহীত—"ব্রাহ্ম-প্রক্রিজা"
 - ১। ও ক্ষেথিভিপ্ৰলবক্রা, ঐহিক পার্ডাক মঙ্গলদাতা, দর্ক্ক, দর্ক্ব্যাশী, মঙ্গলথরপ, নিরবয়ব, একমাত্র অধিতীয় পরয়জের প্রতি আতি বারা এবং তাহার
 প্রকার্যা সাধন বারা তাহার উপাদনতে নিবৃত্ব থাকিব।
 - र । शर्वजक कान करिया गर्ड (कान बन्न बाजाबना कवित्र मा ।
 - রোগ বা কোন বিপদের বারা অক্ষম না হইলে, প্রতিদিবস একাও প্রীতিপূর্বক পর একে আরা সমাধান করিও।
 - प्रश्तिक स्थानिक विक्रित ।
 - । পानका वहेट निवाय शाकित महाहे वहेव।
 - । বলি মোহবশত: কথন কোন পাপাচরণ করি, তবে ভরিনিত্তে অকৃলিয় অনুনোচনাপূর্বক ভাষা হইতে বিরত ছইব। ◆
 - । ব্রাহ্মধর্শের উরতি-সাধনার্ধে,বর্বে বর্বে ব্রাহ্মস্থাকে দান করিব।
 ও একদেবাধিতীয়য়।

কয়েক জন প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ করিলেন। ইংবার সন্ধির্গণ এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে শিথিলয়ত্ব হুইলেন, কিন্তু ইনি সেই হুইতে তুর্গোৎসবসময়ে গৃহে অবস্থিতি করিতেন না, বাহিবে বাহিবে ভ্রমণ করিতেন।

বান্ধর্মের মূল হির—'ব্যক্ষধর্মগ্র' ও 'ব্রান্ধর্মবীঞ'

বেদান্তের প্রতি অচলা ভক্তিনিবন্ধন রাহ্মধর্মগ্রহণের পর বিশেষরূপে বৈদিক জ্ঞানলাভের জন্ম চারি জন পণ্ডিতকে বেদশান্ধ অধ্যয়ন জ্ঞা কাশীতে প্রেরণ করা হয়। তুই বংসরে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া যথন জাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, তথন বেদান্তমধ্যে অনেক অযৌক্তিক কথা দর্শন করিয়া তংপ্রতি জাঁহার প্রদ্ধা অন্তহিত হইল, এবং ব্রাহ্মধর্ম এক প্রকার মূলশূন্ম হইয়া পড়িল। এ সময়ে কি প্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হইল, স্বয়ং প্রধানাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই সকলের স্বদয়ক্ম হইবে।

"রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহার। বেদ মানে, তাহাদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রক্ষের উপাসনা প্রচলিত করা; কিন্তু যাহার। জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়ানা মানিবে, তাহাদের মধ্যে কি করা, ইহা তথন তাঁহার বিবেচনায় আইসে নাই। ক্রমে সেই কাল উপস্থিত হইল, ক্রমে বেদের দোষ সকল পরিক্ষুরিত হইয়া পড়িল। তথন আমরা মনে করিলাম যে, বেদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহাই সকলন করা। এই জন্ম তুই বংসর লইয়া শ্রুতি স্বৃতি হইতে টীকার সহিত ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মধর্মের বীজ * তাহাতে অস্তর্নিবেশিত করা হইল। শেষে ঈশবের স্কর্মপ লইয়া ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিবাদ পড়িয়া গেল। তাঁহারা তর্ক উপস্থিত

^{*} ১৭৮৮ শকে প্রকাশিত "রাক্ষধর্ম" গ্রন্থ ছইতে গৃহীত। মহর্ষিদেবের আত্মজীবনীতে দেখা বান, এই বীলগুলি ১৭৭০ শকে তাহাব হুনতে উত্তাদিত হয়—"রাক্ষধর্ম-বীজ"

 ^{)।} পূর্বেক কেবল এক গরবন্ধ মাত্র ছিলেন। অন্ত আর কিছুই ছিলনা। তিনি
 এই সমূলার সৃষ্টি করিলেন।

१। ডিবি জান্যরপ, জনত্ত্বরপ, রক্লধরপ, নিডা, নির্ভা, সর্ক্রাপী, সর্কালত, নির্বর, নিকিকার, এক্যাত্র আহিতীয়, সর্কশ্ভিমান্ ;বতত্ত্ব, প্রিপুর্ণ; কাহ্যিত সহিত ভাহার উপবাহর না।

ও। একমাত্র উংহার উপাসনা বারা ইছিক ও পার্ডিক মঞ্চল হর।

 [।] তাহাকে প্রীতি করা এবং তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাহার উপাসন।।

করিলেন, ঈশর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন ? হন্তোত্তোলন কর দেখি, ঈশর সর্বজ্ঞ কি না? কি হাক্তাম্পদ! ছার করু করিয়া হন্তোত্তোলন ছারা ঈশরের শ্বরূপ নির্ণয় করা কি হাক্তাম্পদ, ইহ। তাহারা তথন ব্ঝিতেন না। যখন বেদের প্রতিষ্ঠা গেল এবং সহজ্ঞ জ্ঞান ও আত্মপ্রতায় তাহারা ব্রিতে পারেন নাই, তথন বড়ই কলহ হইতে লাগিল। ১৭৭৭ শক (১৮৫৫ খুটাল) অবধি ক্রমাণত এইরূপ গোল চলিল। আমি এই সকল বিবাদ দেখিয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলাম।"(১)

शैक्षाद्वक्षनात्वत्र वाशक्तात क्षत्र विमानत-भगन, ১৮०७

আমাদিগের প্রধানাচার্য্য আপনার সহযোগিগণের শুক্ত জ্ঞান তর্কে উৎপীড়িত হইয়া, ১৭৭৮ শকে (১৯৫শ আবিন) (১৮৫৬ গুটান্সের ওরা অক্টোবর) যোগাভ্যাস জন্ম হিনালয়ে গমন করেন। এথানে যোগাভ্যাস ও কুজিন ও কাণ্টপ্রণীত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। ছই বংসর কাল এইরূপে নির্জ্ঞনে বাস করিয়া তাহার মন নির্জ্ঞনপ্রিয় হইয়া পড়ে। এই নির্জ্ঞনপ্রিয়তা আন্ধপগান্ত (২) তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি পাচ সাত ঘণ্টা কাল অনায়াসে নির্ক্ষনিচিন্তায় অতিপাত করেন। হিমালয়পরিত্যাগের অব্যবহিতকালপূর্ব্বে তিনি শতক্র নাইর উৎপত্তিছান দর্শন করিতে যান। এই উৎপত্তিছানদর্শনেই তাহার স্বদেশে প্রত্যাগমনের ভাব উদ্দিপ্ত হয়। নদী আপনার উৎপত্তিছানে বদ্ধ না থাকিয়া, ক্রমাররে প্রবাহিত হইয়া, কত দেশের উপকারসাদন করিতেছে, ইহা ভাবিয়া তিনি আপনার প্রাপ্ত যোগদম্পং আপনাতে অবক্রম্ম রাধা অস্তায় বোধ করিলেন। কিন্ধু শতক্রপ্রবাহ উক্ত স্থান হইতে নিয়ভূমিতে অবতরণ করিয়া ক্রমে কল্যিভ্রসলিল হইয়া গিয়াছে, সংসারে গিয়া তাহারও এইরূপ হইবে, ইহা ভাবিয়া কুন্তিত হইলেন; কিন্ধু প্রাপ্রশ্বিতরণের অবস্তব্বেহাতা আর তাহাকে হিনালয়ে বন্ধ থাকিতে দিল না, তাহাকে স্বদেশে ফ্রিরাইয়া আনিল।

স্থীৰ উপাদনার প্রথৱন ও দেবেল্লনাথের সঙ্গে কেপবচন্দের গুজুবোগ ইনি হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া(৩) নব উপ্তমে, নব উৎসাহে ব্রাশ্ধ-

^{(&}gt;) "এক্ষেসমাজের পঞ্জিংশতি বংগরের পরীক্ষিত বৃদ্ভান্ত" পৃত্তিক। হইছে গৃহাত।

[ে] ১) প্রস্কার ববন এই পুরুক নিধেন, তথন বছবিধের ক্রীবিত ছিলেন। ১৮২৬ প্রের ৬ই নাম (১২শে কাল্যারী, ১৯০৫ খুঃ) বছবি দেবেকুনাথ ঠাকুর পুর্বারোধন করেন।

⁽०) वहर्ति (मरनकुनाय) १४० नरकत्र) मा व्यवहात्रन (१६१ नरक्षत्र, ३४४४ हा:,

ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন; শুক্ষ উপাদনাপ্রণালীকে সঙ্গীব করিয়। তুলিলেন; শুক্তকবিতর্কের স্থল তত্ত্ববিধিনীসভা ভালিয়া গেল; ব্রাহ্মসমান্তের মৃতভাব অপসারিত হইল। নবাগত যুবকগণকে ইনি উপাদনা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুবকরন্দের অগ্রণী ইহার সহিত শুভ্রেগেগে মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমান্তের মধ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন। এই শুভ্রেগেগ (১) ১৭৮১শকে (১৮৫৯ খুট্টান্সে) নিশান্ত্র হয়। এই যুবা আচার্য্য শ্রীমৎ কেশব-চন্দ্র গোন। শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্য গ্রীমৎ কেশবচন্দ্রের যোগে কি প্রকার মহাব্যাপার দম্পস্থিত হয়, তাহা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের আচার্য্যনেবের জন্ম হইতে পর পর বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে যত্ত্ব করা যাউক।

সোমবাৰ) বিমানত হইতে কলিকাতা প্রজ্যাবর্ত্তন করেম। (প্রশার প্রিত্তনাথ শাল্লী কর্তৃক প্রকাশিত সহর্বি দেবেল্রনাথ ঠাকুত্তর আত্মজীবনী ও ভৎসংশ্লিষ্ট প্রকাশকের পরিশিষ্ট জইবা।)

⁽১) ক্লওকর নিকটে কেশবচন্দ্রের দীকার ব্যাপার লইরা, সহর্বি দেবেঞ্চনাথের সক্ষেকেশবচন্দ্রের এই ওভবোগ হয়। (শীবুজ সভ্যোগ্রাথ ঠাকুর প্রাণ্ঠ সহর্বির আভ্তনীবারীর ইংরেজী অসুবাদের Introduction, p. VIII.)

কুলবৃদ্ধ রামকমল সেন

সেবপরিবার

১৭৬০ শকের ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৯৫শ নবেশ্বর, কলিকাতা নগরীতে, কলুটোলার স্থপ্রসিদ্ধ নৃপতি বল্লালসেন-বংশোম্ভব সেনপরিবারে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

কেশবচক্রের পিড়ামর রামকমল সেন

ইহার পিতামহ রামকমল দেন এই পরিবারের গাাতি, প্রতিপত্তি ও ধন সম্পদের মূল। এই কুলবৃদ্ধের জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত না দিলে, কেশব চল্লের পিতৃপৈতামহিক সম্বন্ধের গুরুত্ব সকলের হাদয়কম হইবার সম্ভাবনা নাই; স্বতরাং কেশবচন্দ্রের জীবন লিপিবার পূর্বের তাঁহার পিতামহের জীবন সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করা ঘাইতেছে। ভাগীরথীতীরবত্তী গৌরীভা গ্রাম রামকমল দেনের পিতা গোকুলচক্র দেনের বাদস্থান ছিল। গোকুলচক্র ভগলীতে দেরেস্থাদারের কার্যা করিতেন। তিনি রামকমল দেনকে সংস্কৃত শিক্ষার জুলু বৈল্পশিরোমণি-উপাধিধারী এক জন চিকিংসকের হত্তে অর্পণ করেন। সে কালের পাঠের প্রণালী অতি কদর্যা ছিল। ব্যাকরণের ছএকটি হত্র ভিন্ন প্রতিদিন অধিক পড়ান হইত না। রামকনল সর্বাদাই অধ্যাপককে यधिक भारतेत जन উত্তেজনা করিতেন। অধ্যাপক ইহাতে বিরক্ত ইইয়া ছাত্রকে ভর্মনা করিতেন। ইনি ভর্মনার এই উত্তর দিতেন, "কুণা অফুসারে তে৷ আহার করিতে হইবে ?"(১) বপন জাঁহার প্রায় অষ্টাদশ বংসর ব্যুস (১৮০১ পুষ্টাৰু,) তথন তিনি কলিকাতায় আদিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে প্রবন্ত হন। সে সময়ে কোন ইংরাজী বিভাগয় ছিল না, স্কুতরাং কলুটোলার রামক্সম দত্তের বাজীতে ইংরাজী শিক্ষা করেন। তিনি যে সময়ে শিক্ষা करतन, तम मगरत देश्ताबीत वााकतन वा विश्विम किंहू है हिन ना. देश्ताबीट

^{(&}gt;) Vide Life of Dewan Ramcomul Sen by Peary Chand Mittra, p. 6.

অন্থবাদিত তৃতিনামাও আরবা উপক্তাস তংকালের পাঠা পুস্তক ছিল।

ঐ পুস্তকের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া অভ্যাস করাই শিক্ষার পরাকাঠ।
ছিল। এই সামাত ইংরাজী শিক্ষাতেও তিনি অধিক সময় দিতে পারেন
নাই।

বিষয়ভাগা ও কার্যাদকতা

১৮০২ থৃষ্টাব্দে তিনি বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মুজা-যন্ত্রের সামান্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, ক্রমে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আসিয়াটিক সোসাইটির কেরাণার পদে নিযুক্ত হন। তিনি এমনি দক্ষতা সহকারে কার্যানির্ব্বাহ করেন যে, শীঘ্রই সহকারী সম্পাদক এবং কাউন্সিলের সভা হয়েন।

এ সময়ে ইংরাজী লেখা পড়া অতি বিরল ছিল। অসাধারণ অধ্যবসায়বশত: শীঅই রামকমল সেন ইংরাজী ভাষায় ব্যুংপদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিহা।
ও চরিত্র উভয়ই প্রধান প্রধান ইংরেজগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি
অতি শীঅ কলিকাতা মিন্টের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদে
তিনি আপনার ঈদৃশ কার্যাদক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, দে পদ হইতে
তিনি বাঙ্গাল ব্যাক্ষের দেওয়ানী পদে উন্নমিত হইলেন।

বেশে শিক্ষার উরতির জভ বড়

রামকমল দেন উচ্চপদে আরোহণ করিয়া চুপ করিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না তিনি দেশের উন্নতিকল্পে আপনার অবসরকাল বায়িত করিতেন। কিদে দেশীয় লোকেরা ইংরাজি বাঞ্চালা সংস্কৃতে বৃংপদ্ম হইতে পাবেন, এজন্ম তিনি অতীব ষত্ত্বশীল ছিলেন। ১৮১৭ খুট্টাব্দে ২০শে জাম্বুয়ারী হিন্দুকলেজ, ১৮১৮ খুট্টাব্দে কলিকাতা স্থলবৃক সোসাইটি এবং ১৮২০ খুট্টাব্দে শিক্ষাবিভাগের সাধারণ সভা সংস্থাপিত হয়। রামকমল দেন হিন্দুকলেজর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উহার কার্যানির্বাহক সভার সভা ছিলেন। স্থলবৃক পোসাইটের কমিটীর তিনি একজন নিশ্চেট্ট সভা ছিলেন না, পৃত্তক শংগ্রহ ও অন্থবাদে তিনি সর্বাদা বিশেষ সাহায়্য করিতেন। ১৮০৯ খুট্টাব্দ হইতে তিনি শিক্ষাবিভাগের কাউন্সিলের সভা ছিলেন। হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের তিন বংসর পর তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গলাম্ব অভিধান প্রস্তুক্ত করিয়া মৃন্তিত করিতে বাসনা করেন। ডক্টর কেরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স

কেরী সহকারে তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু একশত পত্র মৃত্যিত হইতে না হইতে (১৮২২ খুটান্দে) কেরীর মৃত্যু হর, এবং মৃত্যাহণ-কার্য্য স্থণিত থাকে। এই সময়ে তিনি কলিকাতার মিন্টের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। রামক্ষল সেন আরম্ভ কার্য্য অসম্পন্ন রাধিবার লোক নহেন। ১৮৩০ খুটান্দে প্ররায় উক্ত অভিধান মৃত্যিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সাত্রশত পৃষ্ঠায় উহা সমাধা করেন। এই অভিধান অতি স্থবিত্তীর্ণ; ইহা তাঁহার পরিশ্রম, উৎসাহ এবং বিত্তার অক্ষর্কীতিরূপে বিত্তমান থাকিবে।

দেশহিতকরকার্য্যে পরিপ্রম ও সমহৎায়

বামকমল সেন যে কেবল দেশীয়গণের বিভাশিক্ষাবিষয়েই আপনার পরিভাম-ও-সময়বায় কবিয়াছেন, তাহা নছে: তাঁহাদিগের সকল প্রকারের উন্নতিবিষয়েই তিনি সমান উভোগী ছিলেন। ডাক্টার কেরী কৃষিকার্ধ্যের ও উভানস্থ ফল পুষ্পাদি উৎপাদনের সভা (এগ্রিকল্চরল এবং হটিকল্চরল দোসাইটি) স্থাপন করেন, রামকমল তাহার সম্পাদক ও অর্থসংগ্রাহক ছিলেন। তিনি "ভিছিক চাবিটেবল সোগাইটীর" এক জন উৎসাহী সভা ছিলেন। কলিকাডার লোকদিগের মধ্যে যথন এ সম্বন্ধে মতভেদ সমপ্ত্রিত হয়, তথন রামক্ষ্মল সেন সকলকে এ শৃত্তম্ভে একমত করিতে প্রকাশ্রে যথ করেন। ইনি এই সভার এক জন সভা ছিলেন। পরিশেষে ১৮৩৪ খুটাকে ইহার 'ভাইস-প্রেনিডেন্ট' হন। ১৮৩৫ খুটান্সে ডাক্টার মার্টিন কলিকাভায় দেশীয় নিবস্তির মধ্যস্থলে 'ফিবার হাদপাতাল' সংস্থাপনের জন্ম গ্রন্থেন নিকট পত্র লেখেন। গভানেত এই বিষয়ের বিবেচনায় প্রবান্ত হইলে, রামক্ষল পেন আপনার মন্তব্য নিপিয়া পাঠান। এই মন্তব্যে কলিকাতার স্বাস্থ্যবন্ধাবিষয়ে তিনি যে সকল কথা লিপেন, ভাহাতে তিনি এ সকল বিষয়ে কেমন ভাবিভেন. তাহা স্বন্দাই দেখা যায়। তিনি হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়াও গলার ঘাটে लाकप्तिगरक अञ्चलनार्थ नहेशा याहेबात विस्मय श्रास्त्रिवाए कतिशास्त्रता এতংশক্ষমে বাঞ্চালার গবর্ণমেন্ট যে সভা নিয়োগ করেন, রামক্ষল সেন উহার সভা ছিলেন। সে সময়ে কলিকাভার গোলগাভার খরে অরি নাগিয়া श्रीवन: अधिकां करें हरें । यह अधिकाश्रीनवांवन सन् प्रिकेनिनिनानिक वनशृक्तक अतिव पृ:वी श्रकामित्यत बाता त्यामात्र चत्र कामात्र त्वछ। कत्राहेश

লইবার জন্ত উদ্যোগী হন, এবং এতৎসম্বন্ধে তাঁহারা তাঁহার অভিমত চান। এই সময়ে তিনি ধাহা বলেন, তাহাতে তিনি যে গরিব তু:শীদিগের অবস্থা বিশেষরূপে জানিতেন, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ ধনী দরিদ্র শিক্ষিত সকলের কল্যাণের জন্ত তিনি আপনাকে উৎদর্গ করিয়াছিলেন।

ধর্মনিটা

রামকমল দেনের ধর্মনিষ্ঠা সকলের নিকট প্রনিদ্ধ আছে। তিনি ধর্মসম্বন্ধে অনেক প্রকারে কুসংস্কারবর্জ্জিত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি এক সময়ে এক জন গোস্বামীর সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই প্রকাশ পায় যে, গোস্বামীর সন্ধান গোস্বামী, এরপ তিনি বিশ্বাদ করিতেন না। ধর্ম, শাস্ত্রজ্ঞতা ও স্বাহুভতি ব্যতীত গোস্বামীর গোস্বামিত রক্ষা পায় না, ইহাই তিনি মানিতেন। একথানি প্রাচীন হন্তলিপিগ্রন্থে আমরা তাঁহার দৈনিক প্রার্থনা পাঠ করিয়াছি: তাহাতে যে তিনি নিতা ভগবানের নিকটে আপনার হৃদয়ের কথা জানাইয়া প্রার্থনা করিতেন, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তু:থের বিষয় এই, দেই হস্তলিপিপানি হারাইয়। গিয়াছে; যদি পাকিত, আমরা তাঁহার প্রার্থন। তুলিয়। দিলে সকলে তাহা পাঠ করিয়া অতীব আশ্চর্যা হইতেন। একটী প্রার্থনায় তিনি এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন,—পুত্র পৌত্র ধন ঐশ্বর্যা কিছুই দিতে তুনি ক্রট কর নাই, এখন এই কর যে, আমি এ সকলেতে আবদ্ধ না পাকিয়া তোমার পাদপলে মগ্ন হই। রামকমল দেন স্বোপার্জিত অতুল ঐশ্বয়ের ভিতরেও বৈরাগারকাবিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। দিনাস্তে প্রতিদিন তিনি স্বহন্তে দিল্পক হবিয়াল রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। অনেক সম্যু পেয়ার। ভাতে দিয়া তাহাই আহারের উপকরণ হইত। এ দিকে অন্ত लाकरक उरकृष्ट ভোজা गामधी আहात कताहरू जिनि जेनामीन हिरमन ना প্রকিবংসর সহপ্রাধিক বৈছকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে স্বভোজ্য সামগ্রী ভোজন করাইতেন। আপন সম্ভানসম্ভতিবর্গ যাহাতে ধর্মেতে পরিবর্দ্ধিত হয়, তক্ষণা তিনি সর্বাদা যত্ত্বশীল ছিলেন। তিনি স্বভাবজ্ঞ লোক ছিলেন, পুত্র পৌত্র দম্বন্ধে যাহাকে যাহা বলিয়াছেন, কার্ষ্যে ভাছাই পরিপত इडेग्राट्ड ।

জন্ম ও পরলোকগমন

ইনি ১৭৮৩ খ্টাব্দের ১৫ই মার্চ অন্মগ্রহণ করেন, ১৮৪৪ খ্টাব্দের ২রা আগট পরলোক গমন করেন। এ সময়ে কেশবচক্রের বয়স ষ্ঠবংস্ব্যাত্ত্ব।

বাল্যকাল

(3404--3488 引:)

কেশবচন্দ্রের পিতা প্রারীমোহন দেন

মহামুভাব রামকমল দেনের চারি পুত্র; হরিমোহন, প্যারীমোহন, বংশীধর ও মুরলীধর। দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন দেনের তিন পুত্র, চারি ক্যা। পুত্রগণের নাম নবীনচক্র, কেশবচক্র ও কৃষ্ণবিহারী। প্যারীঘোহন সেন টাকশালের দেওয়ান ছিলেন। ইনি দেখিতে অতি স্থ্রা এবং অত্যন্ত দয়ালু-স্বভাব। রামকমল সেন দেশহিতকর কার্যো সর্বাদা রত থাকিতেন, অথচ নাম প্রসিদ্ধ হয়, এ সম্বন্ধে সম্কৃচিত ছিলেন, সংস্কৃতাধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি ইহা মুক্তকঠে স্বীকার করিয়াছেন। প্যারীমোহন এই পিতৃগুণ পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অকাতরে দান করিতেন, অথচ যাহাতে দেই সমুদায দানের ব্যাপার গুপ্ত থাকে, এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তু:থের বিষয়, তিনি অতি অল্পবয়দেই প্রলোকগমন করেন। ইনি জ্যেষ্ঠ ভাতার অতি বাধা ছিলেন। লোকে হরি প্যারী বলিয়া ছুই ভ্রাতার নাম একত্র উল্লেখ করিত। সৌভাত ইহাদিপের কুলামুঘায়ী দর্ম। পিতামহ রামকমল সেনের মৃতার পর ছোষ্ঠ ভাত। হরিমোহন দেন তাংকালীন ব্যবহারান্ত্রপারে পরিবারের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারই কওঁলাধীনে গুহের সমুদায় কার্যানির্ব্বাহ হইত। ক্রিষ্ঠ প্যারীমোহন ধনোপাজ্জনশীল হইলেও সর্ব্ব বিষয়ে তিনি জ্যেষ্ঠের অমুগ্রত ছিলেন। তিনি জোষ্টের কি প্রকার অমুগ্রত ছিলেন, তাহার দৃষ্টাস্ত-স্বরূপ একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক সময়ে প্যারীমোহন অতিবিক্ত মৃলো আমু ক্রয় করেন। ইনি কোন বস্তু নিজের জন্ম করিতেন না. অপরকে বিতরণ করা ইহার স্বভাব ছিল। এই স্বভাবের অফুবর্তন করিয়া তিনি ঐগুলি বিতরণ করেন। বিতরণার্থ বহুমূল্যে আমু ক্রয় করাতে জ্যেষ্ঠ লাতা কথকিং অসম্ভট্ট হন। যে কার্য্যে জ্যেষ্টের অসন্ভোব, কনিষ্ঠ তাহার অস্থানে প্রস্তুত ছিলেন না। দেই হইতে তিনি বিতরণার্থ আরু আরু করিতেন না, এবং বিতরণবদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গুটিতে বয়ং আয়ের আবাদগ্রহণও পরিত্যাগ করেন। পিতা রামকমল সেনের বর্গারোহণের পাচ বংসরের পর পাারীমোহন পরলোকপ্রাপ্ত হন।(১) এই সময় কেশবচন্দ্রের বয়স একাদশ বংসরমাত্র। প্যারীমোহনের মৃত্যুতে পার্যন্থ চতুদ্দিকের লোক পিতৃহীনের স্থায় হইয়াছিল, এবং ভাহাদিগের আর্ত্তনাদ তদীয় বিচ্ছেদশোককে তাহার আ্যুীয়গণের নিকটে বিশুণতর করিয়া তুলিয়াছিল।

কেশবচন্ত্ৰের মাতামহ ও মাতৃকুল

কেশবচদ্রের মাতামহের নাম গৌরহরি দাস। ইহারও নিবাস গৌরীভাষ ছিল। ইনি আয়ুর্কেদশাস্ত্রে পারদশী চিকিৎসক ছিলেন। শক্তিময়োপাসক হইলেও ইহার ব্যবহার অতি শুদ্ধসক ছিল, কগন মজাদি স্পর্ল করিতেন না । ইনি সন্ত্রীক তীর্থপ্রাটন করিয়াছিলেন এবং একান্ত ধ্র্মনিষ্ঠ ছিলেন। মাতা গারদা ইহার তৃতীরা কল্পা। গৌরহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র অভ্যাচরণ দাস ত্রিশ বংসর ব্যাসে প্রলোক্গত হন। অন্তিমকাল উপস্থিত জ্ঞানিয়া ইনি কাশীতে গমন করেন এবং ক্ষিত আছে, তথায় যোগাবস্থায় ইহার

(平可可5亿图录 新型

৫ই অগ্রহায়ণ (১৭৬০ শক), (১৯শে নডেধর, ১৮০৮ গৃঃ) শুরুপক্ষীয় বিতীয়া তিথিতে, দোমবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়, কল্টোলাস্থ ভবনে কেশবচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক দিন পূর্বে তাহার জ্যেষ্ঠ প্রাতা নবীনচন্দ্র দেন রোগে শ্যাগত হন, এজন্ম স্তিকাগারাদির কিছুই আয়োজন হয় নাই। স্তিকাগারদক্ষে হিন্দু পরিবারের যাদৃশ কুসংস্কার, তাহাতে পূর্বে কোন আয়োজন না থাকাতে, গৃহের নিয়তলে যে স্থান স্ব্রাপেকা হীন, দেখানেই তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এই গৃহকুটারে বাস্থ্বা আংগোক-প্রবেশের কোন

⁽১) ১৮৪৮ বুটাজের ২ণৰে অক্টোবর, ৩৪ বংসর ব্রসে প্যারীবোহন প্রজ্ঞাক গ্রহন ক্ষেত্র। (Vide p. 54 of Life of Dewan Ramcomul Sen by Pearychand Mittra, published in 1880 A. D.)

উপায় ছিল না। গৃহে অগ্নি সংরক্ষিত করিতে গিয়া যে ধুম উথিত হইত, বিনির্গত হইবার বিশিষ্ট পথ না থাকাতে তাহা প্রায় গৃহমধ্যেই অবক্ষম্ব থাকিত। এতদবস্থায় শিশু কেশবের কেবল যে যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহা নহে, পরস্ক উদর ফীত হইয়া তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্থাধের বিষয় যে, তাহাকে এই গৃহে দীর্ঘকাল থাকিতে হয় নাই; নিয়মিত সময়ের প্রেষ্ট তিনি প্রশন্ত গৃহে নীত হন।

নামকরণ ও অর্প্রাপন

এদেশে নামকরণ ও অন্নপ্রাশন একই সময়ে অস্কৃতিত হইন্না থাকে। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন দেন বৃন্দাবন ইইতে ফিরিন্না আদিয়া ভাতৃম্পুত্রের রূপদর্শনে মৃদ্ধ হন এবং মহাঘটা করিয়া তাঁহার অন্ধ্রপ্রাশন অস্কৃত্যান করেন। কেশবের পিতামহ কেশবকে জন্মাবিধি অত্যস্ত ভালবাদিতেন। অন্ধ্রপ্রাশনকালে তাঁহার জন্ম যে স্থবর্ণবলম নিম্মিত হয়, তাহা কিঞ্চিৎ হাল্কা হওন্নতে তিনি ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন। বুদ্ধের এইরূপ ভাবদর্শনে তথনই ছয়ভরির উৎকৃষ্ট সোণার বালা গড়াইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত করা হয়। কেশবচন্দ্র পৃথিবীর নিকটে কেশবচন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, এ নাম তাঁহার জোর্ঠতাত হরিমোহন দেন প্রদন্ত। তাঁহার পিতামহ-প্রদন্ত নাম শ্রীকৃষ্ণ, রাশিনাম জয়ক্ষ্ণ। বাল্যকালে বাহ্মদেব নামে এক জন চাকরের কোলে তিনি সর্ব্বদা থাকিতেন, এজন্ম তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে বেদো বলিয়া ডাকিতেন। কেশবের শিশুকাল হইতে দেহের এমন একটা পুন্যমাপা লাবণ্য ছিল, যাহা দেখিয়া সকলেই মৃদ্ধ হইত। থ্রতাত গোবিন্দচন্দ্র সেন এই লাবণাদশনেই তাঁহাকে গোঁসাই বলিয়া সধ্যোধন করিতেন।

বাল্যচরিত্র — মাব্দরে প্রিরভা

কেশবচন্দ্র বাল্যকালে আব্দারপ্রিয় ছিলেন। যে আব্দার ধরিতেন, তাহা ছাড়িতেন না। এক দিন তিনি আব্দার ধরিলেন, আমি চারিট। সন্দেশ থাইব। মাতা সারদা বিরক্ত হইয়া সন্ধানকে চপেটাথাত করেন।(১) কেশব চারিটি সন্দেশ গাইতে চাহিয়াছে বলিয়া পুত্রবধৃ তাহাকে মারিয়াছেন

 ^{(&}gt;) শীৰ্ক বোগেলকাল খাত্ৰীৰ সম্পাদিত "কেশ্বজননী দেবী সারদাহশারীর আন্ধক্ষা
পুত্তক এটবা।

এই কথা শুনিয়া শিতামহ অত্যন্ত ক্ষ হন, এবং ডক্ষন্ত পূত্ৰবধূকে যথেষ্ট ভংগনা করিয়া একেবারে চারি ঝুড়ি সন্দেশ আনিয়া কেশবের সন্মুখে ধরিয়া দেন। কেশবেচন্দ্র যাহা ধরিতেন, তাহা ছাড়িতেন না, ইটি বাল্যকালে আব্ দার নামে অভিহিত হইয়াছে; এরূপ আব্ দার অনেক শিশুরই থাকে, কিছ কেশবচন্দ্রের ঈদৃশ আব্ দার চিরজীবনই ছিল।

3531

এক দিকে কেশবচন্তের যেমন আব্দার ছিল, অন্থ দিকে তেমনই চরিত্রের শুদ্ধতা শৈশবকাল হইতে তাঁহার জীবনের ভ্ষণ হইয়াছিল। তিনি সর্বাদা একগাছি বেত হাতে করিয়া বেড়াইতেন, কিন্ধ কণন কোন বালকের সহিত বিরোধ বিসংবাদ করিতেন না। কাহারও সহিত অসম্ভাবের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি সাক্ষাংসম্বদ্ধে বিরোধে প্রবৃত্ত হইতেন না; অথচ তাহার সহিত এমনই ব্যবধান রক্ষা করিতেন যে, পরিশেষে তাহাকে দোক্ষীকার করিয়া তাঁহার সহিত মিলনের প্রাণী হইতে হইত।

অহাপ্ৰহাৰ

বালাকাল হইতে তাঁহার স্থভাবমণ্যে অব্যগ্রভাব ছিল বলিয়া, তিনি
দীর্গকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারিতেন; স্তরাং অসদ্ভাববশতঃ কাহারও
সহিত ব্যবধানরকা করিতে হইলে, যত দিন না দে ব্যক্তি আসিয়া মিলনপ্রাণী
হইত, তত দিন স্থির থাকিতেন রুঁ কখন আপনি মিলনের ব্যগ্রতায় যেমন
তেমন করিয়া মিলাইয়া লইতেন না। তাঁহার চরিত্রের এই বিশেষ
ভাব এই দেশাইয়া দেয় যে, যে কারণে অসদ্ভাব উপস্থিত হইত, সে কারণের
অপনয়ন হইয়াছে কি না, তংপ্রতি তাঁহার প্রথম হইতে দৃষ্টি ছিল; কারণসত্থে
অসদ্ভাব অপনীত হইতে পারে, ইহা কখন তিনি মনে করিতেন না।

माक्षाप्कार्य किছू ना हालग्रा

এই অব্যগ্রভাব ছাড়া তাঁহার আর একটা এই বিশেষ ভাব ছিল যে, তিনি কাহারও নিকটে সাক্ষাৎসম্বন্ধ কিছু চাহিতেন না; এই বভাব তাঁহাতে পরজীবনেও লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি নিতান্ত অভাবগ্রন্থ হইলেও, রাসদাসীগণকে কোন আজা করিতেন না। এজন্ত সময়ে সময়ে তাঁহাকে ক্লেও সক্ষ করিতে হইত।

ধৰ্মপ্ৰিয়তা

কেশবচক্র বাল্যকাল হইতে ধর্মপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার স্বভাবজ্ঞ পিতামহ এই ভাব দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, "এই ছেলে আমার নাম রক্ষা করিবে।"(১) তিনি যথন নিতান্ত শিশু, তথন তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে অন্যান্ত শিশুগণ সহ হরিনাম অর্পণ করেন। অন্যান্ত সকলে সে নাম ভ্লিয়া যান, কিন্তু কেশবচন্দ্র দে নাম কথন ভোলেন নাই। ইনি বাল্যকাল হইতে শুদ্দমন্ত জীবন নির্বাহ করিয়াছেন। ইনি আনান্তে পবিত্র পট্রস্থ পরিধান করিয়া হরিনামের ছাপে সর্বাক্ষ ভবিত করিতেন।

অধিনারকত

বাল্যকালে সকল বালকই সঙ্গীদের সঙ্গ ভালবাসে, ইনিও বালকের দলে থাকিতে ভালবাদিতেন, ইহাতে আর কি একটা বিশেষত্ব প্রকাশ পাইত, যদি বাল্যকাল হইতে সঙ্গী বালকদিগকে তিনি পরিচালিত না করিতেন, এবং সঙ্গী বালকগণও তাঁহা কর্ত্বক পরিচালিত হইতে উৎস্ক্ না হইত। এটিকে তাঁহার ভবিশুজ্জীবনের পূর্ববাভাদ বলা ঘাইতে পারে। কেশব-চন্দ্রের বাল্যকালের সঙ্গী ভাই প্রতাপচন্দ্র মন্ত্রমদার বাল্যকালের বিষয় যাহা লিপিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ্য। যে কেহ তাঁহার বাল্যভাব, বাল্যভাব লিপিতে অভিলায়ী হইবেন, ভাই প্রতাপচন্দ্রের লেপা (২) তাঁহার প্রধান অবলমন হইবে।

ন্তন জীড়ার উদ্ভাবন

কেশবচন্দ্র বালকগণের ক্রীড়া কৌতৃকের দর্শক ছিলেন, সামাগ্র ক্রীড়া ভাহাদিগের সঙ্গে বড় যোগ দিতেন না। পুরাতন ক্রীড়া দেখিতে আমোদ হয়, কিন্তু যাহার ক্রীড়া উন্তাবন করিবার অভিলাম থাকে, তাহার সেই ক্রীড়ায় যোগ দেওয়া তুংগহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। এই জন্ম কেশব বালকগণের পুরাতৃন থেলা দাডাইয়া দাড়াইয়া দেখিতেন, কিন্তু তাহাতে যোগ দিতেন না।

^{(3) &}quot;Ramcomul used to call Keshub—Beso, Before his death, he said to Peary Mohun, 'Peary, your son Beso is destined to be a great man-a religious reformer.'" (Vide Life of Dewan Ramcomul Sen by Peary Chand Mittra, p. 55.)

⁽¹⁾ Life and Teachings of K. C. Sen by Rev. P. C. Mozoomdar.

यि कथन (थनाइवात अভिनाव इहैक, नुकन (थना উह्यावन कतिरकन, এবং দেই ধেলায় অধিনায়ক হইয়া অন্ত, সকলকে চালাইতেন। তিনি वानकतिरात्र तथना तिथिएजन, ममरम मशरम जापनि अधिनामक हरेमा नजन ক্রীডা প্রবৃত্তিত করিতেন। এসম্বন্ধে ভাই প্রতাপচন্দ্র শিধিয়াছেন. "যদি তিনি কখন আমাদিগের সকে ধেলা করিতে সমত হইতেন. তাহা চইলে তিনি কোন নতন খেলা অথবা যে খেলা কাহারও জানা নাই, সেই খেলা উদ্ধাবন করিতেন, এবং উহার প্রধান অংশ আপনার জন্ম রাখিতেন। ক্থন ক্ষম তিনি একটী ঔষধালয় খুলিতেন, আপনি তাহার ডাব্ডার হইতেন, এবং আমাদিদের কাহাকেও কাহাকেও তাহার মধীনম্ব উপস্থাতা (Apothecaries) এবং কাহাকেও কাহাকেও রোগী করিতেন। ক্থন ক্থন তিনি পোটাফিস থলিতেন, আমাদিগকে ডাক্ছরক্রার কান্স দিতেন, এবং তিনি আপনি পোটমাটার জেনেরল হইয়!, নাকে এক যোড়া সবুজ রক্ষে চন্দ্র। পরিহা, জাকাল রকমে আফিসে বসিতেন। আমাদের মনে আছে, এক ১ময়ে তিনি আমাদিগকে এক দল ইংরাজী বাজাদার করিয়াছিলেন। আমরা শকলে পায়ে পরণের ধৃতি জড়াইয়া পাজামা করিলাম, এবং **আমাদিগের** কোন রকমের বাগুধন্ধ ছিল না বলিয়া, আমাদের তৰ্জনী এবং বন্ধান্তলি প্রব থাক করিয়। মধ্যে যে একটি গর্ভ হইল, তাহার উপর মূণ লাগাইয়া ফংকার দিয়া অনুবাগভবে বাজন বাজাইতে পাগিলাম। আর সকলে যাহ। করে, কেশব তাহ। করিয়া সম্ভোগলাভ করিতেন না। তিনি কোপা ছইতে একটি পুরাতন ঢোল মানিলেন, এবং তাহা একটি ছোট বালকের পিঠে রাখিয়া জোরে বাজাইতে বাজাইতে দলের আগে আগে চলিলেন।"(১) তিনি যাত্রা কবিতে ভালবাসিতেন। যাত্রার মধ্যে তিনি বামযাত্রার প্রতি বিশেষ অভ্যক্ত জিলেন। এই বাম্যাতা সম্যে সম্যে তিনি ক্রীডার সন্ধ্রিপত্ত লইয়া করিতেন !

সাক্ষপুৰের সনের ভাব বৃদ্ধিবার সামর্থ্য

তিনি এইরপে সকলের সঙ্গে থেলা করিতেন, অথচ কোন বালকের সঙ্গে বন্ধুয়ে আপনাকে বন্ধ করেন নাই, এটি অখাদ্যাবিক ভাব বলিয়া সহজে মনে

^() Life and Teachings of K. C. Sen by Rev. P. C. Mozoomdar.

হয়। কেশবচক্রের পরিপকাবস্থার ভাব ও আচরণ বাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার। তদবলম্বনে বাল্যবাবহাবের মর্ম অনেকট। উদ্ঘাটন করিতে পরেরন। এক জনের মুথ হইতে একটা কথা গুনিয়া তিনি তাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আবার নিয়ত সঙ্গে বাদ করিলেও তাহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করেন নাই, এ স্বভাব তাঁহার বন্ধুগণ প্রসময়ে তাঁহাতে প্রত্যক্ষ ক্রিয়াছেন। তাঁহার এই বিচিত্র স্বভাব এই দেখাইয়া দেয় যে, তাঁহার সবিগণের মনের ভাব বৃঝিবার উপযোগী একটা স্বাভাবিক শক্তি প্রথম হইতে তাঁহাতে নিহিত ছিল। কেবল বাহ্য আচরণ বা কথায় কেহ তাঁহার হৃদয়াকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত না। যে বাক্তিতে তিনি যথার্থ সরলভাব প্রত্যক্ষ করিতেন, তংপ্রতি তিনি প্রথম হইতেই অহুরক্ত হইতেন। তবে তাঁহার অহুরাগ নিগৃত্ ছিল বলিয়া, গে ব্যক্তি তাহা প্রথমে ব্ঝিতে পারিত না, এবং তিনিও তাহা বুঝিতে দিতেন না। যে স্থলে সরল ভাবের প্রতি তাঁহার সংশয় জন্মিত, দেখানে তিনি একেবারে তংপ্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিতেন না, কালে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, সে বাক্তির ভাল ভাব স্থায়ী হয় কি না। যধনই দেখিতেন, ভাব স্থায়ী হইয়াছে, বন্ধুত্বে তাহাকে বরণ করিতে কিছুমাত্র কুন্তিত হইতেন না। তবে বন্ধুগণের প্রতি তাঁহার এমনই একটি সমান ব্যবহার প্রথম হইতে ছিল যে, কেহ তাঁহাকে একের প্রতি সমধিক অফুরক্ত বৃঝিতে পারিতেন না; ইহাতে এই ফল দাড়াইত যে, নিগৃঢ় আকৰ্ষণ থাকিলেও তাঁহার ভালবাদা সকলেবই নিকট সমান অলক্ষিত থাকিত।

নিলিপ্ততা

বাল্যকাল হইতে কেশবচন্দ্রের চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া, কোন অসচ্চরিত্র বালক তাঁহার সংসর্গে স্থান পাইত না। যদি কোন অসচ্চরিত্র বালক তাঁহার সক্ষলতে অভিলাষী হইত, তাহাকে সচ্চরিত্রতার আবরণে আপনাকে আবৃত্ত করিতে হইত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথম বয়স হইতে কেশবচন্দ্রের স্থভাব বৃত্তিবার একটি স্বাভাবিক সামর্থা ছিল, কোন অসচ্চরিত্র বালক সচ্চরিত্রতার আবরণে আবৃত হইয়াও তাঁহাকে বক্ষিত করিতে পারিত না। তবে তিনি এই সকল বালককে সংস্গৃ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন না, এমন কি কোন কোন কার্যেও তাহাদিগকে নিয়োগ করিতেন, স্থচ আপনি

ভাহাদিগের সৃষ্ণ হইন্ডে নির্দিপ্ত থাকিতেন। মাছ্য সহজে প্রলোজনে প্রদুদ্ধ হয়, এটি যেন বালক কেশব প্রথম হইতেই জানিতেন। তিনি কোন বালকের চরিত্র পরীকানা করিয়া ভাহাকে সং বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার পরজীবনে এ ভাব ভাঁহাতে দেখিয়াছেন, এবং তিনিও ইহা গোপন রাখিতেন না। এমন অনেক সময়ে ঘটিয়াছে, য়খন তাঁহার বন্ধুগণ কোন এক ব্যক্তিকে অতিরিক্ত প্রশংসা করিতেন, তখন তিনি বলিতেন, ভোমরাই আবার এই ব্যক্তিকে সময়ে নিলা করিবে। কালে ফলতঃ তাহাই ঘটিত। এখানে এ কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, তিনি বেমন মহয়ামাত্রের হুর্জলভায় বিখাদ করিতেন, তেমনি আপনার গুণের দিকে না দেখিয়া নিয়ত হুর্জলভায় দিকে তীক্ষ দৃষ্টি ভাপন করিয়া রাখিতেন। তাঁহার গভীর পাপবাধ এই বাভাবিক ভাব হইতে উৎপন্ধ হইয়াছিল।

অধ্যয়নকাল।

(>>84->>64 4:)

हिन्दूकोलास खरायन, ১৮৪६

কেশবচন্দ্রের এক দিকে যেমন চরিত্রের শুদ্ধতা চিল, অপর দিকে তেমনি বৃদ্ধিও নিতাম্ব তীক্ষ ছিল। অক্সান্ত বালকের ক্যায় প্রথমতঃ তিনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বান্ধালার বর্ণপরিচয়াদি শিক্ষা করেন। ১৮৪৫ খুষ্টাব্দে সাত বংসর বয়দে তিনি হিন্দকালেকে ভর্তি হন। এখানে তিনি প্রতি বংসর পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। কালেজে ইংরাজী ও গণিত এই ছুই বিষয়ে পারিতোষিক প্রদত্ত হইত, ইনি উভয় বিষয়েই সমানে পুরস্কৃত হইতেন। ১৮৫০ খুষ্টাব্দে যখন 'জনিয়ার' শ্রেণীতে পাঠ করেন, তখন যে পারিতোষিক পান, তাহাতে এত বড় বড় গণিতগ্রন্থ ছিল যে, ঘাদশবর্ষীয় বালক কেশব তাহা বহনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার শিক্ষক ইরজিয়ন সাহেব সর্বদা তাঁহাকে কৌতক করিয়া বলিতেন, "বৃহংপুন্তকবাহী কৃত্র বালক।"(১) কেশবচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল বলিয়া, তিনি কোন কালে পরিশ্রম করিতে ক্রটি করেন নাই। স্বাভাবিক প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্র অতীব পরিশ্রমী হইয়া থাকেন, ইহা তিনি বালাজীবন হইতেই প্রদর্শন করিয়াছেন। অধ্যয়নকালে তিনি অতি নিপুণ পরিশ্রমসহকারে পাঠাভ্যাস করিতেন; কোন কোন সময়ে কাহাকেও না বলিয়া একাকী নির্জনে গিয়া পড়িতেন। এক দিন তাঁহাকে অন্তেষণ করিয়া দাসদাসীগণ কোথাও পায় না. পরিশেষে গুহের সর্ব্বোচ্চতলে একথানি গ্রন্থ বক্ষে রাখিয়া ঘুমাইতেছেন, এই অবস্থায় তাঁচাকে পাওয়া যায়।

উল্লেখন ক্রিয়াপ্রদর্শন

কেশবচক্র সেনের অসাধারণ বৃদ্ধির প্রভাব এই সময়ে অস্ত একটী সামাস্ত ঘটনায় অনুন্তর নিকট প্রকাশ পায়। হিন্দুকানেক থিয়েটারে

⁽⁾ Life and Teachings of K. C. Sen by Rev. P. C. Mozoomdar अहेबा।

বালকগণের কৌত্হলার্থ গিলবার্ট নামে একজন ফিরিলী ম্যাজিক ল্যান্টারণ এবং ঐক্রজালিকজিয়া প্রদর্শন করিতেন। বালক কেশব এক বার কি হুইবার এই জীড়া দেখিতে গিয়া তাহা আয়ন্ত করিয়া ফেলেন। জীড়া-দর্শনের এক সপ্তাহের পর তিনি বিজ্ঞাপন দেন, কল্টোলার গৃহে ম্যাজিক ল্যান্টারণ এবং ঐক্রজালিক: ক্রিয়া প্রদশিত হাইবে। এক আনার টিকিট ক্রয় করিয়া অদশিত বালক এই জীড়া দেখিতে আসেন। কেশবচক্র একটি পুরাত্ন ম্যাজিক ল্যান্টারণ সংগ্রহ এবং নিক্ত হত্তে ছবি সকল প্রস্তুত্ত করিয়া প্রদর্শন করেন। ইহাতে তাঁহার বৃদ্ধিমন্তা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তদপেকা ঐক্রজালিক ব্যাপারে তাঁহার আসাধারণ মনীযা বাক্ত হয়, এবং তাহাতে সকলে অতীব আক্র্যান্তিত হন। তিনি মোমবাতী কাটিয়া তাহার তিতর হইতে লাল ক্রমাল বাহির করেন, কাচের মানে রক্তবর্ণ বাল বাথিয়া তাহার ছড়াইয়া সকলের উপর পুস্পবর্ষণ করেন, বন্দুকের ভিতরে সোণার ঘড়ী পুরিয়া বন্দুক ছোড়েন, সকলে সেই সোণার ঘড়ী সন্মুখন্ত একটি মোমের পুত্রের গলায় ঝুলিতেছে দেখিতে পান। তিনি এইরূপ আরপ্ত অনেক প্রকার অন্ত ক্রিয়া দর্শকর্লকে দেখাইয়া কৌত্হলাক্রান্ত করেন।

মেটোপলিটান কালেকে অধ্যয়ন, ১৮৫০ গৃঃ

১৮৫২ খৃষ্টান্দে যথন তিনি হিন্দুকালেজের স্থুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন, দেই সময়ে হিন্দুকালেজের সভা ও সাহায্যকারিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধে মেটোপলিটান কালেজের উৎপত্তি। ওয়েলিঙ্টন ক্ষোয়ারের প্রাণিদ্ধ দন্তপরিবার এই কালেজসংস্থাপনের প্রধান উন্থোপ্তী। এদেশে হোমিওপ্যাথী চিকিংসাপ্রবর্তনে যাহার নাম প্রাণিদ্ধ ইয়াছে, সেই গাতনামা রাজেল্ড দন্ত এই কালেজ সংস্থাপনে যথোচিত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় এবং বারে বারে গিয়া অর্থসংগ্রহ ছাত্রসংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিষত্তম কাপ্তেন রিচার্ডসন্ (Captain Richardson), কাপ্তেন পামার (Captain Palmer) প্রস্তৃতি এগানে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হন। যাহার। এই কালেজ স্থাপন করেন, তাঁহাদিগের অন্থরোধে জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন দেন কেশবচন্তকে ১৮৫৩ খুরীক্ষে মেটোপলিটান কালেজে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন। এথানে তিনি

শেক্দ্পিয়ার মিল্টন প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এ সকল যদিও তাঁহার তিন বংসর পরের পাঠ্য পুস্তক, তথাপি এ সকল অধ্যয়নে তাঁহার কোন ক্লেশ হয় নাই; কিন্তু ইহার সঙ্গে সজেত উচ্চতম গণিত যে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহাতেই তাঁহার গণিতের প্রাত বীতরাগতা সমুপস্থিত হইয়াছিল।

भूनतात हिन्तूकालाक अभारत bees श्रः

দত্তপরিবারের অর্থক ক্রু উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাদের অফ্রাগ তিরোহিত হইল, এবং তাহার দলে দলে থেটোপলিটান কালেজ উঠিয়। গেল, স্তরাং ১৮৫৪ খুটান্দে তিনি পুনরায় হিন্দুকালেজে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; কিন্ধু গণিত-শাল্পের প্রতি তাঁহার অফ্রাগ আর প্রত্যাবৃত্ত হইল না। তিনি গণিতশাল্পের অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে বাসনা প্রকাশ করেন, কিন্ধু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিছুতেই তাহাতে সম্মত হন না। যদিও তিনি অফ্রোধপরতম্ব হইয়া গণিতশাল্পাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, হৃদয় তাহাতে সংলগ্ন না হওয়াতে তত ফলপ্রাপ্ত হন নাই। এই গণিতের প্রতি বীতরাগ পরিশেষে কালেজের নিয়মিত পাঠ হইতে তাহাকে বিরত হইতে বাধ্য করে *।

কালেজভাগে ও উচ্চজীবনলাভার্ব প্রয়াস

এইরপে নিয়মিত পাঠত্যাগ তাঁহার পক্ষে ভাল হইয়াছিল, কি মন্দ্ ইইয়াছিল, পরবর্তী সময়ের প্রতি লক্ষা করিয়া দিদ্ধান্ত করা কিছু কঠিন কথা নহে। সে সময়ে ইহাতে তাঁহার এবং আত্মীয়বর্গের সমূহ মন:ক্লেশ উপস্থিত

^{*} কালেজের পাঠপরিত্যাপের সঙ্গে যে একটা ঘটনার কেহ কেই উল্লেখ করেন, তৎস্থকে নিশ্চযায়ক কোন কথা আমবা অংবগঠ হইতে পারি নাই বলিয়া, তাহার উল্লেখ এরলে পরিতাকে হইলাভে।

[&]quot;কেশনজননী দেবী সারগাহন্দরীর আল্পভাগ" পাঠে বুঝা বার বে, এই ঘটনাটা আবে। সত্যানহে। আচার্ব্য কেশনচন্দ্রের সমব্যক্ষ, Indian Mirror পত্রিকার সম্পাদক বর্গীর রার বাহাছুর নরেজনাথ নেন মহালর এই ঘটনাকে সাক্ষেব মিখ্যা বনিরা ঘোষণা করিলাছেন। ১৯৯৯ গুটান্দের ১০ই জামুলালীয় Unity and the Minister পত্রিকার উল্লাল্ভ "Keshub Chunder Sen and his times" প্রসন্ধ জ্ঞাইব্যা

ৰপীন কটদান পাল মহাপন্ন এছেৰ গৌরীপ্রনাধ মজুমদার মহাপালকে বলিরাছিলেন বে, ঘটনাটী মিখা। তাহার "Keshub Chunder Sen—School of Protest and Neo-Protest" মইবা।

হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এ ক্লেশ আত্মীয়বর্গ শীঘ্র ভূলিয়া গেলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রের বৈরাগাপ্রবণ্চিত্ত এতদ্বারা সবিশেষ উদ্দীপ্ত হইয়া, সংসারের পথ হইতে প্রতার্ত্ত হইয়া নৃতন পথ অবলম্বন করিল, এবং তাঁহার ভবিশ্ব-ক্ষীবনের উপযোগী শিক্ষার দিকে তাঁহার মন ধাবিত হইল। কে জানে, নিয়মিত পাঠ প্রতিক্ষন না হইলে, এ পথে গমন সহন্ধ হইত কি না দুসকলেরই জীবনে যথন পরীক্ষা বিশল্ ক্লেশ ভ্রমভান্তি অপরাধ আইসে, তথন উহারা গুরুভাবে হলম নিপীড়িত করে; কিন্তু আল্ল দিনের মধ্যে লোকে সেকল ভূলিয়া বায় । ধয় দেই সমন্ত বাক্তি, বাহারা বিশ্বত না হইয়া, নিরাশ বা অবসন্ধ না হইয়া, উচ্চজীবনলাভার্থ এই সকলকে নিয়োগ করেন। কেশবচন্দ্র মান্দিক ক্লেশ ধীয়ত। সহকারে বহন করিলেন, উহা তাঁহার আনিউদাধন না করিয়া তাঁহার আভাবিক গান্তীয়্য আরও ব্যক্তিত করিল, গভীর চিন্তার বিষয়ে মনোভিনিবেশে সহায় হইল। তিনি গণিত্যাধারন পরিত্যাগ করিয়া, কালেজের অত্যান্ত পঠিতবা বিষয় ত্ই বংসরকাল পাঠ করিয়া অধ্যয়ন পরিসমাপ্র করেন।

नवीन मार्ननिक्त व्यथावस्मत्र विवत

এ সময়ে পাঠে স্বাধীন প্রবৃত্তি নিয়েজিত হওয়াতে, তিনি আপনার কচিদম্মত অধায়নের বিষয়ে বিশেষরূপে নিবিইচিত্ত হইলেন। ইতিহাস, স্থায়, দর্শন ও জীববিজ্ঞান, এই সকল তাঁহার অধায়নের বিষয় হইল। তিনি প্রতিদিন কালেজের পুন্তকালয়ে গিয়া, আপনার পোর্টফোলিওফ্ কাগজগুলি পর্যালোচনা করিতেন। গম্ভীরস্থভাব কেশবচন্দ্রের আক্রতি প্রকৃতিতে সকলেই নবীন দার্শনিকের লক্ষণ অবলোকন করিত। তাঁহাকে দেখিয়া সহাধ্যায়ী সমবয়ন্ধগণ সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি দর্শনশাস্ত্র কেবল পাঠ করিতেন, তাহা নহে; তত্পরি আপনার চিন্তালক্তিকে বিশেষরূপে নিয়োগ করিতেন। এ সময়ে তাঁহার চিত্ত অন্ত সম্পায় বিষয় হইতে নির্ত্ত ইয়া অধায়ন ও চিস্তায়, চিস্তা ও অধায়নে নিবিই হইল। দর্শনশাস্ত্রের প্রতি অন্ত্রাগবলতঃ দর্শনশাস্তের স্বধ্যাপক শ্রীবৃক্ত জোন্দ সাহেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ অন্তর্গা ছিল। জোন্দ সাহেবেও ধাহাতে কেশবচন্দ্র দর্শনশাস্ত্রে বৃংপার হন, এ বিষয়ে য়হু কবিতে ক্রটি করিতেন না।

সহল পাৰীৰ্যা ও বৈয়াগালনিত তীবভাবের আভাস

এই সময়ে তাঁহার তরুণবয়সোচিতভাব পরিবর্তিত হইয়া সহজ গান্তীধ্য বর্দ্ধিত করিল, এবং বৈরাগ্যন্তনিত তীব্রভাবের আভাস দেখা দিল। এই সময়সম্বন্ধেই আচার্ব্য ব্যয়ং বলিয়াছেন, "অষ্টাদশ বংসর বয়সে অল্প অল্প ধর্মজীবনের সঞ্চার হয়।"(১) এই বৈরাগ্যভাব যে তাঁহাতে পূর্ব্ধ হইতে ছিল, চতুর্দ্দশবর্ধবয়সে মংস্মত্যাগেই তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়ছে। জলবসম্পের আক্রমণজ্ঞা কয়েক দিন মংস্মাহার ত্যাগ করিয়া, তাহা হইতে চিরদিনের জন্ম মংস্মত্যাগ, ইহা বৈরাগ্যভাব বিনা কখন হয় না। বৈরাগ্যোদয়ের সলে সলে তিনি সর্ব্ববিধ ক্রীড়া পরিত্যাগ করিলেন। তিনি য়াত্রা ভনিতে ভালবাসিতেন, সম্দ্র রাত্রি জাগিয়া য়াত্রা ভনিতেন, এ সময়ে আর তাহা রহিল না। নিজের একথানি বাজাইবার বেহালা ছিল, এই সময়ে তাহা নিজ হত্তে ভালিয়া ফেলিলেন।

^{(&}gt;) व्यक्तिया (क न वहत्त्वत "स्रोयनद्वन" श्रात्वत्र "स्रात्वनात्रात्र अ देवत्रात्राः" स्थाति सहेवा ।

ধর্মজীবনের আরম্ভ

(>ree->ree 4:)

धर्वजीवरनत आतरक देवतारगात नकात

অষ্টাদশ বৰ্ষে যে ধৰ্মজীবন দেখা দিল, তাহা দিন দিন ঘনীভূত হইয়া বৈরাগ্যের তীব্রতায় পরিণত হইল। অষ্টাদশ হইতে বিংশতি বর্ষ মধ্যে ইহা যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা জীবনবেদে সবিশেষ বাণত আছে। উহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এইরূপে নিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। ধর্মজীবনের প্রারম্ভে তাঁহার মনে দংসারের প্রতি ভয় উপস্থিত হইল। দংসার অনেকের मर्कनान कतियारह, जोड़े मःमारत जुनमरस्वान, व्यासाम श्रामान जांहात निकरि বিষবং বোধ হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি ভিতরে এই শব্দ গুনিতে পাইলেন—"ওরে তুই দংদারী হোদ না, দংদারের নিকট মাথা বিজয় করিদ না: কলম্ব পাপ এ সকল ভারি কণা, আপাততঃ আমোদ ছাড়, আমোদের एउ धतियारे जात्म नत्र पाय।"(১) जिनि जात्मामत्क विमालन, "जुरे শ্যতান, তুই পাপ",(২) বিলাদকে বলিলেন, "তুই নরক, যে তোর আশ্রয গ্রহণ করে, দেই মৃত্যগ্রাদে পড়ে।"(৩) এমন কি শরীরকে বলিলেন, "তুই নরকের পথ, তোকে আমি শাসন করিব, তুই মৃত্যুম্পে ফেলিবি।"(৪) देवतारगात जागमत्न जांशात जानन मिनन शहेन, झनग्र विवासन भून शहेन, मूथ হইতে হাল বিদায় গ্রহণ করিল; হাসিলে পাপ হইবে, মনে এই ভয় উপস্থিত হইল। চারিদিকে পাপ প্রলোভন রহিয়াছে, কোথা হইতে উপশ্বিত হইয়া উহার। সর্বানাশ করিবে, এই আশবা হৃদয়কে অধিকার করিল। তিনি মৌনী इंदेरनन, बद्धांशी इंदेरनन: य प्रकल गर्द वा य प्रकल श्रह्मार्ट हाराजार एक व

^{(&}gt;)--(») आठावं; त्यनवहृदश्चन्न "बीरनदवव" अद्वृद्ध "सन्नगावान ও देवतान्।" स्थान

সম্ভাবনা, দে সকল সঙ্গ ও গ্রন্থ বিষবং পরিত্যাগ করিলেন। এ সময়ে ইয়ংকত "রাত্রিচিস্তা" (Night Thoughts) তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিল। সংসার তাঁহার পক্ষে বন হইল, গৃহস্থিত লোক সকলের কোলাহল ভীষণ বন্ধ জন্তুর শন্ধ বলিয়া প্রতীত হইল। সংসারের মন্দ আচারবাবহারের মধ্যে তিনি মৃত্যু দর্শন করিতে লাগিলেন।

বিবাহ

১৮৫৬ খুষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রেল বালীগ্রানের স্থপ্রিদ্ধ কুলীন বৈভপরিবারস্থ - औযুক্ত চক্তকুমার মজুমদারের জোষ্ঠা কতার সহিত তাঁহার পরিণয় নিশ্পন্ন হইল। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন দেন কলা দেখিয়া আপনি মনোনীত করেন। বিবাহে বিলক্ষণ ধুমধাম হয়। ধনিপরিবারের রীতি অনুযায়ী নর্ত্তকীগণের নুত্য, বাজোল্ম, পান ভোলনাদির আড়ম্বর, ইহার কিছুরই অভাব ছিল না। তবে যাহার বিবাহের জন্ম এত আয়োজন, তাঁহার তাহাতে কোন আমোদ নাই। সম্মুথে নপ্তকীগণ নৃত্য করিতেছে, দে নৃত্য দেখিতে কেনই বা ফুচি হইবে ? তিনি ভূতলে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া আড়ুই হইয়া পুত্রলিকার ভায়ে বিদিয়া আছেন। বিবাহের বাসর সকলের পক্ষেই আনন্দল্জনক: কিন্তু বাঁহার জনয়ে নববৈরাগ্যোদয় হইয়াছে, তিনি তাহাতে কি প্রকারে স্থপামুভব করিবেন? মহাসমারোহে বরকর্তা বর লইয়। বালীগ্রামে গমন করিলেন। বড় মাতুষের বাড়ীর জাকাল বিবাহ, ইহাতে পাড়াগাঁয়ের লোকের বিবাহদর্শনে কৌতৃহল, দলে দলে লোকসমাগম, চারিদিকে মহাব্যস্ততা, পাডায় বর ও বরষাত্রের কথা लहेशा श्वीभूक्ष्यगण्यत ज्ञात्मानन, विवाहवामत्त्र नात्रीगण्यत ज्ञात्मात्मान्नाम मकनहे হইল, কিন্তু বাঁহার চিত্ত সংসার ছাড়িয়া অন্তত্ত গিয়াছে, তাঁহাকে লইয়া আমোদ করা কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না। ধাহার বিবাহ, তিনিই যেন সমুদায় রণভঙ্গ করিয়া দিলেন। ভিতরের ব্যাপার যাহাই হউক, বাহিরের আড়ম্বর এক প্রকার সমুদায় পূরণ করিয়া লইল। মহাঘটা করিয়া নববধু গৃহে আনীত इंडेरनन । नकरनंत्रहे आस्लाम, विरंगरण्डः भाजा नात्रमात्र रखा नमिथक आस्लाम করিবারই বিষয়। তিনি পুত্রবধুর মুখের আবরণ উল্মোচন করিয়া মুখের যে 🕮 দর্শন করিলেন, ভাছাতেই বধুর রুগ্নবীর দেখিয়া যে ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অপনীত হইল।

नरवस्त्र सहिकात्र निभठन

নববধুর পিতৃগৃহগমনসময়ে যে একটি ঘটনা হয়, তাহাতে পরিণয়ের স্মামোদ শোকে নিংশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভাগীরখীতীরবর্তী ব্যক্তিগণ মহিলাগণকে নইয়া এক স্থান হঠতে অন্ত স্থানে বাইতে হইলে, অধিকাংশ न्नभरम त्नीयात्न गमनागमन कतिम। थात्कन। छात्रीत्रथी नकन नमरम छीयन ना হইলেও, বান ডাকিলে বা প্রবল বাত্যা উঠিলে আরোহিগণের প্রাণসন্ধট উপস্থিত করে। কঞাকে লইয়া পিতা গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে ভাগীরপী-বক্ষে প্রবল বাতা৷ বহিল, উহার শাস্তবক তরক্মালায় স্কটকর হইয়া উঠিল: কল্লা যে নৌকায় আর্ঢ়া ছিলেন, উহা বাত্যা ও তরকাঘাতে বিপধ্যস্ত হইয়া পড়িন। ভাগীরথীর তরকে নিপতিত হইলে সম্ভরণকুশল ব্যক্তিরও প্রাণরকা বিপংসঙ্কল হইয়া পডে। নবমবর্ষীয়া বালিকা এই সৃষ্টে প্রাণরক্ষা করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায় ? জলমগ্ন হইয়া তাঁহার. প্রাণ যায় যায়, এমন সময়ে তাঁহার জীবনের ভবিয়াং আছে বলিয়াই একধানি নৌকা নিকটবভী হইয়া তাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া লইল। বিবাহের অব্যবহিত্কালের পর ঝটিকায় নিপ্তন যেন তাঁহাকে এই দেখাইয়া দিল যে, সাধারণ নারীগণের ফ্রায় তাঁহার জীবন দাংসারিক স্থপস্কুলের মধ্য দিয়। গমন করিবে না: দংসারে অনেক ঝটিকার মধ্য দিয়। ভাঁছার জীবন অভিবাহিত করিতে হইবে।

কেশবচক্রের বিবাহিত জীবনে বৈরাগা

সেই ঝটিকার কাল মেঘ কেশবচন্দ্রের চিত্তে দেখা দিল। কে যেন তাঁহার মনের ভিতরে থাকিয়া বলিতে লাগিল, "সংসারবিলাসে তুমি অপলাভ করিবে ? শ্বীর কাছে তুমি বিদিয়া থাকিবে ? সংসারের কথা লইয়া তুমি আলাপ করিবে ? এ সকল বিষয় তোমাকে স্থা করিবে ?"(১) এই কথা শুনিয়া কি হইল ? উচ্চ পদার্থ জীবাঝাকে শ্বীর অধীন করা হইবে না, এই প্রেভিছা মনে স্থাড় হইল। স্তরাং প্রথমতঃ কেবল 'আঝানিশীড়নে'(২) ধর্মজীবন আরম্ভ হইয়াছিল, এখন 'ভাগ্যানিশীড়ন'(৩) তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইল।

⁽১) (২) (৩) আচাব্য কেশবচত্ত্রের "জীবনবেদ" এছের "অরণ্যবাস ও বৈরাপ্য"
অধ্যায় স্কুটবা।

হৈবাগোর স্বাস্থাবিক পথে নীতি ও ধর্ম

কেশবচন্দ্রের এই বৈবাগ্যের ভাব তাঁহাকে কোন অস্বাভাবিক পথে লইয়া যায় নাই। তিনি গৃহ ছাড়িয়া বনে যান নাই, শরীরকে অস্বাভাবিক ভাবে কট্ট দেন নাই, গৈরিক বস্থাদিরও তথন আশ্রয়গ্রহণ করেন নাই। বৈরাগ্যে ধর্মজীবনের আরম্ভ স্বাভাবিক। স্থতরাং বৈরাগ্য উদিত হইল, তংসহকারে কোন অস্বাভাবিক ভাব আদিল না। এই সময়ে ইহার জীবন কঠোর নীতির আশ্রয়ে স্থাঠিত হইয়াছিল। ইহার জীবনের প্রারম্ভ দৃশ্যতঃ নীতিপ্রধান, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পর্মজীবন দেখা দিয়াছিল।

काद्रमृष्टि ও পাপবোধ

দর্শনশাম্বের প্রতি অহুরাগ্বশতঃ গভীর আস্থাদৃষ্টি এবং এই আস্থাদৃষ্টি হইতে তাঁহার পাপবাধ সম্পত্তি হয়। শিক্ষাপ্রভাবে প্রচলিত পৌতলিকতার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল, কিন্তু এখনও নৃতন কোন ধর্ম ভাহার স্থান অধিকার করিতে পায় নাই। ইহাতে তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না, কেন না ঈশ্বর তাঁহার সহায় হইয়া নিকটে ছিলেন।

প্ৰাৰ্থনা ও আদেশ

তিনিই তাঁহার হৃদয়ে আশা উদ্দীপিত করিয়াছিলেন এবং প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি আপনি বলিয়াছেন, "যখন কেই সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্মসমাজে সভারপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটি ধর্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক-শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্মজীবনের সেই উষাকালে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর' এই ভাব এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উথিত হইস। ধর্ম কি জানি না, ধর্মসমাজ কোথায় কেই দেগায় নাই, গুরু কে, কেই বলিয়া দেয় নাই, স্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেই অগ্রসর হয় নাই; জীবনের সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাসম্বরূপ 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই,' এই শব্দ উচ্চারিত হইত।"(১) 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই,' এই কথা তিনি যখন ভনিলেন, ভনিয়াই তাহাতে বিশাস করিলেন; কেন প্রার্থনা করিব, কিসের জন্ম প্রার্থনা করিব, কে প্রার্থনা করিতে বলিলেন, এরপ শক্ষপ্রবণ ভাস্কিস্তৃত হইতে পারে, এ

^()) कार्राश (कनकहरकुत "क्रीयनव्यक्ति" "शार्थना" कशांत प्रहेवा।

সকল বিভৰ্ক একবারও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। বাছালাভাষার গুণালী-वह क्षार्थना क्रिएंड जिनि बानिएजन ना, अबन्न कृष्ठी निर्विष्ठ क्षार्थना--- नकारन একটা, বিকালে একটা-পাঠ করিতেন। এত শুর অগ্রসর হইয়াই ইহার পতি व्यक्ति दिल ना, ममुबाय बीयन এक श्रार्थनाएं गठिंठ इटेंएंड नानिन। कि করিতে হইবে, কোথায় যাইতে হইবে, কাছার সঙ্গে কি প্রকার সম্পর্ক রাধিতে হইবে, এ সমুদায় এক প্রার্থনাই নির্দারণ করিয়া দিত। জিল্ঞাদা করিলেই উত্তর পাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় বিশ্বাস চিল, স্বভরাং আলেশের মত চিস্তার বিষয় না হইলেও আদেশবাদ তথনই ইহাতে প্রকৃটিত হইয়াছিল। ইনি কখন প্রার্থনা করিয়া কাম্ব থাকিতেন না, প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না পাইলে ছাড়িতেন না। প্রার্থনা ঠিক হইল কি না, ভাহাও জিল্লাগা করিতেন: যথন ওনিতেন, ঠিক হইয়াছে, তখন অন্ধ্র প্রার্থন। করিতেন। ধর্মজীবনের প্রারম্ভিক এক প্রার্থনা হইতেই বল, বৃদ্ধি, উৎসাহ প্রভৃতি সমুদায় জাঁহাতে " উপস্থিত হইয়াছিল। সন্দেহ, অবিশাস, পাপ, প্রলোভন, সমুদাঘ্ট এই প্রার্থনাতে তিনি নিঞ্জিত করিয়াচিলেন। প্রার্থনা জাঁছার চিরঞীবনের সম্বল হইয়াছিল বলিয়া, ঈশারকে জিঞাস। ন। করিয়া তিনি কোন কার্যা ক্রিতেন না। তিনি এই জন্মই বন্ধগণের প্রার্থনাপরায়ণতা দেখিতে ভাল বাদিতেন, উহার অভাব দেখিতে পাইলে ক্রচিত্ত হইতেন।

সংসারের অসারতা বিষয়ে লোকশিকা

যখন এইরপে বিশাস, বিবেক ও বৈরাগ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল, তখন আর তিনি চাবিদিকের লোকদিগের অবস্থা না ভাবিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, লোক সকল কেবল সংসার সংসার করিয়া মরিতেছে, কেহ নাই যে, এই সংসারের অসারতা তাহাদিগকে ব্যাইয়া দেয়। তাঁহার মনে হইল, এক বার যদি সংসারের অসারতা জ্ঞাপন করা যায়, তবে আর লোকে এই মিখ্যা সংসারের পথে চলিবে না। এই ভাবিয়া তিনি এক খণ্ড কাগজে সংসারের অসারতা ও ত্থের বিষয় লিখিয়া সায়বালে গোপনে রাজ্যর ধারে যেথান দিয়া লোক যাতামাত করে, সেখানে লাসাইয়া দিতেন। এই কাগজগুলি লাগাইয়া দিয়া মনে করিতেন, উহা থে ব্যক্তি পড়িবে, তাহার আর সংসারে প্রবৃত্তি থাকিবে না। এক ধিন এক জন লোক একথানি কাগজ

দেওয়াল হইতে খুলিয়া লইয়া বাড়ীর সকলকে দেখাইয়া বলিতে লাগিল, দেখ, কোন একটি পাগল এই কথাগুলি কাগজে লিখিয়া দেওয়ালে লাগাইয়। দিয়াছে। যথন এ ব্যক্তির এই কথাগুলি তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, তথন বৃষ্ণিতে পারিলেন, এরপ উপদেশে কাহারও কিছু হয় না। সেই দিন হইতে উহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কিনে লোকের সংসার নিবৃত্ত হয়, এ চিন্তা নিবৃত্ত হইল না; কিনে স্থায়ী কাব্য হইতে পারে, তাহারই দিকে চিত্তের গতি হইল।

যুবকগণের নীতিশিক্ষা

তিনি স্বরং বিবেকী ছিলেন; যাহাতে যুবকপণ বিবেকী হন, এ সম্বন্ধ তাঁহার বিশেষ দৃষ্ট ছিল। জীবন বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে ধর্ম কথন স্থান পায় না, গৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস থাকাতেই যুবকগণের নীতিশিক্ষার পক্ষে তাঁহার যত্ব উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যুবকগণকে লইয়া সভা করিতে প্রাবৃত্ত হইলেন। যথন উপযুক্ত সময় হইল, তথন উদারচেতা বিশপ কটন সাহেবের চাপলেন টি এইচ বরণ, চার্কমিশনারী সোসাইটির পাদরী জে লং সাহেব এবং আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান মিশনের নি এইচ ভল সাহেবের সঙ্গে মিলিত হইয়া "বিটিশ ইপ্রিয়ান সোপাইটি" নামে সভাস্থাপন করিলেন।(১) সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্কার জন্ম এই সভা সংস্থাপিত হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে ইহাতে ধর্ম্মের প্রসন্ধ হইত, এবং এই প্রসঙ্গে লংসাহেব ও ভল সাহেব এ তৃত্বনের বিতর্ক উপস্থিত হইত। সাহিত্যে উন্ধতি হয়, এই লক্ষ্য থাকাতে এখানে আডিসন প্রভৃতি গ্রন্থ পঠিত হইত। রচনা সকল কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ আতা নবীনচন্দ্র সেনের নিকট প্রেরিত হইত, তিনি সংশোধন করিয়া ফিরাইয়া দিতেন।

কেশবের জ্যেষ্ঠ প্রাতা নবীনচন্দ্র দেন

জোষ্ঠ নবীনচন্দ্র সেন অতি শাস্ত ও বিশুক্ষচবিত্র ছিলেন। হিন্দুকালেজে যে সকল য্বকের সহিত তিনি একত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই চরিত্রে সাময়িক পাপ স্পর্শ করিয়াছিল। ইনি আপনার গৃহ হইতে প্রায় কথন বাহিরে পদার্পণ করিতেন না। এরূপ করিবার কারণ এই যে, সহাধ্যায়িগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইলে, পাঁচে তাঁহাদিগের দোষ তাঁহাকে স্প্রশ করে। ইনি অতি

⁽⁾ हेहात मन महिक जाना यात्र नाहै। ১१९८-১१९९ पं: स्टेरिय।

নাধারণ পরিচ্ছন পরিধান করিতেন, আছার বিহারাদি সকল বিষয়েই সহস্থ ভার রক্ষা করিতেন। নীতিমন্তা ইহার এন্ডল্ব স্থতীক্ষ ছিল যে, প্রাম্থানার সাধারণ প্রার্থনার এই জন্ত বোগ দিতে পারিভেন না বে, এক বার ঈশবের নিকট "অসন্তা হইতে সভ্যেতে লইরা বাও"(১) প্রার্থনা করিয়া, কি জানি বা জীবনে অসভ্যের সংস্রব থাকে। উলুপ নীতিমান্ ব্যক্তির হতে "প্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোনাইটার" ভরাবধানে বাহারা অধ্যয়নাদি করিতেন, জাঁহাদিপের অধ্যয়নের বিষয় নিয়মিত করিয়া দেওয়া এবং নীতির দৃঢ়ভারক্ষার জন্ত সবিশেষ যত্ত করার ভার থাকা অতীব মকলের জন্ত হইরাছিল। এই যত্তের পরিপক্ষক্ষ ১৮৭৫ খুরাক্ষে কল্টোলাছ "ইন্ডিনীং ছ্ল" ছাপিত হয়। এখানে অনেকগুলি যুবক শিক্ষালাভার্থ সমাগত হন, এবং কেশবচন্দ্র তাহার বন্ধুবর্গ সহ শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এই বিভালয়ে নীতিশিক্ষাবিষয়ে বিশেষ মনোবােগা দেওয়া হইত, এবং বন্ধং কেশবচন্দ্র সময়ে সময়ে ধর্মবিষয়েও উপদেশ দিজেন। ইন্ডার বার্ষিকপুরস্বারদানসময়ে বিখ্যাত ইংরেসপ্রণকে নিমন্থণ করিয়া আনা হন্ত যে, তাঁহারা তত্বপলকে চাত্রসক্ষকে উপদেশ দিবেন।

अहित जिल्ल

এই সমরেই নাট্যাভিনয়ব্যাপারের গুলার ছ হয়। এ সময়ে শিক্ষিতরপ মধ্যে সেক্সপিরর অধ্যয়ন একটি প্রধান আমোদের বিষর ছিল। কাত্যেন ডি এল রিচার্ডসন এক জন প্রশিদ্ধ সেক্সপিয়রপাঠক ছিলেন, তাঁহার নিকটে যুবকরন্দ সেক্সপিয়রপাঠ শিক্ষা করিতেন। কেশবচক্স সেক্সপিয়র পাঠ করিয়া সম্ভট থাকিবার লোক নহেন, তিনি সেক্সপিয়র অভিনয় করিতে উচ্ছোপী হইলেন। তাঁহার সিরগণকে লইয়া তিনি আপনি হ্যামলেট সাজিয়া হ্যামলেটের অভিনয় করিলেন।

⁽১) এজোণাননামধ্য সমবেত প্রার্থনা—"লনতা ছইতে আমারিপকে সভ্যেতে লইয়া বাব, অকলার হইতে আমারিপকে আম্বর্ডিতে লইয়া বাব, মৃত্যু হইতে আমারিপকে অমৃত্যেতে লইয়া বাব। হে সভাবকণ, আমারিপনে নিকট প্রকাশিত হব। নয়ামর, তোনার বে অপার কলণা, ভারা বারা আমানিপকে সর্বাহা কলা কর।" এইপ্রার্থনা সুহলারপাক উপনিব্যব্তর—"অনতো না সক্ষমর, ভ্রমো বা জ্যোভিস্কির, স্ভ্যোর্থাহ্যুক্ত প্রম্য। আমিরাবির্দ্ধরি। করু বতে যদিশং মুক্ত তেন নাং পাহি নিভাস্।"—প্রার্থনা হইতে সারাক্ত পরিবর্ত্তন সহজারে সুহীত: অর্থাৎ স্বাহ্যুক্ত প্রব্যা করিবর্ত্তন সহজারে সুহীত: অর্থাৎ স্বাহ্যুক্ত প্রব্যা করিবর্ত্তন সহজারে।

উপাসৰাসভা

এই সময়ে ইহার চিত্ত সমধিক ঈশরপিপাস্থ হইয়াছিল। এক দিন আপনার পাঁচ ছয় জন বন্ধুকে লইয়া তিনি উপাসনাসভা আহ্বান করিলেন। একটি অন্ধকার ঘরে ঘার রুদ্ধ করিয়া উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন হইল। এই উপাসনায় কি প্রকার অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছিল, ঈশরের বিদ্যমানতা সকলে অন্থতব করিয়াছিলেন, ভাই প্রতাপচন্দ্রের লেখাতে তাহা ম্পষ্ট ব্বিতে পারা যায়।(১)

গুড়উইল ফ্রেটানিটী

এই ঈশ্বরপিপাস্থত্ব হইতেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "গুডউইল ফ্রেটার্নিটী" সভা সংস্থাপিত হয়। আমরা 'ইভিনীং স্থুলের' কথা বলিয়াছি, তাহা তিন চারি বংসর থাকিয়া উঠিয়া যায়, এবং নৃতন সভা নৃতন আকার ও নৃতন ভাবে হইয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এই সভা ধর্মসম্পর্কীয় ছিল। স্বয়ং কেশবচন্দ্র এথানে অতি উৎসাহসহকারে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন, ইংরাজীতে উপদেশ দান করিতেন। এই উপদেশসকলের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। ঈশ্বর পিতা, প্রত্যেক মহুগু ভাতা, ইহাই হৃদয়ে মৃত্রিত করিয়া দিবার জগু তিনি বিশেষ যত্ম করিতেন। তাঁহার বৈরাগা, উৎসাহ ও বিশুদ্ধ জীবন একত্র মিলিত হইয়া যুবকর্বন্দের মনকে স্বিশেষ প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। এই সভাসন্দর্শনজন্ম একবার প্রধানাচাধ্য সপার্ষদ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার আগমনে সম্বেত যুবকগণের সম্বিক উৎসাহ বন্ধিত হইয়াছিল।

^() Life and Teachings of K. C. Sen by Rev. P. C. Mozoomdar,

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ এবং তাৎকালীন অবস্থা

ব্ৰাক্ষদমালে প্ৰবেশ

১৮৫৭ সনে কেশবচন্দ্র ত্রাহ্মসমান্তে প্রবিষ্ট হুইবার জন্ম গোপনে প্রতিজ্ঞাপত্র লিপিয়া পাঠান। স্বয়ং শুদ্ধ বান্ধালা লিখিতে জানিতেন না, কল্টোলাস্থ পণ্ডিত রাজবল্লভ খার। এই প্রতিজ্ঞাপত্র লিধাইয়া লন। ব্রাহ্মসমাজের একধানি ক্স্ত পৃত্তিকা কেশবচন্দ্রের হত্তগত হয়; এই পৃত্তিকায় "ব্রাহ্মধর্ম কি ?"(১) এই অধ্যায় পাঠ করিয়া, তিনি তাঁহার অন্তরের বিখাদের সহিত উহার সম্পূর্ণ ঐকা দেখিতে পান। স্থতরাং আক্সমাজে **প্রবেশ** করিবার জন্ম তাঁহার অভিসাব উদ্দীপ্ত হয়। তিনি ইতঃপূর্কে স্বয়ং ঈশ্বর হইতে এক প্রার্থনাযোগে আধ্যাত্মিক অভাব সকল পূরণ করিতে শিক। করিয়াছিলেন; কিন্ধ কেবল ইহাতে তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত[°]হয়নাই। এখন একটা বন্ধুখণ্ডলীর অভাব তিনি অফুভব করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের নিকট হইতে তিনি পরীক্ষা বিপদ এবং সংশয় ও সংক্রাচ্ছর সময়ে সাহায্যলাভ করিবেন। যপন তিনি এই অভাবাসুভব করিলেন, দেখিতে পাইলেন, এমন একটা মণ্ডলী নাই, যাহাতে তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে পারে। যথন আক্ষদমাঞ্জের সঙ্গে তীহার হৃদয়ের ঐক্য হইল, তথন তিনি ভাহাতে যোগ দিতে আর কালবিলয় করিলেন না। এই সময়ে প্রধানাচার্য হিমালয়ে শ্বিতি করিতেছিলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত হটয়া, অত বড় একটি পরিবারের একটি যুবা আক্ষমনাত্তে যোগ দিয়াছেন, টহা শ্রবণ করিয়া অত্যক্ত আহলাদিত হইলেন। প্রধানাচর্বের বিতীয় পুত্র শীব্ক সভোক্রনাথ ঠাকুরের সক্ষে কেশবচন্দ্র হিন্দুকালেকে একত্র অধায়ন করিয়াছিলেন,

⁽১) এই পৃথিক। ১৭৭৫ শক্ষের ২৬শে বাব, রাজনারারণ বহু প্রায়ব "বাধ্বর্থের সক্ষ" বকুভাগুলক। এই বকুভা তংগ্রণীত "বাক্ষ্যবাব্ধের বকুভা" পৃথ্যকও সংরিষ্ট ইইরাছে রাজনারারণ বহুর "আব্দুচিরত" এবং K. C. Sen's English Lectures in England: Address at Stamford Street Chapel (Thursday, 28th April, 1870) জুইবা।

এ জন্ম তাঁহার সংক্ ইহার বিশেষ পরিচয় ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ ইনি সময়ে সময়ে আলাপ প্রসক্ষ করিতেন, এবং এই উপায়ে প্রচানাচার্য্যের নিকটেও যাহা কিছু বলিবার বলিয়া পাঠাইতেন। ক্রমে উভয়েব মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল, এবং এই পরিচয় পরস্পরের প্রতি গাঢ় অন্থরাগে পরিণত হইল। "গুভউইল ক্রেটানিটি" সভায় প্রধানাচার্য্যের আগমন এই পরিচয় হইতেই হইয়াছিল। এথানে এ কথা বলা সম্চিত যে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম দেশীয় নিবিলিয়ান, ইনিই পরসময়ে প্রথম নিবিলিয়ানিক পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন।

সমাজনীতি ও ধর্মসভাছে ডফ ও ডিরোজিওর প্রস্তাব

কেশবচন্দ্র যথন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন, তথন সমাজনীতি ও ধর্মসম্বন্ধে কি প্রকার অবস্থা চিল, একবার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। খ্রীষ্টায় প্রচারকবর্গের চুড়ামণি ডাক্তার ডফ (১) স্বীয় অধ্যবসায় ও ধর্মোৎসাহে অনেকগুলি যুবাকে প্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াভিলেন। জাঁচার শिकामान श्रामा । धर्मा नी छ । विख्यान मः भिद्य इ । ध्राटक, युवक भए । यन অনেক পরিমাণে প্রচলিত কুদংস্কারের বন্ধনচ্ছেদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল: অপচ ধর্ম ও নীতির সংস্রব থাকাতে, তাহাতে কোন অনিষ্ট উৎপন্ন হয় নাই। এ দিকে হিন্দুকালেভের ধর্মহীন শিক্ষায় ছাত্রগণের সমূহ অনিট ঘটিয়াছিল। ডিরোজিওনামা এক জন ইউরেদিয়ান স্থপত্তিত কালেজে সংশয়বাদ-ও-অনীতি-শিক্ষাদান করিয়া অধিকদংখাক ছাত্রের চিত্ত ধর্মহীন করিয়া তলেন। যদিও এরপ শিক্ষাদান প্রণালীর বিৰুদ্ধে সমূহ আল্ফোলন উপস্থিত হয়, তথাপি এ আন্দোলনে কুশিকার মূল, একেবারে উৎপাটিত হয় নাই। हिन्सूकालक ছাত্রগণের কুনংস্থারনিবারণ করিল, অথচ সেই শুক্ত স্থান কোন ধর্ম যার। পूर्व क्तिएक भारतिन ना, देशाएक य अकाद अनिहे मञ्चतभव, काशांहे परिन। ছাত্রগণ যথেক পানভোক্ষনে রত হইলেন। এই যথেক পানভোক্ষন দে সময়ে এত দুর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, যে সকল ছাত্র অক্ত প্রকারে নীতিমান্ ছিলেন, তাঁহারাও ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। দেই সময়ের নীতিমান ছাত্রগণের মধ্যে এখন এক জন জীবিত আছেন। তিনি

^{(&}gt;) Vide Life of Dr. Duff by George Smith.

দে সময়ের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, ভাহাতে তথনকার অবস্থা অনেকটা প্রকাশ পায়। অথাছা গোমাংস হতে ধারণ করিয়। প্রকাশস্থলে দাঁড়াইয়া পথিক লোকদিগকে ভাকিয়া বলা, এই দেখ, আমরা গোমাংস ভোজন করিছেছি, ইহাই এই ক্ষুদ্র যুবকমণ্ডলীর নীতিমন্তা ও সাহদিকভাপ্রদর্শনের প্রণালীছিল। এই যুবকদলের এক জন থাতিনামা শ্রীযুক্ত ক্রফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যুবকরন্দ সহ গোমাংস ভোজন করিয়া পিতৃভবন হইতে নির্কাদিত হন, এবং পরিশেষে গ্রীষ্টধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাংসভোজনের সহচর মহাপান প্রায় সকল ছাত্রেরই অভান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই অনীতিম্লক ব্যবহার তংকালে কত দূর সাধারণ ছিল, কেশবচন্দ্র সহ ধর্মপিতা দেবেক্সনাথের স্বগৃহে প্রথম সাক্ষাংকার সময়ে, তিনি তাহার সমাদরের ক্ষন্ত যাহা করিয়াছিলেন, ভাহাতেই বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে।

(मर्वज्रनार्भत्र गुरह (कमरवत्र श्रम्म (स्वासन

কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎকারজন্য ধর্মপিতা দেবেক্সনাথের গতে গমন করিবেন শ্বির হইলে, সেধানে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্ত ভোজনের আয়োজন হটল। যথাসময় তিনি উপন্থিত হটলে সমধ্য বিবিধ ধর্মপ্রসঞ্জের প্র ভোজনস্থলে নীত হইলেন। দেখানে গিয়া দেখেন, সমদায় ভোজনসামগ্ৰী একেবারে তাঁহার গ্রহণের অধােগা। প্রথম হুইতে শেষ পর্যান্ত কেবল বিবিধ প্রকারের মাংসের আয়োজন। তিনি ভোজ্যসামগ্রী হইতে হস্তোত্তোপন করিলে. ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ একেবারে চমকিত হইলেন। এক জন হিন্দকালেছের শিক্ষিত যুবক মাংসাহারে বিমুধ, ইহা তাঁহার নিকটে অতি নৃতন ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। তিনি নবা যুবকদিগের চরিত্র বিলক্ষণ অবগত চিলেন, মাংদের সঙ্গে স্তরার ব। প্রয়োজন হয়, এজন্ত ঠাকুরবংশের নিম্মিতগণের পেবার রীতাফ্রপারে তাহারও আয়োজন রাখা হইয়াছিল। মাংসাহারবিমধ যবাকে লইয়া ধর্মপিত। দেবেন্দ্রনাথ ব্যতিবাল্ড হইলেন, তথন তথনই কিঞ্জিং ভাজির আয়োজন করিয়। তাঁহাকে ক্রীর বাবস্থা করিয়া দিলেন। সমাকের साठाश उभाठाश প্রভৃতি সকলেই মাংসে উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন, কেশবচন্দ্র একাই তাঁহাদিনের দলবহিন্ত হইয়া রহিলেন। প্রথম সমাস্কের এই ব্যাপার তপন কিঞ্জিত্ত অত্থ উৎপাদন করিলেও, উহা ধর্মপিতা দেবেজনাথ

এবং কেশবচন্দ্রের সৌহত্তবন্ধন স্থদ্ করিবার কারণ হইল। কেন না চরিজ্ঞ দেবেক্সনাথ নবীন ঘ্বার বৈরাগাপ্রণোদিত চরিজের দৃঢ়তা ব্ঝিতে পারিয়া তংপ্রতি সম্পিক সমাক্ত হইলেন।

मः **भव्रवादमञ्ज मश्रवाणी अनो**ि

हिन्दुकालाखन धर्मशीन निकान विषय পূর্বে উলিবিত হইনাছে। সংশন্ত বাদের সহযোগী অনীতি এখানে বিশেষরূপে প্রচারিত হইত। ক্ষিত আছে. ভিরোজিও নীতিশঘদ্ধে এত দূর জ্বন্ম মত প্রচার করিতেন দে, উহাতে সোদর शामतात विवादश्व कान साम नाहे, श्रिकिशन हहेक। यमिश्व विठातकाल এরপ মতপ্রচার প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি এ সম্বন্ধে জনবাদ যে একেবারে মিপ্যা, ইহা বলা যাইতে পারে না। সে সময়ে অধিকাংশ যুবকের মধো যে প্রকার নীতিলৈথিলোর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উহা কুলিকার ফল ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। কিঞ্চিৎপরিমাণ ধর্মভয় थाकित्न त्नात्क त्य मकन कार्या श्राप्त इहेर्ड भारत ना, क्रुडिक इहेग्रा তাদৃশ কার্ব্যে প্রবৃত্তি কত দূর অসংশিক্ষার ফল, বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। যাঁহাদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য বিভার আলোক প্রবেশ করে নাই, জাহাদিদের অবস্থা অবভর্ষিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। পালাতাশিকালাভ ক্রিয়া বাহারা জনসমাজে বিশান বলিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইলেন, সমাজে ধনাদির আজ্জন ছারা পণ্যমাত্ত হইলেন. তাঁহাদিপের পানভোজনাদিবিষয়ে यरथकाठात এक मगरम जम्बद कहेमा छेठिमाकिन। मः अम्राजातन हैकानिरमन চিত্ৰ এমনই আচ্চঃ হইয়া পডিয়াছিল যে, ধর্ম ও ঈশবের সহিত ইহাদিগের সম্বন্ধ একেবারে ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। গৃহে যে কিছু ধর্মাছ্টান হইড, ক্রিয়াকলাপ হইত, তাহা বুদ্ধা মাতা বা মাতামহীর জন্ম; স্ব স্ব পত্নীগণকে যত দুর আপনাদিদের অহবর্তিনী করিতে পারেন, তক্ষন্ত কতবিভাগণ যত্তের ক্রটি করিতেন না।

বাহার। শিক্ষিত বলির। পরিচিত হইলেন, সমাজের চ্ড়ামণি বলির। গৃহীত
হইলেন, তাঁহাদিপের অবস্থা যথন এরপ হইল, তথন এ সময়ের ধর্ম, নীতি
ও সমাজের অবস্থা সাধারণ লোকের মধ্যে কি প্রকার ছিল, তাহা বর্ণন করা
নিপ্রয়োজন। পূর্বে তংসক্ষে বাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই যথেই; তবে

এই কৃতবিশ্বগণের প্রভাবে অনেক সাধারণ লোকের যে আরও অনিট ঘটিয়াছিল, ইহা সহজে বৃঝিতে পারা যায়।

গ্রীষ্ট্রধর্মে দীক্ষিতদিলের বিমাতীর ভাব

চারিদিকের ধর্মহীনতা ও নীতিহীনতার মধ্যে এটায় মিশনারিগণের প্রীষ্টধর্ম ও নীতিপ্রচারে যত্ন যে স্থমহৎ উপকারসাধনের হেতু ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে এটীয় মিশনারিগণ বাহাদিগকে স্থর্মে আনয়ন করিতেন, তাঁহাদিগকে এমনই বিজাতীয় করিয়া কেলিতেন বে, বিস্তৃত হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাঁহাদিগের আর কোন সহাত্ত্ত্তি থাকিত না। তাঁহারা এত দ্র বিজাতীয় হইয়া পড়িতেন যে, দেশীয় ভাষা এক প্রকার ভূলিয়া যাইতেন। যদি দেশীয়গণের সজে কথা কহিতে হইত, সাহেবদিপের মত স্বর করিয়া ব্যক্তিবচনাদির ব্যতিক্রম করিয়া কথা কহিতেন; তাহা ভনিয়া হাস্ত্রসংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়িত। বালালী এটানগণ বালালা ভাষায়-অফুবাদিত বাইবেলের বাদালা আদর্শস্থলে গ্রহণ করিয়া সেই ভাষায় সাধু ভাষা নিধিতেন ও বলিতেন। লোকে এই সকল প্রবন্ধ ও বঞ্চাগুলির ভাষাকে সাহেবী বাজাল। নাম দিয়াছিল। পান ভোজন পরিক্ছদ পদনিক্ষেপপ্রক্রম প্রভৃতি সম্দায় সাহেবগণের অন্তর্ম হওয়াতে, ইহার। আর দেশীয়গণমধ্যে গণ্য ছিলেন না। ইহাদিপের বাস অধিকাংশ সময়ে ঞীষীয় 'বারাকে' ছিল, ইহাতে ইহারা দেশীয়গণ হইতে সম্পূর্ণ বিজিলে হইয়া পডিয়াছিলেন।

ব্ৰাহ্মসমাজের প্ৰতি হিন্দুসমাজের দৃষ্টি

মহাত্ম। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দুসমাজ ব্রাক্ষসমাজের অভাত্ত বিরোধী ছিলেন। জ্রীটান মিশনারিগণ ধধন হিন্দু ব্বকণপকে পিতামাতার স্বেহ্বক্ষ হইতে হরণ করিয়া লইয়া বাইতে লাগিলেন, তথন তাঁহারা নিকপায় হইয়া পড়িলেন, এবং এই ক্ষমহৎ বিপদ হইতে উদ্ধারলাডের জ্ঞা অভাবতঃ ব্রাক্ষসমাজের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইল। কেন দৃষ্টি নিপতিত হইল, কেশবচন্দ্র বধন ব্রাক্ষসমাজের ফারল মতাদি হিল, আলোচনা করিলেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

কেশবের যোগদানের পূর্কে ত্রাক্ষসমাজের মতবাদ—বৃদ্ধি ও আক্সপ্রতায়

মহাঝা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে ত্রাক্ষধর্মের মূলতভাদি কি প্রকার ছিল, সংক্ষেপে পুর্বের বর্ণিত হইয়াছে। যদিও তিনি এ দেশীয়গণের निकर्छ द्यमान्त्रामि भाग्न इटेर्ड. श्रीहोनशंशद निकर्छ वाटेरवन इटेर्ड. মোদলমানগণের নিকটে তাঁহাদিগের শাস্ত হইতে একেশরবাদপ্রতিপাদন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ পরিশেষে যাঁহার হতে আসিয়া নিপতিত হইল, তিনি (মহিষ দেবেক্সনাথ) এক বেদকেই (বেদান্তকেই) ব্রান্ধর্মের মূল (১) বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ডাব্লার ডফ "On India and Indian Missions" নামক প্রবন্ধে বেদান্তবাদের যে আক্রমণ করেন, তাহার প্রত্যান্তরে (২) বেদান্তবাদকে ত্রাহ্মসমাজ স্থদত করিয়াছেন। ত্রহ্ম নিগুণ, স্থতরাং ধারণার অযোগ্য, এই কথার প্রতিবাদে বেদাস্কবাক্যে নিদ্ধারিত হইয়াছে,--মমুম্বসমূচিত গুণ তাঁহাতে নাই, কিন্তু জ্বগৎস্প্তি ও ধারণের জ্বন্ত যে সকল নিৰ্দোষ পূৰ্ণ গুণের প্রয়োজন, তাহা তাঁহাতে আছে। কেন না তিনি নিতা, সর্বাশক্তিমান, সর্বাজ্ঞ, সর্বাব্যাপী, অপরিবর্গুনশীল, নিরবয়ব, প্রম্মক্ল, সমুদায় জগতের শান্তা ও নিয়ন্তা, অনন্তমক্ল ; প্রেম ও ক্যায়ে তিনি সমুদায় জীবের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। বেদ অভ্রাস্থ, বেদ ধর্মের মূল, এ মত অধিক দিন দাড়াইল না। দেশত লোকদিগের মধ্যে বেদশান্তের জ্ঞানবিস্তার ও প্রচারনিমিত্ত ১৭৬৫ শকে যে চারিজন পণ্ডিত বেদাধায়নজন্ত কাশীতে প্রেরিত হন, তাঁহার৷ প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদের দক্ষে শাল্লের আলোচনায় প্রবন্ধ হইয়া ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন, বেদান্তমধ্যে অনেক অযৌক্তিক মত বিশ্বমান রহিয়াছে। স্থতরাং সমগ্র বেদ বা বেদাস্তকে অভ্রান্ত শান্ত বলিয়া গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল।

⁽১) Let me, Justicia, in the first instance, inform you, that we consider the Vaids and the Vaids alone as the standard of our faith and principles.—Letter of Babu Debendernath Tagore to the Englishman, 24th Oct. 1846. (জানক বাজি Justicia নাম দিয়া Englishman প্রিকার আন্ধর্মের মতের সমালোচনা করেন। মহর্ষি দেবেক্সনাথ প্রাকারে ঐ প্রিকার তাহার প্রত্যুক্তর দান করেন।)

⁽২) ওদ্বৰেখিনী পত্ৰিকা, ১৭৬৬ শক্, ১লা আধিন, ২৪ ভাগ, ১৪শ সংখ্যায় ত্ৰষ্টব্য। এই প্ৰযুদ্ধী পৰে "Vaidantic Doctrines Vindicated" নাবে পুত্তিকঃকাৰে প্ৰকাশিত হয়।

এ সময়ে মনে হইল, আদ্ধর্ম মূলশুক্ত হইয়া পড়িল, কিছ উহা কথন মূলশুক্ত হইবার নহে। যে মহাত্মা ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপনজন্ত পৃথিবীতে প্রেরিড रहेशाहिलान, यमिश्र जिनि अधारमाधार स्नानशाधार्य विविध कूमःसात हमन করিতে গিয়া তংসহকারে সংফলপ্রাদরকের মূলেও কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার আত্মার মধ্যে এমনই একটি মৃলস্ত্ত নিহিত ছিল যে, সকল দেশের শাস্ত্র পক্ষপাতশৃপ্ত দৃষ্টিতে তিনি অবলোকন করিতে পারিতেন। তিনি বেদাস্থাদির বাক্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র অবিতীয় ব্রন্মের উপাসনা স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহার অভ্যায়িবর্গের মধ্যে বেদান্তের প্রতি অচল। এছা প্রতিষ্ঠিত করিলেন: কিন্তু সকল দেশীয় সকল জাতীয় শাস্ত্র গ্রহণ করিতে গিয়া কি প্রকারে পরস্পরের বিরোধ পরিহার করিতে হয়, সর্বাপ্রথমে তাঁছার হৃদয়ে তাহার যে মল প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা তিনি অমুবর্ত্তিগণের হাব্যে মুক্তিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ কথা অবশ্র শীকার্যা যে, বর্ত্তমান সমন্বয়--প্রণালী তাঁহাতে পূর্ণাকার লাভ করে নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহাতে যে উহার বীজ নিহিত ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সর্বাপ্রথমে তিনি "তোহকতল মোহদীন" নামক যে গ্রন্থ পারক্ত ভাষায় প্রণয়ন করেন, নিয়ে অমুবাদিত তাহার म्थरकाः न भार्र कतिरत मकरत क्षमयक्तम कतिरा भातिरवन, ये तीय छाहात হৃদয়ে কি আকারে ক্সন্ত ছিল !

"আমি পৃথিবীর দুর্গম ও স্থগম নানা বিভাগে শ্রমণ করিয়াছি, এবং পৃথিবীয় লোকদিগকে দেগিতে পাইয়াছি যে, জগতের স্টেকর্তা—এমন এক মূল পদার্থকে তাহার। তুলাভাবে শীকার করিয়া থাকে। ঈশরের বিশেষভাবে তাহাদিগের পরম্পর অনৈক্য পাইয়াছি, এবং ধর্মসম্বনীয় স্বয়বিশাসপ্রকাশের প্রণালীসম্বন্ধে ও বৈধাবৈধবিষয়ে তাহাদিগের অনৈক্য দেখিয়াছি। অতএব এই অস্থাজানে আমার এই তত্বলাভ হইয়াছে বে, ঈশরের দিকে উমুখতা এক শাভাবিক ব্যাপার (আমরে তবেমি); সমূদায় ভিন্ন ফির মহাস্তসম্বন্ধে ইহা তুলারণে আছে; ঈশরের প্রসন্ধতালাভক্ত ভঙ্কন পূজনে ও ক্রিয়াকলাণে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের, যথা হিন্দু, মোসলমান, ক্রীইবাদী ও য়িছদি সম্প্রদায়ের অস্বরাপ অর্থাৎ ইচ্ছাপ্রকাশ ভাবে ও আরোজনে গ্রুক্ট প্রকার। অতএব প্রণিধান করা কর্ত্বরা যে, প্রকৃতি ভিন্ন ও অভ্যাস ভিন্ন। পর্যন্ত শ্বীয় পূর্ব্ধ

পুরুষদিগের বচনপরস্পরাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করাতে এক দলের ধর্মবিশাস অপর দলকে অসতা দিদ্ধান্ত করিতেছে। অপিচ প্রকৃতপক্ষে বাঁহারা পূর্বে পরলোকে চলিয়। গিয়াছেন, তাঁহারাও সাধারণ মহয়ের তুলা ছিলেন। তাঁহাদিগের সত্যের অপলাপ ও লোষ ক্রটি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদি দেই পূর্বপুরুষগণ ঠিক আছেন, এরপ স্থির করা যায়, তবে একবার একটিকে সত্য বলা, পুনর্কার দেটিকে অসত্য বল। তাঁহাদের প্রতি এই দোষারোপ করা সমুচিত নয়। তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঠিক করিলে নেই সকল লোকের এক এক দলের অথবা সমগ্র পূর্ব্বপুরুষদিগের উপর অসতা নিরূপিত হয়। শ্রেষ্ঠত্বের অভাব সত্ত্বেও একপকাপেকা অপর পক্ষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা আবশ্রক হয়। মহুরামঞ্জীর বাব্দিগত প্রকৃতি ও অভ্যাদামুদারে যে স্কল অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার সুন্দ্র অফুস্দ্ধানে যাঁহারা উল্পোগী হন, এবং কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষপাতী নাহইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সত্যাসতা ঘটনার অফুসন্ধানে বাঁহারা সচেষ্ট হন, বরং সাধ্যাফুসারে যত্ন করেন, অপিচ সাধারণ ও ব্যক্তিগত প্রত্নতি অনুষায়ী গুণ সকল পুথক করিতে বাঁহার৷ চেষ্টা করেন, তাঁহার। কেমন ধন্য।" ঐ গ্রন্থের অপরাংশে নিধিত আছে;—"প্রত্যেক ব্যক্তি অন্তের উপদেশ ও শিকাবাতীত এই জগং আলোচনা ও উপলব্ধি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন ও গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি, স্বীয় সন্তানের প্রতি জীবের অন্তরে নিংস্বার্থ স্বেহস্কার নিমিত্র সাধারণতঃ জগংক্রার প্রতি হান্য স্থাপন করে। বিবেচনা করা কর্ম্বব্য যে, বিভিন্ন কালে প্রবর্ত্তিত ধর্মদকলের কারণ সতোর উপর ও শুদ্ধমন্ত মন্ত্রার উপর প্রতিষ্ঠিত। এক ধর্মের খণ্ডন ও অপর ধর্মের থওয়িতত ঈশবের অভিপ্রায়াক্রসারে হইয়াছে।"

লোকে প্রশিদ্ধ এই যে, প্রীযুক্ত অক্ষরকুমার দত্ত আন্ধর্ধের মূল মানবপ্রকৃতি, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, বস্তুত: তাহা নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানদর্শনাদির আ্লোচনায় প্রবৃত্ত থাকাতে, স্বভাবত: এই দিকে তিনি আরু ইহবৈন, ইহা স্বত:দিদ্ধ; কিন্তু এ সম্বন্ধে আন্ধর্মগাহাশপকের প্রভাবাধীন হইয়। যে তিনি ধর্মের ম্লাব্যেণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংশ্য নাই। তাঁহার কঠোর জ্ঞানপ্রবণ চিত্তে "তোহ্কতুলমোহ্দীন" গ্রম্বের শাণিতক্ষ্রধারসদৃশ কথাগুলি কি প্রকার কার্যা করিয়াছিল, নিয়লিপিত উদ্কৃতাংশে তাহা প্রকাশ পাইবে।

"তাঁহার (রাজা রামমোহনের) ধর্মবিষয়ক মতামত লইরা লোকসমাজে वानाश्चान উপश्विত इहेरव, हेश जिनि शृद्धि चश्चलव कतिशक्तिन, धवः धहे অমুডব করিয়া তদ্বিয়ে পারদীক ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট পুন্তক করিয়াছিলেন। अ शास्त्र नाम 'त्डार्फ्जुनत्मारुनीन'। উष्टात्र व्यर्थ, अत्कचत्रवानीप्तिशत्क প্রদত্ত উপহার ৷ * * * তিনি ঐ পৃত্তকে এক মাত্র অবিতীয়শ্বরূপ পরমেশরে অবিচলিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া, সর্ব্ধপ্রকার প্রচলিত শান্ত্রের শিরে, এতাদুশ দণ্ডাঘাত করিয়া গিয়াছেন বে. তদীয় যাতনা হইতে ভাহাদিগের পরিত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই। তিনি উহাতে নির্দেশ করিয়াছেন, ভাস্কসভাব धर्मश्राह्मकरकता सम्मविरमस्य कानविरमस्य माञ्चविरमय कन्नना कतियारहन. আপনাদের স্বার্থদাধন ও আপন ধর্মের গৌরববর্মন জন্ম দেবদেব্যাদিঘটিত উপাণ্যানাদি রচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত ব্যাপারের নিগুচ্তত্ত লোক্ষাধারণের বোধগমা হয় না, তাহা ঐশীশক্তিদম্পর অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং কার্যকারণপ্রণাদীর বরুপতত্ত নির্দারণ ও প্রতিশাদন না করিয়া অশেষবিধ কুসংস্থারপাশে লোক-সাধারণকে বন্ধ করিয়াছেন, * * * এবং পূর্বপরপরার অনুগত হইয়া পূর্বপুরুষদিগের যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার অবলঘন করা বে অঞ্জানের ফল ও অনর্থের মূল, তাহাও স্থুম্পাই সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতাহুদারে, ভূমগুলে যে দকল শাস্ত্র পরমেশরপ্রণীত বা আপুক্ষিত विनिया श्रीनिक चार्छ, ममुनायरे जम ও প্রমাদে পরিপূর্ণ, এবং যে ममछ ধর্মপ্রচারক আপনাদিগকে ঈশ্বপ্রেরিত বা তাঁহার অসাধারণ অনুগ্রহপাত্র বলিয়া বিপাত করিয়াছেন, তাঁহারাও ভাস্ক, প্রমানী বা প্রবঞ্চ । * * * তাঁহার মতাজ্যারে বিশ্বরূপ বিশাল শান্তই প্রমেশ্বরপ্রণীত অবিনশ্বর ধর্মশান্ত্র, ভদ্তির অন্ত সমস্ত শাস্ত্রই মানবজাতির মনংক্রিত, ভ্রম প্রমাদে পরিপুরিত, এবং অবশ্য নশ্বর ও পরিবর্ত্তসহ। * * *" — শ্রীষ্ত্ত অক্ষয়কুমারদত্তপঠিত প্রস্থাব: তৰবোধিনী, ফাল্পন, ১৭৭৬ শক।

দত্ত মহাশ্র এথানে যাহা বলিয়াছেন, "তোহ্ন্ন্সুলমোহ্ দীন" পাঠ করিয়া আপাততঃ এইরূপ নিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া কিছুই অপস্থাব নহে। কিছু উপরে ঐ গ্রন্থ হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইরাটে, তাহাতে এই কয়েকটি ধর্মের মূলস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। (১) মানবপ্রকৃতি ধর্মের মূলভূমি।

ঈশবের দিকে জীবের উন্মুখীনতা এই প্রকৃতিপ্রণোদিত। (২) ঈশবের প্রতি ভক্তি-ও-অহুরাগপ্রকাশ সকল দেশের সকল জাতির সাধারণ ধর্ম এবং জগতের অভ্যস্তরে তাঁহার ক্রিয়াদর্শনে তংপ্রতি হান্য স্থাপিত হয়। (৩) প্রকৃতিগত বিষয়ে সকলের ঐক্য আছে, পার্থক্য অবাস্কর বিষয়ে। (৪) প্রকৃতিগত বিষয় স্থায়ী, অভ্যাসজনিত বিষয় সমুদায় পরিবর্ত্তনশীল। (৫) যে সকল ধর্ম জগতে প্রসিদ্ধ আছে, তাহাদিগের প্রতিষ্ঠা সত্যের উপরে এবং ঈশ্বরের উপরে। উহাদিগের থণ্ডন ও থণ্ডয়িতত্ব ঈশবের অভিপ্রায়ামুসারে দিক হয়। (৬) কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষপাতী না হইয়া সত্যাসতা নির্বাচন করিতে ষত্র কর্ত্তবা। (१) পরম্পরাগত বিষয়সমূহকে অভ্রাস্তজ্ঞানে অবিচারে গ্রহণ অকর্তবা। এই দক্ত মূল সূত্র অবগত হইয়া, কেহ কি আর দত্ত মহাশয়ের পৃথিত একবাকা হইয়া বলিতে পারেন যে, আমাদিগের ধর্মপিতামহের শান্ত্রসমূহের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, কেবল কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা "অশাস্ত্রসম্মত যুক্তির বল" * স্বীকার করিবে না বলিয়া, "তাহাদিগের স্বকীয় শাস্ত্রের প্রমাণপ্রয়োগ সঙ্কলন করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করিতে (তিনি) প্রবৃত্ত হইলেন।" প এদ্ধা নাই, কেবল লোককে স্বপথে আনয়নজন্ত শান্তীয় বচন প্রমাণ বলিয়া প্রদর্শন, ইহা কি বঞ্কতা নহে ? মহাত্মা রামমোহন যে চতুর্বিধ বঞ্চক ও বঞ্চিত # নির্দেশ করিয়াছেন, এতদ্বারা তিনি কি শেষ হই শ্রেণীর বঞ্চের মধ্যে পরিগণিত হন না ? পারস্ত গ্রন্থে ইনি শাল্পপ্রণেতা ও প্রেরিতবর্গের প্রতি কঠোর আক্রমণ করিয়াছেন স্ত্যু, কিন্তু দে সমুদায় প্রকৃতি-বিপরীত বিষয়সমূহসম্বন্ধে। তাঁহারা আপনাদিগের দলস্থ ব্যক্তিগণের পারলৌকিক স্থ সম্পদ নিষ্ধারণ করিয়া বিপরীতবাদিগণকে কঠোর নরকের শান্তির ভয়

[্] মিশ্রণ ও অমিশ্রণ এবং ভাব ও অভাব অমুদারে প্রবক্ত ও প্রবক্তি চারি শ্রেণীতে বিজ্ঞা। প্রথম প্রবক্তদন, বাহারা লোকদিগকে আকর্বণ করিবার জন্ত বন্ধপূর্বক ধর্মের কতক- ওলি মুলবিধি নির্ছারণ করিবা ভাহাদিগকে বিব্রত করিবা কেলে। বিতীয় প্রবক্তিদল, বাহারা অবহা অমুদ্যকান না করিবা অক্তের দিকে আকৃত্ত হর। জৃতীয় প্রবক্তম ও প্রবক্তি দল, বাহারা অক্তের প্রতি আহাসত্তে আপনার দিকে আকর্বণের চেষ্টা করে। চতুর্ব, বাহারা বরং প্রবক্তক, অপর প্রবক্তমের অমুদারী নহে।—তোহ্কজুলবোহনীন।

প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা ইখরের প্রতিদিনের ক্রিয়াতে সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন, "বস্তুতঃ ইহা প্রকাশ যে, প্রত্যেক মহন্ত রোগ বিশদ ও অন্ধকারের মধ্যে এবং গ্রহনক্ষত্রের জ্যোতি ও বসম্ভকালের রম্পীয়তা, বারিবধণ, শারীরিক স্বাস্থ্য ও অবস্থার কাঠিনা অন্ধভৃতিতে, ধর্মের অন্ধরোধ ও বিশেষত্ব ব্যতীত, এক অপরের সঙ্গে তুল্যভাবে জীবন যাপন করিতেছে।"(১)

আমাদিগের ধর্মপিতামহের জীবন জ্ঞান-ও-বিচারপ্রধান। ভগবান্ তাঁহাকে ক উককাননচ্ছেদন করিয়া ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের বীঞ্বপন করিতে नियुक्त कतियाहित्तन, এवः এই कार्यामण्लामत्तत्र सम्भ এই धर्मात्र मृत्र उत्थिति হাদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল মূলতত্ত্বের ক্রিয়াপ্রকাশ ও বিভৃতি পরবর্তী সময়ে হইবে, এই জল্লুই দে সময়ে না তিনি, না তাঁহার अञ्चाधिवर्ग तम मकरलव अवश्रक्षांनी कल मरक्षांन कविरक ममर्थ इटेबारहन ; ইহা তথন বীজমাত্রেই রহিয়া গিয়াছে। এমন কি পরবর্ত্তিগণ সকল দেশ সকল कां जिल्ल व्यानिकन कतिएज ना शांतिया एमनीय भाजनमृहमर्गा, वक हरेया পড়িয়াছেন। ধর্মপিতা দেবেক্সনাথ কেবল উপনিবদাদির সারসংগ্রহ করিয়াছেন, বিদেশীয় শান্ত তিনি স্পর্ণও করেন নাই। শান্তের সারসংগ্রহবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মধর্মসংস্থাপকের ভাবেরই অমুবর্তন করিয়াছেন। মহয়বভাব ও জগতে ঈশবের ক্রিয়াদর্শন, এই তুই মূল সংস্থাপকু (রাজা রামমোহন) হইতে সমাগত হইয়াছে। ধর্মপিতা দেবেক্সনাথ কর্ত্তক উপনিবংশিক যে আবাপ্সপ্রতায অবলম্বিত হইয়াছিল, উহা এই ছই মূলেরই অবিসংবাদী ফল। এই আত্মপ্রতায় কি আকারে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা ১৭৭৬ শকের তত্ত্ববোধনীতে প্রকাশিত ব্ৰাশ্বধৰ্মগ্ৰন্থ হইতে প্ৰদৰ্শন করা ঘাইতেছে। আত্মপ্ৰতায় ও বৃদ্ধি উভয়ই সমানভাবে গৃহীত হইয়াছে, যথা "আমাদিগের আক্মাতে যে বৃদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে, দে তাঁহারই প্রদাদাং। তিনিই আমাদিপের আবাতে বৃদ্ধিবৃত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। তিনিই बाठार्शयद्भभ हरेया बहुत्रह बामानिशत्क धर्माभरम्भ क्षेत्रांन कतिराज्यह्न व्यवः পরমকল্যাণপথ-প্রদর্শনে আলে আলে আপনার নিষ্টবর্জী করিতেছেন।"

⁽১) "বোহ্স চুলবোচ্ৰীৰ"।

"পরমেশরের স্বরূপ অদৃষ্ঠা, অনির্বাচনীয় ও অচিস্তা। তাঁহাকে চক্ষ্ ৰারা অথবা বাক্য হারা অথবা মন হারা উপলব্ধি করা যায় না, তাঁহাকে কেবল এক আত্মপ্রতায় হারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকলের মনে এই স্বাভাবিক আত্মপ্রতায় আছে যে, পরতন্ত্ব ও অপূর্ণ পদার্থের প্রস্তী ও আপ্রয় এক স্বতন্ত্ব ও পূর্ণ পুরুষ আছেন। এই আত্মপ্রতায়ের প্রতি সংশয় করিতে গেলে একেবারে যুক্তির মূলছেদ করা হয়, এবং মহাদ্রমে ভ্রাস্ত হয়তে হয়।"

(क्नारवत्र (राजमाद्यत्र शहत महक्कांम

কেশবচন্দ্রের যোগদানের পর সহজ্ঞানের অমুবর্ত্তিরূপে আত্মপ্রত্যয় গৃহীত হইয়াছে, ইহা আমর। ঐ আহ্মধর্মগ্রন্থ হইতেই সহজে পরিগ্রহ করিতে পারি। কেন না ১৭৭৬ শকে প্রকাশিত ত্রাহ্মধর্মগ্রন্থের প্রথম থণ্ডের ন্বমাধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে যে আত্মপ্রতায় শব্দ আছে, তাহার ব্যাখ্যান্থলে লিখিত হইয়াছে. "আমাদের এ স্বভাবদিদ্ধ আত্মপ্রতায় থাকাতেই, জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ সর্বব্যাপী নিত্য পরমেশ্বর এই আশ্চর্যা স্থকৌশলসম্পন্ন বিশ্বের কারণরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। অতএব এই স্বভাবদিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অন্তিত্বের প্রামাণ্য-স্থাপনের একমাত্র হেতু।" ১৭৮৫ শকে প্রকাশিত বান্ধর্মগ্রন্থে এই স্লোকের ব্যাধ্যা এইরূপে লিখিত হইয়াছে. "এই অনস্ত জ্ঞানস্বরূপ প্রমেশ্বর চক্ষ্র গোচর নহেন। তাঁহাকে হস্ত, বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহাকে মনের বারা কল্লনা করা যায় না, জাঁহাকে পরিমিত বস্তুর স্থায় বৃদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝা যায় না। কেবল নির্মাল সহজজ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হয়েন, এবং এক আত্মপ্রতায়ের বলে সেই জ্ঞানগোচর সত্যক্ষর মঙ্গলপুরুষের অন্তিত আমর। বিশাস করি। জ্ঞান যে জরুত অমৃত অনস্ত পুরুষকে প্রকাশ করে, আত্মা সেই পূর্ণপুরুষের অন্তিত্তে প্রভায় করে। জ্ঞানেতে সভ্য প্রকাশ পায়, এবং সেই সত্তোতে আমাদের আত্মার প্রতায় হয়। অতএব এই স্বভাবনিদ্ধ আত্মপ্রতায়ই তাঁহার অন্তিজের প্রামাণ্য-স্থাপনের একমাত্র হেতৃ। যথন আত্মপ্রতায়দিদ্ধ অনস্তপুরুষ সহজ্ঞানে প্রকাশিত হন, তথন বৃদ্ধি তাঁহার জগৎ-রচনার কৌশল দেখাইয়া তাঁহার বিজ্ঞানের পরিচয় দেয় এবং অপতের মৃদলোদেশা নিয়ম দেপাইয়া সেই নিয়ন্তার মঙ্গলভাব ব্যক্ত করে।"

বৃদ্ধি, আৰুপ্ৰভাৱ ও সহজ্ঞান

এই ব্যাখ্যাতে বৃদ্ধি, সহজ্ঞান, আত্মপ্রতায়, এ তিনের সম্বন্ধ এখানে স্বস্পট দেখাইয়া, ব্ৰহ্মসমাজ প্ৰথমে বৃদ্ধি, বিতীয়ে আত্মপ্ৰতায়, তৃতীয়ে সহজ্ব-জ্ঞান, এই প্রকার দোপানপরম্পরায় যে আরোহণ করিয়াছেন, তাহা প্রদশিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের যোগদানের পূর্বের ব্রাহ্মসমাজ কোথায় ছিলেন? বৃদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়ে। আত্মপ্রত্যয় বা ঈশ্বর আছেন, এই স্বাভাবিক বিশাসে जांशास्क अवशंक इहेगा, वृक्षित्यारंग अगरकत्र मर्त्या जांशात्र विविध कियानर्गन, ইহাই দে স্ময়ে সর্কপ্রধান ছিল। ১৭৭৬ শকের প্রকাশিত ভ্রাদ্ধর্শগ্রহের (১) চতুর্বাধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে এ কথা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। "স্থাবর অংকম সম্দায় বস্তর কৌশল আলোচনা করা তাঁহার জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। স্থাবর জকম সমুদায় বস্তু তাঁহারই স্বষ্ট, তাঁহারই কৌশল, তাহার৷ তাঁহারই কীঠি প্রকাশ করিতেছে, তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে, . তাহারই নাম ঘোষণা করিতেতে, আমরা মনোনিবেশ করিলেই তাহা অবগভ इट्रेंट भाति। एष्टितियक कान श्राश इट्रेंटनटे उत्सत कान नां करा यात्र. এবং নিয়ম জানিলেই নিয়ন্তার অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়।" এ কথা বলা বাহুলা যে, ১৭৮৫ শকের ব্যাগ্যাতে (২) তৎসময়োচিত অবস্থামুসারে পূর্ব্ব ব্যাপ্যা সম্পূর্ণ বিপরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

⁽১) ১৭৭৬ পকের আবাঢ় মাসের ভববে।বিনী পত্রিকার এইবা।

⁽২) ১৭৮০ শকের ভাত্রের তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশিত "রান্ধর্গর্গন্তর" বুঁএই অংশের নূতন পরিবর্তিত ভাৎপর্য এবং ১৭৮৫ শকের ভাত্রের তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশিত "রান্ধধর্মের ব্যাধানে" ও লোকের ঘাধ্যান বাইবা।

প্রথম জীবনের পরীক্ষা ও কার্য্যোত্তম।

দীক্ষাগ্রহণে অসক্ষতি ও বিবেকের জয়

ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার এক বৎসর মধ্যে কেশবচজের জীবনে প্রথম পরীক্ষা উপস্থিত হইল। হিন্দুগণের মধ্যে দীক্ষা একটি গুরুতর ব্যাপার। मीक्का ध्रहण ना कतिराम रक्तरम शति खांग हम ना, छाहा नरह, स्प वास्कित হাতের জল শুদ্ধ হয় না, দে পতিত হয়, সাধারণের এই বিশাস। শিক্ষিতগণ ধর্মহীনশিক্ষাপ্রভাবে যদিও নিতাস্ত উচ্ছৃ-মলাচার হইয়া পড়িয়াছিলেন, দীক্ষাগ্রহণ করা না করা তাঁহাদিগের পক্ষে যদিও সমান ছিল, তথাপি হিন্দুসমাজের দক্ষে যোগরকা করিবার জন্ম তাঁহারাও কপট ভক্তিপ্রদর্শন-পূর্বক গুরুর নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিতেন, এবং গৃহে গুরু আগমন করিলে তাঁহার পদবন্দন। প্রসাদভক্ষণাদি সর্ববিধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেন। এ সময়ে কোন ব্যক্তি দীক্ষাগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, তাহার উপরে কি প্রকার পরীকা উপস্থিত হইত, ইহাতেই অনায়াদে বুঝা যাইতে পারে। দীকা-বিষয়ে বৈষ্ণবপরিবারমাত্তের অত্যন্ত দৃঢ় নিষ্ঠা। কেশবচন্দ্র বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্শিদাবাদস্থ মানকরহাটীর গোস্বামিগণ এই পরিবারের গুরুবংশ। গুরুগণ বর্ষে বর্ষে শিশ্বগৃহে পদার্পণ করিয়া থাকেন। এই সময়ে পরিবারমধ্যে ঘাহারা অদীক্ষিত থাকেন, তাঁহাদিগকে ইহারা মন্ত্রদান করেন। বাহিক পদার্পণের নিয়মান্ত্রসারে রাধিকাত্মনর গোলামী পেন-পরিবারে উপস্থিত হন। গুরু গুহে আদিয়াছেন, অদীক্ষিত যুবকগণের দীক্রাদান স্থির হইল। এই যুবকগণ সহ কেশবচন্দ্রকেও দীক্রার্থ সংযম করান হইল। বলপূর্বক সংযম করাইলে কি হইবে? তাঁহার স্থতীক বিবেক বক্সধানিতে পৌত্তলিক গুরুর নিকটে পৌত্তলিক মন্ত্রগ্রহণের স্থাত প্রতিবাদ করিল। এই দ্বদয়ভেদী বিবেকধ্বনির প্রতি তিনি কি কথন। উপেকা করিতে পারেন? তাঁহার নিকটম্ব আন্ত্রীয় যুবকগণের নিকটে

দীক্ষাগ্রহণ বিধিবিক্ষ বলিয়া, তাহা গ্রহণে তাঁহার অসম্বতি অবগত করিলেন। তাহার। সকলেই তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন, একটি অর্থনৃত্ত অফুষ্ঠানে যোগ দেওয়াতে আর ক্ষতি কি? গুরু যেমন মন্ত্র দিবার দিবা যাউন, দে মন্ত্ৰপ বা প্ৰাদি কিছু না করিলেই হইল। কেশবচক্স ঈদৃশ পরামর্শের অফুসরণ করিবার লোক ছিলেন না। তিনি আত্মবিবেকের অনুগামী হইতে কৃতদঙ্ক ইইয়া, ধর্মণিতা দেবেক্সনাথের পৃত্তে গমন করিলেন। **শেখানে গিয়া এ দখদ্ধে যে কথোপকথন হইল, ভাহাতে ভাঁছার বিবেকের** আদেশামুরূপ কথাই ভনিবেন; কিন্ধু এই সাহদিক কার্ব্যে প্রবৃত্ত হওয়া না হওয়া, ধর্মপিতা দেৰেক্সনাথ জাহার স্বাধীন ক্রিয়ার উপরে রাখিয়া দিলেন, তাঁহার জন্ম ইনি কিছু করিতেছেন, ঈদুশ প্ররোচনা-বা-প্রোৎসাহ-দানে তিনি নিরুত রহিলেন। পর দিন দীক্ষার জভ সমুদায় আয়োজন প্রস্তা, এ দিকে কেশবচন্দ্র দীকাগ্রহণে অসমতিপ্রকাশ করিয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে কথা উঠিল, কেশবচক্র খীষ্টান হইবার জন্ত পাদরী সাহেবদিগের নিকটে গমন করিয়াছেন। মাতা সারদা ভূতলশাথিনী হইলেন, তাহাব চক্ষুর জালে বক্ষ ভাষিয়া যাইতে লাগিল। দীক্ষার আয়োজন বুথা ঘাইতে পারে না, স্বতরাং সেই আয়োজনে অদীকিত জামাতার দীক্ষাকার্যা নিম্পন্ন হইল। কেশবচন্দ্র ধর্মপিতা দেবেক্সনাথের গৃহে গমন করিয়াভিলেন, রাত্রি ১১টার সময় পৃহে প্রভ্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগ্যন করিয়াই মার নিকটে গেলেন এবং তাঁহার হাতে একথানি পুত্তক দিলেন। (১) তিনি ইহার পূর্বেও কৃত্র কৃত্র পুত্তক দিতেন, আইটানী পুত্তক হইবে ভয়ে কাহাকেও তিনি তাহা দেপাইতেন না। এবার তিনি সীয় মনের আবেগবশতঃ কেশবপ্রদত্ত পুস্তকধানি সমাগত গুরুকে দেখাইলেন। গুরু পুস্তকথানি পড়িয়া মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "মা, তুমি কাঁদিও না, কেশব অতি উৎকৃষ্ট গর্মের আতায় গ্রহণ করিয়াছেন; এ ধর্ম প্রতিপালন করিয়া তিনি পরম ধান্মিক হইবেন।" গুরুর আখাদ্বাক্যে তাঁহার চিত্ত

^{(&}gt;) "দেনী সার্থাপুক্ষরীর আরক্ষা" পুস্তকে বেখা যায়, একখানি বট ও কাগন নাকে দিলাছিলেন; না প্রথমেই "তুমি কার কে তোষার, তুমি কারে বলরে আপন; বিছে নায়ার নিজাবলে দেখেছ বপন।" এই গানটা পড়িলেন।

স্থিরতা লাভ করিল. এবং তিনি সস্তানের ধর্মপরিবর্ত্তনে ক্রন্সন পরিত্যাগ করিলেন। কেশব দীক্ষাগ্রহণ করিলেন না ধর্মাস্তরের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন, মেচ্ছবং বিদ্বিষ্ট ঠাকুর-পরিবারের দক্ষে যোগ দিলেন, ইহাতে পরিবারমধ্যে একটি ছলম্বল ব্যাপার উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন দেনের অত্যন্ত প্রতাপ, কিন্তু কেশবের ধীরতা দুঢ়নিষ্ঠতার নিকটে উহা পরাজয়লাভ করিল। এ স্থলে এ কথা বলা কর্ত্তবা যে. কেশবচন্দ্র বিবেকামুরোধে বাঁহার নিকটে মন্ত্রগ্রহণে অস্বীকার করিলেন, তিনি অতি শাস্তস্বভাব সুধীর লোক ছিলেন। অর্থগ্রাহী গুরুগণের ক্রায় তিনি অর্থপিপাস্থ ছিলেন না। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি বহনক্রেশদানভয়ে মহয়খান বা পশুযানে কথন আরোহণ করিতেন না। তাঁহার শ্রী এবং স্বভাব এমন স্থলর ছিল रंग, यथनडे जिनि পরসময়ে কলটোলার গ্রহে আগমন করিতেন, তথনট তাঁহাকে দেখিয়া কেশবচন্দ্রের প্রণাম করিতে মন চাহিত; কিন্তু বাহ্মণখা-ভিমানী ব্যক্তিগণকে প্রণাম করা নিষিদ্ধ বলিয়া. কথন তিনি স্বীয় মনের অভিলাষ চরিতার্থ করেন নই। গোস্বামী রাধিকা স্থন্দর কেশবচন্দ্রের প্রতি উংপীড়নবৃদ্ধি করিবার কারণ না হইয়া মাতা সারদাকে সান্ধনাদান করিলেন, পুত্র যে ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিলেন; ইহাতেই বৃঝিতে পার। বাইতেছে, তাহার চরিত্র কি প্রকার ছিল। ঈদৃশ চরিত্রবান লোককে প্রণাম করিতে প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বিবেকামূ-রোধে দে প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করা কেশবচন্দ্রের বিবেকিতের বিশিষ্ট পরিচয়। কেশবচন্দ্র দীক্ষা-অগ্রহণে ক্লতার্থ হইয়াছেন কি না জানিবার জন্ম, ধর্মপিতা দেবেজ্রনাথ পর দিন শ্রীয়ক্ত সত্যেজ্ঞনাথ ঠাকুরকে তাঁহার নিকট পেরণ করিয়াজিলেন । (১)

বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনর

কেশবচন্দ্রের নাট্যাভিনয়ের প্রতি যে সবিশেষ অন্থরাগ ছিল, ইহা আমর। পূর্বেষ দেখিয়াছি। অভিনয় দারা নীতি ও সমাক্রসম্বন্ধে সংস্কার অতি সহজে

⁽১) শীবুজ সভোঞানাথ ঠাকুর সম্পাদিত সহর্বির "আক্সনীবনীর" ইংরেজী অফুবাদের Introduction এইবা।

নিষ্পন্ন হয়, এজন তিনি চিবদিন অভিনয়ের পক্ষপাতী চিলেন। তাঁহার নাট্যাভিনয়পক্ষপাতী চিত্ত একটা ঘটনা বারা স্বিশেষ উদ্দীপ্ত হট্যাছিল। পাইকপাড়াম্ব পিংহভমাধিকারিগতে এই সময়ে নাট্যাভিনয় হয়। ভত্ত ও ধনী সম্ভানগণ এই নাট্যাভিনয়ের অভিনেতা ছিলেন। অভিনয় অতি প্রশংসিতরূপে সম্পন্ন হয়। তাদশ ধনী পরিবারের বেখানে সাহাযা, যত্ন ও উৎসাহ, দেখানে কোন আয়োজনের ফটি হইবে, ইছা কি কখন সম্ভব ? এই নাট্যা-ভিনয় দর্শন করিয়া কেশবচন্দ্রের অভিলাষ হইল, এতদপেকা আরো ভাল করিয়া অভিনয় করিতে হইবে। এই অভিলাষে তিনি সকল আত্মীয়গণের সহামুভুতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৯ পুরীক্ষের এপ্রিল মানে নিলুরিয়াপটাস্থ মৃত গোপাল মল্লিকের ভবনে রক্তমি নিশ্মিত হইয়া বিধবা-বিবাহ নাটক (১) অভিনীত হয়। অভিনয়ক্তর যুবকদিগকে প্রস্তুত করা এবং রঞ্জমি প্রভৃতি সঞ্জিত করার কাধ্য তিনি স্বহন্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন ৮ এই অভিনয়কার্যো ঈশরচন্দ্র বিভাগাগরপ্রভতি দেশক প্রধান প্রধান বাক্তি সকল স্থাগত চইয়াছিলেন। তাঁহারা অভিনয় দেপিয়া একাস্ক সম্বোধলাভ করেন। এই অভিনয়কার্যো কেশবচন্দ্র তাঁচার জ্যেষ্ঠ জ্রাতা নবীনচক্র দেন এবং খলতাত মর্লীধর দেনের বিশেষ সহায়ভতি ও সাহায্য लांड करवन ।

রন্ধবিস্থালয়সংস্থাপন

নাটাভিনয়ের অব্যবহিত পর তিনি আর একটি গুরুতর কার্ব্যে প্রবৃত্ত হন। ইটি ব্রহ্মবিভাসমন্থাপন। ১৮৫৯ পৃষ্টান্দের ২৪শে এপ্রেল, কল্টোলান্থ গৃহে ইহার প্রারম্ভিক অধিবেশন হইরা, পরিশেষে যে গৃহে নাট্যাভিনয় হয়, সেই গৃহে বিভাসয় স্থাপিত হয়। অভিনয়ের যাহারা সহচর ভিলেন, তাহারা এবং অপর অনেক যুবক ব্রন্থবিভালয়ের ছাত্র হইলেন। ১৭৮১ শক্ষের ক্রৈষ্টমাসের তর্বোধিনী পত্রিকাতে ব্রন্থবিভালয়সম্পর্কীয় নিম্নলিধিত বিজ্ঞাপন বাহির হয়।

"সম্প্রতি সিন্দ্রিরাপটির গোপাল ম**রিকের বাটীতে এমবি**ন্ডালয় স্থাপিত

^{()) &}quot;বিধবাবিবাহ বাটক" উবেশচন্ত বিত্ৰ প্ৰা**ৰ্থিত**।

হইয়াছে। তথায় প্রতি রবিবারে প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টা অবধি ১ ঘণ্টা পর্যান্ত বন্ধবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে প্রাতঃকালের পরিবর্ত্তে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে উক্ত বিছালয়ের উপদেশ আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্ধের স্বরূপ ও তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন; এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ঈশরের প্রিয়কার্য্য সাধন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের লক্ষণ ও তদমুষ্ঠান বিষয়ে স্কচার্ক উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই ব্রহ্মবিছ্যালয়ে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলুটোলানিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নিকটে আবেদন করিবেন।"

এই বিজ্ঞাপনে দেখা যাইতেছে, "প্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দেন ঈশরের প্রিয় কার্য্য সাধন, তাঁহার প্রভিটিত ধর্মের লক্ষণ ও তদম্প্রচান বিষয়ে স্থচাক উপদেশ" প্রদান করিতেন। কেশবচন্দ্র সর্বপ্রথম হইতে জীবনে ধর্ম কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, ধর্মের মূলভূমি দৃঢ় হয়, এ জন্ম ধর্মকে কার্য্যে পরিণত এবং তাহার লক্ষণ সকল বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হন। এই লক্ষণ সকল বিবৃত করিতে গিয়া তিনি সহজ্ঞান আন্ধর্মের মূলে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং ধর্মকে জীবনের ব্যাপার করিতে গিয়া নীতি ও বিবেকের দিকে সহচর যুবকর্ন্দের হৃদয় প্রত্যাবন্তিত করেন। কেশবচন্দ্র যে কার্য্য করিতেন, তাহাতেই তাহার সমধিক উল্লম ও উৎসাহ প্রকাশ পাইত; নাট্যাভিনয়ের উল্লম উৎসাহ এখন বন্ধবিদ্যালয়ে প্রবিত্ত হল। তাহার উল্লম ও উৎসাহ সহজে তাহার সম্পাক বিত্ত করেন। বন্ধবিদ্যালয় এখনে অধিক দিন রহিল না, বান্ধামান্ধের দ্বিতীয়তল গৃহে উহার অধিবেশন হইতে লাগিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বন্ধভাষায়(১) এবং কেশবচন্দ্র ইংরাজী ভাষায়(২) উপদেশ

⁽১) মহর্বি দেবেকুলাথের উপথেশগুলি তৎকালীন তর্বোধিনী প্তিকার একাশিত হর এবং পরে "এাকাথর্পের মত ও বিধান" নামে প্রকাকারে আহিত্ত সভোক্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক একাশিত হয়:

⁽২) আচাধ্য কেনবচন্দ্ৰের উপবেশগুলি "তব্বেধিনী পঞ্জিকার" প্রকাশিত হর নাই; পুত্তকাকারে প্রকাশিত হইরাছিল বলিয়াও আনা বার না। "Keshub in his lectures, delivered on every alternate Sunday, poured forth a torrent of meta physics and moral fervour....." "Keshub utilised the substance of his

দিতে প্রবৃদ্ধ হইলেন। এই সকল উপদেশে বহুসংখ্যক বুবক আক্র ই হইল। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে নিয়মিত পরীক্ষা হইত এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে প্রশংসাশন্ত দেওয়া হইত। কেশবচন্দ্রপ্রদান্ত দার্শনিক প্রশ্ন সকল এত দূর কঠিন হইত যে, তংকালের এক জন কালেজের ইংরেজ অধ্যাপক প্রশ্ন দেখিয়া বলিয়ছিলেন, যে সকল ছাত্র এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহ। দিগকে অন্ত পরীক্ষা না দিলেও এম এ উপাধি অর্পণ করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

সহলকানের ভিত্তির উপর আক্ষধর্কের সংস্থাপন

এই সময়ে ইনি আর একটি স্বমহৎ কার্ব্যের অনুষ্ঠান করেন। আত্মধর্মের মূল তৎকালে স্থিরতর চিল না। কেচ বা উপনিষদাদি ধর্মশান্তের প্রতি বীতরাগ হইয়া একমাত্র বন্ধিকে ধর্মের মল মনে করিতেন, কেছ বা উপনিবদাদি-মূল করিয়া তাহারই ব্রন্ধতবোপরি ব্রান্ধর্ম সংস্থাপিত বিশ্বাস করিতেন। উপনিবদের 'আত্মপ্রতায়' শব্দ অবলম্বন করিয়া স্বাভাবিক বিশাসেও বিশাস কর। হইত, কিছু এ বিশাস-জগদ্ধপ কার্বোর এক জন কারণ আছেন-এইরপ পরোক জান ছিল: সহজ্জানে যে প্রকার বাছ জ্লাং বিগত ছয়. সেই প্রকার ঈশ্বরও আত্মাতে বিধত হন, এরপ অপরোক্ষ জ্ঞান তথন বাদ্ধদ্যাক্তে স্থানলাভ করে নাই। কোন শান্ত বা কোন সম্প্রদায়বিশেবের মত আশ্রয় না कविया. क्यानात्म महास मेचनज्य अन्तर्भ हरेग्राहित्नन. श्रार्थनात्मार्थ मेचत्व সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন: বভাবত: সহজ্ঞানের দিকে তাঁহার চিত্তের পতি हहेत. हेहा चात्र चम्छव कि? चाननि दर भथ निश्च चानिशाहितनन. দেই পথের প্রতি একান্ত আন্তা থাকাতে তাঁহার বিশাস চিন, ব্রাহ্মধর্শের একটি বৈজ্ঞানিক মূল আছে। এই বিখানে তিনি জ্ঞানের মূলাবেবণে প্রবৃত্ত হটবা কলিকাতা লাইত্রেরীতে গমন করিলেন। দেখানে গিয়া যে সকল গ্রাহে হত্তকেপ করিলেন, আশ্রহণ, তক্মধ্যে তিনি বাহা অবেষণ করিতেচিলেন, তাহা

addresses in the tracts which before long he began to publish." "In short these thirteen tracts most successfully embody the substance of his lectures in the Brahmo School." Vide Life and Teachings of K. C. Sen by Rev. P. C. Mozoomdar (3rd Edn., pp. 74 & 78.)

প্রাপ্ত হইলেন। রিড, টুরার্ড, কুজিন, কলেরিজ, মোরেল, মকষ, স্থামিন্টন প্রভৃতি সহজ্ঞানবাদিগণ তাঁহাকে এ সম্বন্ধে সাহায্যদান করিয়ছিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে তিনি সহজ জ্ঞানের তত্ত্ব বিশেষরূপে বিবৃত করিয়া, উহার উপরে ব্রাহ্মধর্ম সংস্থাপিত, এই সত্য সকলের হৃদয়কম করিয়া দিলেন। এই হইতে ব্রাহ্মধর্ম সহজ্জ্ঞানমূলক, ইহা সর্ব্বে প্রচারিত হইয়া পড়িল। যথন পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের লোক কোন না কোন অব্যান্ত গ্রন্থকে ধর্মের মূল বিলায় বিশাস করিত, সে সময়ে সহজ্জ্ঞান ধর্মের মূল, ইহা নির্ব্বিবাদে প্রচারিত হইবে, ইহা কথন সম্ভবপর নহে। এই মূল লইয়া প্রীষ্টায় প্রচারকগণসহ তুমূল বিবাদ উপস্থিত হয়, সে বিষয় পরে বক্তব্য। (১)

^{()) &}quot;उक्रविचानइ ७ मक्ठ" वशांत्र जहेवा।

সিংহলঅমণ

ব্রহ্মবিভালয়স্বাপনের পাচ মাদ মধ্যে যে আর একটা ঘটনা হয়, ভাহাতে কেশবচন্দ্রের সমগ্র পরিবার একাস্ত শোকাভিছত হইয়া পড়েন। তিনি घुपाक्तरत काशांदक ७ किছू ना विनिया, ১৮৫२ बृष्टीत्सत्र २१ म्हिएस (১१৮১ मह्कत ১২ই আশ্বিন) তুপ্রহর সময় ধর্মপিতা দেবেক্সনাথ ঠাকুরের সঙ্গে "নিউবিয়া" নামক বাষ্ণীয় পোতে আরোহণ করিয়া সিংহলে যাত্রা করেন। এই সঙ্গে ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাগবান্ধারের স্তপ্রসিদ্ধ গান্ত্রলী পরিবারের কালীকমল গান্ত্রলী ছিলেন। কি জানি বা তাঁহার -গমনবুরাস্ত কেহ জানিতে পারে, এই আশবায় বাশীয়বানে আরোহণ করিয়া, তিনি কি ভাবে ছিলেন, তাহা খ্রীযুক্ত দতোজনাথ ঠাকুরের ভ্রমণবুত্তান্ত (১) হইতে অবগত হওয়া যায়। তিনি লিপিয়াছেন, "আমাদের সঙ্গে প্রিয়স্করং কেশব বাবু মার কালীকমল বাবু; তাঁহার৷ বান্দীয় নৌকাতে চড়িয়া তাহার কুঠরীর এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। সেপান হইতে উপরে কোন বান্ধালীকে দেপিবা মাত্র বাজীর লোক মনে করিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। সকলের চকে ধলি দিয়া তাঁহারা যে প্রকারে মামাদের সম্ভিব্যাহারী হইলেন, ভাহাতে তাঁহারা যে সর্বনাই সপত্রিত থাকিবেন, তাহার আর আশুর্বা কি 🖓 কেশবচন্দ্র এই সময়ে উন্টাডিন্সীর নিজ উন্থানবাটীতে বাদ করিতেন। স্রভরাং জাঁচার দেখান হইতে অজ্ঞাতদারে গমন করা দহক হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের এই উন্থাননিবাসস্থানসম্পদে শ্রীযুক্ত সতোজ্ঞনাথ ঠাকুর যে প্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ইহার প্রতি অক্লব্রিম সৌক্ষ এবং ভাবী স্কীবনের মহবজ্ঞান সবিশেষ প্রকাশ পায়। তিনি লিখিয়াছেন, "আর দিন কডক পরেই কেশব বাবুর যে সমস্ত গুক্তর ভার লইতে হইবে, তাঁহার অপটু শরীর क्वित छे-छो छिन्नी व वर्गक्र पृथि वाचु भिवन कविया मि ममस्य छा बबहरन

^{(&}gt;) সত্যেরবাধ ঠাকুর অপীত "বোখাইচিঅ" এছ এট্রা।

কথনই সমর্থ হইত না। ঈশবের নিকট প্রণত হইতেছি, যে তিনি তাঁহাকে এখানে নির্দ্ধিকে আনিয়াছেন।"

কেশবচন্দ্র বাষ্প্রানে আরোহণ করিলেন। ১২টা বাঞ্জিতে ২৫ মিনিট থাকিতে ষ্টিমার কলিকাতার ঘাট ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতা দৃষ্টিবহিভূতি হইয়া পড়িল। কেশবচক্রের চিত্ত কথঞিং আশত হইল। এ দিকে গুহে কেশবচক্র কোথায় গেলেন, এই কথা লইয়া মহাত্লস্থল ব্যাপার উপস্থিত। ক্রমে সংবাদ আদিল, কেশবচক্র দিংহলে যাত্র। করিয়াছেন। এ সংবাদ মাজা সারদার এবং জ্যেষ্ঠ প্রাতা নবীনচক্র সেনের হৃদয়ে অপনিসম বিদ্ধ হ'ইল। আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি কুট্মপণ কেশবচন্দ্ৰের প্রতি একান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িলেন। বিশ্বিষ্ট ঠাকুর-পরিবারের সহিত যোগ যদিও জাতান্তরের কারণ ছিল, তথাপি তাঁহারা লোকের নিকটে ঠাকুর-পরিবারের সকে পানভোজনাদি ব্যাপার গোপন রাখিতে পারিতেন। আর এ কথা গোপন রাখিলে কেই তথন অমুসন্ধিৎস্থ ইইয়া উহা প্রকাশ করিবার জন্ম কথন যত্ন করিত না, কেন না কলিকাতার ঘরে ঘরে ঈদশ ব্যবহার নিতা প্রচলিত ছিল। এপন একে সমুস্ত্রযাত্রা হিন্দুলাম্বে নিষিদ্ধ, তাহাতে আবার বান্দীয় পোতে ক্লেচ্ছগণের হত্তে ক্লেচ্ছগণের সঙ্গে পান-ভোকন, এ উভয়ের একত্র যোগ হওয়াতে আত্মীয়গণের শিরে বজ্রাঘাত इहेन। हार्तिनित्क त्करन 'हा हरजाशिय' नम। त्कनरहरस्त बह्मराह्म পত্নী এ সময়ে আগোড়পাডাত্ব স্বীয় মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন। স্বামীর শিংহলগ্মনসংবাদ তাঁহার নিকটে উপত্বিত হইল। বন্ধীয় মহিলাগণের একটি স্থমহান লোষ এই যে, যে কোন কারণে স্বামী সংসারবিমুখতা বা ওদাণীত প্রকাশ কমন, সকল দোষ তাঁহার সহধর্মিণীর উপরে গিয়া নিপতিত হয়। এই দৃষিতভাবের বশবভী হইয়া অনেকেই তাঁহার মুখের উপরে 'শভাগী' বলিতে কিছু মাত্র কৃষ্টিত হইতেন না। কেশবচন্দ্রের বৈরাগা "ভাষ্যা-নিপীড়নে" প্রবন্ধ হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এ নিপীড়ন আর কিছু নহে, অন্ত দশ জন সংসারীর ভার পত্নীসম্ভাবণপরি -হার। কবিত আছে, তিনি কখন অন্ত:পুরে গমন করিতেন না। ধদিও ' কথন অফুরুদ্ধ হইয়া অন্ত:পুরে ঘাইতেন, পদ্মীসম্ভাষণ করিতেন না।

মহিলাগণের মনে এই সংশ্বার হইয়াছিল যে, কেশবচন্ত্রের মনের মত পদ্ধী না হওয়াতে তাঁহার ঈদৃশ ঔদাসীক্ত উপস্থিত। যথন সকলের মনে এই সংশ্বার, তথন কেশবচন্ত্রের পদ্ধী নিয়ত আপনার ভাগাকে যে ধিকার করিবেন, ইহা একাস্ত আভাবিক। যথন সিংহলগমনসংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, তথন তাঁহার জরের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহার চিন্ত এই ঘটনাশ্রবণে এমনই আকুল হইয়া পড়িয়াছিল যে, জীবনশেষ হওয়াই তাঁহার নিকট শ্রেমন্থর মনে হইয়াছিল। জরসঞ্চারের কথা আয়ীয় স্বজনের নিকটে গোপন রাখিয়া, পলীগ্রামের পুকরিণীর হিম জলে স্থান করিলেন, এবং অন্নাদি কূপথা ভোজন করিলেন। ইহাতে তাঁহাকে শ্রাগতে হইতে হইল, এবং আত্মীয়গণকে তাঁহার জীবনাশাও পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অতি কটে তিনি আরোগালাভ করিলেন।

এ দিকে কেশবচন্দ্র নিমুক্তি আকাশবিহারী বিহক্ষের স্থায় সম্জবক্ষেত্র ভাসিলেন। এ সময়ে তাঁহার চিত্তের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাঁহার নিজ্ঞ লিখিত বৃত্তাস্তেই সকলে বৃথিতে পারিবেন। আমরা তাঁহার নিজহন্তলিখিত ইংরেজী ভাষায় নিবন্ধ সিংহল দ্রমানু ব্রান্তের অহ্বাদ করিয়া দিতেছি; ইহাতে কেশবচন্দ্রের তক্ষণবয়নোচিত ভাববিকাশ সহজ্ঞে সকলে হৃদয়ক্ষম করিবেন।

কেশবচন্দ্রের ইংরেজীতে লিখিত "সিংহলভ্রমণবৃত্তান্তের" বঙ্গাসুবাদ

बक्रमबाब, २१८न (मल्टिचब, ১৮৫৯

"১২টা বাজিতে ২৫ মিনিট থাজিতে বাশ্যান ছাড়িল। অপরাষ্ট্র চারিটা পোনের মিনিটে ষ্টিমার নোম্বর করিল। আমাদের ঠিক ছাড়িবার সময়ের কিছু পূর্ব্বে এক পশলা ভারি বৃষ্টি হয়। কিছু পরেট বৃষ্টি বাভাদ আর নাই, ক্রমান্বয়ে কেবল মৃত্যন্দ শীতল বাভাদ বহিতেছে। সায়ন্ধালের বাভাদ বড় মৃত্ব থ মনোহর।

"দিন বড় আহ্লোদে গেল; দিবারাত্র চিন্তা উদ্বেগে মন অত্যন্ত ক্লিষ্ট ছিল, দে চিন্তা উদ্বেগ হইতে মনের শান্তিলাভ হওয়াতে বিশেষ আহ্লাদ। অহো, কন্ত বিশ্ব, কন্ত বাধা আমায় অভিক্রম করিতে হইয়াঁছে; অভিপ্রায় গোপন রাধিবার জ্লান্ত, পলায়নের উপায় উদ্ভাবনজ্ল কন্ত প্রণালী দ্বির করিতে হইয়াছে। আমার মন খোর চিস্তা ও ক্লেশকর উদ্বেশে পূর্ণ ছিল। কিস্ক এখন আর মনের সে সকল চিস্তা নাই, সে সকল উদ্বেগ নাই। হে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশর, তুমি যে আমায় উদ্ভাবিত উপায়ে ক্লতকার্য্য করিলে, এবং তদ্ধারা আমার আত্মাতে অতৃল আনন্দের হার উদ্ঘাটন করিয়া দিলে, তচ্জত তোমায় ধ্যুবাদ। অনেক দিন পর্যায় আমার সাহনিক কার্য্যে প্রবৃত্তি, দেশভ্রমণের জন্ম আমার তৃষ্ণা। প্রভা, তুমি আমার সে তৃষ্ণা প্রচ্রু পরিমাণে পরিতৃপ্ত করিলে। আশীর্বাদ কর, যেন আমি এই দেশভ্রমণে তোমার কিয়াকোশল এবং তোমার পৌরব ও মহত্ত ভাল করিয়া অবগত হইয়া বিশেষ লাভবান হই।

বুধবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর

"প্রায় নয়টা পোনের মিনিটে ভায়মগুহার্কার ছাড়া হইল। থেজরী হইতে ভাকের নৌকা আদিয়া জাহাজের গায়ে ভি'ড়িল, এবং জাহাজের দকে উহাকে বাদ্ধিবার জন্ম জাহাজ হইতে দড়া ফেলিয়া দেওয়া হইল, পত্রের প্যাকেটগুলি দিল ও নিল এবং তৎক্ষণাৎ জাহাজের গা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কয়েক शिमित्रित महशा के प्रकल काक मण्यह रहेगा श्रीय अभावती भारत मिनिर्देश সময়ে অত্যন্ত ভারি রাষ্ট আদিল। রাষ্ট আদিতেছে, আমরা দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। মেঘ আমাদের মাধার উপরে আদিয়া পড়িল না. বলিতে গেলে আমরাই 'রুষ্টির রাজ্যের' দিকে অগ্রসর হইলাম। কারণ যথন আমাদের মাথার উপরে রুষ্ট পড়িতেছে, তথন পশ্চাদিকে তাকাইয়া 'ক্র্যালোকের রাজা' দেখিতে পাইলাম। দেড় ঘন্টা রষ্টি ছিল। আমি এবং ভ্রাতা সভ্যেন্দ্র বাবু ক্যাবিনে না গিয়া, কাপড় ভিজিতে দিয়া, সন্মুথের ভেকের উপরে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া, সেই দৃশ্রগাঞ্জীর্য্য সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। দিঙ্মগুলের বিভিন্ন लिए अकडे नमास व्यालाक ७ वृष्टि अवः मृक्कमाश उहानितन ज्ञानपतिवर्छन দেখা বড়ই আহলাদকর। এ দেখিয়া মনে বিচিত্রতাঞ্চনিত গাঙীর্ঘ্যের ভাব উদিত হয়। আড়াইটার সময়ে জলের সর্জ রং আমাদিগকে আভর্ষ্যান্থিত করিল। এক কোয়াটারের মধ্যে আর সে রং দেখা গেল না; স্চরাচর যে রং দেখায়, তাই দেখা ঘাইতৈ লাগিল। আমাদের কয়েক হাত সন্মূথে আবার স্বুজ বং দেখা দিল। দেখ দেখ, এখানে সেখানে সবুজ বঙেব ছড়া! অতি

মনোহর দৃষ্ঠ! পূর্বা দিকে কতককণ পর্যান্ত আমি কতকগুলি গাছ দেখিতে-हिनाम, जाद नकन पिटक किरन कनदानि: किस এখন जाद श्रामण रहपूत-বিস্তুত জলরাশি বিনা আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কি আশ্রে পরিবর্ত্তন! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে নয়ন ফিরাইলাম, আমার এবং দরবর্ত্তী মেঘের মধ্যে অতি বিশ্বত দবজ রক্ষের জলরাশি বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না—তবে মধ্যে মধ্যে কেবল কতকগুলি পাল বা বাশীয় জাহাজ দৃষ্টিপথে আসিল। মনে হইতে লাগিল, আমি যেন একটি ধারণার অতীত প্রকাণ্ড ব্রন্তের মধ্যবিব্রুতে বদিয়া আছি. আর উহার ব্যাদার্ছগুলি দরবর্ত্তী দিল্পগুলের বিচিত্রবর্ণ মেখনিচয়মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছে। কোন একটি অসীমের বক্ষে আমি রহিয়াছি, অফুডব করিতে লাগিলাম। অনস্কের নৈকট্য-স্চক একটি ভাব মনে উদিত হইল, দৃষ্টির শীমাস্তম্ক তি মেঘসমূহের জন্ম কেবল উহা नानकत रहेश পिएन। এখন करनद दः योद नत्क रहेशाह। खलाद. একট উপরে কতকগুলি ছোট ছোট পাধী ইতন্ততঃ উড়িয়া বেডাইতেছে। দেখ দেখ, একথানি 'লং বোট' নিকটের একথানি চলতি ভাহাত হইতে আমাদিগের দিকে আদিতেছে। এক স্কন ইউরোপীয় হাল ধরিয়াছে, কয়েক ক্ষন খালাসী দাঁড টানিতেছে। যদিও বোটপানি ঢেউয়ের উপরে উঠিতেছে পড়িতেছে, তথাপি সাহসের সহিত ঢেউ কাটিতেছে এবং যেন থেলা করিতে করিতে চলিয়া আসিতেছে। দেখ দেখ, বোটখানি আমাদিগের আচাজ धित्रया रक्तियारह । चामारमत जाशास्त्रत भारेनिहरू छेठाहेया नहेया. करप्रक মিনিটের মধ্যে আমাদিগকে ছাড়িয়া, বে লাহাল হইতে আদিয়াছিল, দেই ভাহাজের নিকট উহা চলিয়া গেল। নদী হইতে যত কণ আহাল বাহির হট্য। আসিয়া সমূত্রকে না পড়ে, তত কণ পাইলটের সাহায্য প্রয়োজন: কারণ নদী আপংসম্বল নিকতাপুঞ্চে পূর্ণ। পাইলটের চলিয়া যাওয়া এইজন্ত উবেগশান্তির লব্দণ প্রকাশ করিল: কেন না আমরা ববিতে পারিলাম, আমরা ভাগীরথী ও গঞ্চা ফেলিয়া আসিয়াছি এবং এখন বন্ধীয় অধাত দিয়া যাইতেতি। আমার জন্মতারকাপুঞ্জকে ধল্লবাদ! প্রাচীন বন্ধভূমি সম্পূর্ণ দৃষ্টিব্টিভুতি হইল। আর কিছু পূর্বের আমরা বেমন গোলা হইয়া° দ্বির ভাবে গাঁডাইতে পারিতাম, এখন আর-নাম্বালের কিছু পূর্ব্বে-তেমন করিয়া ডেকে বেডাইতে

পারিতেছি না, আমাদের মাথা একটু ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ আমরা নদীর জলে স্থান করিয়াছি। যথন থালাসীরা খুব প্রাতঃকালে ডেক পরিষ্ণার করিবার জন্ম উহার উপরে জল ঢালিডেছিল, কিছু জল আমাদের মাথায় ঢালিয়া দিতে আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, তাহারা ঢালিয়া দিল। নিশ্চয় উহাতে অতি স্বস্থিয় স্থান হইয়াছে।

বৃহস্পতিবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর

"আজ সমুদ্রজনে স্নান হইল। সম্পূর্ণ লবণাক্ত। বলিতে পারা যায়, আজ আমরা লবণজনে স্নান করিলাম-তবুও শরীরের অত্যস্ত ফুর্তিকর। শৌচা-গারের জন্ম বড় অস্থবিধা হইল। বাল্যকাল হইতে অভ্যন্ত হিন্দুরীতি আর রাথিতে পারা গেল না--দে রীতি ছাড়িয়া দিয়া এ বিষয়ে আমাদিগকে একট সাহেব হইতে হইল। আমরা কতকগুলি উজ্ঞীন মংস্থা এ দিকে ও দিকে উড়িতে দেখিলাম-প্রায় অনেক সময়ে একেবারে অনেকগুলি। বান্তবিকই অতি মনোহর দৃষ্ঠ। এ দৃষ্ঠ দেখিয়া আমার আরও এই জন্ম আহলাদ হইল যে, পূর্ব্ব দিন মাছকে পাথী বলিয়া যে আমার কৌতকাবহ ভ্রান্তি হইয়াছিল, আজ দে ভ্রান্তির দিকে চকু খুলিল। আমি কতক ক্ষণ পর্যন্ত এই দৃখ ক্রমান্বয়ে সম্ভোগ করিলাম। সমুন্তপীড়ার (Sea-sickness) লক্ষণ স্পষ্ট অহভব হইতে লাগিল। মাথাঘুরণি শীত্র শীত্র বাড়িয়া চলিল—সমুদায় শরীর যেন ঘুরিতে আরম্ভ করিল। প্রথম তুদিন ক্ষুধা খুব তীক্ষ্ণ ছিল, এবং এইরপই थाकिरव मत्न इटेशाहिल, এथन कमिर्ड नाशिल। इतिन स्य आख्नात अ উৎসাহ ছিল, আশা ছিল, সমগ্র সমুদ্রযাত্রাতে এইরূপ আহলাদ ও উৎসাহ থাকিয়া যাইবে; এখন দে স্থলে এক প্রকারের অক্টি ও মানি আদিয়া ् अधिकात कतिन। पुःरथत विषय, आमारमत मर्गताश्माह कमिया आभिन, আর চারি দিকের দশ্রের দৌন্দর্যা ও মহত্ত অনেকটা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। ভাতা সত্যেন্দ্রবাবুর বমি আরম্ভ হইল। এ বিষয়ে আমাদের সকলের অপেক। তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত মনদ। প্রায় সমুদায় দিন ভারি বৃষ্টি। বাতাস বড় कनकरन, मर्सा मर्सा भारत राम विकित्त नामिन। काविरम अन्न मरह, দেখানকার বাতাদ বড়° গরম, এবং অফ্রথকর। ময়লানের বায়্পূর্ণ প্রশস্ত প্রান্তর আর কল্টোলার বাড়ীর খুপচি কুঠরী যেমন, জাহাজের ডেক আর ক্যাবিন ডেমনই পরস্পর বিপরীত। সন্ধাকালে এক ব্যক্তি—আহান্দের কোন কর্মচারী হইবেন—আমাদের ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়া আমাদের সন্ধে আলাশ করিলেন। আলাপের মাঝখানে তিনি কালীকমল বাব্র নাম জিজ্ঞাল করিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুত লাসিংটনি হুরে—সে বিস্কৃত হুর বর্ণন করিয়া ব্রান যায় না—কালী বাবু বলিয়া উঠিলেন, 'কেলৈ কোমল গালোলাই।' এই অন্তৃত হুর যাই ভহলোকটির কাণে গেল, হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি আমাদের ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কালী বাব্র ঠাট্রাতামাসা যদিও আমাদের অভ্যন্ত ছিল, তথাপি আমরাও খ্ব না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পুক্রবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, এবং শনিবার, ১লা অক্টোম্বর

"এ তদিনই বড় কটে গেল। সমুজ-পীড়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। নিৰ্বীৰ্যাত্ত, मिर्काना अवः अक्टित जाव आभारतत मकलताहे हहेग्राह्म, अवः आभता सर्फ्र মত হইয়া পড়িয়াছি। আর সমূতকলে স্নান ভাল লাগে না। কুধা প্রায় মরিয়। গিয়াছে, কেবল শরীরটাকে খাড়। রাধিবার জন্ত এখন তখন এটা ওট। খাইয়া থাকি। না আলাপ, না বেড়ান, না প্রকাও সমুদ্রদর্শন, কিছুতেই আর আরাম নাই, সবই নিজেন অতুষ্টিকর। 'পাপুরোগছ্ট দৃষ্টিতে সকলই হরিদ্রাবর্ণ দেধায়।' যখন বেড়াই, তথন বেড়াই না টলি; যধন আহার ক্রি, তথন রোগী যেমন বিখাদ ঔষধ অনিচছায় নাক মূপ সিটকাইয়া পায়, তেমনি থাই। হায়, আমরা একেবারে ঠিক রোগী হইয়া পড়িয়াছি। মদ্দ, তার চেয়ে মন্দ, তার চেয়ে মন্দ, এই তিন শ্রেণীর সমূজপীড়া। আমি, দেবেক্স বাবু এবং দত্যেক্স বাবু, এই তিন জান ষ্থাক্রমে এই তিন শ্রেণী-মধ্যে গণ্য হইতে পারি। হায়, সত্যেক্স বাবুর কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে! ভাহার গ্রন্থল কীণ হইয়াছে, মুখলী পাতুর হইয়াছে, হত্তপদ চলচ্ছকিবিমুণ হইয়াছে, স্কল শরীর কীণ নিত্তেক হইরা পড়িয়াছে। যথনই প্রাতরাশ বা মধ্যাক্ ভোজনের ঘণ্টা পড়ে, তখনই আমার বন্ধুর কেমন একটা চর উপশ্বিত हम्, এবং একেবারে এলিয়ে পড়েন--- वाहांत्रा छाहारक म्मार्थन, তাহাদেরই মনে কৌতুক ও হৃঃৰ উভয়বিমিশ্র একটি ভাব উদিত হয়। এত সমুদায় অসুবিধা ও বিশরিবর্ত্তনের মধ্যে কালীকমল বাবু কেমন আশুর্ব্য

রকম উৎসাহ যেমন তেমনি রাখিয়াছেন। আমরা যত জন, তাহার মধ্যে তিনিই একটুও অবসন্ধ হন নাই। বোধ হয়, তাঁহার এক প্রকারের ধাতু, বাহাতে কিছুতেই কিছু হয় না। তাঁহার সঙ্গে আনেক সময়ে আমি ঠাটা তামাসা করি। আজ ছদিন হইতে ক্রমান্ত্রয়ে ভয়ন্বর বৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রের জলের রং—গভীর নীল। আমার স্বভাবতঃ পিত্তপ্রধান ধাতু, সমুদ্রপীড়ায় আরও পিত্তপ্রধান ও উত্তেজিত হইনা পড়িয়াছে। কথন কখন আমার ভয়ন্বর গরম বোধ হয়, স্বতরাং সমুদ্রের ঠাওা বাতাসে গিয়া বিসি, কিন্তু তর্ শরীর ঠাওা হয় না। কেমন একটা আমার সমুদায় শরীরে জ্বালা বোধ হয়। ছোলা বরফী প্রভৃতি যাহা আমরা সচরাচর আহার করি, সেই থান্তই আমারা ঠিক রাথিয়াভি

त्रविवात्र, २ श्रा व्यक्तिवित्र

"আজ একটু ভাল। দেবেক বাবু এবং দত্যেক বাবুর বমি নিবৃত্ত হইয়াছে। সমূদ্রজনে স্নান এখনও ভাল লাগে না। বাতাদ সম্পূর্ণ ভঙ্ক। সম্দায় দিন মৃত্যন্দ ঠাণ্ডা বাতাস। এখনও গা ঘুরণি আমাদিগকে কট দিতেছে। কুধা কিছু নাই বলিলে হয়। প্রাত্যকালে জাহাজের কাপ্তেন মেন্তর ফারকুহারের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে স্তুদীর্ঘ আলাপ হইল। আমাদের ধর্ম যে যথেষ্ট নয়, উহাতে আপদ আছে. এই আলাপের মধ্যে কাপ্তেন তৎসম্বন্ধে इठांति कथा विलालन । आमामिरागत रामीय लाक य किं इ अधामत इडेगाए, এজন্য তিনি আহলাদ প্রকাশ করিলেন, এবং এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়া यानान रमय कतिरान रा, जात এक नम अधमत इटेराने जामता औहेर्य আলিক্সন করিব। যদিও তাঁহার সঙ্গে আমাদের রীতিমত তর্ক বিতর্ক হইল না, তথাপি পিয়োডার পার্কার এবং ফ্রান্সিদ নিউমানের পরিচালনায় ইংলণ্ডে যে ন্তন মত উপস্থিত হইয়াছে— যে মত মূলে আমাদের ধর্মের মত—তাহার উল্লেখ করিয়া পাকত: তাঁহার কথার উত্তর দিলাম। পাকত: এই জন্ম विलिट्डि य. यथन हेश्नरक्षत औहारनता औहशर्य छाछिया स्नामामिरभत मिरक আদিতেছেন, তথন আমরা যে প্রীষ্ট্রধর্মের দিকে যাইব, এই যে তাঁহার আশা, উহা বিফল, ইহাই আমবা এডকারা প্রমাণ কবিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে জাহাজের ছোট বড কর্মচারিগণে প্রায় সমদায় ডেক পূর্ব হইয়া গেল। কাপ্তেন,

अधान (पर्छ, नाविक, ऋजधत, धालांगी, हे बार्ड, धानमांगा, निभारी नकरन समय गांति वाविषा मांकारेन । कारश्चन भतिवर्णन कतिर खात्र कतिरानन, धवः শিপাহীর। নিয়মিত কাওয়াত করিতে লাগিল। কাপেন প্রতিবান্ধির নিকটে গমন করিতে লাগিলেন, সকলে সম্ভ্রম ও আছুগতা প্রকাশ করিতে লাগিল। সকলেই তাহাদিগের নিজ নিজ পূর্ণ পরিষ্ক্র পরিধান করিয়া উপস্থিত हिन । मुक्री यागारभाषा विनक्त व्यकान । यामात्र मस्न हहेर्छ नानिन, নিউবিয়া জাহাজধানি যেন একটি ছোট নগর; ইহাতে নাগরিক, গৈনিক, यक्रांतक, ठिकिश्यक, प्रकृष्यक्रक, भाठक श्रष्ठिक मम्माब्हे च्याह्न । प्रकार्याद ক্তকভুলি লোককে স্বভন্ন করিয়া লইয়া তাহাদিগকে বিশেষ শিক্ষাদান করা হইল: শুনিতে পাওয়া গেল, জাহাত্তে আগুন লাগিলে কি করিতে হইবে, ভাহাদিগকে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হয়। আর সকল আয়োঞ্নের মধ্যে चामता मिथिए भारेनाम, ए एक्न रेजियांभीय जनवाति सनारेश श्री । नःবোটের নিকটে অবস্থিত। এরূপ আছোজনের প্রয়োজন এই বে, আগুন नागियामाज थानाभी अयः मिन्न कर्यातिश्व हेर्डेदानीय कर्यातारी स যাত্রিকগণকে জাহাজে ছাডিয়া লংবোট লইয়া পলায়ন করে। স্বভরাং দে मयदा देखेताशीय विकाश नः त्वार्षेत्र छात्र शहर करत. अवः कान समीम লোক প্রায়ন করিতে দাহদ করিলে ভাহাকে কাটিয়া ফেলে। আজ প্রাত:কালে সকল প্রকারের শিক্ষা বণাবিধি অনুস্ত চুটুল। সকল জীটান কর্মচারিগণ কাপ্তেনের সঙ্গে ভঙ্গনালয়ে গেলেন, কেন না আজ ব্রবিবার। আমি আর কালীকমল বাবু ছোলা আর বরফী গাওয়া আর চালাইতে পারি-नाम ना। अलताः উरा जातका जात किছ जान शारात श्रासन रहेन। है:। দাল ভাতের জন্ত মনের কেমন অভিমাত্র অভিলাব। কিছু পৃষ্টিকর পালের প্রয়োজন-তাহ। না হইলে আমাদের জীবন সংশয়-বিশেষ আমরা শুনিয়া চমকিত इहेनाम, निःहरन প्रहृष्टिए त्रवात्र नानिरतः अथन् सामामिनास्क सात्र छिन मिन साराद कांगेरिक रहेरत। साराद्यत भागीरत्त भक्त कि षान् ভाত ও ঝোলের ব্যবস্থা করা গেল; यतिও আমাদের ইচ্ছামূরণ হইল ना, उथानि बामारमत मधारकत बाहात छानहे नानिन। बामि कानीकमन বাৰুকে বলিলাম, 'এক বার শিংহলে প্রছান বাউক, দাল ভাতের কট

रमशास गिग्रा षाष्ट्रा कत्रिग्रा मिठोडिव।' कानीकमन वांनू वनितनम, िन এক থাবা চড়চড়ী একেবারে গলাধঃকরণ করিবেন। কপোতের স্থায় এ*কটি* স্থন্দর পাধী আমাদের জাহাজ যে দিকে যাইতেছে, সেই দিকে উড়িয়া যাইতে লাগিল। আমার ইহা দেখিয়া আহলাদও হইল. আশ্চর্যাও হইলাম। আশ্চর্যা এই জন্ম যে, এই পাখী ভারতদমুদ্রের কূল হইতে কি করিয়া এত দূরে আদিল, আবার পুনরায় ফিরিয়। যাইবে। তাহার পর অমুসন্ধানে জানিতে পাইলাম, পাণীটি মান্ত্রাক্তের কোন এক স্থান হইতে আসিয়াছিল, এবং আমাদের জাহাজের লোকে ধরিয়াছিল, আজ উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে এক জন নাবিক পাধীটি আমাদের নিকটে আনিল। তাহার। ইহাকে 'বদন' পাধী বলে। সায়ধানের বাতাস বড় শীতল, বড় মনোরম; এমন শীতল ও মনোরম যে, আমি ও দেবেক্স বাবু ঠেস দিয়া বসিয়। থাকিতে থাকিতে ডেকেতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমাদের ঘুমটা সস্ভোগ হইল না, কেন না জাহাজ এমনই ভয়ানক ছলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, আমরা চেয়ার শুদ্ধ ডেকে উল্টিয়া পড়িয়া গেলাম। হাহা !! আমি পড়িয়া গিয়া ঘাড়ে বাথা পাইলাম, কিন্তু ব্যথার দক্ষে হানি উপস্থিত, স্কুতরাং হৃংধের না হইয়া স্থবেরই হইল। আমাদের ক্যাবিন এ সময়ে বড়ই অস্থবের হইয়াছিল, এক রকমের ভাপদা গন্ধ,—গন্ধে বমি আদিতে চায়। কি কটকর! সম্ত্রপীড়া আমাদিগকে ভূমিদর্শনে ব্যগ্র করিয়া তুলিয়াছে। এক জন জাহা-ক্রের কর্মচারীর সঙ্গে এ বিষয়ে এবং অক্তান্ত বিষয়ে আলাপ হইল। ইনি অকি ভাদ।

সোমবার, ৩রা অক্টোবর

"সাস্থা বিষয়ে অনেকটা ভাল। আমাদের ক্ষীণকায় পাণ্ড্রবর্ণ সভ্যেক্স বাব্
স্থা হইয়া অসিতেছেন। সমুজ্পীড়া তিন দিন থাকে, এ কথা সভ্য হইল।
নোবার আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্যা ও গান্তীর্ঘ-দর্শনে প্রস্তুত হইলাম। আছ
আমরা ক্ষাহাক্সের চিকিংসকের সক্ষে ধর্মবিষয়ে আলাপ করিতেছিলাম:
কাপ্তেন আমাদিগের নিকটে আসিলেন, আসিয়া বিসিলেন, এবং আলাপ
করিতে লাগিলেন। রাজা রামমোহন, রবিবার প্রভৃতি বিষয়ে কথোপক্থন
চলিল। ইচ্ছা হয়, কাপ্তেনকে যদি আমাদের ধর্মের মত বিশাস অল্লেব

मर्था त्याहेंया निर्छ भातिछाम । आमारनत आहारकत वफ वफ कर्याती अनि मकरमार्थे प्रिथिए मध्याना, छन्छ। कारश्चन धूव भूडोब, विवर्ध, नाष्टि-मीर्घ, नाजिङ्य, वृक्षियान, भविज्यमी, ममुमाग्न मिन क्यान ना क्यान अविष् কাজে নিযুক্ত আছেন। প্রধান মেটও, যেমন সচরাচর দেখা যায়, এক জন ভাল ইউরোপীয়, হালিডের মত খুব বড় মাহুষের চেহারা, দীর্ঘ অ্পচ অকপ্রতাকগুলি প্রমাণমত: কিন্ধ তাঁহার গঠনের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহাতে কৌতৃক হয়। যদিও দেখিতে বিলক্ষণ সম্বাস্থ, এবং লোকের, উপরে প্রভূত্ব-রক্ষার উপযোগী, তথাপি তাঁহার দৃষ্টমধ্যে এমন একটি ভাব আছে, যাহা দেখিলেই হাসি পায়। ইনি কাজে খুব দক্ষ। কথন আকাশের দিকে চকু তুলিয়া তাঁহার পেছনে যে ব্যক্তি আছে, তাহাকে একটি কাজ করিতে আদেশ কারলেন, আর এক জন বামপাশে আছে, তাহাকে কিছু করিতে বলিলেন, এইরূপে একপ্রকার বড় মাছুষী ভাবে দশট। কাঞ্চের-বিষয়ে আদেশ করিতেভেন, অথচ সকল সময়ে গান্ধীর্যারকা করিতেভেন। निक्ष होने वज़ है जान मास्य। यथन है हैशांक (मिश्र वा हैटां विवास जावि. আমরা হাদি সংবরণ করিতে পারি না। পার্দার এবং চিকিংসকও বেশ ভাল মাতুষ। ইহারা তুরুন, কাপ্তেন এবং প্রধান মেট অনেক সময়ে আমাদের নিকটে আদেন, এবং আমাদের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাদা করেন। দিন দিন আমাদের দক্ষে ইহাদের পরিচয় হইতেছে। সমস্ত্রধাত্রায় এরূপ পরিচয়লাভে আমরা বিধাতার নিকটে কৃতজ্ঞ। একটি বিষয়ে আমরা বিশেষ আহলাদিত हहेगाहि, এবং आक्तर्वााविक हहेगाहि, वाकालात हेजेरत्रियान এवः ইউরোপিয়ান গণা মানা লোকের কৃষ্ণবর্ণ দেশীয় লোকদিগের প্রতি যেরূপ সংস্থার, ইহাদিগের তাহার কিছুই নাই। বাহারা ঐ সকল অগ্ণাসংস্থারাপন্ন ঈর্ব্যাপরবর্ণ ব্যক্তিগণের ব্যবহার দেখিয়া ব্রিটনগণের ভাব ও চরিত্র বিচার করেন, তাঁহাদিগের স্বস্তায় বিচার হয়। ব্রিটনগণের মনের এমন একটি মহত **ও উচ্চতা আছে ए।, डांशामिश्मत्र मात्र पूर्व्यम्यात्र मात्र উटात्र উटकर्य** শোভা প্রকাশ করে। আঞ্ও ভাত, আলু এবং কৃটি মধ্যাক্রভান্তন হইল। কোলে আমার বমি আইনে, আমার উহার আগ্র সম্ভ হয় না, ইহার আদ না কানি কি প্রকার অসভ। আমার পক্ষে বলিতে পারি, এ অভি নিরুষ্ট

সামগ্রী। সম্দায় দিন বাতাস বেশ—শীতল আনন্দবর্দ্ধক সম্প্রবায় সম্দায় দিন বহিতেছে। আজ স্থ্যান্তের হুন্দর দৃশ্য সম্ভোগ করিলাম। সম্দ্রে স্থ্যান্ত কি হুন্দর, কি মনোহর! নগরে এরূপ কখন দেখায় না। দেখ দেখ, হিরণায় উজ্জ্বল গোলক দ্রুতগতিতে সম্দ্রের নীলবর্ণ প্রশন্ত বক্ষে অবতরণ করিতেছে। কয়েক মৃহুর্ত মধ্যে নিম্নভাগ অদৃশ্য হইয়া গেল। অল্প্রে অল্প্রে সমগ্রটি ভয়ন্বর সম্দ্রে অন্তর্হিত হইল। আমার মনে হইল, ভীষণ সম্প্রাধিষ্ঠাত্তী দেবতা দানবের স্থায় স্থান্তর দিবসাধিপতিকে অল্পে অল্পে উদরস্থ করিয়া ফেলিল। অতি কঙ্গণা-উদ্দীপক দৃশ্য! এমন স্থান্তর দেবতাকে এমন ভয়ন্বর দৈতা আদিয়া গ্রাদ করিল। হে দিবাকর, পৃথিবী ভোমার মৃত্যুতে যেন শোকের ক্ষ্ণবর্ণ বদন পরিধান করিল।

मक्रमवात्र, क्ष्मी चाल्लावत्र

"चाक मक्नवात, नकनर मक्न। প্রায় সমুদ্রপীড়া আর নাই, কৃধাও বল কিছু পরিমাণে ফিরিয়া আদিয়াছে। প্রাতঃকালে যথন আমরা স্থান क्रिएकिनाम, जथन कानीकमन वाव वनिया छिठिएनन, मार्टि एनथा गारेएकए, मां । प्रथा याहेरलह । जिनि याहा विनातन, आमात लाहारल विचान हरेन না। স্থতরাং চন্মা পরিলাম, এবং দেখিয়া আশ্চর্যা হইলাম যে, আমরা ভূমির কাছ দিয়া যাইতেছি। কোধা দিয়া যাইতেছি, তাহার বিশেষ বুতাম্ব জানিবার জন্ম কিছুক্ষণ পরে আমরা তাড়াতাড়ি কেবিন হইতে वाहित हहेश वािमनाम, मन वाझ्नारम कोजूहरन नाहिरछ नािभन। व्यामार्मित मिष्ठरे कृषि थ्व डेक विनेश मत्न इहेन। व्यामता मृत्रीकन्रारा উহার দিকে স্থতীক্ষ দৃষ্টি রাখিলাম। দেখ, ওগুলি কি-পর্বতভেণী! কি আङ्लान । कि आनम । आनत्मत উচ্ছान आभाव अভिভূত করিল। এই আমি প্রথম পর্বত দেখিলাম ! একটি তুটি কি দশটি পর্বত নয়, একেবারে সারি বান্ধিয়া নানা আকারের চেউখেলার মত অনেকগুলি পর্বত ভূমির এ দিক হইতে ও দিক পর্যান্ত বিশ্বত। এই পর্ব্বতশ্রেণী অপেষ বলিয়া মনে হয়, কেন না আমি এই দুইটার সময় লিখিতেছি, এখনও পর্বতেশ্রেণীই দেখিতেছি। আহা, কি মনোহর ফুলর ভূখও সন্মুখে! কেবল যে কতকগুলি উচ্চ শিখর এক শৃশ্বলে বাদ্ধা তাহা নয়, কিন্তু তিন চারিটী শ্রেণী সমান্তরালরূপে,

এकটী হইতে আর একটা কিছু দুরে সারি বাছিয়া চলিয়াছে, এবং দৃষ্টি হইতে যত দূরে তত অম্পট্ট, আর যত নিকটে তত অতিম্পট্ট, গোরাল বর্ণবিশিষ্ট। দূরবর্তীগুলি এমনই ছায়ার মত দেখায় যে, অনেক সময়ে দূরস্থ মেঘের সঙ্গে এক বলিয়া ভ্রম হয় ! বস্তুতঃ যাহারা দুর হইতে দেখে, ভাহাদিগের নিকটে পর্বত মেঘের মত দেখায় এবং দূরত্ব ও নৈকটা অহুসারে খন ও লগুডার মেঘের ভিতর যত প্রকারের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, ইহাতেও তাহাই দেখায়। হে সর্বাশক্তিমান ঈশর, তোমার করুণায় যে আমি ঈদৃশ গন্তীর দৃষ্ট . সম্ভোগ করিতে পারিলাম, তক্ষক্ত আমার ক্রদয় তোমার প্রতি কৃতক্ষতায় উচ্চদিত চইতেছে। এই দশ্য এত আহ্লাদকর, এত মধকর যে, খুব বিচিত্র বর্ণনও ইহার পক্ষে উপযুক্ত নহে। ভাষার দরিন্ততা অপনয়ন জন্ম আমি কালী দিয়া এই দখ্যের একটি চিত্র অন্ধিত করিলাম। ঐ চিত্র হইতে সকলে দেখিতে পাইবেন, পর্বতভ্রেণীর নিম্নভাগে সারি বাছিয়া স্থন্দর গুলা ও লতা জন্মিয়াছে, এবং সমুদ্র ও উহার মধ্যে, মনে হয়, দিকভারেণা অবস্থিতি করিতেছে। নাগরিক লোক সকল, তোমাদের তুর্গছক্তবালপূর্ণ প্রান্তভূমি, এবং কারাগার-সদৃশ গৃহকুট্টিম হইতে বাহির হইয়া আইদ এবং এই স্বর্গীয় দৃশ্রের সৌন্দর্যা ও চাক্চিক্য অবলোকন কর। সমূত্রের লল এখন স্থানর গভীর সবুল রং-কিন্ত দেখ, কয়েক হাত দরে একটা স্থম্পট রেখায় সবুল ও নীল বর্ণের ভেদ দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের সম্মধের ভূমির নাম কি? আমাদের অভিল্বিত সিংহলদীপ ? হাঁ, তাহাই বটে; আহা, কি অন্তত ভাব আত্মাকে পূর্ণ করিল। একেবারে ভারতবর্ব ছাড়িয়া আদিয়াছি! বন্ধীয় অধাত পার হইয়া আদিয়াছি! দে ব্যক্তি এক দম্বে কলুটোলার কারাবাদে বন্ধ ছিল, যাহার চিন্তা তুচ্ছ বিষয়ে ব্যাপত ছিল, উত্তরপাড়া বা বর্দ্ধমানে যাওয়াই যাহার পক্ষে গুরুতর সাহসিক কাৰ্য্য ছিল, দেই আমিই কি ভারতবৰ্ষ এবং তাহার অসংখ্য নগর, নদী ও পর্বত সমদায় চাড়িয়া আদিয়াছি? বথার্থ ই আমার হানয় উচ্ছাদিত, একং আত্মা অতীব আহ্নাদিত হইয়াছে। এরপ সাহদিক দেশভ্রমণে আত্মার নিজের মহর অফুডবগোচর হয়। সমুদায় দিন ভূমিই দেখিতে লাগিলাম। রজনী উপস্থিত, তথাপি আমাদের পমান্থান পদ দেখিতে পাইলাম না। আগামী কলা প্রভিবার আশায় আমরা উপাধান আল্রয় করিলাম।

वृथवात, व्हे व्यक्तिवत्र

ताजि इंडेंगेत मगरा निःश्लघीत्मत मीभरास्त्र निकरिवर्जी श्रेटल, आगारमत জাহাজ হইতে কামান ছোড়া হইল। আমি এ সময়ে গভীর নিদ্রায় ছিলাম, এ কথা আমি লোকের মূথে ওনিয়া লিখিতেছি। ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় নকর করার শব্দ আমাদের কর্ণে আসিল। গা ধুইয়া আমর। আমাদের কাপড ও অন্যান্ত সামগ্ৰী বান্ধিলাম, এবং জাহাজ ছাড়িয়া যাইতে প্ৰস্তুত হইলাম। অনুশুর আমরা ডেকের উপরে গমন করিলাম, দেখানে গিয়া কি বিচিত্র মনোহর ভূথগু আমাদের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। কোথাও নারীকেল-বন-কোথাও সমুদ্রের উত্তাল তরক অস্তিম তরকে প্রচণ্ডাঘাত করিয়া ক্পন ক্পন অন্তত উচ্চতায় উত্থান করিতেছে,—কোণাও বিবিধ প্রকারের বৃক্ষশ্রেণীপরিশোভিত প্রশন্ত উচ্চ ন্তুপ দেখা যাইতেছে,—কোধাও ছর্গদমুখীন বন্ধর এবং বিস্তৃত প্রাচীন শিলোচ্চয় অবশ্বিতি করিতেছে। আমাদিগের চারিপাশে দিংহলী লোকদিগের কর্ত্তক পরিচালিত অন্তত গঠনের ছোট বড় নৌক।-কতকটা আমাদের দেশীয় ডোকার মত-প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষে ভাগিতেছে। দুর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলি দীর্ঘকায় জলজন্ধ জলেব উপরিভাগে সম্ভরণ করিতেছে। এই সকল নৌকার এই একটি বিশেষত্ব যে, তিনটি বুল এবং বন্ধুর কাষ্ঠপত চতুকোণের তিন পার্খের আকারে নৌকার মধাভার ঠিক রাখিবার জন্ম উহার একদিকে বানা রহিয়াছে। আমরা এই নৌকার একথানি ভাড়া করিলাম এবং আমাদিগের জিনিষপত্র উহাতে তুলিয়া স্থলাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। যেখানি আমরা ভাড়া করিয়াছিলাম, সেখানি দেখিতে ভাল এবং একট প্রশন্ত। याই আমরা কুলে গিয়া উপস্থিত হইলাম, অমনি কতকগুলি সিংহলী ছোট লোক আদিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কেন এরপ করিয়া ঝু কিয়া পড়িল, ইহারা কে, আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; আমরা বিশ্বিত এবং হতবৃদ্ধি হইয়া নৌকা ছাড়িয়া ডাকার সকে সংলগ্ন প্রশন্ত মঞোপরি গিয়া দাঁড়াইলাম, এই মঞ্চ অবতরণ করিবার স্থান। পূর্ব্বোক্ত . लाक श्रील हक्त्र निरमरव आभारमत जिनिय भज नौका हहेरा जुलिया, ঐ সকল লইবার জন্ম সেধানে যে তথানি গাড়ী ছিল, তাহার উপরে রাখিয়া দিল; তথন বৃথিতে পারিলাম, উহারা কুলি। এই গাড়ী সামাল রকমের

এবং ইহার গঠনও বিচিত্র প্রকার, মাতুষে টানে। আমরা নিয়া 'কটম হাউদে' দাড়াইলাম—ইটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অতি মলিন পুরাতন গৃহ। ছত্ত্বন তিনক্ষন চপরাদী আছে. আর কতকগুলি ফিরিকী: তাছারা মধ্যে মধ্যে পরস্পর কথা বার্ত্তা করিতেছে, কিছু তাহাদের ভাষা আমাদের নিকটে হিব্রু। কালীকমল বাবু এবং দত্যেন্দ্র বাবুর প্রতীক্ষায় আমরা দেখানে রহিলাম। তাঁহারা নৌকায় স্থান নাই বলিয়। ষ্টিমারেই বহিয়াছেন: আমরা যে নৌকায় আদিলাম. দেই নৌকা আবার একবার গিয়া জাঁহাদিগকে আনিবে। ইতোমধ্যে এক क्रम मालाक्रामगैर उन लाक विभि कररक वरमव शर्का वक्रामण शिशाहित्मम এবং বোধ इट्टेन, त्मरवन्त्र वातरक क्रियन, आमारमत निकटी आमिया मञ्जायन কবিলেন এবং আমাদের সক্তে আলাপ কবিতে লাগিলেন। অনেক বৃক্ষের লোক আমাদিগের নিকটে আদিকে লাগিল এবং সে সকল লোকের মধ্যে কেছ কেছ কোন কোন হোটোলের দালাল ৭ ছিল। বাহ্মাতে ৭ আনক লোক ভুমা হইয়াছে। আমাদের বন্ধবয় আদিবামাত্র প্লভুর্গের প্রকাণ্ড বার দিয়া আমরা একটি হোটেলে চলিলাম—হুর্গটি অতি প্রাচীন, জীর্ণ, যত দর সম্ভব দেখিতে ভীষণ, উহাতে শিল্পকীয় কোন সৌন্দৰ্যাই নাই। তল্পন দালাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, এবং নিজ নিজ সংস্কৃত্ত হোটেলে লইয়া যাইবার জন্ম চক্ষনের মধ্যে ঝগড়া চলিতেছে। প্রথমতঃ মেল্ডর এক্সাইমদের হোটেলে গেলাম, দেখানে স্থান না থাকাতে মেন্তর এদ বার্টনের 'র্যাল ছোটেলে' চলিলাম। যথার্থ ই রয়াল হোটেল (রাজ্জীয় পান্ধনিবাস)। ইহার বিশ্বত वर्गन निष्प्रसाकन। এই মাত্র বলিলেই প্রচর যে, উচা ঘিঞ্জি, নিম্নচাদ, কুংদিতরূপে দক্ষিত গৃহকুটীম, ভাষা ধার জানালা, কুল্র অপরিষ্কৃত প্রাক্তণ, প্রাঙ্গণের এখানে ওখানে ছড়ান পঢ়া খাছ্যদামগ্রী, কতকগুলি দামান্ত জীর্ণ রকমের গ্রসামগ্রী: এই সকল সহজে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত করে যে লাল-বাজারের সামাক্ত 'চপ হউদ' এবং 'রয়াল হোটেলের' মধ্যে একটও প্রক্রেদ নাই। যাহা হউক, আমরা হোটেলের মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলাম এবং স্থান লইলাম। এপানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা ঘাইতে পারে, সে বিষয়টি আমাদিগকে নিভাস্ক আন্তর্গান্থিত করিয়াছে—বিষয়টি পারিশ্রমিকের অভিমাত্র উচ্চ দর। পশ্চাত্তক ঘটনাগুলিতে উহা সহজে সকলের হ্রদয়ক্ষ হটুরে।

কলে আদিরা নৌকার মাঝিকে নৌকাতাড়ার কথা জিজ্ঞাদা করা গেল, দে প্রতিবারে বাতায়াতে বেড় টাকা চাহিল। আমরা অত্যন্ত আক্র্যাবিত হইলাম, কিন্ধু আমাদিগকে ত্বারের জন্ম তিন টাকা বিনা আপন্তিতে দিতে হইল। তাহার পর বে গাড়ীতে জিনিবপত্র আনিয়াছিল, ঐ গাড়ী কয়েক হাতমাত্র দূরে আদিয়াছিল, উহার ভাড়াও বিলক্ষণ বেশী দিতে হইল। কিছ বর্জাপেকা প্রধান একটা টিনের কুলে নক্তধানীক্রয়। উহার মূল্য क्लिकाणात्र प्रशासना, आमापिशतक देशात्र अन्न हत्र आना पिटल ट्रेन। আমাদের খাল্ডপামগ্রী আমরা নিজেই প্রস্তুত করিব মনে করিয়া, হোটেলের भानिकत्वत्र मत्क व्यामता त्कवम वामात्र वत्मावन्छ कत्रिमाम। विताल मन्नुर्ग অপরিচিত লোকনিগের মধ্যে আদিলে যে একটা মনের উত্তেত্তিতাবস্থা উপস্থিত হয়, সেটা একটু কমিলে, স্থবাতা থিচ্ছী রন্ধন করিয়া লইব মনে করিয়া, আমরা চাল मार्फेन, चानू প্রভৃতি আনিবার জন্ত বলিলাম। আমি রান্ধনী হইলাম **u**वः कालीकमन वाव बामात सांगाएमात इहेत्नन । कार्ड, मनना, हांछी প্रভৃতি मब जाना हहेन, **এবং जामता शांक कतिएक छोत्र**ख हहेनाम । जामता—वित्नवरुः আমি—অতি অবিচারে অবিবেচকের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম। রন্ধনশালাটী বল্পদেশের চাবাদের থড়ের কুড়ে অপেকা কিছু ভাল নয়; অল্প সময়ের মধ্যে छेहा (शंहात्र पूर्व हहेश (शन। य माउन आयता आनाहेशाहिलाय, উহা পাধরের মত শক্ত। এত শক্ত যে, পূরো তিন ঘন্টা গেল, তবু নরম হইল না। এ ছাড়া মারও অনেক প্রকারের অফুবিধা উপশ্বিত হইল। ফলে কি গাড়াইল ৷ চারি ঘন্টা অভি কঠিন পরিশ্রমের পর অভিবিশ্বাহ, যড দুর সম্ভব এক বিচিত্র স্মাহার্যাদামগ্রী প্রস্তুত হইল, চাউল, দাউল ও আলুর একটা দৈবাধীন পাচমিশালি। প্রারত্তি হয় না, অথচ বাধ্য হইয়া উহাই शाहेट इहेन। এই অবিবেচনার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা আমার মনে অধিক কট हिन। आभात मक भाषा धतिन-ममुनाय नतीत ज्यानक शत्रम ट्रेन-नाज़ीटज ক্ষরের বেগ উপস্থিত। কি যে আমার কট্ট বোধ হইতেছে, ভাছা বর্ণন করিতে পারি না। সমূজের বায়ু অক্ত সময়ে খুব ভাল লাগে, এখন বড়ই ঠাওা বোধ হইতে লাগিল এবং অসাধারণ কট উপস্থিত হইল। আমি বিছানায় গিয়া ভইলাম, এবং খুব গরম কাপড় চাপাইলাম। আশা, নিত্রা পেলেই কট কমিবে।

বৃহপ্তিবার ১ই এবং ওক্রবার, ৭ই অক্টোবর

"রহম্পতিবারের প্রাতে কিঞ্চিং জরবোধ লইয়া আমি শ্বায় হইতে উঠিলাম।
এখন আমর। নিজ হল্পে রন্ধনের অভিলয় ছাড়িয়া দিয়াছি; আবার
যে গত কল্যের মত প্রহসনের অভিনয় করিব, দে প্রবৃত্তি নাই। প্রাতরাশ ও
মধ্যাক্রভাজন ষ্পাসময় দেওয়ার ভার আমরা হোটেলরক্ষকের হল্পে অর্পা
করিলাম। কিন্তু হায়, অতিকইকর নিরাশা উপস্থিত হইল। খাছ সামগ্রী
যেমন বিশ্বাহ্ হইতে পারে, বরাবর তেমনি বিশ্বাহ। সকলগুলিই অপক্তই
সামগ্রীতে প্রস্তে। আমরা এ ছদিন অভ্যন্ত অন্থবিধায় ও অন্থবে কাটাইলাম।
ক্রমান্ত্রের সম্প্রবায় বহিতেছে, এই সম্প্রবায়ুসেবনেই আমাদের একমাক্র সহজাগ
এবং এই সম্প্রবায়ই রয়াল হোটেলের মর্যাদা। যাহা হউক, এ স্কান আমরা
একটুও ভালবানি না, যত শীল্ল এ স্থান ছাড়া যায়, ততই ভাল। যথার্থই রয়াল
হোটেল! লোকদিগকে বঞ্চনা করিবার অতি চতুর কৌশল। এ 'ছেড়ে দে কিদে বাচির' ব্যাপার! মেন্তর এন্থাইম্সের নি-ভিউ নামক হোটেল, যাহার
পূর্বের উল্লেখ কর। গিয়াছে, সেই হোটেলে শনিবারে যাওয়ার সমুদায় বন্দোবন্ত
করা গেল। আমি ভাল হইতেতি।

शनिवात. ४३ चाहीयत

"মেন্তর বার্টনের সঙ্গে হিনাব পত্র পরিকার করিয়া, নি-ভিউ হোটেলে ঘাইবার জন্ম গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই করা গেল। রয়াল হোটেলে ঘে সকল ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, তক্মধ্যে ছজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিবার উপযুক্ত—হোটেলের মালিক এবং আর এক ব্যক্তি মেন্তর জন। প্রথম ব্যক্তি রহু, কৌতুকী, গাওদেশ লোলচর্ম, নয়ন ক্ষুত্র ক্ষুত্র, মধ্যে মধ্যে আমাদিগের সঙ্গে নানা বিবয়ে আলাপ করিয়া আমাদিগকে পরিতুই করিতেন। দিতীয় ব্যক্তি লঘুকার, কীণাঞ্চতি, কৃষ্ণবর্গ ইউরেবিয়ান্। ইহার সাহিত্যে দক্ষতা এই পর্যান্ত বে, ইনি চিনাবান্ধারের ইংরেজী বলিতেঁ পারেন। হা! হা! তিনি এইরপ ইংরেজী কথা ব্যবহার করেন, 'They goes' 'we goes'। আমরা যে হোটেলে আসিলাম, এ হোটেল অভিস্কর, ইংরাজী রক্ষের সকল বন্দোবন্ধ, এবং সকল প্রকারেই স্থবিধা ও স্থাকর। এখান হইতে জমকাল সমুত্রের দৃশ্ত—আমার বলা উচিত ছিল,

মহাসাগরের দৃশ্র—দেখিতে পাওয়া যায়; কেন না ইহা বিশ্বত 'ভারতসাগর' সশুবীন করিয়া অবস্থিত। সমৃত্র এবং হোটেলের মধ্যভাগে সিকতাভূমি। স্থতরাং আমোদজনক পরিভ্রমণের পক্ষে বিলক্ষণ স্থবিধা আছে। হোটেল-রক্ষককে অতি ভক্র বলিয়া মনে হয়। তৃপ্তিকর প্রাভরাশ মধ্যাহুভোজন আমরা ভোজন করিয়া থাকি। ভাত, আলু, তরকারি, হ্ম এবং চিনি ইহাই আমার প্রধান থান্ত। কলিকাতা ছাড়ার পর, মনে হয়, এই আমি প্রথম তৃপ্তিকর থাত্য পাইলাম।

त्रविवात, अहे अस्ति।वत

"আমরা বুধবার হইতে সিংহলে আছি, অথচ এখনও এ দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার কিছুই জানিতে পাই নাই। আমাদের কৌতৃহল অতিপ্রবল। আমরা জানি না, কোণায় ঘাইব, কাহাদের সঙ্গ করিব। প্রাতঃকালে ट्रांटिनत्रक्क य्यस्त अमारेमन निःश्नीनिरानत चारांत वावशास्त्र किंदू কিছু অবগত করিয়া আমাদিগের কৌতৃহল চরিতার্থ করেন। দেশীয় জন-সাধারণসহত্ত্বে তাঁহার মত বড় ভাল নয়, তবে তুজন দেশীয় উকিলের বৃদ্ধি ও গুণের বিষয়ে তিনি খুব প্রশংদা করেন। দেশীয় লোকদিগের মধ্যে অনেকে শিকাবিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, ইহা তিনি বলেন। সিংহলিগণের ভূত প্রেতে প্রবল বিশাস। কোন কঠিন ব্যারাম উপস্থিত হইলে উহার। এক প্রকার অফুষ্ঠান করে, তাহাকে 'ভতের নাচ' বলে। ইহার অর্থ এই বে. তাহারা প্রায় সম্লায় রাত্তি রোগীকে খোলা বাতাদে রাখিয়া দেয়, এবং ভয়ানক চীংকার করে: এ চীংকারের অর্থ সম্ভবতঃ ভতের আবি-র্ভাবপ্রকাশক। মেন্ডর এফাইমস বলেন, দশটির মধ্যে নয়টি রোগী ইহাতে মরিয়া যায়। তিনি বৌদ্ধ পুরোহিতগণসম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু কিছু অবগত कतिरामन এবং विमानन, यिष्ठ छाँहात्रा अपनक ममरा विवाह करतन ना, कि ভয়ানক তুরাচারের কার্যা করিয়া থাকেন। প্রাভরাশ এবং মধ্যাহ্ন ভোজন উভয়ই উৎকृष्ठे, আহারের বিকৃত্তে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। দেবেক্সবাবু শ্যাশায়ী, তাঁহার নাড়ীতে কিঞ্চিৎ হ্ররবেগ উপস্থিত। আর गकरनद चाचामधरक किंदू म्लेडे कदिया वना नाम ।·····ः स्रामारनद कृथाद উত্তেক তত স্পষ্ট বুঝায় না, কিন্তু যখন আমরা আহারের সমীপবর্তী হই,

সিং**হল**ভ্ৰমণ

তথন খুব পেট ভরিয়া থাই। এ সকল সত্ত্বেও শরীরে তেজ উৎসাহ স্ট্রি নাই। আমরা তটভূমিতে বিলক্ষণ বেড়াই, এবং প্রচুর পরিমাণ সমুস্থবাদ্ব সন্তোগ করি। যথন উচ্চ তটভূমিতে দাড়াইয়া সাগরের উপরে নয়ন নিক্ষেপ করি, আমার অধিকৃত স্থানসম্ভেমনে অভিমান উপস্থিত হয়।

(मामनात, ३०३ चाहावत

"প্রাতরাশ এবং মধ্যাহ্নভোজন পূর্বের মত হৃত্য এবং স্থধকর। আমি কপন আশ। করিতে পারি নাই যে, দিংহলে আমার জন্ম ইংরাজী হোটেলে প্রতি প্রাতে এবং সায়কালে নিয়মিতরূপে বেশুন, আালু ও বিলাতী কুমড়ার ব্যঙ্কন প্রস্তুত হইবে। যখন এগুলি তরকারী এবং প্রচুর পরিমাণ ভাত পাই, তপন আমার অবস্থা মনে করিয়াই লইতে পার। উ:! আমি ভৃতের মত পাই। প্রাতরাশের পর আমরা গাড়ী চড়িয়া 'দিনামন গার্ডেনে' বেড়াইতে গেলাম। গাড়ী অভাস্ত হালকী। অশগুলি খুব বলিষ্ঠ, এবং অতি দ্রুভবেগে যায়; এত জ্রুত যায় যে, আমাদের সমুদায় পথে এই ভয়, কি জানি ব। আমাদিগ্রে ও ড়ো করিয়া ফেলে। উ:। আমরা রেলওয়ের গতিতে গাড়ী হাকাইয়া চলিলাম। উলানে প্তুছিয়া---উলান্টি আমাদের হোটেল হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে—আমরা এ দিক্ও দিক্ বেড়াইতে লাগিলাম এবং এ দেশে কি কি জাতীয় কৃষ্ণ জন্মিয়া পাকে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের সঙ্গে এক জন ভদ্র ইউরোপীয় আছেন, তিনি উত্যানস্থ প্রধান প্রধান ক্ষুও রুহৎ রুকের বিশেষ রুভাক্ত বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। আমরা এই সকল বৃক্ষ দেবিতে পাইলাম,—দাক্চিনি, কাঁঠাল, বেডফুট, চিনা, মেরগোজা, আম, দাড়িদ্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। উন্টাভিন্সীর কেনালের অপেকা বড় প্রশস্ত নয়, গিলের। নামক একটা নিশ্বলগলিল। কৃত নদী উভানের এক দিক দিয়া বছিল। মাইতেছে। তাহার। বলিল, এই নদী কুন্তীরপূর্ণ এবং দেই **জন্ত** বাগানের ধারে নদীর কতকটা বেড়া দেওয়া আছে যে, লোকে নির্সিদ্ধে সান করিতে পারে। আমরা একটি কুলীরের চাল গাছে ঝুলান দেখিলাম। তাহারা বলিল, ইটিকে ঐ নদীতে আর এক দিন চকে গুলি মারিয়া মারা চইয়াছে। আমরা ধ্রম বাগানে বেড়াইতেছিলাম, কতকগুলি সিংহলী বালক অনেকগুলি লাঠি হাতে করিয়া আমাদিপের নিকটে আদিল এবং চীংকার করিয়া বলিতে

লাগিল, 'দিনামন ষ্টিকদ, সার, বেরিগুড ষ্টিকদ, সার,' (Cinnamon sticks. Sir : Very good sticks, Sir.) এই বলিয়া তাহাদিগের হাতে যে একখানি ছুরী আছে, তাহা দিয়া লাঠি চাঁচিয়া আমাদের নাকের কাছে ধরিল এবং ধুব চালাকীর সঙ্গে বলিতে লাগিল, 'মেল লক, মেল লক, সার' (Smell look, smell look, Sir.)। উ:। এই ছেলেগুলি বড়ই বিরক্তি কর, তাহারা কয় ঘণ্টা যাবং ক্রমান্বয়ে বিরক্ত করিতে লাগিল। অহো দিবালোক, আমরা জানি না, কি করিয়া ইহাদিগকে দুর করিয়া দিব। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আমরা হোটেলে রওয়ানা হইলাম। রান্তার ধারে একটি বৃদ্ধমন্দির ছিল, তাহা দেখিবার জন্ত আমরা পথে থামিলাম। ঘরের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড বৃদ্ধমৃতি আমাদিগকে দেখান হইল। এই বৃহৎ মৃত্তির তুপালে তুইটী মৃত্তি আছে, মুখের গঠনে দেখিতে ঠিক একই প্রকার, তবে তদপেকা লঘু ও কীণকায়। এটি বুদ্ধজিমৃত্তি—কশুপ, গোত্য এবং কোণাগ্য। প্রাচীরে অনেকগুলি প্রতিমৃত্তি আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণু ও বন্ধার প্রতিমৃত্তি বৃহৎ ও সর্বব্যধান। এক রকম ভান্ধা সংস্কৃতে আমরা তত্ততা প্রোহিতের সহিত বৌদ্ধর্মসম্ভে অনেক কণ কথাবার্তা কহিলাম। আমাদের কথা এবং বৌদ্ধ পুরোহিতের কথা পরম্পর বৃঝিতে অনেক কট্ট হইল, এবং ইহাতে কি লাভ হইল? কতকগুলি সামান্ত অসম্পূর্ণ ইন্ধিতমাত্র, যাহার উপরে ধর্ষের বিশাস্যোগ্য বিবরণ বলিয়া কিছুতেই নির্ভর করিতে পারা যায় না। আমাদের অনেকগুলি প্রশ্ন ও জিঞ্চাদার উত্তরে পুরোহিত মাধা ঝুঁকাইয়া বলিলেন, 'এবম'। কথন কথন চকু মৃদ্রিত করিয়া বলিলেন, 'নান্তি'। কথন কপন তিনি তৃষ্টীভাব অবলম্বন করিয়া কেবল আমাদিগের দিকে বিশ্বিতনয়নে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, বন্ধগণ নির্বাণ ভিন্ন আর কিছুই সার সত্য নিত্য বলিয়া স্বীকার করেননা। এতভারা তিনি আমাদিগকে এই বুঝাইলেন, বিনাশই সত্য পদার্থ। এতত্বারা আমাদিগের মনে শুক্তবাদীর भक উপস্থিত হইল, যে মতে শৃষ্ঠই—সকল, এবং সকলই—কিছুই নয়। মাংসভোজনের বিক্লমে তিনি বিলক্ষণ প্রতিবাদ করিলেন বটে. কিছ তাঁহার মত এই প্রতীত হইল যে, তাঁহার মত ব্যক্তিগণের প্রেরিহিতসকলের) মাংস-ভোজন বিধিসিত্ব, কেবল নিজ হত্তে বধ না করিলেই হইল। এক্লপ মাংস-ভোজননিবেধে ফল কি, যাহাতে পুরোহিতগণেরও নিছতির সৃত্ধ পথ আছে ?

বড় অঙুড বিধি! প্রাচীরে চিত্রিভ অনেকগুলি মৃর্ত্তির মধ্যে নরকছ্ পাশীর অবস্থা চিত্রিভ আছে। উহাকে উর্কপদ করিয়া নরকায়িতে দগ্ধ করা হইতেছে, এবং ভৃটি রাক্ষস ভীষণ তীক্ষ ছুরিকাযোগে তাহার পরীর হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া লইতেছে। উঃ কি ভরঙ্কর দৃষ্ঠ! মন্দিরের নানা ভাগ দর্শন করিয়া আমরা সেই প্রোহিতকে প্রধান প্রোহিতের সঙ্গে সাক্ষাং করাইয়া দিতে অহ্যরোধ করিলাম। সে ব্যক্তি এভ বেশী কাল এবং দেখিতে এমন অভব্য যে, এক জন হাব্দী হইতে জাঁহাকে কিছুতেই ভেদ করিতে পারা যায় না। আমাদিগকে বসিতে বলা হইল—আমরা অনেক কণ পর্যন্ত বিস্থা রহিলাম, কিছ প্রধান প্রোহিত একবারও মুখ খুলিলেন না। যভগুলি প্রশ্ন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, সকলেরই উত্তর—নিক্তর। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বলিয়া উত্তর দিলেন না, অথবা নির্বেক গান্তীর রক্ষার অভিপ্রায়ে এরপ হইল, আমরা ইহার কিছুই ব্রিয়া উঠিতে পারিলাম না। এ কথা নিশ্চয় যে, যভ কণ ছিলাম, তত কণ তাহাকে বেশ গন্তীর দেখা গেল। আর কিছু দেখিবার নাই, স্তরাং আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

बक्रमगत्, ১১ই चड्डागत्र

"দেবেক্স বাব্ আঞ্চ অনেকটা ভাল। জলবোগের পর আমরা গাড়ী করিয়া ওয়াক ওয়েলী পাহাড়ে গেলাম। এটি একটি ক্স পর্বন্ধত, আমাদের হোটেল হইতে সাড়ে চারি মাইল দ্রে। এই পাহাড়টীর উপরে উঠিবার পথ খুব চড়াও নয়, খুব সোজাও নয়। আমরা গাড়ীতে ক্রমে ক্রমে উচুতে উঠিতে লাগিলাম, এবং অনেক দ্র ঘাইয়া তবে পর্বতের উপরিভাগে পইছিলাম। আমরা যত উপরে উঠিতে লাগিলাম, তত চারিদিকের বৃক্ষপ্তলি বেশ ক্ষমর ছোট দেখাইতে লাগিল, এবং উহারা যেন ক্রমে নীচের দিকে নামিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে চতুর্দিকের বন ও বৃক্ষের আছোদনের মধ্য দিয়া ছোট ছোট ক্টার ও বাকলা ঘর যেন মুব বাড়াইতেছে, এইরুণ দ্র হইতে যেমন দেখায়, তেমনি দেখিতে পাইলাম। শিবরোপরি আরোহণ করিয়া আমরা চতুর্দিকের ভূমগুলের দৃশ্র অবলোকন করিলাম। আহা, কি জমকাল দৃশ্র! আমার অস্তরে উহা কি যে আনক্ষ উক্রিক্ত ক্রিল, তাহা কথায় বর্ণন করা বায় না। আমার জীবনে এখন ক্ষমর দৃশ্র আমি কথন দেখি নাই।

নানাভাতীয় বৃক্ষ এখানে ওখানে ফুন্দর শ্রেণীবন্ধর্মপে অবস্থিত—নির্দান জলের ছোট ছোট নদী বক্ৰগতি হইয়া আন্তে আন্তে বহিয়া চলিয়াছে—কতকগুলি ছোট ছোট কাঠের ভেলা উহার বক্ষে ভানিয়া যাইতেছে। সকল বস্তুই এত ক্ষমর রক্ষের বিচিত্র ভোট ভোট দেখাইতেছে, বোধ হয় যেন চিত্রকরপ্রধান প্রকৃতি চিত্রফলকের উপরে ভোট ভোট করিয়া চিত্র করিয়া একথানি চিত্রপট আমাদিগের সম্বথে ধরিয়াছেন। আহা, সর্বতোভাবে অতি ফুন্সর দৃভা∗! আমরা কতকগুলি কাফীর ছড়ী ক্রয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আদিবার বেলা রাস্তায় একটি ক্ষদ্র পাহাডের উপর একটি বৌদ্ধমন্দির দেখিলাম। হাটিয়া মন্দিরে ঘাইতে আমাদের ক্লালে একট ব্যথা লাগিল-আমাদের অঙ্গপরিচালনা অতিমাত্রায় হইল। কি আশ্র্যা। কয়েক মিনিট হাঁটলেই পরিপ্রান্ত হইয়া পড়ি ? মন্দিরটি অতি পরিক্ষত, এবং সমূথে প্রশন্ত প্রাঙ্গণ • আছে। এই প্রাঞ্গণের মধ্যস্থলে পিরামিডের আকার একটা 'ডাগোবা. আছে: শুনিতে পাওয়া যায়, উহার মধ্যে বন্ধের দস্ত আছে। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আমরা দেখিতে পাইলাম কতকগুলি দিংহলী বন্ধা স্ত্রীলোক একথানি বান্ধালার এক কোণে বদিয়া একটি তরুণবয়স্ক পরোহিতের অধায়ন শ্রবণ করিতেছে। আমরা এ অধ্যয়নের কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তবে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি পরিচিত সংস্কৃত শব্দ, যেমন 'পুত্র' 'পৌত্র' 'হিংসা' ইত্যাদি, আমাদের কাণে ঠেকিতে লাগিল। পাঠ নাক হইলে বৃদ্ধা স্ত্রীগণ অঞ্চলিবদ্ধ হইয়া প্রাথিভাবে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল--সম্ভবতঃ ঐ শব্দগুলি ভক্ষিবাঞ্চক হইবে। আমরা এ স্থান ছাডিয়া ক্রভবেগে নীচে নামিলাম, এবং হোটেলে গেলাম: দেখানে গিয়া সন্ধায় যেমন বেডাইয়া থাকি, তেমনি বেডাইতে বাহির হইলাম। সায়ং ভোজনের পর হোটেলের কয়েক क्रम जन्मलारकत এकास्त अञ्चलार्थ शामलारहेत किছू अः म आदेखि कतिलाम। দ্বিতীয়াকের দ্বিতীয়, যাহাতে ফামলেটের স্বগত কথা আছে, এবং চতুর্থাকের যেন্ত্রলে বিশ্বয়োদ্দীপক প্রেতদর্শন এবং প্রেতের পশ্চাতে পশ্চাতে হামলেটের গমন বর্ণিত আছে, আমি তাহাই পাঠ করিলাম। আমাদিগের শ্রোতার

আরপর্বতের নির আদেশের বে সর্বোৎকৃত্ত দৃংগ্রন্থ বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, এ দৃষ্ঠদর্শনে তাছা আমাদিপের মনে উজ্জারপে পুনক্ষিত হইল।

মধ্যে লেক্টেনান্ট হাবিং নামে এক জন ছিলেন,—ইনি অতি নমপ্রকৃতি, অতি ভক্ত, এবং বৃদ্ধিনান্—ইহাকে দেক্স্পিয়রের ভাবগ্রাহী মনে হইল; কেন না ইনি দেক্স্পিয়রের কতকগুলি নাটকের বিষয়ে বেশ বোদার মত আলাশ করিলেন। ইংলণ্ডে নাট্যাভিনয় কি প্রকার হয়, আমাদের নিকটে তাহার কিছু বর্ণনা করিলেন, এবং ইংলণ্ডে গিয়া ছামলেটের অভিনয় দেখিতে আমাদিগকে অন্থরোধ করিলেন। দেক্স্পিয়রের নাটকসমূহের মধ্যে ছামলেট সর্বোধকর, আমার এ মতে ভিনি সায় দিলেন। সমগ্র আলাপের মধ্যে তাহার বিভাবতা, বৃদ্ধিয়তা এবং অনেক বিষয়ে অভিক্রতা বিশক্ষণ প্রকাশ পাইল।

बुधवात, ३२वे चाङ्कोवत

"যে সকল লোকের মধ্যে সম্প্রতি আমরা বাদ করিতেছি, তাহাদিগের আচার, ব্যবহার, সামাজিক ও গার্হস্বা ব্যবস্থা, ধর্মসম্পর্কীয় এবং সাহিত্য- , नवसीय अवर्गतवान विषय काननार्छत क्रक आमता वर्ष्ट वास व्हेसा পড়িয়াছি। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, আমরা বাড়ী ছাড়িয়া এত দুর আশিলাম, এখন যদি কেবল পি-ভিউ হোটেলের ভূগোলদংস্থান এবং উহার জন কয়েক পাস্থ এবং হোটেলের কর্ত্তপক্ষকে মাত্র জানিয়া ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে আমার নিজের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠরতাচরণ হইবে। यদিও আমরা সিংচলঘীপে অল দিন বাদ করিব, তথাপি এই অল্পিনের মধ্যে অধিক কাজ করিয়া লইব, আমরা স্থির করিয়াছি। বেকন বলিয়াছেন, "সমধিক-লাভে তোমার দেশভ্রমণ সংক্ষেপ করিয়া লও:" আমাদের তাচাই করিতে हहेरत। आक भर्षास प्रभीय माक्त्यत महत्र मान माना भविष्य हहेबाह. তাহাদিনের বাহিরটা কেবল আমাদের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। দিংহলিগণের মুখ নানা প্রকারের-সাধারণতঃ অনেকে মলম্বাতির মত-কভককে বর্ষাদেশীয়-গণের স্তায়, কতককে মুদলমানদিগের স্তায়, কতককে বান্ধালিগণের মত দেখায়। আমরা একজন পুরোহিতকে দেখিয়াছি, যিনি দেখিতে গোগাঞের मछ ; चात्र चात्रक हावतीत्र मछ धात्र कृक्ष्यर्ग । चात्रक वृत्र क्यन मुक् দেখিয়া স্ত্রীপুরুষ বৃঝিতে পারা বার না। স্থামাদের দেশের ছিলড়াদের মত তাহারা রন্ধীণ বন্ধ শরীরের অধোভাগে অড়ার এবং তাহাদের মাধার

কচ্চপের পোলার চিরুণী থাকে। এ চিরুণী এমন করিয়া নির্মাণ করা যে. মাথার ঢালু দিকেও থাকিয়া যায়। তাহারা প্রায়ই লম্বা চুল রাথে। এই चौर्ल जात मकल जर्लका नातिरकल, कला, माक्रिकि, जाग्रकल, এवः जान অধিক পরিমাণে জন্মায়। এখানকার নারিকেল দেখিতে যদিও বাঞ্চালাদেশের নারিকেলের মত, ইহার সারভাগ বান্ধালাদেশের নারিকেল অপেকা স্থমিষ্ট। এখানে দারুচিনি অতি আদরের বৃষ্ণ। ইহার ছাল হইতে দারুচিনির তৈল, পাত। হইতে লবকের তৈল, উহার মূল হইতে কর্পুরতৈল পাওয়া যায়। चामि मासूरव होना मिश्हली शांडीत कथा विलग्नाहि, এथन वलानत शांडी কয়েকথানি দেখিতে পাইলাম। এ গাডীগুলি বড। যদিও নারিকেল পাতার প্রকাও চাপ্পর থাকাতে অত্যন্ত ভারী বলিয়া মনে হয়, তবুও হান্ধী। আজ কাল আমর। অতি মনোরম উষাকাল সম্ভোগ করিতেতি। এ সময়ের শীতन মনোজ বহুমান সমুদ্রবায়, श्লिश्व আলোকপ্লাবনে সমুদায় প্রকৃতিকে স্বাত করিয়া ভাসমান স্কুমার চন্দ্রকিরণ, সমুদ্রের জলনিষেক এবং তুর্গ-প্রাচীরোপরি ইতন্তত: পদস্কালনকালে আমাদের মধুর আলাপ, এ সমুদায় আমাদের সময়কে স্থপকর ও সাম্বনাদায়ক করিবার জন্মই যেন একত মিলিত হইয়াছে। অহো, এমন সময় সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত আমি সমুদায় সংসার দিতে পারি।

ৰহম্পতিবার, ১৩ই হাক্টোবর

"প্রধানতঃ সম্দ্রদর্শনজন্ম গৃহ, পরিবার ও বন্ধু ছাড়িয়া আদিয়াছি। গ্রন্থ হইতে আমি উহার যে মহত্ব ও শোভনত্বের ভাব উপার্জ্জন করিয়াছি, সেইটি ব্যঃ অফুভবগোচর করিবার জন্ম এই দ্র দেশে আদিতে সাহদ করিয়াছি। অহো, দমধিক পরিমাণে আমার পুরস্কার লাভ হইয়াছে! আমাদের গৃহের বাতায়ন হইতে কয়েক হাত দ্রেই রহং ভারতদাগর! ইহার উচ্চনীচায়মান ফ্লার তরক্ষমালা গভীর নীলবর্ণ; কিন্তু মতই উহারা ক্লের দিকে অগ্রন্থ হয়, ততই উহারা হরিং বর্ণ হইয়া ক্রমান্থরে আমাদের চক্ষ্র ভৃতির সাধন করে, এবং আমরা উহাদিগকে প্রাত্কোল হইতে মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন হইতে শিশির্দিক সাম্বাল পর্যন্ত সম্ভোগ করিয়া থাকি। সাগরের সলিল প্রত্তরময় তটে আহত হওয়াতে বে গর্জন ও গোঁদোঁ। ধানি উথিত হয়,

উহা অবিশ্রান্ত আমাদের কর্ণে আদিয়া বাধে। আহো, আমি এ গভীর ভয়বিশ্বয়োদীপক ধানি কথন ভূলিব না। আমার মনে হয়, এ যেন কোন শিকার এই প্রকাণ্ড বক্ত জয়র ভীষণ পর্জন। রাত্রিতে যথন আর সকল মৃতবং দ্বির শান্ত হয়, তথন উহা দশগুণ আরো ভয়য়র হয়। গভীর রক্ষনীতে যথন কোন কারণে আমাদের নিজা ভালিয়া যায়, তথন আমরা কত বার কেমন মনোনিবেশপূর্বক উহা প্রবণ করিয়াছি। এই ধানি বিপ্রামণ্ড জানে না, নির্ভিণ্ড জানে না। দিনই হউক, আর রাত্রিই হউক, ঝটিকাই হউক, আর প্রশান্তাবস্থাই হউক, বৃষ্টিই হউক, আর গুকাবস্থাই হউক, গাগর সর্বাদাই গর্জন করিতেছে। প্রকৃতি কথন নিজা যান না, হে মানবগণ, ভোমরা উঠ, কার্য্য কর, এবং তাহার অধ্যাপনভবনে পরিপ্রমণ্ড কার্যপ্রস্থিত অধ্যমন কর। একটু সকাল সকাল মধ্যাহতোজন সমাধা করিয়া আমরা 'সিনামন গার্ডেনে' গাড়ী হাকাইয়া চলিলাম। অভিপ্রায় এই, উহার পাশ দিয়া যে নদী বহিয়া যাইতেছে, উহার ক্লে আমোদ করিয়া বেড়াইব। আমরা এই উভানে রঙ্গনী কর্তুন করিলাম। এপানে শীতল স্থপকর গৃহ আছে।

कवात, ३०३ व्यक्तीवत

"আমরা রাত্রিশেষ ংটার সময় শ্যাত্যাগ করিলাম, এবং কিছু চা ধাইয়া আমরা যে নৌকায় বেড়াইতে যাইব, সেই নৌকায় সোফায় গিয়া আরামে বিদিলাম। বেড়াইবার জক্ত আমাদের দেশে যে প্রকার নৌকাব্যবহার হইছা থাকে, এ নৌকা দে প্রকারের নহে। পূর্বেষ যে কাঠের ভেলার উল্লেখ করা গিয়াছে, ঐ কাঠের ভেলা ছইখানি খুব কাছা কাছি রাখিয়া, উহার উপরে কতকগুলি কঞ্চি আড়া আড়ী ছড়াইয়া দিয়া ভেলার সঙ্গে দৃচ্নপে বাছিয়া দেওয়া হয়, এবং উহার উপরে ঘনবুনাট নারিকেলের পাতার ছায়রে ভেলার চারি তাগের তিন ভাগ আছাদন করিয়া দেওয়া হয়। ছায়রটি ভেলার উপরিভাগ হইতে বিলক্ষণ উচ্চ। চার্রিজন মাছ্যুবে ভেলার দৃরতর প্রান্তভাগে বিদ্যা দাড় টানে। এই আমাদের আমোদ করিয়া বেড়াইবার নৌকা। এই নৌকার সঙ্গে আহারের আরোজনের জক্ত আমরা ঐরপ আর এক থানি নৌকা লইলাম, তাহার উপরে ছায়র নাই। 'ণটার সময়ে আমরা নৌকা ছাড়িলাম। পরে আমরা আনক ক্রমর দৃক্ত সংস্কোগ করিলাম।

नमीम-आম পূর্বেই বলিয়াছি, বন্ধদেশে ইহাকে ক্যানাল বলিত-স্থলর সুনার ক্ষেত্র, বিবিধ জাতীয় বুক্ষ, ভীষণ গভীর বন, ইক্ষুক্তের, বিবিধ বুক্ষগুলো ঘন আচ্চাদিত উচ্চ শিলোচ্যয়, এই সকলের মধ্য দিয়া বক্রগমনে বহিয়া যাইতেছে। কতক দুর উজাইয়া যাইতে যাইতে আমাদের প্রাতরাশ প্রস্তুত হইল, আমরা গুণিমল্লঘ নামক স্থানে প্রাতরাশগ্রহণের জন্ম অবতরণ করিলাম। আমর। একটা বাঙ্গালাতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দেখানকার একটি বৃদ্ধ লোক আমাদিগকে উপবেশন জন্ত জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন চৌকী দিলেন. এবং অমুপযুক্ত আদনের দোষ পরিহার জন্ম সিংহলী ভাষায় অমুনয় বিনয় প্রকাশ করিলেন। আমরা উৎক্রষ্ট প্রাতরাশ ভোজন করিয়া আমাদের নৌকায় ফিরিয়া গেলাম। আমরা যে বাভিগাম যাইব, মনে করিয়াছিলাম, দেখানে দেডটার দময়ে পঁছছিলাম। কয়েক পদ অগ্রদর হইয়। আমরা একটি ক্ষুত্র পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম, এবং আমাদিগকে একটি প্রশন্ত হন দেখাইয়া দেওয়া হইল। উহার এক ধারে একটি সামান্ত রকমের গ্যালারী আছে. ঐ গ্যালারীতে এবং এখানে কয়েক খান ওখানে কয়েক খান এইরূপ অনিয়মিতভাবে সঙ্কিত কাষ্ঠাদনে কতকগুলি বালিকা বদিয়া আছে, এবং একটি মধ্যবয়ন্ধা স্ত্রীলোকের নিকটে সেলায়ের কাজ শিথিতেচে: স্ত্রীলোকটীকে সম্ভ্রাস্ত বলিয়া মনে হইল না। এইটি 'চার্চ্চমিসনের পিত-মাতৃহীন বালিকাগণের পাঠশালা।' এথানকার ছাত্রীগুলি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত। এটান মিসনারিগণের কি অধাবসায়, কি সাহসিকতা! নকল প্রকারের ভয়ানক বাধা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সাগর মহাসাগর পার হইয়া যান, এবং পৃথিবীর অতি দূরতম প্রদেশ ভেদ করিয়া দেখানে ঈশীর জয়নিশান নিধাত করেন। আন্ধলাতগণ, সাহদিক কার্যো প্রবৃত্ত হইবার জন্ম পুরুষকারসহকারে পরিশ্রম কর, এবং সেই দিনের জন্ম আশা করিয়া প্রতীকা করিয়। থাক, যে দিন পৃথিবীস্থ জননিবাদের সকল স্থান আদ্ধর্ম অধিকার করিবে। অতঃপর আমরা বাডিগাম চার্চে গমন করিলাম। এটি একটি ইট্রকনিস্মিত গ্র-উচ্চ এবং স্বথে উপবেশনযোগ্য-ইহাতে একটি পুলপিট ও অর্গান আছে, কাষ্ঠাদনগুলি দাধারণ রক্ষের। ইহার মেঝিয়ার উপরে চারিদিকে বারাণ্ডা আছে। এ বারাণ্ডায় বিখ্যাত লোকদিগের মৃত্যুন্মরণার্থ কতকগুলি খোদিত প্রস্তরখণ্ড আছে। এই দ্বান হইতে চারিদিকের এবং নিমের দৃষ্ঠগুলি বেশ ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দৃষ্ঠ বিশেষ অদ্ত বলিয়া মনে হইল। কতকগুলি পর্বতের উপরিশ্ব বৃক্ষলতাদির বর্ণ নবীন হরিং, আর কতকগুলির উপরে বৃক্ষলতাদির বর্ণ ঘোরাল, এ চুইয়ের বিপরীত বর্ণে দুখাটি অতি ফুলর দেখাইতেছে। এরপ বর্ণের ভিন্নতা কেন হুইল, ইহা নিষ্কারণ করা সহজ নহে। কতক ক্ষণ যাবং আমাদের এই শুম ছিল, কতকগুলি পর্বতের উপরে নতন উদ্ধিদ জ্বিয়াছে, এবং আরু কতক-গুলির উপরে জন্মায় নাই। কিন্ধ, আহা, এরপ নয়। সূর্বোর কিরণ পডিয়া এইরপ বর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে: কেন না. অল্লকণের মধ্যে আমরা দেখিতে পাইলাম, হরিম্বর্ণ ক্রমে গভীর হইয়া আসিতেছে। এইরূপে কড ক্ষণ চারি : দিকের দুর্গুণোডা সম্ভোগ করিয়া আমরা নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, এবং तोका वाहिया मिनामन गार्डितंत्र मिरक हिनलाम। यहा अल्गमन कतिन. সায়ভাল আরম্ভ হইল, আমরা উভানে গিয়া প্রচলাম। ভোজনের পর্বে আমি, সত্যেক্স বাব এবং কালীকমল বাবু নদীর সন্মুখন্থ চাদনীতে গিয়া বসিলাম এবং আমাদিগের থাকিবার প্রণালী কেমন সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলাম। আশর্য্য পরিবর্ত্তন, এরপ আমি কখন আশা করি নাই। আহার, পরিচ্ছদ এবং নিজা এ সমুদায় বিষয়ে হিন্দভাব একেবারে চলিয়া গিয়াছে। আমাদের হিন্দবন্ধগণ যদি এখন আমাদিগকে দেখিতেন, তাঁহারা কি বলিতেন। বাডীতে গেলে স্বামাদের উপরে যে ভয়ন্বর স্বত্যাচার উপস্থিত হইবে, ত্রিষয়ে আলাপ হইল; কিন্তু অত্যাচারে কি হইবে ? আমরা কি সে জলু তু:পিত বা অসম্ভট হইব? নিশ্চয় নয়, আমাদিগের অভিপ্রায় শিক্ষ হইয়াছে। আমরা একটি নৃতন রাজ্য পাইলাম, মান্তবের যেমন হওয়া **ठाइ. जामारमुद्र कीदन कथिकर उाहाई हुईम। जामामिरभद्र এई माहमिक** কাৰ্ণো যে আমৱা কুতাৰ্থ ইইলাম, তক্ষ্ম আমৱা ঈশুৱকে মহিমাৰিত কবি এবং তাঁহাকে ধন্তবাদ দি।

मनिवात, ३०३ अस्तिवत

"আৰু আমরা নদীতে সান করিলাম। সানটি" বড় আরামের হইল। আমাদের প্রাতরাশগ্রহণের সময়ে একটি বনুকের শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ

করিল। তথনই হিউম গাহেব—বাঁহার হাতে বাগানের ভার—আমাদের নিকট একটা গুয়ানা আনিয়া উপস্থিত করিলেন, উহার ঘাড়ে গুলি লাগিয়াছে। এটি গোধাজাতীয় জন্ম এবং ইহাকে একটা প্রকাণ্ড গিরগিটী বলিতে পারা যায়। যে ভদ্রলোকটার নাম উল্লেখ করা গেল, ইনি আমাদিগের সঙ্গে সকল সময়ে অভিভদ্র ব্যবহার করিয়াচেন। আহারান্তে আমরা তাঁহার নিকটে কিছু বীজ ও মূল চাহিলাম—বিশেষতঃ দারুচিনির—দেখিব যে, আমাদের দেশে উহাদিগকে জন্মাইতে পারা যায় কিনা? আমাদিগের প্রার্থনা প্রচুর পরিমাণে তিনি পূর্ণ করিলেন; আমরা গাড়ী হাকাইয়া হোটেলে চলিলাম। আমরা সায়ন্বালে যখন তুর্গপ্রাচীরে বেড়াইতেছিলাম, তখন তিন জন শারদি . ভদ্রলোককে দেখিতে পাইলাম। তথনই আমরা তাঁহাদের দক্ষে পরিচয় করিলাম, এবং দীপন্তস্তের মলে বদিয়া কতক কণ তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিলাম। এথানকার দ্রব্যজাতের হৃশ্ ল্যবিষয়ে আমাদের অসন্তোষ-প্রকাশে তাঁহারাও যোগ দিলেন এবং আমাদিগকে ববে যাইতে অফুরোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, কলিকাতা হইতেও দেখানকার খাল সামগ্রী প্রভৃতির মূল্য স্থলত। আমাদের আহারান্তে এক্রাইমস সাহেব আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া মেম্বর কোলেমান নামক একজন হোটেলরক্ষক, নিলামকর্ত্তা এবং অক্যান্ত কার্য্যে নিযুক্ত এক ব্যক্তির নিকটে লইয়া গিয়া **তাঁহার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন**। আমাদের দেখানে যাইবার বিশেষ অভিপ্রায় এই যে, আমরা শুনিয়াছি. তিনি বেশ সেক্সপিয়র অধায়নে দক্ষ, তাঁহার অধ্যয়ন প্রবণ করিয়া বিশেষ আমোদ লাভ করিব। আমরা যত দুর আশা করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা আমোদ থুব ভারি রক্ষের হইল। 'ফামলেট,' 'ডোমরা যেমন ভালবাস,' 'অটম-হেনরী' এবং 'রোমিও জুলিয়েট' হইতে অধিকাংশ গুহীত 'সেকম্পিয়ারের গৌন্দর্যা' নামে খ্যাত অংশগুলি তিনি অতি পরি**ভদ্ধ বা**রে বিলক্ষণ নিপুণতা-স্তুকারে আবৃত্তি করিলেন। আমরা বলিতে পারি, তাঁহার অধ্যয়ন তাঁহার ও দেক্ম্পিয়ার উভয়েরই গৌরববর্দ্ধক। তাঁহার অধ্যয়ন শেষ হইলে, তাঁহার অহরোধে আমিও হামলেটের চুইটি স্থাত কথন অভিনয়প্রণালীতে আবৃত্তি করিলাম। অনস্তর তিনি এক জন আমেরিকান এফ, আর, এস, এক জন मुगकाहे श्रातक, এक वन क्लेकीय अवः व्याखनीस्त्र आस्मानकत ग्रह বলিলেন। গল্পগুলি বড়ই আমোদজনক! দেশীর চাবাদের গান এবং অস্তান্ত গানে আমোদ পরিসমাপ্ত হইল। এই গানে কি প্রকার হাসি ও আমোদ হইল, বর্ণন করিতে পার। বায় না। দেশীয় চাবাদের গানে এত আমোদ হইল বে, আমাদের আহলাদ আর আমাদিগেতে ধরিল না। আমরা বড়ই হাসিখুসিতে সময় কাটাইলাম। কোলেমান সাহেব আমাদিগকে এমন জমকাল আমোদ দিলেন বলিয়া, আমরা তাঁহাকে ধন্তবাদ দিয়া, রাত্রি বারটার সময়ে হোটেলে ধিরিয়া আসিলাম।

अवियात, ३७३ चाहावत

"मिन मिन आमारमद सामा जान शहेरजरह । कथा वृद्धि शहेरजरह, रन, উল্লম ও উৎসাহের অভাবের বিষয়ে কয়েক দিন পূর্বেষ যে তু:খ প্রকাশ করা গিয়াছে, এখন দে সমুদায় আবার ফিরিয়া অসিতেছে। বাহা হউক, এখন আমাদের ধাত্র অবস্থা আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না— चामारात्र निकरते छेह। चड्ड त्रकस्मत्र मस्न हव। यन कथा धहे, धथन আমরা বিদেশে, এ দেশের জল বায় আমাদের মত্যন্ত হয় নাই। বাল্যকাল হইতে যাহা কিছু আমাদিগের অভান্ত হইয়াছে, তাহা হইতে এখানকার সমলায় ভিন্ন। তথাপি আমাদের আশা আছে, কতক পরিমাণে স্বস্থতা লইয়া আমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব। আমাদের যে ছুইটি অভিপ্রায় চিল, জাতার মধ্যে একটি কথঞিং দিছ ত্রল। সিংচল ও সিংচলিগণ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের যে আর একটি অভিপ্রায় ভিল, তাচা আরু পর্যায় শিক্ষ হয় নাই। আমার আশহা, যত দুর তৎসহত্তে জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন, তাহা হুটবে না। কারণ এক স্থানে আর দিন বাস, সে স্থানের লোকদিগের আচার ব্যবহার এবং তাহাদিগের অন্তর্কাবস্থান জানিবার ও অধ্যয়ন করিবার পক্ষে প্রচর নছে। আমাদের অবস্থা ও উপারে, যত দুর হইতে পারে, দেশীয় লোকদিগের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা মত্ব করিতেছি। গুহ, আরীয় বদ্ধ হইতে আৰু কুড়ি দিন হইল ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, পৰ্বতে এবং সমুদ্র স্মামার এবং তাঁছাদিগের মধ্যে বাবধান হইরাছে, পরস্পরের মধ্যে একটিও गःवाम चारम यांत्र नाहे-हिंश मन्त्रुर्न मीर्चनित्वनहे खटि! किन्न चान्ध्वा। भारताहरू विकास तक्रम स्थाना इट्टेंगा शास्त्र. किन्न क विकास स्थान दिल्ला

*ज्यमास्त्रि नारे । शृश् ও तक्षुशांशत मित*क जामात्र िस्त्रा ज्ञानक ममाप्त धाविज इग्र ना। यथन आभि ऋतम পরিত্যাগ করিলাম, তথন আমার মনে इहेबाहिन, भूटह बक्कवर्गम्दना ८४ मकन आस्मान म**रहा**श कतिजाम, ममुनाय বিচ্ছেদের সময়ট। তাহারই স্মরণে আমায় ব্যতিবাস্ত করিবে, আর আমি গ্রে ফিরিয়া যাইতে নিয়তই ব্যস্ত থাকিব: এখন দেখিতেছি. সে সকল চিস্তা কলাচিং আমার মনে উদিত হয়। এরপ কেন হইল ? যদি আমি আমার প্রিয় দেশ ও গৃহ হইতে নির্বাদিতের স্থায় এই বিদেশ-ভূমিতে আদিয়া পড়িয়াছি, তবে কেন আমার চিস্তা ও ভাব সেই সকলের দিকে নিরস্তর ধাবিত इय ना ? जामि (य. तकल इहेट्ड विष्ठित इहेग्राडि! तख्ड य, जामात मस्नत উপরে আমার বর্ত্তমান অবস্থার প্রভাব এত বহুদম্পদ্যুক্ত, এত উৎসাহ, এত মহত্ত ও উন্নতিবৰ্দ্ধক এবং মৃথ্ধকর যে, দে সকল ছাড়িয়া তুলনায় তুচ্ছ ও সামান্ত বিষয়ের দিকে মনোভিনিবেশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় ন।। প্রতি विषयात्रहे উপযুক্ত तन् कान बाह्य,--- नमुम्, नमुम्याय, निःहन এখন खाभात চিস্তা ও অন্ধ্যাননিয়োগের বিষয়, প্রকৃতির মধ্যে যাহা মহুং, গভীর ও স্থানর, এখন আমার হানয় তাহাতেই সংযুক্ত হওয়া সমূচিত--যাহা কিছু मकीर्न, मीमावक, उच्छ এवः स्थात वक्ष, रायन तन्न, शृह, आश्रीय, सक्रत, तम সকল, যাহা মহং, উন্নত এবং বৈশ্বজনীন, তাহার নিকট অবশ্ব পরাজয়ন্বীকার করিবে। পরিবার ও বন্ধবর্গের দক্ষ পুনরায় সম্ভোগের বিষয় হইবে, কিন্তু কে জানে, এখন আমার চারি দিকে যে স্থমহৎ দৃষ্ঠ, ইহ। ভোগ করিবার পুনরায় खराग रहेरव कि ना? य अब कराक निन शांकिव, रम कराक निरान पूर ভাল বাবহার করিয়া লই। आমাদের দেশে যেমন ঋতুপরিবর্ত্তন আছে, এখানে দেরণ ঋতুপরিবর্ত্তন বুঝা যায় না। শীতকালে সচরাচর যেরূপ ঠাণ্ডা থাকে, তদপেক্ষা বাতাদ একটু বেশী ঠাণ্ডা, কিন্তু গায়ে তত বিংধ না, এবং ইহার জন্ত সায়ংকালে ভদ্রলোকদিগের সমূদ্রের ধারে বেড়ানও বন্ধ করিতে হয না। বঙ্গদেশাপেকা এ দেশ নাডীমগুলের নিকটবর্তী বলিয়া ইহার উঞ্চতা অধিক, কিছু বার মাদ দিবারাত্রি সমুদ্রবায়ু বহে বলিয়া বায়ু শীতল থাকে, এবং উফতা অফুভব করিতে দেয় না। সমুদায় বংশর বৃষ্টি হয়, কথন সপ্তাহে সপ্তাহে, কখন পক্ষে পক্ষে, কখন একেবারে দিবারাত্রি।

गायबार, ३११ पढ़िश्य

"मञ्जास निःश्नी पिभटक मुप्तनियात वटन। चान छांशांपिरभत करमक बारा मार्क आंग्रामिर्शत माकार हहेवात कथा। निःहनिगर्भत स्थानात-वावहात ক্লানিবার কৌত্তল চরিতার্থ করিবার ক্ষন্ত আমরা মেন্তর এক্লাইমলকে অমুরোধ করিয়াছিলাম, তিনিই সাক্ষাতের আয়োজন করিয়াছেন। আমাদিগের জলযোগের কিছু পূর্বে তাঁহারা আদিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক কন क्रश्चिमत्कार्टें हे के बिद्धिकार, जात अक बन जानीय लाकगण्यत मध्या। हैहानिश्वत मृत्य चात्र पृष्टे क्रम छल्टलाक चानिशास्त्रम, मध्यपणः हैहात्रा তাহাদিগের আত্মীয় কুটুছ। এ কল্লেক জনই গ্রীষ্টধর্মাবলম্বী, এবং ইহাদিগের পরিচ্ছদও এক নুতন রক্ষের; বলা যায়, আধ সিংহলী, আধ ইংরাজী গোছের। यमि छैहाता निक्चित, हैहामित्नत माथाय किन्नी चाह्य। चामात मत्न हम, এটি দেশীয় লোকগণের মধ্যে সম্প্রের চিহ্ন। ইহাদের সঙ্গে আমাদের স্থার্য चानाभ इडेन এবং मिश्रशभात वर्षमान कान, धर्म এवः ममास्कत चवन्।, এवः তাহাদিশের মধ্যে সভ্যতার কত দুর উন্নতি হইয়াছে, এ সকলের বিবরণ অবগত হওয়া গেল। আলাপের সক্ষে অক্তান্ত কথাও চইল। সর্বাপেকা একটি বিষয়ে আমরা নিতাম আশ্রাাধিত চইলাম। এই ভদ্রলোকঞ্চলি ঞ্জীইধর্মাবলম্বী, অধুচ ইচাদিগের পত্নীগণ বৌদ্ধ, ইচারা বেশ একত শাস্তিতে वाम करत्रन। आभारमञ्ज सम्मीय वाक्तिग्रंग हेटा कथनहे मध्य कतिराजन ना, সম্ভাষ তিক্সমাজ জোধৰেবে একেবারে উপপ্লত হইয়া উঠিত। অভ্নস্থান করিয়া জানিতে পাওয়া গেল, যদিও এ দেশের লোকদিগের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা আছে, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে উহার কোন সংশ্রব নাই, উহা কেবল সামাজিক. এবং পদ ও ব্যবসায়ের উপরে নির্ভর করে ৷ তদমুদারেই দেশমধ্যে মংক্রমীবী ভাতি, বন্ধক ভাতি, শৌতিক ভাতি ইত্যাদি আছে। ভাতির সঙ্গে ধর্মের সংস্রব নাই বলিয়াই লোকেরা औहाনগণের সঙ্গে আহারবাবহারে কিছুমাত্র কৃষ্টিত নতে: কিন্তু বড জাতি ছোট জাতির সঙ্গে কথন আহার ব্যবহার করে ना। निकामश्रक्त जैविक विवरत सना श्रम, धरे बीर्ण केंद्रमःशा जिमि বিদ্যালয় আছে। উহার কতকগুলি কেবল বালিকাদিগের শিক্ষার জন্ত। বালিক।-গণ পাঠ, লেখা, শেলাই প্রভৃতি শিখিয়া থাকে। আর কলবোতে একটি

"মেকানিকৃদ্ ইনিষ্টিটিউট" আছে, উহাতে স্তর্ধরাদির কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া थारक। करम्रक जन এ दिमीय नाक किनकाजाय 'विमन्तृ करनक' এवः 'रमिडिटकन करनटक' अक्षायन कतिरङहिन। সম्माय छैरमटवत मर्या द्योरकत জন্মদিনোংস্ব উল্লেখযোগ্য। ইহা জৈয়েঠ মাদে খুব ধ্মধাম করিয়া নিম্পন্ন হয়। বৃদ্ধর্ম কি, শতেকের মধ্যে এক জনও বুঝে না, এই বে আমার বিশাস, তাহা আরও স্থৃদৃঢ় হইল। দিংহলিগণের ধর্মদয়ত্তে ঔলাস্ত এক প্রকার জাতীয় ভাব হইয়া পিয়াছে। যদিও ইহাদিপের মধ্যে রোমাণ ক্যাথলিক, প্রটেষ্টান্ট, ওয়েদলিয়ান এবং প্রেদ্বিটেরিয়ান আছে, কিন্তু ইহারা ধর্মের জন্ম ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ। সচরাচর বিশাস এই যে, ইহার। 🚾 স্বার্থসাধনের জন্ত ধশাস্তর গ্রহণ করিয়াছে। বৃদ্ধেরা জগতের স্টি মানেুনা, উহা এক প্রকার স্বয়ং সৃষ্ট। ইহারা পুনর্জন্মে বিখাদ করে। দানই পুরোহিত-গণের জীবিকা, কিন্তু তাঁহারা দান চাহিতে পারেন না। যথন ইচ্ছাপুর্বাক কেই দান করেন, সেই দান গ্রহণ করিতে পারেন। মাংসভোজন যদিও ধর্মে নিষিদ্ধ, কিন্তু আমরা শুনিলাম, দেশীয়গণ যথেচ্ছ মাংসভোজন করিয়া থাকে। কাণ্ডিয়ানগণ যদিও অক্তান্ত সমুদায় মাংস ভোজন করে, তবুও কয়েক বংসর পূর্বে তাহাদিগের গোমাংসভোজনে আপত্তি ছিল; এখন গল এবং কলম্বোর লোকগণ যেমন গোমাংসভকণ করিয়া থাকে, তেমনি তাহারাও ভক্ষণ করে। দশ পনের বৎসরের মধ্যে দেশীয়গণের সভ্যতার সমধিক উন্নতি হইয়াছে, বিষয়কর্মে নিযুক্ত মুদলিয়ারগণের এ সম্বন্ধে প্রমাণ আমি আহলাদের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি। মুদলিয়ারগণের নিকটে আমরা যে বিবরণ অবগত হইলাম, ভাহাতে সম্ভষ্ট হওয়া যাইতে পারে না। কেন না, ইহারা এটান, থাটি নিংহলিগণের আচারবাবহারসম্পর্কে পরিষার দৃষ্টি প্রাপ্ত হইবার পক্ষে ইহার। উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন। আমরা এমন একজন সিংহলী চাই, যাহার মধ্যে বিদেশীয় কোন ভাব প্রবেশ করে নাই। আমাদের এই কৌতৃহল চরিতার্থ করিবার জ্বন্ত আমর। অপরাঞ্লে বাজারে বেড়াইতে গেলাম। মেন্তর পেট্রিক ম্যাক্ষ্যাহন নামা হোটেলসংক্ষত এক জন বহীঘান্ অতি সংক্ষতাৰ ব্যক্তি আমাদের পথপ্রদর্শক হইলেন। কোথাও অল্পলোক, কোথাও বেশী লোকের ভিতর দিয়া আমরা চলিলাম এবং বাজারে যে সকল জিনিব বিক্রয় হইতেছে,

তংপ্রতি কটাক্ষনিকেপ করিয়া যাইতে লাগিলাম। আমাদের কেবল কটাক্ষনিক্ষেপই হইল, কেন না স্থান জনতায় পূর্ণ, এবং মেছো হাটার ছুর্গত্বে বমি
আইনে; স্থতরাং আমরা যত শীন্ত্র পারি, তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আদিলাম।
আজ আমরা সিংহলী প্রচলিত কথা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।
অনেকগুলি শব্দেরই বাকালার সকে সাণ্ডা আছে, যেমন দেব স্থলে দেও
ইত্যাদি।

मक्लबात, ३४३ व्यक्तियत

"আমাদের অফুরোধাস্পারে মেন্তর একাইম্প এস্থানে যে সকল ক্ত বৃহং বৃক্ষ জন্মায়, তাহার একটি ফর্দ করিয়া দিলেন। আমামাদের সিংহলী শব্দের তালিকায় আরও অনেকওলি শব্দ সংযুক্ত হইল। আমাদের ভূতাগণকে কোন বিষয়ে আদেশ করিবার সময়ে কখন কখন ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিলাম। আমি, সত্যেক্সবাৰু এবং কালীকমল বাৰু কলিকাতা ছাড়িবার -সময় ধে প্রকার ছিলাম, তদপেকামনেকটা ভাল হইয়ছি। দেবেজবাবুই কেবল ভাল নন। আমাদের জন্ত যে বাছা প্রস্তুত হয়, দেবেক বাবুর ভাহা ভাল লাগে না; এ জ্বন্ত তাঁহার এত কট হইয়াছে যে, তিনি গৃহে ফিরিয়া ঘাইবার জ্বন্ত অধীর হইয়াছেন। সভাই, ইংরেজী প্রণালীতে রাদ্ধা বলিয়া ভাছাদিগের এমন এক প্রকারের মাঝাদ যে—আমি কেবল নিরামিষ বাঞ্চনের কথা বলিতেছি—বাড়ীতে হইলে আমি উহা স্পর্ণও করিতাম না; তবুও, আমি তো বলিয়াছি, প্রচুর পরিমাণে পাইয়া থাকি। কেন পাই ? না পাইয়া চারা নাই। স্থাত শুকুনি, মোচার ঘণ্ট---যাহা মনে করিলে জিহবায় ভল আইদে---এখানে পাইবার আশা নাই। উৎকট চুগ্ধের অভাবে কটাফুভব হয়। যে চুগ্ধ আমর। পাইয়া পাকি, তাহার সহিত এত পরিমাণে জল মিশান যে, ছথ়্ের স্বাদও নাই। সামরা সায়কালে একটি সোপান দিয়া আরোহণ করিলাম; এটি । কলিকাতার) অক্টারলোনি মহুমেন্টের দোপান হইতে ভিন্ন, কেন না ইটি-কাঠের। দ্বীপত্তক্তের অগ্রভাগের কিঞ্চিৎ নিম্নে একটা ছোট বারাপ্তা আছে. তাহাতে মামরা পাড়াইলাম। তেরটি অত্যুজ্জন নলাকৃতি রিক্লেক্টার হুই সারি করিয়া স্থাপিত, উহা হইতে অনেক দূর পর্যন্ত অত্যক্ষণ আলোক বিল্পুত হটয়া পড়িয়াছে। তপ্তি পর্যাপ্ত করিয়া আমরা দুমুক্তবাছু দেবন করিলাম।

वृथवात, ১৯শে चालीवत

"প্রাত্তংকালে আমাদের নাপিত দেশীয়ণণ মধ্যে জাতিভেদের কি প্রকার ব্যবস্থা আছে, তংসপ্বন্ধে বিশেষ বৃত্তাস্ত আমাদিগকে অবগত করিল। আমাদের নাপিত বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশিষ্ট—কেন না নাপিতদমাজের মধ্যে তাহার উচ্চপদ, এবং যে চিক্রণীর উদ্ধেশ করা গিয়াছে, দেই অন্তুত চিক্রণী তাহার মন্তকে আছে। জাতির উচ্চতা বা নীচতা—চিক্রণীব্যবহার ও পুরোহিত হইবার অধিকার হইতে—স্থির করা যায়। নিম্নে প্রধান জাতির তালিকা দেওয়া গেল। যে সকল জাতির পুরোহিত হইবার অধিকার আছে, তাহাদিগের অগ্রে 'অ'কার এবং যে দকল জাতির চিক্রণীব্যবহার করিবার অধিকার আছে, তাহাদিগের অগ্রে 'ক'কার প্রদত্ত হইল।

विश्वल--- क्रमीमाव । (অ) (ক) হালিয়া—দারু চিনির ব্যবসায়ী। (অ)(ক) মংস্তজীবী। (অ)(ক) হুরাওয়া—তাডিবিক্রেতা। (34) চণাল-স্বৰ্ণকাৰ। (四) (धांभा। (क) মাথি-নাপিত। (অ')(ক) বাজনার। রোডিয়া--ভিক্কক। যাগেরি-- চিনিব্যবদায়ী। পাড়য়া---কুলি। পন্নারা--- ঘেদেডা। মোগল বা করাওয়া--নাবিক। (写)(香) পুলিয়া।

[&]quot;এই সকলের মধ্যে রোভিয়া, পাড়ুয়া এবং ওলিয়া সর্বাপেক্ষ। নীচ ভাতি 📲

এখানকার লেখামুসারে তাড়িবিকেতার পুলোরিত হইবার ও চিরুবীব্যবহার করিবার
উত্তরেতেই অধিকার আছে; স্ত্রীবৃক্ত সভ্যেত্রনাথ ঠাকুর কেবল পুরোহিত হইবার অধিকার
শিধিয়াছেন। নাবিক লাতির এখানে কোন অধিকার স্পার্ট দেখিতে পাওরা বায় না, স্ত্রীবৃক্ত

নাপিত আমাদিগকে ইহাও অবগত কবিল যে, তাহাদিগের যে সকল দেশীয় লোক औद्येश्य व्यवस्था कविशाहि-स्थान मारे पुत्रतिशावश्य गैहिनिश्त नाम গোমবারে সাক্ষাং হইয়াছিল—ভাহার। সাহেবদিপের অফুগ্রহলাভ করিবার জন্ত ওরপ করিয়াতে। সায়খালে আমি, সতোজ্র বাব এবং কালীকমল বাবু चीललाखात माल शिया भाषाङ्गाम এवः एक. कर्व ७ वक. जितनतर सण स्थकत ভোগাদামগ্রী ভোগ করিতে লাগিলাম। সমস্তের স্থন্দর নীলবর্ণ নেত্রকে, তর্কের গভীর বিশায়কর গর্জন শ্রোত্তকে, এবং স্লিগ্রকর সমুদ্রবায় স্কৃকে পরিতপ্ত করিল। খোত্রের তপ্তিই বিশেষ, এবং এ জন্তই আমরা অনেককণ পধাস্ত অন্ত তুই ইন্দ্রিয়ের ভোগপরিহার করিয়া দাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার গভীর চীংকারধ্বনি অবাধে প্রবণ করিভেছিলাম। আমাদের প্রদয় কি প্রকার গান্ধীর্য ও মহত্তের ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, কোন প্রকার ভাষায় তাহা বর্ণন করিয়া উঠিতে পারা যায় না। হে গৌরবের গৌরব, গৌলর্বোর গৌলর্বা, তোমার স্পষ্টগ্রন্থ পরিত্রাণপ্রদ সত্য এবং মহত্বদাদক মতনিচয়ে পূর্ণ। যে ব্যক্তি ভক্তিপুর্ব্বক প্রাধিভাবে উহা পাঠ করে, দে তোমায় দর্শন, তোমার দক্ষে একত্র বাদ এবং তোমাকে সম্ভোগ করা হইতে কথন বঞ্জিত হয় না। প্ৰিত্ত পিড:. আমাদিগকে আশীর্কাদ কর যে, সর্বতে সকল সময়ে আমরা তোমার গৌরবপূর্ণ निश्चित रुप्तिरक रकामाग्र प्रवीन कविष्ठा, आभारप्तत आशास्त्र भग **७ भवि**खकाप्र भर्ग কবিতে পাবি।

বুছুপাতিবার ২০শে অক্টোবর

"কলিকাতাথ থাইবার জন্ম আমর। প্রতিমৃত্ত্ত বেণ্টিক পোত প্রতীক্ষা করিভেছি। এই বান্দীয় পোতের জন্ম প্রতীকার মধ্যে আহলাদ ও শোক

সতো-এন-থ ঠাকুবের লেগামুসারে উহাবের উত্তর অধিকার আছে, ফানা বাছ। নাশিকের চিক্লীধারণে, এবং ধোপার কেবল পুরোচিত হইবার অধিকার এখানে দৃষ্ট হর, জীবুত সতো-কুনাথ ঠাকুর উভয় অধিকার নির্দেশ করিয়াছেন। জীবুত সতো-কুনাথ ঠাকুর বাজনবারের কোন অধিকার নির্দেশ কবেন নাই। আতো কুক্ষবিহারী সভ্যোপ্ত বাধুর শিথিত বুবাছা এই পত্তিজ্ঞখন্ত অপুবাহ বলিল নির্দেশ করিয়াছেন; উচা যে অপুবাহমানে নহে, তাহা অনারাসে বুবা হার। তবে কোন কোন ছলের লেখা দেখিলা, এই থানি অবলম্বন করিয়ারে ই হা লিখিত, তাহার শাই মধাণ দুই হয়

উভয়ই আছে। আহলাদ এই জ্বন্ত যে, আমি শীক্ষই এধানকার অলস ও জড় ভাব পরিহার করিয়া, আমার সম্পায় উৎসাহ ও মানসিক শক্তি কঠোর পরিশ্রমের ক্ষেত্রে, সেই সকল সামাজিক মঙ্গলকর কার্য্যে নিয়োগ করিব, যে সকলের জন্ত সমগ্র জীবন অর্পণ করিতে আমার অনেক দিন হইতে অঞ্রাগ। আলস্তের গুরুভার বহন করা আমার ভাল লাগে না। ব্রহ্মবিভালয়, ব্রাহ্মসাজ এবং অপরাপর অঞ্চর্ব্যবস্থানের বিষয় নিরস্তর ভাবিতে ভাবিতে উহারা আমার মনের অঙ্গীভৃত হইয়াছে; ইচ্ছা হয়, শীক্ত শীক্ত গিয়া আমি উহাদিগের সঙ্গে যে, এই সকল স্থলর অথচ গন্তীর প্রাকৃতিক দৃশ্র হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইতেছে। এই দৃশ্রের জন্ত এ স্থান আমার নিকটে বিশেষ প্রিয় হইয়াছে এবং ইহার বিষয় স্মরণ করিয়া ইহার নিমিত্ত অনেক দীর্ঘনিঃখাস পড়িবে, হৃদয় বিষাদাস্থত্ব করিবে। যে সময়ে কল্টোলার গৃহের দ্বিত বন্ধ বায়ু নিঃখাস প্রখাসে গ্রহণ করিব, তথন সায়ংভ্রমণকালে সম্প্রতটে যে স্বান্থাকর স্ন্ত্রাক্ত্র সম্প্রবায়ুদন্ত্রাগ করিয়াছি, তংপ্রতি দৃষ্টি পড়িবে, এবং আমার আত্মা নিঃসংশয় শোকে অভিভৃত হইবে।

শুক্রবার, ২১শে অক্টোবর

"বাশীয় পোত এপনও আদে নাই; লোকে বলে যে, আগামী কলা আদিবে। দেবেক্স বাবৃ এই স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্ম উদ্বিগ্ধ হইয়াছেন। উাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, বিবিধ প্রকারের অস্থবিধা এবং অস্থপের কারণ ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে কট্ট দিতেছে। এ স্থান কিছুতেই তাঁহার উপযোগী নয়। জলপানের পর আমরা দিংহলে অবস্থানের চিহ্নস্থরপ এ স্থানের কিছু কিছু অমুত সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্ম বাহির হইলাম। আমরা একটি নারিকেলের বাহ্ম, ছ্থানি কাগজকর্ত্তনী—একথানি হাতীর দাতের, আর একথানি চন্দন কাঠের, এবং ত্থানি এ দেশীয় ধেলানা নৌকা কিনিলাম। আমরা য়ে দোকান হাইতে এই জ্বাগুলি ক্রয় করিলাম, এই দোকানথানি মেন্তর জন সাইমনের। দোকানপানি দেখিতে চিনাবাজ্বারের দোকানের মত। ভ্তের নাচ দেখিবার জন্ম আমরা আমাদের নাপিতের সঙ্গে যে বন্দোবন্ত করিয়াছিলাম, তদস্পারে সায়ংকালের ভোজনাস্থে আমরা নাচ দেখিতে বাহির হইলাম। আমাদের

্বে প্রকার কৌতহল জ্মিয়াছিল, দেইরূপ কৌতৃহল হওয়াতে হোটেলের ইউরোপীয় অধিবাদী লেপ্টেনান্ট হারবে এবং মেন্তর ক্ষেমন প্রভৃতি মার মার কয়েক জন ভত্ত লোক আমাদিগের সভে চলিলেন। ইতঃপর্বে মেন্তর ফরেটের मृदक आमानितात পরিচয় চরয়াভিল। ইনি আমানিবের मनी हहेरननः ইহার প্রস্তাবে এবং মিল্লেস এক্সাইমদের অমুরোধে আমরা তথানি গাড়ী ভাড়া করিয়া হোটেল হইতে তুই মাইল দুরম্ব দেই স্থানে পমন করিলাম। গাড়ীতে যাওয়া স্থাপেরও নয়, নির্কিশ্বও নয়; কারণ রাত্রি ঘোর অন্ধকার, পথ অতি সমীর্ণ, অনেক স্থলে চুধারেই জলা খাল, খাল ও রান্তার মাঝখানে রেলের মত কিছুই নাই। যাই আমরা দে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম. কতকগুলি লোক নারিকেলের পাতার আঁটিতে মশাল জালাইয়া আমাদিগকে পথ দেখাইতে লাগিল, এবং আমরা আমাদের নাপিতের ভাইরের একথানি ছোট বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ইহার সন্মধে একটি প্রাশ্বণ আছে এবং ঐ প্রাশ্বণের বিপরীত দিকে একটা রাভা আছে। আদন পরিগ্রহ করিয়া বাগ্রমনে আমরা ভতদর্শনের প্রতীকায় রহিলাম। আঙ্গিনায় লোক অল্ল অমে নাই। এই স্কল লোকের মধ্যে কতক ঢাকওয়ালা ও মশালচিও আছে। সময় হটলে ঢাকের বান্ত ভতের নাচের স্থচনা করিল। ঢাকের বান্ত অতি কভ'ল, বেতালা, এবং কর্ণ বধির করিয়া দেয়। আছো, কি ভীষণ শব্দ। দেশীয়গণের বাল্যসম্বন্ধে কি অন্তত ভাব। । এই বাল্য কেবল ঢাক ঢোলের বাদে নিশার হইল। ইহারা প্রচণ্ড আঘাতে ঢোল বাজাইতে বালাইতে আমাদিগের

এই হলের বৃত্তাত হারাইরা সিয়াছে। হৈদিক বৃত্তাতের মুইটা পৃটা বর্ণার পূর্ণ ছিল।

বীন্ত সভোক্রমান ঠাকুরের বর্ণিত বৃত্তাতে কর্মানত উহার অভাব পূর্ণ ইইতে পারে। তিনি

নিবিরাছেন, "বাত সাল হইলে ভূতের মাচ আরক্ত হইল। প্রথমে এক অস ছিটের কাপড়

পরিয়া আর হতীর ভার বৃহৎ কাপওলালা টুপি মাধার দিয়া, মুই হতে মুই স্বাল ধরিয়া

নাচিতে লাগিল। পুরিয়া ভিঙিয়া বেলিয়া ছুলিয়া স্বাল মুরাইয়া অনেক প্রকারে সৃত্য

করিতে লাগিল। পরে এক ছোট বালক বার এক সঙ্ সাবিয়া উপস্থিত। ভারার রক্তালি

বেশিয়া আম্বা ছাত্ত রাখিতে পারিলাম না। ভারার মুই কাশ হইতে মুই ভুক্ত নারিকেল
শ্বে বুলিয়া পড়িয়াছে, বাত্তের সক্ষে তাল রাখিবার বুল্ত নাচিবার সময় ভারা ব্যবহার করে।

শা ব্যবহি বক্তক পর্যান্ত ভারার নর্কারীর আলোলিত হইতে লাগিল। বালকটি আপ্র কর্মের বড়ই বন্ধ ও বিশ্ব। এই প্রকারে প্রার বল বারটা ভুক্ত আ্বাব্যের সম্বাধ্য একে একে আসিয়া

দেশের বাজনদারের মত এক দিক হইতে আর এক দিকে দৌডিয়া যায় এবং টোলের এক মুপ হইতে আর এক মুপে অতি ক্রতগতিতে অঙ্গুলি দিয়া চাটি মারিতে থাকে। অহে। দিবালোক, এত প্রচণ্ড আঘাতেও ঢোলের চামড়া কেন ফাটিয়া যায় না। ইহা গুনিয়া আমাদের জয়তাকের চড় চড় শব্দ মনে পড়ে। সমুদায় ব্যাপারটি মোটামুটি ধরিলে, যাহারা বাজাইতেছে নাচিতেছে, তাহাদের জন্তও গৌরব নহে, দেশের জন্তও গৌরব নহে। ইহাতে এ দেশের ষ্ণিচি কি প্রকার নীচ এবং ইহা কি প্রকার অসভা অভবা, ইহাই প্রকাশ পায়। এ কার্য্যে ইহাদিগের সমধিক যত্ন, কেন না ইহাদিগের ভতে এবং ভতের দারা রোগোপশমে অতি স্থদ্ত বিশ্বাস। ভতের নাচের ভিতরে যদি কোন একটি বিষয় লেপার যোগা হয়, তাহা হইলে রগনায় অগ্নি সংলগ্ন করা। অনেকগুলি ভূত যে সকল সাজ পরিয়া থাকে, তাহা আমাদিগের নিকট অদ্ভুত না হইলেও, দেশীয়গণের নিকটে অতি আদরের বলিয়া গ্লা। ভূতেরা যে মুগোস্ পরে, উহাও দেখিতে অন্ত বটে। ইহার অনেকগুলি পুরুষের মতও নয়, খীলোকের মতও নয়, পাথীও নয়, জন্ধও নয়, তাহাদের গঠনের ভিতরে কেবল অদম্য কল্পনার খেলা। নাচ স্মাধা হইল, ভতেরা চলিয়া গেল। পতাই ভূতস্ত ভূতের নাচ্ এখন আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উল্লোগ করিলাম; কিন্তু আমাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হুইল। আমরা একেবারে হোটেলে যাইবার ইচ্ছক হইলাম,কতকগুলি ইউরোপীয় দশীর ইচ্ছা, আর এক

নৃত্য করিল। কাহারও মুধ ক্ষকণের মত—কাহারও নৃসিংহ অবভাবের মক—কেহ বা ক্রুটের ভূত সালিরা আসিরা দেখিতে অটার্র মত হইরাছে—কেহ মহাদেবের জ্ঞার মন্তকে সপ ধাবণ করিরাছে—কেহ মুধ্বাদান করিলা ভয়ানক দল্পাটী বাছির করিছেছে—কেহ মুধ্বাদান করিলা ভয়ানক দল্পাটী বাছির করিছেছে—কেহ মুধ্বর মধা মশাল ধরিলা গর্প প্রকাশ করিছেছে। একটী ভূত সকল অপেকা ভ্রানক দ্ ভাহার বিশাল দল্ত সমুলার বহির্গত—ভাহার আর্থ শরীর ভ্রুক্চর্প্রের মত এক বত্তে আবৃত্ত। দে কবনও বা লক্ষ কল্পতিছে, কবনও বা একটাকে ধরিতে হাইতেছে, কবন মশালে ধূনা নিকেপ করিলা চতুর্দ্ধিক প্রত্নিতি করিতেছে, কবনও আরি ধাইতেছে—এইটাই প্রকৃত ভূত। সর্কাশেবে আবার বালকটি আসিরা নৃত্য আরম্ভ করিল। ভূতের বাপোর সমাপ্ত হইলে, আর এক প্রকার বাভ আরম্ভ হইল। গুনিলাম, প্রবৃত্তি মাহেব আসিলে সেই বাভে ভাহার অভাবনা হইলা থাকে। ঢোল, ঢাক, ট্রটম, বাশী, একত্রে পোলমালে বাজিতে সাাগেল।

জন নাপিতের বাড়ীতে তাঁহার। তামাগা দেখিতে ধান। স্থতরাং আমর। ছই দল হইলাম, তুই দল তুই গাডীতে চডিলাম, আমরা তিন জন এবং জেমসন সাহেব •এক গাড়ীতে, অপর সকলে অন্ত গাড়ীতে। কিছু দূর গিয়া ছই গাড়ীই থামিল। ফরেষ্ট সাহেব আমাদিনের নিকটে আসিলেন এবং গাড়ী হইতে নামিয়া নিকটস্থ এক জন মুদলিয়ারের বাডীতে ঘাইতে অত্যস্ত নির্বন্ধ-সহকারে অন্তরোধ করিতে লাগিলেন। রাত্রি সাডে এগারটার সময় এক জন ভদ্রলোকের বাডীতে গিয়া সাক্ষাং করা একাস্ত অস≆ত। যাহা হউক. আমরা এডাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াও ফরেষ্ট সাহেবের অমুরোধ রক্ষা ক্রিতে বাধ্য হইলাম। এরপ ক্রিয়া এডাইবার চেষ্টা ক্রিবার কারণ এই যে, ফরেষ্ট সাহেবের বাবহারে মনে হইয়াছিল. তিনি আমাদিগকে (चक्काठाती वाल्ठिठातीमिरावत भग्रमाश्रमस्य छात्म लहेगा गाहेरल ८०। করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের সন্দেহ মিথা। হইল. আমরা এক জন সম্রান্ত মুদলিয়ারের গৃহে নীত হইলাম। তাঁহার দক্ষে আলাপের সময়ে করেষ্ট্র সাহের বিলক্ষণ করিয়। মজপান করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকারে আমরা যাহাতে চলিয়া না যাই, তাহার পদা করিতে প্রবত্ত হইলেন। আর অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া, মুদলিয়ারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ গাডীতে আদিলাম। আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বদিলে, ফরেষ্ট দাহেব গাড়ীতে উঠিয়া অবশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রাধিলেন। আমরা আমাদের ভদ্রবন্ধ ক্ষেম্পন সাহেবকে গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার স্থানে বিদিতে বলিলাম.— কেন না, এ সময়ে আমাদের প্রাপ্তক দন্দেহ বিলক্ষণ দঢ় হইয়াছে—কিন্তু যে তামাদা দেখিতে যাইবে, দেই এই গাড়ীতে উঠিবে, ফরেষ্ট সাহেবের এই প্রকার বাবস্থায় তিনি সমত নন বলিয়া. ठाँशांक डेब्रिट (मध्या इहेल ना। এতদ্বার। ফরেট সাহেব স্পষ্ট ভাব প্রকাশ করিলেন, তিনি দে তামাদা না দেপাইয়া স্বামাদিগকে হোটেলে शहेर्ड पिरवन ना। डिनि शार्डामानरक स्कान पिरक शांडी लंडेमा यांडेरड इट्टेंद विनिधा निधा गांफ़ी टीकारेया मिलनन, এवः आधामित्गत मत्त्र এ कथा ও कथा वलात मुख्य मुख्य विलालन, मिश्हनौरमत अनैवरनत अकृषि विलक्ष्य निमर्गन आभामिश्रास्क तम्याहित्वन । आमता ভाति विश्वमाश्रद्ध व्यवसाय शिक्ताम.

এবং এ বিপদ্ হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইব, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ফরেই সাহেব নামিয়া আমার হাত ধরিলেন, এবং আমাদের সকলকে তাঁহার দক্ষে যাইতে অভুরোধ করিলেন। আমরা এ অভুরোধরক্ষায় ° অসমত হইলে, তিনি অন্নরোধ ছাড়িয়া নির্ব্বন্ধ করিতে লাগিলেন; তাহার পর এত দুর হইল যে, সত্যেন্দ্র বাবু ও কালীকমল বাবুকে রাপিয়া পিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে ঘাই. এই তাঁহার নির্বন্ধ। এ সময়ে আমাদের শরীর ঝিম ঝিম করিয়া আদিল, এবং আমরা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলাম। ভগবানকে ধ্রুবাদ, আমরা অবশেষে তাঁহার হাত এডাইতে কৃতকার্যা হইলাম। ফরেষ্ট সাহেব অত্যস্ত বিষণ্ণ হইয়া আমাদিগকে ছাডিয়া দিলেন. এবং মনে হইল. তিনি অতান্ত ক্রেদ্ধ হইয়াছেন। আমরা যে আমাদের কোট রক্ষা করিতে পারিলাম, এ আর কিছু আশ্চর্যা নয়; কারণ যাহারা দর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাহাদিগের তিনি সহায়। যাহারা সকল সময়ে, সকল অবস্থায় তাঁহাতে বিশাস স্থাপন করে, তিনি তাহাদিগের 'চর্মকলক'।] আমাদের যোগ্য বন্ধু (!) আমাদিগকে ছাডিয়া দিলেন, ইহাতে আমরা খুব আহলাদিত হইলাম: কিন্তু কি জানি বা তিনি আবাব আদিয়া আমাদিগকে লইয়া যাইবাব চেষ্টা করেন,--এবার চেষ্টা করিলে বলপর্বাক গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া गारेरवन,--এই ভয়ে আমরা সত্রাস কোচমাানকে একেবারে হোটেলের দিকে গাড়ী হাকাইতে আদেশ করিলাম। মেন্তর জেমদন, লেফ্টেনেণ্ট হারবে এবং মেন্তর আর এফ্রাইমদ, ইহারা আমাদিগের গাড়ীতে উঠিলেন, ফরেষ্ট পাহেবের সঙ্গে কেবল এক জন চলিয়া গেলেন। আমরা এই সময়ে স্বস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, তিনি নিকটবন্ত্রী একটা বাডীর দরজায় ঘা মারিতেছেন। আর কোন তুর্ঘটনা না হয়, এ জন্ম আমরা যত শীল্প পারি, ১২॥ টার সময়ে হোটেলে আদিয়া প্রভিলাম। এই ঘটনাটীর ভিতরে অভদ বিষয় থাকাতে. यिन्छ এই দৈনিক বিবরণে ইহার উল্লেখ অযোগা বলিয়া মনে হয়, কিছ आगात भएल, এ खुल हेहा अधानक: উল্লেখযোগা। এই ঘটনা এই দেখাইয়া দেয় যে, এক জন বিদেশী কেমন অনপেক্ষিতরূপে ভয়ন্ধর বিপদে নিপতি্ত হইতে পারেন, এবং তাঁহার বাবহারাদিতে কত দুর সাবধান পাক। স্মৃচিত। আমরা 'অপরিচিত দেশে অপরিচিত লোক', কোথা হইতে বিপদ আদিবে.

আমরা তাহা কিছুই জানি না—বে দকল লোকের সঙ্গে ব্যবহার করি, তাহাদের মনে অনিষ্টাভিপ্রায় থাকিতে পারে, আমরা বে স্থানে গমনাগমন করি, হয়তো দে স্থান উচ্ছ্ শলাচারিগণের গমনাগমনস্থান হইতে পারে। এক বার মনে করিয়া দেখ, আমরা কি অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। রাত্রি ছপ্রহর, এক জন বিলাদী মভপানে ঘোর মত্ত লোকের অম্প্রহনিগ্রহের উপরে আমরা নিশিপ্ত, যিনি আমাদিগকে পাপ ও ছ্রাআ্তার পথে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্ত যথাসাধ্য যত্ব করিতেছেন! দেশভ্রমণকারিগণ, আপনারা সাবধান হউন, সাবধান হউন!

मनिवात. २२८म फाक्रोवत

"এখন সময়কর্ত্তন আমাদিগের সম্বন্ধ ভারবহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।
সম্দায় দিনের ভিতরে কোন কিছু গুঞ্চতর বিষয় দেখিবার নাই। গলেতে
যাহা দেখিবার উপযুক্ত, তাহা দেখা দিয়াছে এবং ভোগ করা হইয়ছে; এখন
আমরা অবসর পাইয়। কেবল বাম্পপোতের আগমন প্রতীকা করিতেছি।
সাহকালের ভ্রমণ কিম্ব পূর্ববং স্থাকর, মনোরম আছে। গলের তুর্গপ্রাচীরের
উপরে সাহাংভ্রমণ কি বহুমূলা? না, ইহার মূলা নাই! যত দিন আমি বাঁচিয়া
থাকিব, এ সাহাংভ্রমণ ভূলিব না।

রবিবার, ২৩শে অক্টোবর

"জলবোগের পর আমরা গলের প্রোটেষ্টান্ট চার্চ্চ দেখিতে গেলাম।
এক্সাইম্স্ সাহের অর্গান বাজাইয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্গে যে প্রকার ব্যবস্থা
হইয়াছিল, তদরুসারে উপরিতলে গেলাম, এবং দেখানে গিয়া আসনপরিগ্রহ
করিলাম। চার্চ্চগৃহটি স্থান্চ, প্রাচীন, প্রায় শিল্পকার্যাহীন, গণিকধরণ
প্রথিত। আচার্য্য উপন্থিত হইয়া নিয়মিত উপাসনা করিলেন। আমরা
যেমন মনে করিয়াছিলাম, তেমন নয়; কেন না, তাঁহার স্থর আধ্র্যানাও ব্ঝা
য়ায় না। এক্সাইম্স্ সাহেব বাজনা বাজাইতে লাগিলেন, এবং কতকগুলি
বালক নিয়লিধিত তুটি সঙ্গীত গান করিল।

"সঙ্গীতের পর আচার্য্য একটি উপদেশ পাঠ করিলেন। সঙ্গীত বেশ ভাল

হইল। যদিও আমরা সচরাচর ইংরাজী গান ভালবাদি না, তবুও আমায় বলিতে হইতেছে, যত দ্র মিল ও মনের উপরে ক্রিয়াপ্রকাশ পায়, তাহাতে উহা সর্কোংক্ট। আহা, সঙ্গীত তৃটি মধুর এবং শ্বদয়গ্রাহী, অন্তরাও অল্প মধুর ও স্বদয়গ্রাহী নয়। আজ সত্যেক্স বাবু একটু অস্ক্সঃ।

সোমবার, ২৪শে অক্টোবর

"আজ আমরা বিচারালয় দেখিলাম। ইটাতে সর্ব্বাই বিচার হয় না, ভ্রমণকালে বিচার হয়। আমরা শুনিতে পাইলাম, বংসরে তুইবার ভ্রমণকালে বিচার হয়, একটি উত্তরে আর একটি দক্ষিণে ভ্রমণকালে। আজ যখন তুর্গ হইতে কামানের শব্দ হইয়া দেসন খুলিল, তখন আশা হইল, খুব ধ্মধাম দেখিব এবং জমকাল রকমের উকীলদিগের তর্ক বিতর্ক শুনিব। কিন্তু আমাদের সকল আশা নিফল হইল। গৃহটি যদিও প্রশস্ত বটে, সিংহলী ছোট লোকে পূর্ণ; তাহারা কেবলই এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে। প্রায় সম্দায় বসিবার আসনই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, স্থতরাং কতক ক্ষণ আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিচারালয়ের কার্য্য এমন অফুটস্বরে এবং অবোধ্য প্রণালীতে চলিতেছিল যে, আমরা আর অধিক ক্ষণ থাকা উপযুক্ত মনে করিলাম না, তখনই চলিয়া আসিলাম। সত্যক্ত্র বাবু শ্যাগত, তিনি জরে আক্রান্ত হইয়াছেন। দেশ অপেকা বিদেশে ব্যারাম নিতান্ত ভ্রপ্রদ, কেন না দেশে সাহায্য স্থ্য স্থিধা সর্ব্বাই উপস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, বিদেশে সম্দায়ই অনাত্মীয়। এজন্য আমরা, যত দূর সম্ভব, যত্ন করিতে লাগিলাম।

মঙ্গলার, ২ংশে অক্টোবর

"অন্ত ২৫শে; আজও বাষ্পীয়পোত আদিল না। আর আমরা অধীরতাকে চাপিয়া রাগিতে পারিতেছি না, আমরা ইহাকে উহাকে জিজ্ঞানা করিতে লাগিলাম, 'মহাশয়, বেন্টিক কবে আদিবে?' প্রায় সকলেরই উত্তর এই, 'আদিবার সময় বহিয়া গিয়াছে, কথন আদিবে জানা নাই। ২২শে তারিধে আসা উচিত ছিল।' কাহারও কাহারও নিকটে আমরা মনের মত উত্তর পাইলাম, 'সম্ভব যে, আগামী কলা পহছিবে।' বাষ্পীয়পোত সচরাচর কোন্ সময়ে আদিয়া থাকে, তাহা জানিবার জন্ম দিহেলী পঞ্জিকার পাতা উন্টাইতে লাগিলাম। তাহাতে দেখা গেল, ২০শে হইতে ২৮শে পর্যান্ত আদিবার

সময়ের বাতিক্রম ঘটিয়া থাকে; স্থতরাং বেণ্টিক্ক কবে আসিয়া প্রছিবে, তাহা টিক করিয়া বলা অসম্ভব। গলের দিকে সমুদ্রে কোন বাশীয়পোত আসিতেছে কি না, দেখিবার জন্ম সময়ে সময়ে যত দূর পারি, আমাদিগের চক্ষ্কে নিপীড়ন করিতে লাগিলাম। বাশ্পীয় পোতের জন্ম অধীরতা-প্রকাশে যদিও আমি আমার বন্ধুগণের সকে যোগ দিলাম, কিন্তু তথাপি গলের এমন মনোহর দৃশ্য আমায় ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এ চিস্তা আসিয়া আমার হদয়কে বিষাদপ্রত্ত করিয়া কেলিত। সত্যেক্ত বাবু জোলাপ লইয়াছেন এবং একটু ভাল আছেন। তিনি অতাস্ত হ্রপল হইয়াছেন। এক দিনের মধ্যে তিনি অসম্ভব রকম রোগা হয়য়াছেন।

বুধবার, ২৬শে অক্টোবর

"প্রাতরাশের পর আমরা আমাদিগের ঘরে বিদিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময়ে আমাদিগের সন্তুদয় পাশ্বনিবাসগৃহের কর্ত্রী আসিয়া 'বাশীয় পোত্র আসিয়েতেছে' এই আহ্লাদের সংবাদ প্রকাশ করিলেন—'আমাদেরই বাশীয় পোতা।' এই সংবাদ অনেকেই দৃঢ় করিলেন। আমরা শুনিলাম, ১টার সময়ে বাশীয় পোতা বন্দরে আসিয়া লাগিয়াছে। এই সংবাদে সম্দায় উদ্বেগের শাস্তি হইল —এখন আমাদের মূপে কেবল বাড়ী আর দেশ এই কথা। আমাদের প্রিয় বয়য়র এখনও একটু একটু জর আছে, হর্মালতা কল্যকার অপেকাও বেশি। কলিকাতা ছাড়িবার সময়ে আমাদের মনে যে বড় আশা ছিল, সমুছে গিয়া ঠাহার স্বায়্য বাড়িবে, দিন দিন সবল হইবেন; হংগের বিষয়, সে আশা একেবারে বিয়য় হইল। তাঁহার স্বায়্য ভাল হইতেছে, ইহা আমরা অতি আহ্লাদের মহিত দেখিতেছিলাম; হায়, এখন তাঁহার শারীর কেমন ভয়্ম হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমাদের আশা আছে, সমুছ দিয়া ফিরিবার বেলা তাঁহার স্বায়্য ভাল হইবে।

বৃহস্পতিবার, ২৭শে অক্টোবর

"দেশে ফিরিতে প্রস্তুত হইবার জন্ত ব্যন্ত । প্রাতঃকালে দেবেক বাবু ক্যাবিন ঠিক করিবার জন্ম বেন্টিকে গমন করিলেন, কালীকমল বাবু পি, এও ও কোম্পানীর আফিনে আমার এবং তাঁহার জন্ম টিকিট ক্রম করিতে গেলেন। সব ঠিক হইল। প্রাতরাশের পর দেবেন্দ্র বার্ এবং সভ্যেন্দ্র বার্ হোটেল ছাড়িয়া বাপ্ণীয় পোতে গেলেন, আমার এবং কালীকমল বার্র উপরে হিদাব পত্র ঠিক করিয়া জিনিষ পত্র লইয়া বাপ্ণীয় পোতে যাইবার ভার দিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র বার্র যাইবার ভ্-এক ঘণ্টার পর কালীকমল বার্ দ্রব্যাদি ক্রম্ন করিবার জন্ম বাহির হইলেন; তিনি আদিলে সম্দায় কাজ ঠিক হইবে, মনে করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। তুই ঘণ্টার অধিক কাল আমি তাঁহার জন্ম প্রতীক্ষা করিলাম, তিনি এগনও ফিরিলেন না। তিনি কেন এত দেরি করিতেছেন, তাহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার মনে অনেক প্রকার সংশয় ও উদ্বেগ উপন্থিত হইতে লাগিল। পি, এণ্ড ও কোম্পানীর বিজ্ঞাপন অম্পারে ভূটার সময়ে ডাক বন্ধ হইবে; স্কৃতরাং সম্ভব যে, তিনটার সময়ে বাপ্পীয় পোত ছাড়িবে। স্কৃতরাং আর অধিক ক্ষণ বিষয় ও নিশ্টেষ্ট থাকা যুক্তিযুক্ত নয় মনে করিয়া, আমি এফ্রাইম্দ্ সাহেবের হিদাব পত্র চুকাইয়া জিনিষ পত্র বান্ধিলাম। সকলই প্রস্তুত, এখন কেবল কালীকমল বাব্র জন্ম প্রতীক্ষা। কার্গিল সাহেবের নিকট লোক পাঠাইলাম। তাল স

শুক্রবার, ৪ঠা নভেম্বর

"…… জাহাজে আলু, কখন কখন কিছু রুটি, মোরকা ও আচার আমার প্রাতরাশ ও মধাহ ভোজনদামগ্রী। বড়ই যথাকথঞ্জিং থাল, এবং প্রতি দিন এই থালই থাইতে হয়। এ কথা বলিতে হইবে যে, ক্রমান্বয়ে আট দিন এরপ থাল থাইয়া জীবনকর্ত্তন অত্যন্ত অন্তথকর। আহারপান করিবার জন্ম তো আর এত দ্র দেশে ভ্রমণ করিতে আদি নাই, এই ভাবিয়া আমি কইবহন করিতেছি, এবং স্বাস্থ্যভঙ্গের বিষয়ও কিছু ভাবিতেছি না। যে অতুল লাভ হইল, তাহার সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে আহার পানের অন্তবিধা গানায় আইদে না। আমরা আরু সায়ন্ধালে, কি কল্য প্রাতে কলিকাতায় প্রছিব, তাহার নিশ্বয় নাই। জন্যোগের পর আমাদের তল্পীতল্পা বান্ধিলাম।

^{*} অমণ্যুভাতে ২৭শে অক্টোবরের শেবাংশ হইতে সপ্তাহ কালের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া বার নাই। ৪ঠা নচেম্বেরও কতক অংশ নাই। শীযুক্ত বাবু সতোল্তনাথ ঠাকুরের যুদ্ধান্ত হইতে দিন শ্বির ক্রিয়া পেওয়া পেল।

ভাটা পড়াতে থাজরীতে ত্-এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া বাশ্পীয় পোত ছাড়িল। সম্দ্রের জল গভীর সবৃদ্ধ রং হইতে সবৃদ্ধ, সবৃদ্ধ হইতে ঈষং সবৃদ্ধের মত হইয়া, অবশেষে নদীর ঘোলা রঙে পরিণত হইয়াছে। আমরা এখন নদী দিয়া যাইতেছি, তুই দিকেই ভাঙ্গা। প্রশন্ত নীলবর্গ জলরাশি,—মহৈশ্ব্যাশালী সমুদ্র আমাদের পশ্চাদ্বাগে তরক্ষমালাবিন্তার করিতেছে, এবং অস্থবকর জলসিক বায় শ্লিয় সমুদ্রবায়র স্থানাধিকার করিয়াছে। প্রিয় সমুদ্রদেবতা, বিদায়। নিশ্চয় জানিও, গভীর চিন্তনীয় বিষয়সমূহমধ্যে তুমি আমার শ্বতিতে অতি উচ্চ হান অবিকার করিয়া থাকিবে। যত আমরা অগ্রসর হইতেছি, নদী ক্রমাধ্যে অপ্রশন্ত হইয়া আসিতেছে। সমুদ্রগমনকালে আমাদিগের চক্ষে যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জমকাল জাহাজ ও বাম্পপোত নিপতিত হইত, সে সকলের পরিবর্ধে এখন নদীর বক্ষে অনেকগুলি কৃদ্র আরোহিনৌকা ভানিয়া যাইতেছে। প্রাশন্তা, মহন্ব, ঐশ্বাসম্পন্নর চলিয়া গিয়া, এখন সকীর্ণ ও কৃদ্র ভাব উপস্থিত। এই চিন্তায় মনে কই উপস্থিত হয় বলিয়া, অনেক ক্ষণ পর্যন্ত উহা পোষণ করা যায় না। সন্ধানিলে যে স্থানে নন্ধর হইল, শুনিতে পাওয়া গেল, ক্বলিকাতা হইতে উহা যোল কি বিশ মাইল দ্বে।

শনিবার, এই নভেম্বর

"সাড়ে পাচটার সময় বাষ্পীয় পোত ছাড়িল এবং ঝক্ ঝক্ ঝক্ করিয়। চলিতে লাগিল। আর এই তিন ঘণ্টামধ্যে আমরা আমাদিগের জন্মভূমি দর্শন করিব, আশা করি। আজ আমরা নদীর জলে স্থান করিলাম। অতি স্থান্ধি মনোরম স্থান হইল। বাষ্পীয় পোতে এগন মহাবান্ততা ও গোলমাল উপস্থিত, সকলেই জিনিগ পত্র বান্ধিতেছেন, এবং সাহেব মেমেরা মুচিগোলার স্থান্ধর-দুগাদ্ধনজ্ঞ বাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গার্ডেনরীচ পশ্চাতে ফেলিয়া আসা হইয়াছে, স্তরাং আমাদিগের অপেকিত স্থান আমাদিগের সমূথ্য। এখানে আমাদিগের সমূথ্যাত্রার শেষ। প্রিয় প্রভা, সমূত্যাত্রায় যে অম্লা কাছ হয়াছে এবং সমূত্যাত্রান্ত গে নির্দিশ্যে দেশে প্রত্যাগমন করিলাম, ভজ্জা আমার বিনীত হাদ্যেব ধ্যবাদ গ্রহণ কর। এতজ্বারা তুমি আমায়—প্রশন্ত ভাব, উন্ধত আয়া, শ্রেষ্ঠতর চিন্তা, উচ্চত্র উচ্ছান, যাই। কিছু মহান্ ও উদার, তংপ্রতি প্রীতি, যাহা কিছু ক্ষেপ্ত, অধার, সীমাবন্ধ, তংপ্রতি বিভ্ন্স। এবং

দর্ব্বোপরি মন্থ্যের প্রতি ভ্রাতা বলিয়া এবং তোমার প্রতি শ্বেছময় পিতা বলিয়া প্রীতি—অর্পণ করিয়াছ। আমি যেন বর্দ্ধমান উৎসাহ ও বাগ্রতা সহকারে তোমার দেবা, তোমার নাম মহিমান্বিত এবং সত্যকেই আমার কার্য্য ও চিন্তার মধ্যবিন্দু করিতে পারি। যেন তোমার করুণা ও সহায়তায় যে সকল মহত্তম ভাবে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, সে সম্লায় দিন দিন পবিত্রতাও-অহুগ্রহাকর্ষণার্থ বিদ্ধিত হয়। স্বাগত, জন্মভূমি, স্বাগত!"

প্রকৃতির দঙ্গে যোগ ও তৎসঙ্গে ভগবৎপ্রীতির প্রতিভা

এগানে শিংহলদ্বীপের ভ্রমণরতাক্ত শেষ হইল। এ বুতাস্তের ভিতরে প্রচারদৃষ্পর্কীয় কোন বিবরণ নাই। কেশবচন্দ্র এ সময় প্রচারের জন্ম নহে, শিক্ষার জন্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন। এ শিক্ষা সামান্ত শিক্ষা নহে। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের যে আশ্চর্ঘ্য বন্ধুতা ছিল, দেই বন্ধুতা তাঁহাকে উদার মহান্ গন্তীর সাগরের সঙ্গে মিলিত করিয়া সকল প্রকার ক্ষুত্রতার বন্ধন ছেদন করিবার জন্ম প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। তাঁহার চিত্ত এক দিনের জন্মও দেহ-গেহাদির নিমিত্ত ব্যাকুল হয় নাই, আহারাদির কট তাঁহাকে একটও অধীর করিতে পারে নাই। সম্ভ, সম্ভবায়ু, সাগরবলয় দিংহল তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া রাথিয়াছিল। তাঁহার মন কৃদ চিন্তা পরিহার করিয়া একেবারে মহত্ত্বের ভিতরে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি দামান্ত বিবরণও লিপিবদ্ধ করিতে ভূলেন নাই; কিন্তু আশুর্ঘ্য এই, এই সামান্ত বৃত্তান্তগুলিও তাঁহার উদার হৃদয়ের ভাবের ছায়ায় অতি মধুর ও আনন্দপ্রদ হইয়াছে। এক জন যুবক বিংশবর্ষমাত্র অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার লেখনী হইতে বিদেশীয় ভাষায় ঈদৃশ স্কৃচিদপান্ন ভ্রমণরতাস্থ বিনিঃস্ত হওয়া এক অভুত ব্যাপার। আরও অদ্ভুত এই যে, ইহার প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে ঈশ্বরপ্রীতির প্রতিভা মিশিয়াছে। ভগবংপ্রীতি, ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাং সম্বন্ধ, প্রতিদিনের জীবনের ঘটনাবলির মধ্যে তাঁহার হস্তদর্শন, প্রত্যেক ঘটনা ভগবচ্ছক্তিনিয়মিত জানিয়। তাহার কোনটার প্রতি উপেক্ষা ন। করা, সকল ঘটনার ভিতর হইতে শিক্ষা-সংগ্রহ, এ সকল ইহার অসাধারণত প্রদর্শন করে। ভ্রমণবুতান্ত স্থলীর্ঘ বলিয়া काहात्रअ পार्छ दक्रम इटेरव ना। टेहात मात्रवस, मधुत्रस, ভारवाष्ट्रामवर्ष्कनस, ধর্মভাবোদীপনত্ব অধ্যয়নক্লেশকে কিছুতেই অবসর দেয় না।

সিংহল হইতে প্রত্যাগমন ও গৃহে সাদরে সানলাভ

মাতা সারদা, জ্যেষ্ঠ ভাতা নবীনচন্দ এবং অ্যান্য ব্যাকুলহাদয়ে কেশবচন্দ্রের প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সিংহল হইতে বেণ্টিক বাষ্ণীয় পোত যে দিন আসিবে, দে দিন জ্বোষ্ঠ সহোদর নবীনচন্দ্র এক জন আত্মীয় সহ তাঁহাকে আনয়ন জন্ম গমন করেন। তাঁহাদিগের প্রছিবার পর্ম্বে কেশবচন্দ্র অলক্ষিত ভাবে গ্রহে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি নিন্দিত সমুদ্রযাত্রার অমুষ্ঠান করিলেন, বাম্পপোতে শ্লেচ্ছসংসর্গে অনেক দিন বাস করিলেন, বিদ্বিষ্ট ঠাকুরপরিবার সহ ঘনিষ্ঠযোগে বন্ধ হইলেন, স্বাধীনচেতা হইয়া পবিবাবের শাসন ও ভয় অতিক্রম করিলেন, ধর্মান্তরগ্রহণ করিয়া তাহার উন্নতিকল্পে আপনার সমগ্র জীবন সমর্পণ করিতে উত্তত হইলেন, পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছামুদ্ধপ যেখানে দেখানে গমন করিতে সাহদী হইলেন, এ দকল গুরুজনের পক্ষে নিতান্ত অবিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্র কথন মনে করিতে পারেন নাই যে, তিনি আদিবামাত্র পৈতামহ গ্রে আবার পুনরায় দাদরে পরিগৃহীত হইবেন। তিনি দিংহলে অবস্থানকালে মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার উপরে কত প্রকারই না অত্যাচার হইবে। অত্যাচার হইবে জানিয়া পূর্ব্ব হইতে তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আদিয়া কোন প্রকার অত্যাচারের হত্তে তাহাকে পড়িতে হইল না। তিনি প্র্কাবং স্বচ্ছনে স্বগ্রহে বাস করিতে লাগিলেন। হইতে পারে, স্বন্ধাতিবর্গমধ্যে চুচারি জন তাঁহার প্রতিক্লে কথা ত্রিয়াছিলেন, কিন্তু দে কথায় কিছু আদে যায় না। অক্তবড প্রভাবশালী বংশের অভিভাবকরণ যথন ধিফক্তি না করিয়া তাঁহাকে গৃহে গ্রহণ করিলেন, তথন অপরের আর কিছু বলিবার অবসর রহিল না; বলিলেই বা তাহাতে কি ফলোদ্য হইত ?

কেশবের জন্ম সঞ্চনগণের চিন্তা

কেশবচন্দ্র পূনরায় মাতা ভাতা আস্থীয় স্বন্ধনবর্গের আনন্দর্গেন হইয়া নামমাত্র গৃহে বাদ করিতে লাগিলেন, তাঁহার চিত্ত ব্রাহ্মসমান্ধ, ব্রন্ধবিভালয় এবং ব্রাহ্মসমান্ধদংক্রান্ত অপরাপর বিষয়ে নিমগ্র হইয়া পড়িল। তাঁহার আস্থীয়গণ দংসার হইতে তাঁহার চিত্তের অক্সত্র গতি অনেক দিন হইল দেখিয়া আদিতেছিলেন দত্যা, কিন্তু সম্প্রতি দিংহলস্রমণ এবং ব্রাক্ষসমাজের নেতা ও ম্পপাত্রগণের দক্ষে সমধিক ঘনিষ্ঠতার্দ্ধি দেখিয়া তাঁহাদিগের চিন্তা বৃদ্ধি হইল। তিনি দিংহল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত ব্রাক্ষসমাজের কার্য্যে সমগ্র সমগ্র ব্যয় করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবিছালয়, যুবক-গণের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ, ব্রাক্ষসমাজের নেতার সহিত অধিক সমগ্র একত্র বাস, তাঁহাকে একেবারে বিষয়ান্তরনিরপেক করিয়া ফেলিল। এই সময়ে ব্রাক্ষসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রন্ধবিছালয় স্থাপিত হয়, এবং ব্রাক্ষসমাজের সাধারণ সভায় (১১ই পৌষ, ১৭৮১ শক; রবিবার; ২৫শে ভিসেম্বর, ১৮৫৯ খু:) কেশবচন্দ্র ব্রাক্ষসমাজের সম্পাদকপদে নিযুক্ত হন।

বিষয়কর্ম ও প্রবন্ধপ্রকাশ

(नर्वष्रत, ১৮৫२ थु:--- जून ১৮৬১ थु:)

বাঙ্গালখাকে কাৰ্য্য, নিৰ্লিপ্ততা ও বিবেকাধীনতা

কেশবচন্দ্রের ধর্মোংসাহ এবং তজ্জ্জু সমগ্র সময়বায় দর্শন করিয়া. তাঁহার অভিভাবকগণ নিতান্ত চিন্তিত হইয়। পডিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন. क्निवरक অन्न मन्यक्रम मःभातीत नाम मःभाती कतिया क्लिए भातिरलहै. তাঁহার ধর্মোংসাহ বিলীন হইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তাঁহারা বাকালবাাকে. ১৮৫৯ সনের নভেম্বর মাদে, ৩০ ্টাকা বেতনের এক কার্যো নিযুক্ত করেন।° কেশবের জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন দেন বাঙ্গালব্যাকের দেওয়ান, তাঁহার জ্যেষ্ঠও প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত, স্বতরাং তাঁহার দেপানে প্রবেশে কোন প্রয়াদের প্রয়োজন ছিল না; তাঁহার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, অভিভাবকগণের অন্নরোধই যথেষ্ট ছিল। কেশবের সঙ্গী ভাই প্রতাপচক্র মন্ত্রমদারও এই সময়ে ২০১ টাকা বেতনে বান্ধালব্যান্ধে প্রবিষ্ট হন। কেশবচন্দ্রের বিষয়কর্মে প্রবৃত্তি অন্ত আর দশ জন সংসারীর ন্যায় ছিল না; তিনি কাণ্য করিয়া যে অবসর লাভ করিতেন, তাহা ব্রাহ্মদমাঙ্গের উন্নতিকল্পে বায়িত হইত। বিদিয়া তিনি অবসরকালে পুস্তক প্রণয়ন করিতেন। এই সকল পুস্তকের দংক্ষিপ্ত বিবরণ পশ্চাতে উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহার এই পুস্তকপ্রণয়ন-ব্যাপার বান্ধানব্যান্তের উচ্চকর্মচারীর তথপ্রতি মনোযোগাকর্ষণ করিল। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার ৩০১ টাকা বেতন ৫০১ টাকায় পরিণত হইল. এবং উত্তরোত্তর অতি সত্তর যে স্মারও উহা বাড়িতে থাকিবে, তাহার बाना भाइतिता। मःमारतत यिनि कान बाना तार्थन ना, उाँशात निकर्ष এ মাশা অকিঞ্ছিংকর, কে না বুঝিতে পারে ? এখানে একটা ঘটনা হয়, াহাতে তাঁহার বিষয়নিরপেকতা ও বিবেকাধীনত। স্বস্পষ্ট প্রকাশ হইয়া শড়ে। বাঞ্চলব্যাদ্ধের কোন গুপ্ত কথা বাহিরে প্রকাশ না পায়, এঞ্জ

একখানি প্রতিজ্ঞাপত্তে স্বাক্ষর করিবার জন্ত কর্মচারিগণ আদিষ্ট হন। বাাক্ষের कान कथा कान ममत्य वद्गारापत्र महिल आनारभे विद्या किना हहेरव ना, এরপ নিয়ম রক্ষা করা সহজ নয় বলিয়া, কেশবচন্দ্র তাহাতে স্বাক্ষর করিতে অসমত হন। তাঁহার অভিভাবকগণ ইহাতে ভীত হন, এবং প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্ম নির্বন্ধদহকারে অন্মরোধ করেন। কেশবচন্দ্র বিবেকের আদেশের নিকটে পথিবীর কাহারও অমুরোধ কোন দিন মূল্যবান জ্ঞান করেন নাই; তিনি কেনই বা তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন ? তাঁহার এই বিবেকামুগত নির্বন্ধ পরিশেষে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষের কর্ণগোচর হইল। তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিকটে ডাকিলেন এবং প্রতিজ্ঞাপতে স্বাক্ষর করিতে তাঁহার আপত্তি কেন, স্বয়ং জিজ্ঞাদা করিলেন। তিনি নিভীক্চিত্তে এমন করিয়া তাঁহার আপত্তি বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রতিজ্ঞাপত্তে স্বাক্ষর করা দূরে থাকুক, তিনি এবং তাঁহার সন্ধী ভাই প্রতাপচন্দ্র স্বাক্ষর করা হইতে নিম্বতি লাভ করিলেন। কেশবচন্দ্রের নিকটে পদবৃদ্ধির প্রলোভন সমুপস্থিত, এই সময় হঠাৎ তিনি ১৮৬১ সনের ১লা জুলাই ব্যাঙ্কের কর্ম ত্যাগ করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া অভিভাবকর্গণ অত্যস্ত শঙ্কিত হইলেন, ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষর্গণ ছ:খিত হইলেন; কিন্তু ঈশ্বর থাহাকে উচ্চতম কার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন. তিনি তাঁহাদিগের অমুরোধে কেন বিচলিত হইবেন ? ধর্মপ্রচারার্থ তাঁহার এই আফিসের কর্মত্যাগ যে আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবন-বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। "আমি জানিতাম, প্রার্থনা করিলেই শোনা যায়। আদেশের মত এইরূপ প্রথম হইতেই ক্লয়ে নিহিত আছে। কি ধর্ম লইব, প্রার্থন। তাহার উত্তর দিতেন। আফিদেব কাজ ছাড়িব কি, ধর্মপ্রচারক হইব কি. প্রার্থনাই তাহা বলিয়া দিতেন।"(১)

প্ৰথম প্ৰদক্ষ — "বঙ্গদেশীয় যুবকগ্ৰ, ইহা ভোমাদিগেরই জক্ত"

শামরা বলিয়াছি, তিনি ব্যাক্ষের কার্য্য করিয়া যে অবসর পাইতেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য বায় করিতেন। বায়তঃ দেড় বংসরের অধিক কাল তিনি বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত ছিলেন। যদি অপর দশ জনের স্থায় এই দেড় বর্ষ বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত থাকিতেন, তাহা হইলে নির্লিপ্তভাবে বিষয়কর্ম কি প্রকারে করিতে হয়,

⁽১) "जीवनत्तम" शुक्तकत्त "शार्वना" व्यशास अहेवा।

তাহার দৃষ্টান্ত কথনই তিনি প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাদে তিনি কার্য্যে প্রবিষ্ট হন, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাদে "বঙ্গদেশীয় যুবকগণ, ইহা তোমাদিগেরই জন্ত" (Young Bengal, this is for you) এই প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়া পৃত্তিকাকারে বিতরণ করেন।(১) এই কৃত্র প্রবন্ধে ধর্মহীন শিক্ষার কুকলে যুবকগণের কি প্রকার হীনাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, আমার বাক্যব্যয় তাঁহাদিগের একমাত্র জীবনের দার কার্য্য ইইয়াছে, কার্যাকালে অত্যন্ত ভীক্ষতাপ্রদর্শন তাঁহাদিগের জীবনের দার কার্য্য ইইয়াছে, এই সকল বিশোষরূপে বর্ণন করিয়া, কি উপায়ে এই হীনতা বিদ্রিত হইতে পারে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশ্বাদ, সাধৃতা এবং সংসাহস বিনা কিছুই হয় না; মনকে জ্ঞানে এবং হৃদয়কে বিশ্বাদাদিতে পূর্ণ করিলে তবে জীবন কার্য্যকর হইতে পারে; ধর্ম বিনা বিশ্বাদাদিশপন্ন হওয়া অসম্ভব, অত্রব সমৃদায় বাধা প্রতিবন্ধকত। অবহেলা করিয়া ধর্মেতে জীবনদমর্পণ করিতে হইবে; ইহাই এই প্রবন্ধের সারভৃত উপদেশ।

विजीव अवस-"आर्थनानील इस"

এই প্রথম প্রবন্ধে উদ্যাতমাত্রে প্রার্থনার কর্ত্রবাতার উল্লেপ ছিল, বিতীয় প্রবন্ধে এই প্রার্থনার বিষয় লিপিত হয়। প্রবন্ধের নাম 'প্রার্থনাশীল হও' (Be prayerful)। উহা জ্লাই মানে (১৮৬০ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। এক জন রান্ধ এবং দর্মজিজাস্থের কথোপকগনক্ষলে এই প্রবন্ধ লিপিত। প্রার্থনা যে তর্ক বিচারের ফল নয়, উহা সভাবতঃ মভাববোদ হইতে সম্থিত হয়, ইহা ইহাতে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ফল না দেপিয়া কি প্রকারে প্রার্থনা করা যাইতে পারে, ইহার বিলক্ষণ সত্তর প্রদান করা হইয়াছে। যাহারা প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সঙ্গে ফল প্রাপ্ত হন; প্রার্থনা বিনা দর্মজীবনের মারম্ভ হয় না, রক্ষা হয় না; প্রার্থনা বিনা দর্মের উক্ততম ফল মায়ুসমর্পণ উপস্থিত হয় না, ইত্যাদি বিষয়গুলি অতি বিশদপ্রপালীতে উহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তৃতীয় প্ৰবন্ধ-"প্ৰেমের ধৰ্ম"

আগ্ট মাদে (১৮৬০ খৃ:) "প্রেমের দৃশ্য" (Religion of

⁽১) পর পর প্রকাশিত এই শাস্প্টী প্রবন্ধ তার "Essays—Theological and Ethical" প্রকে জটবা।

Love)(১) নামক তৃতীয় প্রবন্ধ মৃত্রিত হয়। এই প্রবন্ধে রান্ধধর্মের অসাম্প্রদায়িকতা বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সমৃদায় বিরোধ পরিহার করিয়া সার্ব্ধভৌমিক এক ধর্মে সমৃদায় সম্প্রদায়ের সন্মিলন, এই প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষ্য। ইহাতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মহুয়েখন আতৃত্ব সন্মিলনভূমি নিন্দিষ্ট হইয়াছে।

চতুৰ্ব প্ৰবন্ধ-"ব্ৰাহ্মধৰ্মের মূল"

ব্রাহ্মধর্মকে দৃঢ়মূল করা চতুর্থ প্রবন্ধের লক্ষ্য। এ প্রবন্ধের নাম 'ব্রাহ্মধর্মের মূল' (Basis of Brahmoism)।(২) উহা দেপ্টেম্বর মালে (১৮৬০ খৃ:) প্রকাশিত হয়। উহাতে সহজ্ঞান ব্রাক্ষধর্মের মূল, এই প্রকারে প্রতিপাদিত হইয়াছে ;—বাহ্য বস্তু, বস্তুর বস্তুত্র এবং কার্য্যাত্রের কারণ সাক্ষাংসম্বন্ধে উপলব্ধি হয়, এ সকল বিষয়ের জ্ঞান চিস্তার ফল নহে। এই সাক্ষাংসম্বন্ধ সহজ্ঞানের প্রথম লক্ষণ। এই লক্ষণ থাকাতে ইন্দ্রিয়প্রতিবোধের সাদৃশ্যে নীতিবোধ কর্ত্তব্যবোধাদি উহার নাম অর্পিত হইয়াছে। সহজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ অধ্যুদস্থতত্ব। কোন চেষ্টা বা যত্ন বিনা আপনা হইতে জ্ঞান সম্পস্থিত হয়, এ জ্ঞান কোন প্রকারে নষ্ট করা যায় না। যদি বলপূর্ব্বক এই জ্ঞান নিরোধ করিয়া রাখা হয়, সময়ে উহা এমনই বলপ্রকাশ করে যে, সকল চেষ্টা, সকল যত্ন বিফল করিয়া দেয়। বাহ্ন বস্তু কিছু নয়, মায়িক, এ মত আনেক দিন হইল প্রচলিত; কিন্তু বাফু বস্তুর বস্তুর কেহই না মানিয়া থাকিতে পারে না। অনেকে যুক্তি তর্ক দারা ঈশরসম্পর্কীণ সাক্ষাং জ্ঞান উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন, কিছ এই জ্ঞান এমনই চুরপুনের যে, দেই সকল বাক্তিকে বাধ্য হইয়া ইহার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়। এই লক্ষণ থাকাতে ইহাকে অযত্মস্থৃত জ্ঞান, নৈদ্যিক আলোক, সহজ প্রতায় প্রভৃতি নাম অর্পণ করা হইয়াছে। সহজ্জানের তৃতীয় লক্ষণ সার্ব্ধভৌমিকত। পণ্ডিত ও মুর্থ সকলেরই এ জ্ঞান আছে, এ ছতা ইহার নাম সাধারণ বোধ, সার্বভৌমিক জ্ঞান। ইহার চতুর্থ লক্ষণ আদিমত। সহজ্ঞান উংপল্লান নহে, অফুমানসিদ্ধ বিদ্ধান্ত নহে। সমুদায় বিজ্ঞান ও তর্কের উহা মূল আপ্রয়, উহাকে অবলম্বন করিয়া চিম্বা ও

⁽১) (২) এই ছুইটা প্ৰবক্ষে নগৰিখানের যত ও বিধান সম্পর্কে অনেক ভব অবসত হওৱা বায়।

আলোচনা উপস্থিত হয়। এই জন্ম ইহার নাম মূলস্তা, আদিম জ্ঞান। সহজ্ঞানের পঞ্ম বা শেষ লক্ষণ এই যে, উহা স্বতঃপ্রমাণ, অক্সপ্রমাণসাপেক নহে। স্থতবাং উচা কেবল জ্ঞান নয়, বিশাস ও প্রভাষ। কার্যামাত্রের कात्र आह्न, मर कार्या कर्त्तवा. जमर कार्या পরিহার্যা ইত্যাদি বিষয় আমরা স্তদত বিশাস করিয়া থাকি: এই জন্ম ইহার নাম অবিচারোখিত সভা, ও স্বতঃসিদ্ধ বিখাদ। এই সহজ্ঞান মানবজাতিকে যে সার্বভৌমিক ধর্ম অর্পণ করে, তাহাতে বিরোধ নাই, বিদংবাদ নাই, দাম্প্রদায়িকতা নাই। চিন্তা বিচারাদিতে মতভেদ উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইয়া পড়িয়াছে। সহজ্ঞান সাক্ষাদর্শন। এই সাক্ষাদর্শনে ব্রাহ্মধর্ম অতি সরস, কেন না উহাতে ঈশ্বর প্রাণের প্রাণরূপে দাকান্দৃষ্ট হন। পণ্ডিত ও মূর্থ দকলেরই ইহাতে অধিকার, কেন না সহজ্ঞানের সার্মভৌমিকত্ববশতঃ বিচার তর্ক प्तर्मनामित माद्यारा तिना मकलाहे <u>এ</u>हे माकाफर्मरन व्यथिकाती। आंक्रधर्मात द्वेचत उर्कलक वा भूतानविन्छ द्वेचत नरहन। इंटात द्वेचत कीवन्छ देचत। বিশ্ব এই ধর্মের মন্দির, প্রকৃতি পুরোহিত, সকল অবস্থার মানব ঈশরের নিকটবর্ত্তী হইয়া পূজা করিবার অধিকারী। নিশাসপ্রশাসাদি ক্রিয়া থেমন সহজে নিম্পন্ন হয়, আমাদিগের ইচ্ছাধীন নতে, ধন্মের মূল স্তা স্কল তেমনি সহজে উপলব্ধির বিষয় হয়, আমাদিগের ইচ্ছার উপরে উহাদিগের গ্রহণাগ্রহণ নির্ভর করে না। এই সহজ সার্কভৌমিক মুলোপরি রাক্ষ্যমাজ সংস্থাপিত থাকাতে, পৃথিবীর সূর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিসংবাদের মধ্যে আন্ধর্ণের মত নিতাকাল সমভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

প্ৰম প্ৰবন্ধ-"আতুগ্ৰ, ভোষাদিপের শিতাকে ভাল্যাস"

অক্টোবর মাসে (১৮৬০ খৃঃ) পঞ্চন প্রবন্ধ বাহির হয়। "ভাতগণ, ভোমাদিগের পিতাকে ভালবাদ" (Brethren, love your Father) এইটি প্রবন্ধের বিষয়। এই প্রবন্ধে অহাতপ্ত পাপীর অবস্থা এমন হান্দররূপে বর্ণিত আছে যে, তাহা পাঠ করিয়া কাহারও হাদ্য আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না। পাপী বধন অহাতাপের শেব শীমাষ উপস্থিত, আরু যধান দে আক্সাংবরণ করিতে পারে না, তথন সে অধীর হইয়া দ্বারের নিকটে ক্রন্দন ও আর্দ্রনাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই আর্শ্রনাদের ভিতরে পাপীর সদ্যে দ্বারের আবাদ্ধরাণী

অবতরণ করে। তথন পাপী এই বলিয়া আশ্চর্ঘাধিত হয় যে, তাহার ঈদৃশ নরকত্লা হলয়ে পরম পবিত্র পরমেশর বাদ করিতেছেন। দে তথন তাঁহাকে আপনার প্রাণের প্রাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া ক্রতার্থ হয়। যিনি পাপীকেও কথন পরিত্যাগ করেন না, তাহার উদ্ধারের জন্ম সর্বাদ নিকটে থাকিয়া তাহার প্রতি নিরন্তর অগীম করুণা প্রকাশ করেন, দেই ঈশরকে প্রত্যেক ব্যক্তির কি প্রকার ভালবাদা কর্ত্ববা, ইহা এই প্রবদ্ধে বিশেষরূপে সকলের হৃদয়ে মৃদ্রিত করিয়া দেওয়া ইইয়াছে।

वर्ष धावक-"नमात्रत हिल्"

নবেম্বর মাদে (১৮৬০ থাঃ) প্রকাশিত ষষ্ঠ প্রবন্ধের নাম "সময়ের চিহ্ন" (Signs of the times)। ঈশবের কর্তৃত্ব বিনা অন্ত কোন কর্তৃত্ব স্থীকার উনবিংশ শতাব্দীর ভাবোচিত নহে। স্বাধীনতা এবং উন্নতি, ইহাই একালের আগ্রং বাণী। কোন ঐতিহাদিক ঘটনাবিশেষ স্থীকার নহে, কিন্তু সাক্ষাং সম্বন্ধে জীবস্ত নিতাবিজ্ঞান পরব্রদের উপর পূর্ণ আশস্ততা। বিবিধশাস্থা-লোচনার উপরে পরিত্রাণ নির্ভর করে না। পরিত্রাণদাতা ঈশবের জায় ও করুণার নিকটে পূর্ণভাবে আয়ুদ্যপূর্ণ করিয়া আয়ার যে দ্বিজ্ঞর্বনাভ হয়, উহাই পরিত্রাণ। এ সময়ে অনেকের চিত্র এই প্রমৃক্ত ভাবের দিকে ধাবিত হইয়াহে, এবং ইহাই প্রদর্শন জন্ত মোরেল, টি উইলদন, এফ জে কক্সটন, আর ডবলিউ গ্রেণ, ক্লে লংকোর্জ, ভবলিউ ম্যাক্ল, ক্লেক্স, মিদ্ কর, থিওভার পার্কার, এফ ভবলিউ নিউম্যান, জে ইয়ং ক্লত গ্রন্থ হইতে অংশ সম্পায় উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

मश्रम श्रायम-- "উপविम"

সপ্তম প্রবন্ধ উপদেশ (An Exhortation), ভিসেম্বর মাসে (১৮৬০ খৃঃ) প্রকাশিত। এই উপদেশে মহন্তা সংসারাসক্ত হইয়া কি প্রকার হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রথমতঃ বর্ণনা করিয়া, সংসারের অসারত্ত, সংসারবাসনাবশতঃ জীবের ঈশরের করুণাসস্তোগ করিয়াও তংপ্রতি অক্তত্ততা, প্রবৃত্তির অধীনতা জন্ম বিবেকের প্রতি উদাসীন হইয়া অস্তে নরক্ষম্মণাভোগ, ইহার বিপরীতে ঈশরের আদেশ অহ্বর্তন করিলে হ্র্থ শান্তি আনন্দ অবশ্রভাবী প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন প্রকার গতিকিয়া না করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র অধ্যার্ উয়তিসাধনে

যত্রবান্ হওয়া এবং পাপ অপবিত্রতা হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক ধর্ম শাস্তি পরিত্রাণ আলিকন করা, এই উপদেশের সার মর্মা।

बहेम, नवम ७ प्रनम श्रवस

অষ্টম ও নবম প্রবন্ধ ১৮৬১ খুটান্ধের জান্ন্যারি ও মার্চ্চ মানে প্রকাশিত। এই চুইটিতে সহজ্ঞান যে স্থান্ন ভূমির উপরে অবস্থিত, তাহা প্রদর্শনক্ষ্ম বিরোধী অবিরোধী দার্শনিকগণের প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। এপ্রেল মানে (১৮৬১ খৃঃ) প্রকাশিত দশম প্রবন্ধে, রুফনস্বরে প্রীষ্ট্রশ্মপ্রচারক ভাইসন সাহেব কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা প্রবণ এবং "ব্রাদ্ধশ্মের মৃল" (Basis of Brahmoism) নামক চতুর্থ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যে বাইটিটি প্রশ্ন করেন, প্রথমতঃ দেই প্রশ্ন গুলি বিক্তন্ত করিয়া, উহাদিগের সংক্ষিপ্থ সার লইয়া নৃতন প্রশ্ন সমন্ত্রক্ষক উত্তর দেওয়া হয়। ক্রফনস্বরের প্রচাবস্ত্রান্ত লিপিবন্ধ করিবার সময়ে আমরা ইহার সার সংগ্রহ করিব।

通事即中 의 4年-- "제(영리事)"

একাদশ প্রবন্ধ আপ্রবাক্য (Revelation) ঘটিত, মে মাদে (১৮৬১ খৃঃ) প্রকাশিত। এই প্রবন্ধের দার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে; লব্দং ভগবান্ আমাদিগের নিকট সতা দকল প্রকাশ করেন। এই দকল সত্য দহজ্জানের আকারে আমাদিগের আব্যাতে উদিত হয়। কোন গ্রন্থ ভগবানের বাক্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কেন না ভগবানের বাক্য মানবন্ধদয়ে প্রকাশিত হয়, গ্রন্থে নহে। যাহা এক সময়ে ক্ষদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই গ্রন্থাকারে নিবন্ধ হইয়াছে, এ কথা বলিলে, ঐ দকল বাক্য গ্রন্থে নিবন্ধ হইয়া আমাদের সম্বন্ধে আপ্রবাক্য হইতে পারে না। কেন না, যত কণ না ঈশর আমাদিগের আব্যাতে ঐ দকল বাক্য আপনি প্রকাশ করিতেছেন, তত কণ উহারা আমাদিগের নিকটে আপ্রবাক্য নহে। গ্রন্থ আমাদিগের জীবননিয়মনানিপক্ষে উপকারী হইতে পারে, কিন্ধ যত দিন ঐ দকল গ্রন্থাকিত সতো আমাদিগের ক্ষম সায় না দেয়, তত দিন উহা আমাদিগের পক্ষে অকর্মণা। যপন দকল গ্রন্থেই সত্য আছে, তথন কোন এক বিশেষ গ্রন্থ গ্রহণ করিয়া অপর সমূদয় গ্রন্থকে দ্বে পরিহার করা সমূচিত নহে। যে কোন গ্রন্থ সভা আছে সত্য আছে, তেই সত্য বাদন আমাদেরে আব্যার মধ্যে পরমান্থার

অনুমোদন লাভ করে, তথন উহা সর্বাধা আদরণীয়। প্রমান্ত্রার অনুমোদন ও ঠাতার কপায় সতা প্রাপ্ত তওয়। যায়, এ বিষয়ে ঘাঁহারা আন্তা সংস্থাপন না করিয়া গ্রন্থবিশেষকে ঈশুরের বাকা বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের স্বাস্থ বিচারশক্তি আশ্রয় করিয়া ত্রদগ্রন্থ বঝিতে হয়: ইহাতে মতিভেদে বন্ধিভেদে একট গ্রন্থ শত প্রকাব ব্যাখ্যার অধীন হট্যা এক সম্প্রদায় শত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া একত্রকা এই জন্ম জগতে আদ্ধ পর্যান্ত হয় নাই। কেবল গ্রন্থের অভ্যন্তভায় বিশাস করিলে চলে না. কাহার সঙ্গে সংখ্য অনেকঞ্জি অভান্ত বিষয় মানিতে হয়। প্রথমতঃ যে ভাষায গ্ৰন্থ লিখিত, সে ভাষাকে অভান্ধ স্বীকাব:কবিতে হয়। সেই গ্ৰন্থ যে কোন ভাষায় অন্থবাদিত হউক. দেই অন্থবাদের ভাষার অল্রান্তত্ব মানা প্রয়োজন। এই ভাষার ব্যাপা।, ব্যাথাানাথ অভিধানাদি সকলেরই অভান্তত্ত না মানিলে চলে না। এতগুলি অল্রান্ত বিষয় মানিয়াও শেষ হইল না, থেমন তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ঐ গ্রন্থ বঝিবে, তেমনি তাহার (অর্থাং দেই বোধের) অদ্রাস্ত হওয়া সর্বপ্রথমে প্রয়োজন, স্বতরাং ঘুরিয়া কিরিয়া আত্মাতে ঈশ্বর কর্ত্তক সত্যপ্রকাশ, ইহাই দাঁড়াইতেছে। কোন অন্তত অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা আপ্তবাক্য বাৰীয়া লওয়া, এ পদ্ধাও ঠিক নহে: কেন না স্ত্যাস্তা, ভাল মন্দ্ এ উভয় সম্বন্ধেই প্রাচীন গ্রন্থে অলৌকিক ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। আপ্রবাক্য-সম্বন্ধে কেবল গ্রন্থ ধরিলে চলিবে না, সমুদায় প্রকৃতিকে তাঁহার (ঈশ্বরের) সতাপ্রকাশের স্থল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশর গ্রন্থনিচয়ের মধ্য দিয়া, সমুদায় প্রকৃতির মধা দিয়া মহুয়োর নিকট সূতা প্রকাশ করিতেছেন। আক্ষাণ স্কল স্থান হুইতে সতা ঈশবের মধা দিয়া গ্রহণ করেন বলিয়া, কেই কেই তাঁহাদিগক চৌर्यापितान अर्पन कतिशाह्न, झेन्स अपवान अपविद्याया । क्ला ना ठाहाता যুখন যেখান দেখান হইতে সতাগ্রহণে প্রস্তুত, তখন সেই সেই সম্প্রদায়ের নিকট চৌধ্যাপনাদগ্রস্ততো হইবেনই। বস্তত: এ অপনাদ রুধা, কেন না এই সমুদায় সতা অন্তররাজা হইতে তাঁহার৷ গ্রহণ করেন, বাছে তৎসাদৃভা গ্রেছ আছে, এই মাত্র। ব্রাপ্তগণ কখন কোন গ্রন্থের প্রতি অবমাননাস্চক বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহা অসম্ভব, ইদুশ বাক্যপ্রয়োগ অতীব দ্বণার্ছ। যে কোন গ্রন্থ হটতে মধন তাঁহারা দাদরে সভাগ্রহণ করেন, তথন তাঁহাদিগের প্রতি এ

অপবাদ কথন থাটে না। থাহারা পুস্তকবিশেষকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশাস করেন, তাঁহাদিগেরও তংগদদে রাদ্ধধ্যের গ্রহণপ্রণালী শীকার করিয়া না লইয়া উপায় নাই। সহজ্ঞানপ্রণালীতে সত্য গ্রহণ না করিয়া, তাঁহারা গ্রন্থবিশেষকেও আপ্তবাক্য বলিতে পারেন না; কেন না প্রথমতঃ ঈশর আছেন, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি কল্যাণ্ময়, তিনি পবিত্র ও বিশাস্থাগ্য, এ সকলেতে বিশাস না করিয়া, এই গ্রন্থ তাঁহার বাক্য এবং আ্যাদিগের হিতের জ্ঞা অবতীর্ণ, এ কথায় কেহ বিশাস স্থাপন করিতে পারে না।

দাদশ প্রবদ্ধ-"প্রার্হিত ও পঞ্জিবার"

দাদশ প্রবন্ধ প্রায়শ্চিত্ত এবং পরিত্রাণ (Atonement and Salvation) বিষয়ক, জন মাদে (১৮৬১ খুঃ) প্রকাশিত। ইছার সার মধ্য এই;—ঈশরের প্রেম আমাদিগকে সর্বাদা পরিত্রাবদানে বাস্ত। বিনি মনস্ত প্রেম, তিনি কথন পাপীর ক্রন্দনের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না। এ কথা সত্য থে. তিনি-रयमन अनक त्थान, त्रमन्द्रे अनस साम । भाभी यथन भूनः भूनः भेगत्त्रत নিষেধবাকা প্রবণ না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিয়াছে, তথন ঈশরের করুণা বা প্রেম তাঁহার স্থায়ের বিরোধে পাপীকে কি প্রকারে পরিত্রাণ দান করিতে পারে ? উপযুক্ত প্রায়শ্চিত বিনা ঈশ্বরের কঙ্কণা তাঁহাকে পরিজ্ঞাশদান কবিবে কেন ? অনস্ত ঈশবের বিকল্পে পাপাচরণ, ইহার কি প্রায়ণ্ডিন্ত আছে ? কোন এক জন নিশাপ বাক্তি আপনাকে পাপীর পরিবর্তে বলিদান করিলে কি এই পাপের প্রায়ন্তির হইতে পারে । প্রায়ন্তির শব্দের অর্থ, চিত্তের ঈশরের নিকে অভিমুখীন হওয়া; পাপী যথন পাপাচরণ করিয়া অমুতপ্ত হয়, তখন তাহার চিত্র ঈশরের দিকে অভিমুখীন হইয়াছে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। চিত্ত অভিমুখীন হইলেই যখন প্রায়ণ্ডিত হটল, তখন অমৃতাপই যে পাপের প্রায়ুশ্ভিত্ত, তাহাতে মন্দেহ কি? পাপের উপযুক্ত শান্তি আছে, ইছা কেছ অন্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু শান্তির মধ্যে কি কেবল ঈশবের ভায় বিভ্যান, করুণা নাই? ঈশব কি কোণ্ডরে পাণীকে দঙ্বান করিয়া থাকেন ? হাছার। এরপ মনে করে, তাছার। ঈশরাবমাননা করে। मेचात्रा काथ (द्यांति किंद्र महत्व ना। जिलि त्य भाभीत्क मधानान করেন, তাহা তাহাকে সংশোধন করিবার জন্ত। পৃথিবীর পিডামাতাও ধর্মন

দস্থানকে এই ভাবে শাসন করেন, তথন ঈশ্বরসহন্ধে দেরপে দণ্ডদান অসম্ভব, এ কথা কে মনে করিবে ? আমাদিগের পাপ অপরে বহন করিবে, আমাদিগের পক হইতে আর এক জন আপনাকে বলিদান দিয়া ঈশবের ক্রোধশাস্তিপ্রক আমাদিগকে নিষ্কৃতি দান করিবে, এ সমুদায় অযুক্ত এবং ধর্মবিরুদ্ধ কথা। আমার পাপের কারণ আমার ভিতরে অবস্থিতি করিতেছে। সে কারণের উল্লেদ না इहेल, उब्ब्रिनिज পাপের উচ্ছেদ হইবে कि প্রকারে? কারণ এক वाकिए उहिन, जाहात कांधा हहेरा अन्न वाकिए. हेहा कि कथन मुख्य ? আর ঈশর আপনার ক্রোধশান্তির জন্ম এক জন নিষ্পাপ ব্যক্তির শোণিত চান, এরূপ শোণিতপিপাস্থত্ব ঈশ্বরে আরোপ করা কি তাঁহার ভয়ানক অবসাননা নয়? যদি এক ব্যক্তি কল্পনায় মনে করে, অপরে আমার পাপের জন্ম আপনাকে বলিদান করিয়াছেন, আমার আর ভয় কি, তাহা হইলে সে এইরূপে আপনার বিবেককে নিস্তিত করিয়া ফেলে এবং ঈশরের রাজ্যের উপর অবিচার, বিশুখলা এবং শাসনবিহীনত। আরোপ করে। বিনা অমুতাপে প্রায় শিত্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে অভিমূগীনতা কথনই হইতে পারে না। পাপীর পাপের জন্ম যথেষ্ট পরিমাণে দণ্ড হউক, আমরা যত দূর মনে করি, ভদপেক্ষা বছগুণ দণ্ড কঠোর হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কেন না আমরা জানি, দেই দত্তেই পাপীর নিশ্চয় সংশোধন। রোগী ব্যক্তির তিক্ত ঔষধ পান করিতে কট হয়; কিন্তু যথন সে জানে যে, এই তিক্ত ঔষধে তাহার রোগোপশম হইবে, তথন কট হইলেও দে ঔষধপানে বিরত হয় ন।। তিজ উষ্ধপানে যে প্রকার রোগ বিদ্রিত হইয়া স্বাস্থালাভ হয়, দত্তে পাপ বিনষ্ট হইয়া সেই প্রকার পরিত্রাণ উপদ্বিত হইয়া থাকে। পরিত্রাণ আর কি? পাপ হইতে বিমৃক্তিলাভ। পূর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রতীতি হইবে, দণ্ড হইতে মৃক্তি অসম্ভব: তবে দণ্ডদারা সংশুদ্ধ হইয়া পাপ হইতে মৃক্তি, इंहाई यथार्थ मुक्ति।

প্ৰবন্ধ বারা সলতবের ব্যাখ্যা

এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এক জন অনায়াদে দেখিতে পাইবেন, কেশবচন্দ্র প্রথমে যে সকল মৃলতত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিচলিত হটয়া কথন তিনি অপর ম্লতত্ত্ব স্বীকার করেন নাই। এই সকল ম্লতত্ত্বের

ক্রমবিকাশ হইয়া পরিশেষে কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার জীবনবভাত্তের চরম দিকে আমরা যত অগ্রসর হুইব, তত তাহা প্রত্যক্ষ করিব। তিনি প্রথম হইতে ইথরের সাক্ষাদর্শন, সাক্ষাং সম্বন্ধে তাঁহার কথা-প্রবণোপরি আপনার ধর্ম স্থাপন করিয়াভিলেন, এই প্রবন্ধগুলি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সকল প্রকারের বন্ধন বিমক্ত না হইলে, কেই ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরবাণীপ্রবণে অধিকারী হইতে পারেন না; এ জন্ম তিনি মতি প্রথম হইতে ধর্মসম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। গ্রন্থাদিরপ কোন বন্ধন কাহাকেও বান্ধিয়া রাখিবে, ইহা তিনি এই কারণেই দহ্ম করিতে পারিতেন না। ঈশবের অগও করুণার উপরে যেমন, তেমনি তাঁহার আয়ের উপরেও তাঁহার স্থদ্য বিশাস ছিল। ফলতঃ ন্যায় ও করুণা তাঁহার নিকটে এক অথও পদার্থ ছিল। যেখানে করুণা, দেপানে আয়, যেথানে আয়, দেধানে করুণা, উভয়ের অভিন্নতা এবং এক ব একট চিন্তা করিলেই দকলের হানয়কম হয়। ঈশর করুণাময় বলিয়াই পাপীর পাপোচ্ছেদজ্জ দণ্ডদান করেন, তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া ক্লতার্থ করেন, ইহার তুল্য আর সহজ কথা কি আছে। যেমন সহজ ধর্ম, তেমনি উহার সহজ ব্যাখ্যাতা কেশবচন্দ্র। প্রথম ব্যুদে যে ব্যাখ্যাত্ত্বের ভার তাঁহার উপরে ভগবান অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কি প্রকার বিশ্বস্ততাসহকারে সম্পাদন কবিয়াছেন, এই প্রবন্ধগুলি চির্কাল তাহার সাক্ষাদান করিবে।

কলিকাতার বাহিরে ধর্মপ্রচার

(ক্বফনগর--১৮৬১ খ্:)

नागुभित्रवर्क्तम । अर्ज्जवाहात्र

কেশবাসক বিষয়কর্মে প্রারত থাকিতে থাকিতেই ক্রফনগরে প্রমন করেন। कारांत मतीत व्यवस्थ रहेसाहित. क्ष्म्यताः नायभतिवर्कन व्यवसाजन रह । किनि এই প্রয়োজনটিকে ধর্ষপ্রচারের জন্ম নিয়োগ করিলেন। তিনি কঞ্চনগরে একাকী গুমন করেন নাই, ঠাকুর পরিবারের কেহ কেহ জাহার সংক ছিলেন। हैशदा नकत्व आमाहित्वात वर्षमान अनिष न्याविद्यात श्रीवरू मत्नात्माहन ংঘাবের (১) পিতা অর্গগত রামবোচন কোষের গৃতে অবস্থান করেন। রামলোচন ঘোষ কৃষ্ণনগরে সদর জ্মাল। ছিলেন, আক্ষমর্মের দ্বছিত জাঁহার বিশেষ শহাস্থভূতি ছিল। কুঞ্চনধুৰ বাদা কুঞ্চন্তেৰ সময় হইতে বিশ্বাক্ষানাদিকত সৰ্ব্বত প্ৰসিদ্ধ। ক্ষুনগুৱান্তর্ভুত নবন্ধীপ আজ প্রকান্ত শ্বতি ও জানশালের অধ্যাপনানিমিত কাশী হইতেও শ্ৰেষ্ঠ বলিয়া পৰিপ্ৰিত। কলিকাতা আন্ধন্মাজের প্ৰই কুঞ্নগরের আন্ধদমাক। এই স্থানে আন্ধধর্মের ত্র্গস্থাপন হওয়াতে, প্রীষ্টীয় প্রচারকগণ আপনাদের তদ্বিরোধী তুর্গ স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র ত্রদ্ধবিভালয়ে ইংরাজীতে বক্তাদান করিয়া প্রশিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের স্থায় বিজ্ঞাচর্চোর স্থানে ধধন তিনি আগমন করিয়াছেন, তথন যে তিনি বক্তৃতাদান করিবার জন্ত তত্রতা লোকগণ কর্ত্তক অফুক্ত হইবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক।

वक् छात्राम ७ छाहेमत्मद महत्र धर्मपूष

তিনি বক্তাদান করিলে তথাকার পাদরী ভাইসন সাহেব তাহার প্রাত্যুত্তর দান করেন। ধর্মমুদ্ধে কেশবচন্দ্রের স্থায় উৎসাহী বীর কে আছে? বক্তার প্রতিবাদ করিয়া কেহঁ যে তাঁহাকে পরাভৃত করিবে, বা তিনি মৌনাবদম্বন

⁽⁾⁾ अव्यक्तनाकारण जिनि बोशिक व्रिलन।

জারিবা থাকিকেন, লে প্রকার ধাতুর কোক তিনি নছেন। তিনি প্রতিবালে প্রস্তুত্ব হইলেন, বলিতে বালিতে তাঁছার এমনই উৎসাহ বাজিয়া গেল এবং এত বলের সহিত বলিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত শ্রোভ্বর্গের আশ্বা উপস্থিত হইল, কি জানি বা তাঁহার স্কংপিঞ্চ বিদীর্ণ হইয়া ঘায়। কেহ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সাহদ করিতেছিলেন না, এক জন উপস্থিত ডাঙার উাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। প্রীর্থান পাদরী তাঁহা কর্ত্তক পরাজিত হইলেন, ইহাতে তত্ততা লোকের জানন্দের পরিদীমা রহিল না। বাজণ পণ্ডিতগণ যালিও বাজধর্মের অহত্তল ছিলেন না, তথাপি সাধারণ শক্র প্রীর্থান পাদরিগণের পরাজ্যে সক্ষর হইয়া কেশবচন্দ্রের নিকট ক্রতক্ততাপ্রকাশ করিতে আগমন করিলেন। কেশবচন্দ্র এই প্রচারের বৃত্তান্ত খহং লিখিয়া বাজসমাত্রে পাঠাইয়া-ছিলেন, ঐ বৃত্তান্ত গেই সময়ের তব্বোধিনী প্রাবণ, ১৭৮০ শক্) হইতে উদ্ভূত

কেৰফাল্লের বলিবিভ কুক্দগরের আনববৃদ্ধার

ব্রাক্ষসমাজের সম্পাদক * মহাপথেরু।

व्यनग्रमभन्नात्रभूक्षक निरसनमधिनः।

এখানে এত দিন কি করিলাম, তাহা বিস্তার করিয়া দিখিতেছি। ছুই
কল্য দিনির কল্য এখানে আদিয়াছি, প্রথমত: শরীর হুদ্ধ ও দবল করা,
বিতীয়ত: ক্ষুনগরে কুদংস্কার দক্ষণ পরিহার করত: পবিত্র রাজ্যশব্দপ্রচার
করা। যদিও বাদশ দিবল অতীত হইয়াছে, শরীরের বিশেষ উন্ধতি দেখিতে
শাই নাই। এখানে বিবদে বিশেষত: ২০০টার সময় উত্তাপ আদহু হইয়া
উঠে, এবং শ্রীরকে অত্যন্ত মুর্জন করে। পত বৃহস্পতিবারে ঘোরঘট। করিয়া
বৃষ্ট হুইয়া গিয়াছে, তাহাতে বায়ু অপেকারত শীতন হুইয়াছে।

ৰাজ্ধৰ-প্ৰচাৰের জন্ত আমরা কি করিছেছি, ভাহা জানিতে আপনার

ত ১৭৮০ পাকের ১২ই পৌবে (২৫পে ডিসেবর, ১৮৫০ বৃঃ) প্রাক্ষসমাজের সম্পাদকীয় পাদে কেশবচন্দ্রের বিরোগ ক্ষরার কথা উল্লিখিত ক্ষরাছে। তিবি এখ্য সম্পাদক নিবৃক্ত হন নাই; ক্ষমিতা দেকেঞ্জনাথ ও কেশবচপ্র উভাগে সম্পাদক একং আনন্দ্রন্ত বেদাক্ষাপীণ সহকারী সম্পাদক নিবৃক্ত হব। এ পত্র বর্ত্তবিভা ক্ষেক্সেকাবের বিকটে লিখিত।

কৌতৃহল হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনি যথন আমাকে রুঞ্চনগরে ত্রাহ্মধর্মের উন্নতিসাধন করিবার গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রতিবন্ধকগুলি পরিষ্কার করিয়া বঝাইয়া দিয়াছিলেন, তথন আমার বোধ হইয়াছিল যে, আমার কুদ্ধলে এ মহং কর্ম সংসাধন করা অত্যস্ত স্থকঠিন। মনে করিয়াছিলাম, কেবল কতকগুলি প্রীতিবিহীন বিষয়ী লোক ও প্রথর বৃদ্ধির মধ্যে পড়িয়া দিন যাপন করিতে হইবে। কিন্তু সত্তোর জয় সর্ব্বত হইবে, তাহা শ্বরণ করিয়া আমার আশা অবদন্ন হয় নাই। যাহা হউক, কি আশ্চ্যা! কি আনন্দের বিষয়! ক্লফনগরেও আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এথানেও ঈশব্রপ্রদাদে উংসাহ ও প্রীতি পাইয়া আনন্দ্রদাগরে মগ্ন হইয়াছি। অনেক বিবেচনা করিয়া এখানে একেবারেই "টানা জাল" क्लिग्नाहि, वर्षार शाहारच व्यत्मक এवर मांनाविव लाक को उहनाकां छ হইয়া জডিত হইতে পারে। গত শনিবারের পূর্বে শনিবারের সন্ধ্যার পর সমাজগুহে একটি বক্ততা করিয়াছিলাম : তাহাতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, তাহার উন্নতির পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম একমাত্র উপায়, ভ্রাত্রসৌহার্চ্চ, এবন্বিধ কতিপয় বিষয় বলিয়া অবশেষে মুপে একটি ঈশরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। প্রায় ৩০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে যুবা, বুদ্ধ, বালক, ভদ্র, ইতর, ধনী, দরিদ্র অনেক প্রকার লোক ছিল। যদিও বক্তৃতা স্থদীর্ঘ হইয়াছিল, এবং অনেকে স্থানাভাবপ্রযুক্ত দণ্ডায়মান ছিলেন, তথাপি অনেকাংশ লোকের যে প্রকার মনোযোগ দেখিলাম, তাহাতে চমংকত হইয়াছি। অনেক লোক আদিয়াছে, ক্রমে বাছিয়া লইতে হইবে. এবং ব্রাগধর্ম্মের পবিত্র নিকেতনে স্থানিতে হইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া ওটা বক্তুতা করিবার কল্পনা করিলাম, ২টা জ্ঞান ও ২টী অফুষ্ঠানবিষয়ক। ১। ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি। ২। প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি। ৩। জীবনের লক্ষ্য ও প্রার্থনার আবশুকতা। ৪। ঈশবের জন্ত বিষয়ত্যাগ। গত মঙ্গলবারে প্রথম বক্ততা ও শুক্রবারে দ্বিতীয় বক্ততা হইল। প্রায় ১৫০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাদের কিছু কিছু বুঝাইয়। দিলাম এবং খ্রীষ্টপদ্ম প্রভৃতি কাল্পনিক ধর্মের প্রতি ২। ৪টা অন্ধ নিকেপ করিলাম। পাল্রি ডাইসন সাহেব বক্তৃতার পরে আমাদিগের মত পুওন করিতে চেষ্টা করিলেন; বোধ হয়, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। অভ প্রার্থনার বিষয় বলিবার দিন। ঈশ্বর করুন, যেন অভ্যকার বক্কৃতা নিম্মশ না হয়, যেহেতুক বান্ধদিগের প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই।

প্রকাশ্যরণে রাহ্মধর্মপ্রচারের এই সকল উপায় অবলম্বন করিতেছি। কিন্তু গৃঢ্রূপে প্রীতির জাল বিস্তার না করিলে, কেবল বাহ্ম আড়ম্বরে ধর্ম-প্রচার হয় না। এ জন্ম এখানকার যুবকদের চিন্ত আকর্ষণ করিতে, তাহাদিগের সহিত তৃশ্ছেল প্রায়শৃন্ধলে বদ্ধ হইতে চেন্তা করিতেছি। আতৃ-দৌহার্দের সহিত ধর্মবিষয়ে কথোপকথন ও কথন কথন তর্ক বিতর্ক হয়--তাঁহাদের কি কি অভাব জানিতেছি। ধর্মালোচনার জন্ম একটি সভা সংস্থাপন করিবার কল্পনা করিতেছি।

আমাদের পরিশ্রম কি বিফল হইয়াছে? আমরা কি অরণ্যে রোদন করিলাম? মরুভ্মিতে বীজ রোপণ করিলাম? কথনই না। কালেজের মধ্যে উৎসাহ-অরি প্রজ্ঞালিত হইয়াছে, কত কত ছাত্র আমাদের বরুতা শুনিজে আদিতেছে। প্রথম শ্রেণীর প্রায় সকলেই জালে পতিত হইয়াছে। আমাদিগের সহিত ভাতৃভাবে কথোপকথন করিতে ও স্থচারুরূপে রাজ্ঞধর্ষের মত জানিতে তাঁহাদের অত্যক্ত উৎসাহ। শিক্ষকেরাও প্রায় সকলেই আগ্রহণ্পর্বক শুনিতে আইসেন। সত্য জানিবার জন্ম ইচ্ছা, রন্ধরস পান করিবার তৃষ্ণা অনেকেরই আছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেগিতেছি। রুষ্ণনারর ক্ষা ব্যাবৃদ্ধ প্রায় সকলেরই মধ্যে একটা গোলমাল হইয়াছে। নিজা ও উপেক্ষার লক্ষণ বড় দেখা যায় না। এ দিকে তো এই, আবার পাস্তিদের মধ্যেও গোল হইয়াছে। ভাইসন সাহেব রাজধর্ষের আপ্রবাক্য ও প্রায়শিত্র বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, তাহার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। শুনিলাম, সংগ্রামের জন্ম হামিন্টনের লেকচর এবং অন্তান্ত অস্ব সকল সংগ্রহ করিতেছেন। দেখি, তিনি কি বলেন। আমাদের লক্ষ্য তর্ক বিবাদ নহে; কেবল প্রীতির সহিত রাজধর্ষ প্রচার করা।

প্রীতি যে রান্ধধর্মপ্রচারের প্রধান উপায়, এই বিশাসটী মনে বন্ধন্স হইয়াছে। প্রীতিবিহীন প্রচারক কোন কর্ম্মেরই নয়। প্রীতি থাকিলে সহিষ্কৃতা হয়, পরের কট্ন্তি, মানি, উপহাস, অত্যাচার স্বন্ধ করা যায়। প্রীতি থাকিলে অভিনান ক্রোধ অহমার বিসর্জন দিতে হয়, কি ধনী কি দরিদ্র

मकलात निकर्ष मञ्च । विभी ए जारव या थ्या यात्र । श्री कि शांकिरम मठा-किछा छ निगरक नीख जाना यात्र, नक निगरक भवान्त कविया युक्त कवा यात्र, সকলের চিত্ত আল্লে আল্লে আকর্ষণ ও হরণ করা যায়। এ সময়ে কতকগুলি প্রচারক আবশ্বক হইয়া উঠিয়াছে, অবিলয়ে প্রস্তুত করা উচিত। কত শত যুবক বান্ধধর্মের মঙ্গল ছারা লাভ করিতে না পাইয়া যে প্রকার যন্ত্রণা সঞ্ করিতেছে. তাহা দেখিলে কাহার না দয়া হয়। প্রচারের জন্ম আমাদের আরো যত্ন করিতে হইবে। যদি বান্ধর্মের বিমল জ্যোতি সর্বত্তে প্রকাশিত रम, यनि देशांत्र यथार्थ ভाৰ সকলে অবগত হয়, তাহ। इटेल অনেকে ইহাতে অমুরক্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহার স্থা পাইলে কে না আনন্দের সহিত পান করে? ঈশ্বরপ্রসাদে আমরা কতক দুর ক্লতকাথ্য হইয়াছি। তাঁহার ধর্মোর তিনিই প্রবর্ত্তক, তিনিই প্রচারক; আমরা কেবল উপায়মাত্র। যাহা হউক, আমাদের কুল চেটা যে সফল হইরাছে-সভ্যের প্রভা যে ১০।১২ জন লোকেরও মনে বিকীর্ণ হইয়াছে—বীর্যাহীন ও নিরুৎসাহী লোকদিপের মধ্যে যে উৎসাহ ও নৰজীবন প্রকাশ পাইডেছে-ক্রফনগরে যে এমন আশাতীত ফল পাওয়া পিয়াছে. তচ্চত দকলে মিলিয়া প্রম পিতাকে ক্তজ্ঞতা-উপহার অর্পণ করি।

রুফানপর ৩১শে বৈশাধ, ১৭৮৩ শক (১২ই মে, ১৮৬১ খৃঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

তথ্বোধিনীপত্রিকার সম্পাদকের মন্তব্য

কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্রের প্রচারদেখনে তথ্যবাধিনীপত্রিকাসম্পাদক বলেন; (১)—"কৃষ্ণনগরে এক অবি অলিয়া উঠিয়াছিল। মিশনারিদের মধ্যে, ছাজদিগের মধ্যে, বৃদ্ধদের দলের মধ্যে, সকল স্থানেই তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। যে দিন তিনি ঈশবপ্রপীত শাস্ত্রবিষয়ে বক্তৃতা করিলেন, সে দিন ভাইসন নামক তথাকার মিশনারি উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহার কোন কথায় সার দিতে পারিলেন না। সে কথা আরু কিছু নছে; তাহা এই—ঈশব প্রতি মন্থারে ক্রম্যে ক্রিতেছেন,

^{(&}gt;) ১৭৮৩ শকের প্রাবণ মানের তর্বোবিধীপঞ্জিকা জটবা।

তাহাই আমাদের আপ্তবাক্য-তাহাই আমাদের শাস্ত। কোন বিশেষ পুত্তককে আমরা শান্ত বলিয়া স্বীকার করি না। উশর যে পুরাতন কালে পুরাতন লোকদিগের মনে সভ্য প্রেরণ করিতেন, এখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। আমরা ধেখান হইতেই সভা পাই. তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করি। সে বিবেচনায় চন্দ্র, সূর্য্য, পর্বত, সম্ভ্র. একটি প্রস্তর, একটি তগকে আমরা বাইবেলের সঙ্গে সমান দেখি। যে সকল সতা সাধারণ, চিরস্থায়ী ও অপরিবর্জনীয়, যাহ। দেশ কালের উপর নির্ভর করে না, যাহা সামাল কৃষক ও অসামাল বিভান সকলেই সহজে দেখিতে পায় ও সহকে আলিক্ষন করে, তাহার উপরেই ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত। ইহার পরে প্রায় ভিত্তবিষয়ক বক্ততা হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে যে সকল অগ্নিময় বাক্য নিগত হইয়াছিল, ভাচা বোধ হয়, অনেকের क्षपरम প্রবিষ্ট হইমাছিল। ঈশরই আমাদের মৃক্তিদাতা, তাঁহার রাজভাব ও পিতভাব যে পরস্পর বিরোধী নতে—তাঁচার শান্তি আমাদের ঔষধ, এবং তাহা যে আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে—পাপের ভার যে এক জনের ক্ষ হইতে স্বার এক জনের স্কল্পে চাপান যায় না, তাহা হইলে পাপকে স্বারও উৎসাহ দেওয়া হয়, এই সকল বিষয়ে স্কুচাক্তরূপে বলেন। এবারও ডাইসন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মিশনারিরা আশুর্বা হয়, কেমন করিয়া হুই তিন শত लाक এकामिकास जिन हात्रि घन्हा कान मत्नार्यानभूकाक अवन करत । छाहेमन সাহেব আপনার শান্তকে বাঁচাইবার জ্বল্ল পর দিবস এক বক্ততা করিলেন। তিনি কোন আশাকর, বলকর, উৎসাহকর বাক্যে শ্রোতাদিগের আত্মাকে পর্ণ করিতে পারিলেন না। মহন্ত অতি অপদার্থ, বাইবেল না পড়িলে ভাহার ধর্মজ্ঞান জ্বিতে পারে না, তাহার ধর্মপ্রবৃত্তির উপর ঈশ্বর অভিসম্পাত দিয়াছেন। আক্ষধর্ম নিউমেন ও পার্কার নাল্ডিকদিগের ধর্ম। এই প্রকার কতকগুলি কথা বলিয়া নিবল্ধ চইলেন। ভাচার পরে প্রচারক মচালয় তাহার উত্তর দিলেন। সকল স্থানেই রব উঠিল, এইানদের পরাক্ষয়, ব্রাহ্মধর্মের জয় হইয়াছে। এক জন নবদীপের পশুিত আসিরা বলিলেন, 'আপনারা सामारमत मक वर्षेत. किंड सामारमत माधातन मक्टर्क भवान कतिशास्त्रत. মতএব এখন মাপনার। বন্ধু। ভাইদন সাহেব মাপনার পূর্ব মডের মনেক

সংশোধন করিয়া আর এক উত্তর দিলেন। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তিবিষয়ক কতক প্রশ্ন পৃত্তকাকারে সম্প্রতি মৃদ্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই সকলে জানিতে পারিবেন; প্রচারক মহাশ্য সেধানেই তাহা থণ্ড থণ্ড করিয়া প্রতিপক্ষদিগ্রে নিরুত্তর করিয়াছিলেন।"

ভাইসনের সুহজ্ঞানের বিরোধী প্রশ্ন সম্বন্ধে কেশবের উত্তর

ভাইসন সাহেব সহজ্ঞানের বিরোধে যে স্কল প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তর সংক্ষেপে এইরূপে নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। সহজ্ঞজান এবং চিত্ত এ তৃইয়ের প্রভেদ এই যে, সহজ্ঞান স্বাভাবিক, অযত্মস্তৃত, আদিম, উপ-স্থাপক, উদার, মান্দিক জ্ঞান; চিত্ত—মনের দর্কবিধ অবস্থার ভোতক। সহজ্ঞান যেমন একটি বৃত্তি, তেমনই সত্যও বটে। পিই সকল সত্য সংতঃ উংপন্ন, যাহাদিগের প্রভবস্থান আপনার ভিতরে; দেই সকল সতা স্বতঃপ্রমাণ, যাহাদিগের আপনার ভিতরে প্রমাণ অবস্থিত। সহজ্ঞান কতকণ্ডলি সতা সহজ ভাবে অফুভব করে; বৃদ্ধি ততুপরি চিন্তা নিয়োগ করে। সহজ্ঞান উপাদান অর্পণ করে, বৃদ্ধি সেই সকল উপাদানের আকার দিয়া বিজ্ঞান গঠন করে। উল্লয়ন, শ্রেণীনিবন্ধন, ভেদদর্শন, অন্ত্যান, বিচার এ সম্দায়ই বৃদ্ধির, সহজ্ঞজানের নহে। বাহিরের প্রভাবাধীনে সহজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, ভাব, বোধ ও বৃত্তিরূপে জাগ্রং হয়। সহজ্ঞানলক সত্য ব্যতীত পরিদর্শনজনিত সত্য আছে। খ্রীষ্টানেরাও ধর্মসম্পর্কীয় সহজ সত্য স্বীকার করিয়া থাকেন, যথা --- 'হৃদয়ে লিধিত ঈশ্বরের বিধি', 'বিবেকালোক', 'অস্তরে সত্যপ্রকাশ', 'অস্তরে অবিচ্ছিন্ন ঈশ্ববাণী', 'মাছুষের নিকটে ঈশবের আত্মপ্রকাশ'। বাইবেলও যে সহজ সত্তোর অত্তির স্বীকার করেন, তাহা রোমীয় পত্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪শ ও ১৫শ শ্লোক ও ভড্ড্রিকৃত ব্যাপ্য। ইইতে বিশেষ প্রকাশ পায়। মমুধাজাতির মধ্যে এত প্রভেদ কেন, এ প্রশ্নের উত্তর, খ্রীষ্টধর্মে এত প্রভেদ কেন? যদি সহজ্ঞান যথেষ্ট হয়, তবে শিক্ষার প্রয়োজন কি? যদি বাইবেল মথেষ্ট হয়, তবে লুথারে প্রয়োজন কি? শিক্ষার প্রয়োজন সহজ-জ্ঞানের অনন্তিত্বের প্রমাণ নয়; কেন না, সহজ্ঞজান থাকাতেই শিক্ষা সম্ভবপর হইয়াছে। শিক্ষা কেবল উদ্ভাবন, জাগ্রংকরণ ব্ঝায়। কেউ কি কথন আছ বাক্তির বহিবিষয়ের বোধ উৎপাদন করিতে পারে? সহজ্ঞজানসিদ্ধ আদ্ধর্ম এটানগণমধ্যে উদিত বলিয়া, প্রীষ্টান শিক্ষার প্রভাবস্বীকার করিতে পারা যায় नाः त्कन न। हैराता औरहेत देनतृष्, वाहेत्त्त्वतृ अमान्त्रप्, अनन्न नतृक्, মধ্যবর্ভিযোগে প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করেন না; জীইধর্মের সেইটকু ইছারা গ্রহণ করিয়া পাকেন, যাহা আন্তরিক আলোকের সহিত মিলে। যাহা মাহুষ বিনা শিক্ষায় আপনার মনের ভিতর হইতে শিক্ষা করে, তাহাকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষার ফল বলা কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত ? সহজ্ঞজানসত্তে মুণিত পৌত্তলিকতা কি প্রকারে প্রিবীতে প্রচলিত হইল, এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই, জীয়ীয় ধর্মপুস্তকের শুভ সংবাদ থাকিতে, আদমাইট, বালেণ্টিনিয়ান, নষ্টিক, মানিশীয়ান, আগ্নোয়াইট, কার্পোকেটিয়ান, এবিওনাইট প্রভতি ছণিত সম্প্রায় औद्देशका কি প্রকারে প্রবল হইল গুনহজ্জান বা বাইবেল অপেক্ষা আরও উচ্চ অপ্রবাক্যের প্রয়োজন অবস্থা আছে, কারণ আমরা সকলে "ঝাপসা ঝাপসা কাচ্চের ভিতর দিয়া দেপি।" তবে আমাদিগের সীমাবন্ধ সামর্থাবশত: ইহলোকে যত দুর জ্ঞাতবা, উহাতে জানা যায় বলিয়া সৃদ্ধ পাকিতে বাধা। আপ্রবাকা বাহির হইতে আইসে না, অস্তর হইতে: একল ত্রাহ্মণণ গ্রন্থে নিবন্ধ আপ্রবাকা স্বীকার করেন না। তবে যে গ্রন্থে নিবন্ধ আপ্রবাকা প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হয়, তাহা এই জন্ম যে, দে সকল গ্রন্থনিবদ্ধ আপ্রযাকা বলিয়া মনে করা হয় না। অলৌকিক ক্রিয়া আপ্রবাকোর প্রমাণ নছে, কেন না বাইবেলে উল্লিখিত আছে, "অনেক মিথা। খ্রীষ্ট, অনেক মিথা। ভবিশুদ্ধ है। উপিত হইবে, এবং তাহার। অনেক আশুর্গা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিবে। এত অধিক পরিমাণে দেখাইবে যে, যদি সম্ভব হইত, যাহারা মনোনীত, তাহাদিগকেও বঞ্চিত করিত।" (মধি, ২৪ অ, ২৪) সহজ্ঞান বিনা অলৌলিক ক্রিয়া, কি সভাের সভা্ত প্রমাণ করিতে পারে ভাকার আরনোলড বলিয়াছেন, "জ্ঞান বিনা বিশাস বিশাসই নয়, শক্তির উপাসনা। এ শক্তির উপাসন। দৈতোর উপাসনাও হইতে পারে। কেন না. स्नानई देखदरक যেমন শক্তিমান বলিয়া গ্রহণ করে, তেমনই সতা ও মক্লময় বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে" ইত্যাদি। ব্রাহ্মধর্ম আধ্যায়িক এবং ভৌতিক উভয়বিধ পৌত্রলিকতার বিরোধী, তাহার শিক। এই;--বাহিরের বস্তু বা অন্তাবের প্রবারের উপাসনা করিও না, কিন্তু এক অন্বিতীয়, সতা

ঈশবের নেবা এবং তাঁহারই মহিমার জন্ত সম্দায় কার্য্যের **অফ্**ষ্ঠান কর।

शहाद्वाहिक विश्वात । উৎगार

ক্লফনগ্রে প্রচার যদিও কেশবচন্ত্রের প্রথম প্রচার নহে, কেন না তিনি ইহার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে কলিকাতা নগরীতে বক্তৃতাদি দারা প্রচারের কাৰ্য্য করিতেন; তথাপি প্রচারার্থ বিদেশে পদার্পণ, এই প্রথম ৰলিতে वहरेतে। কি প্রকার বিশাস ও উৎসাহ থাকিলে বিদেশে জনসাধারণের নিকটে প্রচার ক্রিতে পার। যায়, এই প্রচারে ভাহ। বিলক্ষণ প্রতিভাত হয়। ভবিষতে থিনি যুগপং সহস্র সহস্র লোকের সম্মধে প্রচার করিবেন, সমাজে ৩০ জন এবং বক্ততান্তলে ১৫০ জন লোকের সমাগ্রে তাহার আহলাদ, ইহা ঠিক তংকালোপযোগী। যদি ইছার বিপরীত ভাব তাঁহাতে তথন থাকিত. তাহা হইলে প্রথমোল্ডমেই উৎসাহাগ্নিরির্কাণ হইয়। যাইত। তিনি সকল সময়েই সংখ্যাপ্রেক্ষা লোকের উৎসাহ ও বাগ্রজার দিকে সম্বিক দৃষ্টি রাখিতেন। ঈশব আপনি আপনার ধর্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক, মান্তব উপায়মাত্র, এ কথা তিনি কেমন করিয়া তথ্ন হানয়সম করিয়াছিলেন, এ প্রাশ্ন তাঁহার সম্বন্ধে উপপ্রিত इहेट्ड भारत ना। यिनि धर्मक्रीयतनत श्रात् छ इहेट्ड देवत विना आंत्र कि हू জানিতেন না, তাহার সহজে উদুণ ভাব মতি স্নাভাবিক। তিনি প্রথম হইতে এমন লোকসকলের অন্নেষণে ভিলেন, খাহারা সর্বান্ত ঈশবের চরণে অর্পণ করিয়া জগতের হিতের জন্ম আয়োংদর্গ করিবেন। কেবল এক হান্দ্রের বিশাদে त्रहे मुप्ता इहेर**ङ जिनि अभछ अछरक्त मुम्नुरथ स्वरताक**न क्रिशाहिरनन, এবং শক্তমংগ্রাহক ব্যক্তিগণ কোথা হইতে আদিবেন, ভক্তম গোৎস্থকচিত্তে প্রজীকা করিডেছিলেন। তিনি থেখানেই প্রচার করিতেন, দেখানেই বক্ততার অস্তিমভাগে লোকদিগকে প্রচারব্রতে ব্রতী হটবার জন্ম তীব্র উৎসাহ সহকারে आञ्चान क्रिएजन। क्रकनगत इंटरेंड य क्रम প্রিकाशनि निशिप्ताहित्नन, ভাহাতেও ভাহার এ বাগ্রতা অবন্ধন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই। ভপ্নবান্ बाहारक मनरल ज्ञाल প्रावन कवियारहम, श्रथम हडेराउडे काहारक सेमून जान (कनहें वा ना श्रकाम शाहेरव ?

ব্ৰহ্মবিচ্যালয় ও সঙ্গতসভা

সকতসভাপাপ**ন**

ব্রদাবিস্থালয়স্থাপন এবং তাহার কার্যা কি প্রাকারে চলিত, আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি; সঙ্গতদভার কথা এখনও উল্লিখিত হয় নাই। ছুংখের বিষয়, সন্ধতসভাস্থাপনের দিন আমরা ন্তির করিতে অক্ষম কইলাম। তৎসম্পর্কীয় যে পুত্তিকা ছিল, তাহা কোণায় গেল, এখন স্মার অফুসন্ধান করিয়া পাইবার উপায় নাই। ১৭৮০ শকের অগ্রহায়ণ মাদের (নভেম্বর, ১৮৬১ খঃ:) তত্তবোধিনীতে "ব্ৰাহ্মধৰ্মের অমুষ্ঠান" প্ৰথম মুক্তিত হয়, এই পুস্তকধানি সম্ভসভার আলোচনার ফল। উহা কথন অল্প কয়েক দিনের আলোচনার ফল নছে। অস্ততঃ বর্ণাবধি मक्टिं कार्या हिना, खर कारा हरेरक अरे ध्रम्थानि वाहित स्वैशास । এই অন্তমানে আমরা নির্দারণ করিতে পারি, সম্ভবতঃ ১৭৮২ শকের মধ্যস্তাগে (১৮৬০ খুঃ) সক্ষতসভা স্থাপিত হয়। অন্ধবিভালয় এবং সক্ষতসভা এই ছইটি দার। নবীন বংশের মধ্যে আদ্ধর্শের প্রবেশ সাধিত রুইয়াছে। স্থাক সামরা যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহা এই ছুইটি সম্বৰ্ধাবস্থানের ফল। একবিভালয় এবং সঙ্গতসভার সঙ্গে ধাহার। তংকালে ঘনিষ্ঠিযোগে আবদ্ধ ছিলেন, এ ছুই অন্তর্কাবস্থান দলকে তাঁহাদিশের দিপি সমাদৃত কইবার বিষয়। দে জন্ম আমরা ব্রহ্মবিদ্যালয় এবং সৃষ্ঠসভার তথকালীন সভা আমাদের এক জন বন্ধর শ্বরণলিপি হইতে তৎসম্বন্ধের বিষয় নিমে উদ্ধত করিয়া দিতেছি।

কেশবচন্দ্রের যোগয়ানের পর ব্রাক্ষসমাজসথকে স্বভিনিশি

"১৭৮০ শ্বকে (১লা অগ্রহায়ণ, ১৫ই নভেম্বর,:১৮৫৮ খ্ব:) কোন বিশেষ ঘটনার জন্ম হিমালয় পরিভাগে করিয়া মহর্ষি দেকেজ্ঞনাথ কলিকাভায় প্রভাগেমন করিলে, রাক্ষরমাজ নবজীবন ধারণ করিল। এই সময়ে আমাদিশের প্রিয়ভম আচার্য্য ক্লেবচন্দ্র ভগবান কর্ত্বক আহুত হইয়া ব্রাক্ষরমান্তে যোগলান করেন। উহ্বার সৌম্য মৃত্তি, অপুর্ব্ব মৃত্তি, প্রশান্ত ও অন্যতবর্ষী দৃষ্টি, অভ্যারের সংক্ষামক

ব্রদানুরাগ, অন্ত চরিত্র, এবং স্থমিষ্ট বাক্য, যেন চারিদিকে মোহিনী শক্তি বিস্তার করিয়া দলে দলে যুবকদলকে ব্রাহ্মসমাজে আকর্ষণ করিতে লাগিল। পূর্বের রান্ধনমাজ জনসাধারণের নিকট অবিদিত ছিল। তুই এক জন পণ্ডিত কর্ত্তক বেদ বেদান্ত পাঠ ও কালয়াতী সংগীতের স্থান বলিয়া উহা প্রতীত হইত। অনেকের ধারণা এইরূপ ভিল যে, এখানে সাধারণের প্রবেশাবিকার নাই; অথবা তাহ। থাকিলেও এখানে তত শিক্ষার বিষয় নাই। ব্রাক্ষ্যমান্তে মতবৎ প্রণালীবদ্ধ কার্যা ছিল; কেশবচন্দ্রের যোগদানের পর উহ। উল্লম, উংদাহ এবং সংকার্যোর আলয় হইয়া উঠিল। বিভালয়ে ব্রাহ্মসমাজের কথা, শিক্ষিত লোকদিগের भर्षा बाक्षमभाक लहेशा जात्मानन हनिएक नातिन। श्रीष्टान भिननातिन्। रहात প্রভাব দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হটতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের প্রভাব থর্ব হট্যা আদিল। ইহার প্রভাবে হিন্দুসমাজও তটস্থ হইল। দেশ দেশান্তরে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহার নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং ঐ সকল দেশ হইতে সহামুভতিফুচক পত্র সকল আসিতে লাগিল। সমদায় পথিবীর চকু ব্রাক্ষদমাজের উপর পড়িল, এই কুড় শিশুর শুভকামনা সকলেই कतिरक नांशिरनम। य नकन উপায়ে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মযুবকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তুইটি প্রধান—ব্রহ্মবিভালয়, সঙ্গতসভা। এই তুইটির নাম উল্লেখ করিবামাত্র তংশংস্প্ট যে কয়েক জন লোক এখন বান্ধসমাজে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে অপর্বভাব উদ্বেলিত হুইয়া उरहे ।

রশ্ববিভালরসম্পর্কে স্বতিলিপি

"শিন্দ্রিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাড়ী নামে যে বিপাত প্রশন্ত গৃহ ছিল, যেগানে স্থপ্রসিদ্ধ কলিকাত। মেটুপলিটন কলেজের অধিবেশন হইড, যেগানে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল এবং পরে যে বাটীতে তিনি ছইটে ইংরাজী বক্তৃত। করেন এবং তাংকালীন বড়লাট সারজন লরেন্দ তাহার একটিতে উপস্থিত হন, সেই স্থপ্রসিদ্ধ বাটীতে প্রতি রবিবারে প্রাত্তে—কেবল মাদিক রন্ধোপাদনার দিনে অপরাক্তে—প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত। দিন কতক পরেই ইহার অধিবেশনস্থান পরিবর্ধিত হইল। ব্যাহ্মস্মাতের বিভীয়তল গৃহে ইহার উপদেশ হইতে লাগিল।

महिं एक्टरक्रमाथ ७ उक्काम्स क्रम्यहरू **উ**श्रमहे हिल्लम । अश्राम महिं বাকালাভাষায় প্রার্থনা কবিয়া ঐ ভাষাতেই ব্রন্ধের স্থরূপ ও লক্ষণ বিষয়ে উপদেশপ্রদান করিতেন। তংপর কেশবচন্দ্র ইংরাজীভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ कतिराजन, এবং ঐ ভাষায় প্রার্থনা করিয়া তাহা পরিসমাপ্ত করিতেন। আদ্ধ-সমাজের পুস্তকালয়ের সম্বাধে যে একটি প্রশন্ত স্থান আছে, তথায় একটি লম্বা টেবিল পাতা থাকিত, তাহার উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে ও বেঞ্চের উপর তুই সারি দিয়া ছাত্র সকল বসিতেন এবং পুর্ব্ব দিকে তুইখানি চেয়ারের উপর উপদেষ্টা তুই জন আসন গ্রহণ করিতেন। তুই জনু প্রেমডরে পরম্পরের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, এবং শ্রোভাদের প্রতি নেত্রপাত করিতেন, যেন ছুইটি স্বর্গের দত আদিয়া ছাত্রদিগের সম্মুধে প্রকাশিত হইয়াছেন। সে শোভার কথা মনে হইলে মন পবিত হইয়া যায়। মহবির জগভীর জানপূর্ণ উপদেশ প্রায় এক घन्টात मर्सा त्मम इटेंड, किन्ह क्मन्यहास्त्र उपरात्मत त्मम काथाय ? আকাশের বিত্যুতের ক্রায় তাহা আপন বেগে চলিয়া ঘাইত, কে তাহাকে নিবারণ করে ? কথন তিন ঘণ্টা, কখন চারি ঘণ্টা, কখন পাচঘণ্টা অতিবাহিত হইত, দিবালোক রজনীর অন্ধকারে পরিণত হইত, তথাপি তাহার বিরাম হইত না। বক্ততা শেষ হইলেও আগ্নেমগিরির গর্ভের ন্যায় তাঁহার প্রদয় আন্দোলিত থাকিত। বক্তৃতাকালে কথন চীংকার করিতেন আর বলিতেন, ভোমরা ধর্মেতে পাগল হইবে না ্তই জনও পাগল হইয়া সংসার চাড়িবে না ্কখন ইবরপ্রেমে নিছে নিময় হইয়া এমনি অজ্ঞ অমুত বর্ষণ করিতেন থে, প্রোতা যুবাদের চক্ষু দিয়া অনবরত প্রেমধারা বহিত। প্রায়ই আরস্ভের সময় আত্তে আন্তে আরম্ভ করিতেন, কিন্তু শেষ ভাগে তিনি এমনি উৎসাহে মন্ত হইয়া উঠিতেন যে, মনে হইত, মুধ দিয়া অনবরত অগ্নিবর্ষণ করিতেচেন। एक मिन अटेनक मधास्य अधिकवरास वास हो। করিয়া আদিয়া বিশ্বয়াপরভাবে এইরুপ বর্ণনা করিয়াছিলেন থে. একটি গৃহ অন্ধকারে পরিপূর্ণ, চারিদিকে এমনি নিম্বন্ধতা যে, যেন ঘবে কেন্ট্র নাই। কেবলমাত্র একটি চীংকার-ধ্বনি উঠিতেছে. আর উহাতে এই কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইতেছে, 'তোমরা সকলে উন্মন্ত इल। উन्नख ना इहेरन किছू इहेरर ना।' পুछाপाम आधानाधार्यः

মহাশবের উপদেশ তদীয় দিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিপিবছ করিতেন। দেই সমস্ত উপদেশ "ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস" নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের উপদেশ(১) লিপিবদ্ধ করে কাহার সাধ্য ? আকাশের বিতাৎকে পেটিকামধো বন্ধ করা বরং সহজ্ঞ, তথাপি তাঁচার উপদেশ লিপিবদ্ধ করা সহজ ছিল না। এক রবিবারে নীতি ও চরিত্র-সংগঠন-বিষয়ে ও পর রবিবারে ব্রাহ্মধর্মতন্ত্র (Theology ও Philosophy) বিষয়ে উপদেশ হইত। ধর্মশান্ত কি, মুক্তি কাহাকে বলে, ঈশবের প্রেম, ঈশবেতে অনস্তকাল স্থিতি, আয় ও দ্য়ার সামঞ্জন্ত, সহজ্ঞজান (Intuition), দর্শন-শান্ধের ইতিহাস (History of philosophy), মনোবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইত। তিনি যত্নপূর্বক মনোবিজ্ঞান হইতে সহজ্ঞান এবং তাহার দক্ষণ সকল অনেকগুলি বক্তৃতা দারা ব্ঝাইয়া দিলেন। তিনি সিংহনাদে যথনই শ্রোতাদিগকে সংসারের ভার ভগবানের হস্তে দিয়া ন্ত্রী ও পিতা মাত। এবং পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া প্রচারব্রতগ্রহণ করিতে অমুরোধ করিতেন, তথন তাঁহার কথার দক্ষে দক্ষে যেন পবিত্রাঝা আবিভৃতি হইয়া যুবকরনের মনে আঘাত করিতেন। যে কয়েকটি যুবা অম দিন পরেই প্রচারত্তগ্রহণ করিয়াছিলেন, ত্রহ্মবিভালয় তাঁহাদিগকে প্রথমে প্রস্তুত করে। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশবাতীত যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত ইনি আর একটি উপায়াবলম্বন করেন, দেটি পুত্তিকাপ্রকাশ। এই সময়ে তাঁহার কর্ত্তক এক হইতে তের সংখ্যক টাক্ট (পুন্তিকা) প্রকাশিত হয়। (২) এই সকল ট্রাক্ট ব্রহ্মবিষ্ঠালয়ে বিক্রীত হইত। যে দিন কোন নৃতন টাক্ট বাহির হইত, ছাত্রদিগের মধ্যে দে দিনের উৎসাহ বর্ণনাতীত। সকলেই ইচ্চাপর্বক এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন। সে সময়ে কলেজ ও স্থলের যুবাদিগের মধো আক্ষমমাজের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ভাবে প্রবিষ্ট হয়। ছাত্রদিগের মধ্যে উচ্চতম বিভাগের উৎক্রপ্ট ছাত্র বাঁহার। ভাঁহাদের মধ্যে অনেকে ব্রন্ধবিচ্চালয়ের ছাত্র ছিলেন। মনোবিজ্ঞানসম্বন্ধে ব্রন্ধবিচ্চালয়ে এতাদৃশ উপদেশ হইত বে, তব্দার৷ ছাত্রদিগের মনোবিজ্ঞানপাঠসম্বদ্ধে যংপরোনান্তি সহায়ত। হইত। তথন এইরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে, আন্ধ

^{()) ()} এই প্তবের १৮ পৃঠার প্রদত্ত () क्টলোট এটবা।

ছাত্রগণ মনোবিজ্ঞানসম্বন্ধে কলেছের পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইতেন। ভৃতপুর্বা ইউনিটেরিয়ান প্রচারক মৃত শ্রদ্ধাম্পার সি এইচ এ ডাল সাহেব এক সময়ে দর্বদাই ব্রহ্মবিকালয়ে উপস্থিত হইতেন। প্রচারকদিপের মধ্যে ভাই প্রতাপচন্দ্র, উমানাথ, মহেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল এবং শ্রীযুক্ত দতোন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরগোপাল সরকার, ক্ষেত্রমোহন দত্ত এবং কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান কালিকাদান দত্র এবং অপবাপর ক্যেক জন এখনও বিশ্বমান আছেন। (১) দ্বির হইয়াছিল বে. প্রথম, দ্বিতীয় ও ততীয়, এই তিন বংসরের উপযোগী উপ্তেশ প্রদান হটবে। উপ্তেশাসে প্রতিবংসর এক বার করিয়া পরীকা হইত। পরীক্ষার ব্যস্ততা কে দেখে? ব্রাদ্দমাক্ষের দ্বিতল গৃহে যে সমস্ত যুবক পরীক্ষা দিবার জন্ম টেবিল সম্মণে লইয়া লিখিতে বাল্ড থাকিতেন, তাঁহাদের অনেকেই ক্রতবিগ ছিলেন। কয়েক জন বিশ্ববিগালয়ের উপাধিধারীকেও তাঁহাদের মধ্যে দেখা যাইত। এই সমস্ত আয়োজন ও ব্যক্ততার মূলে একানন্দ।.. তিনি চারিদিকে বাস্ত হইয়া বেডাইতেন, এবং পরীক্ষান্তে পরীক্ষোন্তীর্ণ ছাত্রদিগকে (Certificate of Honor) নামক প্রতিষ্ঠাপত্রপ্রদান করিতেন। ব্রন্ধবিজ্ঞালয় ব্রাক্ষরমাতে ব্রন্ধজ্ঞানসংস্থাপন কবিয়াছে। যে সমন্ত ছাত্র সেই দম্যে ব্রন্ধবিত্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদের মনে ব্রন্ধজ্ঞান দ্যুত্ররূপে মুক্তিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র অধ্বিভার হারা যে অধ্যঞ্জানরূপ বীজ্বপন ক্রিয়াছেন. দেই বীজ এখন বুক্ষের আকারে পরিণত হইয়া তাহার ফল দারা ভারতের সকল স্থানকে স্থপী করিয়াছে। প্রাক্ষধর্মে যে বিজ্ঞান আছে, মনোবিজ্ঞানরপ ফদ্চ ভিত্তির উপর যে ইহা সংস্থাপিত এবং রাগ্ধধর্মের মত ও নীতিশাল্প যে কুদংস্থারশূন্ত, সার্ব্যভৌমিক, অবিমিশ্র, এবং বিশুদ্ধতম, তাহা কেশবচন্দ্র ব্ৰন্ধবিলাৰ দাব। পতিষ্ঠিত কৰেন। এতদাতীত উপদেষ্টা প্ৰস্নাত ক্ষম্য Brahmo Normal School নামে একটি স্বতন্ত বন্ধবিভালয় ছিল, ইহার अधिरवन्त अधानाहार्था महान्याव स्वरान्धे हरेक। बन्धविणानायव नाथ এথানেও ব্ৰহ্মজানশিক। প্ৰদূষ হইত।

সক্ষতসভাসৰৰে বৃতিলিপি

"কেশবচন্দ্র দেখিলেন যে, বন্ধবিভালয় ঘার। বন্ধজ্ঞানের অভাব বান্ধদিগের

⁽ ১) গ্রন্থরচনাকালে ভারার জীবিত ছিলেন।

মধ্য হইতে দূর হইতেছে; কিয়ংপরিমাণে ডিনি ভাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াচেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র অল্পেতে সম্ভুষ্ট থাকিবার লোক ছিলেন না। যতক্ষণ প্রয়ন্ত তিনি তাঁহার বন্ধ ও অমুগামিগণের স্থান্ত পুর সম্লিকট হুইয়া, তুনুধ্যে নিজে প্রবেশপর্বাক তাঁহাদিগের জীবনকে নৃতন করিয়া দিতে না পারিতেন, ততকণ তাঁহার বিশ্রাম হইত না। তিনি যুবকগণকে থব নিকটে টানিয়া তাঁহাদিগের সদয়বার নিজে খুলিয়া দেখিতে ও নিজের হৃদয়শ্বার তাহাদিগকে খুলিয়া দেখাইতে ব্যস্ত হইলেন। একটা প্রাতসভা সংস্থাপন করিতে ইচ্ছ। করিলেন। এক দিন(১) জোডাসাঁকোন্থ পরলোকগত শ্রদ্ধান্দ জয়গোপাল সেন ও তাহার ভাতা শ্রদ্ধেয় বৈকুঠনাথ সেন মহোদয়-मिरात छेन्टोछिकिङ উन्चारन नकरन गमन करतन। **উ**न्छारन शिशा नकनरक এক এক থণ্ড নতন গামচা ও নতন বন্ধ প্রদত্ত হইল, সকলে সান করিলে जाकालामनात्म श्रीजिट्डाकन हहेता। यह मुख्य श्रित हहेत या, हित्रिक-গঠনার্থ একটা ভাত্মভা স্থাপিত হয়, যাহাতে সকলে আপন আপন অভাবের কথা বলিবেন এবং তল্মোচনার্থ উপায় উদ্ভাবিত হইবে। ব্রাহ্মসমাজে প্রত্যাগমনকালে বৃদ্ধ ও যুবক নান। বয়সের আদ্ধানণ সমবেত হইয়া দল বাঁধিয়। ব্রহ্মসন্ধীর্ম্মন করিতে করিতে অসমন করিতে লাগিলেন। শ্রন্ধেয় মত হরদেব চটোপাধ্যায় এই দলের নেতা হইলেন। তিনি অত্যে অগ্রে উৎসাহসহকারে নৃত্য ও ব্রহ্মসংগীত করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন, আর আর পকলে এবং তন্মধ্যে প্রধান আচাধ্য মহাশয় তাঁহার কয়েকটা পুত্র সহ এবং আচাধ্য কেশবচঞ তাঁহার দলবল সহ চলিতে লাগিলেন। যদি প্রক্তপক্ষে বলিতে হয়, তবে ইহাকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নগ্রকার্ত্তন বলিয়া অভিচিত করা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পঞ্চাব প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া গুরু নানকের অপৌত্রলিক ও উচ্চতর ভক্তির ধর্মের অভাস্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। শিপদিগের ধর্মালোচনা ও ধব্মপ্রাপক্ষের দভার নাম সক্ষতসভা। তিনি অতাম্ব উৎসাহের সহিত এই প্রথাবিত সভার তদমুকরণে সঞ্করণ বলিয়া নামকরণ করিলেন। প্রথমে তিনটী সম্বত্যভা প্রতিষ্ঠিত হয়। একটা কল্টোলায়, তাহার সভাপতি

⁽১) স্থলীর গণেশপ্রসাধ "সঙ্গত" পুস্তকের ভূমিকার লিবিরাছেন, ১৮৬০ পুটানের সেপ্টেম্বর মালে সকলে এ উদ্যানে সমন করেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র, অপর তুইটীর মধ্যে একটা শিমলা ও অপরটা কল্টোলার স্বতম্ব স্থানে। এই তিনটা সন্ধতসভার একটা করিয়া মাসিক সাধারণসভা হইবে, স্থির হইল। এই মাধিক সভা প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে হইত। কিছ দিন মাত্র এইরপ কার্যা চলিল, ক্রমেই সকলের উৎসাহ এবং সংপ্রদক্ষের বিষয় প্রায় শেষ হইয়া আসিল: কিন্তু কেশবচন্দ্রের উৎসাহ প্রতিদিন नुष्म इटेट नुष्मुख्य इटेट नाशिन, छाडात विनवात विषय पर्म पिन দিন রূদ্ধি হইতে লাগিল। অক্যান্ত সঙ্গতসভা কালগ্রাসে পতিত হইল, কেবল কলুটোলাস্থ কেশবচন্দ্রের সন্নত নিত্য নৃতন জীবন প্রদর্শন করিতে লাগিল। কলুটোলাস্থ পুরাতন গৃহের প্রবেশছারের বাম দিকে নিম্নতলে কেশবচন্ত্র বসিতেন, সেই খানে যুবকরন্দের এই সভা হইত। মধ্যস্থলে একটি অতি সামান্ত টেবিল ছিল, ক্ষেক্পানি এমেরিকান চেয়ার এবং ছুই তিন পানি বেঞ্চ থাকিত, অনতিদুরে কিছু দিন একথানি শয়নের খাট ছিল। এই গুছে-দিবাভাগের মনেক সময়ে প্রায় একটি চুইটি করিয়া যুবক থাকিতেন। বেলা ৫টা হইলেই প্রতিদিন যুবকদিনের সমাগম হইতে আরম্ভ হইত। সন্ধার সময় প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন যুবকে গৃহ পরিপূর্ণ হইত। সঞ্চতসভার দিনে অধিক লোকের সমাগম হইত, অক্যান্স দিনে তত হইত না। সভায় যুবকগণকে কেশবচন্দ্র যেন অপুকা মোহমন্ত্রে মুগ্ধ করিতেন, তাঁহারই আকর্ষণে সকলে আরুষ্ট হইয়া এক্তিত হইতেন। সন্ধার সময় যে সকল লোক একত হইতেন, প্রায় রাত্তি ১০ ঘটিকার সময় তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গুহে গমন করিতেন। এই সভাগ কেবল যে ধর্মবিষয়ে প্রসন্ধ হইত, তাহ। নতে, নানাপ্রকার কথোপকথন হইত। উল্লেখ্যে হাল, সরস কৌতক, পরিবারদম্মীয় কথাবার্ত্তা, বিল্যালয়দম্মীয় প্রদক্ষ, বৈজ্ঞানিক তত্তালোচনা এবং কখন কখন বাজনীতিসম্বন্ধীয় কথাবাৰ্দ্ধা মক্তভাবে হইত। এক বার কেশবচন্দ্র অল্লকণের জন্ত অন্ত:পুরে আহার করিতে যাইতেন, পরে আবার আদিয়া যোগনান করিতেন, তাঁহার প্রতীকায় তাঁহার ধর্মবন্ধগণ তথায় অবস্থিতি করিয়া পাকিতেন। রাত্রি প্রায় ১২ টায় স্থার এক দল লোক গছে গমন করিতেন: কিন্ধ অবশিষ্ট যে চয় সাত জন থাকিতেন, তাঁহাদের পদবয় আর গ্রাভিম্পে গমন করিতে চাহিত না। কেশবচন্দ্র তাঁহাদের সহবাদে থাকিতে পরিপ্রাস্ত

इंडेर्ड ज्ञानिर्द्यन ना, जांहात्रा ७ जांहात्र विराह्मरक विषव ९ छान कतिर्द्यन। একটি অলক্ষিত রক্ষ আদিয়া যেন সকলের হৃদয়কে একত বাঁধিয়া জমাট করিয়া দিত। ক্রমে রাত্রি ২টা ৩টা হইত, তথাপি তাঁহারা পরম্পর হইতে স্বতম্ব হুইতেন না। কোন কোন দিন রাত্রি শেষ হুইয়া প্রাতঃকাল ৬টার তোপ পড়িয়া যাইত, তথাপি সকলে একতা। গুহের লোক জন গভীর নিদ্রায় আক্রান্ত, চারিদিক রজনীর অন্ধকার ও নিস্তন্ধতায় পরিপূর্ণ, কেবল দেন-পরিবারের একটি গৃহে সামান্ত দীপশিথার আলোকে বসিয়া কয়েকটি যুবা কথন উল্লেখ্যে হাসিতেছেন, কথন উৎসাহ ও অনুরাগস্তুক কথা সকল চীংকার করিয়া উচ্চারণ করিতেছেন, কথন উচ্চৈঃম্বরে সঙ্গীত করিতেছেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া কেশবচন্দের জোষ্ঠ ভাতা প্রলোকগত নবীনচন্দ দেন ও গতের অপরাপর সকলে দেই ঘরটির নাম "পাগলা গারোদ" রাখিয়া-ছিলেন। দারবানেরা বিরক্ত হইত। যথন তাহারা ব্যাল যে, কর্ত্তাদিগের সহাত্তভৃতি নাই, প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রতিবার দরজার দ্বার বন্ধ করিতে ও খলিয়া দিতে অত্যন্ত গোল করিত। নানা প্রকার মিষ্ট কথা বলিয়া যুবক্দিগের সময়ে সময়ে যাতায়াত করিতে হইত। সঙ্গতগভায় স্বাভাবিক ভাবে নানা প্রকারের ধর্মালাপ হইত। বিনয়, বিশাস, ভাতভাব, উপাসনা, মহুলের কর্ত্বা, বিবেক, স্বাতিভেদ ও স্বাতিভেদস্ট্চক উপবীত রাখা উচিত কি না, স্বীবনের উদ্দেশ্য, সময়ের বাবহার, ব্যায়াম, ক্ষমা, জীবনের নিয়তি (mission), সংসার-সম্বন্ধে মৃত্যু ও নবজীবন প্রভৃতি কথোপকথনের বিষয় ছিল। নীতিসমুদ্ধে কথাবার্ত্তাই অধিক এবং উহা এই ভাবে হইত, যাহাতে সভাগণ দে সমস্ত আলোচিত বিষয় জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া, পরীক্ষিত বিষয় সকল পর বারের সভায় বলিতে পারেন। দে সময়ে নীতির প্রতি সকলের বিশেষ দ্ঞ ছিল। সভায় যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইত, তাহাই সভাদিগের চিত্ত ও জীবনকে সমন্ত সপ্তাহ আন্দোলিত করিত। এই সময়ে কেশবচন্দ্র নিজ ষ্ঠীবনের নিয়তি স্পষ্ট অমুভব করিয়া এরূপ যত্ন করিতে লাগিলেন, যাহাতে **मकरल** है निक निक कौरानत नियं छि श्वित कतिया अञ्चास कांधा छां छिया তদহুদারে জীবন চার্লান। তিনি বন্ধদিগকে বার বার নানা প্রকারে, তাঁহাদিগের জীবনের নিয়তি কি, তাহা শ্বির করিয়া লিখিয়া দিতে অমুরোধ

क्तिएक। छाँशात वसूर्यण क्वित्रमाज छाँशात्रहे वाकिएचत आकर्षण आकृष्ठे হইয়া আদিয়াছিলেন, ধর্মজগতের অধ্যাত্ম গভীর তবে তাঁহাদিগের অল্পমাত্রই তথন দর্শন ছিল। তাঁহারা যে কিরুপ উত্তর দিবেন, তাহা সহজেই অমুভব করা যায়। যে সকল বিষয় সঙ্গতসভায় আলোচিত হইত, ভাষা কেশবচন্দ্র স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অফুষ্ঠান'(১) নামক প্রস্তুক প্রকাশ করেন। একবার সন্ধতসভার সাংবংসরিক উৎসব হয়। মহবি দেবেজনাথ ইহার সভাপ্তি হন। সেই উপলক্ষে এই ক্ষুত্র পুত্তকধানি প্রকাশিত হয়। পুস্তকের এক স্থানে লেপা আছে, 'উপবীত পরিত্যাপ করা কর্ত্তবা।' যথন মহর্ষি এই লেখাটা পাঠ করিলেন, অমনি আপনার উপবীতের প্রতি লক্ষা করিয়া বলিলেন, 'তবে আর ইহা কেন গ' এই বলিয়া উপবীতত্যাগ করিলেন। এই সঙ্গতসভা যুবকদিগের যোগ ঘনীভত করিয়াছিল। ব্রন্ধানন্দ কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়। সকলে এই স্থানে একত হইতেন। তাঁহাদিগের প্রস্পরের যোগ এমনি স্থমিষ্টতর হুইয়াছিল যে, প্রস্পরকে দেখিলেই স্থ হইত। সকলে একত হইলে যদি কেশবচন্দ্র তাহার মধ্যে না থাকিতেন. গভীর অপূর্ণতা অনুভূত হইত। প্রকৃত ভাতভাব যে কি, তাহা দেই সময়েই বুঝা যাইত। সময়ে সময়ে মনে হইত যে, সমস্ত পুথিবীতে যদি স্বার কেই না থাকেন, কেবল এই কয়েক জন থাকেন, তাহা হইলেই সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ। এই প্রেম ধনীর সঙ্গেও গরিবের সন্থানকে এক ভণিতে আনিয়াছিল। মহর্ষির চতুর্থ পুত্র বিনম্মভাব বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গতের এক জান সভা ছিলেন। তিনিও সকলের সহিত কলটোলার ভবনে রাত্রিজাগরণ করিতেন, এবং বধাকালে ব্রষ্ট্রব পর কলিকাতার চিংপুর রোড ডবিয়া গেলে, এক কোমর জল ভারিয়া গুছে চলিয়া ঘাইতেন। যুবকগণ গুছে যাইবার সময় যেখানে রাস্তায় গুহাভিম্পী হইবার জন্ত ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতেন, তথায় পরস্পারকে বিদায় দিবার জন্ম প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল কাটিয়া যাইত। কেশবচন্দ্রকে যথন তাঁহারা সকলে ছেরিয়া শাড়াইতেন এবং তাঁহার ও পরস্পরের মুখের কথা

⁽১) পরবর্ত্তী "কার্থোগুন" মধ্যার জট্টবা। এই পুল্লিকা প্রগত্ত্ব ১৭৮২ শক্ষের প্রাবদ ও ভাজ মানের এবং ১৭৮০ শকের অগ্রহারণ ও পৌৰ মানের তত্ত্বাধিনীপঞ্জিকার চারিবারে প্রকাশিত হয়।

ন্তনিতেন, তথন সমস্ত সংসার ভূলিয়া যাইতেন। ক্রেফ্নেগরে প্রচারাস্তে যে দিন কেশবচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, সে দিন তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে মহাজয়ধ্বনি হইতে লাগিল। রবিবারে উপাসনার পর রাক্ষসমাজের দিতীয়তল গৃহে সকলে একত্র হইলে, যথন কেশবচন্দ্র এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তথন অভ্তপূর্ক উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ পাইল।

কেশবের পীড়া---অকুত্রিম অমুরাগ ও প্রেম

"১৮৬২ খুষ্টান্দে কেশবচন্দ্র ভেদ বমি রোগে আক্রান্ত হন। যথন প্রথমে রোগ আক্রমণ করে, তথন তিনি তাঁহার বাহিরে নিয়তলস্থ বদিবার ঘরে অবস্থিতি করেন, ক্রমে পীড়া এরপ বৃদ্ধি হইল যে, তাঁহার প্রাণসংশয়। ডাক্তারগণ ক্রমে তাঁহার জীবনসম্বন্ধে বিষম আশস্কা করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে মহিলাগণ প্রথমে মহাচিস্তায়, পরিশেষে ক্রন্সনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ মহাবিষণ্ণ, তাঁহার দেবার জন্ম কেহ কেহ প্রাণপধ্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইলেন। অভিভাবকগণ বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। ক্রমে রোগীর জীবনের আশা ক্ষীণ হইয়া উঠিল। তৎকালীন তুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার এমনি চিকিৎদায় দক্ষতা ছিল এবং তাঁহার প্রতি লোকের বিশাস এমনই ছিল যে, সকলে মনে क्रिक, पूर्गाहरूग छाक्कार्रक जानित्व त्रांगी जार कथन माता गाहरूत ना। এই ভয়ানক সময়ে তুর্গাচরণ ডাক্তারকে আনা হইল। ডাক্তার অনেকক্ষণ नित्रीक्रम कतिया (कार्ष चांछा नवीनहक्तरक विनत्तन दए, यनि द्यांगीत कान বাচিবার আশা থাকে, তবে তাহা এই যে, তাঁহাকে এ গৃহ হইতে স্থানান্তর করান; এ গুহে থাকিলে তিনি কথন বাঁচিবেন না। স্থানান্তর করিলেই যে জীবন রক্ষা হইবে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না; কিন্তু স্থানাস্তর করা তাহার প্রাণ্রফার প্রধান উপায়, ইহা নি:সংশয়। এই কথার সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, অতি সাবধানে এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, একট ष्मगावधानछ। इहेरल उरक्षणार कीवन स्थव इहेरव। द्वित इहेल रय, जिन তলার উপর জ্যেষ্ঠ ভাত। নবীনচন্দ্রের বিদিবার ঘরে স্থানান্তর করা হইবে। কয়েক জন ধারবান ও চাকর এবং ডাব্রুনার নিজে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র এবং গৃহের কয়েক জন লোক খাট ধরিল এবং এমন সাবধানে দেই উচ্চ গোপান দিয়া বোগীকে উপরে উঠান হইল যে, তিনি ব্ঝিতেও পারিলেন না যে, তাঁহাকে স্থানান্তর করা হইতেছে। তুর্গাচরণ বার্র যশ অভান্ত বিস্তৃত ছিল, তিনি সাধারণের নিকট এমনি ছুম্মাণা ছিলেন যে, তাঁহাকে অধিক বার রোগীর গৃহে আনা, অথবা কোন একটা বিশেষ রোগীর নিকট তাঁহাকে অধিক কণ আবদ্ধ রাখা অসম্ভব ছিল; কিন্তু কেশবচন্ত্রের সম্বন্ধে তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, কেশব সাধারণের সম্পত্তি, আমি ইহার চিকিৎসার ক্ষয় সাধামত চেটা করিব, এক প্রণা গ্রহণ করিব না। ভাক্তার সম্বন্ধ রাগীর গৃহে অবস্থিতি করিলেন, এবং আশ্রেণ্য তাঁহার অফ্তরশক্তি যে, রোগীকে যে মৃত্রে উপরের ঘরে স্থানান্তরিত করা হইল, সেই মৃত্রে হইতে তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বন্ধুগণ, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত ভাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ও চন্দ্রমাহন ঘোষ এবং প্রলোকগত দীননাথ গলোপাধাায় ও অপরাপর ক্ষেক্ত্রন তাঁহার প্রতি যে প্রকাব অক্তর্ত্তিন অন্থবাগ ও প্রেম প্রধাপন করিয়া দিবারাত্রি তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, সে প্রকাব নিঃবার্থ ভাবের দৃষ্টান্ত এ দেশে অল্পাত্র দেখা যায়।"

ব্দাবিদালের ও সঞ্ভদ্রার প্রভাব

শামাদিগের বন্ধুর শ্ববণলিপি শেষ করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ও
সঙ্গতসভাব সভাগণের উপবে ঐ তৃই সম্বর্ধাবস্থানের প্রভাবসম্পদ্ধে তৃএকটা
কথা বলিয়া স্থায়ায় শেষ করিতে ইইতেছে। ব্রহ্মবিদ্যালয় সারতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব এমন
করিয়া ছাত্রস্থানের হন্ধস্কম করিয়া দিয়াছিলেন যে, যে সকল ছাত্র তথকালে
প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত ব্রহ্মবিতালরে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে
কেই কেই সংসাবের বিষয় বাণিজ্য পরিহার করিয়া, একেবারে ঈশবের কার্যাে জীবনোংস্পা করিয়াছেন; আজ পর্যান্ত ঈশব ও গাঁহার কর্যা বিনা আর কিছু
তাঁহাদিগের ছিল্পনীয় বিষয় নাই। যাঁহারা বিদ্যকার্য্যে আছেন, তাঁহাদিগেরও
একটা বিশেষ আছে, ইশবে ও ধর্মে প্রগাড় আছে, সংসারী ইইয়া
অনেকটা অসংসারী ইইয়া আছেন, ইহা সম্ভবত: নিশ্বারণ করা যায়। কোঝাও
যদি ইহার বাত্তিক্রম ঘটিয়া থাকে, তবে তাহার কারণীস্কর আছে। সক্তসভার
প্রভাবসম্বন্ধে অনেক করা না বলিয়া একটা দুইন্তে দিলেই যুপেট হইবে। সঙ্গতসভার সভাগণ সর্বতোভাবে সত্যরক্ষার জগু অতীব ধত্বশীল ছিলেন।
তাঁচাদিগের এ সম্বন্ধে এত দূর দৃঢ়তা ছিল যে, 'বোধ হয়' 'হইতে পারে'
'সম্ভব' ইত্যাদি বিশেষণ বিনা অল্পমাত্র সন্দিগ্ধ বিষয়ও কথনও উল্লেখ করিতেন
না। একনা এক জন বন্ধু ব্যাক্ষের হিসাব মিলাইয়া, তাঁহার উপরিস্থিত কর্মচারীর
নিকটে লইয়া উপস্থিত করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন, হিসাব ঠিক
হইয়াছে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'বোধ হয়, ঠিক হইয়াছে।' তাঁহার উপরিস্থ
কর্মচারী বলিলেন, 'বোধ হয় কি? ঠিক করিয়া বল।' তিনি উত্তর দিলেন,
'হা, প্রায় ঠিক।' বহু নির্বন্ধ সহকারে জিল্ঞাসা করিয়াও তাঁহার নিকট হইতে
'বোধ হয়' 'সম্ভব' প্রভৃতি উত্তর বিনা তিনি আর কোন উত্তর পাইলেন না।
ফলতঃ সত্যবাদিয়ে সঙ্গতের সভ্যগণ অতুল্য ছিলেন এবং এই সত্যবাদিত্বের
জন্ম এবং পরহিত্যাধনে ব্যগ্রতার জন্ম সমস্ভ হিন্দুসমাজের নিকটে তাঁহার।
অতীব আদৃত ছিলেন।

কার্যোগ্রম

(३४७३—३४७२ थुः)

উত্তরপশ্চিমাঞ্লে ছুর্ভিক্সে সাহায্যধান

১৭৮২ শকে উত্তর পশ্চিম দেশে ত্তিক উপস্থিত হয়। এই ত্তিক্ষের সাহায্য দান করিবার জন্ত ১২ই চৈত্র (১৭৮২ শক; ২৪শে মার্চ্চ, ১৮৬১ খৃঃ) রবিবার যে বিশেষ অধিবেশন (১) হয়, তাহার বক্তা হইতে আমর। জানিতে পাই, সহন্দ্র সহন্দ্র লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছিল, যোজন যোজন ভূমি মকভূমি হইয়। গিয়াছিল, মাতা ভূমির উপরে মৃতশরীর হইয়া শ্যান, আর শিশু সেই মৃতদেহোপরি নিপতিত, জীবস্ত মহন্ত্রগলিত মাংস ভোজন করিবার জন্ত শুগাল শক্নির সহিত বিবাদে প্ররে। এই ত্তিক্ষে প্রায় তিন সহন্দ্র মৃত্যাত্তিকনিগীড়িত স্থানে প্রেরিত হয়। বিশেষ অধিবেশন দিনের উপাসনা ও বক্তাতে বেদী সম্প্রে তণ্ডল, বস্থ ও অলকার ত্রুপীকৃত হইয়াছিল। অনেকে আপনার গাত্রের ম্লাবান্ বন্ধ, অক্রীয় এবং নারীগণ অলকার ও তৈজ্লাদি দান করেন। এ সময়ে কেশবচন্দ্রের উংসাহ কীদৃশ প্রকাশ পাইতে পারে, সকলেই সহত্তে হ্বদম্কম করিতে পারেন। কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় ত্তিক্ষোপলক্ষে এই বিশেষ উপাসনা হয় এবং তাহারই দ্যান্থে বন্ধ ও অলকার সকলে উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন।

বিদেশীর বন্ধবাদিগণের সঙ্গে প্রাণর

এই সময়ে বিদেশীয় অন্ধবাদিগণের সঙ্গে পত্রাপত্র আবস্ক হয়। ইংলণ্ডে আন্ধপর্মের কিরূপ অবস্থা, এবং কি প্রকারে উহার প্রচার ও বিস্তার হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবাব জন্ম শ্রীযুক্ত জ্ঞান্দিস নিউমান সাহেবকে পত্র লিখিত হয়। এই পত্রের প্রত্যুক্তরে তিনি লেখেন, (২) এখনও দে দেশে

⁽১) অধিবেশনের বিবরণ ১৭৮০ শকের বৈশাব সালের তত্ত্ব্যাধিনাপত্রিকার জ্ঞার।

⁽২) ১৭৮২ শক্ষের ফাব্রুন বাসের ও ১৭৮০ শক্ষের বৈশাথ বাদের তত্ত্বোধিবীপত্রিকা উট্টবা।

আক্ষদর্মসংস্থাপনের সময় হয় নাই, তু চারি জন বাঁহারা যত্ন করিতেছেন, তাহাদের এ সময়ে কৃতকার্যা হওয়া অসম্ভব: সে দেশে শিক্ষার প্রভাবে বহুসংখ্যকের চিত্ত আন্ধর্মের দিকে আরুষ্ট হুইয়াছে, ভারতবর্ষসম্বন্ধেও সেই শিক্ষার বাছলা হওয়া প্রয়োজন। বিভালয়, বব্দতা ও প্রসঙ্গ, এবং ক্ষন্ত স্থলভ প্রতিকাপ্রচার এই তিনটি উপায়কে তিনি প্রকৃষ্ট মনে করেন। যে সকল ক্ষুত্র পুত্তিক। তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল, তংপাঠে তিনি এবং মিস কব আনন্দপ্রকাশ করেন। এই পত্রিকাযোগে তিনি বলিয়া পাঠান, যদি ব্রাহ্মসমাজ হুইতে ইংলতে জনসাধারণের নিকটে শিক্ষার উন্নতিকল্পে আবেদন প্রেরিত হয়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং উহা উপস্থিত করিতে পারেন। কেশবচন্দ্র দেশহিতকর কার্যো কোন দিন নিজৰ থাকিবার লোক নহেন। তিনি বিভাশিক্ষার উন্নতিসাধনজন্য এক সভা আহ্বান করেন। এই আহ্বানামুসারে ১৭৮৩ শকের ১৮ই আখিন (৩রা অক্টোবর, ১৮৬১ খঃ) বাদ্দমাজের দিতীয়তল গৃহে ব্রান্দদিগের বিশেষ সভা হয়। এই সভায় ইনি প্রস্তাব করেন যে, "যাহাতে বিজ্ঞাশিক্ষার প্রণালী নিবন্ধ হয় ও দাধারণের হিতকারিণী হয়, তাহার সতপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।" এততপলকে তিনি যাহা বলেন.(১) তাহাতে দকলে দেপিতে পাইবেন, প্রথম হইতে দামঞ্জন্তের দিকে ইহার চিত্তের কি প্রকাব গতি ছিল। ফদেশ্ভিত্কর কার্যো ইনি কি প্রকার প্রোৎসাহী ছিলেন এবং ইহা হইতেই উহা ব্রাহ্মসমাছে প্রতিষ্ঠিত **इडेगा**रह ।

"প্রথমেই অনেকেব মনে এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, এতদেশে
বিজ্ঞাশিকার উপায় স্থির করিবার জন্ম ব্রাহ্মসমাজ কেন অগ্রসর হইলেন।
বাহারা রান্ধসমাজের বিগত ইতিবৃত্ত অলোচনা করিয়া দেখেন, তাঁহাদিগের
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাদা করিবার অধিকার আছে; কারণ রান্ধসমাজ এখনো পর্যান্ধ
সাধারণের হিতজনক বিষয়ে তেমন আগ্রহের সহিত যোগ দেন নাই। কিছু
রান্ধধর্মের উদার ভাব ও মহান্ উদ্দেশ্য বাহাদের হৃদয়ক্ষম হইয়াছে, তাঁহারাই
জানিতেছেন যে, কেন আজ আমরা এখানে একত্র হইয়াছি। রান্ধধর্ম
কেবল স্বতিপাঠমাত্র নহে, রান্ধধ্য কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাব নহে, রান্ধধ্য

 ⁽১) ১৭৮৩ শকের কার্ডিক মাদের তর্বাধিনী পত্রিকার জটবা।

কেবল মনের বিশাস নহে, কিন্তু সমুদায় জীবনের উপর তাহার অধিকার। ব্রান্ধর্ম শরীরে বল বিধান করে, আত্মাতে বিশাস ও মঙ্গলভাব প্রেরণ करत, श्री टिक्क झनरायत ताला करत, এवः हेक्कारक जेश्वरतत मननमा हेक्कात অধীন করে। আদ্ধর্ম যদি প্রীতির ধর্ম হয় এবং তাহা যদি আমাদের হৃদয়ে श्रीविष्ठे इंडेगा थारक, जरव राशास्त्र रा अकारव इंडेक, स्मर्थ गाँडार्ड सकत इंग्न. আমরা তাহাতে আনন্দিত হইব, এবং যাহারা দেই মহলসাধনে তৎপর, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা যোগ দিব। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবার উপায় স্থির হউক, ব্রান্দেরা তাহাতে যোগ দিতে সর্ব্বাগ্রে তংপর হইবেন। অদা আমরা এই গুরুতর কর্মবা সাধন ক্রিবার জ্ঞাই এখানে স্মিলিত হুইয়াছি। 'কর্ত্তবা' এই শব্দ ব্রান্ধের নিকটে কি গন্ধীর ও উৎসাহকর শব্দ। বিষয়ী লোকের কর্ণে এ শব্দের কিছুমাত্র গৌরব নাই: কিন্তু কর্ত্তবোর নাম শুনিবা-মাত্র ব্রাক্ষের মনের গভীর্তম প্রাদেশ পর্যায় কম্পিত হয় এবং উৎসাহানশে উহা প্রজ্ঞানিত হয়। অতএব আমবা ব্রাহ্ম হট্যা আমাদের কর্মবা-সাধনের জন্মই এপানে একত হইয়াছি। আর এক প্রশ্ন এই যে, শিক্ষাকার্য্যের উন্নতিদাধন করিবার ভার রাজপুরুষদের হত্তেই দম্পিত আছে, তবে ইহাতে প্রাক্ষরিপর হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি গুরাজপুরুষের। যত দুর করিয়াছেন, তাহার জন্ম তাঁহাদের প্রতি আমাদের ক্তজ্ঞ হওয়া উচিত: কিন্ধু রাজপুরুবেরা যে স্কল্ট করিবেন, টহা সম্ভব নতে। তাঁহাদের হত্তে আরু আরু নানা কার্য্য র্হিয়াছে, তাঁহারা আমাদের জন্তু অন্ন প্র্যান্ত পাক করিয়া দিবেন, এরূপ প্রজ্যাশা করা ঘাইতে পারে না। আমাদের আপনাদের ঘর চাই, অর্প চাই। বিল্ঞা, বল, ধন, যিনি যাহা দিতে পারেন, সকলেই যদি কিছ কিছু করিয়া দেন, তবে সকলের দান একত্র হইলে কি না হইতে পারে গ আমাদের যদি যথার্থ CBहा शास्त्र, कर्सवा विनिधा (वाध शास्त्र, उत्तव जामना कि मा कविएक शांति प আমরা দকলেই ঈশরের কর্মচারী ভূত্য, দত্যের প্রাসাদ নির্মাণ করা আমাদের কার্যা। আমরা আপনাদিগকে যত অপদার্থ মনে করি, বাল্মবিক আম্বর্য তাহা নহি। আমাদের অন্তরে ধর্মের শিপা রভিয়াছে, আমাদের আত্মতে ঈশরের ভাব নিহিত আছে। তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, এখন আমাদের অভাব কি? প্রথমত: এখনকার বিভাশিকাপ্রণালী অভাস্ক দোষাবহ, শিকাদিবার

যে যথার্থ তাংপর্যা, তাহা দিদ্ধ হয় না; বুদ্ধির্ত্তি দকল পরিচালিত হইয়। যাতাতে তাতারা উন্নত তয়, দে প্রকার নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেবল কতকগুলি সতা উদরস্থ করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। যুবকেরা যৎকালে বিদ্যালয়ে অধায়ন করেন, তথন তাঁহাদিগের বিছার প্রতি অফুরাগ দেখা যায় বটে: কিন্তু যথন সংসাবে প্রবিষ্ট হইয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হয়, তথন তাঁহাদের ভাব আর এক প্রকার হইয়া যায়। কেরাণীরাক্ষো একবার প্রবেশ করিলে তাঁহাদের সকল উৎসাহ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। বিভালয়ের ছাত্রের এক প্রকার ভাব, সংসারী হইলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। এক সময়ে যিনি দেশের কুরীতি-সংশোধনের জন্ম প্রধান উল্লোগী ছিলেন, আর এক সময়ে তিনিই খোর পৌরলিকতায় আপনার বিদ্যা বৃদ্ধি দকলই জলাঞ্চলি দিলেন। অতএব এখন দেখা ঘাইতেছে, স্থানিকভিদিগের মধ্যেও বিভাশিক্ষার কোন ফল হইতেছে না। দ্বিতীয়ত: সামান্য লোকদের মধ্যে বিজ্ঞাপ্রচারের কোন স্পবিধা নাই। বিভার ছার কেবল ধনী ও ঐশ্বর্যাশালীর নিকটে মুক্ত নহে। সাধারণ লোকের মন যথন অজ্ঞান ও কুদংস্বারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তথন কতিপয় লোকের विद्यावतन कि इटेंटें भारत? कांजित मुख्यन, यांटा आमारमंत्र क्रमग्रदक अकांग्रे। বন্ধনে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কিরুপে ভগ্ন হইবে? সাধারণ লোকের মন প্রস্তুত না হইলে দেশের কুরীতির উচ্ছেদ্পাধন কথনই হইতে পারে না। ততীয়ত: স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিজ্ঞাপ্রচার। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের ত্রবস্থা দেপিলে হাদয় বিদীর্ণ হয়। অন্ধকার কারাগার সমান অন্তঃপুরে যেমন আলোকের পথ রুদ্ধ থাকে, তাঁহাদের মনও তেমনি অজ্ঞান ও কুসংস্থারের অন্ধকারে আরত থাকে। তাঁহার। দাসীর লায় গুহের সামাল্য কার্যোই নিযুক্ত থাকিয়া আপনাদের জীবনক্ষেপণ করেন। দেশের উন্নতির সঙ্গে তাঁহাদের কোন मन्भर्क नाहे, এवः जाहारामय माम । राम अस्मित सम्मित समाने नाहे। रामहे অক্সান ও কুসংস্কারের আবাসন্থান আমাদের অন্তঃপুরে যাহাতে বিছার আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তাহার উপায় না হইলে দেশের মঙ্গল কথনই নাই।"

এই বক্তৃতায় তিনি আন্ধগণের নিকট সময়ের উৎসাহকর চিহ্নপ্রদর্শন-পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের উপরে এ সময়ে যে কি গুরুতর ভার রহিয়াছে, বিশেষরূপে মুক্তিত করিয়া দিলেন। "আন্ধধর্মের জ্যোতি পাকিতেও আমরা নিরুৎসাই ও নিন্তেজ থাকিব, এমন কথনই হইতে পারে না। সকলে উত্থান কর, সকলে আপন সাহায্য দান করিয়া দেশস্থ আতৃগণের মধ্যে বিহার আলোক প্রচার করিতে তৎপর হও" ইত্যাদি বলিয়া সকলকে প্রোৎসাহিত করিলেন। এই সভায় আবেদনপত্র পঠিত হইয়া, ইংলণ্ডে উহা প্রেরণ করা স্থির হয়।

এখন ব্ৰাক্ষবিবাহামুঠান

এই শকের (১৭৮৩) প্রাবণ মাদে (২৬শে জুলাই, ১৮৬১ খৃঃ) गर्शि (मरवन्त्रनाथ ठाकूरतत कछा अकुमाती (मवीत श्रीयुक्त ताकाताम মুবোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেক্সনাথ মুধোপাধ্যায়ের সৃহিত বিবাহ হয়। এই বিবাহই ত্রান্ধর্যের প্রধান অফ্রচান। এই অফ্রচানে দম্পতীর প্রতি যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, সে উপদেশ কেশবচন্দ্র নিবন্ধ করেন। আত্র পর্যান্ত আমাদিগের মধ্যে এবং কলিকাতা সমাজে যে সকল বিবাহের অফুষ্ঠান रुप, তাহাতে দেই উপদেশই প্রদান হুট্যা থাকে। **আমরা এই উপদেশে**-দেখিতে পাই, নরনারীর পরস্পরের সম্বন্ধের উচ্চতা তিনি প্রথম হইতে কি প্রকার উপলব্ধি কবিয়াছিলেন। এই প্রথম বিবাহের অষ্ট্রান-পদ্ধতির মধ্যে, নরনারীর উভয়ের হাদয় এক হুইয়া ঈশ্বরে মিলিত হুইবে, এ সম্বন্ধের কোন বচন দেখিতে পাওয়া যায় না: কেবল এই উপদেশের মধ্যে তাহার পর্বভাস দট্ট হয়। পর সময়ে কলিকাতা সমাজের অফুষ্ঠানমধ্যে যদিও রুদয়ের একতা এবং ব্রতের একতা নিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ঈশবেতে এক্য নিবদ্ধ হয় নাই; উহা কেবল প্রসময়ে কেশবচন্দ্র কর্ত্তক সংশোধিত পদ্ধতিতে নিবিষ্ট হইয়াছে। হাদয়ের একতা, ব্রতের একতা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত : ঈশবেতে উভয়ের क्रेका, हेहाई नजन।

ঝনের প্রান্ত্রভাবে কবিতিৎপরতা ও সেবার অলম্ভ দৃষ্টান্ত, ১৮৬১ গু:

যে জ্বরের প্রাত্র্ভাব এখন পর্যন্তপ্ত এ দেশের পলীতে পলীতে সমাক্
উপশম লাভ করে নাই, এই বর্ষে সেই জ্বর-রোগ প্রবলবেগে সমুপদ্ধিত হয়।
ইহ। কিরুপ আকার ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, ১৭৮৬ শকের
১২ই অগ্রহায়ণ, (২২শে নভেম্বর, ১৮৬১খৄঃ) এই বিষম বিপদবরোধ করিবার জ্বল্য যে সভা হয়, তাহাতে কেশবচক্র যে বক্ক্তা করেন, তাহা হইতে আমরা
কথকিও উপলব্ধি করিতে পারি। যথা, "এ ভীষণ সমষ্যে উদাসীন থাকিলে

আর চলিবে না। এখন কি উদাদীন থাকিবার সময় ? যথন ভাগীরথী-তীরত্ব অসংখ্য জনগণ এই বিষম বিপদে পতিত হইয়াছে, ভাতা ভগিনীরা **ठिकि**श्मा ভাবে अवशा ভाবে জবা জীর্ণ হইয়া পথে ঘাটে জনশন্ত অবরোধে প্রাণত্যাগ করিতেছে। জিজ্ঞাদা কর, তোমাদের স্থদয় হইতে কি উত্তর দেয় । · · আমরা যথন কথা কহিতেছি, এই সময়েই হয়ত কোন মাতা স্বীয় শিশুর মত শরীর ক্রোড়ে লইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। হয়ত কোন নিরীহ শিশু শ্যাশায়ী পীড়িত মাতার নীর্দ স্থন মুখে দিয়া বারংবার আকর্ষণ করিতেছে। । । । যেরপ ছর্দশার কথা চতুদ্দিক হইতে প্রবণ করা যায়, তাহাতে অবাক হইতে হয়। মনে হয় যে, এমন ধনধালপুৰ্গ বঞ্চুমিও বুঝি অৱণা হইয়া গেল। অন্ত যে ঘরে এক জন মাত্র, কলা ভাহাতে একটিও স্তম্ভ লোক অবশিষ্ট নাই যে অনা এক জন বোগীকে সেবা কৰে। এমন একটি স্বন্ধকায় প্রতিবাদীও নাই যে, দেই বিপদের সময় তাহাদের তত্ত্বাবধান करत । এই প্রকারে যোজন যোজন ভূমি চলিয়া গিয়াছে, যেপানে দকলি নীরব, সকলি অন্ধকার: বোধ হয়, যেন একটি দীর্গাকার নীরব কান্তারই বিস্তত রহিয়াছে, যথায় একটি মাত্র পক্ষীর বিরাম নাই, যেন চেতনের সহিত অচেতনও নীরবে বিলাপ করিতেছে। নৌকায় ভ্রমণ করিতে করিতে জাহ্নবীর উভয়কলে নয়নে কি নিরীক্ষণ করিবে ? না, রাশি রাশি পরিতাক্ত শবশ্যা উপ্যুগ্রের বিস্তৃত বহিষাছে, ধুমে অন্তরীক থেবের জায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, শোকানলের সহিত কালানলও মৃত্যুতিঃ প্রজ্ঞলিত হইয়া অগণা অগণা নরদেহ ভল্মাথ করিতেতে; এবং ভীষণার্ত্তনাদে আকাশ কম্পান ও অনবর্ত অঞ্জলে পথিবী সিক্ত इंटेट्डिइ । विवास आकृत। गांछ। मुख्युत क्वाएंड लहेशा, डेक्डवरव द्वापन করিতেছেন। আপন উপযুক্ত সম্ভানকে অনলে বিস্ক্রান দিয়া শিরোদেশে করাঘাত করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। পথিমধ্যে তাঁহাকেও ভীষণ জরে আক্রমণ করিল, তই দিবস পরে আশানেই তিনি পুনরাগ্মন করিলেন, শ্রশানই তাঁহার আবাদস্থান হইল।"(১)

এত গ্পলক্ষে কেশবচন্দ্র যে বক্ত তা দেন, ফ্রান্সিদ নিউমান দাহেব তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। এই বক্ত আবলম্বন করিয়া তম্ববোধিনীতে

⁽ ১) ১৭৮৩ শক্ষের মাধ্য মানের তরবোধিনীপঞ্জিকা **এই**বা ।

উপরিউক্ত বিবরণ নিবন্ধ হইয়াছে; বক্তার চরমভাগ নিমে উদ্ধৃত হইল।

"দাধুদের, কি না আদ্ধদের যে ভাতার, তাহা পরত্বং-নিবারণ জন্তই মুক্ত থাকিবে; অন্য লোকে বলিলেও বলিতে পারে যে, কত বার, আর কত বার আমরা পরের জন্ম বুথা অর্থবায় করিব। কিন্তু ব্রাহ্ম কি স্বয়ং উপবাস করিয়াও তাঁহার ক্ষধার্ত্ত ভাতাদিগকে রক্ষা করিবেন না? সংগারই যাহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য স্থান, তাহারাই ধনহানিতে মুমুধ হয়; কিন্তু আমাদিগের ভাব স্বতন্ত্র, আমাদিগের যাহা কিছু দকলই ঈশরের জ্বল সমর্পণ করিব, তাঁহারই অভিপ্রেত কার্য্যে নিয়োগ করিব। যেখানে অক্ত লোকে মহুরোর অহুরোধে वाधा छडेशा मान करत. रमशारन आमता।क्रेयरतत आरमण झानिशा, वाधीनछा, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তাঁহারই হল্তে অর্পণ করিব, তাঁহার দীনহীন সন্থান-গণের তুঃথ-নিবারণে ব্যয় করিব। হে ব্রাহ্মগণ, ভোমরা ভোমাদিগের অক্ষ-ভাতাদিগের সাহায়ে হন্তকে বিন্তার করিয়া পরম্পিতার যোগ্য পুত্র হইতে সচেষ্ট হও। আমরা ধনেতে বলেতে অল্ল হইলামই বা, তাহাতে কি; ধর্মের বল থাকিলেই আমরা সকল বলে বলী হইব। আমাদের যদি এক মৃষ্টি তণুল ভিন্ন আর কিছুই না থাকে, আর তাহাই যদি আমরা বিভ্রন্তদয়ে একটি অনাহারী দীনকে প্রদান করি, তবে গৌরবেচ্ছু স্বার্থপরের লক মূলা অপেকাও তাহার ফল অধিক হয়। ঈশার আমাদিশের জদয় দেপেন এবং জদয় দেবিয়াই ভাঁচার প্রেম্মার্ড প্রকাশ করেন; অতএব অন্ত তোমরা এখানে সেই ঈশরের সমক্ষে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত কর এবং দ্টাস্থ প্রদর্শন করিয়া রান্ধ নামের গৌরব মাপ্র কর।"

ত্রিবেণা, হালিসহর ও জিলা বারাসত এই তিন স্থানে মারীভয়ের অংভাস্থ প্রাবল্য হয়। এই তিন স্থানে তিনি স্বয়ং চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া, ঔষধ ও প্র্যাদি প্রেরণ করিয়াভিলেন। ঔষধপ্রেরণাদির কাব্য তিনি নিজ হতে সম্পাদন করিতেন। তাঁহার এ সম্বন্ধে অতুল উৎসাহ বাঁহার। সে সময়ে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অবাক্ হইয়াছেন। কেশবচন্দ্র আপনাকে যে অগ্লিমন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়াছেন, দেই অগ্লিতে তাঁহার সম্পায় জীবন বে পরিব্যাপ্ত ছিল, তাহা সকল সময়ে বন্ধুজনের নয়নগোচর হইয়াছে; এ সময়ে সাধারণের হিতকর

কার্য্যে সর্ব্বজনসন্ধিণানে উহা বিদিত হইয়া পড়িল। তিনি কেবল চিকিৎসক শুষণাদি প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। বন্ধুগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া দেই সকল স্থানের উপকারসাধনের জন্ম প্রেরণ করেন। যাহাতে উপযুক্ত মত অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার জন্ম বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ছভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি উপস্থিত হইলে তন্ত্রিবারণজন্ম কি প্রকার পরিশ্রম ও সময় বায় করিতে হয়, সর্ব্বদা তাহার উপায়বিধানের জন্ম বাস্ত থাকিতে হয়, কেশবচন্দ্র তাহা এই সময়ে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি একবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নির্ত্ত ছিলেন তাহা নহে, যত দিন পৃথিবীতে ছিলেন, জনসাধারণের তুংখ-বিপদ্-নিবারণের জন্ম অতুলোৎসাহের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্ৰাহ্মসমাজের সম্পাদকীয় কাৰ্যা

রান্ধসমাজের সম্পাদক হইয়া তিনি কি প্রকার কার্য্য করিতেন, তংসহন্দে তাঁহার কি প্রকার উৎসাহ ছিল, তথন হইতে প্রচারকমণ্ডলীগঠনাদিসহন্দে তাঁহার কি প্রকার ভাব ছিল, তাহা এখন পর্যান্ত প্রদর্শিত হয় নাই। আমরা একটি রান্ধসমাজের সাধারণ সভার কার্যাবিবরণ হইতে তাঁহার উক্তির কতক আংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহা হইতে সকলে উহা কথঞ্জিং উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা যে সাধারণ সভার উল্লেখ করিতেছি, উহা ১৭৮৩ শকের ৮ই পৌষে (২২শে ভিনেম্বর, ১৮৬১খঃ) হয়।

"অনন্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দেন উঠিয়া বলিলেন;—গত বর্ষের কার্যা-বিবরণ আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। ইহাতে ম্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, গত বর্ষে নানা বিশ্ব সংবাধ ব্রাহ্মসমান্তের আশাতীত উন্ধতি হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা সমাজের কর্মক্ষেত্র প্রচারিত হইয়াছে; কেবল ব্রাহ্মধর্ম-প্রচার ইহার উদ্দেশ্য নহে, বিবিদ উপায়ে দেশের হিতসাধনকরতঃ, ঈশবের প্রিয় কার্য্য করাও ইহার লক্ষ্য। কিসে দেশের কুরীতি নিশ্বল হয়, কিসে বিজ্ঞানিক্ষার উন্নতি হয়, কিসে আমাদের দেশ জ্ঞান ধর্মে ভৃষিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির দোপানে আবোহণ করিতে পাবে, এই সকল প্রশস্ত ভাব বারা এখন ব্রাহ্মসমান্ত পরিচালিত ছইতেছে। এই সকল দেবিয়া কাহার মনে না এই মহতী আশা বন্ধ্বল হইতেছে যে, ব্রাহ্মধর্মের জয় হইবে; কেবল বঙ্গদেশে

नत्र, मम्माव পृथिवीटि हेरात त्यािकः विकीर्ग हरेत । ममस्य कि चाक्कां प्रतिवर्श्वन हरेशां हाः भूट्कां वाशा मध्यम्य वह चायात्म मन्भव हरेक ना, अथन क्षेत्रक्षमात्म कारा अक वरमत्रत्र मत्या जनायात्म ममाथा हरेटिक । चाक्कां अथन चामात्म ममाथा हरेटिक । चाक्कां अथन चामात्म ममाथा हरेटिक । चाक्कां व्यवस्थ अथन चामात्म विकास व्यवस्थ विकास व्यवस्थ विकास वि

আয়ব্যয়বিবরণ, তত্ত্বোধিনীপত্রিকাদয়কে মন্তব্য, এবং পুত্তক-বিক্রব্যে জন্য অবলম্বিত উপায় এবং পুত্তকালয়ে পুত্তকসংখ্যার্কি, উত্তর পশ্চিমে তৃতিকে কি প্রকার সাহায্যদান হইয়াছে, এবং মহামারীনিবারণ জন্য কি কি উপায় অবলধিত হইয়াছে, ত্রিষ্য উল্লেপ করিয়া আক্ষধর্মপ্রচারসম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

"গত বর্ষে আদ্ধর্মপ্রপ্রচারের অনেক দ্র উন্নতি ইইয়াছে। প্রথমতঃ কলিকাতা ব্রন্ধবিছালয়ের দ্বিতীয় সাধ্যমরিক পরীক্ষাতে ৮ জন ছাত্র উত্তীর্ণ ইইয়াছেন, এবং গুটারা ব্রান্ধ্যম্পর মহান্ সত্য সকল আয়ন্ত করিতে সক্ষম ইইয়াছেন। ভবানীপুর ও চুঁচড়াতে ব্রন্ধবিদ্যালয় সংস্থাপিত ইইয়া প্রায় দেড় শত ছাত্রকে নিয়মিতরূপে ব্রন্ধবিদ্যালন করা ইইয়াছে। ভবানীপুর বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে ১১ জন ছাত্র উত্তীর্ণ ইইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজীতে কৃত্র কৃত্র পুত্তক দ্বারা ব্রান্ধর্ম্ম প্রচারিত ইইয়াছে এবং তন্ধারা অনেকেইহার মত অবগত ইইয়াছেন। তৃতীয়তঃ প্রীত্বক দেবেক্সনাথ ঠাকুর সমাজের আচাগাপদে প্রতিষ্ঠিত ইইয়া উৎসাহকর ব্যাখ্যান দ্বারা সমাজের উপাসনাকার্য্যে জীবন প্রদান করিয়াছেন, এবং এ সকল ব্যাখ্যান পুত্তকাকারে মৃত্রিত ইইয়া অনেকের আত্মাকে ক্ষরের পথে লইয়া হাইতেছে। চতুর্থতঃ 'ব্রান্ধর্মের অন্তর্ভান' নামক এক ধানি পুত্তক মৃত্রিত ইইডেছে; শীত্র প্রকাশিত ইইবে। ইহাতে চরিত্রভান্ধি ও ঈশরের প্রিয়কার্য্যাদনবিব্রক নীতি সকল সম্বন্ধ ভাগার সন্ধিবেশিত হইয়াছে। পঞ্চমতঃ কল্টোলার পরীতে একটি

শিশুবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ইহার শিক্ষা আরম্ভ হয়।"

অন্তর আগামী বর্ধে কি কি কাধ্য করিতে হইবে, সভ্যগণকে তাহা
এইরূপে অবগত করিলেন:—

"যাহাতে আদ্দিগের মধ্যে আতৃভাব স্থাপিত হয়, যাহাতে তাঁহারা একমত ও একরদম হইয়া পরম পিতার কার্য্য সাধন করেন, এ প্রকার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। স্থানে স্থানে যে সকল শাখা ব্রাদ্দমান্ত সংস্থাপিত ইইয়াছে, ভাহাদের মধ্যেও ঐকা সম্পাদন করা আন্ত কর্ত্তবা। যাহাতে আমাদিগের মধ্যে সকলে বিশুদ্ধ ভ্রাতৃদৌহার্দ্দশুশ্বলে বদ্ধ হইয়া পরম্পরের পবিত্রতা ও আনন্দ বৰ্দ্ধন করেন, এ প্রকার কোন উপায় অবধারিত করিতে হইবে। সঙ্গতসভা দ্বারা এই উদ্দেশ্য কতক দ্র সিদ্ধ হইয়াছে ও হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্ত সঙ্গতের সভাসংখ্যা অতি অল্প, এ জন্ম ইহার দারা ঐ মহান উদ্দেশুটি সম্যুক্ত্রপে সংসাধন হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমত সঙ্গতসভা দার। ইহার সভাদিশের মধ্যে প্রীতি বিস্তার হইতেছে, দেইরূপ সকল ব্রাহ্মসমাজের একটি সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদিগের মধ্যে অনায়ানে ঐকা সম্পাদন হইবে: এ জন্ম কলিকাতাতে একটা প্রতিনিধিদভা কর। আবশ্যক, অর্থাৎ এমন একটি দভা হয়, যাহাতে প্রত্যেক শাথাসমাজের এক এক জন প্রতিনিধি থাকেন এবং সেই সকল প্রতিনিধিদিগের মত সমুদায় আন্ধ-স্মাছের মত বলিয়া গ্রাহ্ম হয়। এই সভাতে ব্রাহ্মদিগের যে প্রকারে নামকরণ, ধর্মদীক্ষা, বিবাহাদি কার্য্য সমাধা হইবে, তাহার ব্যবস্থা প্রস্তুত হইবে, এবং ব্রান্তম গুলী সম্বন্ধীয় অক্সাব্য প্রস্তাবাদি স্থিরীকৃত হইবে। এই প্রকারে সকল ব্রাপ্তমাজ প্রীতির্দে মিলিত হইয়া সাধারণ উদ্দেশ্ত সংসাধনে যত্মবান হইলে, আর বিষেধের কারণ থাকিবে না, সদ্ভাব ও আনন্দ চতুর্দ্ধিকে বিস্তার হইবে এবং ব্রাহ্মধর্মের মহিমা মহীয়ান হইতে পাকিবে।

"মামার দিতীয় প্রভাব এই যে, ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটি বিভালয় স্থাপিত হয়, তাহাতে অপর। বিভার সহিত স্বপ্রণালীতে ব্রহ্মবিদ্ধার শিক্ষা দেওয়। হয়। ইহা দারা ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারের যে অনেক স্থবিধা হইবে, তাহা বলা বাহলা। কলিকাতা ব্রহ্মবিহ্যালয়ে সপ্তাহে এক বার মাত্র উপদেশ

দেওয়া হয়, এবং তাহাতে অতি অল্প লোক উপস্থিত থাকেন, অতএব ইহা বারা আশাহরণ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাধারণের জ্ঞা একটি বিহালয় স্থাপন করিয়া .অনেকগুলি ছাত্রকে অন্তান্ত বিহার সহিত আল্পধর্মের উপদেশ দিলে এবং বাল্যকাল অবধি কোমল হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান মুদ্রিত করিলে, এ দেশে শীঘ্রই কাল্পনিক ধর্ম ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ হইবে, এবং সত্যের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে। প্রায় ছই মাস হইল, আমরা ইংলণ্ডে নিউমেন সাহেবকে বিহালিকাবিষয়ক যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাতেই কি আমরা নিশ্চিম্ত হইব, তাহাতেই কি আমাদিগের কার্য্যের পরিস্মাধি হইল? বান্ধানিগের উচিত যে, তাহারা ভভকর ব্যাপারে যেমন অন্তের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, সেইরপ আপনারাও সাধ্যাম্পনারে তাহা সম্পাদন করিতে চেন্তা করিবেন। অভএব যাহাতে এরপ একটি বিহালম হয়, সে বিষয়ে সকলের সাহায্য দেওয়া উচিত।

"হতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারের এপন কোন প্রণালী নাই, এবং এই অভাবের ছল্ল অনেক অনিষ্টের উৎপত্তি ইইয়াছে। উপাচার্য্য, শিক্ষক ও প্রচারক হইবার কোন নিয়ম নাই, এবং তাঁহাদিগের উপর কোন শাসনেরও নিয়ম নাই। কতকগুলি লোক একত্র হইয়া ব্রাহ্মসমান্ত সংস্থাপন করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে এক জন উপাচার্য্য হইয়া পাকেন, তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় কেহ যথোচিতরূপে পরীক্ষা করেন না। কোন কোন স্থানে ব্রহ্মবিষ্ঠালয় স্থাপিত হইলে কোন এক বাক্তি শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার তিষিব্য়ে ক্মমতা থাকুক বা না থাকুক। স্থাশিকত উপাচার্য্য, শিক্ষক এবং প্রচারক এ সময়ে অত্যন্ত আবক্তক হইয়া উঠিয়াছে; এ প্রকার লোকের অভাব হেতু কোন কোন স্থানে কুসংস্থারও প্রচারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব একটি শিক্ষাপ্রণালী স্থির করিয়া এ প্রকার নিয়ম করা আবক্তক যে, বাঁহারা এই প্রকার শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইইয়া বৃংপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই শিক্ষক বা উপাচার্য্য বা প্রচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। এই স্কল প্রভাব অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আরামী বর্ষে বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন, এই আমার প্রার্থনা।"

বক্তার শেষ ভাগ ব্রাশ্বধর্শের তৎকাদীন অবস্থা এবং তাহার কোন্দিকে

গতি, জ্ঞাপন করে:--

"ভ্রাতুগ্ণ। একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মধর্মের কত দূর উন্নতি হইয়াছে। অপ্রশন্ত নীচ ভাব দকল ক্রমে তিরোহিত হইতেছে এবং উচ্চ লক্ষা ও আশা দারা ব্রাক্ষদমান্ত পরিচালিত হইতেছে। জ্ঞান প্রীতি অফুষ্ঠান ক্রমে দশ্মিলিত হইতেছে। যাহাতে সমুদায় জীবন ঈশ্বরেতে সমর্পণ করা যায় এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্ম সকল প্রকার ত্যাগম্বীকার করা যায়, ইহাই ব্রাহ্মের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া শ্বির হইয়াছে। এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ দারা আত্মার উন্নতি দাধন হইতেছে ও ব্রহ্মবিতালয়ের উপদেশে বৃদ্ধিবৃত্তি সকল ব্রহ্মজ্ঞানলাভে চরিতার্থ হইতেছে, আর এক দিকে সঙ্গতসভা দারা বিশাদ কার্যোতে পরিণত হইতেছে ও প্রীতি বিস্তার হইতেছে। এইরূপ সমুদায় জীবনের উন্নতি হইবার স্ত্রপাত হইয়াছে। এ প্রকার উন্নতির কারণ কেবল জগদীশ্বরের অপার করুণা: তিনি যদি স্বয়ং ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা না করিতেন ও উহার প্রবর্ত্তক না হইতেন, তাহা হইলে কি কেবল আমাদিণের ক্ষুদ্র বলে এই বিশ্বময় বঙ্গভূমিতে ইহার এত উন্নতি হইত? কথনই না। অতএব সকলে মিলিয়া আমরা তাঁহার চরণে রুতজ্ঞতা-উপহার অর্পণ করি. এবং মাপনাদিগের নিকটে এপন আমি এই প্রার্থনা করি যে, দকলে ভাতভাবে মিলিত হইয়া অপরাজিত উংগাহ ও বলগহকারে ব্রান্ধর্মের উন্নতি সাধন কবিয়া জীবন সার্থক করুন i"

কেশবচন্দ্র আন্ধ পথান্ত ব্রাক্ষমান্তে আচার্যা বা উপাচার্যা-পদে নিযুক্ত হন নাই। তাঁহার স্বভাবপ্রণাদিত উপদেষ্ট্র তাঁহাকে জনস্মাত্রে এক জন উপদেষ্টা বলিয়া পরিচিত করিয়াছে। তিনি অনতিকালমধ্যে ব্রাক্ষমান্তের আচান্যপদে বৃত হইবেন। এই পদে অভিষিক্ত হইবার তিন মাস পূর্বে ছাত্রিংশ সাংবংসরিক উৎসবে (১৭৮৩ শকে, ১৮৬২ খুট্টাব্লে) সর্ব্যপ্রথমে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহার চরমাংশ এখানে আমরা উদ্ধৃত করিয়া নিতেছি। এই অংশ পাঠ করিয়া সকলে ব্রিতে পারিবেন, তিনি আচার্য্যপদের জন্ম সেই সময় হইতে কি প্রকার উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অদ্যা উৎসাহ বিশাস এই বক্তৃতার মধ্য দিয়া কেমন স্কুল্পন্ট প্রকাশ পাইতেছে। তাহার জীবনের যাহা মৃল্কার্যা, তংসশব্দ্ধের উভ্যন এই বক্তৃতা বিলক্ষণ ব্যক্ত করে।

"ভাতৃগণ! একবার বান্ধধর্মের উন্নতি আলোচনা করিয়া দেখ, এই চ্ভাগ্য অন্যাগতি বঙ্গদেশের প্রতি ঈশ্বরের কি অফগ্রহ। রাশি রাশি বিশ্ব বিপত্তির মধ্যে এই সমাজ পর্বতের লায় অটল থাকিয়া একজিংশ বংসর অতিবাহিত করিয়াছে এবং ক্রমশ: উন্নত হইভেছে। দেপ, চতুদ্দিকে ব্রাহ্মধর্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, সত্যের রাজ্য ক্রমশ: বিশুত হইতেছে। ইহা কেবল পরমেখরের উদার করুণার চিহন। নতবা আমাদের ক্ষুদ্রবলে এই নিরুংসাহ নিরানন্দ বঙ্গভূমিতে এই উৎক্রই ধর্মের উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক, এক দণ্ড কালও স্থির রাখিতে পারিতাম না। আমাদের লোক নাই, অর্থ নাই, ক্ষমতা নাই. প্রচারের নিয়ম নাই: তগাপি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে রান্ধসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ব্রাদ্দাংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সকল পৌত্তলিকতার তুর্গম্বরূপ ছিল, সেখানে ব্রাহ্মধর্মের পতাকা উদ্ঘীয়মান হইয়াছে: যাঁহারা আন্দের নাম শুনিবামাত্র প্রগ্রন্থ হইতেন, তাঁহাদের বিদেশের পর্ব্যতা হইয়াছে: যে সকল পরিবারে কেবল বিষয়ের পঞ্চা হইত এবং ধর্ম উপহাসের বস্ব ছিল, দে সকল পরিবারে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' মক্তকর্চে কীর্ত্তিত হইতেছে: যাহারা কেবল ব্রাক্ষধর্মে শতা বিশাদ স্থাপন করিয়া ভীক্ষতাপ্রযুক্ত অফুষ্ঠানের সময় কপট বাবহাবে প্রবন্ত হইতেম, তাঁহারাও অকাতরে ঈশরের ছল বিষয়তালে স্বীকাৰ কৰিতেছেল। স্বীলোকেবাও স্বাহাং হট্যা সভোৱ পথ অবলয়ন কবিতেছেন। ব্রাক্তধ্য অস্তঃপ্রে প্রবেশ করিয়া আমাদের ছভাগ। ভগিনীগণকে কৃদংস্কার-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের দর্গ স্কুদয়ে প্রিত্তা ও আনন্দ বিস্তার করিতেছেন, বালকেরাও এই বিশুদ্ধ ধর্মের মন্ধ্রকারা গ্রহণ করিতেছে এবং অর্ক্ষণট ভাষাতে পরম পিতার নাম কীর্ত্তন করিতেছে। পূর্ণের ভাষ ধর্মের আর নিদ্রিত ভাব নাই: ইহার অগ্নি প্রজলিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ বন্ধজানকোতিতে অজানাম্কার দ্রীকৃত হইতেছে, প্রীতির বলে বিশ্বেয় ও বৈরভাব পরাম্ভ হ'ইতেছে। উৎসাহের অগ্নিতে ভীক্তা ও কপটতা ভশ্মীভূত হইতেছে। এক বার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন আমাদের তুর্ভাগা বন্ধদেশ এত কাল ঘোর অন্ধকারে অভিভূত থাকিয়া, সতাহর্ণোর নব আলোক দর্শন করিয়া, হুপ্রোথিতের ছায় উৎসাহসহকারে উল্লুভ হইয়াছে। ধরু মহাত্মা রামমোহন রায়। বাহার

প্রসাদে এ দেশে পবিত্র ধর্মের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হইল। ধন্ত বক্ষভূমি! যেগানে ঐ ধর্মের প্রথম আবাদস্থান হইল। চতুর্দিকে কি আশুর্বারূপে দত্যের মহিমা প্রকাশিত হইতেছে। কোথায় হিমগিরির শতজনদীতীরস্থ ভক্জীরাণার শোহিনী নগরী, কোথায় অযোধ্যা, কোথায় বেরেলী, কোথায় কটক, নেদিনীপুর ও কোখায় চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মধর্মের রাজা কি স্থবিস্তীর্ণ হইতেছে! আবার কেবল ভারত ভূমিতে নহে, ইংলগু ও আমেরিকা, যেথানে কাল্পনিক ধর্ম এখনো পর্যান্ত বিরাজ করিতেছে, দেখানেও অনেকে ব্রাহ্মধর্মের সত্য অবলম্বন করিতেছে; আহ্মধর্ম পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এক করিবে। बाक्रभंग. बात्र निष्ठात काल नांहे, बाक्रधर्मश्राठात काग्रमतावारका पद्मील इ.उ.। वित्वहमा कतिया (१४, आमानित्भत काम्म उपमार मारे, (६४) मारे, যত্ত্ব নাই, তথাপি এত উন্নতি হইতেছে: যদি এক বার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলে মিলিয়া চেষ্টা কর, অতি অল্পকালেই প্রভৃত উপকার দৃষ্টিগোচর হইবে, সন্দেহ নাই। কেবল মধে বলিলে হইবে না. কার্যোতে করিতে হইবে। 'দব মোর লও তুমি প্রাণ হ্রদয় মন, 'ইহ। কি কেবল বাক্যেতেই রহিল ? আহ্ন হইয়া আমরা কি কপটের লায় মুখেতেই এই মহাবাকা উচ্চারণ করিয়া নিশ্চিম্ব থাকিব এবং কার্য্যের সময় লোকভয়ে ভীত হইয়া সংসারের পূজাতে প্রবৃত্ত হইব ্তবে আমাদের সরলতা কোথায়, কোথায় ঈশরেতে অমুরাগ ও প্রীতি ? আমাদিগের ধর্ম কি নিজীব নিজিত ধর্ম ? কপনই না। ব্রাহ্মধর্ম অগ্লিময় জীবস্ত ধর্ম; ইহার এক ফুলিকে পুথিবীর রাশীকৃত পাপ ও যন্ত্রণা ভশ্মীভূত হইয়া যায়, ইহার প্রভাবে জীবন অপরাজিত স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হয়, লক্ষ লক্ষ্য এক নিমেষে পরার হয়। আমরা দেই ধর্মের উপাদক; ঈশব আমাদের দেনাপতি, সত্য আমাদের ধর্ম। আমাদের কি ভয়? সমুদায় পৃথিবী যদি প্রসাহত্ত হয়, 'স্তামের জয়তে নান্তং' এই অগ্নিময় বাক্য উচ্চারণ করিয়া সকল বাধা অভিক্রম করিব: সভ্যের জ্বন্ত যদি স্থপ সম্পদ মান সম্বন সকলি পরিত্যাগ করিতে হয়, যদি প্রাণ পর্যান্ত বলিদান দিতে হয়, আনন্দের সহিত এই পাথিব ধলির শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অক্তত অমৃতকে লাভ করিব। ব্রাহ্মণণ, আলস্ত ও উপেক্ষা, অলীক আমোদ ও বুধা **छर्क প**রিত্যাগ করিয়া রাদ্ধধর্ম প্রচার কর, ক্রম নাম দেশ বিদেশে ঘোষণা

করিয়া ধর্মহীন নিজীব আতা ভগিনীদিগকে জীবন দান কর। জন্ম যেন সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ ভ্বনেশর এখানে আদিয়া তাঁহার সমাগত পুত্রদিগকে কহিতেছেন, 'উখান কর, আমার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের মহিমা মহীয়ান্ কর।' আইস সকলে মিলিয়া আজ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া, তাঁহাকে সর্কত্ম অর্পণ করত, জন্মকার উৎসব পূর্ণ করি। যদি একবার তাঁহার প্রেমম্থ দেখিলে, তবে চিরজীবনের মত তাঁহার সহিত প্রেমশৃথালে কেন না আবদ্ধ হও? আত্গণ! সকলে তাঁহার প্রতি আত্মাকে উন্নত কর।"

ব্ৰাক্ষবৰুসভাস্থাপন ও তাহার একঃ

বান্ধধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানপ্রচার, পুত্তকপ্রণয়ন, স্বীশিক্ষাবিধান ইত্যাদি লক্ষ্য লইয়া, ১৭৮৫ শকে (১৮৬৩ খৃ:) বান্ধবন্ধুসভা সংস্থাপিত হয়। ইহার তিনটি বিভাগ ছিল। প্রথম বিভাগে সময়ে সময়ে বক্তৃতা দিয়া বান্ধধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচারিত হইত। প্রতিসভার অধিবেশনে এক এক জন বক্তা স্থির হইতেন, তিনি আগামী অধিবেশনে বক্তৃতা দিতেন। এই সভার অনেকগুলি বক্তৃতা এগনও পুত্তকাকারে বিজ্ঞান রহিয়াছে। দিতীয় বিভাগে পুত্তক মৃত্তিত করিয়া প্রকাশ করা কাথা ছিল। বান্ধবন্ধুসভার অস্তর্ভূত এই সভার নাম "পুত্তকম্বাকণ ও প্রকটন সভা" ছিল। ইহার তৃতীয় বিভাগে অন্ধঃপুরে যাহাতে স্বীশিক্ষা হয়, তাহার উপায় বিধান করা হইত। নিম্নলিধিত অন্ধঃপুর-স্বীশিক্ষাসম্বন্ধীয় সম্পাদকের পত্র পাঠ কবিয়া সকলে এই বিভাগের কার্যা-প্রশালী ক্ষবগত হইবেন।

चव:१३डी/नका

"ঈশর-প্রসাদে এতদেশে শ্বীশিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় বিভাগয় সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বালিকাগণ বিভাগয়ে ছই তিন বংসরের অধিক পড়িতে না পারায়, যথাবাঞ্ছিত ফল উৎপন্ধ হইতেছে না। যাহাতে বালিকাগণ উত্তমন্ধপে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, এইরূপ একটি প্রপালী কলিকাতার রাক্ষরকুসভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রপালীক্রমে বালিকাগণ বিভাগয়ে না পিয়া বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষক ঘারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি ঘারা স্থশিক্ষিত হইতে পারিবেক। পাঠের বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। বংসরে ছই বার বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত ছাত্রীদিগকে

পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক। বাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়। আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের নাম, ধাম, বয়দ, পাঠ্য পুস্তক ও পাঠে কডটুকু উন্নতি হইয়াছে, এই সম্দায় বিবরণ সহ আনাকে পত্র লিখিবেন। আমার নামে পত্র কল্টোলার শ্রীষ্ক্র বাবু কেশবচন্দ্র দেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি স্থাশিক্ষার জন্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১ম বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।

১ম পাঠ, ২য় পাঠ, বোধোদয়, পাটীগণিত-নামতা ইত্যাদি।

২য় বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।

রম্বদার, নীতিবোধ, ধর্মবিষয়ে প্রশ্নোন্তর, ব্যাকরণচক্রিকা, পাটীপণিত— তেরিজ, জমাধরচ, পুরণ, হরণ।

তম বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত।

কবিতাবলী, বামারঞ্জিকা, চারুপাঠ ১ম ভাগ, ব্যাকরণপ্রবেশ, ভূগোলপ্রবেশ, পাটীগণিত—ত্রৈরাশিক পর্যন্ত, ধর্মচর্চা।

৪র্থ বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত।

দীপ্রশিরার অভিবেক, মহতের মৃত্যু, চরিতাবলি, স্থশীলার উপাধ্যান ১ম ও ২য় ভাগ, প্রাণিরভান্ত, বান্ধলাবোধ ব্যাকরণ, ভূগোলবিবরণ—আদিয়া ও ইউরোপ, রান্ধনারায়ণ বহুর বক্তৃতা, পাটীগণিত—তৈরাশিক, বহুরাশিক, ভগ্নাংশ প্রান্ত।

৫ম বর্ষীয় ছাজীদিগের নিমিত্ত।

সম্ভাবশতক, টেলিমেকস্, চারুপাঠ ৩য় ভাগ, ব্যাকরণ উপক্রমণিকা, ভারতবর্ধের ইতিহাস ভ্ইভাগ, ভূগোলবিবরণ, ব্যাক্ষধর্মের উপদেশ, পাটাগণিত — সমুদায়, স্মীলার উপাথ্যান তৃতীয়ভাগ।

কলিকাতা

প্রীহরলাল রায়

ব্ৰাহ্মবন্ধুসভা

অন্ত:পুরন্ত্রীশিক্ষাসহছে

সম্পাদক"

কেশবচন্দ্র পরসময়ে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই নিরূপিত প্রাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে তাহার সংস্থাপন আমরা দেখিতে পাই। স্ত্রীকাতিকে কশন ধর্মবিরহিত শিক্ষা দান করা উচিত নয়, তাঁহার এ মতের কার্ধ্য আমরা এখন হইতে স্বস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। প্রথম শিক্ষারত্তে, যত দ্ব সম্ভব, সকল প্রকারের বিষয়ই পাঠ্যমধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে। পরীক্ষাগ্রহণ এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীগণকে পুরস্কারদান স্বচাক্ষরপে নিম্পন্ন হইত। এ সকল বিষয়ে কেশবচন্দ্রের উৎসাহ চিরকাল অক্ষ্প্প ছিল। ব্রাদ্ধবন্ধুসভার লক্ষ্য এবং প্রচারসম্বন্ধে ব্রাদ্ধবন্ধুসভা কিন্ধপ উদ্যোগী ছিলেন, নিম্নলিগিত সংবাদটিতে তাহা কথ্ঞিৎ প্রকাশ পাইবে।

ব্ৰাহ্মবন্ধুসভাৰ লক্ষ্য ও প্ৰছারসফলে উল্ভোগ

"আমাদিগের পাঠকবর্গ ইতিপ্রেই শ্রুত হইয়া থাকিবেন যে, কলিকাতা রাহ্মসমান্তের অধীনে রাহ্মবন্ধুসভানায়ী একটা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কলিকাতার যত সাধুচরিত্র ও কতবিছা রাহ্ম আছেন, তর্মধ্যে আনেকেই ইহার সভা। যে সকল বিষয়ে ধর্মজ্ঞান, ব্রহ্মতত্ব এবং আত্মোদ্ধতি লাভ করা যায়, স্প্রেল বিষয়ই এখানে আলোচিত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ দেশোন্ধতি এবং রাহ্মধর্মপ্রচারসম্বন্ধে এই সভা বিশেষ উপকারিণা। বয়ংছা নারীগণের শিক্ষার্থে সভার। এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারার্থে স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিতে বিশেষ মনোথোগা ইইয়াছেন; কিছু অর্থাভাবে সমাক্রপে কতকার্য্য ইইতে পারিতেছেন না। সভার আয় বায় বৃদ্ধি নিমিত্র অর্দ্ধ মৃদ্রা এবং এক মৃদ্রা মৃল্যে তুই প্রকাব টিকিট প্রস্তুত ইয়াছে; খাহার। এই টিকিট ক্রয় করিতে মান্য করেন, তাঁহার। ব্রাহ্মসমাজে তব্র করিলেই পাইবেন।"

প্রচারসম্বন্ধে ব্রাহ্মবন্ধসভা নিম্নলিখিত উপায়গুলি স্বিরীক্ত করেন:---

- "১। কলিকাতা ব্ৰাহ্মসমাজে এবং অকান্ত সকল স্থানস্থ (১) ব্ৰাহ্মসমাজের মধ্যে একটী বিশেষ যোগ সংস্থাপন করা, যদ্ধারা ব্ৰাহ্মধর্মপ্রচারকার্য্য সর্কাত্রই এক প্রধানীতে সম্পন্ন হইতে পারে।
- "২। স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থে ক্ষুত্র ক্ষু প্রবন্ধ ও কথোপকগনচ্চলে ক্ষু ক্ষুপুত্তক মুদ্রাহিত করা।
- (>) তৎকালে কলিকভোত্ব চারিট রাক্ষসমাঝ বাতীত আরও একচল্লিপটি রাক্ষসমাঝ
 ছিল। এ সবয়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং উড়িভার কটকে রাক্ষসমাজ ত্বাপিত হইবাছে।

- "। সাধারণের উপকারার্থে ব্রন্ধবিদ্যালয়, কৃত কৃত পুত্তক রচনা, বক্তা। অঞ্জলোকের উপকারার্থে সহর এবং পল্লীগ্রামে নির্দিষ্ট স্থানে সরল ভাষায় উপদেশ।
- "ও। সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে চিকিৎসালয়স্থ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের শারীরিক হুস্বতা এবং ধর্মোপদেশ ও আত্মার শান্তি-সম্পাদনের জন্ত চেষ্টা পাওয়া।
 - "। বাগাৰ্ম-সম্বনীয় বিবিধ গ্ৰন্থ রচনা করা।"

বাদ্ধবন্দভায় মহবি দেবেল্লনাথের বস্তা

এই ব্রাহ্মবদ্ধদভায় মহর্ষি দেবেক্সনাথ তাঁহার পঞ্বিংশতি বংসর ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সমদ্ধবিষয়ে একটা বক্তভা(১) করেন। এই বক্তভায় মহাত্মা রাজা রাম্মোহন রায়ের জীবনঘটিত এমন সকল কথা প্রকাশিত হয়, যাহা অন্তত্র কোথাও নাই। এই বকুতাতে কেশবচন্দ্রের সময়সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন;—"আমি আহলাদপূর্বক বাক্ত করিতেছি যে, ১৭৮১ শকে (১৮৫১ খুষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল)(২) শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্ধানন্দের যত্ত্বে ও পরিশ্রমে একটি বন্ধবিদ্যালয় এই কলিকাভাতে স্থাপিত নেখানে তিনি যে দকল উপদেশ দিতেন, তাহাতে ছাত্রদিগের মন উংগাহে উদ্দীপ্ত হইত। তিনি বাদ্ধর্মের সভা সকল যে প্রকার সহজে বলিতেন, তাহ। অনায়াদে ভাহার। গ্রহণ করিত। তাঁহার সভেক্স বাকো তাহাদের হ্রদয় বিগলিত হইত। এই জীবস্ত সতা বলপুর্বক তিনি সকলের মনে বিশ্ব করিয়া দিতেন যে, জ্ঞান প্রীতি অফুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্মের সমগ্র অবয়ব, ইহার মধ্যে একের অভাবে ব্রাহ্মধর্ম অক্ষতীন হয়। জনুয়ের প্রীতি বাতীত যে ব্রন্ধজ্ঞান, দে শুদ্ধ জ্ঞান; জ্ঞান বাতীত যে প্রীতি, দে অন্ধকার; অফুষ্ঠান বাতীত জ্ঞান প্রীতি উভাই নিফল--আবার জ্ঞান প্রীতি বাতীত অমুষ্ঠান কেবল বাহাড়ম্বর মাত্র। ব্রান্ধধশ্বের এই সকল সরল স্তা যে যে ছাত্রদিগের হুদয়কে অধিকার করিল, তাহারা ব্রাহ্মধর্মকে জীবনে ও অফুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্ত ক্রতসকল হইয়া 'সক্ষত' নাম দিয়া এক স্বতম্ব দলে আবদ্ধ হইল।

⁽১) ১৭৮৬ শকের ইচলে বৈশাধ বিহৃত ও "ভত্ববোধিনীগায়িকার" প্রকাশিত হয়।

⁽२) ११ श्रुष्टी अहेवा।

সেই সকতের মধ্যে অনেকেই আদ্য এই প্রাশ্বস্কুসন্থাকে উজ্জন করিবাছেন।
সূক্ষত যেন একটী কল প্রস্তুত হুইডেছে; কালে ইহা মহাভার বহন করিবে।
ইহা একটি অবয়বের ক্লায়—ইহাতে মন্তক্ত আছে, হুদয়ও আছে, হুন্তুপদও
আছে। যেমন বাশীয় শকট নিজে কুল হুইয়াও মহাভার বহন করে, সেইন্ধণ
সকতের সভা যদিও দশ বার জন, তথাপি আশা হুইডেছে যে, ইহা প্রকাণ্ড
ভার বহন করিবে।"

রাক্ষরক্ষুণভার উৎপত্তিবিধয়ে তিনি বলিয়াছেন,—"রোষাই নশন ক্ষতে ভাওলাজি নামক এক জন কত্তিবিদ্য এখানকার সমাজে আদিয়া বলিকেন যে, রান্ধেরা বৌদ্ধের প্রায় গুৰু হইয়া কেবল উপাসনা করে। উপাসনার সময় রান্ধেরা আরু কি করিবে? তাহারা কি ইতত্তত বেড়াইয়া বেড়াইবে? তিনি বীটন (বেণ্ন) সভা দেখিয়া অতিশব সম্বত্ত ক্ষতিন। ব্রহ্মানমতো কোন অভাব রাখেন না। তিনি মনে করিলেন, আমাদের বীটন সভার জায় একটি সভা চাই। এই মনে করিয়া তিনি এই রাক্ষরক্ষ্যতা স্থাপিত করিলেন। এখন বিদেশী কেই আনিয়া মনে করিতে পারিবেন না যে, আমরা কেবল উপাসনাই করি; এখন জানিতে পারিবেন যে, আমরা চলি বলি এবং আমাদের শরীরে জীবন আছে। আমিতো রাক্ষরক্ষ্যভাতে ইহার পূর্ব্বে ক্ষনে আমিনাই। আমিই আন্তর্য্য হইতেছি, এত লোক একত্র মিলিয়া কেমন উৎসাহের সহিত বেশের হিত্তদলক আলোচনাতে এখানে যান্ত বহিরাছেন।"

ण्डे किशस विश्वत् शक्तिका शक्ति ३৮०३ थे:

ইংরাদ্রী পত্রিকা বিনা পিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিদ্বেশীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে প্রভাববিদ্বার করা হাইতে পারে না দেখিয়া, কেশ্বচন্দ্র (১৭৮৩-শকে ১৮ই স্থাবণ) ১৮৬১ পৃষ্টাকে আগষ্ট মাসে (১লা) ইতিয়ান মিরর' পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকা-সম্পাদনে বারিষ্টার প্রীযুক্ত মনোমোহন বোব তংকালে বিশেষ সাহায্য করেন। প্রাপিদ্ধ কাপ্তেন পামার সাহেব ইহার প্রধান কেথক ছিলেন। প্রথমতঃ এই পত্রিকা পাক্ষিকাকারে প্রকাশ পায়। এই পত্রিকা অভিনাক্ত করে।

কলিকাতা কলেক বালন, ১৮০২ বঃ

विकास्य ज्ञासन कतिया न्युजन व्यथानीरफ निका नान अस्तियात अस्त द

সভা হয়, তাহা পর্বের উল্লিখিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র কোন কার্যোর অফুষ্ঠানে উদযোগ করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না। থষ্টাব্দে (১৭৮৪ শকে) "কলিকাতা কালেজ" নামে বিভালয় স্থাপন করেন। এই কালেকে কেশবচন্দ্রের কয়েক জন বন্ধ বিনাবেতনে শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই কালেন্দ্রনাপনের বায়নির্বাহ করিলেও, কেশবচন্দ্রকে নিজের দায়িতে অর্থ ঋণ করিতে হইয়াছিল। এই কালেজে প্রাতা कृष्णविद्याती तमन এवः भव्यति (मत्वन्तनाथ ठीकृत्वत पृष्टे भूज अधायन कत्वन। এই কালেজে যদিও সাক্ষাংসম্বন্ধে ধর্মশিক্ষা দান করা হইত না, ইহাতে নীতি-শিক্ষার প্রাধানা ছিল। কেশবচন্দের প্রথম হইতে এই মত ছিল যে. যুবকদিগকে সর্ব্বপ্রথমে নীতিশিক্ষা দান করা উচিত। নীতি বারা চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে, বিবেকী হইলে, ততুপরি ধর্ম সহজে স্থিরতা লাভ করে। যেখানে नौजिमका नाष्ट्रे. तमथात्म धार्मिकका यथार्थ कारस्यत विषय नय. উटा आफ्यत्रमाज । কলিকাতা কালেজ প্রথমত: নীমতলার একটি প্রাচীন গ্রহে স্থাপিত হয়, দেখান হইতে পরিশেষে বাশতলা ষ্ট্রীটে যায়। এখানে প্রশিদ্ধ স্থবিদ্বান বাব क्रेश्वतंत्रमः नन्ती हेहात अभान भिक्क हन । এই कारतर्जन नाना পরিবর্তন হয়, সে কথা পবে বক্ষবা।

পত্নীকে মহবির গৃহে আনয়ন ও 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিলাভ

কেশবচন্দ্র নারীগণের মধ্যে যাহাতে জ্ঞানধর্মবিস্তার হয়, তজ্জ্য একান্ত যত্রশীল ছিলেন। তিনি কোন দিন স্থদয়ের ভাব কার্যো পরিণত না করিয়া শান্তিলাভ করিতেন না। যদি নারীগণকে অবরোধ হইতে মৃক্ত করিতে হয়, তবে সর্বপ্রথমে আপনার পত্নীকে মৃক্ত করিয়া তাঁহাকে জ্ঞানধর্ম্মের সমাংশী করা প্রয়োজন। কেন না এরূপ কার্যো প্রবৃত্ত হইলে যে পরীক্ষা সমৃপৃত্বিত হয়, সে পরীক্ষাজনিত ক্লেশ অথ্যে স্বয়ং বহন করিয়া অপরের পক্ষে দৃষ্টান্ত হয়, সে পরীক্ষাজনিত ক্লেশ অথ্য স্বয়ং বহন করিয়া অপরের পক্ষে দৃষ্টান্ত হয়, সে পরীক্ষাজনিত ক্লেশ অথ্য স্বয়ং বহন করিয়া অপরের পক্ষে দৃষ্টান্ত হয়া আবশ্রক। কেশবচন্দ্র এ জন্ম আপনার পত্নীকে ব্রাক্ষসমাজের দ্বাত্তিংশ মাঘোশসবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে আনয়ন করিবার জন্ম উদ্যোগী হন। ঠাকুর-পরিবারের গৃহে দেন-পরিবারের ক্লবধ্ গমন করিলে কেবল জ্ঞাতিপাত হইবে, তাহা নহে, কুলের নিতান্ত অবমাননা হইবে, ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হইবে, এ বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র দৃক্পাত করিলেন না। তাঁহার পত্নী

সে সময়ে বালীতে আপনার পিত্রালয়ে ছিলেন। কেশবচন্দ্রের ধর্মোংসাহে ভীত হইয়া পরিজনবর্গ তাঁহাকে গৃহে রাধিতে সাহস করেন নাই, এজন্ম তাঁহার পিত্রালয়ে স্থিতি। বাধা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে কেশবচন্দ্রের উৎসাহ দিগুণতর হইত। তিনি রজনীতে শিবিকা সঙ্গে করিয়া বালীতে উপস্থিত হইলেন। রজনীতে পিতৃগৃহ হইতে পন্নীকে বাহির করিয়া আনিয়া প্রতে মহিষর গৃহে উপনীত হইলেন (জামুয়ারী, ১৮৬২ খু:)। মহিষি এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ১১ই মাঘের (১৭৮৩ শক; ২৩শে জামুয়ারী, ১৮৬২ খু:) যেরূপ উৎসব হয়, তাহাতো হইলই, তদতিরিক্ত অন্তংপুরে বিশেষ উপাদনা হইল। এই উপাদনায় কেশবচন্দ্র—এ সময়ে মহিষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে তিনি 'ব্রজানন্দ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন—প্রার্থনা করেন। তাঁহার তৎকালের প্রার্থনার ভাব প্রদর্শন করিবার জন্ত উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মহবির গৃহে অন্ত:পুর উপাসনায় কেশবের প্রার্থনা

"জগদীশ! আমি অদ্য পিতা মাতা, * ভাগনী ও স্বীতে পরিবেঞ্জত হইয়া তোমাকে পরম পিতারপে সর্ব্বেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি আমার পরমপিতা, হলয়ের ঈশর। চিরকাল তুমি আমানিগকে তোমার ক্রোড়ে লইয়া মাতার ন্তায় লালন পালন করিয়াছ, কত প্রকার স্থাথ স্থা করিয়াছ, কত রাশি বাদি বিশ্ব হইতে আমানিগকে রক্ষা করিয়াছ। গতবর্গ এই পরিবারে কত প্রকার বিশ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, কত লোক ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু বাস্ত্রবিক আমাদের কোন বিশ্বই হয় নাই। যেপানে মঙ্গলময় স্বয়ং আশ্রয় দিতেছেন, সেধানে আবার বিশ্ব কি? অনেকেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু তুমি যথন এ পরিবারের গৃহদেবতা, তথন আর আমাদিগের ভয় কি? তুমি যথন এ পরিবারের গৃহদেবতা, তথন মার আমাদিগের ভয় কি? তুমি যথন আমাদের সহায়, তথন আমাদের মঙ্গলই হইবেক, সন্দেহ নাই। এ পরিবার তোমাবই পরিবার। অন্ত আমরা সেই জীবনদাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি। আমরা এগন

কেশবচন্দ্র মহবি দেবেঞ্জনাথকে ধর্মণিতা, ওাহার পত্নীকে ধর্মমাতা, এবং ওাহাদের
কল্পাপণকে ভাগিনী বলিয়া সংখাধন করিতেন; তাই এয়লে পিতা খাতা ভাগিনী উল্লিখিভ
ইইয়াছে;

কি দেখিতেছি ? না, চতুর্দ্দিকে মঙ্গলের উন্নতি, আধাংর্মের উন্নতি। আমাদের যে একটি আশা আছে যে, সমুদায় পৃথিবী এক পরিবারে বন্ধ ইইবে, এ আশা বথা হইবার নহে। সময়জ্ঞমে পুতে গুহে যোগা হইয়া সৰলেই গ্রীভিন্নসে মিলিত চ্টবে, সকল পরিবারই এক হইবে। এক স্বীশবের রাজ্যে ছুই পরিবার কখনই থাকিবে না সকল পরিবারই এক হইবে। অভ এই বন্ধদেশের মধ্যে ভাহার স্থাপাত হুইল। হে জাদীশা এ সংসারে এ পরিবারকে রক্ষা করিবার আর কেহই মাই, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর। তুমি যে গুছের অধিদেবতা, তাহার আর অমঙ্গল কোথায়? এ পরিবারই ভাহার প্রমাণ। সহস্র সহস্র বিশ্ব আসিয়া ইহাকে পরিবেইন করিতেছে, অপচ ইহা সকল বিশ্ব অতিক্রম করিয়া ভোমারই ক্রোডে অগ্রসর হইতেছে। এ বিশ্ব বিপত্তির মধ্যেও আমাদিগের ফ্লেশ নাই, ভয় নাই, কেবল আনন্দেরই উৎস উৎসারিত হইতেতে। কি আক্ষা। আমরামাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী সকলেই এখানে একতা হইয়া ঈশবের চরণে পূজা উপহার দিতেছি। ধরা পরমণিতা, আন্তর্ব্য তোমার করণা, পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত তোমারই মহিমা ঘোষণা হউক, বিশুদ্ধ প্রেম ও পবিত্র ভাব চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হউক। আমরা যেন লোকভয়ে ভীত না হই। আমরা যেন সাংসারিক স্থাধের জভ লালায়িত না হট, আমাদের আজা বেন সাংসারিক সকল বিষয়েই শাস্ত ভাব অবলম্বন করে। তোমাকে পাওয়াই বেন আমাদের জীবনের একমাত্র লকা থাকে।"

"ওঁ একমেবাবিতীয়ম্।"

उक्तिक अधिक क्षेत्र अपूर्व दिवस कार्य

আজ পর্যান্ত রান্ধসমাজে যে সকল অন্ধ্র চান ইংয়াছে, তাহাতে রান্ধণেতর জাতি অন্ধ্রানের কার্য্য করে নাই। ভাই অন্ধৃতলাল বহুর পরলোকগত প্রথম পুরের নামকরণোপলকে ১৭৮৬ শক, ১৮ই মাঘে (৩০শে জাহুয়ারী, ১৮৬২ খুঃ) এই নিয়মের অতিক্রম হয়। এই অন্ধ্রানে কেশবচন্দ্র নিয়লিখিত প্রার্থনা করেন:—

"হে পরমেশর ! তোমার প্রিয়কার্যসাধনোক্ষেত্র আমরা এই স্থানে সমাগত হইরাছি ! তোমার প্রসাদে এই শুক্ত কার্য্য আমরা সম্পন্ন করিলাম ।

কত প্রকার বিদ্ধ, কত প্রকার প্রতিবন্ধক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াচিল, কেবল তোমার প্রসাদেই আমরা দেই রাশি রাশি বিদ্ন অভিক্রম করিতে সমর্থ হইলাম। কে জানিত যে, এই অন্ধকার গৃহের মধ্যে জাজলামান বান্ধর্মের জ্যোতি: সমুখিত হইবে ? কে জানিত যে, এমন পৌত্তলিক পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের মহিমা বিকীর্ণ হইবে? কত যে তোমার করুণা, তাহা বাক্যেতে বলিয়া শেষ করা যায় না: মনেতে চিন্তা করা যায় না। সকল म्रात्ने रे जामात चान्त्री कक्ना नयनशाहत ह्य। चामानिश्तत श्रिय स्कन चामारान्त्र मचूरथ रय श्वकारत ठाँशांत शीय नवक्मातरक क्लारफ कतियाहिरानन, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ক্রোড়ে রাখিয়া নিয়তই লালন পালন করিতেছ। হে পরম স্থর্দ! চিরজীবনের স্থা! যথন এ পরিবারেও তোমার মহিমা জाজनाजाल প্রকাশিত হইল, তথন তুমি যে সকল স্থানেই বাদ্ধধ্যকে লইয়। যাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি ? তুমি আমাদিগকে চিরদিন লালন পালন করিতেছ, কুণা তৃষ্ণার সময় অল্পান পরিবেশন করিতেছ, রাত্রিকালে যথন অসহায় শ্যাতে শ্যান থাকি, তথন সকল বিদ্ন হইতে রক্ষা করিতেছ, তুমি নিয়তই আমানিগের আনন্দ বিধান করিতেছ। তুমি ইহাতেই কান্ত নও, তমি তোমার মঙ্গলন্বরূপ এমনি বিকীর্ণ রাখিয়াছ যে, যেগানে যাই, তোমারই মঙ্গলভাব-প্রচার দেখি। যখন পবিত্র ব্রাক্ষসমাজে তোমাকে দেখিতে যাই, তথনও চিত্ত পুলকিত হয়, কুতজ্ঞতা উচ্ছসিত হয়। যথন একাকী নিৰ্জনে তোমার প্রণাপন্ন হট, দেখানেও তোমার আনন্দম্ত প্রকাশিত হট্যা হুদয়কে আনন্দরদে প্লাবিত করে। আমরা যথন এই বন্ধুগৃহে মিলিত হইয়াছি. তথনও তোমাকে দেখিয়া কুতার্থ হইতেছি। কোথায় না তুমি প্রকাশিত রহিয়াছ। হে প্রমাত্মন। তুমি কেন আমাদিগের এত আনন্দ বিধান कतिराउछ, जुमि महान हहेगा এই कृष कींग्रे त्य वामता, त्कन वामानिशतक স্মরণে রাখিয়াছ! তুমি আমাদের সকলকে আশীর্কাদ কর, যেন নিরাশ হইয়া কেছ ফিরিয়া না যাই। যথন এই গুহের মধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম একবার প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছে, যখন এই অক্কারের মধ্যে ব্রাদ্ধর্মের জ্যোতি: প্রকাশিত হইয়াছে, তথন আর ইহার অনকলের সম্ভাবনা নাই। ষ্থন তুমি এই পরিবারকে তোমার পরিবার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তগন

ইহার দকলই মঙ্গল হইবে। পূর্বেকে জ্ঞানিত নাথে, এত অল্প কালের মধ্যে আমাদের বিশাদ ও আচরণ সমান ভাব ধারণ করিবে। আজ ষেমন এগানে তোমার প্রিয় কার্য্য অন্নষ্টিত হইল, এরূপ যেন ব্রাহ্মধর্মের মতাস্থায়ী অস্কুষ্ঠান দকল গৃহে গৃহে আচরিত হয়; কাল্পনিক ধর্ম যেন বিনাশ পায়, বিদ্বেষ ভাব থেন ক্রমে ক্রমে চলিয়া যায়, যেন দকল ল্রাতা ভণিনী মিলিত ইয়া তোমারই চরণে আনিয়া অবনত হয়, এই তুর্ভাগা বঙ্গাদেশের মধ্যে যেন তোমারই সত্য ধর্ম প্রচারিত হয়। কবে সেই দিন উপস্থিত হইবে, যবে প্রতিগৃহেই তোমার নাম কীর্ত্তিত হইবে, প্রতিহলয়েই তোমার দিংহাসন স্থাপিত হইবে, যবে বিশ্বাস ও কার্যা একই ভাব ধারণ করিবে, কপটতা ভন্মাভ্ত হইবে, যবে বিশ্বাস ও কার্যা একই ভাব ধারণ করিবে, কপটতা ভন্মাভ্ত হইবে, সকলে বিন্মী হইবে, মন বীর্যাবান্ হইবে ও সকলে তোমার চরণের মঙ্গালাতে বাদ করিয়া তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে জীবন অবদান করিবে। হে নাথ! তুমি এ প্রকার আশীর্কাদ কর যে, যে সব পূত্র কল্যারা তোমার অফুষ্ঠান দেখিতে সমাগত হইয়াছে, তাহাদের কেইই যেন শৃক্তহ্বদয়ে ফিরিয়া না যায়।"

"ও একমেবাদ্বিতীয়ম্ "

काडिस्थन छत्र । अनवर्ग विवाह, ১৮७६ गृः

সমাজের সর্ব্রবিধ মঞ্চলকর বিষয়ে কেশবচন্দ্রের অক্ষ্ উৎসাহ। তিনি জাতিভেদ নির্মূল করিয়া উহার অকলাগ দ্ব করিবেন, এ সম্বন্ধে প্রথম হইতে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, আপনি তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবাহবন্ধন জাতিভেদের প্রধান ত্র্গ। স্বর্ণ বিবাহ দ্বারা উহা এ দেশে দৃচ্মূল হইয়া রহিয়াছে। আক্ষরণ যত দ্ব জাতিভক্বিষয়ে অগ্রসর হউন না কেন, স্বর্ণ বিবাহ করিলে তাহাদিগের এক সময় প্রাচীন হিন্দুসমাজে পুন: প্রবিষ্ট হইবার বিলক্ষণ উপায় থাকে। যদি জাতিভেদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করিতে হয়, তাহা হইলে অসবর্ণ বিবাহ তৎসম্বন্ধে উৎক্রেই উপায়। এ কথা সত্য, প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু উহা আর এখন এ দেশে প্রচনিত নাই। সে কালের অসবর্ণ বিবাহ কেশবচন্দ্রের প্রবর্গত অসবর্ণ বিবাহের তুল্য নহে। তৎকালে স্বন্ট্ নিয়ম ছিল,

উচ্চজাতির কস্তার তিরিয়শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বিবাহ হইত না, উচ্চ জাতি
নিম্ন শ্রেণীর কস্তাকে বিবাহার্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন। এরূপ ছলেও প্রথম
বিবাহ স্বর্ণতে করিতে হইত, এবং তিনিই ধর্মপত্মী হইতেন, অপর সকলে
ধর্মপত্মী হইতে পারিতেন না। স্থতরাং অসবর্ণ বিবাহ থাকিয়াও জাতিতেদ
যদবস্থ তদবস্থ থাকিয়া যাইত। কেশবচন্দ্র ১৮৬৪ খৃটান্দের ২রা আগই
(১৯শে শ্রাবণ, ১৭৮৬ শক) প্রথম অসবর্ণ বিবাহ দিয়া বহু অকল্যাণের
আকর জাতিতেদের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। এই বিবাহ বিনা ধ্মধামে
নিশার হয়। কন্তাপঞ্চের কুল যেমন হীন ছিল, পাত্রপক্ষের কুল তেমনি
উৎকৃত্ব, এবং পাত্র অতিকৃতবিদ্য। এই বিবাহ যে প্রথা প্রবৃত্তিত করিল,
তাহাই গৃহবিচ্ছেদের করেণ হইল। সে বিষয় পরে বক্রবা।(১)

"বানবজীবনের নিয়তি" দখকে বজুতা, ১৮৬২ খৃঃ

এই কার্ব্যোগ্তমের দক্ষে আমরা কেশবচন্দ্রের ভবানীপুর ব্রাদ্ধসমাছে "মানব- -জীবনের নিয়তি" নামক বক্তৃতার রিষয় উল্লেপ করিতে পারি। সমগ্র বক্তৃতা উদ্ধার করিয়া পুত্তকাকারে মূদ্রাহণ এই প্রথম। ১১ই জানুয়ারী, ১৮৬২ খুট্টান্সে (২৮শে পৌষ, ১৭৮৩ শকে) এই বক্তা প্রদন্ত হয়। ইহাতে ভিনটি বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়তি আছে, এই নিয়তির অফুবর্ত্তনে তাহার জীবনের মহন্ত, এই নিয়তির বিরুদ্ধে গমন করিলেই তাহার অধােগতি। নিয়তি কি ? ঈশ্রলাভ। ঈশ্রলাভের এর্থ পর্বাশীন অনপ্ত উন্নতি। মফুলু যেতাই ঈশুরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততাই সে উন্নত হাইতে উন্নত হয়। বিশাস, পুণ্য, প্রেম; হুদয় মন, আত্মা ও ইচ্চা; গৃহ, সমাজ, নীতি ও ধর্ম প্রভৃতিতে অবিচেছদ উন্নতি, ইহাই মহয়ের নিয়তি। এই নিয়তিসাধন ঈশ্বলাভ বিনা কদাপি হইতে পারে না। ঈশ্বলাভ প্রকৃতির অন্থসরণ বার। হুইয়া থাকে। ঈশুরপ্রদত্ত প্রকৃতি অতি নির্মাণ ও বিশুদ্ধ। মহুয় আপনার বাধীনতার অপব্যবহারে পাপ অপবিত্রতায় নিপ্তিত হয়। মহন্ত ধর্ম ও সত্যের পথে গমন করিবে, ইহাই তাহার পক্ষে ঈশব-নির্দিষ্ট নিয়তি। নিয়তির অহুসরণ মহুয়জীবনের লক্ষ্য, এই লক্ষ্যকে কেহ কেহ পাপ ও দণ্ড হইতে নিছতি বলিয়া থাকেন। পাপ ও দও হইতে নিছতি অভাবপক্ষ, ভাবপক ঈশ্বর

^{(&}gt;) शत्रवर्ती "विद्यत्कत्र सत्र" स्थान प्रहेश ।

ও সত্যলাভ। দ্বিতীয়তঃ মহয় সমাক্ প্রকারে ঈশ্বরের অহুগত হইয়া, চিন্তায়, ইচ্ছায়, বাকো, ভাবে এবং কর্মে ঈশ্বরের গৌরববর্দ্ধনে আপনাকে নিযুক্ত করিবে। এরপে ঈশরের গেবায় নিযুক্ত হইবার জন্ম সে অঙ্গীকারে আবদ্ধ, ইহা সে আত্মপ্রকৃতি অহুসদ্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারে। সংসারের কোন প্রকার ভয় বিভীষিকায় বা প্রলোভনে এই অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তিকে ঈশরের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না। এ ব্যক্তি ঈশরের নিকটে একেবারে আত্মবিক্রয় করিয়াছে। তৃতীয়তঃ ঈশ্বরাহ্বগত ব্যক্তি গৃহবিত্তাদিনিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বরপ্রতিকৃল পাপ ও সংসারের বিরোধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত। এই যোদ্ধ্বসন্ত্ত ধর্ম্মোৎসাহে সমৃদায় বাধা প্রতিবন্ধক অপনীত হয়।

প্রীতিবন্ধন

দেবেক্সনাথের "ব্রাক্ষদমায়ণতি ও এধানাচার্য" উপাধিলাত এবং কেশবচন্দ্রের ব্রাক্ষধর্মগুলারের সম্পাদকত্বনাত

ধর্মপিতা দেবেক্সনাথ ব্রন্ধানন্দ কেশবচন্ত্রের গুণে দিন দিন একান্ত আরুই হইমা পড়িলেন। ব্রান্ধসমাজসম্পর্কীয় বিবিধ গুরুতর কাধ্য করিতে তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন সত্যা, কিন্তু তাহাকে আচার্যাপদে নিয়োগ না করিয়া ধর্মপিতা দেবেক্সনাথের মন কিছুতেই পরিতৃষ্ট হইতে পারে নাই। তিনি আপনি ১৭৮৩ শকের ২৭শে চৈত্রের (৮ই এপ্রিল, ১৮৬২ খৃ:) সাধারণ সভাতে 'ব্রান্ধসমাঞ্চপতি ও প্রধানাচার্যা' উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং এই সভাতেই প্রধানাচার্যা কেশবচন্ত্র সেনকে ১লা বৈশাধ হইতে কলিকাতা ব্রান্ধসমাঞ্জের আচার্যাপদে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র লিপেন। এই পত্রের প্রস্তাব অধিকাংশের মতে স্থিরীকৃত হয়। এই সভায় কেশবচন্ত্র ব্রান্ধধর্মপ্রহারের সম্পাদকপদে নিযুক্ত হন।

দেবেক্সনাথের সভিত কেলবচন্দের ও বন্ধানন্দী দলের প্রীতিবন্ধনের শ্বতিলিপি

কেশবচন্দ্রের আচার্যাপদে অভিষেক লিপিবন্ধ করিবার পূর্বের ধর্মপিতা দেবেক্সনাথের সহিত তাঁহার কি প্রকার আশ্চর্যা প্রীতিবন্ধন ছিল, পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর শ্বরণনিপি হইতে আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

"মহর্ষি দেবেজ্রনাথের সহিত আচার্যা কেশবচজ্রের বে কিন্ধপ মধুর সম্বন্ধ ছিল এবং তাঁহার ভবন কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার দলবলের যে কিন্ধপ আরামত্বল ছিল, তাহা এখন মনে করিলেও চিত্ত পবিক্র হয়। স্থাবিগাত ভারকানাথ ঠাকুরের অট্টালিকা—যাহা এক সময়ে রাজা, মহারাজানুও উচ্চপদস্ক ভূজনগণের আমোদ প্রমোদের হান ছিল—তাহা কৈবল ধ্যমের মোহিনীশক্তি ছারা ছিলবস্থপরিধায়ী তঃখী যুবকরন্দের এবং আপিদের অতি সামান্ত কেরাণী ও

অল্পব্যক্ষ চাত্র, ব্রহ্মাত্মরাগ ব্যতীত যাহাদের আর কোন গুণ ছিল না. তাহাদিগের পবিত্র আমোদ ও আরামের স্থান হইয়াছিল। এই সমস্ত যুবক-দলের নেতা অনেক সময়ে এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। এই স্থানটি বড মামুষের অবস্থানুরূপ সজ্জিত ছিল না। ইহার কারণ এই, পূর্বের একদা শ্মণানদর্শনে মহর্ষির মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায়, তথন তাঁহার সমস্ত জীবন এরূপ আন্দোলিত হইয়াছিল যে, বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও বৃহ্মূল্য গৃহসূজ্জা সকল বিষবং জ্ঞান হইত। তিনি সেই সময় এই সমন্ত বস্তু বন্ধাদিগকে অকাতরে বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং অচিরাং দেই দকল দ্রব্যকে গৃহ হুইতে বিদায় করিয়া দিলেন। তথন হুইতে তাঁহার বৈঠকথানা ও গুহের অপরাপর ঘর বহুমলা ছবি, লাঠন, দেয়ালগির ও অকাতা গৃহসজ্জাবিহীন হুইয়া সাধারণ অবস্থায় অবস্থিতি করিত। তাঁহার ভবনের যে স্বপ্রশস্ত হলে তিনি বদিতেন, তাহাতে কোন প্রকার বাহ্ন শোভা ছিল না, কেবল মাত্র দারা আচ্ছাদিত ছিল। ঘরের এক পার্বে একথানি কোচ ছিল, তাহাতে মহিষ বিদতেন। এই কোচের দমুগে একটি কুদ্র টিপাই থাকিত এবং তাহার সম্মুখে সাধারণের বদিবার জন্ম কতকগুলি চেয়ার ছিল। যুবকদিগের মধ্যে যাহার৷ ঐ স্থপ্রশন্ত হলে উপপ্রিত হইতেন, তাঁহাদিগকে প্রায়ই এক এক বাটি চা প্রদত্ত হইত। যুবকদিগের কাহারও কাহারও এই উপহার জঠরানলনিবৃত্তির উপায় ছিল। কখন কখন সকলে পার্শ্বন্থ গৃহে একত্র আহার করিতেন। র্লানন্দ কেশবচন্দ্র নিরামিষভোজী ছিলেন, প্রধানাচার্য্য মাংদাদি আহার করিতেন। আহারার্থ তাঁহার গৃহে নানা প্রকারের মাংদ প্রস্তুত হইত। মহয়প্রকৃতির একটি নিয়ম আছে যে, মারুষ প্রিয়ন্ত্রনির আত্তবং দেবা করিতে বাস্ত হয়। এই নিয়মের বশবলী হুইয়া প্রধানাচার্যা মহাশ্য কেশবচন্দ্রকে মাংদভোজন করাইবার জন্ম কথন কথন বিধিমতে চেষ্টা করিতেন: কিছ কেশবচন্দ্রের মন বতপালনসম্বন্ধে লৌহ অপেকা স্বৃদ্ ছিল, যতবার তাঁহার পাতে মাংদ দিবার চেষ্টা হইত, তত বার তিনি তাহাতে অসমত इरेट्डन। **ममराय ममराय এ**रे मः शामिन এ**ड প্রবল হ**रेड या, প্রধানাচার্ধ্যের হ্রকোমল পিতৃবং স্নেহের ব্যবহার কঠোর আঘাত বলিয়া প্রতীয়মান **१**इंड ।

"সন্ধার পর সংপ্রসন্ধ ও কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়া রাত্রি ২০০টা বাজিয়া ঘাইত. তই একজন যুবকেরা কেহ কেহ আপন চেয়ারে বসিয়া গভীর নিজায় নিমার্য रहेटजन। महर्षित्र गृह निः मझ हहेज, त्करण (बालाकी अथवा किए नामक হরকরাঘ্য আজ্ঞাকারী হইয়া ছারে প্রতীক্ষা করিত । এত গভীর রাত্রিতেও উৎসাহপূর্ণ সংপ্রদক্ষের বিরাম হইত না, এক এক বার মহর্ষি প্রিয়তম ব্রহ্মানন্দের মুখপানে তাকাইতেন, আর তাঁহার ভাষাবেগ ঘেন উপলিয়া উঠিত। অধিক রাত্রি হইলে সভাভদ্ধ করিবার উদ্দেশে কেই ঘড়ি দেখিতে গেলে, মহিষ বলপুৰ্ব্বক দেই ব্যক্তির হাত হইতে এই বলিয়া ঘড়ি কাড়িয়া লইতেন যে, ঘড়ির সময় কি ঠিক থাকে ? পাছে সভা ভদ হয় ও ভাবাবেশ विलुश रय, এই আশकाय जिनि जानक ममाय घत रहेए घि विनाय कतिया मिटिन। ভাবাবেশে কপন কপন উচ্চৈ: खाद हान्छ করিতেন, এবং কখন-কপন ব্ৰহ্মানন্দ বা অন্য গাঁহাকে সম্মুধে পাইতেন, তাঁহাকে এমনি ধান্ধা দিতেন যে, তাহাতে তাঁহার পডিয়া ঘাইবার উপক্রম হইত। মহর্ষি ক্থন ক্থন বলিয়া উঠিতেন যে, পূর্বের রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বড় লোক সকল তাঁহার বন্ধ ও আত্মীয় ছিলেন, তাঁহাদের সহিত তিনি আমোদ প্রমোদ করিতেন, এপন এই দমন্ত বিনীত তুঃপী যুব। তাঁহার বন্ধ হওয়ায়, ইহাদের সহবাসে তিনি যে প্রকার স্থাী হইয়াছেন, এমন আর কপন হন নাই। ব্রহ্মান্তরাপ, যোগ, ঈশারপ্রেম, পরলোক, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি, এই সমস্ত আলোচনার বিষয় ছিল। মহযি যথন বেরিলী ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করিয়া প্রভাাগত হন, তথন সংপ্রদক্ষতেরে বলিয়াছিলেন যে, যদি পথে পরলোকে ঘাইতাম, তবে কি আমোদই হইত। তথন এই বলিয়া টেলিগ্রাফ করিতান যে, 'কেশ্ববার, শীঘ্র শীঘ্র এদ, দেপ, কেমন মানন্দ করিতে করিতে গৃহে চলিয়া যাইতেছি। কেশবচন্দ্রকে পরলোক্যাতার কথা জিজ্ঞাদা করায় তিনি উত্তর করিলেন, 'আমার ইচ্ছ। হয়, প্রার্থনা করিতে করিতে বিনীতভাবে পিতার নিকটে চলিয়া যাই।' এই অতি সামাক্ত ছুইটী কথায় সেই সময়ে ছুই জন সাধকের মনের ভাব স্পষ্ট ব্রা গেল :

"র্ছ দেবেজনাথের সহিত যুব। কেশবচক্রের নেরূপ স্থমিষ্ট ধর্মসম্ছ ছিল, ভাহা বর্ণনাভীত। বামী স্বীতে, পিডা পুরে, বন্ধু বন্ধুতে এবং গুরু ও শিক্তে

যেরপ সম্বন্ধ হয়, মহর্ষি ও ব্রন্ধানন্দের মধ্যে সে সমস্ত সম্বন্ধেরই সমষ্টি চিল विनात पञ्चाकि द्य ना। दक्षवरुष्त ग्रह श्रादन कत्रितन, महिष प्राप्त वारल উঠিয়া দাঁড়াইতেন; কেশবচন্দ্র অফান্স লোকের সহিত সম্মধস্থ চেয়ারে বসিতে চাহিতেন, কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহার হস্তধারণপুর্বক আপন কোচের উপর নিজপার্ধে वन भूर्वक এই वनिया वना टेरजन (य, 'रजामात এই স্থান।' यथन माथन मिছती বা অন্ত কোন খাত মহর্ষির জন্ত আনীত হইত, তখন তিনি এই বলিয়া এक চামচ ब्रह्मानत्मत्र मृत्थ, ज्यात्र চाমচ निज मृत्थ ल्यान कतिएवन एर. 'একবার তুমি খাও, একবার আমি খাই।' এক এক বার কেশবচন্দ্রের মুখপানে তাকাইয়া মহর্ষি অনিবার অঞ্রধারাবিসর্জন করিতেন। কেশবচন্দ্রের অমুরোধে মহর্ষি ব্রাহ্মদমাজের বেদী হইতে 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাধ্যান' নামে প্রসিদ্ধ व मकन उभराम मान करत्रन, त्मरे मकन उभरामकारन दकनवारस्त मुथभारन তাকাইয়া থাকিতেন। এরপ করিবার কারণ এই যে, ইহাতে. তাঁহার ভাবোদীপন হইত এবং এই কারণেই কেশবচন্দ্রকে বেদীর সন্মধে বদিতে হইত। আমরা অনেক প্রকার ধর্মবদ্ধতার বিবরণ পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্ত কেশবচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বোধ হয়, আর কোথাও ছিল না। মহর্ণির পুত্রগণ কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ দাদা বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে ভ্রাতনির্ব্বিশেষে প্রেম করিতেন এবং সময়ে সময়ে এরূপ কথাও ওনা ঘাইত যে, মহর্ষির অন্যান্ত পুত্রের ল্যায় কেশবচন্দ্রও বিষয়ের এক অংশ পাইবেন।

"কিছুদিন পরে ১লা বৈশাপের উৎসব উপলক্ষে স্বীয় পত্নীকে ঠাকুরপরিবারে আনয়ন জন্ম কেশবচন্দ্রকে গৃহত্যাগ্ করিতে হয়। অল্পদিন পরেই তাঁহার বিষম একটি ফোড়া হইমাছিল, এবং ভক্জন্ম তাঁহাকে দীর্ঘকাল রোগশ্যায় পড়িয়া থাকিতে হয়। মহিষি ফ্লক্ষ ভাকারদিগের ঘারা তাঁহার চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, এবং সকলে এত যত্ন করিতেন যে, কেশবচন্দ্র ভিলার্মণ বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি পরগৃহে বাদ করিতেছেন। অন্তঃপুরে মহিলাগণ এবং গৃহের বালকগণ তাঁহার পত্নীর দহিত এরপ দল্লেহ ব্যবহার করিতেন যে, ভাহা বর্ণনাতীত। স্বীয় পরিবারে আছত হইয়া, দেই পীড়ার অবস্থায় আচার্যাদেবকে মহর্ষির গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আচার্যাদেবের নিজ্প মূথে অনেক

বার শুনা গিয়াছে যে, কলাকে খণ্ডর বাডী পাঠাইবার সময় যেরূপ সঞ্জিত করিয়া পাঠাইতে হয়, তাঁহার পত্নীকে মহর্ষি নিজ গৃহ হইতে দেইরূপে সাজাইয়া विनाम निमाहित्नन। এ कथा । जार्गारामत्वत मृत्य जामता जानक वान শুনিয়াছি যে. 'যে দিন আমি ঈশবের আদেশে মহর্ষির স্নেহ্বন্ধন কাটাইতে পারিলাম, দেই দিন বুঝিলাম যে, আমার অন্তরে মানবীয় ভাবের উপর বিবেকের জয়লাভ চইল। ধর্মের আদেশে মহর্ষির প্রেমের বন্ধন ছিল্ল করা আমার পক্ষে অতীব পরীক্ষার বিষয় দিল।' কেশবচন্দ্রের অন্থ্যায়িগণের পক্ষে প্রধানাচার্য্যের গৃহ সামান্ত আকর্ষণের স্থান ছিল না। তাঁহারা উচ্চৈংম্বরে হান্ত করিতেন, অবাধে সকল প্রকার কথাবাঠ। কহিতেন, ধর্মালাপ ও সঙ্গীত করিতেন এবং মনের উচ্চতম ভাবের উচ্ছাদ প্রদর্শন করিতেন। প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের প্রাদিগের মধ্যে জীমদ ছিজেজনাথ ঠাকুর ও প্রলোকগত হেমেজনাথ । ঠাকুর এই দলকে ব্রন্ধাননী দল বলিতেন এবং কখন কখন এই দলের " স্তিত একত হুইতেন। উৎস্বেব সময় প্রায়ুই প্রাতের উপাসনা প্রধা**নাচার্যোর** ভবনে হঠত এবং অপরাহের উপাসন। ত্রান্সমাজে হইত। প্রাতে প্রায় প্রধানাচাধানবনে অনাহার এবং সাম্বকালে লুচি প্রছতি আহার হইত। এ জন্ম কত ব্রাক্ষ্য। ছাতিচাত হুইয়াছেন, এবং সামাজিক উৎপীড়ন ভোগ কবিষাছেন, ভাষা বলা যায় না। প্রাত্তাকাল হইতে না হইতে **রক্ষান্তরাগী** যুবক ও ব্রাহ্মগণ উত্তর, দক্ষিণ, প্রবা, পশ্চিম হইতে একত্র সমূবেত হইতেন। নেই লাল বজের চন্দ্রাতপের আভা চারিদিকে পতিত হইয়া যেন ব্রাহ্মদিগের মুখনী স্থানর ও ব্রহ্মানক ঘনীভূত করিয়া তুলিত। সে শোভা যে ব্যক্তি এক বার দেখিয়াছে, তাহার মনে তাহা চিরম্জিত হুইয়া গিয়াছে। পার্যন্ত গুটে রাশীকৃত কমলালের ছাড়ান এবং কেলায় যেরপ কামানের গোলা সকল মন্দিরের মত সাজান থাকে, তদ্রপ অন্তত আকারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মতিচর দকল এক একধানি প্ৰশন্ত পাত্ৰে স্তুপাকারে স্থােভিত থাকিত; যাঁচার হত हैका, बाभन हत्त्व हैंग्राहेश नहेश जनाराभ कविराजन। श्रास्त्र हैभामनास्त्र আহার ও তংপর নানাবিষয়ক প্রসঙ্গ আমোদ কৌতৃক হইত। বৃদ্ধ হরদেব চটোপাধাায়ের নৃত্য ও উৎসাহপূর্ণ সন্ধীত এই সমস্ত ব্যাপারের সহিত চিরত্বরণীয় পাকিবে। অপরাছে সমাজপুতে গমন করা হইত। সমাজপুত লোকে

লোকারণ্য, কাহার সাধ্য একপদ অগ্রসর হয়; কিন্তু ব্রহ্মাননী দলের গতি কে রোধ করে? তাঁহারা মনের অফুরাগে অগ্রসর হইতেন, এবং তাঁহাদের মেষপালক বেদীর সম্মুধস্থ রেলের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আপন মেষদিগকে বাছিয়া হন্তথারণ করিয়া ভিতরে লইতেন।"

ত্তইবাঃ—১৬৮ —১৭২ পৃষ্ঠার উদ্ভ অংশ ১৭৮০ শকের যাঘ মালের তরবোধিনীপত্তিকার প্রকাশিত হয়।

১৭৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত অংশ ১৭৮০ শকের ফাল্পন মাদের তব্বোধিনীপত্রিকার প্রকাশিত হয়।
১৭২—১৭৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত অংশ ১৭৮৫ শকের ভাত্র মাদের তব্বোধিনীপত্রিকার প্রকাশিত
হয়।

্ ১৭৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ ১৭৮৫ শকের অগ্রহারণ হাসের তরবোধিনীপত্রিকার প্রকাশিত হব।

১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠার প্রকল্প প্রার্থন। ছুটা ১৭৮০ শকের চৈত্র সামের তব্বোধিনীপত্রিকার প্রকাশিত হয়।

আচাৰ্য্যপদে অভিষেক ও পরীক্ষাজয়

সন্ত্ৰীক ঠাকুরপরিবারে প্ৰদ

১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাথ (রবিবার, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৬২ খু:) প্রধানাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আচাধ্যপদে অভিষিক্ত করেন। এই উপলক্ষে তিনি আপনার সহধশ্মিণীকে প্রধানাচার্যোর গৃহে লইয়া যাইতে কৃতসংকর হন। তিনি তাঁহার পত্নীকে লইয়া যাইবেন, মাতার নিকটে অগ্রে বলিয়াছিলেন। গৃহে এ কথা লইয়া বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রকাশ্তে দেন-পরিবারের কুলবধু ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে গিয়া মিলিত হইবেন, এরূপ হইতে দেওঁয়া পরিবারের সকলের পক্ষে অবিষয় হইয়া উঠিল। যাহাতে কেশবচন্দ্র তাঁহার পত্নীকে লইয়া যাইতে না পারেন, এ সম্বন্ধে সবিশেষ উদ্যোগ হইল। কেশবচন্দ্র প্রভাষে পত্নীকে দক্ষে লইয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, বাহিরের চন্ধরে আনিলাউপস্থিত হইলেন। তাঁহার পত্নী লক্ষাসম্বমে সৃষ্টিত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আদিতেছিলেন। গৃহের কুলবধু কোন দিন বাহিরে গমন করেন নাই, বাহিরের চম্ব লোকে পূর্ণ, ভাত্তর প্রভৃতি গুরুজন দণ্ডায়মান, তাহার। নকলেই তাহাকে কেশবচক্রের অমুসরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন, এবং এ কার্য্য লচ্ছাশীল। কুলবধ্গণের উচিত নয় বলিয়া ধিকার দিতেছেন, এ অবস্থায় তাঁহার চিত্ত বিচলিত হওয়া কিছু আর একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। তিনি পশ্চাতে একটু অপক্ত হইলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "যদি আমার অত্বর্তিনী হইতে চাও, এই বেলা অনুবর্তিনী হও, এই সময়। অভ্যথা আমি বিদায়গ্রহণ করিতেছি।" সত্যবাক স্বামীর ঈদৃশ শাসন-বাক্য তিনি অগ্রাঞ্ছ করিতে পারিলেন না; তিনি (স্বামী) ধাহা বলিতেছেন, তাহা করিবেনই, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তিনি ভাহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। জ্যেষ্ঠ আতা নবীনচক্র তাহার দৃঢ় প্রতিভা দেপিয়া, প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন; তাঁচার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রপাত হইতে লাগিল। তিনি অন্থন্যবাক্যে, পত্নীকে দক্ষে লণ্ডয়া না হয়, কেশবচন্দ্রকে এই অন্থরোধ করিলেন। কেশবচন্দ্রকে তাঁহার প্রতিজ্ঞ। ইইতে কে বিরত করে? সে সময়ে তাঁহার দেহমনঃপ্রাণ তেজে পরিপূর্ণ, তিনি দপ্রতিজ্ঞা, ভূমির দিকে দৃষ্টি রাগিয়া পত্নীসহকারে অবরুদ্ধ ঘারের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। কেশবচন্দ্র এখনও ক্ষীনকায়; কিন্তু তাঁহার সেই ক্ষীণদেহে এমন প্রভূত বলদকার হইয়াছিল যে—অন্তুত বলদকারের কথা আমরা তাঁহার নিজমুপে শুনিয়াছি—অর্গলে হস্তার্পনিমাত্র উহা অনায়াদে উৎপাটিত হইয়া আইদে। জনশ্রতি এইরূপ যে, তিনি অর্গলে হস্তার্পণ করাতে উহা উৎপাটিত হইয়া আদিয়াছিল; কিন্তু তংকালীনকার এক জন ঘারবান্ এখনও জীবিত(১) আছে, তাহাকে জিল্ঞাদা করিয়া আমরা জানিয়াছি, তাঁহার প্রতিজ্ঞাবলে যখন দকলে পরাজিত হইলেন, তখন কর্ত্বপক্ষের অভিপ্রায়ন্থারে ঘারদংলগ্র নিম্ন ক্ষুদ্র ঘার উদ্ঘাটন করিয়া, কেশবচন্দ্রের পত্নীকে শিবিকায় তাহারা তুলিয়া দেয়। যাহা হউক, কেশবচন্দ্র প্রতিজ্ঞাবলে দম্দায় বাধা অতিক্রম করিয়া, পত্নীকে লইয়া প্রধানাচার্যাগৃহহে উপনীত হইলেন।

व्याहार्यालक निरवारणंत्र कात्रन

অন্ত ১লা বৈশাপের (১৭৮৪ শক; রবিবার, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৬২ খৃঃ) নববর্ষের উপাসনা। কলিকাতাসমাজগৃহ সমবেত উপাসকে পূর্ণ। কেশবচন্দ্র আচার্য্যপদে অভিষক্ত হইবেন, তাঁহার বন্ধুবর্গের আহ্লাদের পরিদীমা নাই। যথাবিহিত উপাসনা পরিদমাপ্ত হইলে, প্রধানাচার্য্য শ্রীমথ কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যপদে কেন নিয়োগ করিতেছেন, তাহার কারণ এইরূপ উল্লেখ করিলেন(২):—"ঈখরপ্রসাদে রাক্ষসমাজের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। প্রের ভায় কেবল ইহ। কলিকাতাতেই বদ্ধ নাই; কিন্তু দেশ বিদেশে গ্রামে গ্রাহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; বন্ধভূমির সর্ব্বেই সেই ঈখরের পবিত্র নাম কীর্ত্তিত হইতেছে—কেবল বন্ধদেশে কেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হিন্দুছানের মধ্যেও ঈশরের মন্দলময় রাগ্যধর্শ ঘোষণা হইতেছে।

^() এম্বরচনাকালে জীবিত চিল ৷

⁽২) পরবর্তী উদ্ভ অংশ দুইটী ও অধিকারপত্র ১৭৮৪ শকের আবাচ মাসের ভব্বেছিনীপত্রিকার জইবা।

সমাজের কর্ম্মক্রে প্রশন্তহইতেছে; এখন সমন্ত বঙ্গভূমি যাহাতে পবিত্র ধর্মেতে উরত হয়, ভারতবর্ধ যাহাতে উন্নত হয়, তাহার উপায় চেষ্টা করিতে হইবে। বান্ধাদিগের মধ্যে একটি ঐকা-বন্ধন স্থাপিত করিতে হইবে, দ্রাদ্রের ব্রাহ্মসমাজ দকল স্থপ্রণালীতে বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমি কেবল কলিকাতায় বন্ধ থাকিলে, সকল সমাজের সমাক্রপে তন্তাবধারণ হয় না। যেখানে যেখানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, দেই পেই স্থানে আমার স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন। আমি এখন আর কলিকাতায় বন্ধ থাকিতে পারি না, স্বতরাং এখানে একটি আচার্যের প্রয়োজন হইতেছে; অতএব একণে আমি আহ্লাদপ্রক্ষ শীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রন্ধানন্দকে কলিকাতা ব্যাহ্মনমাজের আচার্যাপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। ঈশ্বরপ্রসাদাং ব্যাহ্মধর্মে ইহার যে প্রকার অন্তর্যাণ, যে প্রকার নিষ্ঠা, তাহাতে সমাজের অবশ্রাই উন্নতি হইবে। এই ক্ষণ সকলে মিলিত হইয়া অভিষেককার্য্য সম্পন্ন কফন।"

অভিষেকাগুঠান

পরিশেষে তিনি ব্রহ্মানন্দকে সংখাধন করিয়া বলিলেন, "প্রীমান্ কেশবচন্দ্র! তুমি যে এই মহন্তার গ্রহণকরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমি জানিতেছি যে, তাহাতে তোমার ঘারা এ ধর্মের অশেষ উন্নতি হইবে। তুমি এই গুণ্ণভার অপরাজিত-চিত্ত হইয়া অহোরাত্র বহন করিবে। কিন্দে কলিকাতা ব্রাহ্মসমান্ত উন্নত হয়, কিন্দে ব্রাহ্মদিগের মনের মালিক্ত দ্র হয়, এ প্রকার যত্ত্ব করিবে। অক্ত কোন প্রচলিত ধর্মের প্রতি দ্বেষ কি নিন্দাবাদ করিবে না, কিছু যাহাতে সকল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একা-বন্ধন হয়, এমত উপদেশ দিবে। আপনার আন্তরিক ভাব অকপট্রন্দয়ে নির্ভয়ে বাক্ত করিবে, সদা নম্বভাব হইবে। বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে। যাহার যে প্রকার মর্যাদা, তাহাকে দেই প্রকার মর্যাদা দিবে। তুমি যে কর্মে অগ্রসর হইয়াছ, এ অতি ত্রত্ত কর্মা; কিছু অন্ধরমন্ধ মনে করিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিও না। আমাদের ব্রাহ্মদর্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্মের জন্ত বোড়শ বংসরে দেশত্যাকী হইরাছিলেন। দেই বোড়শ বংসরে তিনি যে ভাব বারা নীয়মান হইয়াছিলেন, দেই ভাব তাহার হলয়ে চিরদিনই ছিল। প্রথম বয়সে ঘাহারা ধর্মের জন্ত তাগ বীকার করেন, তাহারা ক্লাপি অবসন্ধ হন না। তুমি আপন ইক্তার সহিত, প্রাণ

স্বদয় মন সকলই ঈশরেতে অর্পণ কর। না ধনের ঘারা, না প্রজার ঘারা, কিন্তু কেবল ত্যাগের ঘারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। ধর্মের জন্ম ত্যাগ স্বীকার করিতে ক্ষুদ্ধ হইবে না। কলিকাতার আফ্ষদিগের হৃদয়ে আস্কাধর্মবীজ্ঞ প্রাণপণে ব্যোপণ কবিবে।

"এক্ষণে তুমি আপনার আত্মাকে সেই অমৃতদাগরে নিমগ্ন কর। সেই জাগৎপ্রদ্বিতা প্রমদ্বেতার ব্রণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধানি কর, যিনি আমাদিগকে বৃদ্ধিবৃদ্ধি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

"ঈশর তোমাকে এইক্ষণে আপনার অমৃতদলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন।
উাহার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচার্যাপদে অভিষিক্ত করিতেছি।
তুমি কলিকাতা বান্ধদমাজের আচার্যাপদ ধারণ করিয়া চতুর্দিকে শুভ ফল
বিক্ষাব কর।

"এই আধ্বধ্যাস্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চুর্ণ হইয়া ভূমিদাং হয়, তথাপি ইহার একটি মাত্র দৃত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ দাগর শুদ্ধ হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি দত্যেরও অগ্রথা হইবে না। যে প্রকারে পুর্বেষ্ব অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, তুমি এই আক্ষধর্মকে ভদ্রপ রক্ষা করিবে। হে আক্ষাণ! তোমরা অগ্নাবধি এই কলিকাতার আচার্যারে প্রতি অফক্ল হইয়া, ইহার কথা শুদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তাহাতে আক্ষধর্মের অবশ্বই গৌরব বৃদ্ধি হইবে।"

পরে প্রধানাচার্যা মহাশয় নিম্নোদ্ধত অধিকারপত্র পাঠ করিয়া তাঁহার হত্তে অর্পন করিলেন।

অধিকারপত্র

ওঁ তথ সং।

"ব্ৰহ্মজ্ঞান ব্ৰহ্মধান ব্ৰহ্মানন্দৰ্মপান"

শ্রমান্দ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রমানন্দ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাঞ্চের আচার্য্য

মহাশয়েৰু

তুমি মত ঈশরপ্রাদে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচাধ্যপদে অভিধিক ছইলে, তুমি এই ভার কাম্মনোবাকো বহন করিবে। তোমার উপদেশ ও

অফ্রান ঘেন আন্ধদিগের অমৃত্তের দোপান হয়। যাহাতে বিশ্বস্তা, বিশ্বপাতা, মঙ্গানিধান পরমেশরের প্রতি আন্দিগের মনোবৃদ্ধি আন্মা উন্নত হয়, ধর্মপ্রতি, পবিত্রতা ও দাধুভাবের সঞার হয়, যাহাতে দ্বেষ কলহ অন্তরিত হইয়া আন্দিগের মধ্যে একটি ঐক্যা-বন্ধন স্থাপিত হয়, এ প্রকার সত্পদেশ দিবে, এবং সাধু দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিবে। সম্পত্রি বিপত্তিতে, স্ততি নিন্দাতে, মান অপমানে অবিচলিত থাকিয়া আন্ধর্ম প্রচার করিবে। আপনার মান মর্ধাদা প্রভূব বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, ঈশরের মহিমাকে মহীয়ান্ করিবে। ঈশর তোমাকে রক্ষা কলন, তোমার জ্ঞান ধর্ম পোষণ কলন, তোমার শরীর বলির্চ হউক, মন বীর্ঘান্ হউক, জ্ঞান উজ্জ্বল হউক, ধর্ম স্থার্থইীন হউক, স্কুদ্ম প্রশাস্ত ও পবিত্র হউক, জিহ্বা মধুম্য হউক। তোমার চক্ক ভ্রুত্রপ দর্শন করুক, কর্ম ভ্রুত্ব কথা প্রবণ করুক। ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ লাস্তিঃ হরিঃ ও ।

১লা বৈশাধ ১৭৮৪ শক (১৩ই এপ্রিল, ১৮৬২ খৃঃ) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি
আন্ধ্যমাঞ্চপতি ও
প্রধানাচার্য।

পৈতৃক গৃহ হইতে নিৰ্বাসন ও মহৰ্ষিগৃহে বাস

কেশবচন্দ্রের আচার্যাপদে অভিষেক তাঁহার উপরে বিষম পরীকা। আনমন করিল। অভিষেকান্তে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন দেন এবং জ্যেষ্ঠ আতা নবীনচন্দ্র দেনের পত্র পাইলেন। এই পত্রে তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। ঈদৃশ নিষেধ কেশবচন্দ্রের মূখ মলিন করিতে পারে নাই। তিনি পত্রপাঠান্তে হাসিলেন, হাসিয়া পত্রখানি মহর্বি দেবেক্সনাথের হত্তে অর্পণ করিলেন। মহর্বি পত্র পাঠ করিয়া সাদরে বলিলেন, 'আমার গৃহ তোমার গৃহ, তুমি হবে এই গৃহে বাস কর।' কেশবচন্দ্র এই সময় হইতে প্রধানাচার্য্যের পরিবারমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। প্রধানাচার্ব্যের পত্নীর প্রতি এমন স্থমধূর সম্প্রেহ বাবহার করিতেন যে, তিনি কখন স্থাগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া পরগৃহে বাস করিতেছেন, ইহা এক দিনের ক্ষমণ্ড ব্রুতি পারেন নাই। সকলের আদর অভ্যর্থনায় তিনি নির্বাদনত্বং ভূলিয়া, পরমানন্দে মহর্ষিগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের তো কথাই নাই,তিনি প্রধানাচার্য্যকে পিরপদেবরণ করিয়াহিলেন,

ভাঁহার পুত্রগণ ভাঁহার সহোদরতুল্য ছিল। স্থতরাং ভাঁহার সম্বন্ধে পরগৃহ মনে হইবার কোন কারণই ছিল না গৃহ হইতে নির্বাদন যেমন এক দিকে অতি তৃঃথকর ব্যাপার ছিল, অন্ত দিকে তেমনি আধ্যান্মিক পরিবার-বন্ধনের হেতু হইল বলিয়া আনন্দের কারণ হইয়াছিল।

পীড়া

একনাত্র নির্বাদন-প্রীক্ষাতেই বর্তনান প্রীক্ষা প্রিদ্মাপ্ত হইল না। উক্র মূলদেশে একটি নালীরন্ধ, হইয়া তাহা হইতে রদ বিনিঃস্ত হইতে লাগিল। এই নালীটী এই সময়ে ব্যথাশুক্ত ছিল, স্কুতরাং তংপ্রতি কেশবচন্দ্র বিশেষ মনোগোগ করেন নাই। প্রতি বংদর রথবাত্রার সময়ে হালিপহর ব্রাহ্মসমান্ত্রের সাংবংসবিক উৎসব হইত। এই সাংবংসবিক উপলক্ষে প্রধানাচার্য্য এবং কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ তথায় গমন করিলেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের নালীরক্ষে, একজন অচিকিৎসক শলাকাদ্বারা আঘাত করাতে ব্যথা উপস্থিত হইয়াছিল। গন্ধার যে ঘাটে দকলে স্নান করিলেন. দে স্থান হইতে সমাজগৃহ দুরে না হইলেও, তাঁহারই জৈল নৌকারোহণে সকলে সমাজগৃহের ঘাটে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। সহচর যুবকগণ নৌকা হইতে লক্ষণানপূর্ব্বক অবরোহণ করিলেন। কেশবচন্দ্র যেমন নামিবেন, অমনি নৌকার উপরিস্থ বাশের চেলার পা হডকাইয়া গিয়া পড়িয়া গেলেন। এই আঘাত তাঁহার পক্ষে ঘোর যদ্ধণার কারণ হইল, কেন না এতদ্বারা আহত স্থান আরও আহত হইল। যাহ। হউক, তিনি উপাদনায় যোগদান করিলেন, কিন্তু প্রাধানাচার্য্যের গ্রহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে শ্ব্যাশায়ী হইতে হইল। কেশবচন্দ্রের চিকিংসান্দ্রদ্ধে মহযিগৃহে কোন প্রকার অয়ত্ব হইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। স্থপ্রসিদ্ধ গুড়িপ চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার ওয়েব এবং অ্যান্ত স্থচিকিংদক তাঁহার চিকিংদা করেন। ক্ষতস্থান উৎপাটিত করিয়া দেওয়ার জন্ম শস্ত্রচিকিংসার প্রয়োজন হয়। তিনি অসামান্ত ধীরতা সহ শস্তাঘাত বহন করেন। চিকিংসকগণ এইরপ ধীরতাদর্শনে আশ্র্যান্থিত হন। এক বার শম্বক্রেদে প্রতীকার না হওয়ায়, তাহার পর পাঁচ ছয়বার শম্বচ্ছেদ করিতে হয়। কোন বারেই তিনি ক্লেশাহুভবের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই।

আচার্য্যপদে অভিষেক ও পরীক্ষাজয়

ও প্ৰবাৰত গৈতৃকগৃহসন্নিকটে ভাড়াটৰা পুছে গমৰ

তাঁহার এই রোগের অবস্থায় তাঁহার মাতা ও জ্যেষ্ঠ লাতা তাঁহার ওশ্রমা করিবার জন্ত ব্যন্ত হইলেন; অপচ এরূপ ব্যবস্থা সম্বেও তাঁহার পৈতৃকগৃহে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না। স্কুরাং গৃহদ্দিহিত একটি ভাড়াটিয়া গৃহে তাঁহাকে সন্ত্রীক লইয়া যাওয়া স্থির হইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে অসমত হইলেন না। কেশবচন্দ্র গৃহ হইতে দ্রে থাকিলে রান্ধর্মের গৌরব দেন-পরিবারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তিনি তাঁহার গমনে অস্থ্যোদন করিলেন। ,বিদায় দেওয়ার সময়ে নৃতন গৃহে গিয়া বাস করিবার উপযোগী সম্দায় তৈজ্ঞস পত্র প্রবাজাত সঙ্গে দিলেন। এক জন অতিসম্পন্ন লোক কন্তাকে পতিগৃহে পাঠাইতে যে প্রকার আয়োজন সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া থাকেন, কেশবচন্দ্রের পত্নীকে সেই প্রকার আয়োজনে মহর্ষি নৃতন গৃহে প্রেরণ করিলেন।

পৈতৃকগৃহসংলগ্ন ভাড়াটিয়া গৃহে কেশবচন্দ্র সন্ত্রীক বাদ করিতে লাগিলেন। প্রস্তুত আহাধ্য সাম্থ্রী গৃহ হইতে আদিত, ইহাতে অনেক সময়ে অস্ত্রিধা इटेज। गांजा मात्रना मर्काना क्लावित्स्त्रत मः वान नटेख नानितन. यहाँव-পরিবারের চিকিৎসক, ডাক্তার নীলমাধব হালদার নিয়ত তাঁহাকে দেখিতেন। যে অচিকিংসক প্রথমত: ক্ষতস্থানে শলাকা দিয়া বাথা জন্মাইয়া দেয়, তিনি কেশবচন্দ্রের এক জন অন্তবর্ত্তীর পিতা। যদিও অন্ত স্থবিক্স চিকিৎসকগণের হত্তে তাঁহার চিকিংসার ভার ছিল, তথাপি ইনি আসিয়া দেখিতেন। ক্ষত স্থান অতি ভয়ন্ধর আকার ধারণ করিয়াছে, চিকিৎদায় কোন প্রকার উপকার হইতেছে না: নরস্থন্দর চিকিংসক বলিলেন, তিনি এমন ঔষধ জানেন, যাহাতে অচিরে ক্ষতন্তান আরোগালাভ করিবে। কেশবচন্দ্র ইহাতে সম্মত হইলেন, ক্ষতস্থানে কারপ্রধান (করোসিব সপ্লিমেণ্ট) ঔষধ প্রদত্ত হইল। প্রথম দিনে অতান্ত যন্ত্রণা অমুভব করিলেন। পর দিন সেই কথা সেই অন্তর্ত চিকিৎসককে বলিলে. তিনি বলিলেন, তাঁহার আব কি এমন যন্ত্রণা চইয়াচে, তিনি তো স্থির হইয়া বদিয়া আছেন: বাহাদিপকে তিনি ঐ ঔষধ দিয়াছেন, তাঁহারা যশ্বনাম ছট ফট করিয়। এদিক ওদিক দৌড়াইয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি যে ঔষধ দিতেছেন, উহাতে ক্ষতস্থান ঠিক "গোল ক্ষোয়ার" হইয়া কাটিয়া

আদিবে। দ্বিতীয় দিনে আবার দেই ঔষধ দেওয়া হইল। ঔষধের তীব
যাতনায় তাঁহার গৌরবর্ণ দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, সমুদায় অঙ্গ হিম হইয়া
আদিল; তিনি আপনি নাড়ী ধরিয়া দেখিলেন, নাড়ী স্পন্দহীন হইয়া
আদিয়াছে, কেবল হুংপিণ্ডে মাত্র স্পন্দন আছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন,
মৃত্যু অল্পে অল্পে আদিয়া তাঁহাকে অধিকার করিতেছে। ক্রমে দেহ আচ্ছিন্ন
হইয়া মৃচ্ছা সমৃপস্থিত। এত যন্ত্রণা, তবু কোন প্রকার যন্ত্রণাস্চক শন্ধ মৃথে
উচ্চারণ করেন নাই। ঔষধ অপনীত করিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দেওয়া
হইল। মৃচ্ছা অপনীত হইলে, যখন সকলে জিজ্ঞাগা করিলেন, তিনি এত
যন্ত্রণাসত্ত্বেও কেন ক্লেশ্যুচক কোন শন্ধ উচ্চারণ করেন নাই; তাহার উত্তর
তিনি এই দিলেন যে, কি জানি বা তিনি যন্ত্রণা প্রকাশ করিলে, তাঁহার মাতা
ও জ্যোষ্ঠ আতা ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এক সময়ে হুই জন পণ্ডিত কেশবচন্দ্রকে
দেখিতে আদিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার ক্ষতস্থান দর্শন করিয়া বদিয়া পড়েন,
এক জনের মন্তর্ক ঘূর্ণিত হইয়া আইদে। কেশবচন্দ্র এই ক্ষত্রের যন্ত্রণার
ক্লেশ কোন দিন স্বম্থে প্রকাশ করেন নাই; তিনি নিরস্তর উহা ধীরতার
সহিত বহন করিয়াছিলেন।

পৈত্রিক সম্পত্তির উদ্ধার

কেশবচন্দ্রের পৈতৃকদম্পত্তির অংশ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন দেনের নিকট হইতে বাহির করিয়া লওয়া তিনি কর্ত্তব্য বোধ করেন এবং মহিষি দেবেক্সনাথও এ বিষয়ে পরামর্শদান করেন। তাঁহার দ্রদৃষ্টি সহজে বৃঝিতে পারিয়াছিল, কেশবচন্দ্র সহজে এই সম্পত্তি পাইবেন না, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত সমগ্রসম্পত্তির অপব্যবহার করিবেন। সম্পত্তি উদ্ধারের জন্ম তিনি মহর্ষির সাহায্যলাভ করিলেন, এবং তাঁহার সাহায্যে তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। মোকদ্দমায় যে সকল যোগাড় করিতে হয়, মহর্ষি করিয়া দিলেন। আটণি উকীল প্রভৃতি যাহা কিছু নিযুক্ত করিতে হয়, সম্দায় তাঁহারই সাহায্যে সম্পন্ন হইল। উকীলের পত্র জ্যেষ্ঠতাত গ্রাহ্ম না করাতে, হাইকোটে মোকদ্দমা উঠিল। যাহা হউক, মোকদ্দমা অধিক দ্ব অগ্রসর হইবার পূর্বের, কেশবচন্দ্রের আংশের বিংশতি সহন্র মুদ্রা জ্যেষ্ঠতাত আটণিযোগে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন বাণিজাদিতে প্রবৃত্ত হয়া নিজের ও পরের সম্পত্তি

ক্ষা করির। কেলেন; যথাসময় নিজের অংশ উদ্ধাব না করিলে কেশবচজের অংশও ক্ষা হইয়া যাইত।

আরোগালাভ ও বগৃহে প্রত্যাপন্ন

এদিকে অনেক বার শক্তকেদ হইয়াও ক্ষতত্বানের কোন প্রকার আরোগ্য रहेन नां, करम आरतांगानास्मशस्य अरमरकंत्र भरम प्र**अधिक रहेना। এक** দিবস স্ববিজ্ঞ ডাক্তার নীলমাধব হালদার শলাকা দিয়া ক্ষতস্থান দেখিতেছিলেন; তাঁহার মনে হইল, একবার ক্ষতের কম্ম্পুল শলাকা দিয়া অন্বেষণ করিয়া দেখি। আশ্চর্ণ্য, অন্তেষণ করিতে গিয়া শলাকা নিমে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইল। ভাক্তার এবং কেশবচন্দ্রের আশহা হইল, কি জানি বা কভ উদরের অভ্যস্তরে পর্যান্ত বিভৃত হইয়াছে। যাহা হউক, যত দূর পর্যান্ত নালীর গতি, তত দূর শস্ত্র বারা উৎপাটন করা আবস্তুক হইয়া পড়িল। কেশবচন্দ্র শস্ত্র বারা ক্ষত উৎপাটনকালে উপবিষ্ট থাকিতেন, এবং শস্ত্রচালন স্বয়ং দেখিতেন। শোণিত-পাতদর্শনে কোথায় তাঁহার ভয় হইবে, না. কৌতৃকাবিট হইতেন। এবার ভয়ন্বর ছেদব্যাপারে ডাক্তারগণ আশহা করিতে লাগিলেন, এবার তাঁহাকে মৃচ্ছিত না করিয়া শস্তালনা সমৃচিত নয়। কেশবচক্র মৃচ্ছিত হইয়া শত্রচিকিংসায় চিকিংশিত হওয়া ভীক্ষতা মনে করিতেন, স্কুতরাং এবারও তিনি উপবিষ্ট অবস্থায় ক্ষত উৎপাটন করিতে দিলেন। এ সময়ে তিনি বগুহে নীড হইয়াছিলেন, এবং এই উৎপাটনক্রিয়া তথায় নিশান্ন হয়। এই বার উংপাটনের পর আর একটি কুন্ত নালী উৎপাটন করিতে হয়, ভাহার পর তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

এখন পুত্রলাত, পরীক্ষার অবসান এবং বপুত্র ত্রাক্ষধর্ণের রার্ছাপ্রের চেটা

কেশবচন্দ্রের সম্পত্তি হন্তগত হইল, কত খানে আরোগোলামুব, গৃহে নীত হইলেন; এই সময়ে (১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৬২ খৃঃ) তাঁহার প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। তিনি এত দিন যে পরীক্ষার ভিতর দিয়া গমন করিলেন, এখন ডাহার অবসানের সময়। কেশবচন্দ্র পরীক্ষাকাল অতি আগরের সহিত চিরকাল মরণ করিতেন। তিনি বন্ধুবর্গকে বলিরাছেন, রোগে বছদিন শ্যাগত থাকিয়া তিনি মহান্ উপকার লাভ করিয়াছেন; কারণ দীর্ঘকাল রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিলে লোকে নাতিক ও ভাষ্কার হইয়া যার, তাঁহার সম্ভেষ্ক তাহার

সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস, নির্ভর ও নিষ্ঠা ইহাতে বর্দ্ধিও হইয়াছিল। তিনি রোগের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, উহার ক্লেশ্যম্বণা জয় করিলেন; এখন যে গৃহ হইতে তিনি তাড়িত হইয়াছিলেন, সেই গৃহে প্ররায় প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, এখন যে ধর্মের জয় তিনি গৃহ হইতে নিজ্ঞাশিত হইয়াছিলেন, সেই গৃহে সেই ধর্মের যাহাতে জয়য়াপন হয়, তার উজােগ করিলেন।

খগুৰে ব্ৰাহ্মমতে পুত্ৰের জাতকর্মাসুটান

২৮শে পৌষ, (১৭৮৪ শক; রবিবার; ১১ই জাতুয়ারী, ১৮৬৩ খৃঃ) স্বগৃহে তাঁহার পুত্রের জাতকর্ম করিবেন, স্থির করিলেন। তিনি আয়োজনে প্রব্তত হইলেন ; জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন দেন প্রভূত প্রতাপশালী, তিনি ইহাতে একাস্ক বাতিবান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, পুত্রের জাতকর্ম যদি কবিতে হয়, তাহা হইলে উদ্যানে গিয়া উহার অনুষ্ঠান কর। যে সকল লোক গুহে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকে তিনি অতি সম্বমের সহিত উদ্যানে পাঠাইয়। দিবেন। কেশবচন্দ্র ইহাতে দমত হইলেন না। তিনি বলিলেন, পুত্রের জাতকণা গৃহকণা, গৃহ থাকিতে তিনি উন্থানে কেন উহার অমুষ্ঠান করিবেন ? তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিকটে জ্যেষ্ঠতাতকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। তিনিই গৃহ ছাড়িয়া উন্থানে গমন করিবেন, শ্বির করিলেন। যে দিন অফুষ্ঠান হইবার কথা, তাহার পূর্ব্ব দিন রাজিতে পরিবারস্থ সকলকে উভানে পাঠাইয়া দিলেন। কি জানি বা কেহ অফুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্ত গুহের কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকেন, এ জন্ম দীপ লইয়া প্রতিগৃহ হইতে স্কলকে বাহির করিয়া আনিলেন। কেশবচন্দ্রের অধিকৃত ঘর ভিন্ন আর আর সম্দায় গৃহে কুলুপ দেওয়া হইল, গৃহে একটি মাত্রও জনপ্রাণী রহিল না, এক মাত্র মাতা সারদা পুত্রস্লেহে গৃহে রহিলেন। পর দিন প্রাতে বাছোভম আরম্ভ হইল। জোটতাত হরিমোহন দেন বাত সমত হইয়া পড়িলেন। উপরিতল হইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ দাছেব রসনচৌকিদার, জরা ঠহরহ, জরা ঠহরহ।" याहा इউक, তিনি আতে ব্যত্তে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

কেশবচন্দ্রের ব্রাধ্ববন্ধু ও ব্রাধ্বিকাগণ আদিয়া গৃহ পূর্ণ করিলেন। মহর্ষি

লেবেজনাথ সকল প্রকারের আরোকন কলে কইনা আলিয়া উপস্থিত। এথব আর কিছুরই অভাব রহিল না। গৃহহর আন কোন ছান কেশবচন্দ্র ব্যবহার করিছে না পারেন, এ অভ জ্যেঞ্জাত ব্যার হইছে কডকঙলি বারবান্তে আরিছে আদেশ করিয়াছিলেন, ভাহারা বধানবাহে আলিয়া উপস্থিত হইব। ভাহারা মনে করিয়াছিল, উপস্থিত বার্দিগের মাহায়ের কম্ম ভাহাদিগকে আনা হইবাছে; হুডরাং ভাহারা সকলেই কেশবচন্দ্রকে গেকাম করিয়া বলিন, আবাদিগের প্রতি কি হুকুম হয়। তিনি উপস্থিত বারবান্দিগকে স্থানে ব্যাবাত করা করে থাকুক, ভাহার শোভা ব্যিত করিল।

গৃহের যে প্রান্ধণে দর্জনা কার্যায়প্রান হইড, দেই প্রান্ধণ পূস্যালানিতে স্থান্ধপে দক্ষিত করিল। উপাদনামগুণ প্রস্তুত হইল ! ঝাড় লগুনানিতে সম্বান্ন যগুণ আলোকিত, উপাদনার বেদী অভ্যন্ত শোভাবিত, কোথাও কিছুরই অভাব নাই। সভাব্ব বন্ধুগণেতে পূর্ণ, রাহ্মধর্ষের জয়জনিত আনন্দের মধ্যে ব্যান্ময় জাভকর্মায়প্রান আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ প্রধানাচার্য্য কর্ত্বক উলোধন, তংপর প্রীযুক্ত অল্ললাপ্রদাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্বক ব্রহ্মগোত্তনার্যাত্তন পাঠ, ভদনক্তর প্রধানাচার্য্য ব্যান্ধর্মের গ্রন্থ হইতে লোকের ব্যাধ্যান করিলে, কেশবচন্দ্র নিয়লিখিত প্রার্থনা করেন:—

"অভ আমার আনন্দের সীমা নাই, সৌভাগোর অন্ত নাই। অভ আন্ধর্ণকে
গৃহমধ্যে আনিয়া বাধীনভাবে আনন্দমনে তাঁহাকে আলিকন করিতেছি।
শতাধিক আন্ধ আন্তার সহিত প্রীতিরনে মিলিত হট্যা অভিতীয় প্রাণ্যক্ষণ
পরবেশনের উপাদনা করিতেছি। এই গৃহ এখন কেমন উজ্জাল মনোহর ভাব
ধারণ করিতেছে, চতুর্নিকে আন্ধর্ণের নিক্রণম ক্ষরের প্রভা কেমন বিকীর্ণ
হইতেছে। এখানে আন্ধর্ণ, অন্তর্পুরে আন্ধিকাগণ পবিজ্ঞতা ও উৎসাহ
সহকারে অন্ধনাম সহীর্ত্তন করিয়া অন্ধানকে এই সম্পায় গৃহকে সম্জ্ঞালিত
করিলের। এই ভাত উৎসক্ষের গোভা সক্ষর্ণন করিয়া নছন মন উন্ধাতি
হইতেছে। অন্যকার আনন্দ্রোত আন্ধর্ণে হইতেছে।
আন্ধর্ণেরই প্রদাদে আমার নবক্মারের লাভকর্ণ্ড নির্কিত্তে অন্তর্ভিত হইতেহে।
বালা রালি বিশ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আন্ধর্ণ বীর ব্যাণি প্রভাবে

ভশ্মীভত করিলেন, আমার সমুদায় কটের শাস্তি করিলেন, আমাকে আশাতীত ফল প্রদান করিয়া আমার জীবন সার্থক করিলেন। আজ বেমন ব্রাহ্মধর্মের মহিমা, দেইরূপ প্রমেশ্বরের মঙ্গল ভাব দেদীপ্যমান দেখিতেছি: ঈশ্বরের রাজ্য মঙ্গলময়। যখন নির্জ্জনে তাঁহাকে মুক্তিদাতা বলিয়া আত্মার অভাস্তরে উপাসনা করি, তখন তাঁহার মঞ্চল ভাব কেমন স্পষ্ট প্রকাশ পার, গৃহস্বামী বলিয়া যথন তাঁহাকে পরিবার মধ্যে পূজা করি, তথন সংশারের প্রতি তাঁহার মঞ্চল দৃষ্টির অসংখ্য পরিচয় পাইয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়; আবার বিশ্ব-রচ্যিতা জগলিয়তা বলিয়া যথন জনসমাজে তাঁহার অর্চনা করি, তথন তাঁহার মঙ্গলভাব স্কৃতি দেখিতে পাই। থিনি মঞ্চলম্বরূপ, তাঁহার মঞ্চলভাব, তাঁহার করুণা ৰীয় আত্মাতে, পরিবারে, পৃথিবীর সকল পদার্থে প্রকাশ পাইতেছে। দেই করুণাময় আনন্দস্বরূপ প্রমেশ্বর স্বয়ং এই মঙ্গলের ব্যাপারে বিরাজ্মান থাকিয়া বিমলানন্দ বিতরণ করিতেছেন। আমার এমত আশা ছিল না যে, এ গৃহে তাঁহার মহিমা এত উজ্জ্লরপে প্রকাশিত হইবে। তাঁহার কুপায়, ব্রাদ্ধর্মের প্রদাদে, অন্ত দেই আনন্দ লাভ করিয়া কুতার্থ হইলাম। এ গৃহু প্রিত্ত হইল, कुल পবিত্র হইল, পরিবারের সকলের মুখ উচ্ছল হইল। ধলা জীবনের জীবন। অনন্ত তোমার করুণা, হে পরমাত্মন। তোমার প্রপাদে আমার নবকুমারের শুভ জাতক্র্ম অগ্র স্থান্দ্রপন্ন হইল, তোমার মঙ্গল ক্রোডে ইহাকে রক্ষা করিয়। ইহার জীবনকে তুমি সূত্য পথে নিয়োগ কর। এ পরিবার তোমারই পরিবার; আমাদের সকলকে তুমি জ্ঞান ধর্মে উন্নত কর, এবং আমাদের মধ্যে সন্তাব ও পবিত্রতা বিস্তার কর। আমাদের সংসারে যেন ব্রান্ধর্ম্ম নিয়ত বিরাজ করেন. সকল কার্যা যেন ত্রান্ধর্মের নিয়মে সম্পাদিত হয়, তুমি প্রসন্ন হইয়া এই কামনা পূর্ণ কর। হে নাথ। প্রতি পরিবারে তোমার আধিপতা সংস্থাপিত হউক, জগতের মঙ্গল হউক, তোমার মহিমা সর্বাত্র মহীয়ান হউক।"(১)

"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম।"

भर्त्रत्नारम প্রধানাচার্য। আশীর্বাদ করিয়া অন্তর্গান পরিসমাপ্ত করিলেন।

"ব্ৰাহ্মসমাজ ও সমাজসংখ্যার" বিবয়ে বক্তা

কেশবচন্দ্র সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়। পুনর্ববার উৎসাহের সহিত কার্ব্যে

^()) ११४६ मॅरकत टेव्य बारमद "जन्दराधिनीभव्यिकाव" सहेता।

প্রবৃত্ত হইলেন, উপদেশ বক্তাদিতে সকলের হিতদাধন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬০ খৃ:; ১০ই ফাব্ধন, ১৭৮৪ শক) তিনি ভবানীপুরে 'ব্রাহ্মসমাজ ও সমাজসংস্থার' Social (Reformation in India) এত্ৰিষয়ে বকৃতা দান করেন। এই বকৃতাতে তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করেন।(১) সংশ্মী, (২) শুদ্ধ চিস্তাশীল, (৩) আতিশ্যবান, (৪) ধীর। প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিতগণের কোন ধর্ম নাই, স্থতরাং নিজের বা অপরের আধ্যাত্মিক উন্নতিকরে সম্পূর্ণ উদাসীন। যাহাদের কোন ধর্ম নাই বা কর্ত্তব্য-বোধ নাই, তাহারা নৃতন সামাজিক শাসন-প্রণালীস্থাপনে একাম্ব অক্ষম। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষিতগণ চিম্বায় অতি স্বকুশন, কিস্ক উহা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে তাঁহার। কিছুই নহেন। ইহার। সকলেই বুঝিতে সমর্থ, কিন্তু নীতিসম্পর্কীয় বীরত্বের অভাববশতঃ ইহাদের সমুদায় জ্ঞান অক্রমণ্য। তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষিতগণের সকল বিষয়েই আতিশ্যা, শতবর্ষে যে কাথ্য হইবে, তাঁহারা ভাহা আজ করিতে চান, স্বভরাং প্রভৃত উৎসাহসবেও কিছু করিয়া উঠিবার ইহারা যোগ্য নহেন। চতুর্থ শ্রেণীর শিকিতগণ ধীর: ইহারা সংশয় ও অতিব্যগ্রতা শৃন্ত, যাহা বোঝেন, তাহা বিবেকাহুগত হইয়া সম্পাদন করেন, কখন কোন কারণে সত্য বা কর্ত্তবাকে পর্বে করেন না। ইহারাই সামাজিক সংঝারে উপযুক্ত। কেন না ইহাদিগের ধর্ম আছে, নীতি আছে, সাহস আছে, সংস্থার-কার্য্যে ইহাদিসের পক্ষে অবিবেচকত। ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এই শ্রেণীর লোক আহ্মসমাজের সহিত এক দলভুক্ত। স্কৃতরাং এই মণ্ডলীর উপরেই সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মদম্পকীয় সংস্কার নির্ভর করে। ধর্মকে মূল নাকরিয়াদেশসংস্কার নিরতিশয় অনিষ্টের মূল; রাক্ষদমাজ ধর্মকে মূলে রাথিয়া যথন সংস্কারে প্রবৃত্ত, তখন ইহা হইতে প্রভৃত কল্যাণ উপস্থিত হইবে। সমাজসংস্থারে বিনাশ ও স্থাপন উভয়বিধ কার্য্য আছে, ব্রাহ্মসমাজ এ উভয় কার্য্য নিম্পন্ন করিতে সমর্থ এবং তথকাৰ্যো নিযুক্ত।

খ্রীফীন প্রচারকগণ সহ সংগ্রাম

१ १०००

रतकारतक मामहिकाती अवत "हेक्बिन विक्रमात" मुख्यिकासमान

কৃষ্ণনগরে রেবারেও ভাইনন্ লাছেবের সলে বে বিভর্কের স্ত্রপাত হন্ধ, পূর্বে তাহা উল্লিখিড হইরাছে। রেনারেও ভাইনন্ লাছেব লিখিড বঞ্চতা শাঠ করিতেন; রেনারেও কালমিহারী দে যে বিভর্ক উপস্থিত করিবেন, ভাহাও দেই রীভিতে। আলনমাল জীউপর্শের পতি অবরোধ করিরা বনিকেন, ইহা জীউনন্বর্গের অসহ হইয়া উঠিল। এক দিকে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' আক্ষমমাজের পক্ষের পত্রিক। বেঘন হইল, অপর দিকে "ইণ্ডিয়ান রিকর্পার" নামক পত্রিকা বাহির হইল। রেনারেও লালবিহারী দে এই পত্রিকা সম্পাদন করিতে প্রবৃদ্ধ হেইলেন। পত্রিকা বা বঞ্চভার সারবতা কিছু থাকুক আর না থাকুক, হালেরলে পূর্ণ থাকিত।

"Fonin Ante" faceten fen Bimu

১৮৬৩ খুটাবের থে মাদের 'ইন্ডিয়ান বিরারে' এই বিরোধের বিষয় এই প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে:—"সম্প্রতি ধর্মসম্পর্কীয় বিস্তর্ক কলিকাভাকে ছুই দলে বিভক্ত করিয়াছে। এ সংগ্রাম্ব প্রীষ্টধর্ম ও প্রাক্ষধর্মে। ত্যুকর সমররর উথিত হইয়াছে, এবং প্রচণ্ড ধর্মসংগ্রাম উপস্থিত। এখন আরু ইহার অলম্য গতি রোধ কর। অসম্ভব। আনরর উথিরটিতে ইহার ফল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলাম, এবং ইহা কিরপে চলে, অভিনিবেশসহকারে দেখিতে প্রস্তুত্ব বিজ্ঞান এ কথা আমাদের কলা নিশ্রয়োজন যে, ভারতবর্ষে প্রীষ্টমর্ম্বের ভবিশ্বং এই বিতর্কের সঙ্গে বিশ্বরূপে সংযুক্ত। অপর দিক্ষে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, প্রাক্ষগণের দিন দিন বলর্ছি এবং তাহাদিগের উন্নতি, উভয় হইতে প্রীষ্টপ্রচারকরণ সাবধান হইবার বিষয় লাভ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে, প্রাচীন, বহুদশী, ভারতের প্রীষ্টধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে অবিশ্রাম্ব

পরিশ্রমপরায়ণ ডাক্টার আলেক্রাগুরে ডফ শীন্ত যে কতকগুলি বক্তা দিবেন, তন্থারা রাহ্মধর্মের প্রতিকৃল স্রোতের বিরুদ্ধে আপনার মতের সত্যতাত্থাপন করিতে হয়তো এই শেষ বার যত্ন করিবেন। ইতোমধ্যে অপর স্তম্ভে প্রকাশিত রাহ্মসমাজসম্পর্কে বার্ কেশবচন্দ্র সেন যে বক্তা দিয়াছেন, তংপ্রতি আমরা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি; আমরা শুনিয়াছি, ইহার আর ছুইটি বক্তা দেওয়ার অভিলাষ আছে, একটি 'বাভাবিক ধর্মের মূল অথবা সহজ্জানের দর্শনশাস্ত্র', আর একটি 'প্রায়শিতরসম্বন্ধে রাহ্মধর্মের মত।'

রেবারেও লালবিহারী দের "ব্রাক্ষধর্মের সহক্ষতান" সমক্ষে বজ্তা

"এখানে যে বক্তৃতার উল্লেখ হইয়াছে, উহা কলিকাতা সমাজের বিতল গুহে ১৮৬৩ খুষ্টাব্দের ২৮এ এপ্রিল (১৬ই বৈশাণ, ১৭৮৫ শক) প্রদন্ত হয়। বাক্ষসমাজের দোষকালন (The Brahmo Somaj Vindicated) বলিয়া এই বক্ততা প্রশিদ্ধ। এই বক্ততাপ্রদানের কারণ এই, রেবারেও. লালবিহারী দে জেনারেল আসেমব্লিজ ইনষ্টিউসনে 'ব্রাহ্মধর্মের সহজ্ঞান' (Brahmic Intuition) বিষয়ক একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। এই বক্ততায় অনেক অসতা ও অলীক কথা তিনি উল্লেখ করেন। সভাস্থলে 'না' 'না' শব্দে প্রত্যেক অসত্য কথার প্রতিবাদ হয়। বকুতায় কিছু নৃতন কথা ছিল না। রেবারেও ডাক্তার মলেন সাহেবের 'বেদাস্তমত, আক্ষধর্ম এবং প্রীটধর্মবিষয়ক' এবং ডাইসন্ সাহেবের 'ব্রাহ্মধর্শের সহজ্ঞানবিষয়ক' এছে যাহা উলিখিত ছিল, তাহারই পুনক্লেখে। তবে তাঁহার লিপিচাতুর্য এবং হাস্তরসোদীপকতাই বিশেষ বলিয়া মানিতে হইবে। এই বক্তভাতে ব্রাশ্বদমান্তের প্রতি তিনটি দোষ প্রদত্ত হয়; (১) ব্রাহ্মধর্মের মত নিতাস্ত অস্থায়ী, স্তরাং ইহা ধর্মই নহে, (২) সহজ প্রত্যক জ্ঞান পরিত্রাণপ্রদ ঈশরজ্ঞানদানে অসমর্থ, (৩) ব্রাহ্মধর্মের প্রায়শ্চিত্তের মত অসংলগ্ন এবং অনিষ্টকর। বক্তভান্তে দেই স্থলেই কেশবচন্দ্র তাঁহার একজন বন্ধ নারা বিজ্ঞাপন দেওয়ান, এই বক্তৃতার প্রতিবাদ হইবে। বক্তৃতার প্রতিবাদপ্রবণজন্ত স্বয়ং ডাক্তার ডফ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতান্তে বক্তাকে এই বলিয়া প্রশংসাবাদ করেন যে, 'ড়িনি বধন তাঁহার মত युवक ছिलान, उथकारन झेन्न उथमार महकारत वकुछा मान कतिराजन'।"

কেশ্বচল্লের "ব্রাক্ষসমাজের দোবকালন" বস্তু তার মন্ত্রী

রেবারেও লালবিহারী দে এবং অন্তান্ত এইধর্মপ্রচারকর্গণ ব্রাহ্মধর্মের প্রতি যে সকল দোষারোপ করিয়াছিলেন, তাঁহা এই বক্তায় বিশেষরপে প্রতিত হুইয়াছে। প্রথমত: আক্ষণ্মের ক্রমিক পরিবর্তন্সমুদ্ধে বক্তা যে উপহাস করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার বঁজার কথাতেই খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। বক্তা বলিয়াছিলেন, "কোন বাক্তি যদি বিবেকের অন্তরোধে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন, তাহা ইইলে দে বাজিসম্বন্ধে দোষদর্শন করিবার পক্ষে আমি এ পথিবীতে শেষ ব্যক্তি।" আন্দ্রসমাজে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহ। কেবল কি পরিবর্তনের জন্ম পরিবর্তন হইয়াছে সতা, কিছু কি ভাবে পরিবর্তন ইইয়াছে? এ পরিবর্তন কি বিবেকাফুরোধে নহে? সতা বটে, প্রথমতঃ বেদান্তের প্রতি অগাধ অন্ধা চিল: কিন্ধ যথম উহার ভিতরে এমন সকল মত প্রকাশ পাইল, যাহাতে কিছুতেই সায় দিতে পারা যায় না, তথন যদি বেদান্তের সমাক অভান্ততায় বিখাস পরিবর্তিত হইয়া থাকে, তাহা কি কথন দোষাবহ গ বেদান্ত এখন আন্ধর্মের মূল বলিয়া পরিগণিত না হউক, তাহার মধ্যে যে দকল সত্য আছে, দে দকল পরিতাক্ত হয় নাই, ব্রাহ্মধর্মের গ্রন্থে নিবদ্ধ হুইয়াছে। আন্ধর্মে যে পরিবর্তন আরোপিত হুইয়াছে, দে পরিবর্তন কি औष्ठिंदर्पात रेंजिरात्म नारें? এर मकलात कन्न औष्टेश्या धर्मा नटर, रेरा कि বলা ঘাইতে পারে? যেখানে উন্নতি আছে, সত্যানুরাগ আছে, দেখানে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই: দেখানে উপহাদেরই বা কি কারণ আছে? বক্তা পার্কার নিউমান, এবং ত্রাহ্মসমাজকে বাইবেলের সভ্যাপহরণ করিবার লোষারোপ করেন। ইহার উত্তরে কেশবচনা বলিয়ার্ছেন, "ঈশবের সভা অপহরণ।। এ কথাই অসমত। বক্তা কি কৌতকচ্ছলে এ কথা বলিয়াছেন. না, গন্ধীরভাবে? যদি তিনি গন্ধীরভাবে বলিয়া থাকেন, তবে আমি বলি-আর গৌণ করিও না, এই ঈশরের সত্যাপহারী হুরস্ত চোরের পশ্চাতে এখনি ধাবিত হও, ইহাকে ধর্মশাস্ত্ররূপ উচ্চ বিচারালয়ের সন্মুধে উপস্থিত কর; তাহার পর এই তুর্ভাগা ঈশরের সভ্যাপইরণে অপরাধীর ভাগে কি হইবেঁণ কেন. र्टार महीन कातालय- शतिखारादी कातालाख अवरदाध कतिवाद एक शहेरव। है।, वाहेद्दरमञ्जनकरमञ्जनकरमञ्जनका महीवहात्रका मतिकार्यन काताभाव इहेंद्र।

ব্রাহ্মগণের অপরাধ বড় গুরুতরই হইয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া চাই। তাহারা দাউদের স্থন্দর স্থন্দর স্থোত্ত পান করিগছে, তাহারা ঈশার উপদেশবাক্যে সায় দিয়াছে; ঈশবের অসাধু সভ্যাপহারিগণ!! ভাহারা এখন আমাদের সম্মুপে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দুগুয়মান।"(১) বস্তুত: সকল সভাই যুখন ঈশবের সভা, তথন উহা সাধারণের সম্পত্তি, সে সভোর অপহরণের দোষারোপ অতি অকিঞ্চিংকর। ব্রাহ্মগণকে গন্ধী আবৈষ্টকনিষ্ঠ বলিয়া অপবাদ দেওয়ার कान अर्थ नारे। यथन প্রার্থনা ত্রান্দের দর্বস্বে, ত্রান্দের আশা, ত্রান্দের পর্থ-প্রদর্শক, তথন দে গব্দী আত্মৈকনিষ্ঠ কি প্রকারে হইল ? সহজ্ঞান আদিম. অমুংপন্ধ ইত্যাদি প্রতিপাদন করিয়া তিনি বলেন, প্রীষ্টধর্ম হইতে বান্ধধর্মের উৎপত্তি না হইলেও, উহার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া, দেই ধর্মের প্রবর্ত্তক সর্বাধা সম্মানাই। যাহাদিগের ঈশরেতে স্থণ্ড বিশাস, তাহাদিগকে নান্তিকের সঙ্গে তুলনা করা একান্ত অবিচার। ঈদৃশ অবিচার করা অপেক। প্রভৃত যদ্বণা দিয়া প্রাণবিনাশ করা শ্রেয়:। অমুডাপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এই মত-বিক্লছে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ঘণোপযুক্তরূপে গণ্ডিত হইয়াছে। প্রায়শ্চির ঈশবের সহিত এক হওয়া। অমুতাপে চিত্ত উন্মুখ হুইয়া ঈশবের দিকে উহার গতি হয়, ইহা দর্বথা সঙ্কত। ঈশ্বর যথন সংশোধন জন্ত দণ্ড দেন, তথন করুণা ও ন্তায়ে বিরোধ কি প্রকারে সম্ভবপর । সর্বর্ধা পাপপরিহার করিয়া ঈশবেতে আলুসমর্পণ যুখন ব্রাহ্মগণের ধর্ম, তখন তাঁচারা পাপকে যুগোচিত পুণা করেন भा. हेट। कि श्रकात्र वना याहेत्व भारत ।

ভাক্তার ডফের "ব্রাহ্মসমাল একটা বল" বলিছা সীকার

মতসম্বন্ধে অন্ধতাবশতঃ ডাকার ডক যাহাই কেন বলুন না, এই বক্তাৰারা তাঁহার চিত্র যে আলোড়িত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার কপাতেই সহত্তে স্বদম্পম হয়। তিনি বলিয়াছেন, "গত শনিবার রন্ধনীতে আদ্দমান্তের প্রধান যোকার ছংগকর, আশাসংপেষক, সহজ্ঞানের মত প্রবাণ করিয়া, বাইবেলের পরিআণসম্পর্কীয় ভূত সংবাদ যে ম্লাবান্, তাহা প্রবাপেক। আমার স্বদ্যক্ষম হইয়াছে। তথাপি গ্রন্নেট এবং অভাত অধ্যাপনাস্থল, যাহাতে আইধর্মের সংগ্রব নাই, তাহাতে শিক্ষিত অনেক যুবকের আক্ষমান্তের ধর্ম ধর্ম হইয়াছে। নগর এবং

^{(1) &}quot;The Brahmo Somaj Vindicated," See 'Lectures in India,'

তরিকটবর্ত্তী স্থানে ১৫০০ ব্যক্তির অধিক নিয়মিত, দীক্ষিত সভা। এতদ্বাতীত শত সহত্র লোক জিজাস্থ এবং আংশিক অমুবর্ত্তী। অতএব আমাদিগের মধ্যে সমাজ একটি বল—সামাল শ্রেণীর বল নহে। বাস্তবিক কথা এই, আক্রামক প্রীষ্টধর্শের প্রধান প্রতিকৃল প্রতিরোধী ভারতের এই অংশে বিছ্নমান। এটি একটি বল, যাহার ইতিহাস, ক্রমোন্মের, লক্ষণ এবং কার্য্য-প্রণালীতে, প্রীষ্টরাজ্যে যতগুলি প্রচারকমগুলী আছে, সকলেরই বিশেষ গভীর মনোভিনিবেশ আবশ্রক।"(১);

বম্বের লর্ড বিশপের ত্রাহ্মধর্ম্মের বিক্লছে বস্তৃতা

ডাক্তার ডফ সাহেব এই বক্তৃতার কিছু দিন পর এ দেশ হইতে চলিয়া গেলেন। প্রীপ্তান প্রচারকগণ নিক্তর হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এক প্রকার অবক্ষম্ম হইয়া আসিল। কলিকাতা নির্বাক্ হইল। বন্ধে মাক্রাজে এক্সণে আন্দোলন উপস্থিত। ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। তত্রতা প্রীপ্তান প্রচারকবর্গের কার্যা হইল। বন্ধের লর্ডবিশণ এখন (১৮৬০ খু:, ৩০শে ডিদেম্বর) ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন দাঁড়াইতে পারে না, ইহা প্রদর্শন কর। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় প্রাচীন প্রণালী পরিহার করিয়া কিছু নৃতন বলিয়াছেন, তাহা নহে। সংসারের তুঃখ দরিক্রতা রোগা শোক কেন, পাপ হইতে মহন্য কি প্রকারে নির্কৃতিলাভ করিবে, তাহার পরিত্রাণলাভের উপায় কি, ইত্যাদি পুন: পুন: উত্থাপিত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্মের ন্যুনতাপ্রতিপাদন করিতে তিনি যত্ন করিয়াছেন। এই সকল আন্দোলন হেতৃ এবং মাক্রাদ্ধ বন্ধে প্রদেশ হইতে ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্তিজ্ঞান্থ হইয়া বহু লোকে ক্রমান্থে পত্র লেখাতে, কেশবচন্দ্র বন্ধে ও মাক্রাক্ত প্রচারার্থ গমন করেন। পর অধ্যায়ে আমরা তাঁহার মাক্রান্ধ ও বন্ধে পরিভ্রমণের উল্লেখ করিতেছি।

^{(&}gt;) "The Somaj is therefore a Power and a Power of no mean order—in the midst of us"—Christian Work for July, 1863.

মান্দ্রাজ ও বম্বে প্রচারযাত্রা

ভারতবর্ষের সর্বাত্র গুড়রূপে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, সকল স্থান হইতে উহার তত্ত্বিজ্ঞাসা করিয়া মূল সমাজে পত্র উপস্থিত হইতেছে, সকলের চিত্ত উহার মর্মগ্রহণ করিবার জন্ম প্রস্তুত, এই সময় প্রচারের পক্ষে একান্ত অমুকুল দেখিয়া, কেশবচক্র মান্তাজ ও বদে গমন করিবেন বলিয়া শ্বির করিলেন। ১৮৬৪ খুষ্টান্দের ১ই ফেব্রুয়ারী তারিথে প্রিয় ভ্রাতা অন্নদাচরণ চটোপাধ্যায় সহ "নিউবিয়া" বাম্পপোতে আরোহণ করিয়া তিনি যাত্রা করেন। এ সম্বন্ধে তরবোধিনী পত্রিকায়(১) লিখিত হইয়াছে:—"বিগত ২৮ মার্থ (১৭৮৫ শক: মঙ্গলবার: ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৪ খঃ) নিবদোবান্ধদমান্তের আচার্য্য প্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দেন ব্রান্ধর্মপ্রচারমানদে বন্ধে প্রদেশে গমন করিয়াছেন। বন্ধে গমন করিবার তুই তিন দিবদ পুর্বের তিনি একটি বক্ততা করেন, তাহাতে নিজ অভিপ্রায় অতিম্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 'ব্রান্ধের। যে ধনবান, কি বিখাবান, কি দেশের মধ্যে এমত বৃদ্ধিঞ্চ যে দ্বীয় স্বীয় নামের প্রভাবে ব্রান্ধর্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন, এমত নতে। ঈশরের প্রতি নির্ভর জাঁহাদিপের একমাত উপায়। সেই উপায় অবলম্বন কবিয়া নির্ধনের। ধনবান হয়, তুর্মদের। দবল হয়, ভীঞ্বাক্তিরা দাহদ প্রাপ্ত হয়। শেই উপায়ের প্রতি নির্ভর করিয়া, ব্রান্দেরা দীন হীন অনাথ ও মর্প হইয়াও, ঈশবের কার্যো অগ্রনর হইয়া থাকেন; এই জন্মই তাঁহারা চতুর্দিকে জয়লাভ করিয়া থাকেন। এই সকল মহাবাকোর গৃঢ় মর্ম তাঁহারাই ব্ঝিতে পারিবেন, যাঁহারা প্রম-পিতার প্রিয় কার্য্য সাধন করা প্রাণ মন সর্কাষ্ব সমর্পণ করিয়াছেন। আচার্যা भशानस्वत भरः উদ্দেশ সফলতার জন্ম আমরা বিনীতক্ষদয়ে ঈশবের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি বেন ব্রাহ্মধর্মপ্রচারকার্য্যে মহৎ জয়লাভ করিয়া এবং খনেশের মুখ উজ্জল করিয়া অবিলয়ে আমাদিগের মধ্যে প্রত্যাগত হয়েন।"

^{় (}১) ১৭৮৫ শকের কাস্কুন মানের "ভর্বোধিনীপ্তিকার" ছটুবা।

ম্বান্তাকের প্রচারবিবরণ

৯ই ফেব্রুয়ারী যাত্রা করিয়া পঞ্চম দিবসে (১৪ই ফেব্রুয়ারী) কেশবচন্দ্র মান্ত্রাজে উপনীত হয়েন। আমরা এই দিবসের দৈনন্দিন লিপির অন্থবাদ তত্তবোধিনী (১) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"অদা (১৪ই ফেব্রুয়ারী) রবিবার। প্রতি রবিবারেই জাহাজ মধ্যে প্রীষ্টামানদিনের উপাদনা হইয়া থাকে। যত্তপি এই কার্যা সমাধা করিবার জন্ম কোন পাদ্রি উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে তাহা কাপ্তেন সাহেব দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। অভ কাপ্তেন সাহেব সকলকে একত্র করিয়া উপাসনা কবিলেন। এই স্থান হইতে মান্দ্রাজ ১৬ কোশ মাত্র, মান্দ্রাজের যাত্রীদিগের দ্রবাদি সকল কল দারা উত্তোলিত হইতেছে এবং সকলেই অন্তে ব্যন্তে প্রস্ত হইতেছে। প্রথমে দূর হইতে সমুদ্রতীরস্থ একটি পর্বত ও কতকগুলি বুক্ষ দেখা গেল, পরে 'কেটামেরণে' নামক কতকগুলি মান্ত্রাজী ডিঙ্গি নৌকা সমল্রের উপর দিয়া জাহাজের অভিমুখে আসিতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে তীরত্ব বৃহ্ বৃহ্ অট্রালিকা তাহাদিগের প্রকাণ্ড কায়া আমাদিগের চক্ক্র সন্মধে প্রকাশিত করিল। জাহাজের উপরিভাগ বাস্ততায় আচ্ছন্ন হইল, সমস্ত কর্মচারিগণ উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল, এবং সকলেই সহর্ষনয়নে তীরাভিম্বে একদত্তে দেখিতে লাগিল। মৃত্তেকের মধ্যে তোপের শব্দ হইল, নক্ষর নিপতিত হইল, এবং শত শত কুংদিত অপরিষ্কার ক্ষুদ্র নৌকার দ্বারা আমরা পরিবৃত হইলাম। 'এখনতো মান্দ্রাজে আদিয়া পৌছিলাম, কোথায় যাইব ?' এইরূপ ভাবিতেছি, এমত সময়ে এক ব্যক্তি একথানি ক্ষুদ্র পত্র আমাদিগের হত্তে দিল, তাহাতে লিখিত এই বে, 'শীঘুক্ত বাবু কেশবচন্দ্রের স্থবিধার জব্য আপ্লামানী ছেটা মহাশয় এই কুদ্র তরণীধানি পাঠাইতেছেন।' আমাদিদের জবা সামগ্রী নৌকার পাঠাইরা দিলাম এবং সাবধানে ততুপরি লক্ষ্ দিয়া পড়িলাম: লক্ষ্য দিবার সময় একট অসাবধানতা জন্ত যদি নৌকার উপর ঠিক না পড়া যায়, তাহা হইলে এককালে ভীষণ তর্শ্বিত সমুদ্র মধ্যে পতিত হইয়া

⁽১) ১৭৮৮ শকের বৈশাথ মাসের "ভত্তবোধিনীপত্রিকার" স্তইত্য। এই দৈনন্দিন লিপি আচার্য্য কেশবচন্দ্র কর্ত্তক ইংরাজীতে নিবদ্ধ এবং "Diary in Madras and Bombay from 9th February to 21st May, 1864" নামে পৃত্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

পঞ্চপ্রাপ্ত হইতে হয়। উ। কি ভয়ানক তরক। কি ভয়ানক আন্দোলন! দাড়ীগুলা নিতাস্ত অসভা, তাহাদিগের পরিধান একটু ক্ষুত্র কৌপীন, তাহারা বিলক্ষণ স্কৃষ্টপুষ্ট ও বলবান, দেখিতে ধাৰুড়ের মত; তুফানে ও ভয়ে আমাদিগের প্রাণাস্ত, কিন্তু তাহারা স্বচ্ছনে দাঁড় বাহিয়া চলিয়াছে, আমাদিগের দিকে ক্রকেপও করে না। আমাদিগকে তীরত্ব করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য, ইহাতে আমরা জীবিতই থাকি, আর মৃতই হই। আবার নৌকার চতুদ্দিকে ছিল! কতক দূর এ প্রকারে গমন করিয়া কুলে পৌছিলাম। নিরাপদে অবতরণ করিবার জন্ম তথায় তীরোপরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যম্ভ নির্দ্মিত হইয়াছে। সেই স্তম্ভ হইতে কাষ্ঠনিশ্মিত গোপান নামিয়াছে। তাহা অবলম্বন করিয়া নগরে উঠিতে হয়। ক্রমে ক্রমে নগরে উঠিলাম।(১) আমরা অবতরণ করিয়া নাবিক্গণের নিক্ট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তবে তাহার। আমাদিগকে যে কৃথ স্বিধা দিয়াছে, তাহার জন্ম উচ্চ মূলা দিতে হইল। আমরা তাহাদিপকে কি দিলাম, তোমরা মনে কর,—আমাদের তিন জনের জন্ম পাঁচ টাকা দিতে হইল। ততত্তের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার জন্ম চারি আনা টোল দেওয়া গেল। এক জন দেশীয় দালাল আমাদিগের কারু করিতে সম্মত হওয়াতে. তাহাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী করিয়া শ্রীযুক্ত আপ্শা স্বামীর গৃহের দিকে চলিলাম। আমরা কিছু পথ গিয়া আমাদের গাড়ী ফিরাইলাম, কেন না আমরা ভূনিতে পাইলাম, তিনি এখন গৃহে নাই। কোন একটি দেশীয় পায়শোলায় व्यामानिशत्क लहेमा याहेत्व नानानत्क वनिनाम। व्यामना त्राक्रभथ निमा यथन যাইতে লাগিলাম, যাহা কিছু দেখিতে পাইলাম, তাহাতেই আক্র্যান্বিত হইলাম—এ আমাদের প্রেফ এক নৃতন রাজা। অন্তর তত্তো 'রাক এলফিনটোন হোটেল' নামক মেন্তর পি, ফ্লরম্ মুদ্লিয়ার রক্ষিত পাছশালা আমাদিগকে দেপান হইল। এই স্থানটি কোলাহলবজ্জিত এবং বিচিত্র. पितिरुक (स्थानात छि छेडेलमन वा बांडेरनत हार्टिएनत मुख्य नग्न, सरनकोर्टि কাশীপুরের বিলার মত। ইহার চারিদিকে খোল! বৃহং প্রাঙ্গণ আছে, এবং তাহাতে অনেকগুলি ছাথাযুক্ত ফুলর বৃক্ষ আছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যুক্ততে

১) এই পৃথ্য "তছবোধিনীপত্রিকার" প্রদত্ত হইরাছে। পরবর্তী অংশ মৃত্র অসুবাদ করিরা দেওরা পেল। তথবোধিনীতে দিবসের দর মৃত্যক্ত অসুবাদিত হর নাই।

সঞ্জিত আমাদিগকে তিনটি কুটির দেওয়া হইল—একটি পাঠ ও আহার করিবার, একটি শান করিবার, আর একটি শান করিবার। এই সকলের জন্ত আমাদিগের প্রতি জনকে প্রতিদিন চারি বা আট টাকা দিতে হইবে—মাদে ২৪০, টাকা হইল! নিশ্চয় বড়ই অধিক বায়, কিছু হইলে কি হয়, আমাদিগকে উহা বহন করিতেই হইবে। আমরা ইহাতে সম্মত হইলাম, এবং বালালীর মত নয়, সাহেব লোকেদের মত্ত এলফিনটোন হোটেলে স্থান লইলাম। সায়য়ালে অচ্ছলে আহার করিলাম, এবং এত দিনের বাকি শোধ করিয়া লইলাম, কেন না পথে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আহার পাইতাম। ফল কথা এই, আমরা এতদপেকা কলাচিং তৃত্তিকর খান্য পাইয়াছি।"

মান্দ্রাঞ্জ ও বদের দৈনন্দিন লিপি অতি স্থানীর্য। আমরা সিংহলভ্রমণের সমগ্র বৃত্তান্ত অন্থবাদ করিয়া দিয়াছি। সেই বৃত্তান্ত হইতে সকলে দেখিতে পাইবেন, কেশবচন্দ্র কি প্রকার পুঝান্থপুঝারপে প্রতিদিনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন। মান্দ্রান্ত ও বদের বৃত্তান্ত যে তিনি সেইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এ কথা আর বলিবার অপেক্ষা রাখেনা। তিনি ঐ বৃত্তান্ত কিরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার আদর্শব্দরপ মান্দ্রান্তে উপনীত হইবার দিনের বিবরণটি উপরে প্রদত্ত হইল। এখন আমরা দৈনন্দিন লিপির একান্ত প্রয়োক্তনীয়াংশমাত্র আমাদের নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

প্রথমতঃ বাপ্দীয় পোতে আরোহির্গণ মধ্যে অনরেবল মেন্তর ফিটজ্ উইলিয়মের সঙ্গে যে কেশবচন্দ্রের পরিচয় হয়, তাহা উল্লেপযোগা। ফিটজ্ উইলিয়ম অতি উদারচেতা। ইহার মত এই যে, হিন্দু, পার্দি, এবং চীন প্রভৃতির ধর্মণাপ্নে ধর্মের অনেক গভীর সন্তা আছে, এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মশান্ত্রের সত্য সহ উহাদিগের সোসাদৃশ্র আছে। ইনি ধর্মের বাহাাড়ম্বরের প্রতি বিরক্ত, কোয়েকার সম্প্রদায়ের সহজাবস্থার পক্ষপাতী; বিশুর জলাভিষেকের বিরোধী। ইহার মতে ঈশ্বর ও মন্ত্র্যা ও উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকা সম্চিত নয়। নারীগণও একেশবরের পূজা করেন শুনিয়া, ইনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হন, এবং ইহার মতে নারীগণ সংস্কৃত উন্নত মতনিচয়ের যথার্য প্রচারক। ইনি কেশবচন্দ্রকে ইংলত্তে যাইতে অন্থরোধ করেন; কেন না, সেথানে শত শত ব্যক্তি, সংস্থাবের পক্ষপাতী।

শীষ্ক আপ্পাৰামী ছেটা এক জন বন্ধকে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্ত্রের সংখ সাক্ষাং করিবার জন্ত আইদেন, এবং আলাপানস্কর ভদ্রলোকদিগের সঙ্গে পরিচয় করাইবার জন্ত এবং নগরের প্রকাশ্য আফিদগুলি দেখাইবার জন্ত সঙ্গে লইয়া বাহির হন। আকাউন্টান্ট আফিস, গবর্ণমেন্ট আফিস, দেরেস্তাদারের আফিদ এবং তুর্গ দর্শন করিয়া, বিজয় রাঘবালু ছেটী, মধুস্বামী ছেটা, সোমস্থলরম ছেটা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। সোমস্থলরম ছেটার शृद्ध जनरवान कत्रिया नाउँठीक्षानिनय सिथिए वान। स्नशासन स्न मिन 'हिन्सू মিউচিয়াল বেনিফিট ফণ্ড' নামক সভার অধিবেশন ছিল। বিভাশিকা করিয়াও এখানকার লোক গোঁড়া হিন্দ, কেন না এখানে সকল লোকেরই ফোঁট। তিলক এবং সকলেই পাতৃকা রাধিয়া আফিদে প্রবেশ করে। প্রীযুক্ত আপপাশামী তত্রতা ডেপুটা কমিশনর শ্রীযুক্ত টি রামচন্দ্র রাও এবং হাইকোর্টের অমুবাদক প্রীযুক্ত রামঞ্জল নাইডর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেন। শেষোক্ত বাজি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, এবং তৎসম্পর্কীয় গ্রন্থ আনাইয়া দিতে তিনি অমুরোধ করেন। মঙ্গলবারে বন্ধে ঘাইবার কথা, স্বতরাং শীঘ্র একটা বন্ধতার ব্যবস্থা করিবার জন্ম কেশবচন্দ্র শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবালু ছেটাকে ১৮ই কেব্রুয়ারী (১৮৬৪ খঃ) বৃহস্পতিবার পত্র লেখেন। তিনি আসিয়া শনিবারে বক্ততা হইবার ব্যবস্থা করিয়া যান। শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবালু চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত মথস্বামী আদিয়া সাক্ষাং করেন, তাঁহার সঙ্গে বালসমাজসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র অনেক আলাপ করেন এবং তাঁহাকে কতকগুলি ব্রাদ্ধসমাজের গ্রন্থ দেন। এ বাক্তির ব্রাহ্মনমান্তের সহিত সহামুভ্তি এবং ধর্মশাম্বপাঠে অমুরাগ আছে।

পর দিন কোথায় বিজ্ঞাপনের প্রশ্ন আসিবে, তাহা না আসিয়া একেবারে তিন শত বিজ্ঞাপন। ইহাতে এমনই ভূল যে, সমুদায় বিজ্ঞাপন কিছু কাজে লাগিল না; বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় নাই বলিয়া দোমবার: (২২শে কেব্রুয়ারী, ১৮৬৪ খৃ:) বক্তৃতা দেওয়া দ্বির হইল। সায়কালে পূর্কোদিত সভার সম্পাদককে লইয়া প্রায়ুক্ত আপ্পাষামী কেশবচন্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাং করিলেন এবং বছে যাইবার পূর্কে তাঁহার জন্ত নির্দিষ্ট উদ্ধানবাটীতে তৃই তিন দিন থাকিতে অন্তরোধ করাতে, রবিবার হইতে তথায় গিয়া বাস করিতে কেশবঁচন্ত্র সন্মত হইলেন। শনিবার দিবস গ্রবর্গমেণ্ট আফিসে গিয়া কেশবচন্ত্র বিজয় এবং মণুষামী ভেটীর

ু সহিত সাক্ষাং করিয়া, এক জন ইউরোপীয়া আফিসারের নিকট হইতে মিণ্ট দেখিবার জন্ম একথানি পতে লন। আছে দিবাৰদান জন্ম দোমবারে মিণ্ট प्रशिष्ट ग्राष्ट्रपत्त. श्वित व्या । वाहारकार्षे व्हेर्ड जिनि भाष्ठिमा-स्माभितिमर्गनीर्ष গমন করেন। সে দিবদ প্রিক্তিপল উপস্থিত না থাকাতে, প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাজপোপাল নাইড় স্কুল দেখান। এখানে প্রায় আট শত ছাত্র ইংরাজী, সংস্কৃত, তেলেগু এবং তামিল শিক্ষা করে। স্কুলটি এক জন দেশীয় লোকের বদাগুতার শ্রেষ্ঠনিদর্শন। ববিবাব দিবস পান্তশালা পরিত্যাগ করিয়া কেশবচন্দ্র উন্থানবাটীতে আইদেন: এগানে স্থাকজকোটের জন্ধ বন্ধনাথ শাস্তীর দক্ষে ধর্মসম্বন্ধে তর্ক হয়, ইনি এক জন ঘোর তার্কিক। স্থতরাং ধর্মসম্বন্ধে ইহার কোন শ্বিরতর বিশ্বাস নাই। সেই দিন অপরাক্তে শ্রীয়ক্ত রামচক্র রাওমের সঙ্গে অনুবেবল ল্ডমনুরাস্ত ভেটার স্তিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ইনি ইণ্ডিয়ান মিরারের কথা বলিয়া বলিলেন যে, ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি একাস্ত অনুরাগী। জাতিভেদের প্রতি ইহার অতি বিষেয়। মাল্রাজে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতাদর্শন করিয়া কেশব্দুন্দ্র আশ্রুষ্য হন। গোমবার (২২শে কেব্রুয়ারী মিণ্টদর্শন এবং অকান্তকাধ্যসমাধানাকে ৫॥ টাব সময়ে পাট্টীয়া হলে গিয়া উপস্থিত হন। বজ্ঞতা নেওয়ার সময় ৬ট। নির্মাবিত চুইয়াভিল। হলে প্রায় সাত শত লোক উপস্থিত। মাঞ্ৰাজ টাইমস এবং অক্যান্য পত্ৰিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, এবং তিনশত কার্ডমাত্র বিতরণ কর। হইয়াছিল, তাহাতেই এত লোকের সমাগম। স্থানীয় শিক্ষিত এবং প্রধান প্রধান লোকেরা প্রায় সকলেই আদিয়াছেন। এক कन और महिला এবং কয়েক अन इंखेरताशीय अ इंडे इंखियान डांशामिरात मधा ছিলেন। পূর্ণ ছুই ঘণ্টা কাল বক্ততা হইল: সকলে অতি নিস্তব্ধ ভাবে এবণ क्तिलन । वकुणास्य अक अन मिनीय छन्न वास्त्रि नकरलत्र इहेश धन्नवान দিলেন। রেবারেও মেন্তর বরজেম এবং আর এক জন ইউরোপীয় আসিয়া ক্ষেক দিন মান্ত্রাজে থাকিতে অন্তরোধ করিলেন এবং বলিলেন, আদ্ধ্রে मामाजिक गर्रत्नत विषय वता इहेन. जाहात कत्यक्थानि हेरे अकल कता इडेक। क्रिनरक्रात वक्राचा श्रीय याथ पनी कान रम्भात पाकिरा हहेन, रकन ना শত শত লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁডাইল এবং সকলেই তাঁহার প্রতি অমুদাণ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁছাকে দুগ্ধ স্থানিয়। দিল, এক জন

একেবারে তাঁহাকে আলিছন করিল।

মঙ্গলবারে (২৩শে ফেব্রুয়ারী) বন্ধে যাইবার কথা ছিল, বক্ততাক্তে পরিশ্রান্ত হওরাতে উহা স্থগিত করিতে হইল। বুধবার (২৪শে ফেব্রুয়ারী) লছমনর ছেটা নামক এক ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের নিকটে আনিয়া এই বলিয়া বক্ততার বড়ই প্রশংসা করিতে লাগিলেন, 'উ:, কি বজ্রনির্বোষ । কি কথার প্রোত-যেন অক্ষা উৎস হইতে প্রবাহিত হইতেছে', 'মহাশয়, আপনি দকলের হৃদ্যু আর্দ্র করিয়াছেন', 'আ:। ইটি একটি ঈশবের দান'। এই সকল বলিয়া বলিলেন, যাদৃশ সমাজের কথা বক্ততায় বলা হইয়াছে, তাদৃশ একটি সমাজ গঠন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। অনরেবল লছমন রম্থ ছেটী দেশাভুৱাগ এবং পদের জন্ম অস্ততঃ পরামর্শদানে উপযুক্ত বলিয়া, কেশবচন্দ্র তাঁহার নিকটে গিয়া সমাজসংগঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি অচিরে একটি শাপাদমাত্র স্থাপন করিতে বলেন, এবং তিনি তাহাতে যোগ निर्देश, आंभा तिन । शासार्क अ महत्क जान्न उपयुक्त त्नांक नाहे विनिधा, কলিকাতা ব্ৰাহ্মসমান্ত হইতে এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মান্দ্ৰাকে থাকিয়া কাৰ্য্য করিবার জত্ত পাঠান হয়, অপ্ররোধ করেন। পর দিন বিজয় রাঘবালুর গৃহে ভোজন করিয়া তাহাকে সমাজসম্বন্ধে বলাতে, তিনি এই বলিয়া উহা উডাইয়া দেন, এ দেশের সামাজিক উন্নতির জন্ম সভা আছে। যদিও উহা এখন নিজীব, উহাকেই জীবিত করিয়া তুলিয়া, মান্দ্রান্ধ এবং বান্ধালার সঙ্গে त्यांगार्यांग ताथा यांडेरच भारत । এथान इंडेरच क्यांविक्स विनाय नंडेया. প্রথমতঃ বঙ্গে যাইবার প্রিমারের টিকিট ক্রয় করেন, এবং তংপর স্ত্রীবিভালয় পরিদর্শন করিতে যান। এই বিভালয় নগরের এক কোণে একটি জীর্ণ গ্রহে স্থাপিত। ঘাইট সত্তরটি বালিক। ইহাতে পাঠ করিয়া থাকে। প্রধান শিক্ষক তাঁহাদের সন্মধে বালিকাগণের পরীক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ভাষা না স্থানাতে উহা কিছুমাত্র বোদগ্ম্য হয় নাই।

वर्षत्र शहात्रविवत्रन

২ পশে কেব্রুয়ারী (১৮৬৪ খু:) শনিবার মাজ্রাজ হইতে রেলওয়েতে রওয়ানা হইয়া, ৫ই মার্ক্ত শনিবার কালিকটে 'ইতিয়া' নামক বাঙ্গীয়পোতে আরোহণ করেন। দেখান হইতে ৮ই মার্ক্ত মঙ্গলবার বন্ধে গিয়া উপস্থিত হন। বন্ধে

প্তছিয়া ঐ নগরের বিষয়ে তিনি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, "আমাদের চারি দিকে জাহাজ ও বাষ্ণীয় পোতের কি জমকাল ভিড় ৷ প্রত্যেক সমুজ্যানের মাস্তলে বায়তরকৈ আন্দোলিত পতাকা এই স্থানের বাণিজ্যপ্রাধান্ত ঘোষণা করিতেছে। নগরে প্রবেশ করিয়া নাগরিকগণের অন্তত কার্যাব্যস্ততা দেখিয়া আশ্চর্যা হইলাম; এত বাস্ততা যে, তাহাদিপের সঙ্গে চক্ষু ও কর্ণ গতিরক্ষা कतिएक भारत ना। आमारावत मरन ट्रेन, आमता रयन পृथिवीत ममश-বানিন্দ্রের মধ্যবিন্দৃতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বান্ধালা দেশ ছাড়া ভারতের আর সকল দেশের প্রতিনিধি এখানে আছেন, মনে হয়। দোকান হাট কর্ম-বাস্ততা দেখাইতেছে, দালাল ও সংবাদবাহকের৷ সকল দিকে ছটিতেছে, মাল বোঝাই করা গাড়ী ইতস্ততঃ চলিতেছে: লোকেরা অতি অল্প কথায়,—যে কটী কথায় বলিলে বিষয়টি প্রকাশ পায়—পরস্পরের সঙ্গে কথা কহিতেছে, অনাবশ্রক কথা কহিবার তাহাদের অবদর নাই। সাহনিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত বনিকগণ কার্য্য-সম্পাদনজন্ত এক আফিস হইতে অন্ত আফিসে যাইতেছে: রান্ডায় পর্বতোকার তলার গাঁইট, যত রকমের যত আকারের গাডী—নিশাদ ফেলিবার অবদর নাই, এমন জতবেগে চলিতেছে, কলঘর সকল হইতে প্রচর পরিমাণ ধুম আকাশপথে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, চারিদিকে কেবল ফোশ ফোশ ঝন ঝন খন শব্দ, ঠেলাঠেলী ঘেশাঘেশি ছডোম্ডি, ফেরিওয়ালার চীংকার। এ সকল দেখিয়া এক জন চিস্তানিরত ব্যক্তি কিংকর্ত্ব্যবিষ্ট ইইয়া পড়েন। সমুদায় চলস্ত প্রাণী, সমুদায় বস্তু, মনে হয়, যেন এই কর্মব্যস্তভার দেশে উপার্জ্জন-শীলতার বাষ্পযোগে একটি মধ্যবন্তী যন্ত্রে অতগুলি চাক। হইয়া বন্ধ রহিয়াছে: ক্রমাধ্যে কেবল ঘুরিতেছে, এবং বাম্পের অভাব না হইলে আর থামিবার নহে।"

একথানি ভাড়াটিয়া বগীতে চড়িয়া কেশবচক্স ষ্টারন্স্ এবং হবার্ট কোম্পানীর আফিসে প্রীযুক্ত করণনদান মাধবদানের সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার কথা কহিবার অবনর নাই। ত্চারি মিনিট তাঁহার সঙ্গে কথা হইল, তাহাও অবাধে নহে। দেখানে কলিকাতা হইতে আগত চিঠিপত্র পাইলেন এবং শ্রীযুক্ত করসনদান মাধবদান কেশবচন্দ্রকে বলিলেন, যদি ভাল স্থান না পান, তাহা হইলে তাঁহার মালবার পর্বতোপরিস্থ গৃহ তাঁহাদিগের জন্ম নির্দিষ্ট

রহিল। কোন পাল্পালায় গিয়া স্থান না পাইয়া, পরিশেষে ক্লারেণ্ডন হোটেলে একটি তাঁবুতে বাদ করিতে বাধা হইলেন; দে তাঁবুর চারিদিক ভাল করিয়া আচ্ছাদিত নত্ত, দারারাত্রি ছদিক হইতে ঠাণ্ডা বাতাস ভোগ করিতে হইল। অগত্যা পর দিন প্রাতরাশের পর শ্রীযুক্ত করসনদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মালবার পর্বতোপরিস্থ গুহে আশ্রয় লইলেন। গ্রেহাম কোম্পানীর আফিনে শ্রীযুক্ত দোরাবন্ধী সপুরন্ধীর দঙ্গে সাক্ষাং হয়; তিনি অত্যন্ত কার্যো ব্যস্ত জন্ম, পার্মী বালিকাগণের বিভালয় দেখাইবার কারণ তাঁহার এক বন্ধকে সঙ্গে দেন। এই বিভালয়ে গিয়া ত্ৰণটাকাল বালিকাগণের পরীক্ষা লইলেন এবং সমদায় প্র্যাবেক্ষণ করিলেন। বিভালয়ে ছয়টি শ্রেণী, প্রায় তিন শত ছাত্রী, ছাত্রীগণের বয়স ছয় হইতে দশ বংসর পর্যান্ত। বালিকাবিভালয় দেখিয়া কেশবচন্দ্র টাউনহলে গমন করেন। অনারেবল জগন্নাথ শহর দেট ত্রিশ বৎসর প্যান্ত দেশের হিতকর কাথ্যসাধন করাতে, তাঁহার প্রতিমৃতিস্থাপনের প্রভাব-দ্বিবীক্রণজন্য আজু দেখানে সভা হইবে। সভাভকের পর দেখানে শ্রীযুক্ত করসনদাস মূলজী, আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ এবং ডাক্তার ভাওদাজীর সঙ্গে পরিচয় হইল। শ্রীযুক্ত ভাওদাজী দর্মপ্রকারে দাহাঘা করিতে অঙ্গীকার করিলেন। শ্রীযুক্ত ভাওদাজী ও মৃলজীর দকে কেশবচন্দ্র মালবারপর্ব্বতম্ব গৃহে গমন করেন, দেখানে রেবারেও ধানজীভয় নওরজীর সঙ্গে ভোজন করেন। রেবারেও ধানজীভয়ের নাম কেশবচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বন্ধের লালবিহারী দে প্রির করিয়াছিলেন। এ ব্যক্তি অতি উদারচেতা, তাঁহার সঙ্গে এক গৃহে তথায় বাদ করিলেন।

পর দিন এই রেবারেও বন্ধুসহ টাইম্স্ অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক মে শুর রবাট নাইটের সম্মানার্থ যে সভা হয়, তদ্দর্শনজন্ম গমন করেন। পথে 'ওরিয়েণ্টাল উইবিং আগু ম্পিনিং কোম্পানীর' কূটী দেখেন। সভাস্থলে ডাক্তার ভাওদাজী অনেকগুলি পার্মী ও হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। সেধানে মাক্রান্ধের রালাচারলু মৃদলীয়ার উপস্থিত থাকাতে, সভায় একেবারে বন্ধে, মাক্রান্ধ ও বালালা তিন প্রদেশের প্রতিনিধির সমাগম হইল। শ্রীযুক্ত রবার্ট নাইটকে মুলা উপহার দেওয়ার প্রস্তাব ছিল; আশ্রুর্গ, সভায় একেবারে প্রষ্টে হাজার টাকা উঠিল। এথানে অনরেবল জ্পরাধ

শঙ্কর সেট এবং প্রোফেসর দাদাভয় নওরজীর সঙ্গে পরিচয় হইল। দাদাভয় নওরজী দশ বংসর ইংলত্তে ছিলেন, এবং আবার সেখানে যাইতেছেন।

কেশবচন্দ্র গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ, ভিকটোরিয়া গার্ডন, সলদেট ও বম্বের সংযোগস্থল, বন্ধের জল যোগাইবার জন্ম তডাগ, এলিফান্টাগুহা দর্শন করেন। বেবাবেও ডাকার উইলসনের সঙ্গে এক দিন ভোজন করেন। রেবারেও উইল্সন সাহেব তাঁহার প্রতি যেরপ উদার সন্ধাব প্রকাশ করেন, এষ্টীয় প্রচারক হইতে কেশবচন্দ্র দেরপ আশা করেন নাই। তাঁহার সংগৃহীত ভূমিজ থনিজ অনেকগুলি দামগ্রী এবং আলেকজেগুরে এবং অপরাপরের দময়ের প্রাচীন মুদ্রা তিনি তাঁহাকে দেখান। এসিয়াটিক মিউজিয়ম দর্শনানন্তর 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' আফিসে গমন করেন। রেবারেও ধানজীভয় তাঁহাকে নাইট সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। কেশবচন্দ্র বক্তা দিবেন গুনিয়া তিনি অত্যন্ত আহলাদপ্রকাশপূর্বক টাইম্সে বিজ্ঞাপন দিবার জন্ম তাঁহার সহকারীকে বলিয়া দেন। নাইট সাহেব অভান্ত কার্যাবান্ত, 'ইছারা বিলক্ষণ লম। এই শেষ কথা বলিয়া তিনি বিদায় দিলেন। সেখান হইতে ইউনিয়ন প্রেসে গিয়া বক্তৃতার মৃক্রিত বিজ্ঞাপন দক্ষে লন। রেবারেও ধানজীভয়ের নিমন্ত্রণামুদারে সায়ন্ধালে অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্রিত হন, তল্পগো বাব গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ছিলেন। এখানে জাতিভেদবিষয়ে কথাবার্ত। হইবার কথা ছিল। ডাক্তার উইলসন রীতিমত সভাপতিপদে রত না হইলেও তংকাগ্য সম্পাদন করেন। কিছু একটা শেষ নির্দ্ধারণ না হইয়া সভাসক হয়।

আজ ১৬ই মার্চ্চ (১৮৬৪ খৃঃ) বুধবার। আগামী কলা (১৭ই মার্চ্চ) বক্তা হইবে, দৈনিক পত্র সকলেতে বিজ্ঞাপন হইয়া গিয়াছে। অন্থ বক্তার জন্ম প্রস্তত হইতে হইবে। ডাক্তার ভাওদালী তাঁহাকে লিখিত বক্তা পাঠ করিতে অন্থরোধ করেন। এতৎসহদ্ধে কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "ডাক্তার ভাওদালী মনে করেন, বন্ধের টাউনহলে মৌধিক বক্তা দিতে প্রস্তত হইয়। আমি বক্তার বিষয়টিকে তুচ্ছ করিতেছি; আমার উচিত যে, আমি লিখিয়া বক্তা দি। তিনি আমায় এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, মৌধিক বক্তা অপেক্ষা লিখিত বক্তা আল সম্বন্ধের হেতুনয়। অনেক বড় বড় বিদ্বান্ধান, একবার লিখিয়া, আর বার লিখিয়া, তার পর আবার লিখিয়া বক্তা দেন। এক ঘণ্টার

অধিক যাহাতে বক্তা না হয়, তক্ষন্ত তিনি বিশেষ অন্নরোধ করিলেন; কেন না বন্ধের লোক, যে বক্তৃতা অধিক সময় লয়, তাহা তনিতে অপ্রস্তত। আমি যত দ্র পারিলাম, তাঁহার প্রস্তাব এড়াইতে চেষ্টা করিলাম, কেন না তাঁহার কোন প্রস্তাবই আমার মনের মত নয়। বক্তৃতার জন্ত বাইট মিনিট, তাহাও আবার জীবনশ্ন্ত, ঠাণ্ডা, গড়া, লিখিত বক্তৃতা, এ নিয়মে কে আবদ্ধ হইবে? আমি তো নই।"

পর দিন (১৭ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার) রেবারেও ডাক্ডার উইলসন এবং শ্রীযুক্ত ধানজীভয় সহকারে কেশবচন্দ্র কয়েক মিনিট পুর্বের টাউনহলে গেলেন। সেধানে গিয়া সার আলেকজাগুার গ্রাণ্ট এবং ফিজিসিয়ান জেনেরল ডাস্কার ষ্টোবেল সহ আলাপ হইল। বক্ততার পুর্বেষ ডান্ডার ভাওদান্ধী কয়েকটা পরিচায়ক কথা বলিলেন, তংপর বক্ততা আরম্ভ হইল। হর্ষসহকারে বক্তা গৃহীত হইলেন। প্রথমত: তিন শত মাত্র লোক উপস্থিত ছিল, বক্তৃতা আরম্ভ হইলে প্রায় ছয় শত লোক হইয়া পড়িল। বক্ততার মধ্যে প্রশংসাস্টক বাক্য ও করতালি পড়িতে লাগিল। বক্ততায় বম্বের প্রায় সকল সম্লাস্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। সার জেমদেটজি জিজিভয়, অনরেবল জগন্নাথ শঙ্কর সেট, সার আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট বার্ট, অনরেবল জ্ঞান্তির উকর, অনরেবল জ্ঞান্তির নিউটন, অনরেবল জ্ঞাষ্টিদ পাউচ, রেবারেও ডাক্তার উইল্সন, ডাক্তার টোবেল, মেন্ডর বার্ডউড, প্রোফেদর বুহলার এবং অক্যান্ত দল্লান্ত লোক শ্রোতা ছিলেন। কেশবচন্দ্র দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন, "আমার জীবনে এমন সন্তান্ত শ্রোতুমগুলীকে সম্বোধন করিয়া কথন বলি নাই।" বক্ততা দেড় ঘণ্টা হইয়াছিল। ভাক্তার ভাওদাকী ধলুবাদের প্রস্তাব করিলেন, সার আলেক-জাগুর গ্রান্ট অসুমোদন করিলেন। বিদায় লইবার সময় সার আলেকজাগুার গ্রান্ট, ডাক্তার ষ্টোবেল, ডিরেক্টর অব প্রবাক ইনষ্ট্রুশন হাউয়ার্ড সাহেব এবং অক্যান্ত সন্ত্রাস্ত লোক অভিনন্দন করিলেন।

শ্রীষ্ক দাদোবা পাণ্ড্রক প্রাতে আদিয়া বলিলেন, তাঁহারা 'পরমহংস সভা' নামে সভা স্থাপন করিয়াছেন। এ সভার উদ্দেশ্ত জাতিভেদভক করা। বোধ হয়, এ সভা গোপনে হইয়া থাকে। দাদোবা ব্রাদ্ধধর্মের মত, বিবাহের অস্কানাদির বিষয় ভিজাসা করিলেন এবং গত কল্য যাহা বলা হইয়াছে,

তংসহ বিশেষ সহামুভতি দেখাইলেন। সায়স্কালে জাতিভেদের বিরুদ্ধে সভা হয়। এই সভায় ডাক্তার ভাওদাজী, ডাক্তার ধীরজরাম, শ্রীযুক্ত কর্সনদাস মাধবদাদ, করদনদাদ মূলজী, মরোবা, দাদোবা পাণ্ডুরক, আত্মারাম পাণ্ডুরক, व्याकांभित्र क्षांभन्नी, त्मातांवन्नी मभूतनी, तांभठन वानक्रक, द्ववाद्व छाङ्गात বালেন্টাইন, রেবারেও মেন্ডর ধানজীভয়, রেবারেও ডাক্তার উইল্সন প্রভৃতি উপস্থিত হন। মহারাজসম্পর্কীয় অপবাদের মোকদ্দমার প্রতিবাদী মূলজী জাতান্তর হওয়ায়, তিনি অতি সকরুণ সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি কয়েকটি লোককে তাঁহার পক্ষ হইতে অমুরোধ জানাইলেন। শ্রীয়ক্ত দাদোবা, আত্মারাম, মরোবা এবং রামচন্দ্র এই চারি জন্ম তাঁহার পক্ষ হইতে সমত হইলেন। অনেকগুলি বক্তৃতা হইল, ডাক্তার উইলসন বক্তৃতাকালে কেশবচন্দ্রের গত কল্যের বক্ততার ভয়দী প্রশংদ। করিলেন। সভাভক্তের পর্বের কেশবচন্দ্র কিছু বলিলেন, এবং প্রার্থনা ও আপ্রবাক্যসম্বন্ধে চুজন বক্তার কথায় সংশয়প্রকাশ পাওয়াতে, ঐ তুই মত বুঝাইয়া দিলেন। পর দিন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বালকফের সহিত সাক্ষাং করিতে যান! ইনি ইংলতে গিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় ইহার সঙ্গে পরিচয় ছিল। ইনি দেশে ইউরোপীয় সভাতা প্রবিষ্ট করাইতে একান্ত অভিলাষী। ইনি ইহার স্ত্রীকন্মাকে আনিয়া পরিচিত করিয়া मिलन, এবং হস্তামর্শন করিতে অভারোধ করিলেন। ইহার স্থী ইংরাজী জানেন না, স্বতরাং তাঁহাকে মুকের ন্তার বনিয়া থাকিতে হইল। এখানে কিছু জলযোগ করিয়া,কেশবচন্দ্র হিন্দুবালিকাবিতালয় দেখিতে যান। ছাত্রী-সংখ্যা প্রায় ১২০। বিভালয় মন্দ না হইলেও, পারদী বালিকাবিভালয়ের মত নহে। তথা হইতে জগন্নাথ শহর দেটের উল্লানে পিয়া, জাঁহার সহিত জাতিভেদ, পৌত্তনিক্তা, ব্রাহ্মনমান্ধ প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ হয়। তংপর দিন খ্রীযুক্ত করদনদাদ মাধবদাদের উত্থানে ভোজন। ইহার উত্থানবাচীতে উপাদনা হয়, তাহাতে পার্দী এবং হিন্দুতে প্রায় পঞ্চাশ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। নিয়মিতরূপে উপাদনার কর্ত্তবাতা এবং সংসারের অনিতাতা বিষয়ে উপদেশ হয়; কিন্তু বম্বের অর্থৈকপরায়ণ লোকদিগের উপরে দে উপদেশের किया मिनस्य।

জ্ববেবল জষ্টিদ টকর কেশবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করেন। মিশনারীরা সহাত্মভৃতি

करत्रम कि मा. निम निम लाक वाफिएउए कि मा. काम तकरमत व्यर्थमः धरहत्र উপায় আছে কি না. কেশবচন্দ্র আপন ইচ্ছায় আদিয়াছেন বা কোন সমাজ তাঁহাকে পাঠাইয়াছে, এধানে শাধাসমাজস্থাপন করিতে আসা হইয়াছে কি. ইত্যাদি অনেকগুলি তিনি প্রশ্ন করেন: এবং তাঁহার সমুদায় প্রশ্নের একটি একটি করিয়া উত্তর দেওয়া হয়। জাতিভেদবিরোধে তৃতীয় সভা হয়, এ সভায় কোন ফল না হইয়া বরং দকলে পশ্চাশ্যামী হইয়াছেন, প্রকাশ পায়। কেশবচন্দ্রকে কিছু বলিতে অমুরোধ করা হয়; তিনি যাহা বলেন, তাহাতে আফুকুল্য না হইয়া অসন্তুষ্টিই বাড়ে। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বালক্লফের নিমন্ত্রণাতুদারে তাঁহার গুহে কেশবচক্র ভোজনার্থ গমন করেন। দেখানে সমুদায় ইংরেজী ভোজাদাম্প্রী, এবং তাহার সঙ্গে যে পাপ সংযুক্ত থাকে, তাহাও উপস্থিত। পরিচারক কেশবচন্দ্রকে প্রধান নিমন্ত্রিত ব্ঝিতে পারিঘা, এক মাস মন্ত তাঁহাকে অর্পণ করিতে অগ্রণর হয়; তিনি অস্বীকার করিলেন, কিন্ধু উপস্থিত সকলে প্রচর প্রমাণে পান করিতে লাগিলেন, কেবল কেশবচন্দ্র এবং তংসঙ্গী "বর্ধবের" লার নিবৃত্ত রহিলেন। কেশবচন্দ্র আতিপেয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং কর্বন্দাদ মাধ্বদাদ সাক্ষাং করিতে আদিয়াছিলেন, তাঁহার সকে চলিয়া গেলেন। ইহার সকে বহু আলাপের পর আলদমাঙ্কের দ্রিত্ত। এবং সাহায্যের প্রয়োজন বিষয়ে কথা হয়।*

ভাকার উইলদনের গৃহে মহারালা দলিপ শিংহর সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাং হয়। দলিপ সিংহের স্থাদেশীরগণের প্রতি বিলাতীয় ঘুণা; তাহারা মিথাবাদী এবং সর্বথা নীতিহীন, এই তাঁহার বোদ। দেশীয় দেশসংস্কারক-গণের প্রতি তাঁহার কোন আস্থা নাই। তাঁহার ইচ্ছা, সকলেই একবার ইংলণ্ডে যায়। তাঁহার ভারতবর্ষে থাকিবার একট্ও অভিসাম নাই, ইংলণ্ডে সমগ্রজীবন কাটাইতে তাঁহার অভিক্তি। দলিপ শিংহের সম্মানার্থ সভায় মাণিকজীর কলা উপস্থিত ছিলেন, তিনি ইংরাজীতে বিলক্ষণ কেশবচন্দ্র এবং অপরাপর সহ আলাপ করিলেন। এই সভায় রেবারেও ধানজীতম্ব তাঁহাকে মাণিকজী, মিন্টুমান্টার কর্ণেল বালার্ড এবং তংশন্থী এবং ক্লিকাতাক্থ মন্ক্রিফ্

এই আলোপের পর হটতে জীবুজ করসন্দাস বাধবদাস নির্মিতরূপে ৫০ টাকা

পান করিতেন।

সাহেবের ভগ্নীর সদে পরিচিত করিয়া দেন। নাইট সাহেব কেশবচন্দ্রকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করেন। কর্ণেল বালার্ড আর এক দিবদের বক্তার বহু প্রশংসা করেন, এবং বলেন যে, এক জন এ দেশীয় লোক বকৃতা করিতেছেন, মুখ না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না।

কেশবচন্দ্র এক। মানিকজী করদেটজীর সঙ্গে সাক্ষাং করিতে যান। এ ব্যক্তি আত্মপ্রশংসান্টক পত্রাদি দেখাইয়। এবং নিজের কার্য্যসকলের অতি প্রশংসা করিয়া কেশবচন্দ্রকে বিরক্ত করেন; তবে তিনি স্ত্রীজাতির শিক্ষাকল্পে যাটি সহম্রের অধিক মূলা মূলধন রক্ষা করিয়াছেন, এবং প্রায় ত্রিশ বংসর যাবং এ বিষয়ে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে কেশবচন্দ্র তংপ্রতি যথেষ্ট সম্প্রকাশ করেন। তদনস্তর টাইম্স্ আফিসে নাইট সাহেবের সহিত সাক্ষাং করিতে যান, এবং কেন গৌণ হইল, তাহার কারণ বলেন। নাইট সাহেবে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থহে গমন করেন এবং আপনার পত্নী ও সম্ভানগুলির সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। দেখানে জলযোগ করিয়া টাইম্স্ আফিসে কিরিয়া আসেন। নাইট সাহেবের অতীব স্থমিষ্ট ব্যবহারে কেশবচন্দ্র অত্যন্ত সম্ভর্ত হন। দেখান হইতে মিন্টে যান, এবং কর্ণেল বালার্ড অতি আদেরর সহিত সকল দেখান।

পুণায় গমন

কেশবচন্দ্র বাদে হইতে পুনায় গমন করেন এবং দেখানে ব কৃতা দিতে অফুরুদ্ধ হন। পুনার পার্ব্বতীমন্দির দেখিয়া 'পব লিক লাইব্রেরীতে' যান এবং দেখানে জিজ্ঞাস্থগণকে ব্রাহ্মসমাজের মতাদি বিষয় কিছু বলিরা, আর্দ্ধান্টা পর সমবেত শ্রোত্বর্গের নিকট বকৃত। করেন। বকৃতান্তে সকলে আহ্লোদের সহিত কৃলমালা, গোলাশজন, পান স্থণারী প্রভৃতি উপহার দেন। কেশবচন্দ্র অতি শীর চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া, সকলেই তুঃখপ্রকাশ করেন।

পুণা হইতে ৰম্বে প্ৰত্যাবৰ্ত্তন

পুণ। হইতে বম্বে ফিরিয়া আনিয়। এলফিনষ্টোন কালেজে সার আলেকজা প্রার গ্রান্টের সহিত সাক্ষাং করেন। তাঁহার সহিত ব্রাহ্মসমাজ, বাঙ্গালাদেশের শিক্ষার অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে স্থদীর্ঘ আলাপ হয়; তিনি বুহলার এবং অক্যান্ত প্রোক্ষেমারগণের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। সায়ংকালে রেবারেও উইলসনের

গৃহে বাইবেল ক্লাদে উপস্থিত হন। দেখানে মহারাজা দলিপদিংহ, টাইম্দ্ অব ইণ্ডিয়ার বর্ত্তমান দ পাদক গেল দাহেব এবং রেবারেণ্ড মরডক দাহেবের সহিত দাক্ষাংকার হয়। মরডক দাহেব পর দিন ব্রাহ্মদমাজসম্পর্কে বহুবিধ প্রশ্ন করেন। তদনন্তর অনারেবল জ্ঞিদ নিউটন দাহেবের দহিত দাক্ষাং করেন এবং তাঁহার দারলা, বিনয়, ধর্মবিষয়ে উংদাহ কেশবচন্দ্রের হদয় অতিমাত্রায় ম্পর্শ করে। পরিশেষে নাইট, মল এবং গেল দাহেব এবং মাণিকজী করদেটজীর দহিত দাক্ষাং করিয়া গবর্ণমেন্ট হাউদে গমন করেন। অর্দ্ধ ঘন্টা যাবং গবর্ণর দহ আলাপ হয়। তিনি দত্যেক্রনাথ ঠাকুরকে অতি আদরের দহিত গ্রহণ করিবেন বলেন, এবং ইচ্ছাপ্রকাশ করেন যে, ইনি খ্রীইধর্মের প্রচারক হন। দায়ংকালে ধানস্কাভয়ের ক্টারে বিদায়দানের সভা হয়। ইহাতে ডাকার উইলদন, রেবারেণ্ড মেন্ডর মরডক এবং অনেকণ্ডলি পারদী ও হিন্দবন্ধ উপস্থিত ছিলেন।

মালালে প্রভাবিত্তিন এবং বছে ও মাঞাজের প্রিকার বস্তা ও বস্তার প্রশংসা

ভই এপ্রেল (১৮৬৪ খুঃ) মান্দ্রাজে প্রভাবের্ত্তনপূর্বক, চারি দিন বন্ধুগণ সহ সাক্ষাংকারে ব্যয় করিয়া, সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। মান্দ্রাজে কেশবচন্দ্র "মান্দ্রাজের শিক্ষিতগণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার দার 'মান্দ্রাজের ভেলিনিউদে' তংকালে বাহির হয়। এই বক্তৃতায় তিনি কলিকাতা এবং মান্দ্রাজের তুলনা করিয়া, কলিকাতার কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা, এবং মান্দ্রাজে সামাজিক উন্নতিবিষয়ক সভাস্থাপনের কর্ত্তবাত্রপ্রদর্শন-পূর্বক, ধনে ও দানে কলিকাতা বন্ধে হইতে শ্রেষ্ঠ ইইতে না পারিলেও, উহার জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ইইবার বিলকণ অধিকার আছে, প্রতিপাদন করেন। "মান্দ্রাজ ভেলিনিউদ" বক্তার সর্ব্বথা প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "এমন বক্তা অনেক দিন শুনিতে পাওয়া যায় নাই।" বন্ধেতে যে বক্তা দেন, তাহার সারাংশ "টাইম্দ্ অব ইন্ডিয়াতে". "বন্ধে গেজেটে" ও "নেটিব ওপিনিয়নে" প্রকাশিত হয়। বক্তার বিষয় "রাক্ষ্সমাজের উথান ও উন্নতি।" রাক্ষ্সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাদ দিয়া, তদহক্ষপ পৌত্তলিকতাদিপরিহারপূর্বক দেশশংকরণ একান্ত প্রয়োজন, এক অধিতীয় ঈশবে দৃঢ় বিশ্বাদ, উৎসাহ ও ত্যাগাধীকার বিনা উহা দিন্ধ হইতে পারে না,

বিশেষরূপে সকলের হৃদয়ে ইহা মৃত্রিত করিয়া দেন। মান্সান্ধের "নীলগিরি এক্দেলসিয়র", "মান্সান্ধ এথেনিয়ম আগু টেট্স্মান", "মান্সান্ধ ডেলিনিউদ", "মান্সান্ধ অবজারবার", বন্ধেডে "বন্ধে গেজেট", "বন্ধে সাটারডে রিবিউ", "ইন্পুঞ্জান" প্রভৃতি পত্রিকায় বক্তৃতার প্রশংসা, বক্তার অসাধারণ উৎসাহ. সারল্য প্রভৃতি গুণাহ্বাদ, এবং বক্তৃতার বিষয়ের শুরুত্ব ও তৎকালোপযোগিত্ব ঘোষিত হইয়াছে

বন্ধে ও মাঞাজে গমনের ফল

কেশবচন্দ্রের মান্দ্রাজ ও বাদ গমনের ফল অচিরে প্রকাশ পায়। বাদ্ধে ও মান্দ্রাজে ত্রাহ্মসমাজের অস্কর্মপ সমাজ প্রতিষ্ঠিত এবং মান্দ্রাজে তেলেগু ভাষায় "তত্ত্ববোধিনীপত্রিক।" প্রকাশিত হয়। মান্দ্রাজসমাজের সম্পাদক এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, "আমরা সর্ব্বত্তই পরিত্যক্ত হইতেছি, কল্য যিনি আমাদিগের বন্ধু ও সভ্য ছিলেন, অহ্য তিনি শক্র হইতেছেন; কিছু কিছুতেই আমরা ভগ্নপ্রতিক্ত হইব না, কারণ আমরা ধর্মের পথে, ঈশবের প্রিয়াষ্ট্রানের পথে অগ্রসর হইতেছি।"

বিবেকের জয়

কলিকাতা সমাজের সহিত বিজেপের পূর্ব্বাচার ও "এতিমিবিস্তা" আহ্বাম

আমরা কার্যোভ্যমের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ করিয়াছি। বংশ মান্ত্রাক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, প্রথমতঃ (২রা আগই, ১৮৬৪ খৃঃ) এই অন্তর্ভানটি অন্তর্ভিত হয়। এই অন্তর্ভানোপলকে মিরার পত্রিকা, ঈদৃশ অন্তর্ভান যাহাতে ব্রাহ্মণণমধ্যে বহুল পরিমাণে অফুষ্ঠিত হয়, এ সহজে সকলকে স্বিশেষ উত্তেজিত করেন। মহর্ষি দেবেক্সনাথ অস্বর্ণ বিধাহাদিতে অফুমোদন করিতেন না, কেবল কেশবচন্দ্রের প্রতি অসাধারণ অফুরাগনিবন্ধন তিনি তাঁহার আতিশ্যা সম্ভ করিয়া আদিতেছেন। তঙ্গণবয়স্ক কেশবচন্দ্রের প্রতি আমুর্ক্তি অধিকবয়ন্ধ ব্যক্তিগণের মনে মুর্বানল প্রজ্ঞলিত করিয়া দিল। যাহাতে এই পদস্থ যুবার প্রতি মহর্ষির বিরাগ উপস্থিত হয়, তক্ষপ্র তাঁহারা কেশবচন্দ্রের অমুপশ্বিভিকাল হইতে সবিশেষ যত্ন করিতেছিলেন। অফুরাপ স্হসা ভগ্ন হওয়া স্হজ নহে: ফুডরাং উাহাদিগের চেটার তথ্ন তথ্ন দ্ত স্পষ্ট কোন ফল হইল না বটে, কিন্তু মহষির মনে যে একটি গুঢ় রেখাপাত হুইল, ভাহাতে আর কোন সংশয় নাই। কেশবচন্দ্র যদি এই পর্যন্ত করিয়া নিবৃত্ত থকিতেন, তাহা হইলে সময়ে এ রেখা বিলুপ হইয়া যাইত; কিছ তিনি প্রধানাচার্ঘ্যকে আর একটি গুরুতর কার্য্যে প্রব্রন্ত করিলেন। আমরা পুর্বেষ মহর্ষির উপণী ভত্যাগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। তিনি উপনীতত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু সমাজে থাহার। উপাসনাদির কার্ব্য করিতেন, তাঁহারা সকলেই উপবীতধারী। ইহার। উপবীত ধারণ করিয়া, হিন্দুসমান্তের সহিত ক্রিয়াকলাপে যোগু রাণিয়া, সমাজের উপাসনাদির কার্য্য করিতেন, অর্থের সহিত্তও সম্বন্ধ ছিল ; স্বতরাং ঈদুশ ব্যক্তিগণকে তৎকার্য্য হইতে বিচ্যুত করিয়া, ধাহারা ব্রাহ্মধর্মের জল্ঞ জাতিকুলাদি সমুদায় ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্মাজের উপাচার্যাপদে নিয়োগ করা কর্ত্তবা বলিরা, তৎকার্ব্যে মহবিক্তে কেশবচন্দ্র প্রবৃত্ত করিলেন। ১৯শে আবণ (১৭৮৬ শক; ২রা আগষ্ঠ, ১৮৬৪ খু:) অসবর্ণ বিবাহ হয়, ৬ই ভাত্ত (২১শে আগষ্ট) উপবীতত্যাগী উপাচার্যাদ্বয় নিযুক্ত হন। এত সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে ছুইটি গুরুতর বিষয়ে সংস্করণ কেশবচন্দের প্রতিযোগিগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে মহর্ষির মনে দলেহ উৎপাদন করিয়া দিবার পক্ষে অবদর দান করিল। একথা বলা বাহুল্য যে, মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্রের প্রীতিনিবন্ধন স্বভাব ও ভাবের সম্যক একতার উপর স্থাপিত চিলু না: ভিন্নতা সতে কি প্রকার অমুরাগ জন্মিতে পারে, উহা তাহাই প্রদর্শন করে। কেশবচন্দ্র প্রত্যেক সত্য ও তত্ত্ব জীবনের ক্রিয়ায় পরিণত না করিয়া নিশ্চিম্ভ থাকিতেন না; মহর্ষি সত্যে ও তত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া উহাতেই আবদ্ধ থাকিতেন, বাহিরে কিছু হইল কি না, তৎসম্বন্ধে উদাধীন ছিলেন। যাহা হউক, মহধির মন দোলায়মান হইল, এবং কেশবচন্দ্র বঝিতে পারিলেন যে, কলিকাতা সমাজে আর তাঁহার নিরাপদ অবস্থা নহে। তিনি ব্ঝিতে পারিলেন, অল্প সময়ের মধ্যে প্রধানাচার্য্যের প্রাচীন বন্ধুগণ প্রবল হইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার বন্ধগণকে আক্ষমমাজ হইতে নিদ্ধাশিত করিবেন: এ সময়ে যদি কোন উপায় থাকে, তবে তাহা সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের একতানিবন্ধন করিয়। তাঁহাদিগের পক্ষ স্থদ্ঢ় করা। সমুদায় সমাজের মধ্যে ঐকাবন্ধন করা মহষি এবং কেশবচন্দ্রের পূর্ব্ব হইতে যত্নের বিষয় ছিল; এ সময় দে যতু কার্য্যে পরিণত করা কেশবচন্দ্রের মনে অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া দ্বির হইল। তিনি এই জ্লু ১৭৮৬ শকের ১৪ই আখিন (২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪ খঃ) নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ্য পত্রিকায় (তত্ত্বোধিনীপত্রিকায়) দেন :- --

"বিবিধ উপায়ে রাহ্মধর্ম প্রচার ও ভারতবর্ষস্থ সম্দায় রাহ্মসমাজের মধ্যে একা-সংস্থাপন উদ্দেশ্যে, আগামী ১৫ই কার্দ্তিক (১৭৮৬ শক) রবিবার (৩০শে অক্টোবর, ১৮৬৪ খৃঃ) সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়, কলিকাতা রাহ্মসমাজের বিতীয়তল গৃহে রাহ্মদিগের একটি 'প্রতিনিধিদভা' প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রতি শাধারাহ্মসমাজের সম্পাদকদিগের প্রতি নিবেদন যে, তাঁহারা সমাজ-সংক্রাস্ত রাহ্মদিগের অভিমতাস্থারে কলিকাতাপ্রবাধী (অথবা নিবাদী) কোন রাহ্মকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, দেই দেই প্রতিনিধির নাম

নিম্ন্ত্রাঞ্চরকারীর নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং ঐ দিবদে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিতে তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।"

"আপনাকে জান" বজ্তাদান

যদিও ভিতরে ভিতরে আন্দোলন উপস্থিত, কিন্তু কেশবচন্দ্রের কার্য্যোগ্যমের নিবৃত্তি নাই। তিনি এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার কয়েক দিন পুর্কের (১৯শে দেপ্টেম্বর, ১৮৬৪ খুঃ) মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে "আপনাকে জান" এই বিষয়ে বক্ততা দেন(১)। এই বক্ততা প্রায় তিন ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া হয়। বক্ততার দার এই: -- যে দময় গ্রীদ দেশে দকল লোকে বাছ বিষয় লইয়া ব্যাপত ছিল, পণ্ডিতগণ বুথা তর্ক বিতর্কে সময়ক্ষেপ করিতেন, বন্ধা দকল কেবল লোকের মন যাহাতে আরুষ্ট হয়, তদ্রূপ পন্থা অবলম্বন করিতেন, সত্যের প্রতি তাঁহাদিগের অণ্মাত্র আদর ছিল না, সর্বত্র ভোগাসক্তি নীচ বাসনা চরিতার্থ করা একমাত্র ধনী নির্দ্ধনের, বিদ্বান মুর্থের কার্য্য ছিল, সেই সময় আথেনে সক্রেটিসের অভ্যাদয় হয়। তিনি যুবকদিগের চিত্তকে বাহির হইতে ভিতরে আন্যন করিবার জন্ম "আপনাকে জান" এই মূলসূত্র প্রচার করেন। সক্রেটিসের মহত্ত জানিত, এই মূলস্তাহ্যায়ী আত্মজীবন ছিল, এই জন্ত। এই মূলস্ত্র বক্তার জীবনে স্থমহংফল বিধান করিয়াছে, এবং তিনি জানেন, এই সকল বাহাবিবয়ানজির সময়ে বাহারা ইহা অবলম্বন করিবেন, তাঁহারা মহুং ফললাভ করিবেন। আয়ুজান হুইতে আয়ুসংযুদ্ধ আয়ুসংযুদ্ধ হুইতে আাম্নির্ভর, আম্নির্ভর হইতে আম্বত্যাগ উপন্থিত হয়। বর্ষমান সময়ে যুবকগণের অবস্থা যথন আটিকার যুবকগণের ক্যায়, তথন জাঁহারা সক্রেটিদের মূলস্থত্তের অন্ধুদরণ করিয়া, এই চারিটি বিষয় জীবনে আয়ন্ত করিলে, তাঁহারা আপনার এবং দেশের কল্যাণ্যাধন করিয়া কুতার্থ ইইতে পারেন।

"কলিকাতা কালেজের" প্ৰস্থারহান

৪ঠা অক্টোবর (১৮৬৪ খৃ:) 'কলিকাত। কালেক্রের' পুরশ্বারনান হয়(২)। কেশবচক্র এই উপলকে কালেজের বৃত্তাম্ভ ও তাহার শিকাদির প্রণালী সকলকে

⁽১) (২) Indian Mirror প্রিকার জাইবা।

অবগত করেন। ১৮৬২ খুটান্বের ১লা মার্চ্চ (১৯শে কান্ধণ, ১৭৮০ শক) নীমতলার

গৃহে ১২টি মাত্র ছাত্র লইয়া এই কালেজের কার্য্যারম্ভ হয়। ডিসেম্বর মাদে
পাচটি ছাত্রকে 'এন্ট্রান্স' পরীক্ষা দিতে পাঠান হয়, তন্মধ্যে এক জন মাত্র উত্তীর্ব হয়। পর বংসর বার জন প্রেরিত হইয়া, দশ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ব হইয়াছে। কালেজে বর্ত্তমানে আটিটি শ্রেণী, সাত জন শিক্ষক, তিন জন পণ্ডিত। শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ এই বে, (১) সংস্কৃতশিক্ষা-দান (এ সময়ে কেবল সংস্কৃত কালেজে সংস্কৃতশিক্ষা হইত), (২) কাম্ব্যরক্ষাসম্বন্ধ উপদেশ, (৩) নীতিশিক্ষা। শিক্ষকনিয়োগে চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়।

"প্ৰতিনিধিসভা" স্থাপৰ

বিজ্ঞাপনামুদারে ১৫ই কার্ত্তিক (১৭৮৬ শক; ৩০শে অক্টোবর, ১৮৬৪ প্র:) কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে 'দাধারণ প্রতিনিধিদভা'* হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসনপরিগ্রহ করিয়া, সকলের নিকট বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে, কেশবচন্দ্র সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। তিনি যাহা বলেদ, তাহার সার এই:--কলিকাতা সমাজের ট্রইডীড দেখিয়া বুঝা ষায়, রাজ। রামমোছন রায় কোন একটি বিশেষ মত বা ধর্ম স্থাপন না করিয়া. জাতিনির্কিশেষে একেবরোপাসনার জন্ত সমাজ স্থাপন করেন। পরে সভাপতির স্ময়ে সভাপতি এবং তত্তবোধিনীসভা সমাজনিবন্ধন করেন, এবং আন্ধর্ষের दीख निर्माण करतन । ममाज कमावरा छन्नछ इटेरछ छन्नछ, এবং नाना मछ উপস্থিত হইতেছে। এরপ মতভেদের কারণ ধর্মকে জীবনে পরিণত করিবার প্রণালী লইয়া ঘটিয়াছে। এ ধর্মের যাদৃশ উদারতা, তাহাতে প্রতি ব্যক্তির স্বাধীনতাবশতঃ এক মত হওয়া অসম্ভব। এধানেই ইহার অস্তান্ত ধর্ম হইতে স্বাতন্ত্র। এই ধর্মে বে একত্ব এবং বছত্ত্বের সামঞ্চক্ত আছে, ইহাতে ইহার মহত। আন্ধর্মে মৃল মতে ঐকা, প্রণালীনক্ষে স্বাধীনতা। এইটি দৃষ্টিক্লে রাধিয়া, এ সময়ে যধন মততেদ হইতেছে, তথন উদার মৃল মতে একা वाथिया, अभानी ७ मारमातिक विषय अखिवाखित निकात्रभार्थ वाथिया प्रश्यात

⁺ এই সময়ে (কার্ত্তিক, ১৭৮১ শক; অক্টোবর, ১৮৬৪ খুঃ) "পর্যতম্ব" পরিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। "ধর্মতম্ব" পর্যিকার কার্ত্তিকের (১৭৮৬ শক) এই প্রথম সংখ্যার "প্রতিনিধিসভার" বিবরণ প্রষ্টবা। এখানে সংক্ষেপে সার্মাত্র প্রদত্ত ইয়াছে।

জন্ত, সকল সমাজের একত্র হওয়া সমূচিত। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্ত 'প্রতিনিধিসভা' স্থাপন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত। সকল সমাজ একতা-বন্ধনে বন্ধ হইয়া, দর্বক আন্ধর্মের সত্য প্রচার করিবেন, এই ইহার লক্ষ্য **इटेर्टर । बाक्षमभारकत म**ङानिगरक मल विषया वक्ष त्रांश्रिवात क्रम यक्ष हटेरद না. ইহা দিন দিন উন্নত হইতে থাকিবে. এবং যাহারা সকল প্রকারের বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহ দান কর। হইবে। আক্ষনমাজ হিমালয়সদৃশ হইবে। সাধারণ সভাগণ উহার মল দেশ, উন্নত হইতে উন্নত সভাগণ ক্রমে উদ্ধে উঠিয়া উহার শৃঙ্ক হইবেন। এইরপে একতা এবং স্বাধীন উন্নতি উভয়ই বৃক্ষিত হইবে। প্রতিনিধিসভায় সাধারণের হিতকর বিষয় সমুদায় বিচারিত ও নির্দ্ধারিত হইবে। প্রাচীন यूवा, धनी पतिस, वृक्षिमान ও अविधान, मावधानी, विश्वानील, वहमनी, माइमी, মতের থর্বতাবিমপ এবং স্বাধীন, এপানে সকলেরই প্রতিনিধি থাকিবে। সভার প্রণালী এই সভায় নির্দারিত হইবে, তবে ইছ। স্থির বিষয় যে, বুখা তর্ক বিতর্ক হইবে না: বাহারা যে সমাজের প্রতিনিধি, তাঁহারা সেই সেই সমাজের বিষয় ভাল করিয়া জ্ঞাত থাকিবেন যে, তাঁহারা দায়িত্বের কার্যা যথোচিত নিষ্পন্ন করিতে পারেন। সভাপতি যাহা বলেন, তাহাতে এই সকল কথারই পুষ্টিপোষণ হয়। তংপর লাহোর প্রভৃতি আটাইশটি(১) ব্রাহ্মসমাজ প্রতিনিধি নিযুত্ত করিয়াছেন, কেশবচন্দ্র অবগত করেন। সর্কাসম্বতিতে সভা স্থাপিত হয়, প্রধানাচার্য্য সভাপতি এবং কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদক নিযুক্ত হন, এবং যাঁচাদের ত্রাহ্মধর্মের বীজে বিখাদ আছে, তাঁহারাই সভ্য হুইবেন, স্থির হয়। সভার নিয়ম উপনিয়ম স্থির করিবার জন্ম একটি বিশেষ সভা হয়: তাহার সভা শ্রীনক দেবেক্সনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীটাদ মিত্র, ইপুরুচন্দ্র নদী আগামী সভায় ঐ সকল নিয়ম উপনিয়ম উপস্থিত করিবেন।

⁽১) বোড়াল'াকো, প্রাকাহিক'বুসবাল) পটসভালা, অবানীপুর, মেনিনীপুর, নিবাধই, দত্তপুক্র, বাগআঁচড়া, নড়াইল, অমুভবালার, বলোহর, গৌরনগর, বরিণাল, করিবপুর, রাষকৃষ্ণপুর, সাঁতরাগাছি, কোলগর, বৈভবাটা, চন্দননগর, চুঁচ্ডা, হালিসহর, শান্তিপুর, কুকনগর, বহরমপুর, বোলালিরা, বর্জনান, ভাগলপুর, এলাহাবাদ, লাহোর। (ধর্মতত্ত্ব, সংখ্যা, কাজিক, ১০৮৬ শক্ত)

আগামী বাঞ্চলা মাদের দ্বিতীয় রবিবারে সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে, স্থির হয়।

দেবেন্দ্রনাথকর্ত্ক ট্রীরূপে কলিকাতা সমাজের সমস্তভারগ্রহণ

প্রতিনিধিসভা নির্ব্বিবাদে স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু এটি একটি বিশেষ আয়োজন বলিয়া উহা মহর্ষির মনের সংশয় স্থান্ট করিল। কলিকাতা সমাজের গৃহসংস্কার প্রয়োজন হওয়াতে, এই উপলকে উপাসনা মহর্ষিগৃহে হইবে, দ্বির হইল। এপানে উপবীতত্যাগী উপাচার্য্যের উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে, উপবীতধারী ব্যক্তিগণ উপাচার্য্যের কার্যারম্ভ করিলেন। এরূপ কেন হইল, জিল্লাসিত হওয়াতে, তত্ত্ত্বর এই প্রদন্ত হইল যে, এ তো আর সমাজগৃহ নহে, এ এক জনের বাটীতে উপাসনা। প্রকাশ পত্রিকায় (১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক মাদের তত্ত্বরোধিনীপত্রিকায়) বিজ্ঞাপন দিয়া উপাসনার দিন নির্দিষ্ট হওয়াতে, এ উত্তর র্থা উত্তর, সকলেই ব্রিলেন। ইতিমধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন সভা আহ্বান না করিয়া, কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে সম্লায় ভার হইতে অবস্ত করিবার মাননে, টুষ্টী বলিয়া কলিকাতা ব্যাক্রব্যাহের সমন্ত ভার নিস হত্তে গ্রহণ করিলেন।

কেশবচন্দ্র প্রভাৱ কার্য্যভারপরিত্যাগ এবং নৃত্র সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিয়েগ
এইরূপে সমস্ত ভার গ্রহণ করাতে, কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ
তাঁহাদিগের কার্য্যভার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এতংসম্বন্ধে নিম্নলিগিত
ত্ইটি বিজ্ঞাপন তব্বোধিনী শ্রিকায় (১৭৮৬ শ্কের পৌষ মাদে) প্রকাশিত
হইল:—

"কলিকাতা আক্ষমাজের কার্য্যের ভার তাহার ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত দেবেক্সনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্বয়ং গ্রহণ করাতে, তংসংক্রোন্ত সম্পত্তির সহিত আমাদের সম্বন্ধ অভাবধি শেষ হইল।

শ্রীতারকনাথ দত্ত,
শ্রীউমানাথ গুপ্ত,
অধ্যক্ষ।
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন—সম্পাদক।
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মন্দ্রমদার—সহকারী সম্পাদক।

"কলিকাতা সমাজের উইডীড অহুষায়ী উপাসনাকার্যসম্পাদনের জন্ত, শ্রীযুক্ত বিজ্ঞেন্ত্রনাথ ঠাকুরকে তাহার সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা গেল এবং যাবতীয় উই সম্পত্তি তাঁহার হস্তে অপিত হইল।

"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ্যের সম্পাদকের সহায়তা নিমিত্ত, শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়কে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী।"

এ সময়ে যথানিয়ম প্রচারকাধ্য চলিতেছিল। উষ্টী কর্ত্বক প্রচারের দান-সংগ্রহের ভার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্রের হস্তে অপিত হয়, কয়েক দিন পর তিনিও দে ভার পরিত্যাগ করেন।

দিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ

ঈশবের ইচ্ছাপ্রতিপালন করিতে গিয়া কলিকাতা আদ্সমাজের সহিত সুসন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, বিবেকের জয় হইল, নৃতন সংগ্রামের স্ত্রপাত হইল। এই সংগ্রাম উপলক্ষ করিয়াই কেশবচন্দ্র পর সময়ে (রবিবার, ২৪শে জৈচেষ্ঠ, ১৮০০ শক; ৫ই জুন, ১৮৮১ খৃ:—"তিন মৃদ্ধ" বিষয়ে স্বেকের নিবেদনে) বলিয়াছেন:—

"প্রথম যুদ্ধ একেশ্রবাদের যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ। সংকীর্ণ আত্মওলীর মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। পুরাতন অভ্যন্ত ভাবের সহিত ন্তন নৃতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অধিকাংশ কেবল অক্ষঞ্জান লইয়াই সম্ভূট রহিলেন; কিন্তু ক্যেক জন সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিক্ত এবং বাাকুল হইলেন। তাহার। বাললেন, কেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিক ভাবে অক্ষোপাদনা করিলে হইবে না; কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে আপন বিশ্বাসায়সারে কর্ত্তবাস্থল্গান করিয়ে ইম্বের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। দৈনিক জীবন অক্ষণাদপদ্মে উংস্কা করিয়ে ইম্বের সেবা করিতে হইবে। ইম্বেরের অভিপ্রায় অথবা বিবেকের প্রায়ার্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করা উচিত নহে। অতি সামান্ত বিষয়েও মহ্ছের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে, জীবনের ক্ষুত্তম কার্য্য সকলও বিবেকের অন্থ্যাদিত হওয়া

উচিত।"(১) প্রথমোক ব্রহ্মবাদিগণ জীবনপথে এত দূর অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না, স্থতরাং তাঁহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে বিবেকবাদীদিগকে তাঁহাদের দল হইতে নির্বাদিত করিলেন। "এই দিতীয় যুদ্ধ ঘোরতর যুদ্ধ। বিধাতাপুক্ষ তাঁহার অনস্ত দিংহাদনে বিদয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বিবেকপরায়ণ নব্য যুবাদলের মনে স্বর্গীয় সংসাহস এবং ছনির্বার উৎসাহানল প্রজ্ঞলিত করিয়া দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিবেক জয় লাভ করিল। বিবেকী ব্রন্ধায়র্গী দল জীবস্তভাবে বিবেকের রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রাচীন ব্রহ্মবাদিগণ ক্রমশ: শুদ্ধ, নির্মীব ও নিস্কেজ হইয়া পড়িলেন, এবং কঠোর নিয়মতন্ত্র হইয়া জীবনশৃত্য ধর্মচর্চা করিতে লাগিলেন।"(২)

⁽১)—(২) "তিন বৃদ্ধ"—সেবকের নিবেছন, ৩র থও, চতুর্থ সংক্ষরণ, ১৭১ পৃ: ৩ ১৭২ পৃ:।

দদ্মিলিত থাকিবার যত্ন

টুষ্টীগণ কলিকাতা সমাজের সম্পত্তি, উপাসনাকার্য্য, দানসংগ্রহাদির ভার গ্রহণ করিলে, কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ কলিকাতা সমাজের সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন; অথচ যাহাতে উপাসনাদিঘটিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন নাহ্য, তজ্জন্ম বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। এই যত্ন এক দিন বা তুই দিনবাাপী ছিল না, সংবংসরব্যাপী।

"দভোৰ দৌশ্দৰ্যা" বিবৰে বস্তুতা

১৭৮৬ শকের ১লা পৌষ (১৪ই ডিদেম্বর, ১৮৬৪ খৃঃ) ভার ত্যাগ করিয়া, অব্যবহিত মাঘোৎসবে (১১ই মাঘ, ১৭৮৬ শক; ২৩শে জাহুয়ারী, ১৮৬৫ খৃঃ) কেশবচক্র সমাজগৃহে প্রথম বক্তা দেন। এই বক্তৃতাটী তংকালোচিত বলিয়া আমরা উহা (১) নিমে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"সত্যের কি আক্র্যা মহিমা! যে ব্যক্তির হৃদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি এই মর্ন্তালোকে থাকিরাও দেবতাদিগের আয় গৌরবাধিত হন, যে দেশে সত্যের রাজ্য সংস্থাপিত হয়, সে দেশ দেবলোকের আয় য়গীয় আনন্দ ও শান্তির নিকেতন হয়। সত্য কাহারও নিজস্ব ধন নহে, অথচ ইহাতে সকলেরই অধিকার। সত্য অর্থের দাস নহে, সমাটেরও অহুগত নহে। ইহার নিকটে রাজপ্রসাদ ও পর্ণকূটীর উভয়ই সমান। ধনবান্ ও নির্ধন সকলেরই জন্ম ইহার ক্রেডি নিরপেকভাবে প্রসারিত রহিয়াছে। ইহা লোকবিশেষে অথবা সম্প্রদায়বিশেষে অথবা আভিবিশেষে বিক্রীত হয় নাই। ইহা দেশেও বন্ধ নহে, কালেও বন্ধ নহে; সকল দেশে ও সকল সময়ে ইহার আদিপত্য। সত্য মহং ও উদার! ইহা আবার জীবন্ধ ও বলীয়ান্; ইহার আধার নিজীব জ্ঞানও নহে, তরল ভাবও নহে; জীবনই ইহার আবাস-ভূমি, জীবনতেই ইহার য়থার্থ প্রকাশ। যথন সম্পার জীবন স্বর্গীয় বলে সংসারকে পরান্ত করিয়া, পাপ, তাপ ও য়ৃত্যুকে পদানত করিয়া, ঈশ্রাভিম্বে উর্লঙ

⁽ ১) ১৭৮৬ শকের কান্ত্রন মানের তত্তবোধিনীপ্রিকার জইব্য।

হয়, তথনই সত্যের প্রক্লুত মহিমা প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক স্তাই यागानितंत्रत जीवन, এवः य পরিমাণে আমরা সতা হইতে বিচ্ছিন্ন হই. দেই পরিমাণে আমরা জীবন-বিহীন ও জড়ভাবাপর হই। সত্যের এরপ জীবন্ত বল যে, ইহার কণামাত্র কিরণে অনানিশার অভেত তমোজাল ছিল্ল ভিন্ন হয়, ইহার সংস্পর্শমাত্র সহস্রাধিকবর্ষদঞ্চিত বৃহদায়তন পাপ-রাশি চুর্ণ হইয়া যায়; নিরাশ মুমুর্ ব্যক্তি নবজীবন ও নব-উভ্নম প্রাপ্ত হয়; অতি হর্বল ভীক ব্যক্তি মহাবীরের ক্যায় বীর্যাবান হয়; এবং অতি সামাক্ত কুল ব্যক্তিও স্মাট্-পরাজিত প্রতাপে সহম সহম লোকের মনকে বশীভূত করিয়া তাহাদের দ্বারা স্বীয় মহান লক্ষ্য সংসাধন করিয়া লন। সত্যের বলের নিকটে জ্ঞানবল ধনবল দেহ-বল সকলই পরাভূত হয়:—কেবল পরাভূত হয় এমত নহে, কিন্তু আবার অনুগত দাদের ন্যায় ইহার পরিচ্ছা। করে। বহু প্রমাণ বারা ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যাহারা ভয়ন্কর বিকটমূর্ত্তি ধারণপূর্বক বন্ধ-পরিকর ও থড়গ-হন্ত হইয়া সত্য-পরারণ ব্যক্তির অনিষ্ট-সাধনে প্রবত্ত হয়, তাহারাই আবার অনতিবিলম্বে দেই ব্যক্তির দেবা করে এবং অমুযাত্রী হইয়া তাহার আদেশামুদারে সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে। কি আশ্চর্যা সতোর মহিলা।

"এই উদার ও জীবন্ত সত্যের উপরে আমাদের পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম সংস্থানিত; ফলতঃ সত্যই ব্রাহ্মধর্ম। এই জন্তই ব্রাহ্মধর্মে সকল মহুয়ের অধিকার। ইহা বেমন ভারতবর্ধের, তেমনি ইংলণ্ডেরও ধর্ম; ইহা বেমন পূর্বকালের, তেমনি বর্ত্তমান সময়েরও ধর্ম। ইহা বেমন সুক্ষদর্শী নানাবিভাবিশারদ পণ্ডিতদিগের, তেমনি সরলচিত্ত রুষকদিগেরও ধর্ম। অন্তান্ত ধর্মের ত্যায় ইহা জাতিবন্ধ বা সম্প্রদায়বন্ধ নহে। ইহাতে জাতির গৌরব নাই, দেশের গৌরব নাই। সকল মহুয়াই স্থভাবতঃ ব্রাহ্ম। যিনি যে পরিমাণে স্থাভাবিক নির্মাল জ্ঞানের অহুসরণ করেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম। মহুয়াহ্মার সহিত ব্রাহ্মধর্ম সর্ব্ববাণী; আহ্মার স্থাক্মই ব্রাহ্মধর্ম। দেশ কাল ও অবস্থা নির্বিশ্বে সকলেরই ইহাতে অধিকার। জগং আমাদের দেবমন্দির, পরমেশ্বর আমাদের উপাত্তদেবতা, স্থাভাবিক জ্ঞান আমাদের ধর্মণান্ম, উপাসনা আমাদের মোক্ষপণ, আহু ক্তি আমাদের প্রাহৃতি, গাধু ব্যক্তিমাতেই

আমাদের গুরুও নেতা। এই উদার বান্ধর্দে সাম্প্রদায়িক লক্ষণ কিছুই নাই; ইহাতে বিরোধের কারণ নাই। ইহা সাধারণ সম্পত্তি। স্তরাং বান্ধ্যমান্ত সাম্প্রদায়িক সমান্ত নহে; বাঁহারা একমাত্র অদিতীয় পরবন্ধের উপাসক হইয়া তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কাধ্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগেরই এই সমান্ত।

"পঞ্জিংশ বর্ষ পর্বের এই ১১ই মাঘ দিবদে অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন, অত্যন্ত প্রশন্ত-হাদয়-বিশিষ্ট মহা হা রামমোহন রায় এই ব্রাশ্ধ-সমাজের স্ক্রপাত করেন। সেই দিবসে প্রীতিবিক্ষারিতহ্নদয়ে তিনি সকল দেশীয়, সকল জাতীয় লোকদিগকে এক সাধারণ উপাদনা-গৃহে সত্য-স্বন্ধপ অধিতীয় ঈশরের উপাদনার জন্ম আহ্বান করিলেন: এবং ব্রহ্মোপাদনা-রূপ অমূল্য ধনে সকলেরই যে অবিকার আছে, ঐ গৃহ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগতে এই স্থানাচার ঘোষণা কবিলেন। দেইদিন অবধি কত শত লোকে এই আঙ্গা-সমাজের স্থাতিল আশ্রম লাভ কবিয়া, ব্রাজ-ধর্মের সাহায়ো, সভাের প্রসাদে স্থাম্ব প্রশস্ত করিয়াছেন, মনকে উন্নত করিয়াছেন এবং আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন। দেখ, কেন্ন আশ্চর্যারূপে অল্লে অল্লে ব্রান্ধ-সমান্তের বিস্তৃতির সঙ্গে শাস্তির রাজা, প্রীতির রাজা প্রণারিত হইতেছে! কত শত লোক সাম্প্রদায়িক সকল প্রকার শৃষ্টল ছেদন-পূর্ব্যক প্রশন্ত-স্থান্তের সাধারণ ভূমিতে সকলের স্থিত উচ্চত্য বিমল্ভম সম্বন্ধ আবদ্ধ হইতেছেন, বিষেষ, মুণা, বিবাদ, বিসংবাদ হইতে মুক্ত হইয়া, নিরপেক্ষমনে সকল জাতি ও ধর্মসম্প্রদায় হুইতে ধর্মতের স্কলন করিতেছেন, স্কলের সহিত মিলিত হুইয়া বিবিধ হিতকর কাষ্য সাধন করিতেচেন, এবং উন্নত প্রীতিযোগে দকলকে ভ্রাতা বলিয়া আলিক্স করিতেছেন। দেখ, দগং যে পরিবারের গৃহ, ঈশর যে পরিবারের পিতা মাতা, দেই পরিবার ক্রমে চতুর্দ্ধিকে ব্যাপ্ত ইইতেছে। এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শনে কাহার চিত্ত না মহোলাদে অস্ত উৎফল হইতেতে. ব্রান্ত-ধর্মের মহিনার পরিচর পাইয়া কাহার শরীর না রোমাঞ্চিত হইতেছে।

"ব্রাদ্ধর্শ্বের উদার ভাব দেখিয়া অভা যেমন মন প্রশস্ত হইতেছে, তেমনি ইহার আশুর্মা স্বর্গীয় পরাক্রম দেখিয়া আমাদের আহা উংসাহে প্রজালিত হইতেছে। এই প্রকৃত্রিংশ বংসর মধ্যে ইহার অগ্নি এ দেশকে কেমন উচ্ছল করিয়াছে; কত কত পর্বতাকার বিদ্ন বিপত্তি, কত ভয়ন্বর কুসংস্কার ঐ অগ্নিতে ভন্মীভূত হইয়াছে। শত সহত্র বর্ষে যে সকল কুসংস্কার এদেশে বন্ধমল হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্ম-ধর্মের বলে সমূলে উংপাটিত হইতেছে, সমূলায় ভারতবর্ষে যে দকল ভ্রমের আয়তন, তাহাও ক্রমে চুর্ণ হইতেছে। এই ভারতভূমি পৌত্তলিকতার হুর্গম্বরূপ, ইহা কঠিন অভেগ্ন কুসংস্কারপ্রস্তরে নিন্মিত, অগণ্য পরাক্রমশালী বিরোধী বিপক্ষেরা সত্যপরায়ণ ব্যক্তির প্রাণ প্র্যুম্ভ বিনাশে প্রতিজ্ঞারত হইয়া নিম্কাশিত থড়া ধারণপূর্বক প্রহরীর স্থায় নিয়ত ঐ তুর্গকে রক্ষা করিতেছে; দেই তুর্ণের মধ্যে আক্ষধর্মের জয়পতাকা উড্ডীয়মান, এবং সেই বিরোধী দলের কত কত লোক এক্ষণে সত্য ধর্মের পদাবলুপ্তিত হইতেছে। সাধু ব্রাহ্মের। সত্যের প্রভাবে আপনাদিগকে ও পরিবার এবং স্থদেশকে ভয়ন্ধর কুসংস্কার হইতে প্রমৃক্ত করিয়া, আনন্দমনে জয়ধ্বনি করত, সমুদয় ভারতভ্মিকে নিনাদিত করিতেছেন। দর্কাশক্তিমান্ मेथत याहारतत महाध. এवः कीवल कलल मछा याहारतत हरछ. छाहारतत निकर्ष যে নিজীব জীর্ণ ভ্রমনিচয় আপনা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর আৰু চ্বা কি ? ব্ৰহ্মবলের সমুখে কি পার্থিব কোন বল তিষ্টিতে পারে? দেখ, ক্রমে কেমন পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। পরিবার মধ্যে পিতা মাতা, পুত্র কন্তা, ল্রান্তা ভরিনী স্থাবে মিলিত হইয়া, নির্বিল্লে অন্বিতীয় ঈশরের উপাসনা করিতেছেন: বুদ্ধেরা গৃঙীরভাবে জ্ঞানের সহিত ব্রাহ্মধর্মকে আলিঙ্গন করিতেছেন, যুবকেরা উৎসাহে উদীপ্ত হইয়া ইহার সত্য সকল অহুষ্ঠানে পরিণত করিতেছেন, কোমলহানয় মহিলারা বিশুদ্ধ প্রীতিপুষ্পে অন্ধপুদ্ধা করিতেছেন। এ মহং জন কেবল সভ্যেরই বলে, এমন রমণীয় শোভা কেবল বান্ধধর্মেরই সৌন্দর্যা।

"ব্রাহ্মণণ! অন্থকার উংসবে ব্রাহ্মধর্মের উদার ভাব ও চুর্জ্জয় বল সমাক্রূপে হৃদয়ে ধারণ কর এবং বিগত বর্ষের উন্নতি সমালোচন। করিয়। ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ কর এবং আগামী বর্ষের জন্ম জ্ঞানশিকা কর; ইহাই এ মহোংসবের
ঘর্ষার্থ তাংপর্য। গত বর্ষে ঈশ্বরপ্রসাদে ভারতভূমির দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে
ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং মাজ্রাজে কতিপয় উৎসাহী ভ্রাতা দলবদ্ধ
হইয়ৢ ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। বশ্বদেশেরও নানা দিকে প্রচারক-

দিগের পরিশ্রমে ব্রান্ধ-ধর্মের উন্নতি হইয়াছে। ব্রান্ধর্মপ্রচার দারা বর্ত্তমান কালে যাহা কিছু ফল ফলিত হইয়াছে, তাহাতে স্বস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, মঙ্গলম্বরূপ প্রমেশ্বর যেরূপ অজ্ঞ্রধারে ক্রুণা বর্ষণ ক্রিতেছেন. তাহাতে এখন বিশেষরূপে যত্ন করিলে প্রচুর ফল লাভ হইবে। আর একটি শুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; পূর্বের আদ্ধ-ধর্মের প্রতি যে বিদ্বেষভাব ও বৈরভাব ছিল, তাহা ক্রমে অনেক হাদ হইয়াছে: এবং অক্তাক্ত ধর্মাবলম্বীরা আঞ্চ-দিগের প্রতি অপেকাকৃত অহুরাগ ও শ্রনা প্রকাশ করিতেছেন। সাধু বান্ধ-निरागत প্रশন্ত প্রীতি, সত্যাত্ররাগ ও বিনয়দর্শনে অনেকে সম্ভষ্ট হইয়াছেন, এবং যাঁহারা আন্ধ্রপ্রে বিশ্বাদ করেন না, তাঁহারাও বিশুদ্ধ আন্ধ্রজীবনের মহত্ত দেখিয়া ঘুণা ও ক্রোধ বিদর্জন দিতেছেন। এমন সময়ে আমাদিগের যত্ত্ব ও অধ্যবদায় সহম্রগুণে বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। প্রচারের ক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে, সমূদ্য ভারতবর্ষে আল্পর্ম পরিব্যাপ্ত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা ঘাইতেছে। হে ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মগণ। তোমরা ব্রাহ্ম-ধর্মের বীঞ্চ লইয়া এই বিস্তীর্ণ উর্বর। ভারতভ্নিতে রোপণ কর। যে অমূলা ধন লাভ করিয়াছ, ভাহাতে কেবল আপনাদিগের অভাব মোচন করিয়া শ্যাতে শ্যান থাকিও না, কেবল আপনাদিগের আহাকে চরিতার্থ করিয়া ক্ষান্ত থাকিও না। দেশন্ত ভাতা ভগিনাদিগের আত্মার রোদনন্দনিতে, বোধ হইতেছে, যেন গগন বিদীর্ণ হইতেছে: তাঁহারা যেন চত্দিক হইতে আদ্ধ-সমান্তের আতাম প্রার্থনা করিতেছেন, ইহার উদার স্দারতে অংশী হইবার জন্ম উচ্চৈঃম্বরে বিলাপ করিতেছেন। আমরা কি এ সময়ে দয়াশুলস্থানয়ে উপেকা করিব? না, গর্বিতভাবে আসনাদিগের তৃপ্তিম্বধ প্রদর্শনপূর্বক ধর্ম-পিপাস্থ ব্যক্তিদিগকে অনাদর করিব? আমি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ধর্মাভাবে তঃপী ভাতা ও ছাথিনী ভগিনাদিগকে আখ্র্য দিবার জন্ম চতুদিকে ধাবিত হও: সত্যান্ন দারা ক্ষিত আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর, শান্তিবারি দারা পিপাস্থ দ্বন্দ্রকে শীতল কর।

"হে প্রমান্থন্!—তৃমি আমাদের শিতা ও প্রভু; যাহাতে ঐুদূচ্বত হইয়া চিরদিন তোমার পদ দেবা করিতে পারি, এ প্রকার একাগ্রতা ও ধর্মবল বিধান কর। আমাদের ধন সম্পত্তি, আমাদের শরীর মন, আমাদের মান মর্যাদা, সকলই তোমাকে অর্পণ করিতেছি; তুমি আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার মন্ধল কার্য্যে নিয়োগ কর, যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া, তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিয়া, এই ক্ষ্যু জীবনকে সার্থক করিতে পারি।"

"ওঁ একমেবাশ্বিতীয়ম্।"

ইংলিশম্যানে প্রবন্ধ

কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণের কলিকাতা সমাজের সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধতারে একটি আন্দোলনের বিষয় হুইয়া উঠিল, এবং ইংলিশম্যান পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি স্থুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল। এই প্রবন্ধে বিরোধের কারণ এইরপ নির্দিষ্ট হইয়াছে—"বিগত দশ বর্ষ যাবং প্রথরবৃদ্ধি বক্তা ও প্রচারকগণ যংকালে তাঁহাদিগের ধর্ম কেবল এক প্রজ্ঞার উপরে স্থাপন করিয়াছেন, সমাজের প্রধান ব্যক্তিগণ বাছতঃ তাঁহাদিগের পূর্ব মত (বেদই ধর্মের মূল) পরিবর্ত্তন করেন নাই। সমুদায় সংস্কারের ইতিহাসেই এই প্রকার প্রক্রম ঘটিয়া থাকে। ইংলণ্ডে হউক, ফ্রান্সের দক্ষিণে হউক, বা গলানদীর তটে হউক, প্রথম দেশসংস্থারকের। কোন একটি নৃতন বিশ্বাস अवदिक ना कतिया, आठीन विचान छेकीयन कतिएक यद्भ कतियाष्ट्रन। সমাজের বর্ত্তমান সমাজপতি এক জন এই প্রকারের ব্যক্তি। পর্বের ঘাহা ছিল, তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান বিষয়সমূহের তিনি তুলনা করেন এবং তুলনা করিয়াই সম্ভষ্ট থাকেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের (সমাজের সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধত্যাগের) পূর্বেষ যিনি সম্পাদক ছিলেন, তিনি আর এক প্রকারের ব্যক্তি। বাব কেশবচন্দ্র দেনের বক্তৃতা-সামর্থা এবং স্থতীক্ষ তর্কশক্তি আমাদিগের অপেকা বল্পে ও মান্দ্রাজের ইংরেজসম্প্রদায় বিশেষ অবগত। এই প্রথরবৃদ্ধি যুবা আপনার ব্যয়ে ভারতের দর্বত্ত এই সংস্কৃত বিশাস প্রচার করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গলা, বধে, মাজান্ত, তিন প্রদেশেই পরিশ্রম করিয়াছেন। আর এক দিন সায়ংকালে ইনি যে মেডিকালকালেজথিয়েটারে বঞ্তা দিলেন, তাহাতে নান পক্ষে আর কিছু না দেখা যাউক, তাঁহার আপনার উহাতে কত উপকার, তাহা দেখা যায়। এই যুবা প্রচারক नवीन (मन्मरकातकशालत निष्ठा। हैनि हैशामत लहेशा य कार्या आवस

করিয়াছেন, আমাদিগের ভয় হয়, শীন্তই উহাতে তাঁহাদিগের মধ্যে বিজেদে ঘটিবে। বংসরের প্রায়্থ শেষ দিনে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, সহকারী অধ্যক্ষগণ সহ এই যুবক সম্পাদক কার্য্য-ভার ত্যাগ করিয়াছেন। এখন রুদ্ধ সমাজপতি একক। এরপ সর্ব্যমেত পরিবর্ত্তন কেন হইল, তাহার কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই; কিন্তু যে কোন উপস্থিত কারণ থাকৃক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সমাজের প্রাচীন ও নবীন সভ্যগণের মধ্যে অসম্মিলন ইহার মূলে আছে। চিম্থাশীল হিন্দুগণ ধর্মসম্বন্ধ নবজীবনদানজন্ম নহে, কিন্তু সংস্থাবের জন্ম স্থিরসম্বন্ধ, এ বিষয়ে অন্যান্ম লক্ষণ দেখিয়া আমরা যেমন উহার সাদর সন্তাবণ করিয়া থাকি, এ ঘটনারও তেমনি সাদর সন্তাবণ করিতেছি।"

মিরারে কেশবচনের প্রবন্ধ

তৎকালের অবস্থা ও ঘটনা বিশেষরূপে বিরুত করিয়া ইংলিশম্যানের এই লেখার উপরে (১৮৬৫ খৃঃ, ১লা ফ্রেক্যারীর) মিরারে একটি স্থলীর্দ প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধটি কেশবচন্দ্রের লিখিত বলিয়া আমরা নিম্নে উহার অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"কলিকাতা ব্রাক্ষসমাজের কার্যানির্কাহবিষয়ে সম্প্রতি যে প্রিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া ইংলিশমান প্রিকায় যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যথাস্থানে প্রিকান্থ করা গেল। বৃঝা যাইতেছে, এই প্রবন্ধে চিন্তাশীল দেশীয়গণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, এবং কেন এ প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সমাজ উষ্টাগণের হাতে গেল, এই বলিয়া অবিশাদ ভাষায় তত্ত্ববোধিনীতে যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, তাহা লইয়া অনেকে অনেক প্রকার সন্দেহ করিতেছেন, কল্পনা করিতেছেন। এরূপ সন্দেহমূলক বিবিধ জনশ্রুতিতে যথন ক্ষতি হইবার সন্থাবনা, তথন আমাদিগের কর্ত্বব্য এই যে, সাধারণের যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপন্যন করিবার জন্ম স্পত্ত ভাষায় বিনা বর্ণনাধিক্যে যথার্থ ঘটনা প্রকাশ করি। ইহা অতি স্বাভাবিক যে, এরূপ অনপেক্ষিতরূপে সমাজের কার্যানির্কাহদম্পর্কে গ্রহাতর পরিবর্ত্তন ঘটাতে সাধারণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইবে. এবং ইহাও

যুক্তিযুক্ত যে, বাবু কেশবচন্দ্র দেন এবং সভাস্থ তাঁহার সহকারিগণ কি অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগের পদ পরিত্যাগ করিলেন, তাহার আমূলর্ত্তান্ত জানিবার জন্ত সমাজের মঙ্গলাকাজ্জী ব্যক্তিগণ উদ্বেগ সহকারে অমুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। এ কথার দ্বিরুক্তি করা যাইতে পারে না যে, সমাজের প্রধান সভাগণের মধ্যে সমাজদংস্কারের প্রণালী লইয়া ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু কোন বাক্তিগত ভাব বা সামাল মতগত পার্থকা জলু, সমাজের মর্মগত কল্যাণ এবং সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য বিশ্বত হইয়া, পূর্ব্ব সম্পাদক ও অধ্যক্ষণণ সমাজের সহিত সমুদয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ অমুমান করিলে তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত অবিচার হয়। পক্ষান্তরে বাধ্য হইয়া ছঃধের সহিত তাঁহাদিগকে পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ট্রষ্টিগণ পদ পরিত্যাগ করিতে তাঁহাদিগকে বাধা করিয়াছেন। ইহা, বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, প্রথমে রামমোহন রায় সাধারণের উপাসনার জন্ম কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজগৃহ স্থাপন করেন এবং স্থাপন করিয়া ট্রষ্টডীড লিখিত বিধিপূর্বকনিযুক্ত কোন কোন উষ্টের হল্ডে উহা ন্যন্ত করেন। উইডীডের নিয়মামূদারে একেখরের উপাসনার জন্ম সকল ধর্মের সকল মতের লোক ঐ গৃহ ব্যবহার করিয়া আদিতেছেন। যে পর্যন্ত ট্রষ্টিগণ কর্ত্তক প্রসময়ে সংস্থাপিত তথবোধিনী সভার হত্তে সমাজের কার্যভার অপিত না হয়, সে প্রয়ন্ত সমাজদংস্থাপকের সম্পন্ন বন্ধুগণ ইচ্ছাপূর্বকে আপনারা কিছু কিছু দান করিয়া সমাজের বায় নির্বাহ করিতেছিলেন। যে দকল ব্যক্তি উপাদনার্থ এ স্থানে আগমন করিতেন, তাঁহাদিগের অধিকদংখ্যককে এই সভা, কলিকাতা বাদ্ধদমাজের প্রতিজ্ঞা নামক কতকগুলি মতে বদ্ধ করিয়া, ব্রাহ্মনাম দিয়া সমাজ্ঞবন্ধ করেন এবং এই নবীন ধর্মসমাজের মতাদিপ্রচারজন্ম তত্তবোধিনীপত্রিকা বাহির করেন। এই সভা সমাজের সমুদায় বায় নির্কাহ, এবং কার্যা পরিচালন করিতেন। প্রায় বিংশতি বংসরের পর আর প্রয়োজন না থাকাতে উহার সভাগণ সভা ভঙ্গ করত, পুস্তকালয়, মুদ্রাযন্ত্র, এবং তত্তবোধিনী-পত্রিকা ব্রাহ্মসমান্ত-গৃহের উষ্টিগণকে অর্পণ করেন। তত্তবোধিনীসভা ভঙ্ক হইবার পর কলিকাতার ব্রাহ্মদাধারণ কর্ত্তক অর্থাৎ বংসরে বংসরে সাধারণ সভায় যে সকল অধাক নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগের কর্তৃক

ব্রাক্ষসমাজের কার্যা নির্বাহ হইত। গত ছয় বংসর যাবং এইরূপে কার্যা চলিয়া আসিতেছে এবং এই সময়ের মধ্যে সকলেই এই বৃঝিয়াছেন যে, কলিকাতা ব্রাদ্ধনমান্ত, তত্তবোধিনীপত্রিকা এবং উপাসনাম্থান স্থানীয় ব্রাহ্মগণের সহিত সম্বন্ধ এবং উহার কর্মচারিগণ তাঁহাদিগের প্রতিনিধি। যদিও টাষ্টগণের হতে সম্পত্তি ক্রম্ভ ছিল, তথাপি উহার কার্য্য সাধারণের নিযুক্ত কর্মচারিগণ কর্ত্তক নির্ব্বাহ হইত এবং উহার ব্যয় সাধারণের টাকায় হইত। বস্তুত: ইহার সমগ্র ভাণ্ডার এবং সম্পত্তি, ইহার বৈষ্মিক এবং আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্দায়ই সাধারণের নির্কাহাধীন ছিল। এই সময়ের মধ্যে যথাবিধি প্রচারকনিয়োগ এবং প্রচারার্থ বিশেষ দান সংগৃহীত হইত। এইরপে একদিকে টুষ্টিগণ টুষ্টসম্পত্তি লইয়া, আর একদিকে ত্রাহ্মসাধারণ টাকা দিয়া এবং কার্য্য নির্দ্ধাহ করিয়া উভয়ে সমাজের কল্যাণ এবং প্রচারের ভুমি বৃদ্ধিত করিয়া আসিতেছিলেন। বর্ত্তমানে প্রধান সভাগণের মধ্যে কোন বিষয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হওয়াতে, ট্রষ্টিগণ কোন বিজ্ঞাপন ন। निशा हो। नमास्त्रत नमुनाय मञ्लिखि ও ধন নিজ इस्छ लहेशास्त्रन, এবং ব্রাহ্মদাধারণ-নিযুক্ত কার্যানির্বাহক সভাকে অস্বীকার করিয়া সাধারণের কার্যানির্বাহকতার প্রতিবাদ ক্রিয়াছেন এবং কোন কারণ প্রদর্শন না কবিয়া ভবিষ্যতে কার্যানির্বাহে উহার কোন অধিকার নাই, স্বম্পষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছেন। হঠাং এরূপ সংবাদ উপস্থিত হওয়াতে সম্পাদক এবং অধ্যক্ষগণ গণ্ডগোলে পড়িলেন; টুষ্টসম্পত্তির সম্বন্ধ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইল, এবং সাধারণের অসম্থণ্ডির কারণ উপস্থিত হইল। উষ্টিগণ বলিলেন, তাঁহাদিগের সম্পত্তির অধিকার; ব্রাহ্মদাধারণ অভিযোগ করিতেছেন, যে প্রণালীতে সম্পত্তি অধিকার করা হইল এবং সাধারণের নিযুক্ত কর্মচারিগণের প্রতি অভদ্র বাবহার করা হইল, তাহাতে তাঁহাদিগকে অপমানিত করা হইয়াছে। টুষ্টিগণ বলিতেছেন, 'কলিকাতা সমান্ত' বলিতে রাম্মোহন রায় স্থাপিত উপাসনার্থ ট্রষ্ট গৃহ বুঝায়, স্কুতরাং বাঁহারা রাজ্বিধি अञ्चलादत উহার देशे, কেবল তাঁহাদিগেরই উহার কার্যা নির্ব্বাহ করিবার অধিকার। ব্রাহ্মসাধারণ বলিতেছেন যে, 'কলিকাত। সমাজ' বলিতে ব্রাহ্ম ভাতুমগুলী বা সমাজ বুঝায়, স্তরাং সাধারণ মনোনয়ন বারা যাহা ভির হয়,

তঘাতীত অন্ত কোন কর্ত্তবের তাঁহার। প্রতিবাদ করেন। ট্রষ্টিগণ রাজ্ববিধির হেত্বাদে বলেন, যখন তাঁহারা সমাজের অনুসম্বর্থান, তথন তাঁহার। যেরপে ভাল মনে করেন, দেইরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারেন: উহাতে সাধারণকে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহার। দিবেন না। ব্রাহ্মগণ নীতিঘটিত হেতৃবাদে বলেন, তাঁহারা যে দান করেন, তাহার বাবহারে এবং যে সকল বিষয়ে সমাজের ক্ষতিবৃদ্ধি আছে, দে দকল বিষয়ে কর্ম্ববানিধারণে তাঁহাদিগের অধিকার; কোন একটি গৃহের ট্রষ্টী অথবা অন্ত কোন রাজকীয় লোক কর্ত্তক তাঁহারা মণ্ডলীকে শাসিত হইতে দিতে পারেন না। কলিকাতার ব্রাহ্মগণের মধ্যে ইহাই অসম্ভোষ ও বিতর্কের কারণ। অনেকে ইহাকেই বিচার না করিয়া সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ এবং 'ব্রাহ্মগণের শিবিরে বিভাগ' বলিতেছেন। কোন শাসনের প্রণালী লইয়া বিরোধ। কোন মতদম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে একদল আর এক দলের বিরোধে দগুরুমান হইয়াছেন, তাহা নহে; সহব্যবস্থান সম্পর্কীয় কার্যানির্বাহবিষয়ে উষ্টিগণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মদাধারণ প্রতিরোধ করিতেছেন। যে প্রকারের বিরোধ হউক না কেন আমরা দমাজের সকল হিতকারী বন্ধুগণকে সাবধান করিতেছি, তাঁহারা যেন বিশ্বাস না করেন যে. সমাজের কল্যাণ বিপদাপন্ন, অথবা কোন প্রকারে তাহার কিছু ব্যাঘাত উপস্থিত हरेदा। य कात्रन अमर्निक हरेन, जाहा क्विन विद्वार्थत উদ্দীপক कात्रन; মূল কারণ মতভেদ, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, আমরা ইহা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত যে, ভয়োদীপনের পক্ষে ইছা অতি যংসামাল এবং সতোর সমাগমে উছা ভিষ্টিতে পারিবে না।

"আমরা ইহা অনেক সময়ে স্বাধীন ফুল্পট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছি যে, রান্ধগণ যদিও মতে মূলবিখাদে একমত, তব্ও ত্র্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সমাজের ভয়ে বিখাসাহ্যায়ী কার্য্য করেন না। তবে কি আমাদিগকে এই বলিতে হইবে যে, এই সকল ব্যক্তি এবং রান্ধগণের মধ্যে যাহারা উৎসাহী, এ ত্ইয়ের মধ্যে সন্ধিবন্ধন করিয়া উৎসাহিগণের গতিরোধ করত একত্র সমঞ্চদ ভাবে থাকা হউক? এই ভিন্নতাকে দাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের আলোকে দেখিয়া আমরা কি কোন প্রকারে একটা নিম্পত্তি করিয়া

ফেলা উচিত বলিব ? কথনই নহে। ইহা কেবল তাঁহাদিগের মধ্যে ভিন্নতা, বাঁহাদের একদল যাহা স্থীকার করেন, তদম্পারে কার্য্য করেন, আর একদল কেবল স্থীকারমাত্র করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, প্রথম দল অগ্রসর হইবে এবং শ্রেষ্ঠগণের নিকটে বিতীয় দলের শিক্ষা করা উচিত, এবং শিক্ষা করিয়া ভিন্নতা দূর করা তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য। সহব্যবস্থানসথদ্ধে এইরপে মীমাংসা হইতে পারে,—সমাজকে হুই বিভাগে বিভক্ত করা হউক, এক বিভাগে উষ্টিগণ উপাসনাব্যয়নির্ব্বাহার্থ যে বিশেষ দান পাইবেন, তদ্বারা ইষ্ট সম্পত্তির কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন; আর এক বিভাগে ব্রাহ্মগণের সভা ধর্মবিস্থারের জন্ম যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, সেই অর্থ প্রকাশ্যে মনোনীত কর্মচারিগণ বারা তংকার্য্যে ব্যয়, এবং ইহার সম্পায় কার্য্য নির্ব্বাহ করাইবেন। এইরপে হুই বিভাগ নিজ্ঞ নিজ্ঞ অর্থ ও কার্য্যনির্ব্বাহ সম্বদ্ধে পৃথক্ থাকিবে।

"ব্যাহ্মসমাজের মধ্যে বর্ত্তমানে যে সংগ্রাম চলিতেছে, উহাতে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, এবং যে কিছু ঈর্ষা, ব্যক্তিগত মনোবেদনা এবং দিলাদলির ভাব আছে, সাধারণের কল্যাণ ও কার্য্যের একতায় ঐ সকল গ্রন্থ হইবে। ব্যাহ্মসমাজ এখন একটি শক্তি হইয়াছে, এবং উহা শীঘ্রই ভারতের জাতীয় মণ্ডলী হইতেছে এবং এ কথা বলা অধিকন্ত যে, যাহারা ইহার শক্তি থকা অথবা ইহার উন্নতি অবরোধ করিতে উন্থত হইবে, তাহাদিগকে অবমাননাজনক পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে।"

প্ৰতিনিধিসভাৰ বিভীয় অধিবেশন

আমরা এই লেগাতে দেখিতে পাই, ভাবী বিচ্ছেদনিবারণজন্ম কেশবচন্দ্র একমাত্র উপায় স্থির করেন যে, উষ্টাগণ সম্পত্তি রক্ষা, এবং ত্রাহ্মপাধারণ উাহাদিগের মনোনীত ব্যক্তিগণযোগে দর্মবিস্থারের ভার গ্রহণ করিয়া, পরস্পরের মধ্যে সম্ভাব ও মিলন রক্ষা করেন। তিনি এই লক্ষ্য করিয়াই 'ত্রাহ্ম-প্রতিনিধিসভা' স্থাপন করেন এবং তাহার কার্য্য দৃঢ়তার সহিত চালাইতে থাকেন। প্রথম প্রতিনিধিসভায় আগামী সভাতে নিয়ম উপনিয়ম সকল স্থির হইবার কথা ছিল, তদম্সারে ১৩ই অগ্রহায়ণ (১৭৮৬ শক; ২৭শে নবেশ্বর, ১৮৬৪ খুঃ) রবিবার অশাণাহে কলিকাতা ত্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়ত্তলগৃহে প্রতিনিধিসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয় এবং উহাতে নিম্নলিধিত নিয়মগুলি দ্বিরীকত হয়।(১)

- ১। বিবিধ উপায়ে বাহ্মধর্ম প্রচার করা এই সভার উদ্দেশ্য।
- ২। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরা এই সভাব সভ্য হইবেন।
- ৩। যে ব্রাক্ষমাজের অন্ততঃ পাঁচজন ব্রাক্ষ সভাশ্রেণীভূক ইইয়াছেন এবং যে সমাজসহদ্ধে অন্ততঃ মাদে একবার প্রকাশ্তরপে ব্রন্ধোপাসনা হয়, সেই সমাজ প্রতিনিধি নিয়োগ ক্রিতে পারিবেন।
- ৪। রাক্ষসমাজের সভ্যেরা অধিকাংশের মতে যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করিবেন, তিনি বা তাঁহারা সেই সমাজের প্রতিনিধি বলিয়া গণা হইবেন।
- ৫। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পাঁচজন ও অন্যান্ত ব্রাহ্মসমাজের এক এক
 খন প্রতিনিধি নিয়োগ করিবার অধিকার থাকিবে।
- ৬। ব্রাহ্মধর্মবীজে বিখাস না থাকিলে ও অন্যন বিংশতি বৎসর বয়:ক্রম না হইলে, কেহ প্রতিনিধিপদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন না।
- १। কার্ত্তিক, মাঘ, বৈশাথ ও প্রাবণ মাসের দ্বিতীয় রবিবারে দিবা তিন
 ঘন্টার সময়ে সভার অধিবেশন হইবেক। কার্ত্তিক মাসের সভাতে স≈াদক
 গত বংসরের কার্যাবিবরণ সভাদিপকে অবপত করিবেন এবং সভোরা আগানী
 বর্ধের জন্ম সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত করিবেন।
 - ৮। প্রতিনিধি না হইলে কেহ সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইবেন না।
- >। সভাস্থ সভাদিগের অধিকাংশের মতে সকল বিষয় ধার্য হইবেক; সভাদিগের ছুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে, যে পক্ষে সভাপতি মত দিবেন, সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক।
- ১০। দশটি রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি একতা না হইলে, সভার কার্য্য আরম্ভ হইবেক না।
- ১১। ন্যন কল্পে দশজন সভোর মত হইলে সম্পাদক বিশেষ সভা আহ্সান করিবেন।
 - ১২। সভাব্যতীত ব্রাহ্মমাত্রেই স্ডাতে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, কিন্তু

^{ে (}১) ১৭৮৬ শব্দের, অগ্রহারণ মাসের "ধর্মতত্ত্ব" পরিকা জটবা।

প্রস্তাবিত কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না। অস্ত-ধর্মালম্বীরা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

১৩। এক সভায় যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইবেক, তাহার পর সভায় উহা বিচারিত ও ধার্য্য হইবেক।

১৪। ধর্মবিষয়ক মত সইয়া এ সভাতে তর্ক হইবেক না।

অগ্রহায়ণ মাদের মধ্যভাগে এই প্রকারে 'রাদ্ধপ্রতিনিধিসভা' নিয়মাদি প্রণয়ন করিয়া স্থান্ট ভূমিতে স্থিরভা লাভ করিলে, টুঞ্টপণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতা রাদ্ধসমাদ্ধ-সংক্রান্ত টুট সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিলেন, কার্যানির্বিহার্থ সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক নিয়োগ করিলেন; কেশবচন্দ্র অগত্যা সম্পাদকের পদ পরিভ্যাগ করিলেন। কেশবচন্দ্রের পদভ্যাগনিবদ্ধন অধ্যক্ষণভা শ্রীযুক্ত প্রভাপচন্দ্র মজুমদারকে সম্পাদক ও প্রচারের ভন্তাবধানাদি কার্য্যে নিয়োগ করেন। এই সকল যে ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের নিভান্ত অপ্রিয় কার্য্য হইতে লাগিল, ভাহাতে আর কোন সম্পেহ নাই।

প্রতিনিধিসভার তৃতীয় অধিবেশন ও সংগ্রামের স্ক্রপাত

২৬শে কেব্রুয়ারী (১৮৬৫ খু:) (১৬ই কান্তন, ১৭৮৬ শক) ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। বলিতে হইবে, এই অধিবেশন সংগ্রামের স্ক্রুপাত। সভার অধিবেশন হয়। বলিতে হইবে, এই অধিবেশন সংগ্রামের স্ক্রুপাত। সভার অধিবেশন হয় কিলে আদ্মান্ত নিন্নতল গৃহ ট্টাগণের নিকটে
প্রার্থনা করাতে, তাঁহারা গৃহ দিতে আদ্মান্ত হন। অগত্যা চিংপুর রোজে
ভূতপুর্ব হিন্দুমিট্রোপলিটনকলেজগৃহে উহা আহত হয়। সভার সভাপতির
শ্রাম্কু কেশবচন্দ্রকে অর্পণ করাতে, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার
করেন। স্ব্রিস্মান্তিতে শ্রীযুক্ত উনানাপ গুপু সভাপতির আদন গ্রহণ
করেন। অব্যক্ষ এবং সমাজের কর্মচারিগণ ব্রাহ্মসাধারণের অন্থমতি
ব্যতিরেকে টুট্টাগণের হল্তে কেন কার্যাভার অর্পণ করিলেন, তাহার হেতু প্রদর্শন
এবং ভবিশ্বতে সমাজের সহবাবস্থান কি হইবে, তাহা দ্বির করিবার নিমিত্ত
সভা আহ্বান করিবার জন্ত, কলিকাতান্থ ত্রিশঙ্কন ব্রাহ্ম স্বাহ্মর বিরার
সম্পাদককে পত্র লেখেন, সভাপতি তাহা পাঠ করিলেন। অনম্বর প্রভাকর,
ক্ষেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, এবং ইণ্ডিয়ান ভেলিনিউনে বর্ত্তমান সভার আহ্বানবিষয়ে
বে বিক্কাপন দেওয়াহ্য তাহা পঠিত হইয়া উপস্থিত সভাগণকে কার্যারম্ব

করিতে বলা হয়। সম্পাদক প্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাকে অবগত করিলেন, সভাপতি সভার আহ্বানার্থ যে পত্র পাঠ করিলেন, উহার মূল পত্র কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নিম্নতল গ্রহ সভার অধিবেশননিমিত্ত ব্যবহার করিবার প্রার্থনায়, ট্ষ্টিগণের নিকটে উপস্থিত করিবার জ্ঞা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেননাথ সাকরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সম্পাদকের নিকট হইতে তাঁহার পত্তের এই উত্তর পাইয়াছেন যে, আদ্দ্রমাজগৃহ ঈদ্শ সভার উপযোগী নয়, এবং সমাজের সহব্যবস্থান নির্ণয় করিবার জন্ম আন্দর্গণের কোন অধিকার নাই। বাব ঠাকবলাদ দেন জিজ্ঞাদা করিলেন, দাধারণ খাঁহাদিগকে অধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়াছেন, এবং সম্পত্তিসম্পর্কীয় কার্য্যনির্ব্বাহন্তর যথাবিধি ভার অর্পণ ক্রিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণকে না জানাইয়া কেন আপনারা তাড়াতাড়ি সম্পত্তি ছাডিয়া দিলেন। সভাপতি স্বয়ং এক জন অধাক। তিনি ইহার এই উত্তর দিলেন যে, অধাক্ষগণ সমাজের উট সম্পত্তির মহিত সম্বন্ধ ত্যাগ कविशास्त्रज्ञ. किन्न माधातरायत निकरते जांशामिरगत माश्चि-त्याय विलक्षण चारह, এবং তাঁহার। প্রচারবিভাগের কার্য্য এখনও করিতেছেন। যে সম্পত্তি ও ধনে উষ্টিগণের অধিকার, তাহা ছাডিয়া দেওয়াতে তাঁহাদিগের কোন দোষ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র দেন গারোখান করিয়া, কলিকাতা সমাজের সংস্থাপনকাল হইতে আজ পধ্যন্ত উহার কি প্রকার সহবাবস্থান ছিল, বিস্তৃতরূপে তৎসম্পর্কীয় বিবরণ সভাকে এই জন্ম অবগত করিলেন যে, তাঁহারা উহা অবগত হইয়া প্রতীকারার্থ কি উপায় গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা শ্বির করিতে পারেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সার এই,—কোন প্রভেদ না করিয়া সকল প্রকারের লোক একমাত্র অন্বিতীয় ঈশবের পূজা ও আরাধনা করিবেন, এজন্ম ১৭৫১ শকে (১৮৩০ খঃ) রাজা রামমোহন রায় সমাজগৃহ স্থাপন করেন, এবং বৈকুঠনাথ রায়, রমাপ্রসাদ এবং রমানাথ ঠাকুরকে ট্রন্থী নিয়োগ করেন। যদিও শেষে উহার নাম কলিকাতা রাজসমান্ধ হইয়াছে, উষ্টতীত অন্থ্যারে রাজসাধারণ সহ এই সমাজকে একীভৃত করিবার কোন হেতুনাই; কেন না সমাজগঠন অনেক পরে ইইয়াছে। অধিকন্ধ প্রথমতঃ যে সকল ট্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের এক জনও রাজ্ম নহেন।

বস্তুতঃ রামমোহন রায় যে সমাজ স্থাপন করিয়া যান. ভাষাতে সকল ধর্মের লোকেরই পূজা করিবার অধিকার ছিল। ইহা এত উদার যে, কোন এক দলের নিজস্ব হইতে পারে না। সময়ে ত্রবোধিনীসভা স্থাপিত হইল, এবং এই সভাই আহ্মদল সংগঠন করেন। ইহাদিগের মতপ্রচারজন্ম তত্তবোধিনী-পত্রিকা প্রচারিত এবং মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। ইহাদিগেরই ত্রাবধানসময়ে রান্মোহন রায়ের স্মাজের নাম বাদ্ধস্মাজ হয় এবং ইহাতে ব্রাক্ষাসমষ্টি বুঝায়। যথন তব্বোবিনীবভা উঠিয়া যায়, তপন ইহার সমুদায় সুম্পত্তি সমাজগুহের টুষ্টিগুনের হত্তে সমর্পিত হয়। ১৭৮১ শকের (১৮৫৯ খৃঃ) বিশেষ সভায় যে নির্দ্ধারণ খারা এই সম্পতি হস্তান্তর করা হয়, সেই নির্দ্ধারণ কেশবচন্দ্র পাঠ কবিলেন। থেই সময় হইতে কোন একটী সভা দারা কার্যানির্ব্বাহ হইরা আনিতেছে। ইচাদিগের বার্ষিক সভায় যে অধ্যক্ষ ও কর্মচারিগণ নিযুক্ত হন, তাঁহারাই কাল্য নির্দাহ করিয়া থাকেন। বর্তমান পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্দের তত্ত্বোধিনীপত্রিক।, উপাধনাস্থান, অধাক্ষ, আচার্য্য, ধন সম্পত্তি লইয়া বে আক্ষমনাজ, সে আক্ষমনাজে আক্ষমাধারণ ব্ঝাইত। এইরূপে সমাজের কার্যা কুশলে অধ্যক্ষণণ কর্ত্তক সম্পাদিত হুইয়া আদিতেছিল, এবং দিন দিন উহার উন্নতি হইতেছিল, ইতিমধো টুষ্টিগণ হঠাং সমাজের সমুদায় সম্পত্তি হাতে লইলেন, এবং সাধারণের অধিকার অস্বীকার করিয়া কার্যনির্বাচার্য আপনারা কর্মচারী নিয়োগ করিলেন। বর্ত্তনানের জন্ম তত নয়, ইহার ভবিশুংকলের জন্ম কেশবচন্দ্র চিস্থিত। বামমোহনরায়কত উইছীছে ট্রী ব্রান্ধ হইতেও পারেন, না হইতেও পারেন। এমতখলে ব্রান্ধ্যাধারণকে কার্যানির্কাছ করিতে না দিয়া, টুষ্টিগণের সমগ্র ভার গ্রহণ কেবল যে ফলে মন্দ তাহা নয়, উহা অভায়। অপিচ ইহা ভাবিতেও তাঁহার বিবেকে ও ক্লমে আঘাত লাগে। সমাজের সভাগণের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল যে, জাঁহাদিগের বিবেকাত্র্যায়ী ভাঁহারা কার্যানির্ন্ধাহ করিবেন এবং তজ্জ্য তাঁহাদিগের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিবেন। অহা দিকে টুঞ্চিগণের হস্তে যে সম্পত্তি ক্রম্ভ আছে, তংসম্বন্ধে তাঁহারা যে প্রকারে কার্যানির্কাহ করা ভাল भरन करवन कविरवन। धनि **ऐष्ठिशश স**भारकत मन्लिखिरियप्रक शांसनस्वरक বান্ধসাধারণকে কোন অংশে অধিকার না দিতে কুতসঙ্কল হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এই মত যে, রাক্ষদাধারণ ধর্মদম্পর্কীয় দম্দায় কার্য্যের ভার আপনারা গ্রহণ করিয়া, উষ্টদম্পত্তি উষ্টিপণের হাতে ছাড়িয়া দেন। যে মর্মচ্ছেদকর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা তাঁহার বিবেচনায় ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই। এতদ্বারা রাক্ষদমান্ত তুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে, উহার এক বিভাগে উষ্ট সম্পত্তি, অন্ত বিভাগে রাক্ষদাধারণ এবং ধর্মপ্রচারার্থ অর্থ ও দান। এই অভিপ্রায়ে তিনি এই প্রতাব উপস্থিত করিতেছেন:—

বেহেতুক কলিকাত। ব্রাহ্মসমাজের ট্রন্টসপত্তির ট্রিটিগণ তাঁহাদিগের নিজ হত্তে উক্ত সম্পত্তির কার্যানির্কাহভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্ম- সাধারণকে তাহার শাসন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব এই সভার মতে ইহা একান্ত অভিলধণীয় যে, সমাজের দাতা ও সভাগণ সমবেত হয়েন, এবং ব্রাহ্মধর্মপ্রচারার্থ যে দান প্রদত্ত হয়, তাহা তাঁহাদিগের অভিপ্রায়াম্বসারে ব্যয় হইবার জন্ত নিয়ম এবং সভার সহবাবস্থান স্থির করেন।

এই প্রস্থাব উপস্থিত হইলে. এই বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইল যে, সমাজ-গৃহ এবং সমান্ত্র বা ব্রাহ্মমণ্ডলীকে এক বলিয়া গ্রহণ করা, এবং ব্রাহ্মসাধারণের অধিকার ও মতামত উপেক্ষা করিয়া সমাজের সমুদায় কার্য্যের শাসন সম্পূর্ণরূপে আপনাদিণের হত্তে গ্রহণ করা, ট্রষ্টিগণের উচিত হইয়াছে কি না? শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রদেন তথন উপস্থিত সভাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্ৰাহ্মসমাজ বলিতে কোন একটি গৃহ না বুঝিয়া, তাঁহার৷ কি এমন একটা মণ্ডলী ব্যেন, যাহার তাঁহারা সভা, স্বতরাং তাহার কার্ঘানির্কাহ করিবার সম্পূর্ণ ভার তাঁহাদিগেরই উপর? সকলে তাঁহার অভিপ্রায়াত্বরূপে প্রশ্নের উত্তর দান করিলে, তিনি বলিলেন, তবে আর রুণা বাধিতগু না করিয়া, ঘাহাতে ভবিদ্যতে সমাজের কল্যাণ হয়. সকলে তাহারই উপায় চিস্তা করুন। টুষ্টিগণ টুষ্টসম্পত্তির কার্যানির্ব্বাহ করুন; তাঁহারা ভাতভাবে মিলিত হইয়া স্বাধীনভাবে ভবিশ্বতে যাহাতে কার্য্য করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করুন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের উত্থাপিত প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইলে, সূত্র জন এই নির্দারণামূদারে সভাশ্রেণীতে ভক্ত হইবার জন্ম আপনাদিগের নাম অর্পণ করেন। অবশেষে নিমলিখিত নির্দারণগুলি যথানিয়ম নির্দারিত হয়:---

- ১। যে সকল আক্ষদমাজের প্রতিনিধি গৃহীত হইবেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বার্ষিক অন্যন ছয় টাক। করিয়। এই সভায় দান করিতে হইবে।
- ২। বাঁহারা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভা হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা সম্পাদকের নিকটে তদ্বিয়ে আবেদন প্রেরণ করিবেন। বাঁহারা বংসরে অন্ন এক টাকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে দান করিবেন, তাঁহার। সভা হইতে পারিবেন।
- থাতিনিধিসভার কার্যানির্বাহের জন্ম পাঁচ জন অধাক্ষ এবং একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।
- ৪। প্রত্যেক বংসরের বৈশাথ মাসে একটা সাধারণ সভা হইবে, যাহাতে আগামী বর্ধের জন্ম অধিকাংশের মতে কর্মচারিনিয়োগ হইবে।
- ব। বথন কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইবে, অধ্যক্ষগণের মতায়ুদারে

 সম্পাদক প্রকাশ পত্রিকায় বিশেষ সভা আহ্বানের জয় বিজ্ঞাপন দিবেন।
 - ৬। ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের জন্ম অধ্যক্ষণণ উপযুত্ত উপায় অবলম্বন করিবেন।
 - গ। আগামী বর্ধের জন্ম নিয়লিণিত বাক্তিগণ কর্মচারী নিয়্ক হয়েন।
 শীয়্ক বাবৃ তারকনাথ দত্ত বিএ, বি, এল্।
 শীয়্ক বাবৃ দেবেশ্রনাথ চাকুর (পাতৃরিয়া ঘাটার)

শ্ৰীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ।

श्रीयुक्त वाव् विषयक्रमः शासाभौ।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

অধাক।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

সম্পাদক।

শীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত বলিলেন, সভার কার্গ্যের সহিত ঠাছার সম্পূর্ণ সহাস্থভৃতি আছে এবং সভাগণের স্বাধীন ভাবে কাণ্য করিবার জন্ত সভাস্থাপনও তিনি সম্চিত মনে করেন; কিন্তু তিনি এ কথা না বলিছা থাকিতে পারিতেছেন না যে, সমাজ টুষ্টেগণের নিকটে কত ঋণী এবং শীযুক্ত বাবু দেবেজ্ঞনাথ ঠাকুরের পরিশ্রম অধ্যবসায় উৎসাহ ব্যতিরেকে আক্ষমমাজ

বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা কথনই লাভ করিতে পারিত না। এ কথার উত্তর প্রদত্ত হয় যে, টুষ্টিগণ কেবল সম্পত্তিরক্ষক, তাঁহাদিগের নিকটে সমাজ কোন বিষয়ে ঋণী নহেন। প্রধানাচার্যকে সকল ব্রাক্ষই ধন্তবাদ অর্পণ করিবেন, এবং সমাজের কল্যাণার্থ তাঁহার নিঃস্বার্থ যত্ন ও অধ্যবসায়ের জন্ত সকলেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। , শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত টুষ্টী এবং প্রধানাচার্য্য উভয়কে এক করিয়া ফেলিয়াছেন, বস্ততঃ তাহা নহে। টুষ্টী রাজবিধি অঞ্সারে নিযুক্ত লোক, আচার্য্য ধর্ম্মোপদের্ট্টা। এ সভা টুষ্টিগণের আবিপত্য অস্বীকার করিলেও, আচার্য্যর প্রতি কোন প্রকারে বাধ্যতা অস্বীকার করেন না। শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বলিয়া কার্য্যে দোষারোপ করিলেন যে, তিনি মনে করেন, এই সভায় অনেক জ্ঞানী ব্রাদ্ধ উপযুক্তরপ বিজ্ঞাপন না পাইয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই; অতএব তিনি এই প্রভাব করেন যে:—

যেহেতুক রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিগণের অনেকে উপস্থিত না হওয়াতে বর্ত্তমান সভা অপূর্ণ; অতএব শ্রীযুক্ত প্রধানাচার্যাকে অফ্রোধ করা হয় যে, তিনি উপযুক্তমতে বিজ্ঞাপন দিয়া সভা আহ্বান করেন।

এই প্রস্তাব পোষকতানস্তর অধিকাংশের প্রতিরোধজন্ম নির্দারণে পরিণত হয় না। বর্ত্তমানসভার উপযুক্তমত প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া যথন সমৃদ্য সভাকে আহ্বান করা হইয়াছে, তথন কয়েকজন জ্ঞানী প্রাচীন রান্ধ উপস্থিত হয়েন নাই বলিয়া সভার কার্য্য অস্বীকার করা যাইতে পারে না, অনেকে সভাস্থলে এইরূপ নির্দারণ করেন। অনস্তর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে এইরূপ বলেন,—বিরোধের সময় হইতে তাঁহার বিকদ্ধে যে সকল অভিযোগ উল্লিখিত হইয়াছে, তজ্জন্ম বিতর্ককালে তাঁহাকে লক্ষা করিয়া যে সকল কথা উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জন্ম তিনি ছঃখিত। তবে তিনি এ সকলের জন্ম প্রস্তুত্ত আছেন। তিনি সভাকে এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহার যে কোন ন্যুনতা থাকুক, তিনি নিঃস্বার্থভাবে সমাজের দেবা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে তিনি যে অবস্থায় অবস্থাপিত, তাহাতে তাঁহার ভৃতকালের পরিশ্রমসম্পর্কে বিবেকের অন্থ্যোদনই যথেই পুর্বুগ্র। অনস্থর তিনি সভাকে অবগত করিলেন যে, তিনি বাধ্য হইয়া

সমাজের আচার্য্য ও সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়ছেন, এখন তিনি সামাল্য প্রচারকের ব্রতে আপনার জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। এতদ্বারা তিনি আপনার যাহা যথার্থ কার্য্য মনে করেন, তাহা নির্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের বিনীত ভৃত্য হইয়া স্বাধীনভাবে পরিশ্রম করিবেন। যেরূপ অন্ধ্রপত্ত কেন তিনি হউন না, দেশের কল্যাণের জ্বন্থ তিনি যে পরিশ্রমে নিযুক্ত হইবেন, কুপাময় ঈশ্বর সে পরিশ্রম আশীর্ম্বন্ত করিবেন, এবং সত্যের পক্ষসমর্থনার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে তাঁহার সহাম হইবেন।

ব্রাহ্মবদুসভার বিশেষ অধিবেশন

এপ্রেল মাদের (১৮৬৫ খৃঃ) প্রথম দিবদে শনিবারে কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুর অন্থরোধে আক্ষবন্ধুনভার বিশেষ অদিবেশন হয়। এই সভার কাষা ইংরাজী ভাষায় নির্কাহ হইয়াছিল। ইহাতে (১) প্রার্থনা, (২) হিন্দু মুদলমান খ্রীষ্ট পর্ম্মণাস্থ হইতে প্রবচন-পাঠ, (৩) শ্রীষ্ট দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাপ্যানের ইংরাজী অন্থবাদ, (৪) ঈশবের কর্তুম, মন্থুয়ের ভাতৃত্ববিষয়ে শ্রীষ্ট কেশবচন্দ্র দেন কর্তৃক উপদেশ, (৫) স্থীত—পোপকৃত বৈশ্বনীন প্রার্থনা—হয়। এই স্থীতে উপস্থিত ইউরোপীয়গণ মাহায় করেন। এই সভায় কয়েক জন ইউরোপীয়, এক জন মান্দ্রাজী এবং অনেকগুলি বান্ধালী উপস্থিত ভিলেন। শ্রীষ্ট কেশবচন্দ্র সেনের উপদেশে স্কলের চিত্ত প্রাত্থের দিকে বিশেষ আক্রপ্ত ইইয়াজিল।

প্রতিনিধিসভার চতুর্থ অধিবেশন

২৬শে বৈশাগ (১৭৮৭ শক; রবিবার; ৭ই মে, ১৮৬৫ খৃঃ) ব্রাক্ষাদিগের সাধারণ প্রতিনিধিসভার চতুর্থ অধিবেশন হয়।
ব্যাক্ষামাজের অন্তর উষী শীঘুক বাব দেবেল্যনাথ ঠাকুর মহাশ্য ব্রাক্ষামাজগৃহে স্থানদানে অসমত হওগাতে কলিকাত। কলেজের তৃতীয়তল গৃহে' হয়।
শীঘুক কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির পদে বৃত্তহন। সভার অয়োদশ নিয়মান্ত্রারে পূর্বে সভার প্রত্যাব সকল বিচারিত ও ধার্য হইবার পূর্বে, সম্পাদক যে যে
ব্যাক্ষমাজ প্রতিনিধিসভায় বান্ধবর্মপ্রচারার্থ দান করিতে স্বীকৃত ইইয়াছেন,

১৭৮৭ শক্ষের ক্যেট্যালের "ধর্মত্বে" চতুর্ব অধিবেশনের বিস্ত বিবরণ এটবা।

ভাঁহাদের নাম ও বার্ষিক দানের সংখ্যা সভাদিগকে অবগত করেন। ভাগলপুর
প্রভৃতি পঞ্চদাটি সমাজ বার্ষিক যে দান করিতে স্বীকার করেন, তাহাতে পাঁচ
শত আটগ্রিশ টাকা প্রচারে আয় দৃষ্ট হয়; এতদ্বাতীত আয়ও চারিটি সমাজ
দান করিতে স্বীকার করিয়া অর্থসংখ্যা প্রকাশ করেন নাই। এই সভাম পূর্ব
সভার দ্বিতীয় প্রভাব রহিত হয়, চতুর্থ প্রভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া দ্বির হয়;—
"সভাগণের মতাহুসারে সম্পাদক ও তাঁহার সহকারী সকল কার্য্য নির্কাহ
করিবেন।" এই সভায় এই তুইটি অতিরিক্ত নির্কারণ হয়:—

- ১। ব্রাক্ষদমান্তের সহিত প্রতিনিধিসভার সম্বন্ধ এই, সকল ব্রাক্ষদমান্তের প্রচারক প্রতিনিধিসভার প্রচারক বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহার। তাঁহাদের প্রচারের কার্যবিবরণ প্রতিবর্ধে এই সভায় প্রেরণ করিবেন।
- ২। ব্রাক্ষধর্মপ্রচারার্থ যে কোন ব্রাক্ষসমাজ যাহা কিছু দান করিবেন, ভাহা প্রভিনিধিসভায় জমা হইবে এবং ঐ টাকা প্রচারকদিগের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে।

সাহৎস্থিক সম্ভার অধিবেশন

বেলা ৪॥ টায় এই সভা (প্রতিনিধিসভা) ভঙ্গ হইয়া, তংপর সাদংসরিক সভার অধিবেশন হয়। উহাতে বার্ষিক প্রচারবিবরণ ও আয়বায়বিবরণ পঠিত হয় এবং পূর্ব্ধবর্ধের কর্মচারিগণ আগামী বর্ধের জন্ম কর্মচারী স্থিরতর থাকেন। "সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্ধে সভাপতি শীয়ৃক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন অধ্যক্ষ মহাশমিদিগকে আগামী বর্ধে আরও অধিক মত্রের সহিত কার্য্য করিতে অফ্রোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, এ বংসর সভাসংখ্যার্দ্ধির জন্ম বিশেষ চেট্টা হয় নাই, যাহাতে আগামী বর্ধে সংখ্যার্দ্ধি হয়, ভদ্বিয়য়ে সকলেই মনোযোগী হইবেন। পরে তিনি প্রচারকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ঈশর তাহাদিগের হত্তে রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের গুরুত্ব ভার অর্পণ করিয়াকহিলেন, ঈশর তাহাদিগের হত্তে রাহ্মধর্মের উন্ধৃত্ব ভার অর্পণ করিয়াকহিলেন। তাহাদের মন্ত্রের উপর রাহ্মধর্মের উন্ধৃত্ব ভার অর্পণ করিয়াছেন। তাহাদের মন্ত্রের উপর রাহ্মধর্মের উন্ধৃত্ব হবৈ। তাহারা চরিত্রেকে বিশুদ্ধ করিতে সর্ব্ধদাই সমত্ব থাকিবেন। যেন তাহাদের চরিত্রে কেহ কণামাত্রও দোষ দেখিতে না পায়। তিনি এখনও বলিতে পারেন না, তাহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন; তাহারা আরও ত্যাগ্রীকার কর্মন। পরে তিনি সাধারণ রান্ধদিগকে কহিলেন, তাহারা যেন কথন বিশ্বত

না হন যে, তাঁহারা প্রচারকদিগের নিকট কর্ত্তব্য ঋণে আবদ্ধ। বাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্ত শরীর মন প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারেরা যদি অন্নাভাবে ক্লেশ পান, তাহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর নাই।(১) অতএব সাধারণ ব্রাহ্মেরা প্রাণপণে তাঁহাদিগের অভাব সকল মোচন করিতে চেষ্টা করুন। অতঃপর ব্রাহ্মধর্মের উন্নতিনিমিত্ত সভাপত্তি মহাশয়ের নিংস্বার্থ যত্ন ও প্রাণপণ পরিপ্রমের জন্ত সকলে তাঁহাকে ধ্রুবাদ করিলেন এবং রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সভা ভক্ষ হইল"।(২)

श्रधानाहाद्यात निक्र वाद्यपन्नव

জ্যৈষ্ঠ মাদের ধর্মতত্ত্বে এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন বাহির হয়;—

"৯ই শ্রোবণ (১৭৮৭ শক) রবিবার (২৩শে জুলাই, ১৮৬৫ খৃ:) অপরায় ৩ ঘটিকার সময় সিন্দ্রিয়াপটিস্থ মৃত গোপালচন্দ্র মিলকের বাটীতে (৭৭ সংখ্যা) শ্রীমৃক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন 'ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্ম কলিকাতা-বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে' তদ্বিয়ে এক ইংরাজীতে বঞ্চতা ক্রিবেন।

সম্পাদক।"

এই প্রকাশ্য বক্তৃতা হইবার পূর্ব্বে মহাপরিবর্ত্তন সম্পৃষ্থিত হয়, এই সকল পরিবর্ত্তন লিপিবদ্ধ হওয়া একাস্থ প্রয়োজন। এগুলি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে, আদ্দাধারণকে স্বাধীনভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম ক্রমাধ্য যতই যত হইতে লাগিল, চারি দিকের আদ্দমান্দ্র হইতে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সহাহভৃতি করিয়া প্রাদি আসিতে লাগিল, এবং প্রচারে দানসংখ্যা ক্রমে ফীত হইয়া উঠিল (৩), তত্তই ধর্মপিতা দেবেক্সনাথের

⁽১) আমরা এই সকল এবং পরবর্তী সভার শ্বিরণে দেখিতে পাই, প্রচারকবর্গের সহিত বঙ্গীর এবং মঙ্গাীর সহিত প্রচারকবর্গের কি প্রকার সম্মন্ধ, কেশবচন্দ্র নিরত অনুভব করিতেন। তিনি প্রচারকবর্গের লক্ত অকু ঠিতভাবে আগনি ভিকা পর্যন্ত করিয়াছেন। আমরা বে সম্মের গুৱান্ত বিধিতেতি, এই সময়ে প্রচারকসংখ্যা যদিও অধিক ছিল না, তাহাদিগের অকুন্তির অনুরাগ, অধ্যবসার এবং প্রচারে পরিপ্রম চির্দিন প্রসিদ্ধ থাকিবে।

⁽ ২) ১৭৮৭ শক্ষের আঘাঢ় মাদের ধর্মতক্ জটবা।

⁽০) আম্বা :লা জুলাইরের (১৮৯৫খু: মিরারে দেখিতে পাই আট্ শত সাতচলিপ টাকা দান ধীসূত হইবাছে।

চিত্ত ক্রমে কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সমাজের কার্য্যপ্রশালী পরিবর্ত্তন, তদভাবে স্বতন্ত্র দিনে উপাদনা করিতে দেওরার প্রার্থনা করিয়া, ১৭৮৭ শকের ১৯শে আঘাত (২রা জুলাই, ১৮৬৫ খৃঃ) কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বর্দ্দাণ নিম্নলিখিত আবেদনপত্র ইষ্টা ও প্রধানাচার্য্য প্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন;—

"শ্রদ্ধাপ্সদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ব্রাক্ষসমাজের টুষ্টী ও প্রধান আচার্য্য মহাশয় সমীপেষু।

"বিহিত্সম্মানপুরংসর নিবেদন,

"ক্ষেক বংসরাব্ধি ব্রাক্ষ্মাজের যেরূপ উন্নতি হইয়। আসিয়াছে, তদ্দর্শনে जानगात्वतरे क्रमग উल्लाटन भून रहेबाटर, अवर देशाट स्थातत करना अ সতোর মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকেই ব্রান্ধণর্মের প্রতি সমধিক অমুরক্ত ছইয়াছেন। এই উন্নতি সমগ্র ও জীবস্ত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। চতদিকে নেশ বিদেশে বান্ধাৰ্মের সতা সকল ধাবিত হইতেছে; যুবা বৃদ্ধ, नव नावी. निर्देन प्रथम, ज्ञानी ७ ज्ञानशीन, प्रकल श्रकांव लाटकरे रेरांव गवनापन হইতেছে, ব্রান্সের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং ব্রাহ্মসমাজের শাখা প্রশাখা নানা স্থানে সংস্থাপিত হইতেছে। আক্ষথর্মের ব্যাপ্তির সঙ্গে সংগে ইহার গভীরতারও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা যেমন অধিকতর লোককে এক বিশাসস্থকে এথিত করিতেছে, তেমনি আবার প্রত্যেকের জীবনে গভীরতররূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জ্ঞানোন্নতি, প্রীতির বিকাশ, চরিত্রোৎকর্ম, সামাজিক সংস্থার ও ধর্মপ্রচার, দকল বিষয়েই উন্নতি দেদীপ্রমান। কিন্তু আপনার নিকট এ বিষয় বিস্তারিতরপে বর্ণন করা অনাবশ্রক। আপনি স্বয়ং যেরপ অপ্রতিহত অমুরাগ ও যত্নসহকারে প্রায় ত্রিশ বংসর ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহাতে এপনকার উন্নতি যে আপনার পক্ষে বিশেষ আনলকর, তাহা আমরা সহজেই অম্বভব করিতেছি। আপনি কত সময়ে আনন্দের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'আমি আশার অতীত ফল লাভ করিয়াছি।'

"এই উন্নতির স্রোত হইতেই বর্ত্তমান বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কার্য্যপ্রণালীর প্রতি অসম্ভুট হইয়াছেন। এই অসস্তোষই একশকার বিবাদের মূলীভূত কারণ। এ বিবাদ আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা কোন মতেই বিশায়কর ব্যাপার নহে। পরিবর্তনের সময় এক্লপ বিবাদ বিদংবাদ সর্বব্রই হইয়া থাকে, এ সময়ে পুরাতন ও নৃতন ভাবের সংঘর্ষণ হয়, উভয় পক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা হইতে তর্ক বিতর্ক ও কলহ বিবাদ উপস্থিত হয়: কিন্তু অবশেষে ঈশ্ব-প্রসাদে সত্যের জয় এবং প্রকৃত কল্যানের অভ্যাদয় হয়। একণে ব্রাক্ষসমাজের প্রতি অনেকের ঘেরূপ বিরাগ ও অসম্ভোষ জনিয়াছে, তাহা কেবল এই সতাই সপ্রমাণ করিতেছে। জ্ঞানোন্নতি সহকারে ব্রাহ্মধর্মের স্বাধীনতা, উদারতা ও উন্নতিশীলতা অনেকের জনমুক্ষম হইয়াছে, এবং ইহা যে পৌত্তলিক ও সাম্প্রদায়িক মত, এবং কি দামাজিক, কি গৃহসম্বন্ধীয়, দকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহাতে তাঁহাদের প্রগাঢ় বিশাস জনিমাছে। এই বিশাসাহ্বর্ডী হইমা স্থিকিত নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই আদ্ধ্যমাজের শাসনপ্রণালী, উপাসনা-প্রণালী ও কার্যাপ্রণালী অপ্রশন্ত এবং সাম্প্রদায়িক লক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম হইয়াছেন, এবং उमरलका উरक्टेड अलानी अवनम्यत उम्र ट्रेग्साइन। वर्खमान कन्ट কোন বৈষ্ট্রিক ব্যাপার্ণস্থত নহে, ইহা স্বার্থপরতানিবন্ধন বৈরভাবমূলক নহে; ইহ। ধর্মোন্নতির জন্ম নিংস্বার্থ সংগ্রাম—ইহ। নব্য আন্দলিগের হাদিছিত বান্ধধর্মের উন্নত আদর্শের সহিত বান্ধদমান্তের পুরাতন অবস্থার বিরোধ।

"স্তরাং এ অবস্থাতে ব্রাক্ষসমাজে কতকগুলি পরিবর্ত্তন নিতাস্ত আবশ্রক। কালের উন্নত ভাবের সহিত যোগ রাখিয়া, জনসমাজের নৃতন ভাব ও নৃতন অভাব অস্থারে ইহার কার্যাপ্রনালী পরিবর্ত্তন না করিলে, ইহা অগ্রগামী লোক-দিগের অস্থ্রাগবিরহিত হইয়া স্বীয় মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে অক্ষম হইবে। ব্রাক্ষধর্ম ধেমন উন্নতির ধর্ম, ব্রাক্ষসমাজকেও সেইরপ উন্নতিশীল করা কর্ত্তরা।

"এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের অহুরোধে অগু আমরা বিনীতভাবে নিম্নলিপিত কয়েকটী প্রস্তাব আপনার উদার বিবেচনার উপর অর্পণ করিতেছি। আপনি যথাবিহিত বিধান ক্রিবেন।

"১। আহ্মসমাজের আচাধ্য বা উপাচাধ্য বা অধ্যেতা কেহ সাম্প্রদায়িক বা জাতিতেদস্তক কোন চিহ্ন ধারণ করিবেন না। "২। সাধু সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপল ব্রাফোরাই কেবল বেদীর আসনের অধিকারী হইবেন।

"৩। ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও উপদেশে আদ্ধর্মের উদার প্রশস্ত ও নিরপেক্ষভাব
প্রকাশ পাইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা বা দ্বণাস্ট্রক
বাক্য উহাতে ব্যবস্থৃত হইবে না, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্তাব স্থাপন করা
উহার উদ্দেশ্য থাকিবে।

"৪। যগপি উপাসনাসম্বন্ধে উল্লিখিত নৃতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি স্বীক্ষত না হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অস্থসারে অপর দিনে ব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা করিতে অস্থমতি দিয়া বাধিত করিবেন। ইহা হইলে উভয় দিক্ রক্ষা হইবে, এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে, তংপরিবর্গ্তে সদ্ভাব-সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে। যগপি ইহাতেও আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমাদিগকে পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপন-বিদয়ে সংপ্রামর্শ দিবেন।

কলিকাত।, ১৯শে আষাঢ়, শকান্ধ ১৭৮৭। (২রা জুলাই, ১৮৬৫ থৃঃ) নিতান্ত বশংবদ—

শ্রীকেশবচন্দ্র দেন।

শ্রীউমানাথ গুপ্ত।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বস্ত।

শ্রীমত্ত্রনাথ চক্রবর্তী।

শ্রীনিবারণচন্দ্র মৃথোপাধাায।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মন্ত্রমদার।"

"আগামী ২১শে আঘাঢ়, মঞ্চলবার, অপরাষ্ক্র ১টার সময়, এই আবেদন-পত্তের প্রতিলিপি লইয়া আমর। মহাশায়ের নিকট উপস্থিত হইব, আপনি এ বিষয়ে সম্মতি-প্রদানে আপ্যায়িত করিবেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন আমাদের মতামত ব্যক্ত করিবেন।

শ্রীউমানাথ গুপ্ত। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বহু। শ্রীযত্নাথ চক্রবর্তী। শ্রীনিবারণচন্দ্র মৃথোপাধ্যায়। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মন্ত্রমদার।"

অধানাচার্ব্যের প্রত্যুক্তর

প্রধানাচার্য্য মহাশয় এই আবেদনের প্রত্যুত্তর এইরূপ প্রদান করেন :—

উত্তংসং

"প্ৰীতিভাষন

"শীযুক বাবু কেশবচন্দ্র দেন, শীযুক বাবু উমানাথ গুপ্ত, শীযুক বাবু মহেন্দ্রনাথ বহু, শীযুক বাবু ঘহুনাথ চক্রবর্তী, শীযুক বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শীযুক বাবু প্রতাপচন্দ্র মন্ত্রাপার মহাশয় সমীপেযু-—

"मानत निर्वनन ।

"১। তোমাদের ১৯শে আষাঢ়ের পত্র পাইয়া তোমাদের অভিপ্রায় ও সেই অভিপ্রায় অফ্যায়ী প্রার্থনা অবগত হইলায়। তোমরা যে ব্রাক্ষসমাক্ষের বর্ত্তমান প্রণালীতে অসম্ভই হইয়া নৃতন প্রণালী সংস্থাপনে উন্থত হইয়াছে, ইহা ব্রাক্ষসমাজের উন্নতিরই লক্ষণ; আমিও বিলক্ষণ অবগত আছি যে, কেবল ব্রাক্ষসমাজে নয়, কোন প্রকার জনসমাজেই চিরকাল একবিধ প্রণালী প্রচলিত রাগিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া সামাজিক নিয়মের নিতান্ত বিক্রম। কালস্মহকারে মন্থয়ের অবস্থা পরিবর্ত্ত হইয়া উঠে, সেই পরিবর্ত্ত সহকারে প্রাতন শামাজিক প্রণালীও পরিবত্তিত করিতে হয়। তাহা না করিলে উন্নতির পক্ষেমনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। ব্যাক্ষসমাজে কলাপি এ নিয়মের অক্যা হয় নাই। বগন যগন যে বিষয়ের যে প্রকার পরিবর্ত্ত আবশ্রুক হইয়াছিল, সাধ্যাহিস্যারে তাহ। সম্পন্ন করা গিয়াছে, এবং একণও দেইরূপ নিয়ম চলিত্তেছে।

"২। অনেকে ব্রাক্ষধর্মকে পৌরুলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং সামাঞ্চিক ও গৃহসম্বদ্ধীয় সকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া যে প্রগাঢ় বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা আশ্রেষ্টার বিষয় নহে। এ প্রকার বিশ্বাস না থাকিলে ব্রাক্ষধর্মগ্রহণের ফললাভ হয় না। এই বিশ্বাসের অম্বন্তী ইইয়া স্থান্দিকত নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই যে ব্রাক্ষসমাজ্যের শাসনপ্রণালী, উপাসনাপ্রণালী ও কার্যপ্রপালী অপ্রশস্ত এবং সাম্প্রদায়িকলক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া তাহার সহিত যোগ রাখিতেে অক্ষম ও তদপেক্ষা উৎক্রই প্রণালী অবলম্বনে উন্মুপ হইয়াছেন এবং তন্ধিয়িত ডোমরা একত্র হইয়া

যে তিনটি (চারিটি) প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা আহলাদের সহিত বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"০। তোমাদের প্রথম প্রস্তাব এই যে, 'ব্রাহ্মসমাজের আচার্যা বা উপাচার্য্য বা অধ্যতা কোন সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদস্চক চিহ্ন ধারণ করিবেন না।' জাতিবিভাজক ও গোত্রপ্রকাশক যে সকল উপাধি, সাম্প্রদায়িক ও জাতিভেদস্চক দীপামান চিহ্নস্বরূপ রহিয়াছে, বোধ হয়, তাহা রহিত করা তোমাদের উদ্দেশ্য নয়। জাতিভেদস্চক একনাত্র উপবীতই তোমাদের প্রস্তাবের লক্ষ্য। আমি এক্ষণে এ প্রস্তাবে নানা কারণে সম্মত হইতে পারি না। যে সকল কারণে ইহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিতেছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

"৪। অফুষ্ঠানপ্রণালী প্রচার ও প্রচলিত হইবার পূর্বের বন্ধোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল: সেই সময় অবধি বাঁহারা উৎসাহপূর্বক শ্রন্ধার সহিত ব্রাহ্মনমাঙ্কে যোগ দিয়াছিলেন, এক্ষণকার কৃতাফুষ্ঠান ব্রাহ্মদিগের স্থায় তাঁহার। চুর্বিষ্ঠ তাডনা সহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং অনেককে তাহা দক্ত করিতেও হইয়াছিল। বর্ত্তমান অফুষ্ঠানপ্রণালী এবং তোমাদের ল্যায় উন্নত ব্রান্সদিগকে লাভ করা তাঁহাদেরই উৎসাহ ও আন্দোলন ও ধৈর্যের ফল। তোমরাও প্রথমে কেবল ব্রন্ধোপাদনার নিমিত্তে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলে, এবং অভাপি হয়ত তোমাদের মধ্যে এমত লোকও আছেন যে, ব্রহ্মোপাণনা বাতীত আর কিছুতেই যোগ দিতে পারেন না। পুরাতন ও নবাদিগের মধ্যে অনেকে অতাপি অফুষ্ঠানে অগ্রপর হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার৷ ও তোমর৷ কেহই আমার অনাদরের বস্ত নহ। তোমরা উভয় পক্ষই সন্তাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসন। ও ব্রাহ্মপমাজের উন্নতি সাধন কর, তাঁহাদের বল তোমাদের নৃতন বলে মিলিত হইয়া তাহাকে আরও পোষণ করুক এবং তোমাদের দৃষ্টাস্তে তাঁহাদের উংদাহ বৃদ্ধিত হউক, এই আমার অভিলাষ। তোমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তোমরাও অপেকারত হীনবল হইয়া পড়িবে, এবং **তাঁহারাও তোমাদের সাহায্য অভাবে আরো মৃত্যতি হইবেন! এই উ**ভয় ঘটনাই আমার ক্লেশকর ও ব্রাহ্মসমাজের অহিতকর। যে দকল কার্যা ঁ অফুটিত হইলে এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা, তাহা পরিহার করা আমার পকে নিতান্ত কর্মবা। তোমাদের প্রথম প্রমাবের অভিপ্রায় অনুসারে কার্যা আরম্ভ হইলেই, এই অনিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইবার আর কোন কারণই অবশিষ্ট থাকিবে না। আবার জোমানের অভিপায় সম্পন্ন না হইলে তোমরাও পুথক হইয়া দেইরূপ ঘটনা সংঘটিত করিতে পার, এই ভাবিয়া তোমাদের ইচ্ছার অমুরোধে যদি তাঁহাদের প্রতি উপেক। করি, তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষপাত করা হয়। যাহারা যে ভাবের সহিত এত কাল প্রথম্ভ ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সেই ভাব সতে কি প্রকারে তাঁহাদিগকে প্রবাধিকার হইতে বঞ্চিত করি। তাঁহারা রান্ধ্যমাঙ্গে যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হুইয়াছেন, তোমরা যদি ঔদার্ঘাগুণে তাহা সহ করিতে পার এবং প্রীতিপূর্বাক শ্রেষ্ঠ ভ্রাতার তুলা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে পার, তাহা হইলে প্রথম প্রস্তাব দারা যে সকল উল্লভির কল্পনা করিতেছ, তাহা অপেকাও অবিকতর উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তোমরা যে প্রকার অগ্রসর হইতেছ, এরপ করিলে তাহার আফুকুলা বাডীত ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই; তোমরা যে সাধু লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্ম ধাবমান হইতেছ, ইহাদেরও তাহাই লক্ষা। কেবল উপায় অবলম্বনবিষয়ে তোমাদের পরস্পর মতভেদ দ'ষ্ট হইতেছে।

"৫। দ্বিতীয় তৃতীয় প্রথাব উপাপন করা বাছলা। জ্ঞানাগুদারে সম্ভব মত উক্ত তৃই প্রস্তাবের অগুণায়ী কাণ্য চিরকালই হইয়া আদিতেছে এবং চিরকালই তদমুদারে চলিতে হইবে।

"৬। তোমরা নিপিয়াছ যে, 'য়য়পি উপাসনাসম্বন্ধ উল্লিপিত ন্তনপ্রণালী অবলম্বনে আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাক্ষদিগকে ঐ প্রণালী অস্তুসারে অপর দিনে ব্রাক্ষদমাজগৃহে উপাসনা করিতে অস্তুমতি দিয়া বাণিত করিবেন।' ইহা বারা বোধ হইতেছে যে, তোমরা যে কয়েকটী ব্রাক্ষদমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে অসম্ভই হইয়াছ, দেই অতি অল্লেশগ্রক কয়েকটীকেই সাধারণ ব্রাহ্ম বনিয়া গ্রহণ করিতেছ; বাস্তবিক ভোমাদের সহিত্ত মিনিত হন নাই, এমন এত ব্রাহ্ম রহিয়াছেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা তোমাদের অপ্রেক্ষা অনেক মণিক। তোমাদের ও তাঁহাদের সকলেই সাধারণ ব্রাহ্ম

বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যদি সকলকে সাধারণ মনে করিয়া তাঁহাদের জন্ম অপর দিন উপাসনা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাক, তাহা হইলে এ প্রস্তাব নিতান্ত অনাবশ্যক হইয়াছে। কেন না, উপাসনার জন্ম যে দেন নির্দিষ্ট আছে, তাহা সাধারণ রাহ্মগণেরই জন্ম। কেবল রাহ্মসাধারণের জন্মও নয়, সর্ক্রসাধারণের জন্ম। দেই সেই দিনে রাহ্মদিগের—সাধারণ রাহ্মদিগের ঘারা উপাসনামগুপ অলক্ষত হইয়া থাকে। তাহাতে তাঁহারা আপনাদের মনের আনন্দই বাক করেন।

"৭। তোমরা যদি আপনাদের জন্ম আর একটী দিন প্রার্থনা করিয়া থাক, তাহাতেও সন্মত হইতে পারি না বলিয়া তঃথিত হইতেছি। তোমরা লিথিয়াছ যে, 'ইহা হইলে উভয় দিক রক্ষা হইবে এবং রান্ধদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ধে সদ্ভাবসঞ্চারের সন্ভাবনা হইবে।' আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ইহা হইলে আরও অনিষ্ঠ ঘটনার সন্ভাবনা এবং সাধারণ রান্ধসমাজগৃহে তাহা হওয়াও স্থাক ব্রেষাহ না। ইতিপ্র্বে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে, মাদের প্রথম ব্ধবার তোমাদের অভিলয়িত ব্যক্তিরা বেদীতে আদন গ্রহণ করিয়া উপাদনা সম্পন্ন করিবেন; ইহা হইলে অতিরিক্ত দিনের আবশ্রক তোমাদের মনে হইত না, অথচ নির্মিয়ে একটী পরির্বর্ধনের ও উন্ধতির দোপান নির্মায়্য হইত। এইরূপ নিয়মে একটা পরির্বর্ধনের ও উন্ধতির দোপান নির্মায়্য হইত। এইরূপ নিয়মে একটা উপাদনা-কার্যাও চলিয়াছিল, এবং কয়েক বার তোমাদের অভিকৃচি না হওয়ায়, আমি অত্যক্ত ক্ষ্ক হইয়াছিলাম। এক্ষণ পূর্ব্বং একত্র মিলিয়া উপাদনা ব্যতীত ঐক্যের আর কোন সন্ভাবনা নাই।

"৮। তোমাদের শেষ কথা এই যে, আমি কিছুতেই সন্মত না ইইলে তোমরা পৃথক্ ব্রাহ্মসমান্ত সংস্থাপন করিবে, এবং তরিমিত্ত আমার নিকট সং প্রামর্শ প্রার্থনা করিয়াছ। একমেবাছিতীয়ম্ পরব্রহ্মের উপাসনাবিস্থারের জন্ত ব্রাহ্মসমান্ত স্থানে স্থানে যত সংস্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমপ্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের উপদেশ অবলম্বন করিয়া ইহাতে আমি এই প্রামর্শ দিতেছি যে, যাহাতে প্রমেশ্বের প্রতি মন ও বৃদ্ধি, হৃদয় ও আয়া উন্নত হয়, যাহাতে ধর্মা প্রতি পবিত্রতা ও সাধ্ভাবের সঞ্চার হয়, সেই

সমাজের উপাসনাসময়ে এই প্রকারে বস্কৃত।, ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও পাঠ ব্যবস্কৃত করিবে।

" ন। উপরি উক্ত সকল হেতুতে বাধা হইয়া তোমাদের ইচ্ছার অন্তর্কুল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, ইহাতে আমার প্রতি অসম্ভূষ্ট হইবে না। স্বস্তি হউক, শান্তি হউক, মঙ্গল হউক, তোমাদের নিকট ঈশ্বর সর্ব্বদ' প্রকাশিত থাকুন।

কলিকাতা ২৩শে আষাঢ়, ১৭৮৭ শক। (৬ই জুলাই, ১৮৮৫ খৃঃ) নিতান্ত শুভাকাঞ্জিণ:

গ্রীদেবেক্রনাথ শর্বাণ: "()

যত্ন-বৈফল্য

কেশাচন্দ্রের "ইভিয়ান মিরার" পত্রিকার ভারগ্রহণ

কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ আবেদন করিয়া উপাদনানম্বন্ধে নৃতন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে কতকার্যা হইলেন না, উপাসনার্থ সমাজগৃহে একটি স্বতন্ত্র দিনও পাইলেন না, প্রত্যুত প্রধানাচার্য্য তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র সমাজ করিতে এক প্রকার অমুমতি দান করিলেন। ভিন্নতা বিচ্ছেদ এত দূর অগ্রনর হইলেও, কেশবচন্দ্র নিলিত থাকিবার জন্ম মন্ত্র শিখিল করিলেন না: যাহাতে এখনও একত থাকিতে পারা যায়, তজ্জ্জ সচেষ্ট রহিলেন। এক বার যে বিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সহত্র চেষ্টা করিয়াও নিবারণ করা সহজ নহে। ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পাইতেভিল, দে সকল পৌত্তলিকতাদংক্ষত আদ্ধানের পক্ষে কিছুতেই অমুকুল ভিল না। উষ্টিগণ যাই সমাজের সমত্ত সম্পত্তি হতে লইলেন, অমনি ইজিয়ান মিরার পত্রিকা তাঁহাদের তত্তাবধান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন: অভিপ্রায় এই যে, তাঁহাদিগের দাহায়া না পাইয়া পত্রিকা মৃত্যমুখে নিপতিত হইবে ! কেশবচন্দ্র আপনি যাহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই উপায়ে তাহার অপায় হইবে, ইহা কি কথন সম্ভব্প পত্রিকার কার্যা অব্যাহতভাবে চলিতে লাগিল এবং কলিকাতাদমাঙ্গের মূলাবন্ধনহকারে উহার শেষ বিচ্ছেদের সময় উপস্থিত হইল। ১লা জুলাই (১৮৬৫ খু:) (১৮ই আষাচ, ১৭৮৭ শক) তারিখের পত্রি-কায় ব্রাহ্মসমান্তকে স্কীর্ণ হিন্দুসমান্তমধ্যে অবরুদ্ধ রাখা সংস্থাপকের অভিপ্রেত ছিল না, এই কথা লিখিত হয়; ২৩শে আঘাত (৬ই জুলাই) প্রধানাচার্য্য আবেদন-পত্রের প্রার্থিতব্য বিষয়গুলি অগ্রাহ্ম করিয়া প্রত্যুত্তর দান করেন। এ ছুই ঘটনার মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, তাহা কিরূপে বলা যাইবে গ এই প্রত্যুত্তর আনিবার পর, এক জন বন্ধু (ভাই মহেন্দ্রনাথ বস্থ) সমাজের ক্রমোল্লতিবিষয়ক একথানি পত্র পত্রিকাম্ব করিবার জন্ম সম্পাদকের নিকটে প্রেরণ করেন। পত্রিক। মূদ্রাযম্মত্ব হইল। প্রতিপক্ষগণ পত্রিকাধানি लहेशा शिशा अधानां हार्या व वर्षा व विद्याल । जिनि भक्ति भार्क । कतिया कलिकाना आक्रमधारकत कार्याधाकनन बाता वहे जाएमण क्षानित क्त्रिलन एर. अविशास्त्र भित्रास्त्र एर काम लक्षा गाहेर्स, छाहामिशस्क না দেখাইয়া উহা মুদ্রায়ত্ত্বে প্রেরিত হইবে না। ঈদশ আদেশের প্রতিবাদ হইল, এবং কেশবচক্র মিরারসম্পর্কীয় কাগজপত্র আপনার গৃছে তুলিয়া আনিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত বন্ধনাথ রায় নামক এক ব্যক্তিকে মিরারের সম্পত্তির অদিকারিরূপে দাঁড করাইয়া, তাঁহার ঘারা সমাজের কর্ত্তপক্ষ এইরূপ পত্ৰ লিখাইলেন যে, পত্ৰিকা ডাহার সম্পত্তি: এত দিন কেশবচন্দ্ৰ কাৰ্য্য নিৰ্বাহ করিয়াছেন, একণে স্বতন্ত্র কার্যাধ্যক নিযুক্ত হইবে, তিনি সমুদায় কাগল পত্র হিদাব তাঁহাকে বঝাইয়া দিন। এই পত্তের প্রতাত্তরে কেশবচন্দ্র লিখিলেন. পত্রিকার তিনি অনুস্থ অধিকারী। যদি কেই উহাতে আপনার স্বন্ধ সাবাস্ত করিতে চান, তবে তংশখন্ধে প্রতিরোধ হইবে, সে বিষয়ে প্রস্তুত থাকুন। কি জানি বা গোপনে গোপনে পত্রিকাদম্বন্ধে কোন লেখা পড়া হইয়া থাকে, ইহা অবগত হইবার জন্ম হোম আফিসে অফুসদ্ধান করিয়া কেশবচন্ত্র कानिएक भारेतन एर. अक्रभ कान तथा भड़ा नारे, अवर भिवाब नारम পাচখানা পত্রিকা প্রকাশ হইলেও রাজবিধিতে কিছু বাধে না। এইরূপে অবশ্রকর্ত্তব্য অভুসন্ধানের কাণ্য শেষ করিয়া মিরার পত্রিকাকে ডিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণের অক্স উৎসাহের নিকটে কোন বাধা প্রতিবন্ধক দাড়াইতে পারে না। আক্ষমাজের মুদ্রাহণ্যন্ন তাঁহাদের প্রতিকৃল, অম্নি অন্ত মুদ্রাঘন্নে মুদ্রাহণের বাবন্ধা হইল। এই মুদ্রাঘন্তের অধাক্ষ পত্রিকা মুদ্রিত করিতে স্বীকৃত হইলেন वर्ते. कि क कि कानि वा পछिका नहेश कान बाहेन बामान छ जिल्ला हु। এই ভয়ে প্রকাশক হইতে স্বীকার করিলেন না। কেশবচন্ত্রের বন্ধগণ মধ্যে এক জন (মহেন্দ্রনাপ বস্তু) প্রকাশক হইলেন।

বিবারে "আমুপরিচয়" প্রবন্ধ

এই প্রথম মৃত্রিত মিরার হইতে কেশবচন্দ্রের নিজের গিথিত মাজ্মপরিচয়ের প্রবন্ধটি, এবং যে পত্রিকাগানি লইয়া পত্রিকাসক্ষে বিরোধ হয়, ভাহার কৃতক অংশ আমরা নিম্নে অস্থবাদ করিয়া দিতেছিঃ—

"সংবাদপত্তের কর্ত্তব্যসম্পাদনে আমাদের আর কোন ক্রটি ও দোষ পাকুক না কেন, আমরা বিখাস করি, নিরপেক্ষপাত ও স্তৃত। বিষয়ে আমরা যে বিশ্বাসযোগ্য, অন্ততঃ ইহা আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি। ইণ্ডিয়ান মিরারের স্ট্রা পত্রে ছিল, 'যেখানে প্রশংসার বিষয় আছে, আহলাদের সহিত প্রশংসা क्रित्र, रयशास्त्र निमात विषय आहि, यिन निमा कता এकान्छ कर्छवा इय, दूः स्थत সহিত নিন্দা করিবে এবং যে দলস্থ ব্যক্তিগণ যাহা পাইবার যোগ্য, তংপ্রতি मचान-महकारत अथा एव कान वाक्तिमत्रस्य निर्देश मकल विश्रास माहम-সহকারে ইহার মতামত প্রকাশ করিবে;—সংক্ষেপতঃ স্ততায় আরম্ভ, শত্তায় কার্যপরিচালন এবং যথন দৈব ইচ্ছ। হয়, সত্তায় শেষ করিতে ইণ্ডিয়ান মিরার যথাদাধ্য যত্ন করিবে।' ইণ্ডিয়ান মিরার আরম্ভ হইতে এই প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনের দৃঢ় যত্ন করিয়াছে। যে কোন বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে নিপতিত হইয়াছে এবং তংসম্বন্ধে কিছু বলিতে হইয়াছে, আমরা নামানুরূপ মুথামুথ তাহার প্রতিচ্চবি অর্পণ করিতে মুত্র করিয়াছি এবং ভয় বা প্রশংসা-নিরপেক্ষ হইয়া সত্যকে গ্রহণীয় আহলাদকর আকারে উপস্থিত করিয়াছি এবং যাহা : অকলাণ, তাহার কুংনিতভাব ব্যক্ত করিয়া দিয়াছি। আমরা কোন দিন কোন দলের পক্ষসমর্থনে প্রবৃত্ত হই নাই, সত্য ও মানবহিতার্থ আমরা দলপক্ষপাত পরিহার করিয়াছি। দেশীয় কিম্বা ইউরোপীয়, জমিদার কিম্বা প্রজা, এটান কিয়া হিন্দু, কাহারও আমরা পক্ষপাতী, এ অপবাদগ্রন্ত আমরা কথন আমাদিগকে করি নাই। আমরা প্রত্যেকের দোষ হুংথের সহিত দেখাইয়াছি, এবং আহলাদের সহিত গুণের প্রশংসা করিয়াছি। আমাদিগের পাঠকগণের দকলেরই অবগতি আছে. আমরা দময়ে দময়ে আমাদের দেশীয়গণের পাপ ও কুদংস্থার কেমন কঠোরতা সহকারে নিন্দা করিয়াছি। তাঁহারা সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষাদান করিবেন যে, আমাদিগের ধর্মসম্পর্কীয় জীবনের লক্ষাস্থলেও বাদ্ধমগুলী যথন ভংগনা ও শাসনাই হইয়াছেন, তথন আমরা ভংগনা ও শাসনবাকা উচ্চারণ করিতে ক্রটি করি নাই। স্বদেশীয়েতে হউক. খ্রীষ্টানেতে হউক, ব্রান্দেতে হউক, পাপ যাহা তাহা পাপ এবং পাপের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার সমুচিত, দেই প্রকার ব্যবহারই কর্ত্তব্য

ূএবং কোন প্রকার চকুর্লজ্লায় সাহ্য সহকারে উহার বিরুদ্ধে না বলিয়া বা উহার দোষ প্রদর্শন না করিয়া কর্ত্তবাপরায়ণ সংবাদপত্তের কার্যা হইতে বিরত থাকা কথন উচিত নয়। এই সংস্কারেই প্রায় একবংসর পর্কের আমরা এই পত্রিকায় 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়া এক স্তদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি. যাহাতে অনৈকাণ্ডী ব্রাহ্মগণের ভীক্তা, কপটতা, অসারলা আমরা যথেষ্ট পরিমাণে নিন্দা করিয়াভি, নামধারী অভ্যায়িবর্গের দোষ হইতে আমাদিগের মণ্ডলীকে বিমুক্ত করিয়াছি, এবং ধাহারা মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বস্ত, তাঁহাদিগকে ক্তজতা ও প্রশংদা অর্পণ করিয়াছি: আমরা কঠোর করেবাজ্ঞানে, এবং উংকট্ট অভিপ্রায়ে এরপ করিয়াছি। পৌরলিকতার সহিত সন্ধিনিবন্ধনে নিকংগাত এবং সংগাত্রে উংগাত দেওয়াত এরপ কবিবার এক্যাত্র উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের অতি প্রগাচ শক্রও আমাদিগের প্রতি এরপ দোষারোপ করিতে পারে না যে, সভ্যের প্রতি অমুরাগ এবং ব্রাহ্মসমান্তের কল্যাণ ভিন্ন অন্ত কোন কারণে তন্মধো কিছু বলা হইয়াছে। কিছু হায়। ঐ প্রবন্ধ স্থানবিশেষে গোলার মত গিয়া পড়িল, এবং উহাতে তুঃপ ও অফুডাপ উৎপাদন না করিয়া ক্রোর ও ঘরা উদ্দীপন করিল। বেশীবলিক আদ্ধরণ যাতা পাইবার যোগ্য, তাঁহাদিগকে তাহা অর্পণ করাতে এবং তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের মঙলীর কলঙ্ক বলাতে, আমরা প্রাবাদ না পাইয়া নিকা পাইলাম। মিরার যথন সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর মুগপাত্র পত্রিকা, তথন মনৈকান্ত্রী ব্রাহ্মগণের দোষ ঘোষণা করিয়া অল্পাংখ্যাকের সঙ্গে নিলিত হওয়া কি ভাহার প্রকে সমুচিত, এই যুক্তি প্রদর্শিত হইল। এরূপ যুক্তির অর্থ এই, গাম্মিক হউন, অধান্মিক হটন, বিখাণী হটন বা নামমাত্র রাজ হটন, আমরা যেন স্কল প্রকার ব্রাজ্যের পক্ষমর্থনে দোষকালনে প্রতিজ্ঞার্চণ আমাদিগের সত্তার জন্ত যে কেবল এই একবার জর্ভোগ ভূগিতে হইয়াছে, ভাহ। নহে।

"যেমন পূর্কে, তেমনি চিরকালই আমরা ব্রান্ধ নীতি ও ধর্মের উচ্চ স্থান্দ্র মূলস্ক্রেসকলের পক্ষ সমর্থন করিয়। আনিতেছি, এবং রান্ধসমাজের অগ্রসর যাক্তিগণ কর্ত্বক যে অসবর্গবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি দেশসংস্থারের কার্য্য নিশাল্ল হইতেছে, তাহাতে উৎসাহ দান করিয়া আনিতেছি। সংস্কৃত, বিশক্ত লাক্ষগণের পক্ষ হইয়া ক্রমাশ্যে ভাঁহাদিগের পক্ষ পোষণ করাতে, আমাদিশের

সাহদিকতা এবং সত্তায় ধাহারা ক্রন্ধ ও ক্রুর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কোধ, ঘুণা ও আমাদিগের প্রতি দোষারোপ আরও বন্ধমূল হইয়া পড়িল; অন্ত দিকে বাহারা উন্নতির পক্ষপাতী, আমাদিপের এই আচরণে তাঁহাদিগের সহায়ভৃতি আমাদিগের প্রতি দৃঢ় হইল। এজতই অল্ল দিন হইল কলিকাত। আহ্মদমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে ট্রষ্টিগণ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তন্মধো ইণ্ডিয়ান মিরারকে ট্রষ্টিগণের কার্যাবিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া. উহার নিজ তত্তাবধানে উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া একটি প্রধান। এরপ করিবার অভিপ্রায় এই হইতে পারে যে. আফুকুলা এবং পৃষ্ঠপোষণ বিনা উহ। ক্ষীণ হইছা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে। অমুকুল দৈবকে ধ্রুবাদ, দেই ছুর্ভাগ্যের দিন হইতে আজ্পর্যন্ত মিরার বাচিয়া রহিয়াছে; অধিকন্ত কিছুমাত্র ভীত না হইয়া নির্ভয়ে সত তার পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। ট্রষ্টা এবং সমাজের সভাগণের বিবাদের কারণ কি, তাহার আমল বুতান্ত একটি প্রবন্ধে লিখিয়া উহা স্কলকে অবগত করান হয়। অনস্তর ১লা জুলাইয়ের (১৮৬৫ থু:) পত্রিকায় রামমোহন রায়ের মণ্ডলীর হিন্দুভাবাপল্লতার বিপক্ষে কিছু বলা হয়। আমরা যে সং ও নিভীক থাকিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকরিয়াছি, ইহাজানিবার জন্ম, গুড় বিরুদ্ধাচরণকে প্রকাশ্রে আনয়ন করিবার জন্মই যেন আর একটি প্রমাণের প্রতীক। ছিল। ব্রাহ্মসমান্তের ক্রমপরিবর্তনের বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়া এক জন পত্রপ্রেরকের একখানি পত্র আনিল—যাহা অগ্যকার পত্রিকায় মুদ্রিত করা গেল-এবং আমরা যেমন পূর্বেও করিতাম, তেমনি মুদ্রিত করিবার জন্ত দিলাম। 'কলিকাতা আক্ষদমাজের কার্য্যা-ধাক্ষণণ' দারা একটি নিপেষক আদেশ বাহির হইল যে, ভবিশ্বতে মিরারে र्ष कान लिथा गांहेरत, छाहा खर्ण छाहामिशरक प्रश्नाहेमा लहेरछ हहेरत। অবশ্য আমরা ইহার স্থদত প্রতিবাদ করিলাম, এবং স্থম্পট্ট বাক্যে বলিলাম যে, আমরা আমাদিগের স্বাধীনতার প্রতি এরূপ যথেচ্ছ হতকেপের কখন আহুগতা স্বীকার করিব না। আমরা ইহা ছাড়া আর কি করিতে পারি? কোন প্রবন্ধ তাঁহাদিগের ভাববিক্লন্ধ ও চিত্তের উদ্বেগকর হইলে, উহা তীহার। তাঁহাদিগের যত্ত্বে মৃদ্রিত করিতে না পারেন, বন্ধুভাবে সারল্য সহকারে

ভস্তাসহ আমাদিগকে উহা অবগত না করিয়া একেবারে অফ্টায় প্রভৃতা প্রদর্শন করিলেন, এবং মুখ চাপিয়া ধরার আইনের (Gagging Act) মন্ত আমাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্ম, এবং আমাদিগের অবাধ্য আত্মাকে বশে আনিবার জন্ম একেবারে আদেশ প্রচার করিলেন। কি ত্রংথাবছ ভ্রম। বাহাদিগের হত্তে টুষ্টিগণ সমাজের কাষ্যানিকাহের ভার অর্পণ করিরাছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের মুখের কথায় সভাকে বন্দী করিলেন, সত্তাকে দাস করিলেন। ব্রাহ্মেতে পৌত্রলিকতা আমরা কোন দিন ঠিক বলিব না, বলিতে পারি না, কণ্টতাকে আমর। কথন সহু করিব না, করিতে পারি না. এই আমাদিগের বিবেকাম্রমোদিত প্রতিজ্ঞা এবং কোন রাজাজাও আমাদিগকে উহা হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না। কোন প্রকার ভয়প্রদর্শন আমাদিগকে দত্ত। পরিহার করাইতে পারে না, যাহা আমরা অন্তায় অংশ বলিয়া বিখাদ করি, আমাদিগের লেখনীকে ভাতার পক্ষসমর্থনে নিয়োগ করিতে পারি না। সতাসমর্থন আমাদিগের নিদ্দিষ্ট করেবা, এবং যে কোন প্রকার আপং সমুপশ্বিত হউক, আমর। সতা সমর্থন কবিতে প্রস্ত । আমরা আমাদিগের পাঠক ও সহবর্ত্তিগণকে আহলাদের সহিত সাহদ দান করিতেভি যে, যদিও আমরা অক্যায় বাবহার পাইয়াছি, এবং মিরারকে অতা যন্ত্ৰালয়ে লইয়া যাওয়া আবতাক হইয়া পডিয়াছে, ইহাতে কোনকূপে আমাদের ক্ষতি না হইয়া আমাদিগের সভত। ও কর্মণাতা কেবল স্থদ্য হইয়াছে।"

পোলবোগের "প্রিকার" কতক অংশের মর্ম এবং কতক অংশের বঙ্গাফুরাদ

যে পত্রিকার মূদারণ লইয়া এত গোলঘোগ উপস্থিত, উহা অতি স্থানীর্ঘ। এই পত্রিকার ধর্মাপিতামহ রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞানপ্রধান সময় ও ধর্মাপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবপ্রধান সময়ের অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া, স্থতীয়াবস্থায় ব্রাহ্মধর্মের জ্ঞাবনপ্রধান ভাব প্রদাশিত হইয়াছে। জ্ঞাবনের প্রাধান্ত সময়ে কপটতা, বঞ্চনা, পৌত্তলিকতা, কৃশংস্থার, জ্ঞাতি ও কৌলীক্রপ্রধার প্রতি দ্বান, জাতিনিজ্ঞিশেষে সকলের প্রতি প্রতি, কার্যাত: সকলের দেবা, কেবল ভাবেতে ঈশরের পূজা নহে, জ্ঞানে, ভাবে ও ক্রিয়াতে তাঁহার সহিত যোগ উপস্থিত হইয়াছে। ব্যাহার্ধা কেবল ভারতবর্ষের জ্ঞা বিশেষ নহে, অধ্বা

বেদ যথন লিখিত হইয়াছিল, দে সময়েব জন্ম নহে: কিন্তু স্বীয় উদারতায় সমগ্র পৃথিবী উহার বাসভূমি, সমুদায় মানবজাতির উহা ধর্ম। ব্রাহ্মধর্ম এখন হিন্দু भुमलभान औष्ठीन मुकलटक अकडे मृष्टिए एमरथन, रुपम वांडेरवल रकातान घाडाराउडे সতা আছে, তাঁহার নিকটে স্থান মাতা। ভারতের হউক, ইংলভের হউক, বা আমেরিকার হউক, পাপ ঈশবের দৃষ্টিতে ঘুণা বলিয়া ঘুণা। বেদ বা ঋষি-গণের প্রতি পক্ষপাতিত। ব্রাহ্মধর্ম এখন পরিহার করিরাছেন। বন্ধতঃ এখন ইনি সমদায় সাম্প্রদায়িকত। ও পক্ষপাতিতা পবিত্যাগ কবিহাছেন। লেথক ত্রিবিধ যুগের ত্রিবিধ ভাবের বৈষ্মা হইতে বিরোধ উপস্থিত, ইহাই দেখাইয়াছেন। এই নিদ্ধান্তের উপরে তিনি তাঁহার পত্রিকার এই বলিয়া উপদংহার করিয়াছেন:-"ম্থার্থ কারণ অবগত না থাকাতে অনেকে এই বিক্লেদের ব্যাপারে অভিপ্রায়ান্তর আরোপ করিবেন: কিন্তু আমার নিকটে প্রতীত হয় যে, কেবল সভা ও সাধারণের কলাণের প্রতি অনুরাগ্রশতঃ নিঃস্বার্থ অভিপ্রায়ে উহা ঘটিয়াছে। ইটি বলিতে গেলে ছুটি ভাবের সংগ্রাম। ইহাতে মন্ত্রপ্রজাতিমধ্যে শান্তি ও কল্যাণ আনয়ন করিবে। ইহা উন্নতির জন্ম সংগ্রামের অবশাস্তাবী ফল, ভারতবর্ষ, এমন কি সমুদায় পৃথিবীর উন্নতির জন্ম ইহা প্রয়োজন - মধিক কি, ইহা ঈশর-প্রেরিত। উপরে যে দ্বিতীয় যুগের উল্লেখ হইয়াছে—যাহাতে বৈদিক এবং ব্রাসণ্ভাবের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা করিয়া স্কীণ হিন্দুসমাজে উহাকে বন্ধ রাথিবার জন্ম যতু,— তাহার প্রাচীন রহস্তা-বাদপ্রাধান্ত রক্ষণশীলতা, এবং নৃত্র ভাব--্যাহা এই কথা বলে, কেবল জ্ঞান ও হৃদ্য পশ্মের স্থান নয়, সমগ্র জীবন, যাহ। পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক এবং প্রমন্তম্মীয় বিবিধ প্রকারের অকল্যাণ বিনষ্ট না করিয়া শাস্ত হয় না, যাহা উক্তৈঃম্বরে বলে, ব্রাহ্মধর্ম পৌত্তলিক ও সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিরোধী, এবং কেবল বেদ, বাইবেল বা কোরাণে বন্ধ নহে-এই উভয়মধ্যে বিবাদ। বান্ধবর্ষ সমুদায় মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিবার জন্ম, সমুদায় সভাকে গ্রহণ করিবার জন্ম হন্ত বাড়াইয়াছেন; ব্রাহ্মধর্মকে সেই জীবনপ্রদ বায়ুর সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে বায়ু পৃথিবীর সমুদায় অংশে সমভাবে জীবন বিতরণ করে। এই ন্তন ভাব বাহ্মসমাজরূপ গৃহমধো লালিত পালিত হইয়া বল লাভ করিয়াছে. এবং পুর্ব সময়ে যে প্রাচীনভাবের স্থান অধিকার করিবাছে, েই ভাবের

সঙ্গে ঘোর সংগ্রাম আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। এই জন্মই সমাজ মধ্যে বর্ত্তমান বিচ্ছেদ উপস্থিত, এবং এই বিচ্ছেদমধ্যে ঈশুরের ইচ্ছা পূর্ণ ইউক।"

"ধর্মসপ্তার সাধীনতার জন্ত সংগ্রাম এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি" বিবরে বস্তা

হৈল্ঠমানের (১৭৮৭ শক) ধর্মততে 'ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা ও উছতির জন্ম কলিকাতা ব্ৰাহ্মসমাজে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে' তদ্বিষয়ে কেশবচন্দ্ৰ ৯ই প্রাবণ (১৭৮৭ শক) রবিবার (২৩শে জলাই, ১৮৬৫ খঃ) ইংরাজীতে বক্ততা দিবেন বলিয়াযে বিজ্ঞাপন বাহির হয়, এই সময়ে সেই বঞ্তা প্রদত্ত হর। এই বক্ততাদ্রুদ্ধে ১লা আগষ্টের (১৮৮৫ পুঃ) ইণ্ডিয়ান মিরারে লিখিত আছে, "২৩শে জলাই (১৮৬৫ খঃ) ব্রিবার ধর্মদম্পর্কীয় স্বাধীনতার জ্ঞ সংগ্রাম এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি' বিষয়ে বাব কেশবচন্দ্র সেন একটী প্রকাশ বক্ততা দেন। বক্তভান্তলে সাতশত বাক্তির অধিক উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা এবং নিকটবর্তী স্থানের ব্রাহ্মগণ বাতিরেকে রেভারেও কে এস মাাক্ডোনাল্ড, ডাক্টার ভব্লিউ রবসন, বেরিগনি, আঁযুক্ত এস, লব, আঁযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম ডি এবং অনেকণ্ডলি বিশ্ববিত্যালয়ের উপাধিধারী বাক্লিগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্কৃতা প্রায় তিন ঘটিকাব্যাপী হয় এবং সকলেই অতি মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ করেন। কলিকাত। ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিবাদের মূল ও প্রঞ্তি তিনি যাহ। বিবেচনা করেন, বাক্রা ভাহা সকলের নিকটে বিব্রুত করিলেন। ভাহার মতে ছই পক্ষ প্রস্পারের প্রতিকলে দণ্ডায়মান। উহার এক প্রফারেনা প্রকারে বাতিক্রম না করিয়া রাহ্মধর্মকে সম্পূর্ণরূপে জীবনের ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আর এক পক্ষ উহার দেই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা উপাসনামাত্রে প্রাবস্ত্র। আন্ধর্মের স্তাস্থয়ে কোন প্রকার বিভক্তাব নাই, কোন মূলতত্ত্বে ব্যক্তিক্রম ঘটিতে পারে না. এ সুখ্যে তিনি অনেক্ষণ বলিলেন। কোন সামাজিক मर्द्धत इर्य डीड अथवा मारमातिक প्रलाइरन श्रनुक ना इंडेग्रा, व्यविव्यक्ति বিশ্বস্ততা সহকারে ঈশরের সেবায় প্রবৃত্ত থাকা কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মগণকে এতংসম্বন্ধে প্রোংসাহিত করিলেন। অধিকাংশ শ্রোত্রন্দ অতি উচ্চধ্যনিতে করতালি দান করিতেছিলেন এবং এইরূপে বক্তার ভাব ও মতে তাঁহাদের আছুরিক সহায়ভতি বাক্র করিতেভিলেন।"

মণ্ডলীবন্ধনে যত্ন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমান্ত সহ কুশলে একত্রবাস ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিলেও, এখনও তাহার সহিত সম্যক্ সম্বদ্ধচ্ছেদন হয় নাই। তংসহ সম্বদ্ধ রক্ষা করিয়াই মণ্ডলীবন্ধনে যত্ব হইতে লাগিল। সাধারণ প্রতিনিধি সভায় ক্রমিক যে সকল অধিবেশন হয়, তাহা হইতে আমরা এই যত্ত্বের বিশেষপ্রণালী অবগত হই। এ সময়ে যে তৃইটি সাধারণ অধিবেশন হয়, তাহার ব্রান্ত নিয়ে প্রশন্ত হইতেছে।

প্রতিনিধিসভাব পঞ্ম অধিবেশন

১৬ই আবেণ (১৭৮৭ শক; ৩০শে জ্লাই, ১৮৬৫ খুঃ) কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে সাধারণ প্রতিনিধিসভার পঞ্চম অধিবেশন হয়।* সভায় প্রচারর্ত্তান্ত পাঠাদির পর সম্দায় আক্ষসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া মুক্তিত ও প্রচার করার প্রস্তাব হয়। এতংসম্বন্ধে যে পত্র ও প্রশ্ন প্রেরিত হয়, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

"মান্তবর শ্রীষ্ক রাক্ষমাক সম্পাদক মহাশয় দমীপেষু— "ধবিনয় নিবেদন,

"কলিকাতা ও বিদেশস্থ সম্নায় আদ্দমাজের সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত গ্রন্থবদ্ধ করিয়া প্রচার করা কর্ত্তব্য বিবেচনায়, সাধারণ প্রতিনিধিসভাতে ধার্যা হুইয়াছে যে, সম্পানক উল্লিখিত ইতিবৃত্ত সংগ্রহপূর্ব্ধক পুস্তকাকারে মৃত্রিত করিয়া আগামী কার্ত্তিকমাদে উক্ত সভার সাখংসরিক অধিবেশনদিবদে সভাদিগের হাতে অর্পন করিবেন। অতএব প্রার্থনা এই যে, আপনারা নিম্নলিখিত প্রস্নগুলির উত্তর লিখিয়া, ১০ই আখিনের (১৭৮৭ শক; ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫ খৃঃ) পূর্ব্বে আমার নিকটে প্রেব্রুণ করিবেন।

সাধারণ প্রতিনিধিসভা, ১০ই ভাজ ১৭৮৭ শক। (২৫শে আগই, ১৮৬৫ খৃ:)

(স্বা) জ্রীকেশবচন্দ্র সেন সম্পাদক।

২ ১৭৮৭ প্রের ভাতু মাসের "ধর্মতক্ত" প্রিকা স্কট্টবা।

- "১। সংস্থাপকের নাম।
 - ২। সংস্থাগনের দিবস।
- ৩। উপাদনার স্বতন্ত্র গ্রহ আছে কি ন।?
- ও। উপাদনার সময় ও দিবস।
- ে। সভাদংখ্যা এবং উপাদনাকালে কতগুলি লোক উপস্থিত হন?
- ৬। সম্পাদকের নাম।
- ৭। প্রতিনিধির নাম।
- ৮। প্রচারের জন্ম প্রতিনিধিসভাকে দান।
- ৯। সমাজ কর্ক কোন প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন কিনা ? তাঁহার নাম, নিয়োগের দিবস ও সংক্ষেপ প্রচারবৃত্তান্ত।
- ১০। সমাজসংক্রাস্ত যদি কোন অন্ধবিভালয় থাকে, ভাহার নিয়মাদি, ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষাপ্রণালী ও উপদেষ্টাদিগের নাম।
- ১১। ব্রাহ্মধর্মবিষয়ক যে যে পুস্তক বা পত্রিক। প্রচারিত হইতেছে, তাহার তালিকা ও তংপ্রণেতাদিগের নাম।
- ১২। প্রচার উদ্দেশে বিশেষসময়ে প্রকাশ্য বকৃত। হইয়াছে কি না? বক্তাদিগের নাম ও বকৃতার বিষয়।
- ১৩। স্মাজস্থ্যে বালক অথবা বালিকাদিগের জ্ঞানোন্নতির জ্ঞা কোন বিভালয় মাছে কি না? তাহার নিয়মাদি ও ছাত্র অথবা ছাত্রীসংখা।
- ১৪। চরিত্রগুকি বাধ্যজ্ঞানলাভের জন্ত সমাজসংক্রাস্ত কোন সভা আহে কিনাপ তাহার নাম ও নিয়মাদি।
 - ১৫। দেশীয় কুপ্রথাবিরুদ্ধে কোন বিশেষ অষ্ট্রান ইইয়াছে কি না ?"

প্রতিনিধিসভার সাখংদরিক অধিবেশন

৬ই কার্ত্তিক (১৭৮৭ শক; ২১শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃঃ) সাখংসরিক অধিবেশন হয়। * সর্কাসমতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্থ সভাপতিপদে বৃত্ত হন। কার্যাবিবরণাদি পাঠানন্তর কলিকাতা, মেদিনীপুর, পূর্কাবাদালা ও মশোহর এই চারিটি প্রচারবিভাগ দ্বিরীক্বত হইল। প্রচারকরণ সভার অধীন থাকিয়া প্রচার করিবেন, প্রচারবৃত্তাম্বাদি দিতে বাধ্য হইবেন, সভাপতি একশ

[#] ১৭৮৭ শকের কার্ত্তিকখাসের "বর্দ্মতম্ব" পত্রিকা জটুবা।

অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। প্রচারকগণ কোন মাত্র্য বা মতুয়ক্ত সভার অধীন নহেন, এইরূপ সিদ্ধান্তের অফুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন প্রস্তাব করিলেন যে, "সাংসারিক প্রণালীতে ধর্মপ্রচারের ভাব আমাদিগের অনেকের মনে বন্ধমূল হইতেছে। ধর্মপ্রচারের প্রথমাবস্থায় প্রকৃত আধ্যাত্মিক ধর্মাহুরাগ ও ত্যাগন্ধীকারের ভাব না পাকিয়া যদি সাংসারিক ভাবের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে ধর্মের মৃলেই দোষ রহিল। অর্থাদি বারা জগতে প্রথমাবস্থায় কোন ধর্মাই প্রচার হয় নাই। আমাদের এই ক্ষণ হইতেই সাবধান হওয়া নিতান্ত কঠবা, নতুবা সমূহ বিপদের আশকা দৃষ্ট হইতেছে। অতএব যাহাতে আমাদের প্রচারকদিগের মনে বৈষ্মিক ভাব বা অধীনতার ভাব স্থারিত না হয়, তাহার বিহিত উপায় অবলম্বন করা আশুই বিধেয় হইতেছে। প্রচারকগণ অক্লব্রিম ধশাহরাগের সহিত সাংসারিক অবস্থার প্রতিকৃলে প্রচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন, আমরা যেন তাঁহাদের সাংসারিক ভাব উৎপাদন এবং তাঁহাদিগকে অধীনতা-শৃষ্যলে আবদ্ধ না করি। তাঁহারা প্রাণপণে এাক্সধর্ম প্রচার ককন এবং আমরা যেন গুরুতর কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাঁহাদের পরিবারের প্রতি-পালনের ভার গ্রহণ করি; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বেতন দিয়া তাঁহাদিগকে সংসারস্ত্রে আবন্ধ করা অহুচিত। বেতনশন্দ আক্ষধর্মপ্রচারসীমাহইতে বহিভ্তি করিয়া দেওয়া বিশেষ কর্ত্তবা হইতেছে। প্রচারকেরা অবিভক্তচিত্তে আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে থাকুন এবং প্রতিনিধিসভা তাঁহাদের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করুন।"

এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক হইল; কিন্তু ছৃংথের বিষয়, আনেকেই ইহার গৃঢ় তাংপথা হ্লয়ক্ষম করিতে না পারিয়া, সাংসারিক ভাবে ইহার মীমাংসা করিতে লাগিলেন। কলত: শব্দের উপরে অনেকের দৃষ্টি নিপতিত হইল, প্রায় সকলেই সংজ্ঞা লইয়া নানাপ্রকার আপত্তি উথাপন করিলেন। অনন্তর শীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন কহিলেন, "সংজ্ঞা লইয়া আমাদের কোন আপত্তি নাই, অর্থ গ্রহণ করাতেই যে পাপ, তাহাও নহে; কিন্তু ক্রেশণে ভাব লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। প্রচারকেরা যদি মনে করেন যে, অর্থসাহামা পাইতেছেন বলিয়া তাহার। প্রচারকার্যো প্রবৃত্ত হইয়াছেন. ক্রিমানা পাইলেই তাহারা এ কার্যা বন্ধ করিবেন, পক্ষাস্থরে দাত্গণ

यनि ब्लान करतन (य, প্রচারকেরা তাঁহাদিগের অর্থ গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাদের ष्यीन, जाहा हहेला वक्षजाव ও काशा छेजब्रहे निकल हहेरव। श्राठाबरकता निष्कत कर्खवात्कि এवः जेनतरक माकी कतिया कांधा कतिरवन, एन स्मर्हे ফলদাতার হতে। একণে আমার প্রার্থনা, প্রতিনিধিদভা ভাঁছাদের পরিবারের পালনভার গ্রহণ করুন। বস্তুত: সাধারণ লোকে ধর্মের গভীরতম প্রদেশ পর্যাবেক্ষণ করিতে অক্ষমপ্রযুক্ত এবং প্রচারক্দিগের আত্মার উন্নত বিশুদ্ধ মহান লক্ষ্যের গুরুত্ব হুদয়ক্ষম করিতে অসমর্থহেত, প্রচারকার্য্য সামান্ত বিষয়কার্য্যের ন্তায় জগতে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এই গুরুত্ব দোষ বশতঃ প্রচাররাক্ষো অপ্রশস্ত বৈষ্ট্রিক ভাব প্রবিষ্ট হন্ধ্যাতে, তাহার মূল অংশকে একেবারে কল্যিত করিয়া ফেলিয়াছে। এই জন্ত মন্তান্ত যাৰতীয় -ধর্মের প্রচারকার্যা নিতাপ্ত সাংসারিক কার্যোর ন্তায় নির্বাহ হইয়া আসিতেছে। প্রচারকেরাও সাংসারিক জ্বপ ও অর্থলাল্যার দিন দিন নিমগ্র হট্ট্যা আপনার উচ্চ লক্ষা ক্রমণ: বিশ্বত হইতে থাকেন, অবশেষে তাঁহারা প্রচার-কার্যা সামাত্র বিষয়কার্যা মনে করিয়া ভাষা সম্পন্ন করেন। তথন জাঁহারা মহায়ের অহারোধে বিশুদ্ধ জ্ঞান, ধর্ম, বৃদ্ধি ও বিবেককে বিস্ক্রান দিভেও কৃষ্টিত হয়েন না। আপনার মহত্ব ও স্বাদীনতা বিক্রয় করিয়া, কুলুতা ও অধীনতা-শৃহ্পলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। বিষয়ঘটিত স্থপ, বিষয়ঘটিত মান মর্থাদা মহায়কে অনেক সময়ে তর্বলভায় নিকেপ করে। প্রচারকদিগের ঐ স্থপ ও মান মধ্যাদার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলেই তাঁহারা যে ক্রমে ক্রমে তুর্বল হুইয়া সাংসারিক ভাবে পরিণত হুইতে পারেন, তাহারও বিলক্ষণ সম্ভাবন। আছে। যুখন ব্রাহ্মণর্ম উদার মহং খাণীন ও সাধাায়িকভাবে পরিপূর্ণ. তথন প্রচারকদিগের মনে অপ্রশন্ত নীচ অধীন ও বৈষ্ট্রিক ভাব প্রবিষ্ট্র চ্টালে, ব্রাহ্মধর্মের ভয়ানক ওরবন্ধা হইবেই হইবে। প্রচারকেরা ঈশবের দাস, তাঁহার। মহন্ত বা সমাজের দাস নহেন। তাঁহার। ঈশরের হত্তে স্বীয় জীবন ममर्भा कतिया, श्रोठात्रक्टा उँहिए की वर्तत मधाविन कानिया, अनय मन আহা কেবল দেই কার্যো নিয়োগ করিবেন। অতএব শারীরিক পরিপ্রমের विनिमस कि कि श वर्ष शहर कहा राज्य, बाच छाडामिराह निकृष हहेरड কিছু অর্থ লইয়া প্রচার করাও দেইরুপ, থেন কেছ এরুপ মনে না করেন।

প্রচারের গুরুতার কাহার হ্বদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যেন ক্ষ্ম সাংসারিক ভাব প্রবেশ না করে এবং প্রচারকদিগকে যেন বৈষ্মিক ভাবে গণনা করা নাহ্য।"

প্রচারকপরিবারের প্রতিপালন জন্ত দানসংগ্রহ

এই সময় প্রচারকর্গণ সংসারের সমুদায় বিষয়কর্ম দ্বে পরিত্যাগ করিয়া, যেমন বিশুদ্ধ ধর্মের জ্যোতি চারি দিকে বিশুর করিতে প্রবৃত্ত ইইলেন, ব্রাহ্মদাধারণও তেমনি তাঁহাদিগের পরিবারপ্রতিপালনের জন্ম অকাতরে দান করিতে প্রবৃত্ত ইইলেন। এ সময়ে মক্ষেত্রত্ব বাহ্মদমাজদকল প্রচারের জন্ম বর্ষে বর্ষে কি প্রকার দান করিতে ক্রতসঙ্কল্ল হন, আমরা তাহার উল্লেখ পূর্বেষ করিয়াছি। ইণ্ডিয়ান মিরারে দানপ্রাপ্তিশ্বীকারে আমরা দেখিতে পাই, জ্লাই মানে আট শত চল্লিশ টাকা দান শ্বীকৃত ইইয়াছে। এক এক জন বান্ধ যাহা দান করিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণ বুঝা যায়, প্রচারবিষয়ে তাহাদিগের কি প্রকার অহ্বাগ উদ্দীপত ইইয়াছিল। এ কথা বলা অতিরিক্ত যে, এই অহ্বাগ উদ্দীপন কেশবচন্দ্র কর্ত্ব নিম্পন্ন হয়। কেশবচন্দ্র প্রকাশ ভাবে প্রচারকদিগের জন্ম ভিক্ষা করিতেও কৃষ্টিত হন নাই। ১৭৮৭ শকের বৈশাণ হইতে আধিন পর্যান্ত ছয় মানে আমরা আট শত প্রচাত্তর টাকা দৌওয়া চৌদ্দ আনা আয় দেখিতে পাই।(১) পূর্বের স্থিতি নক্ষুই টাকা দোওয়া চৌদ্দ আনা লইয়ানয় শত ছয়টি টাকা পৌনে নয় আনা হয়। এরূপ আয় এবং তনস্করপ ব্যর (২) তংকালীনকার অল্প উংশাহ্বাঞ্কক নহে।

⁽ ১) ১৭৮৭ সংকর পৌর মাসের "ধর্মভন্তু" ক্রন্তব্য।

⁽ २) আছের সঙ্গে ব্যয়ত ১৯০। আনা এই পৌৰের "ধর্মতক্তে" দৃষ্ট হর।

প্রধানাচার্য্যের মহত্ত্মীকারে সমাক্দৃষ্টি

উপস্থিত ঘোর আন্দোলনের মধ্যে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাঞ্চমংক্ষ ক্রমান্বয়ে মিরারে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এই আন্দোলনে প্রধানাচায্য মহাশয়ের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি যে একটুও হাস হয় নাই, ইহা বলিবার অপেক্ষা করে না। প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের জীবনের নিয়তি তিনি স্পৃচ্রপে ধারণ করিয়াছিলেন, স্বতরাং তাঁহার মন কোন কারণে বিচলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই প্রবন্ধে প্রধানাচার্য্যসম্বন্ধে তিনি যাহা(১) লিপিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার ক্ষর্মাদ করিয়া দিলাম; এই অম্বাদ পাঠ করিয়া সকলে দেখিতে পাইবেন, কেশবচন্দ্রের সমাক্ দৃষ্টি কোন কারণে আচ্চন্ন হইত না। রাজা রামমোহন রায় কর্ত্বক সংস্থাপিত মণ্ডলীর হীনাবস্থার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন:—

"যে মণ্ডলীমদ্যে ভারতবর্ধের নবজীবনের বীজ নিহিত আছে, তাহার এরপ তুর্গতিসম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে আক্ষেপ করিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই অবস্থা সেই সকল বাক্তির আর্থপ্রণোদিত ঔদাসীতোর বিষয় ভেরীনিনাদে প্রচার করে, যাহারা উৎসাহ ও অফুরাগ সহকারে রামমোহন রায়ের সহকারী হইয়াও দৌর্পল্য প্রকাশ করিলেন এবং প্রথম স্থাগেগ পাইবামাত্র তাহার মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া চলিঘা গোলেন। ঈখরের ইচ্ছা পূর্ণ ইইবেই হইবে, এবং অনেক সময়ে অনপেন্ধিত নিগৃঢ় প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হয়। সমাজের পুনরুদ্ধীপনের হেতু অভ্যা তথনই কার্য্য করিতেভিল। যাহাদিগের সকলের সমবেত শক্তি সমাজের পুনরুদ্ধীবন সম্পন্ন করিবে, সেই এক দল যুবক বিধাতার পরিচালনায় এবং এক দল অমুত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির নেতৃত্বে সমবেত হইয়াছিলেন। তরবোধনীসভা এই দল এবং বাবু দেবেক্রনাথ ঠাকুর সেই ব্যক্তি। এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না বে, এই সভা আক্ষসমাজ এবং বহুদেশের প্রভৃত কল্যাণ সাধন

করিয়াছে এবং উহা এই দ্বাতির চিরক্লতজ্ঞতাভান্ধন। এই সভার উত্থান ও উন্নতির বর্ণনা এবং তংসম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিবার পুর্কের, আমাদের লিখিবার প্রণালী অমুসারে সংস্থাপকের যে বিশেষ ধর্মভাবে এই অন্তর্বাবস্থানটি গঠিত হইয়াছিল এবং পরিশেষে ব্রাহ্মসমাজের উপরে প্রভত প্রভাব বিস্তাব করিয়াছিল, উহা বিশেষ করিয়া বঝা প্রয়োজন। তিনি আজও আমাদিগের মধ্যে জীবিত আছেন,তাঁহার ধর্মদম্পর্কীয় চরিত্র অনেকটা সাধারণের দৃষ্টিগোচরে বিভ্যান। স্কুতরাং আমাদের তাঁহার হইয়া সাধারণকে বুঝাইবার প্রয়োজন অল্প। একণ আমরা তাঁহার চরিত্রের সাধারণ দিক বিচার করিতে চাই না। রাজার মৃত্যুর পর যে আল-সমাজের নেতৃত্ব করিবার জন্ত তিনি আহুত হইয়াছিলেন, সেই আহ্মসমাজের উপরে ঈশরনিয়োগে যে গন্তীর আদর্শ মুদ্রিত করিলা দেওয়া তাঁহার নিয়তি ও অধিকার ছিল, আমাদের বর্ত্তমান অন্তসন্ধান সেই নিয়তিঘটিত। এই নিগৃঢ় তব তাঁহার সমগ্র জীবন ও চরিত্র বুঝিবার পক্ষে কেবল আলোক নহে, কিন্তু তাঁহার সময় ও দেশসম্পর্কে তাঁহার যে কি যথার্থ নিয়তি. তাহা রুদয়ক্ষম করিবার পক্ষে সামর্থা দান করে। আমাদের মনে হয়, এই বিষয়ে অনভিজ্ঞতানিবন্ধন অনেকে তাঁহার প্রতি অবিচার করেন, এবং তাঁহার যে মহত্ত আছে, তাহা একেবারে অস্বীকার করেন। সকল মৃহস্থের সুষদ্ধে সূতা হইলেও, যে সুকল বাক্তি অসাধারণগুণসম্পন্ন, তাঁহাদিগের দলক্ষে বিশেষ সত্য এই যে, তাঁহাদিগের জীবনের নিয়ামক মূলতব্**গ**লি গভীর অভিনিবেশ দহকারে না ব্ঝিয়া, কেবল বাহিরের জীবনের ঘটনা হইতে তাঁহাদিগের চরিত্রের ঠিক তথাে উপস্থিত হওয়া অসম্ব। তাহারা যে সকল লক্ষ্য দেখিতে পাইবে আশা করে এবং যে সকল লক্ষ্য বড় বড় দেশসংস্কারকগণ সম্ধিক পরিমাণে প্রদর্শন করেন, দেই সকল তাঁহার ভিতরে দেখিতে না পাইয়া তাহাকে কুতজ্ঞতা ও প্রশংসা অর্পণ করিতে কৃষ্টিত হয়, ইহা তাহাদের অতান্ত ভুল এবং তাঁহার প্রতি অবিচার। তাঁহার আত্মার যে নিগৃঢ় স্বাভাবিক মহত্তের নিকটে সমগ্র দেশ সমধিক ঋণী, জাঁহার কোন দোষ বা অপূর্ণতা দর্শন করত তাহা স্বীকার না করিয়া তাহারা তাঁহার প্রতি অতীব অন্তায় ব্যবহার করে। মহাপ্রিবর্শ্রন্সাধক দেশসংস্কারকের স্বাভাবিক প্রতিভার ফ্রায় তাঁহাতে কিছু আছে, এ অভিমান তাঁহার নাই, এবং দেশসংস্থারকের উচ্চ উপাধিও তিনি চান না: অথচ তাঁহার ভিতরে যে মহান खन चाहि, शुंथेवीदक छाहा এक मिन विश्वा खनामा कतित्व हहेद. अवः সমুদায় ভারত গভীর ক্বতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার নাম পোষণ করিবে। অপুর্ণতা তাঁহার আছে-কোন মাহুষেরই বা অপুর্ণতা নাই । কিছু ভগবান যে তাহাকে এ দেশের ইতিহাসে একটি মহং কার্যা-সাধনের জন্ম নিয়োগ করিয়াছেন, তংগদক্ষে আমাদিগের মতে একটও সংশয় নাই, এবং ভক্কল তিনি যে অধাবদায় ও দটতা সহকারে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনের মহত্তের লক্ষণ। আমরা যত দর বঝিতে পারি, তাহাতে তাঁহার নির্দিষ্ট কার্যা—ভাবে ও প্রীতিতে জীবন্ত ঈশবের মর্চনা। ইহারই জন্ম তিনি জীবন ধারণ করেন, ইহারই জন্ম তাঁহার জীবন ও পরিশ্রম মূল্যবান এবং আমাদিগের চিত্তাকর্ষক। ঈশবের দাসরপে ইহাতেই তিনি মহত প্রকাশ করেন, এবং ইহাই তাহার সমগ্রজীবনব্যাপী দাহিত্যের কার্যা। তাহার চরিত্রের অবশিষ্ট যাহা কিছু ব্যক্তিগত দোষ গুণ, ভাহা তাহার হইতে পারে; কিছু তাঁহার জীবনের কার্য্য বিশেষরূপে আমাদের ভারতের ও সমগ্র মহয় জাতির। তাঁহাকে নঝিতে গিয়া আমরা তাঁহার বাক্তিগত দোষগুণ তাঁহার জীবনের কার্যো বিশ্বত হট্যা ঘাই, যেমন সাধারণ মাঞ্চকে ইতিহাদের মাঞ্চে, ব্যক্তিগত বিষয়কে সার্বান্ধনীন বিষয়ে, অনিতা নিত্যেতে বিশ্বত হুইয়া থাকি।

"এই ভাবের প্রকৃতিই এই যে, ইহ। গওগোল এবং আড়ম্বর দ্রে পরিহার করে। মহাগওগোলপূর্ণ সংগ্রাম এবং মহাপরিবর্তনের ব্যাপারের মধ্যে নহে, কিন্তু নির্জন জীবনের গওগোলবিরহিত শাস্ত উপদেশাদি মধ্যে উহা আয়ুপ্রকাশ করে। কর্ম্মবান্ত পৃথিবীর সমুগে, তুপ্রহরের স্থাালোক মধ্যে উহা কিরণজাল বিস্তার করে না, উহার সৌন্ধ্য এবং গাঞ্ভীয়া চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ। যে সকল লোক ইন্দ্রিয়ের প্রভাব ও পৃথিবীর কোলাহল হইতে দ্রে প্রস্থান করিয়াছে, তাহারা নির্জনে প্রশান্তভাবে উহার আলোক অহ্যতব করে। আমাদিশের রথা আশা যে, বাবু দেবেক্তনাথ দেশসংস্থারে সংগ্রামক্ষেত্রের সম্মুধ্বভাগ অধিকার করিবেন, অযুক্ত ব্যবহার ও অন্তর্পাবস্থানের বিক্লকে সংগ্রামকরিবেন, একাকী সবলে প্রাচীন ভ্রমত্র্গ ভ্রাবশেষ করিবেন, এবং কঠোর

আয়াবলিদানে জয় ক্রয় করিবেন। তাঁহার ভাব এবং শাস্ত জীবনের কার্য্যের ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার মূথে সংগ্রাম নহে, শান্তি এই শব্দ, ক্রিয়া নহে, প্যান। তিনি আমাদিগকে দামাজিক সংগ্রামের উৎসাহকর উভ্যার্থ আহ্বান करत्रन ना. किन्न आभाषिभरक निब्धनकृषीरत ও বেদীमन्निभारन लहेश थान. এবং আমাদিগকে আত্মোপরি নিক্ষেপ করেন যে, আমরা আমাদিগের আন্তরিক প্রকৃতি দর্শন করিতে পারি, এবং আধ্যাত্মিক সাধনে ঈশ্বর্ধ্যান ও ঈশ্বরের যোগদমাধান করিতে দমর্থ হই। তিনি বাহিরে সংসার হইতে আমাদিগের চক্ষ্ অবক্ষ করিয়। অন্তররাজ্যের সারতম সত্যের দিকে উহা খুলিয়া দেন। তাঁহার জীবনের কাষ্য বাছাবিষয়সম্পর্কে নহে, অদৃশ্য আত্মমম্পর্কে, আধ্যাত্মিক সত্য, আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং আধ্যাত্মিক প্রেমসম্পর্কে। তাঁহার উপদেষ্ট্র ক্রমাধ্যে আত্মার পক্ষসমর্থন করে, এবং তাঁহার জীবন আধ্যাত্মিক সত্যের একটা স্থমহান দৃষ্টান্ত। যে সময় হইতে তাঁহার আত্মাতে ধর্মভাব সমূদ্রিক হইয়াছে, সেই সময় হইতে তাঁহার প্রধান ভিরপ্রতিজ্ঞা, তাঁহার একমাত উচ্চ অভিলাষ এই যে, তিনি জদয়ের গভীরতম স্থানে জীবস্ত সত্যস্বরূপ ঈশ্বকে দর্শন করিবেন, এবং তাঁহাকে এরূপ প্রীতি ও তাঁহার লোকাতীত গৌল্ধা ও স্নেহুসম্ভোগ করিবেন যে, এখানে এবং পরলোকে সমগ্র জীবন তিনি ঈশবেতে হাপন করিতে পারেন, ঈশবেতে বিচরণ করিতে পারেন; যে বেদান্তমধ্যে অধ্যাত্ম অদৈতবাদ প্রধান, দেই বেদারু শান্ত অধায়ন তাঁহার প্রাথমিক অধাাত্মজীবনোলে্যের সাহায্য করিয়াছিল। নিরন্তর প্রার্থনা ও ধ্যান্যোগে তিনি ঈশ্বরেতে হৃদ্য স্থাপন ও সমাধান করিতে শিক্ষা করেন। তিনি ওক্ষ ধর্মবিজ্ঞানের ঈশ্বরের अष्रमत् करतम मार्ट, अथवा शृहकल्लमाङ्गिङ आमन्तवारमत अञ्चादी आमन्त-বিকারের রাজ্যে উত্থান করেন নাই। তাঁহার অধ্যাত্ম ক্রমিকোমতি ধর্মসম্পর্কীণ। প্রার্থনা তাহার পথপ্রদর্শক ছিল, বিনীত দোংদাহ প্রার্থনা তাঁহাকে পরম পুরুষের নিকটবন্তী করিয়াছিল, এবং অহৈতবাদ, রহস্যবাদ এবং আয়বাদের দিকতাভূমিতে তাঁহার আয়ার বিনাশ প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। ঈশরকে যে তিনি কেবল মহান্ সংপদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে: কিন্তু হদয়ে তিনি তাঁহার অনস্থ প্রীতিপূর্ণ দয়া অত্মতব করিয়াছিলেন,

তাঁহার প্রেমের সৌন্দর্য্য সাক্ষাংসম্বন্ধে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে পিতামাতা, বন্ধু এবং রক্ষকরপে ভালবাদিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে ঈশর তাঁহার জীবন ও প্রেম, এবং সাংসারিক প্রলোভন ও তঃখের মধো আর্রার ও সাম্বনা হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি আপনার এবং দেশীয়গণের কল্যাণার্থ বিশ্বাস ও প্রীতিতে ঈশরের আধ্যান্মিক পুদ্ধা জীবনে সাক্ষাং সম্বন্ধে নিম্পন্ন করিয়াছিলেন। যাহারা মনে করেন আহ্মধর্ম শুষ্ক মত, উহ। হৃদয়কে চরিতার্থ করিতে পারে না. শান্তি বা সাম্বনা অর্পণ করিতে সমর্থ নছে. এ জীবন তাঁহাদিগের এ অফুমানের চিরপ্রতিবাদ, তাঁহাদিগের মূলশৃষ্ট অহমানের জীবন্ত পত্তন। এই জীবন দেখাইয়া দেয়, রান্ধ্রণের কি প্রভাব, উহার কি জীবন্ত ভাব, এবং উহার কি আনন। সত্যধর্ম যদি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক হয়, উল্কতে আপ্রবাক্য, অলোকিক ক্রিয়া, দৃশ্য দেবতা, সংস্পৃশ্য অন্তর্তানসমূহের বাহ্য সাহায্য না থাকে, ভাহাতেই বা কি ? বিশাস কি অদু তা বিষয়ের প্রমাণ এবং প্রত্যাশিত বিষয়ের সারাংশ নহে ? উহা কি আপনার স্থদ্য অবিচলিত মুলোপরি আপনি দাড়াইতে সুমুর্থ নহে গু সুহত্ত শাস্ত স্থুমিট, অথচ স্বল.ও জীবস্ত বিশ্বাস বাবু দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দৃঢ় মূল স্থাপন করিয়াছে, এবং উহারই সাহায়ে তিনি রক্তমাংসের প্রলোভন পরাজয় করিয়াছেন এবং জীবনেতে সত্যের জয় নিম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার দেহ যে প্রকার ভব্জি-উদীপক এবং প্রভাবযুক্ত, তাঁহার আত্মাও দেই প্রকার উন্নত এবং গঞ্চীর। তাঁহার প্রতিদিনের আলাপ ও ব্যবহার, গৃহকাগা এবং সামাঞ্জিক ক্রিয়া, চিন্তা এবং অফুষ্ঠান, তাঁহার বিখাদের অত্ল্য আধ্যাত্মিকতা প্রদূর্লন করে। তিনি পুর্ববাপর সন্ধৃতি সূহকারে নিজের বিখাদ প্রচার ও অফুষ্ঠান করেন। তাঁহার চিম্বা, বাকা ও কার্যা উহাতে পূর্ব। তিনি মতা সভাই স্পাাল্লবালো বাস করেন, এবং উহাই ভালবাদেন। এ কথা সত্য যে, তিনি সাধাবণ लाकिप्तराव जाग्र मः मारत्र कार्या कतिशा शास्त्र, किन्न मान्ननाः ए स्थाननः শক্তি ও শাস্তি তিনি অন্তরে অবেষণ করেন। ভাঁহার জীবনের গুঢ় দেশে আমরা ষতই প্রবেশ করি, ততই আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার আধ্যাত্মিকতা কি প্রকার গভীর ভাবরসপুর্ব: উহার আশা ও আহ্লাদের প্রভাব তিনি কেমন সমাক প্রকারে অমুভব করেন। বলিতে পারা যায়,

ধ্যান তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; ধ্যান ব্যতিরেকে সমুদায় পৃথিবীর স্থ্ ও ঐশর্যা পরিবেষ্টিত থাকিলেও তিনি বিযাদে ভিয়মাণ হইয়া যাইবেন। উত্তেজিত হইলে, দন্দেহে উদ্বিগ্ন হইলে, বিপদে ক্লিষ্ট হইলে, নিরাশায় অবসন্ধ হইলে, সংসার যে শান্তি দিতে পারে না, সে শান্তি অন্বেষণার্থ তিনি তাঁহার এই স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এজন্মই তিনি প্রায় স্ক্রিদা ণ্যানাবস্থায় থাকেন, বিশেষতঃ দেই সময়ে, যে সময়ে সাংসারিক কার্য্যে উদ্বেগ ও বিষাদ উপস্থিত হয়। অনেক ঘণ্টা পর্যান্ত অনেক সময়ে গভীর ঈশ্বরাম্ন-চিন্তনে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাকে একাকী থাকিতে দেখা যায়। কথন কথন সনুদার প্রবাব্ধ বা অপরাব্ধ নির্জ্ञনে অতিবাহিত করেন। লোকের গোলমাল অপেক। নিজ্জন, জনসংসর্গের আমোদ অপেক। নির্জ্জনাবাদের আমোদ তিনি অধিক ভালবাদেন। এতদ্বাতিরিক্ত নগরের গোলমাল ছাডিয়া ক্লান্ত আত্মার বিশ্রাম ও নির্জ্জনতার স্থপভোগের জন্য পল্লীগ্রামস্থ নির্জ্জনাবাদে বার বার গমনাগমন যথন বিবেচনা করি, তথন দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে এমন একটা কিছু অসদৃশ উন্নত ভাব আছে যে, ইহার মনের অতুল্য আধ্যাত্মিক মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠতা আছে, এ কথা বলিতে আমাদের মন কিছুমাত্র কৃষ্ঠিত হয় না। এতদপেক্ষা তাঁহার অধ্যাত্ম অন্তত সাধনের বাহ্য প্রকাশ আরও আছে। ভারতের রাজবিদ্রোহের কিছু পূর্বের, ১৮৫৭ খুঃ তাঁহার জীবনের পরীক্ষায় এত দুর উদিগ্ন হইয়াছিলেন যে, দীর্ঘ প্রান্তিকর ভ্রমণক্লেশ স্বীকার করিয়। তিনি দিমলা পর্বতে গিয়াছিলেন, এবং দেখানে নির্জ্জনে জনশুন্তাবাদে অবিভক্তচিত্তে সোৎসাহ অভিনিবেশে জীব, প্রকৃতি এবং ঈশ্বরচিন্তনামুধ্যানে ত্ই বংসরকাল অভিবাহিত করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এরূপ করা দূরে থাকুক, মনে করাই কি অত্যধিক নয়
। মনে রাথিও, বাবু দেবেন্দ্রনাথ 'ভারতের কুবেরের' পুত্র, অসম্ভব ধনসম্পদ এবং রাজোচিত ভোগ মধ্যে লালিত পালিত, আপনি অনেকগুলি সম্ভানের পিতা, বিপুল ভূমপাত্তির অধিকারী, এবং ভাহার পর মনে করিয়া দেখ, ঈদশ লক্ষপতি, পরিবারের ও ধনসম্পদের আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিয়া তুই বংসর কাল হিমালয়ে প্রার্থনা চিন্তন এবং ধর্ম ও ঈশরে চিত্ত স্থাপন পূর্বক বাস করিলেন। এই ঘটনাই তাঁহার অন্ত অধাাত্ম উন্নত ভাব প্রচ্র পরিমাণে প্রদর্শন করে,

এবং আধ্যাত্মিক ধর্মের শাস্তি ও আনন্দের যথেষ্ট মহং দটান্ত দেখাইবার জন্ম যে তিনি একজন মহাজন, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। ঈদুশ মাহুষের হত্তে ভগবান ব্রাহ্মসমান্তের কাষ্যানিকাহের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং ব্রাক্ষদমাক কি আকার ধারণ করিবে, ইহার মনের আদর্শে তাহা সহজে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। রামমোহন রায় যে বেদাক্ষণান্ত গোঁড়া পণ্ডিতদিগের মুথ বন্ধ করিবার জন্ম গুরুতর প্রামাণিক প্রবচনরূপে সমাজে वावशांत कतिराज्ञ, वातु (मरवासनाथ उँशांक उँका जिल्लायभाषानत कल निर्धाण করিলেন। সে উচ্চাভিপ্রায়—উপাদকগণের চিত্রকে গভীর ঈশবসম্বন্ধীয় অমুভূতি, জলম্ব বিশাস এবং প্রগাচ ভক্তিতে উপনীত করা। তিনি ঈদশ প্রার্থনা, প্রাণদ ব্যাখ্যান প্রচলিত করিলেন, যাহাতে ঈশ্বর এবং সাধকের মধ্যে সাক্ষাং ব্যক্তিগতসম্ম স্থাপন করিয়া দেয়। তিনি আহ্মসমাজে যে সকল ব্যাপান করিয়াছেন, তাহাতে যোগানন, অধ্যাহারাছোর শোভা, আত্মসমর্পণের শান্তি, মানবজাতির পিতা মাতা, পাণীর পরিক্রাতা ঈশরের रमोन्नगा जवर रभोतन, रय ऋर्ण रभाक नाई, रकवल आनरनत मामाका--रम्हें স্বর্গে ঈশ্বরের নিত্য স্থপকর দক্ষ—ভাবোদ্দীপক বাগ্যিভায় চিত্রিত করা হইয়াতে। এই ব্যাখ্যানগুলি অতি শ্রেষ্ঠ ছাতীয় এবং কোন প্রতিবাদের ভয় ন। রাপিয়া আমরা বলিতে পারি, কি ইউরোপে, কি এ দেশে ঈদুশ বিষয়ে যত ব্যাপ্যান মন্ত্রিত ইইয়াছে, তাহাদিণের স্কলের অপ্রতিদ্বনী। চিন্তার গান্ধীণ্যে, ভাবের গৌরবে, নিবন্ধের সৌল্ধো ইহারা মতি উৎক্রই, এবং আমরা সম্ভবতঃ লিথিয়া যাহা চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দিতে আশা করিতে পারি, তদপেকা উহারা বিশিষ্ট্রপে অসংগা ভাবী বংশদ্রগণের নিক্টে সেই মহুং আগ্রাকে অভিবাক্ত করিবে, যাহা হইতে এই সকল বিনিংস্ত। ভগবানের পরীক্ষিত দাসের ছীবনকে যেন সম্প্রমান্ত্রিক লোকে ভক্তি করিতে পারে। সভাের জন্ম দীর্ঘ কাল তিনি যে পরিশ্রম করিয়াচেন, তক্তন্ত ঈশবের আশীর্মাদ এবং তাঁহার দেশের ক্তজ্ঞতা তাঁহাকে পুরস্কৃত ক্ষক।"

পূর্ববঙ্গে প্রচার *

ফরিদপুর হইয়া ঢাকা গমন

১৭৮৭ শকের কার্ত্তিক মাদে (অক্টোবর, ১৮৬৫খৃঃ) সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়ক্ষ গোস্বামীকে সঙ্গে করিয়া, আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রচারার্থ পূর্ব্ব বঙ্গে যাত্র। করেন। তথন কুষ্টিয়া পর্যান্ত লৌহবরু ছিল। তাঁহারা বাস্পীয় শকটারোহণে কুষ্টিয়ায় যাইয়া, নৌকাযোগে প্রথমতঃ ফরিদপুরে গমন করেন। ১২ই কার্ত্তিক (২৭শে অক্টোবর) ফরিদপুরে উপস্থিত হন। ১৪ই রবিবার (২৯শে অক্টোবর) প্রাতঃকালে ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজগৃহে, উপাদনান্তে আচাধা "ধর্মের জীবস্ত ভাব" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সে দিন অপরাছে কয়েক জন সন্নাম্ভ হিন্মাশিয়া আচার্যোর সক্ষে বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার মৃপে সতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া সকলেই সস্তোষ সহকারে তাঁহার প্রতি বিশেষ সদ্ভাব প্রকাশ করেন। ১৫ই কাত্তিক (৩০শে অক্টোবর) তাঁহারা করিদপুর হইতে ঢাকায় যাত্রা করেন। ১৯শে কার্ত্তিক (৩রা নবেম্বর) ঢাকা নগরে উপস্থিত হন। নৌকাতেই চ্ই বেলা তাঁহাদের রন্ধন ভোজন হইত, তিন জনে মিলিয়া রন্ধন করিতেন। প্রসিদ্ধ "টুফেথ" (True Faith) পুস্তক নৌকা-যোগে পূর্ব্ব বঙ্গে অমণকালে বিরচিত হয়। ঢাকা পূর্বব্রের কেল্রন্থল ও প্রধান নগর। এ নগরে সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত কিছুকাল এক্সবিভালয়ের अधापना-कार्या नियुक्त ছिल्नन ।

পরলোকগত ভিপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজস্থার মিত্র মহাশয়ের আরমাণী টোলাস্থ তবনেব একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে তথন সামাজিক উপাসনার কার্যা হইত। সেই সময়ে ঢাকা নগরে রীতিমত ব্রাক্ষমগুলী সংগঠিত হয় নাই। সমাজে অনেক লোকের স্মাগ্য হইত বটে, কিন্তু দৈনিক উপাসনা করেন, এরূপ

এই অধ্যায় পৃক্রিকনিবাদী এক প্রেরিভ ভাতার শৃতিলিপি।

লোক বিরল ছিল। যিনি আন্ধণের মন্তকে চরণ ও শালগ্রাম শিলার উপর পাছকাস্থাপনে সাহস প্রকাশ করিতেন, তিনি শ্রেষ্ঠ আন্ধা বলিয়া তথন গণ্য হইতেন। সাধু অঘোরনাথের চরিত্রের প্রভাব ও সন্ধ্রীন্তে অনেকের অন্তর্গৃষ্টি বিকশিত হইয়াচিল।

আচাৰ্য্য কেশবচন্দ্ৰ ঢাকা নগৰে উপস্থিত হইয়া, প্ৰথমতঃ বাদ্ব্যবাদ্ধার-নিবাদী প্রশিদ্ধ ধনী জীবন বাবর বহিবাটীতে অবন্ধিতি করেন। এক বৈরাগীর আথডাতে তাঁহার জন্ম সামান্তরূপ আলু বাঞ্চন প্রস্তুত হইত. বেলা দিতীয় প্রহরাস্তে এক জন ভুতা উহা বহন করিয়া লইয়া আদিত। আহারে প্রতিদিন তাঁহার যংপরোনান্তি কট হইতেছিল। কডকড ভাত ও ঠাণ্ডা ব্যঙ্গনে তিনি কোনরূপে বন্ধমহ উদরপুর্ত্তি করিতেন কয়েক দিন 🐣 পরে ব্রক্তক্তর বাবুর বাড়ীতে তাঁহার বাদভান নির্দিষ্ট হয়। এ যাত্রায় তিনি ঢাকা নগবে প্রায় একমাদ কাল স্থিতি করেন। প্রতিদিন অপরায়ে উপদেশদান ও ধর্মালোচনা করিতেন। তাঁহার মূপে অমধুর কথা অবণ করিবার জন্ম কথন শতাধিক লোক উপন্থিত হইত। আইভাব ও প্রার্থনা বিষয়ে যে তুইটি মহান উপদেশ দান করেন, তাহাতে অনেকের জীবনে স্প্রভাত হয়। প্রতি ব্রবিবার ঠাহার উপদেশ-শ্রণের জন্ম পাচ, ১য শত লোক উপ্সিত হইত। তিনি ঢাকাবালসমাছ, লালবাগবালসমাছ ও বাঞ্চালাবাছার ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকাস্ত এই তিন সমাস্থেই উপস্থিত হইয়া উপদেশ দান করিতেন। কেশবচন্দ্র জীবন বাবর নাট্যমন্দিরে Faith (বিশ্বাস), Love (প্রেম), Revelation (আপুবাকা), Catholicism (উদারতা), এই চারিটি বিষয়ে চারিদিন বক্ততা করেন। নগরের ক্লতবিষ্ঠ ইউরোপীয় ও দেশীর ভদলোক সকল বক্তত। প্রবণ করিয়া চমংক্রত ও মৃগ্ধ হন। বিশুদ্ধ ইংরাজীতে দুই ঘণ্টা, আড়াই ঘণ্টাব্যাপী গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ এরপ মনোহারিণী বক্ততা পূর্বে সে দেশের কোন লোক কথন শ্রবণ করেন नाहे। वक्रजा-अवर्ग व्यक्तरकत कीवरमत পतिवर्शन हम, व्यत्मक मण्डभाती ছরাচার লোকের নয়ন হইতে অফুডাপা≢ বর্ষিত হয়, তাহারা অফুড: কিছুদিনের জন্ত পাপাচারে নিরত থাকে। ঢাকা কলেজের তদানীস্থন धर्माञ्चात्री श्रिमित्रभात (बर्गछ गार्ट्य बाहार्यात श्रीक विरम्य बाक्डे हम।

তিনি যথেই আদর অভার্থনা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন, এবং বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। রেণেও সাহেব আপনার ছাত্রদিগকে বলেন, কেশব বাবু যেরপ ইংরাজী বলেন, তোমরা সেইরপ লিখিতে সমর্থ ইইলে সাহিত্যে এম্ এ পাস করিতে পার। কেশবচন্দ্র "রান্ধার্মের উদারতা" ও "রান্ধার্মের আধ্যায়িকতা" এই তুই বিষয়ে বন্ধ ভাষায় তুই দিন বক্তৃত। প্রদান করেন। তিনি পূর্ব্বে কথন বান্ধালা ভাষায় প্রকাশ্র মৌধিক বক্তৃত। প্রদান করেন নাই, ঢাকাতেই তাঁহার প্রথম মৌধিক বান্ধান। বক্তৃত। প্রদান এই বক্তৃতা-শ্রবণে অনেকেই প্রেমে বিগলিত হইয়া অশ্রবর্গ করিয়াছিলেন, একটি ভক্ত বৈশ্ববের মহাভাব হইয়াছিল। "তুই ব্রক্ষ্মানীর বক্তৃত। শুনিরাছিলি ও অজ্ঞান ইইয়া পড়িয়াছিলি" বলিয়া পরে মহস্ত তাঁহাকে শাসন করেন। এ যাত্রায় আচাব্য যে কয় দিন ঢাকায় ছিলেন, তিনি সামান্ত্রিক উপাসনায় প্রার্থনামাত্র করিতেন, উদ্বোধন আরাধনাদির ভার অত্যের প্রতি অর্পতি ছিল।

ময়মন্দিংহে গ্মন

এই সময়ে ময়মনিশংহ হইতে প্রাক্ষা বদ্ধুগণ তথায় যাইবার জন্ম তাঁহাকে আহ্বান করেন। তথন ঢাকা হইতে ময়মনিশংহে ৫।৬ দিনে নৌকাযোগে যাইতে হইত। আচার্যা কেশবচন্দ্র সাধু অঘোরনাথকে সক্ষে করিয়া, একটি এক দাঁড়ের ক্ষুদ্রনৌকা আরোহণে ময়মনিশংহ যাত্রা করেন। দেই ক্ষুদ্রনৌকার রন্ধন, ভোজন ও শয়নোপবেশন হইত। রন্ধনকালে ধুমে তাঁহারা যংপরোনান্তি কই পাইতেন, অনেক সময় কেবল বেগুন পোড়া ও বেগুন ভাতে ও আলুছাতে ভোজ্যোপকরণ হইত। সক্ষে বিছানা বালিশ ছিল না, এক থানা দেপ মাত্র ছিল, তাহাই ত্ইজনে গায়ে জড়াইয়া নিশা-কাদের শীত নিবারণ করিতেন। ময়মনিশংহ হইতে প্রত্যাগমন কালে ময়মনিশংহত্ব এক জনবন্ধ শব্যাও উপাধান প্রদান করিয়া তাঁহাদের শয়্যাকই নিবারণ করেন। আচার্যা যথন ময়মনিশংহে উপনীত হন, তথন তথায় মহাঘ্টায় ক্রবিপ্রদর্শনী মেলা হইতেছিল। কিশোরগঞ্চ স্বভিভিজনের তদানীস্তন ভিপুটী ম্যাজিট্রেট শ্রুক্ত রামশহর দেন রায় বাহাত্র মেলার কার্যানির্ধাহের জন্ম নিযুক্ত

ভাই গিরিশচক্র সেব। ইনি তৎকালে মরমনসিংহে কুলের পশ্তিত ছিলেন।

ছিলেন। আচাধা প্রভিবা মাত্র তিনি ঘাইয়া তাঁহাকে সাদরে অভার্থনা করিয়া গ্রহণ করেন। পথে কোন কারণে আচাধ্য নৌকা পরিবর্শ্বন করিতে वाधा श्रेषाहित्तन, उथन जिनि ७ माधु अर्घात्रनाथ पृष्टे करनत शूर्व नोकाश স্ব স্থ বিনামা ভূলিয়া রাখিয়া আদেন। উভয়কে শুলপদ দেখিয়া রামশহর বাবু তাড়াতাড়ি বাজার হইতে জুতা ধরিদ করিয়া আনিয়া দেন। তাঁহারা নব পাছকা পরিধান করিয়া দেই নৌকা হইতে অবতরণ করেন। কেশব-বাবুকে স্থান দান করিলে বা জাতিচাতি হয়, এই ভয়ে ময়মনসিংহনগরস্থ কোন ব্রান্ধ স্বীয় আবাদে স্থান দিয়া তাঁহার আতিথা সংকার করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার অবস্থানের জ্ঞা সমাজগুহের পার্মে একটি বুহুং পট্মগুপ স্থাপিত হইয়াছিল। এক হৃন ভদ্রোক তাঁহাদিগকে আন বান্ধন প্রস্তুত করিথা দিবার জন্ম স্বীয় ভূতাকে নিযুক্ত রাপিয়াছিলেন। দে খুব ভাল রাধিত বলিয়া তাঁহারা প্রশংসা করিয়াছেন। তপন ময়মনসিংহের আন্ধ-সমাজে অনেক বড বড লোক যোগদান করিতেন। কাহারও জীবনের সঙ্গে ধর্মের কিছুমাত্র সমন্ধ ছিল না। ইহার কিয়ংকাল পুর্বে সমাজের জ্ঞস্ত নিন্দিষ্ট গৃহ ছিল না, এক জন সন্নান্ত লোকের বৈঠকপানায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্মাজের কার্য্য হইত। অনেক সময় উপাচার্য্য স্থবার ক্রিমনেছে চেয়ারে বিষয়া আদিসমাজের নিবন্ধ উপাসনাপদ্ধতি-পুত্তক পাঠ করিতেন ও ব্যাগান পড়িতেন। এইরপ উপাদনার পরে অনেকে মিলিয়া যথেচ্ছ পান ভোজন করিতেন। এক দিন এক জন বক্তা সুরামত চুট্যা আদিয়া বঞ্চতা-দানে প্রবৃত্ত হন, কিছু বলার পরই তিনি অজান হইয়া পড়িয়া যান, তপন শ্বাকারে काँडारक भवाभवि कविया वाहिरव लडेश यांस्या इया अडे घटेनात नव কোন কোন সভা সমাজে যোগ দান করিতে সৃষ্টিত হন। আচাধা যথন ময়মনসিংহে উপস্থিত হন, তথন বান্ধ্যনান্ধের এরপ যথেচ্চাচারের অনেকট। তিরোভাব হইয়াছিল, পূর্ফোক উপাচার্য ফানান্তরিত হইয়াছিলেন, उाँशांत्र मञ्जीमित्रात्र क्ष क्षिर जातास्त्र श्राकान भागेबाहिन : किन्न जेभागना-শীলতা ও ধর্মশুহা কাহারও ছিল না। আচার্যোর সঙ্গে সাক্ষাং করিতে শাসিয়া তাঁহারা ভদ্রতার আলাপ ও বিষয়প্রসক্ষ করিতেন, ধর্মবিষয়ে প্রায় কোন কথা উত্থাপন করিতেন না। সংপ্রসঙ্গের মধ্যে এই হইয়াছিল যে,

বক্তা কেমন করিয়া দিতে হয়। তিনি উত্তর করেন, নির্মাজ ইইলেই বক্তা দেওয়া যায়। ময়মনসিংহের ভ্রাতারা ভাল থাওয়াইয়াছেন, আচার্যা অনেক সময় শুদ্ধ এই কথাই বলিতেন।

তথন মেলা উপলক্ষে ঢাকা বিভাগের কমিশনর বক্লাণ্ড সাহেব ও নানা স্থান হইতে ধনী, জমিদার ও ইমুরোপীয় স্থী পুরুষ ময়মনসিংহে উপস্থিত হইয়ছিলেন। হংপ্রশিক্ষ বক্তা কেশবচন্দ্র দেন আদিয়াছেন শুনিয়া, সাহেব বিবিরা মেলাস্থলে তাঁহার বক্তৃতা হয়, এরপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মেলাক্ষেত্রে এক জন বড় সাহেব এক জন সম্লান্ত ভ্যাধিকারীকে অপমান করেন, তজ্জ্যু হলস্থল ব্যাপার উপস্থিত হয়, এই কারণে তথায় আর বক্তৃতা হয়। ববিবার প্রাতঃকালে সাধু অবােরনাথ উপাসনা ও আচার্য্য উপদেশ দান করেন। নগরের বহু স্লান্ত লোক সেই বক্তৃতায় ও উপাসনার যোগ দেন। আচার্য্য ময়মনসিংহে চার পাচ, দিনের অধিক ছিলেন না। সেই সময়ে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা, হইয়াছিল, সেই ফটোগ্রাফ একণ্ড কাহার কাহার নিকটে বিশ্বমান আছে। তথন তিনি অভান্ত ক্লাক ছিলেন।

্ ্ৰাকাৰ প্ৰভাবৰ্ত্তন, অহম্বতা ও কলিকাতা প্ৰভাগমন

ময়য়নির্মিংই হইতে ক্র নৌকায় ঢাকায় ফিরিয়া আদিতে আচার্য্য অত্যন্ত অফ্ছ ইইয়া গড়েন। তথন ব্রজ্ঞলর বাবু কুমিলা নগরে ডিপুটী কলেক্টারের পদে নিযুক্ত, ছিলেন, তিনি আচার্যাকে তথায় লইয়া ঘাইবার জন্ত সমুদায় বলোবত্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু পীড়িত হইয়া পড়াতে আচার্য্যের আর কুমিলা য়াওয়া হয় নাই। ঢাকায় আদিয়া চিকিৎসার জন্ত কিছু কাল বায় করেন, পরে ফ্র হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। অঘোর বাবু তাহার সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া য়ান, গোল্লামী, মহাশয় ঢাকায় থাকিয়া চিকিৎসা-কার্যা ও প্রচার করিতে থাকেন। আচার্যা সপরিবারে ঢাকায় থাকিয়া চিকিৎসা-কার্যা ও প্রচার করিবেন, এলপ বাস্না করিয়াছিলেন; কার্যাতঃ তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। তিনি চলিয়া গোলে পর ঢাকা নগরীয় হিন্দুগণ হিন্দুর্যা-প্রচার ও বান্ধনিগতে উৎপীড়ন ও তাহাদের নিন্দা ঘোষণা করিবার জন্ত্ব। এক সভাশ্বাপন ও পত্রিকা প্রচার করেন।

विजीवनात हाकात श्रम

মুৰ্বেরের ভক্তির আন্দোলনের স্বাবহিত পর সময়ে, ঢাকার আন্ধবন্ধনিপের बिर्लय चांक्सानाष्ट्रमाद्व, चांहांद्य त्कनवहस्र श्रनकांत्र ১१२० मटक २८८म कासन (७३ मार्फ, २०७२ थुः) हाकाव भगन कत्त्रन। এই विशेषवात । भूक्षवान ডাঁহার প্রচারাথ ঢাকার যাত্র। এই যাত্রার সঙ্গীত-প্রচারক ভাই ত্রৈলোকানাথ সাল্লাল তাঁহার দকে প্রন করিয়াভিলেন। তাঁহারা ক্টরা প্রান্ত বাস্পীর শকটে ঘাইয়া, তথা হইতে বান্দার পোতে ঢাকার উপনীত হন। তিনি বাষ্পীয় পোত হটতে অবতাৰ্গ চটবা মাত্ৰ, বছ লোকে মানিয়া ভাঁছাকে चारबहेन करत । প্রথমতঃ আচার্ধা একছন্দর বাবুর আরমানীটোলাছ বাটীতে অৰুশ্বিতি করেন, পরে দেই বাদার গুঞ্তর সংক্রামকণীড়ার প্রাত্তবি হওয়াতে त्नहें वामा পরিত্যাগ করিয়া, বালিয়াটির জমীদার **औ**तुक वानु उदक्क्यूमाর রায়ের वरनीवाञ्चात्रम् ज्वरन वाम क्रिएक वाधा हन । এই मगरम चाहाधा हाका नशरत দর্শের অভিনব প্রোত দেখিতে পাইলেন। তখন উপাসনাশীল একটা ঘবক-ব্রাক্ষমগুলী গঠিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে ভাই বলচন্দ্র রায় কিয়ক্ষিন আচাধা ও সাধ অবোরনাথের সহবাদে থাকিয়া, ঠাহাদের উপাসনা ও উপদেশ এবং পৰিত্ৰ জীবনের প্রভাবে ধর্মজীবনের দিকে অনেক দূর অগ্রদর হইয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহার ধর্মে প্রচুর উৎসাহ ও একাগ্রতা এবং নেতা হইয়া যুবক ও বালক্ষিণকে ধর্মপথে পরিচালিত করার আগ্রহ ছিল। কলিকাতার সক্ষত-সভার আন্রশান্ত্রসারে যুবক্দিগকে লইয়া তিনি এক সম্বত্তভা স্থাপন করিয়া-क्रिलन। क्यान कान मिन त्यहे यह उपछात्र चारमाहनायही छशार्थना मिर्फ রাত্রি ভোর হইরা যাইত। এক এক দিন ভাবোরার যুবকগণ এরপ উচ্চ প্রার্থনা ও জন্মন চীংকার করিতেন যে, প্রতিবেশীদিগের নিশানিস্থার ব্যাঘাত হইত। এবার উৎসাহের সহিত এই যুবকরল মাচার্গাকে গ্রহণ করেন, মাচার্গাও তাহাদিগকে পাইয়া স্বৰী হন। কিন্তু তাঁহাদিগের দেই সকল ভাবকে একান্ত বাহ্নিক বৃদ্ধিতে পারিয়া, তিনি তংপ্রতি শাস্থা ও বিশাস স্থাপন করিতে পারেন नाहै। छाहे वक्ष्ठक बाग्रक्त व विषय सानाहेबा, छाहाराख मध्य मछक

[॰] विक्रीत क कुठीव पाटतत अठावनामा भवनती नगर वहाँगान, स्वाप-मी न्वीर्ग अकहें वरण अनल हरेन ।

করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কিয়ংকাল পরে সেই সকল যুবকের অধিকাংশই ঘোর সংসারপারাবারে নিমগ্র হন, কয়েকজন প্রায়ন্তিত্ত করেন, কাহার কাহার চবিত্র একান্ত কলুষিত হইয়া যায়। বোধ করি, এক্ষণ তাঁহাদের একজনও ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহ্বাত্রিরূপে নাই। আচাধ্য ঢাকায় যাইয়া অবস্থিতি করিলে পর, প্রতিদিন তাঁহার নিকট বহু লোকের সমারোহ হইতে লাগিল। প্রত্যেক দিন সন্ধারে পর ধর্মালোচনা ও সঙ্গীত হইত। প্রথম রাত্রিতে পঞ্চাশ, ষাট জন, পর দিন প্রায় ত্ইশত জন, তংপর দিন প্রায় তিনশত লোক উপস্থিত হইয়া-ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাত্রাধানে রাহ্ম বন্ধানিগকে লইয়া উপাসনা করিতেন।

ব্রজেন্দ্রবাবুর আবাদে ৯ই চৈত্র (১৭৯০ শক) (২১শে মার্চ্চ, ১৮৬৯ খুঃ) ববিবার আচার্যনেমক দিন ব্যাপিয়া রক্ষোংস্ব করেন। ঢাকায় এই প্রথম ব্রেলাংসব। আচার্যা স্বহত্তে পুষ্পনালা দার। উংসবগৃহ স্ক্লিড করিয়াছিলেন। এবার ঢাকায় স্বমধ্র ভক্তির প্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, দে দিনের উপাসনা, প্রার্থনা, উপদেশ, দঙ্গীত, সংপ্রদৃষ্ণাদি অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল। অনেক তাপিত আতা শীতল হয়, অনেক পাপীর পরিত্রাণের পথ মক হয়। প্রাত:কালে চয়টার সময় উৎদৰ আরম্ভ হইয়া, রাত্রি দশটার সময় সমাপ্র হয়। আচার্যা উৎসবের সমুদায় কার্যা স্বয়ং নির্ব্বাহ করেন, ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সাল্লাল সন্ধীতের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচশত লোক উৎদরে যোগ নিয়াছিলেন। ৬ই চৈত্র (১৮ই মার্চ্চ) রহম্পতিবার সন্ধাার পর নবাব আবত্ল গণির নৃতন প্রাদাদে , আচার্য্য 'Brahmo Samaj is a power' এ বিষয়ে বক্ততা করিয়াছিলেন। প্রাসাদের বিন্তীর্ণ হলে লোকের সমাবেশ হইয়া উঠে নাই। বছলোক প্রবেশ করিতে না পারিয়া, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। ইয়ুরোপীর শ্রোতবর্গের মণো হর্ষেল, ব্রেণেণ্ড, গ্রেহাম ও কেম্পু সাহেব ছিলেন। এই যাত্রায়ও কেশবচন্দ্র বহুদিন ঢাকায় অবস্থানপূর্বকে লোকদিগকে শিক্ষা দান করিয়া কলিকাভায় প্রভ্যাগমন করেন।

তৃত্যর বার ঢাকার গমন ও ব্রহ্মমন্দ্রির প্রতিষ্ঠা

১৭৯১ শকের অগ্রহায়ণ মাদে পূর্ববাঞ্চালা ত্রহ্মান্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, ভাই অমৃতলাল বস্থ ও ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র এবং শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশকে সঙ্গে করিয়া, আচাগা কেশবচন্দ্র ২০শে অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৬৯ খুঃ)

ঢাকানগরে সমাগত হন। এই তাঁহার তৃতীয় বার পূর্কবঙ্গে গমন। এবারই পূর্কবঙ্গে শেষ প্রচার-যাত্রা। ২১শে অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর) রবিবার মন্দিরপ্রতিষ্ঠা হয়। তত্পলকে ২১শে ও ২২শে তৃই দিন উৎসব হয়। সেই উৎসবে ঢাকার নবাব ও বহু সন্ধান্ত ইংরেজ এবং দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলের বোধগম্য হয়, এই উদ্দেশ্যে এক দিন কতক কার্যা ইংরাজিতে হইয়াছিল। ২৩শে (৭ই ডিসেম্বর) সোনবার মন্দিরে ভাই বক্ষচন্দ্র রায় ও শ্রীস্কু কালীনারায়ণ ওপ্র প্রভৃতি ছিলেশ দন ভদ্র যুবা যথারীতি ব্রাহ্মপরিবার হক্ত হন। এই বার মন্দিরে ইংরাজিতে বক্তৃতা ও ভক্তিবিষয়ে বাঙ্গালায় উপদেশ হইয়াছিল। নৃতনগ্রহ-আবিজ্ঞা কপ্রসিদ্ধ হর্ষেল সাহেবের বংশধর হর্ষেল ঢাকার তদানীস্থন জন্ধ ছিলেন। তিনি আচার্যের প্রতি বিশেষ আদর সন্মান প্রদর্শন করেন। অবিলম্থে ইংলণ্ডে যাইতে সকল্প রাথেন, এবিসয়ে আচার্যা ঢাকাতেই প্রথম বিজ্ঞাপন করেন। (১) এ যাত্রায় তিনি অভান্ন দিন ঢাকায় স্থিতি করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হন।

ঢাকার ব্রহ্মধন্দর-প্রতিষ্ঠার উৎসব-বৃত্যস্ত

ঢাকার মন্দির-প্রতিষ্ঠার উংস্ব-পুরাস্থ তদানীস্থন ধর্মত্বে (২) প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া পেলঃ—

"এত দিনের পর দ্যাম্য রূপা করিয়া, প্রপ্রাদ্ধ পুরাতন ঢাকা নগরের ছুঃ গাঁ প্রাতাদিগের তৃঃপ মোচন করিবার জন্ম, একটি উপযুক্ত উপাসনাগৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন! প্রায় চারি বংসর পূর্ব্বে ঢাকা আক্ষমমান্তের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা ভিল; কেবল ত্রিশ, চল্লিশ জন আদ্ধ একত্রিত হুইয়া নির্ম্কাণ ভাবে ব্রক্ষোপাসনা মাত্র করিতেন, পরে ভারতবর্ষীয় আক্ষ-সমাজ্ঞ হুইতে প্রচারকগণ তংপ্রদেশ গমন করিতে আরম্ভ করা অবধি তথায় সঞ্জীব ভাবের চিক্ক দেপা সাইতেছে। একণে তথায় অনেকগুলি সন্তুদ্ধ, সচ্চরিত্র ও স্থাশিক্ত আক্ষ আছেন; তথাতীত একটি কৃত্র আক্ষ-পরিবারও সক্ষিতিত হুইবার স্তুপাত হুইয়াছে। একজন উৎসাহপূর্ণ সর্বাছন্ত্রম মুসলমান সুবা

^{(&}gt;) वहें कासम, ১৭৯১ नक ()वहें (क्लावाडी, ১৮৭० थ्रं:) हेरलक बाजा करवम ।

⁽২) ১৭৯১ প্ৰের ১লা পৌৰের ধর্মতব এইবা।

এই পরিবারভূক্ত হইয়াছেন; তাঁহার সহিত অপরাপর সহাদয় আন্ধ য্বারা যে প্রকার জাতিনির্বিশেষে উদারভাবে ভাতৃত্বেহে আবদ্ধ ইইয়াছেন, তাহা আদ্ধার্মের উন্নতির একটি বিশেষ চিহ্ন। বিগত ২১শে অগ্রহারণ (১৭৯১ শক) (৫ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯ খৃঃ) দিবসে নৃতন গৃহটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৃহের বহির্ভাগের কোন কোন অংশের নির্মাণকার্য্য এখনও সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় নাই। গৃহটি প্রায় ভারতব্যীয় অদ্ধানিরের স্থায় হইয়াছে; ইহার ভিতরে একদিকে একটি আদ্ধানদিগের বিশ্বার জন্ম, অপর দিকে গায়কদিগের নিমিত্ত, তুই দিকে তৃইটি বারাণ্ডা হইয়াছে। প্রচারক ও আচার্যাদিগের জন্ম অত্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, স্থাগাক্রমে গৃহ নির্মাণ হইবে।

"ঢাকা নগরের আন্ধলাতুগণ অন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দেন মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনিও আনন্দ ও আগ্রহের সহিত গত ২০শে অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর) দিবদে তথায় উপনীত হন। পর দিবদ প্রাতঃকালে চতुर्क्तिक इहेर्ड बाक्ष खाइन्न পरिज डिश्नार्ट পूर्व इहेन्ना मरल मरल भूतांडन সমাজগুতে উপস্থিত হইয়া, 'বল আনন্দবদনে এন্ধনাম' এইটি সংকীৰ্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে, সকলেরই হান্য পবিত্র ভক্তি ও আনন্দে বিগলিত হট্য। উঠিল। ক্রমে সকলে অবধারিত সময়ে পুরাতন মুমাজগৃহের প্রাক্তন অবতীৰ্ হইলে, শ্ৰদ্ধাম্পদ শ্ৰীয়ক্ত কেশবচন্দ্ৰ সেন মহাশয় আগ্ৰভাতৃগণ-🍍 পরিবেষ্টিত হইয়া, ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে স্ঞ্জলনয়নে দ্যাময় পিতার নিক্ট সংক্ষেপে একটি প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা শেষ হইলে, পোল করতাল লইয়া বাল্য করিতে করিতে, সকলে মধুরশ্বরে 'তোরা আয়রে ভাই, এত দিনে তুংখের নিশি হল অবদান' এই স্থবিখ্যাত সংকীর্তনটি, গান করিতে করিতে রাজপথে বহির্গত হইলেন। 'ব্রহ্মকুপা হি কেবলম' ও 'একমেবাছিতীয়ম' এই ঘুটি স্তা ঘুইটা পতাকায় স্থলাক্ষরে লিখিত হইছা বায়ুতে দোঘুলামান হইতে লাগিল। পূর্বে যে মুদলমান ভাতার কথা উলিখিত হইয়াছে, তিনি একটি পতাকা ও অপরটি তত্তত্ত একজন ব্রাহ্মধর্মাবল্ধী ক্রমক হত্তে লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন; পশ্চাতে শত শত বান্ধ ও তাহাদের দকে দকে বছদংপাক হিন্দুমুহলমান, ধনী দরিজ, মূর্থ ও ক্লডবিছ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নব এক্স-মন্দিরাভিমুধে চলিলেন। রাজপথের উভয় পার্ষে অসংখ্য অসংখ্য দর্শক অবাক হইয়া দেই আশ্চথ্য দুশা দেখিতে লাগিলেন। অন্ধমন্দিরের ছারে এত লোক সমাগত হইয়াছিল যে, মধন ব্রাহ্মগণ সংকীর্ম্বন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন, স্থানাভাব-প্রযুক্ত তাঁহাদের যথেষ্ট কটের সহিত মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। ইতাবসরে কয়েকজন ভদ্রপরিবারস্থ ব্রান্ধিকা ভিতরের একদিকের বারাগ্রায় যবনিকামধ্যে স্থান পরিগ্রহ করিলেন। পরে সকলে স্থির হইলে, গৃহনিশ্বাণসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চন্দ্র দাস গৃহের উদ্দেশ্য কি, তদ্বিধয়ে সংক্ষেপে বক্তা করিলেন। অনন্তর শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বেদীতে উপবেশনপূর্বাক, ভারতব্যীয় ব্রহ্মান্দির-প্রতিষ্ঠাকালে যে প্রতিষ্ঠাপত্র পঠিত হইয়াছিল, তাহ। পাঠ করিয়া ব্রহ্মোপাধনা করিলেন। তিনি উপাধনাত্তে 'ব্রান্ধর্মের উদারতা' বিষয়ে একটি উপদেশ প্রদান করেন। বেলা প্রকার দশ ঘটিকার পর সমাজ ভক্ষ হইল। অনুভুৱ প্রায় বিপ্রহর প্রায় দরিজ, অন্ধ, কয় ও অনাথদিগকে শীত বন্ধ ও কিছু কিছু অৰ্থ প্ৰদত্ত ইইল। অপরাত্র চুই ঘটিকার পর 'ব্রাহ্মধর্ম-প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ' পুস্তক হইতে ক্ষেক্টী শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তাহার পর চারিটা হইতে ছয়টা প্র্যাস্থ ব্ৰহ্মণগীত ও সংকীপ্তন হট্যা, প্ৰায় এক ঘণ্টা বিশ্ৰামান্তে সন্ধাা সাভটার সময়ে সামংকালের উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনাম্ভে আচাম্য কেশবচক্স সেন মহাশয় 'ঈশুরের বিশেষ করুণা' বিষয়ে একটি উপদেশ প্রদান করিলে.* ব্রহ্মসন্ধীত ও সংকীর্তন হইয়া, প্রায় রাত্রি দশটার সময় সে দিনের উৎস্ব প্রিসমাপ্র হটল ।

"পর দিন, ২২শে অগ্রহায়ণ, ঢাকা রাহ্মসমাজের সাংবংসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রহ্মান্পদ শ্রিযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় প্রাভংকালের উপাসনা এবং 'সংসার ও ধর্মা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। পর দিবস সন্ধ্যার সময় তিনি 'প্রকৃত জীবন' বিষয়ে ইংরাজিতে একটি বক্তা করেন। এই উপলক্ষেইংরাজ বাঙ্গালী মুসলমান প্রভৃতি ঢাকাফ্ প্রায় সকল সন্ধান্ত লোকই উপন্থিত হন। ২০শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর) ছয়বিশ জন উৎসাহী ব্রাহ্ম প্রকাশ্রহণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে এই ব্যাপার ব্রহ্মন্দির মধ্যে হইবার পক্ষে

কিছু বাাঘাত ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু দ্যাময়ের কুপায় দেই সমস্ত বিদ্ন তিরোহিত হইয়া যায়, এবং আক্ষণণ পবিত্র শাস্তি ও উৎসাহের মধ্যে নির্নিদ্ধে প্রায় বেলা ত্ইটা পর্যাস্ত দ্য়াময়ের উপাদনা ও তাঁহার নাম গান করিয়া কতার্থ হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধাম্পদ আচার্য্য মহাশয় 'আধ্যাত্মিক পরিবার' বিষয়ে একটি বক্তা করেন।"

প্রচারোদাম

বাধা প্রতিবন্ধকের ভিতরে কেশবচন্দ্রের উৎসাহ উল্লম দ্বিগুণতর হইত। কলিকাতা সমাজ হইতে বিচ্ছিল হইয়া যাইবার দিন যত অগ্রসর হইতে লাগিল, চারিদিকে ধর্মপ্রচার ও মণ্ডলীবন্ধন করিবার যত্ন ও উৎসাহ তভ বৃদ্ধিত হুইতে আবুত্ব হুইল। প্রতিনিধিসভাস্থাপনের সঙ্গে প্রচারের কার্ছোর বিস্তৃতি ও সাধারণদভাম সকলের যোগ কি প্রকার হইমাছিল, তৎকালীনকার "ইন্ডিয়ান মিরার" (১৮৬৬ খু:, ১লা জাতুয়ারী) **হইতে তংশ্বদীয় কিয়দংশ** আমরা অন্তবাদ করিয়া দিতেছি। "প্রতিনিধিসভাসংস্থাপনের কাল হইতে প্রচারের কার্যা দিন দিন বাডিয়া চলিয়াছে এবং অতি ক্রমরেরপে নিপার হইতেছে। বংসরের আরক্ষে এই সভার কার্যা এবং এ *দেশে প্রচারের* বিত্ততি সম্বন্ধে কিছু বলা ও আলোচনা করা অপেকা আর কোন চিত্তাকর্বক গ্রহণোপ্যোগী বিষয়ে আমর। নিযুক্ত হইতে পারি না। এক বংসরের অধিক কাল হইল, এই সভা স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমে যথন ইহা স্থাপিত হয়, তথন ইহা দারা যে কোন কাথা হইবে বা ইহার কোন গুরুত্ব আছে, তংশখন্তে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যাহা দেখা বা ভুনা হুইয়াছে. ভাহাতে ইহা বিলক্ষণ শ্বির হইয়া গিয়াছে যে, আমাদিগের মন্ত্রীর উন্নতির কর্মণাতাপরিবৃদ্ধির জন্ম নিয়মপূর্দ্ধক প্রচারের বাবস্থা ইওয়া স্মতান্ত প্রয়োজন, এবং প্রচাবসম্পর্কীয় অন্তর্গাবস্থান নতন প্রণালীর হইলেও উহা যে উচ্চতম অভিপ্রায়-সাধনের :উপযোগী, ইহা সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গ অবগত আছেন বে, পঞাশতের অধিক ব্রাহ্মমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিছু हेहारमुत्र महार जाङ्क्रियक्रान्य हायामाज्ञ नाहे, श्रद्धालाद्वर महास् নিবন্ধনেবৰ উপায় নাই। প্ৰতোক সমাজ অন্ত কোন সমাজ চইতে সাচাবা বা উংদাহ পাইবার কোন আশা না রাধিয়া, একা একা কার্যা করিয়া वानिएएका । हेरात कत धरे हहेगाक य, बरनकश्चनि नमास कर्य क्या অসাড়, জীবনশৃত্য ও অনেক প্রকার ছঃধাবহ অভাব ও ছর্বলতার অধীন হইয়া পডিয়াছে। যদি পরম্পরের মিলিত ভাবের কার্য্য হইতে পরস্পর সাহায্য লাভ করিত, তাহা হইলে এ প্রকার হইনার সম্ভাবন। ছিল না। একণে কোন কোন সমাজ অমুকুল অবস্থা বশুতঃ, কুয়েকু বংসর হইল, ক্রতপদে উন্নতির দিকে ধাবিত হইরা থাকিলেও, সাধারণত: সকলের উন্নতির কিছুই হয় নাই। এই प्रक्ताग-निवादन कन, ১৮५৪ श्रहास्यव प्रस्कावत मारम माधादन व्यक्तिधिम्छ। সংস্থাপিত হয়। উহার প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কলিকাতা এবং মফ:ম্বলম্ব आक्षमभावनकरलत कनारि विश्विष्ठ हम् ध्वर मकरलत ममानलका अक्षकान छ বন্ধপুরু। প্রচারিত হয়। এই অভিপ্রায়মাধনের জন্ম এই সভাকে সাধারণসভা করা হইয়াছিল। সকল সমাজেরই প্রতিনিধি ইছাতে এই নিমিত্র নিমন্ত্রিত इटेग्नाब्रिलन **ए**व, छाटात। निक निक नमारकत उन्निष्ठ ७ छुर्गछित विवय विनर्फ भातित्वन, अदः मकत्न भिनिक रहेश भवन्भाद्वत भवामार्स अदः अधिकातात्र কি কি সহজ্ঞ উপায়ে ত্রান্ধর্ম এবং ত্রাহ্মমঞ্জীর সাধারণ কলাণ চইতে পাবে. তাহা নির্দ্ধারিত হইবে। পত অক্টোবর মাদের সাদংস্বিক সভার अधितनात य श्रकांत कांचा इडेग्राह्म. जाहार उडे यरथंडे श्रमाण इडेग्रा निर्माह्म. সভার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা সফল হইয়াছে। তুই একটি সমাজ ছাভা সার সকলেই প্রতিনিধি প্রেরণ ক্রিয়াছেন, সভার ধনভাগুরে প্রচর মর্থ দান করিয়াছেন, সকন সমাজের সংক্রিপ্ত ইতিবন্ত প্রস্তুত হইতেছে, ত্রাহ্মণর্মপ্রচারের কতকগুলি উৎকট উপায় অবধারিত হইয়াছে এবং কতক পরিমাণে কার্যো পরিণত হইয়াছে; একটি উপযুক্ত প্রচারকমগুলী সংস্কৃত্ত হইয়াছে. এবং वक्राम्यात्र नाना अप्राप्तम अंक्रास्त्र आठात्रकांश विकाश कतिया (मध्या श्हेगारक अवः आमानित्तन कार्या मृद्धा अधान अधान मकल कार्याहे आकर्ण्ड, यथा-- পर्यातकान अस समन, आंकार्याकार्या, भूतकश्चनम्न, श्वकाश वकुला, অপ্রকাশ্র দড়। ইত্যাদি। এই সকল কাৰ্য সম্ভূতপূর্ব বল, উৎদাহ এবং আত্মত্যাগ ষহকারে নিপার হইয়াছে।" *

এই অবংক ক্রেককুলি তাৎকালিক বৃত্তান্ত জানিতে পাওছা বাহ। বেমন—ভৎকালে
এই মুকল ছালে চুরায়টি বনায় সংখাপিত হইছাছিল।—(১) কলিকাতা ও তরভর্মার্ডী
(২) বহুবালায়, (৩) বোড়াসাকো [বৈনিক ব্রাজ], (৪) সিস্বিভাগটি, (৫) পটলভালা,

व्हेजिश्य मायरमञ्जू छेशम्य

এই সমরে (১১ই মাঘ, ১৭৮৭ শক; ২৩শে আছ্যারী, ১৮৬৬খুঃ) কলিকাতা ত্রাহ্মসমাজের বট্তিংশ সাহংসরিক। কলিকাতা সমাজের সংশ সহত্বকার এই শেব বর্ব উপস্থিত। এই উৎসবে ত্রান্ধিকাগণকে লইয়া

⁽७) जामराबात; (१) जरानीभूत, (৮) (पशंगा, (১) बुनिवानी, (১٠) सांबक्रा, (১১) সাঁতরাগাছি, (১২) বোল্হাটা, (১৬) জোলগর, (১৬) বৈভবাটা, (১৫) শীরাবপুর, (১৬) চন্দ্ৰনগর, (১৭) চুঁচড়া, (১৮) জান্তাড়া, (১৯) বর্ত্তবান, (২০) কর্মণুর, (२३) जाननभूत, (२२) निवायरे, (२०) एउन्यून्त, (२०) हांकी, (२०) वानजीहक्।, (२०) कुक्तनभन्न, (२९) माखिशन, (२৮) नज़ाइन, (२०) त्रोजनभन, (७०) त्राविकशृष्ट, (৩১) অমৃতবাজার, (৩২) কুষ্টরা, (৩৬) কুমারখালি, (৩৪) বোরালিরা, (৬৫) মঞ্জা, (৩০) করিদপুর, (৩৭) গোবিশপুর, (৬৮) চাকা, ওরভর্মভাঁ (৩৯) বাজালাবাজার, (• •) नानवान ; (• >) जिल्ला, (• •) जिल्ला नावानवाल, (• •) जान्तरपढ़ित्रां, (০৪) সর্থনসিংক, (০৫) সেরপুর, (১৬) ব্রিশাল, (১৭) চট্টগ্রান, (১৮) বেরিনীপুর, (०৯) वारमध्त्र, (००) कंटेक् (००) अनाहाबाए, (००) त्विति, (००) नारहाह, (००) মাজাল। এই সকল সমাজের মধ্যে কৃষ্ণনগর, ঢাকা ও বেদিনীপুরের সমাল প্রাচীন। ঢাকা ७ मिरिनोभूत्वत्र नमास ১৮० १ मान अवर कुक्सन्त ममास देशत अक वरमत भूर्त शामिक रतः। क्लिकाकाः खरानीभूतः, रवहाताः, तत्त्रवत्रतः, हूँतकाः, वर्धवानः, व्यविनीभूतः, क्षित्रभूतः, ৰঞ্চা, মনুমনসিংহ ও বরিশালে বতম স্বাঞ্গৃহ আছে। ক্লিকাডা, বছৰাজান, ভুক্ষণন, निवायहै, वक्ष्ण, हाका, खिशूता, व्यक्तिशूत, अहे तकन त्रवाद्य उक्षविचानत्र, अवर कनिचाका কলেজ ছাড়া চল্দননগর, ভাতাড়া, গৌরনগর এবং কোলগরে বালক ও বালিকা-বিভালন, नारहात्र, वस्त्रीत (वहाना, वित्रिन अवर निवायहेट्स बानक-विश्वानत अवर वित्रिनारन बानिका-বিভালর আছে। ইহার অবেকঙ্গিতে গ্রণ্থেন্ট সাহায্য **বাহিলেও** তত্বাবধানাধীন। এ সমন নাভধানি পত্ৰিক। হিল-(১) ছত্ববোধিনী, (২) ধৰ্মভত্ম, (৬) সভ্যাবেশ (বছৰাজায় সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত), (০) সভ্যজানপ্রদায়িনী (বোড়াসাকে) আতাহিক সমাৰ কৰ্তৃক প্ৰকাশিত), (৫) ধৰ্মগ্ৰায়িলী (বেহালা সমাৰ কৰ্তৃক প্ৰকাশিত), (॰) ইভিনান বিনার, (৭) ভাশভাল শেশার। এতথ্যতীত ঢাকা হইতে 'ঢাকা প্রকাশ' ও 'বিজ্ঞাপৰী' ব্ৰাক্ষসমাজ কৰ্তৃক সম্পাদিত হয়। এ সময়ে আট জন প্ৰচায়ের কাৰ্য্য করিছেন--छिन सन कतिकाठाइ, এक सन उद्रिक्टेन्सी हात्न, এक सन त्रहिनीभूत्त, इरे सन भूसंस्तर, . अक सन बासमारी । वर्षास्तव । बालात्य जावन्त्रं अकावार्य क्यानव्यामी अक सम पूरा निका नाम कतिएकहिरनम।

রান্ধিকাদমান্তের উৎসব কলিকাতাদমান্তে নিম্পন্ন হয়। আমরা এই দময়ের তর্বোধিনীর উৎসব-বৃত্তান্তে(১) দেখিতে পাই, "অক্ত দিন দিবাকর নিছিত প্রজাগাকে জাগরিত করেন, অক্ত এগারই মাঘে তিনি যেন রান্ধ্যনের আহ্বানে জাগরিত হইয়া অধিকতর মধুরোজ্জল বেশে দৃষ্টি-দেশে আদিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রভাতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রন্ধানন্দের প্রতিষ্ঠিত রান্ধিকাদমান্ত্র কলিকাতা রান্ধ্যমাজগৃহে পবিত্র বেদীর পূর্ব্বভাগে যবনিকার অন্তরালে অনন্তনেবের পূজা-প্রতীকায় সমাদীন ইইলেন, রান্ধ্যণ দ্বিণে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রন্ধানন্দ্র অনন্তর অমাদের প্রধান আচাধ্য দ্বিণে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রন্ধানন্দ্র ও বামে শ্রীযুক্ত কিন্তন্তনাথ ঠাকুরকে লইয়া বেদীতে উপবেশন করিলে, দঙ্গীত সহকারে ব্রন্ধাপাদনা সমারন্ধ ইল।"

কলিকা হা ব্রাক্ষণমাজে ব্রহ্মানন্দের শেব উপদেশ

এই সাংবংস্বিকে কেশ্বচন্দ বিবেক ও বৈবাগা বিষয়ে উপদেশ দেন। কলিকাতা ব্রান্ধনমাজে এই তাঁহার শেষ উপদেশ। এই উপদেশে প্রথমতঃ অনস্থ ঈথর সহ যোগ সমাধান করিতে অঞ্রোধ করা হইয়াছে ;—"বহির্জগতের সমুদায় প্লার্থের নিকট বিদায় লই, সাংসারিক চিস্তা ও বিষয়-কামনার নিকট विनाम नहे। फुर्सात आलाक निर्मांग हहेन, जन् विनुध हहेन, ममम অন্তর্হিত হইল—যাহা কিছু কুদু, যাহা কিছু দন্ধীর্ণ কণভদুর, দকলই অদুশ্র হইল। আমরা অনজের রাজ্যে উপস্থিত, কেবলই অনস্তের বাাপার লক্ষিত হইতেছে।" "আমরা কোথায় রহিয়াছি ? অনস্তরাজ্যে, যেখানে অনস্ত আকাশ ও অনস্ত কাল ঈশরেতে ওতপ্রোতভাবে শ্বিতি করিতেছে। অনস্ত ঈশর त्मनीभामान, मधुरथ अनन्छ श्रोवन श्रमाति छ: এখানে কেবলই अनन्छ।" **উ**ৎস্ব এই অনন্ত বেবের পূজা ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। "অধ্যাত্মবোগদম্বিত উপাদনাই অনন্তদেবের প্রান্ত পূকা।" এই বোগ-সাধনের উপায় কি ? "এ বোগ-माधरनत क्रम पृष्टि উপाय अवनम्बन कतिएक इहेरव-विरवक छ देवताना ।" "বিবেক ও বৈবাগ। অনুতের দেতৃত্বরূপ। বিবেক জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার দক্মিলন সাধন করে, বৈরাগ্য মন্তক্তকে অনন্ত জীবনের দিকে অগ্রসর করে। বিবেক পাপকে বিনাশ করে, বৈরাগ্য মৃত্যুকে অতিক্রম

⁽ ১) ১৭৮৭ প্ৰের দান্ত্ৰ সাদের তত্তাধিনীপত্তিকা জইবা।



প্রচাবে ভার

करत । विरवक अमठा इंटरेंड आञ्चारक मठायक्षरभ नहेवा यात्र । देवताना मुजा হইতে আত্মাকে অমৃতেতে লইয়া যার।" বে বৈরাগো মথুয়া অনস্ক জীবনের দিকে অগ্রসর হয়, দে বৈরাগ্য কি? "গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণো অবস্থান অথবা সাংসারিক কার্যা হইতে অবস্ত হইয়া কেবল ধাানে নিমগ্ন থাকাও বৈরাগা नत्र।" "निकास इट्रेश--कल-ट्डार्ल्य कामनाविद्यान इट्रेश क्रेशरवर बार्फ्स পালন করাই বৈরাগা।"

मालाक शिश्त्रवामी नाहे एक अनुमार्थ (अपन

মান্ত্রাক্তে প্রচার করিবার উদ্দেশে, কডালরবাসী শীধরস্বামী নাইড় স্মাট মাদ্যাবং কলিকাতায় অবস্থান করিয়া, রান্ধধর্মের মূলতবাদি শিক্ষা করেন। তিনি এখন মান্দ্রাজে প্রচারার্থে গমন করিতে প্রস্তুত হন। १ই ফেব্রুয়ারী (১৮৬৬ খঃ) তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার জন্ম বান্ধমাজপ্রচারকাগ্যালয়ে সভা হয়। এই সভায় কেশবচন্দ্র নবীন প্রচারককে যেরপ প্রোংসাহিত করেন. তাহ। পাঠ করিয়া, প্রচারবিষয়ে তাঁহার যে কি প্রকার অক্ল উৎসাহ ও অফুরাগ ছিল, তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। আমরা এই বক্তৃতার সার্মাত্র এ স্থলে দিতেটি:--মাপনি মাস্তাঙ্গে গমন করিতে উল্লভ, আপনার ব্রালবদ্ধগণ এ সময়ে তাঁহাদিগের হৃদয়ের ভাব আপনার নিকট বাক করিতেছেন। আপনি আমানিগের দক্ষে আট মাদ মাত্র অবস্থিতি করিয়া হঠাং দেশে চলিলেন, ইহাতে আমরা সকলেই দমুপ্ত হইয়াছি। আপনার বিন্দু স্থভাব, বালকের ভাগে সহজ ভাব, সতা ও ঈশবের জন্ম ত্যাগদীকার আপনাকে আমালিগের নিকট অতাস্ত প্রিয় করিয়াছে। আপনার সংক आयामिराव विष्कृत क्रिमकत हरेताल, आधान डेफ लक्षा लहेता गरिए छहन বলিয়া, এই ক্লেশের সক্ষে আহলাদ সংযুক্ত হুইতেছে। আক্ষধর্মের মত ও বিশ্বাস এবং উহার মূলতত্ত্ব সকল অবগত হটবার জক্ত আপনি এদেশে আপুনি দেই সকল আপুনার স্বদেশে প্রচার করিবার মাণিয়াছিলেন। আমাদিগের পকে এ ষতি আহলাদের ব্যাপার যে. ক্ষুত্র যাইতেছেন! चामामित्रात প्रवातकाथा मृतवसी मान्याजश्रामान वााश हहेरा विना। প্রচারাপেক। আমাদিগের নিকটে প্রির সামগ্রী আর কি আছে? এই আধাায়িক তুরবস্থার সময় সম্পায় বেশে প্রচারকার্য ব্যাপ্ত হয়, ইছা অপেকা

আর কি আমাদের আকাজ্জার বিষয় হইতে পারে? ভারতের এক কোণ হইতে অপর কোণ পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার ও কুপ্রথার অন্ধকারে পূর্ণ, শিক্ষাপ্রভাবে অনেকের মন প্রশন্ত হইয়াছে, নৃতন ভাবের আধার হইয়াছে; কিন্তু ধর্মসম্বন্ধে শিকা হয় নাই বলিয়া কপটতা অসম্ভণ্টি প্রভৃতি দোবেরই আধিকা উপস্থিত। ঈদশ অবস্থায় ব্রাহ্মধর্মপ্রচারকগণের যে কত প্রয়োজন, তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। আমাদিগের দেশের সকল অংশেই ठाँशामित्रत প্রয়োজন ইইয়াছে, এবং সকলেই তাঁহাদিগকে চাহিতেছেন। এ সময়ে যদি তাঁহাদিগের আকাজকার অহুরূপ আমরা অল্প কিছও করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা আমাদিগকে ক্লতার্থ মনে করিব। এ সময়ে আপনি যে আমাদিগের অল্পনংখাক প্রচারকমণ্ডলীর সহিত যোগ দান क्रिलिन, हेहार्ट आमता नमूह आख्लाम श्रकाम ना क्रिया थाकिर्ट भाति ना। বিশেষতঃ ইহা কত আনন্দকর যে, সেই প্রদেশে আপনি ত্রাহ্মধর্মের স্ত্য-প্রচারার্থ গমন করিতেছেন, যেখানে প্রচারের অতীব প্রয়োজন। মান্দ্রাজের ভাই ভিগিনীগণ বঙ্গদেশের দক্ষে অধ্যাত্ম যোগে আবদ্ধ হন, ইহ। আমাদিগের বড়ই অভিলাষ। সে দিনের জত আমরা কত উদিগ্ন, যে দিন তুই প্রদেশ মিলিত হইয়া সতাম্বরূপ ঈশবের পূজা করিবে। ঈশবপ্রসাদে আপনার প্রচার মহংফলযুক্ত হইবে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মান্দ্রান্ত কুসংস্কারের অভেষ্য হর্গ, কিন্তু সত্তোর সম্মুধে উহা কথন তিষ্ঠিতে পারে না। আপনার ছাতীয় ভাব, আমরা আশা করি, আপনার ক্লতকাধ্যতার হেতৃ হইবে। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, আপনি বিভা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, আপনি সমাজে উচ্চপদস্ব; কিন্তু আপনার বিনয় ও সাধুতা, স্বজাতির প্রতি ও দেশের প্রতি অমুরাগ আছে, প্রচারকের উপযোগিতাসমুদ্ধে ইহাই যথেষ্ট এবং এই গুণ ধাকিলেই তিনি ক্লতার্থ হইতে পারেন। আপনি কিরূপে প্রচার করিবেন, আমরা সে বিষয়ে কোন উপদেশ দিতে চাই না। যাহা থাকিলে প্রচারক হওয়া যায়, তাহার অফুসরণ করিলেই আপনি সকল প্রকার বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে পারিবেন। রুখা লোকের মনে আপনি বিরোধী ভাব উদ্দীপন कतिराजन ना, किन्तु यथन रकान धर्मात मुलाउन महेशा विराताथ উপস্থिত हहेरन, সে সমূহে সকল প্রকারের ভাগেম্বীকার কবিয়া উচাকে রক্ষা কবিবেন, কোন

প্রকার অক্সায় সন্ধিবন্ধনে প্রবৃত্ত হইবেন না। যিনি আপনার হৃদয়ে ধর্মণিপাসা উদ্দীপন করিয়া দিয়া, ঘোর পৌত্তলিকতার অন্ধ্রকারে আচ্ছন্ন কডালর প্রদেশ হইতে আপনার হাত ধরিয়া এখানে আনিয়াছেন, রাহ্মসমাজের আপ্রম্ব দান করিয়াছেন, আপনার হৃদয়ে প্রচারের স্পৃহা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, আপনি সর্পরিষয়ে দেই বিধাতার উপরে নির্ভর করিবেন। তিনিই আপনাকে সঙ্গে করিয়া মাজাজে লইয়া যাইতেছেন, তিনি আপনার প্রচারকার্য্যে সাহায্য করিবেন। তাঁহার পরিত্র বিভ্যমানত। আপনার পথের আলোক হইবে, পরীক্ষা বিপদের মধ্যে তাঁহার বল আপনার বর্ম হইবে। আমরা তাহারই হাতে আপনাকে অর্পণ করিতেছি, তাহারই হাতের যন্ম হইয়া আপনি বিনীতভাবে তাহার রাজ্য বিতার ককন। আমরা আশা করি, আপনার দৃষ্টান্তে বঙ্গে, পাঞ্জাব এবং অল্লাল্ড দেশ হইতে অনেক উৎসাহী ধর্মান্থরাগী ব্যক্তি প্রচার-ব্রতে জীবন অর্পণ করিবেন। এইরূপে অল্লাংথ্যক প্রচারকের সাহায্যে, আমরা আশা করি, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ এবং বিবিধ প্রকারের ক্লেশকর বিষয় তিরোহিত হইয়া, চারিদিকে বিশাস, প্রেম এবং আনন্দ বিছত হইবে।

ব্যক্তিভাসমাঞ্জের প্রথম মহিলাস্থিকন্সতা

কেশবচন্দ্র এই সময়ে (১৮৬৫ খু:) ব্রাক্ষিকাসমাক প্রতিষ্ঠিত করেন, এ কণা কথার উন্থাতে পূর্বে উনিপিত হইয়াছে। এই সমাজে কেশবচন্দ্র হয়: উপদেশ দিতেন এবং একজন ইউরোপীয় মহিলা ব্রাক্ষিকাগণকে শিল্পাদি শিখাইডেন। এই শিক্ষাসম্পর্কে ১৪ই ফেকুয়ারী (১৮৬৬ খু:) মেডিকেল মিশনারি ডাক্তার রবসন সাহেবের গুহে মহিলাগণের সন্মিলনসভা হয়। এই প্রথম মহিলাসন্মিলনসভা। ইহাতে প্রথমত: মাজিক লান্টারণ, তংশর বাষ্লোষণ্যত্তের ক্রিয়া, বাষ্বিজ্ঞানের স্থল স্থল মূলত্ববিষ্কাক দৃষ্টান্ত এবং অক্সন্ধান, কন্দ্রন্ধ ও গছকঘটিত আমোদকর প্রদর্শন প্রদর্শিত হয়। ক্ষেক্ষন ইউরোপীয় মহিলা ইহাতে ধোগদান করিয়া সন্ধীতাদি করেন। রাত্রি দশটার পর সম্মিলনসভা ভক্ত হয়।

বান্ধছিলের সাধারণ সভা

১० हे देवनाथ ১ १৮৮ नंदर (बविदाब, २२८न अधिन, ১৮৬७ थुः) चनवाह्न नीह .

ঘটিকার সময় রাহ্মধর্মপ্রচারকাধ্যালয়ে রাহ্মদিগের সাধারণসভা হয়। * সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া "ধর্মাতত্ত্ব"
পত্রিকা হইতে সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন শ পাঠ করেন। অনস্তর
পূর্ব্ব বংসরের কাধ্যবিবরণ উপলক্ষে সম্পাদক এই প্রকার ভাব ব্যক্ত
করিলেন:—

রান্ধধর্মপ্রচারদম্বনীয় কার্য্য কতদ্র পূর্ব্ব বংসরে সম্পন্ন হইয়াছে এবং আগামী ববে তাহা কিরপে সম্পন্ন হইবে, এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্ম অন্তকার সভা। গত বর্ষের কার্যাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, প্রথমতঃ আয় বায়, দ্বিতীয়তঃ স্থানে স্থানে প্রচারকপ্রেরণ, তৃতীয়তঃ পুত্তক মুদ্রাকণ ও প্রকটন, চতুর্বতঃ ব্রান্ধিকাসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীসংস্থাপন, পঞ্চমতঃ প্রকাশ বিভালয়ে বালকদিগকে উপদেশ প্রদান।

(১) আয় বায়।—সভাসংখ্যাসংবদ্ধনবিবয়ে বিগত সাধারণ সভায় য়ে অভিলাষ প্রকাশিত ইইয়ছিল, আয়রা এ বর্ষে তাহার সমাক্ ফল লাভ করিয়াছি। গত বংসর বৈশাথ মাদে সভাসংখ্যা ৫৯ জন ছিল, বর্জমান বৈশাথে তাহা প্রায় বিগুণিত হইয়া ৯৮ জনে পরিণত হইয়াছে। গতবর্ষে বাহারা সভা-শ্রেণীভূক ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতা ও তরিকটবর্ত্তী কতিপয়য়াননিবাসী। এ বংসরে য়াহারা সভা বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, তাঁহারা বিবিধ য়ানে বাস করেন। পৃর্কাদিকে ত্রিপুরা চট্টগ্রাম অবধি, পশ্চিমদিকে পঞ্চাব পর্যান্ত, উত্তরদিকে বেরিলী অবধি, দক্ষিণদিকে মৈত্র পর্যান্ত, ভারতবর্ষের চতুঃসীমা হইতে আমাদিগের সভাশ্রেণী সংবদ্ধিত হইতেছে, এতরিবন্ধন ঈশরপ্রসাদে আমাদের আয়েরও অনেক উন্নতি দৃষ্ট হইবে। গত বংসরে পৌষ হইতে চৈত্র পর্যান্ত চারি মাদে আয় ৪৭৯॥। মাত্র ছিল। এ বংসরে পৌষ হইতে চৈত্র পর্যান্ত চারি মাদে আয় ৪৭৯॥। মাত্র ছিল। এবংসর বৈশাথ হইতে চৈত্র পর্যান্ত, ২,০১১॥৫ অর্থাং পৃর্কবর্ষাপেকা এ বংসরে আয় প্রায় দেড় গুণ অধিক হইয়াছে। আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে, রান্ধ-দিগের অধিকাংশেরই সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল নহে। পরিবারের ভরণণোষণ ও রোগের সময় প্রথধ কয় করিবারও সকলের সামর্থা নাই। এবত্যকার

১৭৮৮ শক্ষের বৈশাধ সালের "ধর্মতন্ত্র" ক্রপ্তরা।

[🕆] ১৭৮৭ শকের চৈত্র মাসের "ধশ্মতত্ত্ব" সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন প্রকাণিত হর।

সাংসারিক অনাটন সত্ত্বেও ধে তাঁহার। প্রচারকার্য্যের উন্নতির নিমিন্ত এড
প্রচুর সাহায্য করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমাদিগের উৎসাহ দিন দিন
পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই নিংস্ব লোকদিগের অর্থ আমাদিগের হুত্তে সমর্পণ
করিয়া, ঈশ্বর আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে, আমরা আপনাদিগের
স্বথাস্থবের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, প্রাণপণে ক্রমাগত তাঁহার
ইচ্ছার অন্বগমন করি, তাঁহার সত্য প্রচার করি।

(২) স্থানে স্থানে প্রচারকপ্রেরণ।—এই দেশের নানা স্থানে প্রচারকপ্রেরণ প্রচারকার্য্যের একটি সর্ব্যপ্রধান উপায় স্বীকার করিতে হইবে। আহলাদের বিষয় এই যে, গতবর্ষে আমরা এই কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, কি অক্কতকার্য্য হই নাই। আমাদিগের প্রচারকসংখ্যা সাত জন:—

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র দেন।
শ্রিযুক্ত বাবু বিদ্যুক্ত গোস্থামী।
শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপু।
শ্রীযুক্ত বাবু মরদাপ্রদাদ চট্টোপাধায়।
শ্রীযুক্ত বাবু যহনাথ চক্রবন্তী।
শ্রীযুক্ত বাবু যহনাথ চক্রবন্তী।
শ্রীযুক্ত বাবু যহনাথ চক্রবন্তী।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন বিবিধ উপায়ে কলিকাভায় ব্রাশ্বধর্ম প্রচার করিয়া, বিগত কার্ত্তকমাসে ঢাকা অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন; ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনিশিংক ইত্যাদি স্থানে তাঁহার ঘারা বহু উপকার সংসাধিত হুইয়াছে।
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়ক্ষক গোশামী মহাশয়ের প্রচারত্তরাস্ত গতবারের ধর্মতন্ত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছে,
কেশেণ ভাহার পুনরালোচনা মাবশ্রক বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত মহাশয় এক্ষণে প্রচার করিবার মানসে বাহিরে গমন করিয়াছেন। গতবর্ধের অধিকাংশকাল তিনি প্রচারকার্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়া, সকল বিষয় স্বচাক্রপে নির্কাহ করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অভাস্ব পীড়িত, এই পীড়িত শরীরে তিনি কঠোর পরিশ্রম শীকার করিয়া যে সমস্ত কার্যা নির্কাহ করিয়াছেন, তক্ষপনে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা

[•] ১१৮१ नंदकर देवता मारमत "बर्वकव" जहेवा ।

· প্রকাশ না করিয়া কান্ত থাকা যায় না। औযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বস্থ যশোহর ও নড়াল অঞ্চলে প্রচারমানদে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার বারা তাবং স্থানে প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া একটি উংকট রোগে আক্রান্ত হইয়া, অনান চারিমাদ কাল শ্যাগত থাকিয়া অস্ভ ষন্ত্রণা ভোগ কবিয়াছিলেন। বোগের কিঞ্চিৎ সমতা হইলেই তিনি প্রচার-কার্যালয়ের কার্যানির্বাহ ও কলিকাতাকালেজত বালকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ম সমস্ত দিন অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম করিয়া উক্ত কার্যা স্থাসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি অভাপিও রোগমক্ত হয়েন নাই, তাঁহার দেই অপ্রতিবিধেয় রোগের হন্ত ছইতে বোধ হয় কথনই তিনি নিস্তার পাইবেন না। তিনি আর গ্রে ও কলিকাভায় অবক্লম না থাকিয়া, কঠোর রোগ লইয়া বিদেশে ব্রাহ্মধর্মপ্রচার মানদে গমন করিয়াছেন; ভাগলপুর, পাটনা, বারাণদী প্রভৃতি স্থান আপাততঃ তাঁহার প্রচার-ক্ষেত্র হইয়াছে। এযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয়ের মহচ্চরিত্র, ৰগীয় উৎসাহ, পৰিত্ৰ বৈৱাগা ও প্ৰবল নিংৰাৰ্থ ভাব দেখিলে আশাতে আৰা পূর্ণ হয়; তাঁহা বারা যে এই হতভাগ্য দেশের মঙ্গল হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শীযুক্ত বাবু অল্পাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্মতত্ত্ব-পত্তিক।-मण्णानन-कार्या यथामाथा निर्काष्ट कतियाद्यान । प्रात्थत विषय अहे त्य, उत्ताहात्र अ শরীর ভয়ানক ক্লা। সাংসারিক অবস্থাও যেরপ, শারীরিক অবস্থাও সেইরূপ: কত সময় তিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জীবনাশাপ্যান্ত জলাঞ্চলি দিতে নিমিত্ত বহু কট অত্যাচার সহু করিয়া যে সামাল বিষয়কার্যা ছারা পরিবার প্রতিপালন করিতেছিলেন, সম্প্রতি তংসমুদায় পরিত্যাগ করত প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রচারকার্য্যালয়ে ও কলিকাতাকালেকে শিক্ষাপ্রদানের ভার একণে তাঁহার হত্তে সমর্শিত হইয়াছে। এীযুক্ত অঘোরনাথ ওপু মহাশর গতবর্বে নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি প্রায় এক বংসর ঢাকা उत्तरिकानस्यत भिक्तक ও উক্ত স্থানীয় প্রাশ্বসমান্তের আচার্য্য ছিলেন। ঢাका इहेर्ड जिनि शृक्षाकरमत अपनक चानि श्रीहात कतियाहिन এवः বাণ্ডাচড়া, যশোহর ভ্রমণ করিয়া রামপুর বোয়ালিয়া হইয়া বঞ্ড়া প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন। স্থান্তন প্রচারকের গতবর্ষের এইরূপ সংক্ষেপ

কার্যাবিবরণ প্রদেও হইল। এতদ্যতিরেকে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থা, বসম্ভকুমার দত্ত ও অপর কেহ কেহ কলিকাতা ও অপর কোন কোন স্থানে প্রচারকার্যো গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতিও আমাদিগের ধছাবাদ দেওয়া অবঙ্গ কর্ত্তা। আমাদের প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অভান্ত ক্রমণারীর ও সাংসারিক ত্দিশাশন। কিন্তু যতই তাঁহাদিগের ত্রবন্ধা বৃদ্ধি হইতেছে, ততইই দিবের ইচ্ছা তাঁহাদিগের ঘারা সম্পন্ন হইতেছে।

(৩) পুত্তক মূলাকণ ও প্রকটন। গত বংদরে (১৮৬৫ খৃ:) প্রচারকাধাালয়

হইতে চারিথানি পুত্তক * মূলাকিত ও প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে

তুইথানি পুত্তক ইংরেজী ভাষায় এবং তুইথানি বাশালাভাষায় বিরচিত।
পত্তকগুলির নাম নিমে লিপিত হইল:—

ইংরাজী

বাঙ্গালা

An Appeal to Young India.

শ্বীর প্রতি উপদেশ।

True Faith.

বিভার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এতদ্বাতিরেকে ইণ্ডিয়ান মিরার সংবাদপত্র ও দুর্যুত্ত পৃত্রিকা নিয়মিত ক্রেপে
প্রচারকার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রচারকার্যার স্থবিধার জন্ত একথানি ইংরাজী সংবাদপত্র আমাদিগের কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অনেক বিষয়ে সাধারণে আমাদিগের অভিপ্রায় জানিতে উংক্ক, এবং সময়ে সময়ে সেই সকল অভিপ্রায় প্রকাশ না করিলে আমাদিগের উদ্দেশ্য বিদ্ধ হয় না। 'ইন্ডিয়ান মিরর' সংবাদপত্র দ্বারা কতদ্র সেই কার্যা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা সাধারণে বিবেচনা করিবেন। যদি প্রচারকার্যাের স্থবিধার জন্য একথানি সংবাদপত্র প্রয়োজন হয়. এবং 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্র দ্বারা যদি সেই প্রয়োজন দিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে 'ইন্ডিয়ান মিররকে' প্রচার-কার্যালয়ের অন্তর্গত করা উচিত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে উক্ত পত্রিকা কোন একজন প্রচারকের ব্যয়েণ চলিতেছে। আমার মতে

চারিখানির প্রথম তিন্ধানি প্রযুক্ত কেশ্বচল কর্তুক লিশিক। চতুর্ব পুশুক্রবানি কাচার প্রশীত, উল্লেখ নাই; তবে ১৬৮৭ শক্তের পৌর মাদের "ধর্ণতক্ষে" ভাষার সমালোচনা আছে।

[া]ছি।

† শ্বীযুক্ত কেশ্বচন্দ্ৰের নিজবারে মিরার চলিছাছে, এবং তজ্জ্জ ঠাচাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রন্থ
চটাকে ১৯৯৮ চন্দ্র ক্ষতিকালোকস্থানত এই কথা।

. সাধারণের জন্ত এক জনকে দায়ী করা উচিত নহে। অতএব আমার প্রস্তাব যে, 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সংবাদপত্রের আয় ব্যয়ের ভার অতাবধি প্রচারকার্যালয় এহণ করেন।

- (৪) ব্রান্ধিকাসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী সংস্থাপন। গতবর্ষের (১৮৬৫ খঃ) কার্যা মধ্যে এই একটি কার্যা সর্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হঠতে পারে। আন্ধ-সমাজ দারা এতদিন পর্যান্ত দেশোল্লতির যাহা কিছু চেটা হইয়াছে, তল্পধ্য প্রীলোকদিগের উন্নতি প্রায় লক্ষিত হয় না। উপাসনামন্দিরস্থাপন, কি বন্ধবিত্যালয়, কি সঙ্গত, স্ত্রীলোদিগের জন্ম এতন্মধ্যে কিছুই সংস্থাপিত হয় নাই। एव एक्टम खीटनांकिक्टिशंत अञ्चल्लि, एम एक्टमंत्र कथन मक्न नाहे। द्यथात्न শ্বীলোকদিগের ত্রবস্থা, দাসীত্ব, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, তাঁহাদিগের প্রতি তর্ব্যবহার সেখানে অমঙ্গল অধঃপতন শীঘ ঘটিয়া থাকে। এ দেশের কল্যাণ্সাধন করা যদি আন্ধদিগের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহারা এক্ষণে যেরূপ স্থীলোকদিগের প্রতি উদাসীন রহিয়াছেন. এরপ আর থাকিতে পারিবেন না। স্ত্রীলোকদিগের এই ত্রবস্থা দ্রীকরণ জন্ম গতবর্ষে ব্রাহ্মিকাসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। শেখানে কতকগুলি ব্রাধ্যিকা একত্র হইয়া উপাদনা করেন এবং প্রচার**ক** শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র দেন মহাশয়ের নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণ করেন। কোন একটা ভদ্রবংশীয়া ইউরোপীয় মহিলা এথানে ভূগোল, অঙ্কবিতা ও শিল্প-বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। ত্রান্ধিকাসমাজ এক্ষণ যে প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে, তাহা यनि আপনাদিগের সকলের উত্তম বোধ না হয়, তবে ভিন্ন প্রণালীতে আর একটি ব্রান্ধিকাদমান্দ সংস্থাপন করুন; কিন্তু ত্বীলোকদিগের মঙ্গলবিষয়ে উদাস্তা প্রকাশ করিবেন না। তাহারা কেবল আমাদিনের শারীরিক স্থাের নিমিত নিম্মিত হয় নাই, দাসীত্ব করিবার জন্মও জন্ম গ্রহণ করে নাই; যে জত্ত পরম পিতা তাহাদিগকে সংসারে প্রেরণ ক্রিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য যেন দিদ্ধ হয়, তংপ্রতি যেন কোন ব্যাঘাত না হয়, কারণ সেরপ বাঘাত দেওয়া ঘোর পাপ।
- (৫) সাধারণ বিভালয়ে উপদেশ ও জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বালকদিগের স্থান্য ধর্মভাব প্রবেশ না করিলে অনেক অপকারের সম্ভাবনা। ধর্মপ্রচার-কার্ম্যে হস্তক্ষেপ করিলেই জানশিক্ষাপ্রণালীর দিকে দৃষ্টি করা কর্ত্তবা; এই

क्क निक्छ इम्र . एवं, वर्खमान नमस्य त्य त्य भक्षावनशीता श्राहकांका चारक क्रिजार्टन, नकरनदरे निकिष्ठे विश्वानय आहि, यथाय वानकनिशरक नाथ উপদেশ ও দৃষ্টান্ত হারা ,অসতা হইতে সত্যের দিকে আনিবার চেঠা হইয়া থাকে। যাহারা এক্ষণে বিজ্ঞালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে, কতক দিন পরে তাহারাই পরিবার ও দেশোরতির ভার গ্রহণ করিবে। তাহাদিগের ফদম এখনও কোমল আছে. তাহাদিগের উপদেশদানবিষয়ে আমাদিগের বিশেষ মনোযোগ করা উচিত। এই জন্মই প্রচারকমঞ্জীর মধ্যে অনেকে কলিকাতা-কলেজে শিক্ষাদানে স্মত্ন হইয়াছেন। কিন্তু 'ইপ্ডিয়ান মিরুরের' ভাষ এট কলিকাতাকলেজেরও ভার এক জন প্রচারকের হত্তে আছে। প্রচারকার্ষ্যের ক্ষু যদি একটি বিভালয় আপনাদিধের আৰক্ষক বোধ হয়, বালক-मिश्रां निका ও উপদেশ मान এवः मक्हीस्थ्यमर्भन कर्डवा इयु. এवः কলিকাতাকলেকের দারা দেই উদ্দেশ্ত কতক নিদ্ধ হইয়াছে ও হইতে পারে এরপ বিশ্বাস হয়, তবে উক্ত বিজ্ঞালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্ম এক জন প্রচারকের শোণিত শোষণ না করিয়া, তাহার আয় বায় আপনাদিগের হল্পে গ্রহণ করুন।

উপদংহারকালে উপরের নিকট ক্রডজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শীকার করা উচিত যে, বিগত বর্ষে আমাদিগের যতদুর সাধা, ততদুর প্রচারকার্যা স্থসম্পন্ন হয় নাই বটে, কিন্তু ভবিয়তে তাঁহার প্রসাদে দুঢ়তর চেষ্টা হইবে; তিনি অফুপ্রত করিয়া আমাদিগের অস্থরে অধিকতর উৎসাত, নির্ভর, দৃঢ়তা ও প্ৰিক্তা প্ৰেবণ কৰুন।

জন্মজন সর্বাসন্মতিক্রমে নিম্নাধিত প্রস্তাবওলি ধার্য হইল:---

- ১। অধাক্ষসভারহিত করিয়া এক জন সম্পাদক ও এক জন সহকারী সম্পাদকের উপর সমস্ত কার্যোর ভার অপিত হইল।
 - ২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কাৰ্যাভাৱ গ্ৰহণ কবিলেন:---শ্ৰীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্ৰ সেন ভন্তাৰধায়ক।

শ্ৰীযুক্ত বাবু প্ৰভাপচন্দ্ৰ মজুমদার সম্পাদক।

শ্ৰীষুক্ত বাবু ষত্নাথ চক্ৰবৰ্তী সহকারী সম্পাদক।

 प्रश्लामक श्रीय कार्याविवत्रात एव एव व्यव्यावत्रक नाम छित्तव कतित्त्रमं, তাঁহারাই এই সভার প্রচারক বলিয়া গণ্য হইবেন।

- ৪। প্রচারকদিগের কার্যপ্রণালীসদক্ষে এ সভার কোন কর্ত্ব রহিল না, তাঁহারা স্বাস্থাকর করিবেন; কেবল চরিত্রে কোন দোষ দৃষ্ট হইলে, তাঁহাদিগকে এ সভার প্রচারক বলিয়া গণ্য করা হইবে না।
 - ৫। প্রচারকগণ স্ব স্ব কার্য্যবিবরণ প্রতিবর্ধে এই সভায় প্রেরণ করিবেন।
- ৬। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচক্র সেন ব্রান্ধিকাসমাজের কার্যভার গ্রহণ করিলেন।
- १। শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত ধর্মতত্ত্বপত্রিকার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মন্ত্রমার সহকারী সম্পাদক হইলেন।
- ৮। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক ইংরাজী সংবাদপত্তের আয় ব্যয় এই সভা হইতে নির্বাহ হইবে।
- । ক্লতবিছ্য য্বকদের ধর্মালোচনার জন্য তত্তাবধায়ক উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে ধর্মতব্পত্রিকাসম্পাদনে আন্তরিক ষত্র ও পরিশ্রম এবং নিপুণতার জন্ম ধন্মবাদ দান করিয়া, রাত্রি অনুষান নয় ঘটিকার সময় সভা ভক্ক হইল।

"বিভ্রীষ্ট, ইউরোপ এবং এশিরা" বিষয়ে বক্তৃতা

২৩শে বৈশাধ (১৭৮৮ শক) (৫ই মে, ১৮৬৬ খৃ:) কলিকাতাত্ব মেডিকেল কালেজের থিয়েটারগৃহে কেশবচন্দ্র "যিশু এই, ইউরোপ এবং এশিয়া" সম্বদ্ধে বক্তা দেন। এই বক্তা যথোপযুক্তসময়ে প্রদন্ত হয়। বণিয়্যবদায়ী আরু য়ট মন্ক্রীক সাহেব এদেশীয়গণের চরিত্রের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া একটী বক্তা করেন। এই বক্তাতে প্রস্বগণের প্রতি মিথাাবাদির প্রভৃতি গুরুতর দোবের উল্লেখ করিয়া, তিনি দেশীয় মহিলাগণের প্রতি পর্ধান্ত কুংসিত ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার এইরূপ মিথাাদোষারোপে দেশীয়গণের মন নিতান্ত উত্তেজিত এবং উভ্ল জাতির সন্তাবভদের উপক্রম হয়। এই বাের উত্তেজনার সময়ে "যিশুরীই, ইউরোপ এবং এশিয়া" জ্বলম্ভ ছতাশনে শান্তিবারি বর্ধণ করে। এই বক্তা ত্ই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে—এশিয়া ও ইউরোপ থাই ক্লীল-প্রচারিত পবিত্র ধর্মের উন্তি ও বিস্তৃতি; বিতীয়ভাগে—এশিয়া ও

ইউরোপথগুনিবাদীদিগের পরস্পর সম্বন্ধ এবং এতত্ত্বক্সাতির মধ্যে সৌহার্দ্ধ ও লাত্তাব সংবর্ধনের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দিষ্ট ইইয়াছে। সে সময়ের ধর্মতেছে (১) বিতীয় অংশসহন্ধে কিছু না বলিয়া, এই বক্তৃতার প্রথম ভাগের সার সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। বিতীয় অংশে যাহা কবিত হইয়াছিল, তাহার লক্ষ্য উভয় জাতির মধ্যে শাস্তি-প্রত্যানয়ন। আবৃ স্কট মন্কীফ যে প্রকার কৃষ্ণিটি প্রদর্শন করিয়া দেশীয়গণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎসম্বন্ধ তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়াও, এমনই ভাবে উভয় জাতির চরিত্র বর্ণন করিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া উভয় জাতির মনে সামাভাব উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তিনি উভয় জাতির চরিত্রের দোষ এইরূপে একত্র উপস্থিত করিয়াছেল:—

"ভারতবর্ষে ইউরোপীয়গণ মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, ধাঁহার। দেশীয়গণকে কেবল সমগ্র স্থলয়ে খুণা করেন তাহা নতে, তাহাদিগকে খুণা করাতে তাঁহাদের আহলাদ হয়। এরপ এক শ্রেণীর লোক যে আছেন, তংশয়ত্তে কেহ সংশয় করিতে পারেন না। তাঁহারা দেশীয়গণকে পৃথিবী মধ্যে নীচতম জাতি বলিয়া গণ্য করেন এবং মনে করেন যে, তাহারা দেই সমুদায় ঘোরতর পাপে মগ্র, যে সকল পাপে মহুয়াক্সাতি পশুমধ্যে পরিগণিত হয়। দেশীয়গণের সক্ষে একতা হওয়া তাঁহারা নীচতা মনে করেন। দেশীয়গণের ভাব, ক্ষচি, আচার, ব্যবহার তাঁহাদিগের নিকট অতি নীচ ও ঘুণ্য বলিয়া মনে হয়, এবং ভাহাদিগের চরিত্র মিধ্যাবাদিত্বে এবং ছষ্টভায় মানব**লা**ভির নীচতম আদর্শ বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন। তাঁহাদিগের চক্ষে প্রতাক দেশীর লোক বংশপরক্ষপরাক্রমে মিধ্যাবাদী এবং সমগ্রকাতি অনৃতপরায়ণ; এমন কি, মিধাার প্রতি অহুরাগ তাহাদিগের ভাতীয় বভাব। কি জ্ঞান, কি ধর্ম, কি সমাজ, কি গৃহ, সকল সম্পকীয় ব্যাপারে তাহার! মিধ্যাবাদী। যদি এ সহজে অধিক কিছু বলা না হয়, তবুও এ কথাবলাযাইতে পারে যে, দেশীয়ুগণকে এরপ মনে করা নিতায়ত অফুদারতার কার্য। আমি বিখাস করি, এবং এ কথা সাহসের সহিত বলিব যে, ইউরোপীয় বা পৃথিবীর অক্ত কোন জাতি অপেকা দেশীয়গণের হৃদয় বভাবতঃ সম্ধিক পাপপ্রবণ নয়।

^{(&}gt;) ১৭৮৮ महकत्र देखांडे मारमत्र "वर्षक्षण" बहेरा ।

भिथा। रता (मनीयशर्गत ऋडायनिक, जत्मत मत्न काहाता मिशानामी, এরপ তাহাদিগের চরিত্রে দোষ দেওয়া নিতান্ত অসমত। কতকগুলি লোককে মিধাা বলিবার প্রবৃত্তি দিয়া, জার কতকগুলি লোককে নির্দোষ পরিত্ত ভাব দিয়া ঈশ্বর সংগ্রন করিলেন, এরূপ মনে করিবার আমি কোন কারণ দেখিতে পাই না। যথাৰ্থ কথা এই যে, সৰ্বব্য মাত্ৰবস্তভাব একট: স্থানীয় অবস্থা ধর্ম ও ব্যবহার নানা আকারে উহার পরিবর্তন সাধন করিয়াছে দেশীঘুরণকে উপ্রক্ত শিক্ষা দান কর, দেখিতে পাইবে, ইউরোপীযুগণের আং তাহারাও উন্নতি ও উচ্চতা-লাভে সমর্থ। বস্তুত: কথা যাহাই হউক, যে সকল हेर्डेताशीय तम्मीयभारक भूगा कतिया थात्कन, ठाँहाता ठाँहामित्मत हतित्व নিরবচ্চিন্ন মিথ্যাবাদিত অসংতা আরোপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে দেশীমগণ অতি ছষ্টজাতি। তাঁহার। দেশীয়গণকে শুগালের সঙ্গে তুলনা করেন তাহারা শুগালের তাম ধুর্ত, নীচ ও প্রবক্ষনাপরামণ, বিবিধ প্রকারের শঠতাং পরিপূর্ণ; জয়ে শুগাল, শিক্ষায় শুগাল, চিরকাল শুগাল থাকিবে, শুগালত্বে জীবন শেষ করিবে। এদেশের এক জন লোক ব্যবহারে সারলা ও শাসাহীনতা কি তাহা জানে না; তাহার সকল প্রকারের কার্যাপ্রণালীই শঠতা ও বঞ্চনায় পূর্ণ क्वित अभिष्ठेगांश्याहे छाइन्त रक्न, अवः अभिष्ठेगांश्यार्थ मुनारत रय छेना ষ্মবন্ধন করে, দেও সেই উপায় অবল্খন করিয়া থাকে। অতি বৃদ্ধিনা ব্যক্তিকেও চাতুর্যো সে প্রাজয় করে, এবং অভিনিপুণতা সহকারে ভিতরকা অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখে। সে ষড় যন্ত্র ভালরাসে, প্রচ্ছন্নভারে চলে এবং যাহাতে ভাহার স্বার্থ চরিতার্থ হয়, ভাহা করিতে কুটিত হয় না। ভাহা নিজের শক্তিহীনতা সে জানে, স্নতরাং শক্তিতে যাহা পারে না, তাহা নীচতা বঞ্চনা দারা সাধন করিতে সে প্রবৃত্ত হয়। এক জন এদেশীয়কে শুগালে তায় অবিখান ও দ্বণা করা সমূচিত; তাহার নক্ষে ব্যবহারে, শুগালের সহিং যে প্রকার ব্যবহার করা হয়, দেইরূপ বাবহার করিতে ইইবে। দেলীয়ুগুণে চরিত্রস্থানে ভারতবর্ষত্ব অনেক ইউরো পীয়ের এইরূপ মত। অনেক এদেনী লোকও ইউরোপীয়গণকে ব্যান্তের সহিত তলনা করিয়া থাকেন। একজ ইউরোপীয় ব্যান্তের মত হিংল্ল, ক্রোধন, ভীষণ ও লোণিতশিপাল। करः ব্যাস, শিক্ষায় ব্যাস্থ্য নত দে সমগ্র কীবন মাপন ও ব্যাস্থ্যের মত কীব

শেষ করিবে। বিনয়, সহিষ্ণুতা, দয়া কি, সে তাহা জানে না। অল্পমাত্র উত্তেজনাতেই তাহার স্বভাব আলোডিত হয়, ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, এবং তখনই হিংসায় প্রবৃত্ত হয়। একবার স্বভাব বিচ্যুত হইলে সে কত কি বলে, এবং তাহার কোধ চরিতার্থ করিবার জন্ম তাহার শক্রকে কঠোর যন্ত্রণ। দান করে. এবং অনেক সময়ে এরপ অধৈষা হইয়া পড়ে যে, ভাহাকে বদ পর্যান্ত করে। সে অপমান সহা করিতে পারে না, সে তাহার শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারে না। ভীষণ উক্ষমন্তিম্ব হইয়া অত্যাচারে দে আনন্দিত হয়, এবং অনেক সময়ে বিনা কারণে দে এরপ করিয়া থাকে। তাহার সামরিক প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল এবং একবার যাহারা ভাহার ক্রোধ উদ্দীপন করিয়াছে, ভাহারা স্থার ভাহাদের জীবন নিরাপদ মনে করে না। অতএব বাাল্লের স্থায় তাহাকে ভয় করিতে হইবে এবং তাহার সঙ্গ পরিহার করিতে হইবে। এমন কি. মনেক দেশীয় লোক একজন ইউরোপীয়ের সঙ্গে এক বাষ্ণীয় শকটে গমনাগমন করিতে ভয় করিয়া থাকেন। এ ভয় তাঁহার প্রকৃতির মহতের প্রতি ভয় নয়, কিন্ধ তাঁহার পশুসমূচিত ভীষণতার প্রতি। এইরূপে ইউরোপীয়গণ যেমন দেশীয়গণকে ধৃষ্ঠ শুগাল বলিয়া ঘুণা করিয়া থাকেন, দেশীয়গণও তেমনি তাঁহাদিগকে ভীৰণ ব্যাল্লদশ জানিয়া ভয় করেন।"

এই বক্কভায় কেশবচন্দ্র ঐতিষ্ঠ প্রতি যেরপ ভক্তি ও অস্থরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তংকালে ঐইসম্প্রদায়ের অস্থরাগের পাত্র ইইবেন, এমন কি, তিনি শীঘ্রই ঐইধর্ম অবলম্বন করিবেন, এরপ আশা তাঁহাদিগের অনেকের মনে উদ্দাপন করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি প কিছু অপর দিকে অনেক লঘুচিত্র রাধ্যের মনে আশহা উৎপন্ন হইল এবং তাঁহার প্রতি বিরাগ উৎপাদনের জন্ম একটি মহান্ উপায় তাঁহার বিরোধিগণের হন্তগত হইল। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের কোন কোন বন্ধ্ তংপ্রতি অষণা সংশয় প্রকাশ করিতেও কুন্তিত হন নাই; কেন না, তিনি এ সময়ে জ্যেন্ঠতাতপুত্র শ্রীযুক্ত যহ্নাথ সেন কর্ম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হওয়াতে, তাঁহার ও পরিবারের উপকারশাধনের জন্ম কয়েক দিন মিন্টের দেওয়ানীপদ স্বীকার করিয়াছিলেন। পাদরী রবসন সাহেব বক্কতা আপনি 'রিপোর্ট' করিয়া, তংসহ আর একটি বক্কতা সংযুক্ত করত মূলাছণ ও বিতরণ করেন। বিতীয় বক্কতাতে ঐটের

ঈশ্বর প্রতিপাদিত ছিল। অভিপ্রায় এই, এই বক্তৃতার সঙ্গে কেশবচন্ত্রের বকুত। সংযুক্ত থাকাতে, শেষোক্ত বকুতার মতে কেশবচন্দ্রের সায় আছে, সকল লোকে এরপ ব্ঝিয়া লইবেন। খ্রীষ্টবিষয়ক এই বক্ততার ব্রাক্ষসমাজের নতন অবস্থা সমপশ্বিত হইল, দেশের রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স উহা পাঠ করিয়া আহলাদপ্রকাশপূর্ব্বক সিমলা পর্ব্বত হইতে কেশবচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। কেশবচন্দ্র উভয় জাতির চরিত্রের যে দোষ অধিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে অতীব সভা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি কলিকাতায় প্রতাাগমন কবিয়া, তাঁহার সক্ষে সাক্ষাং পরিচিত হইবেন, এরপ ভাব প্রকাশ করেন। আজ প্রাস্থ কলিকাতাদ্যাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল্ল হইয়াও ছিল্ল হয় নাই, এখন সমাক প্রকারে সম্বন্ধ ছিল্ল হইবার সময় উপস্থিত হইল। এই সম্বন্ধচ্ছেদনের মধ্যে বিধাতার হস্ত বিজ্ঞান। আর অবিক দিন একত থাকিলে ধর্মের নবীন আফুর্ত্তিলাভ পদে পদে অবরুদ্ধ হইত। কলিকাতাসমাজের সংস্থাপক রাজা রামমোহন খ্রীষ্টের প্রতি একাস্ত ভক্তিমান: তাঁহার প্রচারিত ধর্মের পক্ষপাতী হইয়াও, কলিকাতাসমাজ এ সম্বন্ধে সংস্থাপক হইতে স্ক্ৰিথা স্বতন্ত্ৰ হইয়া, খ্রীষ্টবিরোধী হইয়া পডিয়াভিলেন। খ্রীষ্টের প্রতি অফুরাগ ও ভক্তিপ্রদর্শক वक्रका माकाशमध्य विक्रान्त कात्र ना इहेटल ७, उँहा ६४ विक्रानिटल পক্তর ভাবে আভতি দান করিয়া উহাকে প্রদীপ্রশিপ করিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই *।

ত্র সময়ের তর্বোধিনীতে (লোট, ১৭৮৮ শক) আমরা দেখিতে পাই:—"আক্ষেপের বিষর এই যে সম্প্রতি এখানকার কেহ কেই ক্রাইট্রের প্রতি নিভান্ত পক্ষণাতী হইরা উট্টেরাছেন। ক্রিট্রের বেবল চরিত্র প্রসিল্ড আছে, বোধ হর, সেইক্রপ চরিত্র ইংবাং ভালবাসেন বলিরা জ্রাইট্রের প্রতি এত ক্রুরক্ত হইরাছেন। বাইবেলে ক্রাইট্রের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, গোহার অধিকাংশই অসম্ভব ও মিখা। সলিয়া সিদ্ধান্ত ইইরা গিরাছে: অবলিষ্ট ভাগ কত দুর নির্দ্ধের, তাহার বিচার করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্ত নহে। যদিও সেই গুলিকে উৎকৃত্ত বলিরা গ্রহণ করা যার, তথাপি মহক্মণ, নানক ও চৈত্রক্ত অপেকা ক্রাইটকে অধিক সন্মান কংতে গেলেই পক্ষপাত হইরা উঠে। সামান্ত লোকদিগের মধ্যে মহক্ষলি ধর্মসম্বারকের উদ্ধা হইরাছিল, জন্মধ্যে এই চারি ক্ষম অবিক প্রসিদ্ধান্ত ইবারি করি। তথাপি এখানকার প্রসিদ্ধ প্রচারক শীকার করি। তথাপি এখানকার প্রসিদ্ধ প্রচারক শীকার করি। তথাপি এখানকার প্রসিদ্ধ প্রচারক শীকার করি। ইংার্ছিগকে সে প্রেণ্ডিতেও গ্রহণ করা বাইতে পারে না। ইংার্ছের ফ্রেরে ইম্বরের ইম্বরের করেরে ইম্বরের করেরে ইম্বরের স্বারক্তিত গ্রহণ করা বাইতে

"মহাজনগণ" সম্ব্ৰে বজুতা

প্রীপ্তদশকীয় বক্তাদানের পর (২৮শে দেণ্টেম্বর, ১৮৬৬ খৃঃ) মহাজনগণসম্বন্ধে বক্তা প্রানত্ত হয়। ইহাতে কথা উঠিল, প্রীপ্টের প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি
প্রকাশ করাতে যে অপবাদ হয়, তরিবারণের জক্ত এই বক্তা টাউন হলে
প্রদত্ত হইয়াছে। এরপ জনশ্রুতি নিতান্ত অম্লক। ফল কথা এই যে, এ
সময়ে মহাজনসপ্রীয় মত লইয়া সম্বতাদিতে ক্রমিক আলোচনা চলিয়াছিল।
এ বিষয়ের প্রমাণার্থ আমর। ১৭৮৮ শকের বৈশাধ মাদের ধর্মত্তর হইতে
সঞ্কত্সভার কাষ্যবিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"মহত্বাক্তিগণ এক একটা আদর্শ লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তাহারা দেই আদর্শকে অবলম্বন করিয়া জনসমাজের উন্নতি সাধন করেন এবং জনসমাজক দেই আদর্শের অন্তর্প করিয়। লয়েন। তাহাদের মধ্যে যিনি যত উন্নত, ঠাহার আদর্শ দেই পরিমাণে উন্নত হইয়া থাকে। যাহার এইরূপ কোন আদর্শ নাই, সে মহং নহে। জগতে যত মহখাকি জন্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, সকলেরই এক একটী স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য ছাল ও তাঁহারা যে যে কার্য্য করিয়া সিয়াছিলেন, তত্তাবতেই দেই আদর্শ প্রতিভাত হইয়াছে, ইহা মহং লোকদের একটা প্রবল লক্ষণ। অভাই বিষয়ে কৃতকাণ্য হওয়। অতি সামান্ত লোক ভিলেন। বামমোহন বার আবার আর এক প্রেণার লোক, বে প্রেণার উচ্চ পদবীতে পুৰ্বকালের সভেটিস, প্লেটো, তগৰকার ও শছরাচাবা ছিলেব, এবং একণকার নিউখেন, পার্কর, মহাস্থা কৃত্যন ও এর্লগাদিনী কবকেও এছণ করা বাইতে পারে। রান্যোচন রার বেমন উপনিবদের মহাবাকো একা করিতেন, তেষনি কাইটেরও উপথেশ ভালবাসিতেন: কিন্তু ৰাইবেল-সন্মত ভাৰার অলোকিক এশা শক্তি অধীকার করিতের না, ভাষার সকল চরিত্রত্বেও বিওদ্ধ বলিতেন না এবং তাহাকে পুণাপাধিনিট মতুর বলিয়াই স্থানিতেম— নিস্পাপ বলিয়া স্লানিতেন না। তিনি সর্কাশকার পৌত্রিকতার বিক্লছে ওছ অপাপ-বিছ কেবল একমাত্র প্রবন্ধের উপাদনার ফল্ত কলিকাত'তে এই আখনসাল ছাপন করেন।" কাইটকে এখানে একপ কৃষ্ণ লোক বলিলা গ্ৰহণ করা হইরাছে বে, জাহার নামে 'তিনি' বা 'ঠাছার' প্রয়েপ করিতেও ভর্বোধিনী কুঠিত হইবাছেন। তছবোধিনীমতে "রোমান कााथिमिटकहार औडीब बटर्स अनुक पृद्धेखा। विक्रम्हे व्य वर्ष अवस्थित कहिया वाम, ८६। वास कांश्विकिमार्गत मध्यारे कार। विश्वकत्रकारण प्रतिन्दीठ व्हेंबाएक। " এই স্বরে গ্ৰীষ্টবৰ্ষের বিরোধী অনেকণ্ডলি উদ্ধৃত ও লিখিত অবদ্ধ ভদ্ধবোধিনীতে অভাশিত হয়।

মহব্যক্তিদের অক্তত্তর লক্ষণ। মহব্যক্তিরা আপনাদের অভীষ্ট **নিদ্ধ করিবেন**ই করিবেন। এক ব্যক্তি নানা প্রকার অম্ববিধা বশতঃ তাঁহার অজীষ্ট লাভ क्तिएक शांतिस्त्रन ना,--- व्यवसा व्यात्रश व्यक्तक हहेस्त छिनि क्रक्कांश হইতে পারিতেন, এরপ লোককে মহৎ বলা যাইতে পারে না। মহদ্যক্তির অপর লক্ষণ এই যে, আবশ্রক হইলেই তাঁহাদের জন্ম হয়, অর্থাৎ জগতে মহৎ লোকের অভাব হইলে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে এখানে প্রেরণ করেন; তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়া, স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। অপিচ गहर लाटकता आभनारमत क्या क्या शहन करतन नाः आभनात, कि शीय পরিবারের, অথবা কেবল খদেশের মঙ্গলের জন্তও তাঁহাদের কার্য্য বন্ধ থাকে না, সম্দায় জগতের জন্ম তাঁহারা কার্য্য করেন। লোকে তাঁহাদের কার্য্য গ্রহণ অথবা বীকার করুক, বা না করুক, তাঁহারা ব ব আদর্শামুসারে কার্য্য করিবেনই এবং দেই অভীষ্ট দিদ্ধ হইলেই তাঁহারা জগতে আর নিফল থাকিতে ইচ্ছা করেন না; তাঁহারা মৃত্যুর জন্য অপেকা করেন, মৃত্যুও তাঁহাদের ইচ্ছাম্নসারে আসিয়া তাঁহাদিগকে অবসর প্রদান করে। যেমন অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে তাঁহাদের মৃত্যু হয় না, দেইরূপ তাহা স্থাসিদ্ধ হইলে তাঁহারা আর ইহলোকে অবস্থিতি করেন না।"

ছিলপায় বন্ধন সমাক্ ছেদন

কলিকাতাসমাজের সহিত সম্ম রক্ষা করিবার জন্ম যত্ন এখন প্রায় ছুইবর্ষকালব্যাপী হইয়া উঠিল। এখন সেই ছিন্নপ্রায় বন্ধন অচ্ছিন্ন রাখিবার চেটা বিফল হইল। যে সমাজবন্ধনজন্ম আয়াস ক্রমান্বয়ে চলিতেছে, এখন তাহার বিশেষ আকার ধারণ করিবার সময় উপস্থিত। কোন একটি নৃতন সক্ষঠন দান করিতে হইলে, জনসমাজের নিকট তাহার বিশিষ্ট কারণ সম্পশ্থিত করা নিতান্থ প্রয়োজন। এই উদ্দেশে ১৫ই জুলাই, ১লা আগাই এবং ১৫ই আগাইের (১৮৮৬ গৃঃ) মিরারে এতংসক্ষে ক্রমিক তিনটি প্রবন্ধ আমরা দেখিতে পাই। এ সম্লায় প্রবন্ধ কেশবচক্ষের তংকালীনকার ভাব ও কার্যোর গতি প্রকাশ করে বলিয়া আমর। এই সকলের সার নিয়ে দিতেতি।

সহশ্যবস্থানের বিসংবাদিতা বিষয়ে মিরারে প্রথম প্রবন্ধ / ১৫ই জ্বলাই, ১৮০০ খুঃ)

"কলিকাত। সমাজের টুঞ্জিগ যথন অধ্যক্ষসভাভক করিয়া, উপাস্ক্রপণের সমাজশাসনে যেটুকু অধিকার ছিল, তাহা অন্ধীকার করিলেন এবং সমৃদায় ভার আপনাদের হল্তে গ্রহণ করিলেন, তথন সংস্থারকদলের প্রতি বিক্ল্বভাববশতঃ তাঁহারা যে উপহাসাম্পদ এবং অসকত কাথো প্রসূত্র হুইয়াছেন,—যে কাণ্য তাঁহাদিগের আপনাদের পক্ষেই অনিষ্ঠকর হুইবে—তাহা বৃদ্ধিতে পারেন নাই। তাঁহারা উপাসকগণকে সমাজগুলের সঙ্গে, মাজুরের বিবেককে অন্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে এক করিয়া, আপনারা কর্ত্তা হুইয়া উপাসকগণের আহুগ্রতা চাহিলেন। এরূপে মাজুর এবং বিবেককে রূপান্তরিত করা অতি ভ্রানক গলেহ নাই; কিন্তু এই উপায়ে একাধিপত্য স্থাপন করিবার যত্ন আরও ভ্রানক। এই সকল দেখিয়া, যাহারা বিবেকী এবং সং এবং এটুকু সহজ বৃদ্ধি আছে যে, বৃদ্ধিতে পারেন, তাঁহারা 'বস্থ' নহেন, 'বাক্তি', তাঁহারা সিন্ধারের প্রাণ্য সিন্ধারকে দিয়া, ঈশবের প্রাণ্য আত্মাকে ঈশবের অন্ত বৃক্ষা করিয়া, দলগুদ্ধ বাহির হুইয়া আসিলেন।

"তৃই বংসর হইয়া গেল, এই বিচ্ছেদ হইয়াছে। এখন ইহা ফুল্ট বুয়া

ঘাইতেছে যে, যে দকল সমাজের সভাগণ কিছতেই বশুতা স্বীকার করিবেন না. তাঁহাদিগকে ছল করিয়া বাহির করিয়া দিয়া, সহব্যবস্থান উপলক্ষ্য করিয়া ট্রষ্টিগণ আধ্যাত্মিক একাধিপত্য স্থাপন করিবেন। বাহিরে দেখিতে তাঁহার। সমাজগ্রের টুছী, ভিতরে ভিতরে তাঁহারা সমদায় ব্রাহ্মমঞ্লীর অধাক ও নিয়ামক। মানবাত্মাগুলিকে শাসনাধীন করিবার জন্ম তাঁহার। রাজবিধিঘটিত কর্ত্তর অবলম্বন করিয়াছেন। এরপ ব্যাপার আমাদিগের বিবেকের নিকট অতি উদ্বেগকর। অপিচ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর বাহিরের দ্বৈধভাব. চাঞ্চল্য এবং পূর্ববাপর অসঙ্গতি জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেওয়ার পক্ষে এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইনি যাহা বলেন, তদপেকা কাৰ্য্যে অধিক করেন। ইনি মুখে বলেন, কেবল উপাসনার স্থান, কিন্তু কর্ত্তর সহকারে ব্রাহ্মধর্মের মত বিশ্বাদানি ব্যাখ্যান করিয়া পুত্তক পুস্তিকা এবং মাদিক পত্রিকা ু বাহির করেন। ইনি বলিয়া থাকেন যে, এখানে সকল শ্রেণীর লোক আদিয়া এক ঈশবের উপাদনা করিতে পারেন: কিন্তু কার্যাত: ইনি একটি ব্রাক্ষমগুলা, যে মণ্ডলীতে ব্রাহ্ম উপাস্কগণের সম্মুপে ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যাত হয় এবং বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে লোকদিগকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ইনি মুধে বলেন, সামাজিক বিষয়ের সহিত ইনি সম্বন্ধ পরিহার করেন, ইনি কেবল ধর্মসম্পর্কীয় অন্তর্গ্রস্থান মাত্র, অথচ ইনি কর্ত্তজ সহকারে সামাজিক ও গৃহসম্বন্ধীয় অফুঠানপদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন। তত্তবোধিনী পত্রিকা উষ্টিগণের মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, অথচ উহা যেন সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা, এইরূপে গৃহীত ও প্রচারিত হইয়া থাকে। এইরূপে মৌপিক কথায় এবং কাষাতঃ এই প্রতিপন্ন হয় যে, ট্রষ্টিগণ যদিও সমাজগৃহকে মাপ্তাহিক উপাদনার স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন, তথাপি সকলেই উহাকে ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া গ্রহণ করেন ও বিশ্বাস করেন; কেননা উহাতে বক্কৃতা (मध्या १४, পुछकानस्य भुखक विक्रय १४, यद्यानस्य मङ्थानस्य क्रम भुखक छ পত্রিকা মুলাঙ্কিত হয়, এবং উহার সঙ্গে সম্বন্ধ অনেকগুলি মফঃস্থলে এমন শাধাসমাজ আছে, যে সকল সমাজ মূলসমাজরূপে উহাকে গ্রহণ করে, এবং শ্বিচারে উহার মতাদি অমুদরণ করিয়া থাকে।

"সুমাজের এই প্রকার বিসংবাদিত। বৃদ্ধির জড়তার জক্ত নহে, কিন্তু

श्विधात अन्न, हेरा म्लडेरे तुवा वारेटल्ट् । नाधातरा चात अन्न भाव अधन मध कतिएक भारत ना। এখন পৃথিবীর সকল লোককে আমাদের বুঝান প্রয়োজন হইয়াছে যে. কলিকাতাসমাজ বর্ত্তমানাবস্থায় মণ্ডলীর মত প্রকাশ करत ना, উहा এখন जनकरत्रक वाक्तित्र माछ। य अरन्त উहा आधनारक গঠন করিয়া তুলিয়াছে, দেই অন্নেই আমরা এখন উহাকে ভা করিব। উষ্টিগণ যে বিজ্ঞাপন দিয়া আপনাদিগের আধিপতা স্থাপন করিয়াছেন, উহাই উহার বিনাশদাধক। তাঁহাদিগের বিজ্ঞাপনের সহজ্ঞাবে অর্থ করিলে ইহাই বুঝায় যে, কলিকাতাদ্ম। জ কেবল একটি উপাদনার স্থান, উছার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাধারণের কোন অধিকার নাই: ট্রষ্টিগণ কেবল একটি সম্পত্তির কার্যানিক্রান্তক, ভাঁলারা আধ্যাত্তিক শাসনের যে ক্ষমত। প্রকাশ করেন, উহা তাঁহাদিগের অধিকারবহিভুতি। কলিকাতাদমাল এক সময়ে ধর্মদম্বন্ধে বহু উপকার সাধন করিয়াছেন, এখন আমাদিগকে এক দিকে ছাথের স্থিত উহার বিসংবাদিতার কথা বলিতে হইতেছে, আর এক দিকে আঞ্চাদের স্হিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, এই বিদংবাদিতাই উহার বার্দ্ধকা ও জীগাবস্থার সময়ে উহাকে ব্রাহ্মমণ্ডলীর শাসনকাথা হইতে বিজিল্ল করিয়া দিয়াছে; স্মতরাং উহার চাঞ্চলা ও জ্ঞানদৌর্বলো মণ্ডলীকে স্বার কলঙ্কিত হইতে হইল না। প্রকৃতপকে কলিকাতাদ্যাক পূর্ব প্রভৃতা গ্রহণ করাতে. মণ্ডলীর পকে কল্যাণ্ট হইয়াছে। এক পকের একাধিপতা অভ পক্ষের শুখলমুক্ত হইবার কারণ হইয়া থাকে।

"টুট্টিগণ বলিয়া থাকেন, সনাজের কোন বিধিপূর্বক গঠিত সভাশ্রেণী নাই, মণ্ডলী নাই, সহবাবজান নাই। সাধারণে এখন সেই কথায় বিশাস করুন। রাজনগুলীর এ সময়ে এই সকল অভাব পূর্ণ করিতে হইবে। এই জল্প আনরা কলিকাতা এবং মক্ষ্মেলস্থ সম্লায় রাজকে আগোণে রাজ্ধর্মের উলারতার ভূমিতে মণ্ডলীবজনের উপায় থির করিবার জল্প আহ্বান করিতেছি। সমাজের সহবাবস্থানে, যদিও বে সকল মূল মত নহে, তাহাতে বিবিধ প্রকারের মতভেদ থাকিতে দেওয়া হইবে, তথাপি কোন প্রকার বৈধতাব বা ভয়নিবজন সন্ধিনর অবকাশ থাকিবে না। সকল সভা পূর্ণ স্থাধীন হইয়া বিশাস, ভক্তিও প্রাত্তিক একত্র বন্ধ হইবেন।"

ধর্মতের বিসংবাদিতা বিবরে মিরারে ঘিতীয় প্রবন্ধ (১লা আগষ্ট, ১৮৬৬ খুঃ)

দিতীয় প্রবন্ধে ধর্মমতসম্বন্ধে বিসংবাদিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা:— (১) এই ধর্ম কোন বিষয়ে গ্রন্থকে ঈশরপ্রণীত বলিয়া গ্রহণ করে না. যে কোন গ্রন্থে সতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাকেই গ্রহণ করে। কার্যাতঃ ইহা হিন্দ শাস্ত্র বিনা অন্ত কোন শাস্ত্র স্পর্ণ করে না: শঙ্করাচার্যা প্রভতিকে গ্রহণ করে এবং ক্রাইট পল প্রভৃতিকে ঘুণা করে এবং অবমাননাস্চক কথায় আক্রমণ करत । উপনিষদের যে সকল বাকো অহৈতবাদাদি আছে, দে গুলির অর্থান্তর করিয়া অথবা বিরুদ্ধ বাক্যাংশ পরিহার করিয়া থণ্ডিত বাক্য গ্রহণ কর হইয়া থাকে। (২) ইহার ভিতরে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ নাই, সকল নরনারীই ঈখবের সন্তান, সন্বায় পৃথিবী এক্ষের গৃহ, সম্বায় মন্ত্র ভাতা এ মত বে কধার কথা, তাহা দকলেই জানেন। কলিকাতাদ্যাজ আদ্ধবের ব্রাহ্মণ হ দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করেন। স্মাঙ্গের বেদীতে বা ব্রাহ্ম অফুষ্ঠানাদিতে ব্রাদ্ধাগণ কার্য্য করিয়া থাকেন, এবং ঠিক ব্রাদ্ধাগণ বেমন, তেমনি স্বস্থানে দানাদি গ্রহণ করেন। অন্ত দিকে আবার শুদ্রের সঙ্গে একাদনে বসিয়। বান্দণের অথায়-ভোজনেও ইহার। কুন্তিত নহেন। প্রধানাচায় এই কপ্টাচার চলিতে দিবেন, তাহা তাঁহার প্রত্যান্তরপত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে। (৩) পৌত্তলিকতার সংশ্রব পরিহার করিয়া ব্রাক্ষধশ্মমতে অফুদ্রান করিবার জন্ম অফ্রষ্ঠানপদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সমাজের প্রধান ব্যক্তিগণ পৌত্রলিকতার সংস্রব পরিহার করিয়া, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মনতে অফুষ্ঠান করিবেন, আশা করা যাইতে পারে: কিন্তু স্পান্ত বুঝা যাইতেছে, এ ব্যবস্থা তাঁহাদের জন্ম নয়, অপরের জন্ম। সমাজের আচার্যাগণ গৃহে পৌতুলিক অফুর্চান করেন, সমাজে আদিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, অথচ তাঁহাদিগের এই কপটতা, ভীকতা ও অদারলা অনায়াদে দ্মাদ্ধ দহ করেন, উৎপাহ দেন। কলিকাতাদমাত্র এইরূপে ঈশ্বরের ধর্মকে সংসারের ধর্ম করিয়াছেন, সমগ্র মানবঙ্গাতির উদারধর্মকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম করিয়াছেন, বিবেকের স্থলে ফলাফলচিস্তা, বীরত্ব ও ঐকাস্তিকভার স্থলে চাঞ্চল্য, ভীক্ষতা ও কপ্টতাকে স্থান দান করিয়াছেন, সত্যকে সংসারের দাস कतियारहन এवर क्रेचरतत मिन्स्त क्रेचरतत नारम धरनत मुमानार्थ रविनी ज्ञाभन

করিয়াছেন। কলিকাতাসমাজের এখনই সাবধান হইয়া এ সকলের জ্বন্ত প্রায়ক্তির করা সম্চিত, অন্তথা মহাবিপ্লব ঘটিবে। সভাকে কথনও কেই দাসত্বে বন্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না, উহা সম্দায় শৃথাল ভগ্ন করিয়া খাধীন হইবেই হইবে। সকল আন্দের কর্ত্তব্য যে, আত্মসমাজকে কণ্টভা, ভীক্লভা, সাম্প্রদায়িক ঘেষাদি হইতে বিমৃক্ত করিয়া ভাহাকে ঈশবের মধার্থ উদার মগুলী করেন।

সমাজের পুনর্গঠনসকলে মিরারে ভৃতীর প্রবন্ধ (১৫ই আগষ্ট ১৮৬৬ বৃঃ)

সমাজের পুনর্গঠন জন্ম ততীয় প্রবন্ধ লিখিত। এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে:--"কলিকাতা সমাজের সহবাবস্থান এবং ধর্মতের বিসংবাদিতা বিবয়ে আমরা যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি, ভাছাতে কলিকাতা এবং মফ:খলছ वाकाण गर्या छलुकूल वाालाव जेनकिक दहेबारक । आमानिरभव आना वहे. डेहा উপযুক্ত বাহু আকার ধারণ করিবে। মনের কতক্তুলি ভাব বলিয়া ফেলা वा मामशिक উত্তেজনা উংপাদন করা আমাদের লেখার উদ্দেশ किन ना। चामता चामारतत्र नमारकत रताय जेनवारेन कतिया नियाहि; चामता चाना कति. ব্রাহ্মত্তলী দেই দোৰ অপ্রাৱিত করিয়া, তাঁচাদের কর্মবা তাঁচারা লাখন করিবেন। আমরা ওাঁহাদিগের নিকট ইহাই চাই। আমরা বে রোগ **(मथारेग्रा निग्राह्रि, १४ (दान कि उं)रानित्यत निकर्त मरा विम्रा भरन रहेग्राह्र्स**. এবং আমরা রোগ যতদর কঠিন বলিয়াছি, ততদুর কি রোগ কঠিন ? থদি তাহাই হয়, তবে তাঁহাদিগের সম্বর উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা সমুচিত। বাঁহারা এই সকল অনিষ্টের পক্ষদমর্থন করেন, অপবা বাঁছার। জানিয়াও প্রতিরোধ করিতে সাহদ করেন না, আমরা কেবল জাহাদিগকে এই কথা কহিব.—আপনারা দেই প্রয়ন্ত প্রতীকা করিয়া থাকুন, বে প্রয়ন্ত আপনার। विरवास्त्र आलांक अवः विशासत्र वन झेनत्र इहेर्ड ना भान । किन्न रव मकन ব্রাপ্ত বর্ত্তমান সম্বটাবস্থায় সত্যের পক্ষমর্থন স্থাপনাদিপের গুরুতর কর্মব্য মনে করেন. তাঁহারা এ সময়ের গুরুত্ব বুরিয়া অগোণে উৎসাহ সহকারে তাঁহাদিলের मक्ष्णीत मः त्नांशत श्रवुक रुजेत। सामता शृद्ध श्रम्भत कृतिवाहि, শাশুদারিকতা এবং শাংশারিকতা, এই ছুইটি প্রধান দোব অপ্রারিত করিতে हहेरव। मार्च्यमाहिक्छात बन्न भागारमत रेवचनीन धर्चरक अकृष्टि मात्रान

সম্প্রদায় করিয়া ফেলা হইয়াছে, যে সম্প্রদায়ে সত্যের, প্রতি আদর নাই, মহয়-জাতির প্রতি উদার প্রেম নাই। সাংসারিকতার জন্ত পৃথিবী অনত্যের নিকটে ঈশবের সভাকে হীন করিয়া একটি স্পবিধার ধর্ম করিয়া লওয়া হইয়াছে, যে স্থবিধার ধর্মে বিবেককে অপদস্থ করা হইয়াছে এবং সংতা এবং ঋজুতাকে সাংসারিক বৃদ্ধির বেদীস্থিধানে বলি অর্পণ করা হইয়াছে। এখন আমরা প্রত্যেক বিবেকী আদ্ধকে জিজ্ঞানা করিতেছি, তাঁহারা তাঁহাদিগের ধর্মের केष्ण विकात मञ्च कतिरवन कि ना, अञ्चरभाषन कतिरवन कि ना, छेश्माह पान করিবেন কি না

স্ আমাদিগের আধাাত্মিক প্রয়োজন দাধন জন্ম, আমাদের মণ্ডলীর গৌরব এবং দেশের কলানের জন্ম সাম্প্রদায়িকতা ও সাংসারিকতার শৃশ্বল ছেদন করিবেন কি না, এবং বাক্যে ও কার্য্যে বান্ধনামের উপযুক্ত হইবেন কি না? যদি ঈশর আমাদিগের মঙ্লীর নেতা হন, সতা আমাদিগের ধর্মমত হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। আমাদের কি করিতে হইবে, তাহা অতি পরিষ্কার। ঈশবকে গৌরবান্বিত করিতে হইবে, মতাকে দোষনিমুক্তি করিতে হইবে, ব্রাগ্রদ্যান্তকে সাম্প্রদায়িকত। এবং শাংশারিকভার অভিশাপ হইতে বিমুক্ত করিতে হইবে, ঈশ্বর এবং সভ্যের মণ্ডনী করিতে হইবে; ইহাতে কোনরূপ ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইবে ना। बाक्षमभाष्ट्रत भूनर्गठन এই क्रज अभितिहार्या इहेबा উठिवारह । উहा किकाल निभाव कतिएक इटेरिंग, खेटात श्रेक्ट छेशाय कि, बाक्षमाधातरात टेटा শ্বির করা কর্ত্তবা। থাহারা কলিকাতাসমাজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন. তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শন জন্ম আমরা বন্ধর সংপরামর্শের আকারে কয়েকটি কথা বলিতেছি। তাঁহারা আপনাদের দায়িত্ব ভাল করিয়া ব্রিয়া প্রাথিভাবে मेयदा आयस्त्रका दानिया এই कार्या अतुत्र इसेन। छांशांनिरगत तुवा देविक যে, তাঁহার৷ যে কার্যো প্রবুত্ত হইতেছেন, তাহা অতি পবিত্র; উহা নিস্পাদন জন্ম ঈশরকে তাঁহাদিগের নেতা ও বল করিতে হইবে, এবং তাঁহাদিগকে ष्पविधास প্রার্থনা করিতে হইবে, অন্তথা তাঁহাদিগের প্রকৃষ্ট বন্থন বিফল হইবে। ঈশর কর্ত্ত অন্প্রাণিত না হইলে, কেবল মনুয়োর বলে ঈদৃশ মহং লক্ষা দিক হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত: এ কার্যা সমাক প্রকারে পরিবর্ত্তন সাধন করিবে, কেন ন। ইহাতে কতক পরিমাণে কেবল বান্ধন্মাঞ্জের নহে.

সম্বায় ভারতবর্ষ ও সমগ্র হিন্দুজাতির মূল পর্যন্ত আন্বোলিত হইবে। কারণ সতা যদি বিশ্বততা সহকারে নির্ভয়ে প্রচার করা যায়, তবে উহা অবস্ত অগ্নিদৃশ। কলিকাতাদমাজ হইতে থাহার। বাহির হইয়া স্থানিয়াছেন, তাঁহারা দেখানে 'শাস্কি: শাস্থ্যি:' উচ্চারণ করিতে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করিলেন: দেখানে বাস্তবিক শান্তি নাই। উচ্চার: এই প্রভিক্সায় হথে শানিত তরবারি ধারণ করিবেন যে, যাহা কিছু পাপ অকল্যাণ, তাহ। নিতাভ প্রিয় হইলেও, বছদিনের প্রাচীন বাবহার বলিয়া নিভান্ত আদরের হইলেও, উহার মৃত্যুদাধক আঘাত হইতে আল্পরকা করিতে পারিবে না। সকল প্রকারের পৌত্তলিকতা, কুদংস্কার, দাংদারিকতা এবং পাপের তাঁহারা প্রতিবাদ করিবেন এবং নীতি বা সমাজঘটিত কুংশিতাচারের তুর্গপমূহ ভগ্ন করিবেন। ইহাতে বিলক্ষণ অত্যাচার সম্থ করিতে হইবে, এ সমুদ্ধে প্রস্তুত থাকিয়া তাঁছার। এইরূপে বিনাশের কার্যা সাধন করিবেন। কিছু সংস্থারের কার্যা যেমন এক দিকে বিনাশ করে, তেমনি অন্ত দিকে গঠন করে; তাঁছারা এক হত্তে তরবারি, অপর হত্তে কণিকা ধারণ করিবেন। তাঁহারা যেমন। পাপ অকলাণ বিনাশ কবিবেন, তেমনি যথার্থ মণ্ডলী গঠন করিবেন। আলসমাজের ন্তন সহব্যবস্থান স্থির করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যে, তাঁহারা এক প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিতে গিয়া অস্ত প্রকারের সাম্প্রবায়িকভাতে নিপতিত না হন; তাঁহারা আর একটি সংস্কৃত मदीर्ग पल ना इडेग्रा भएका। वर्तमान मभाष्मत मृत केपृत्र अलख कता তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষা হইবে যে, উহা দর্ম প্রকারে অতি উদার অন্ধর্কাবস্থান হইবে, অনুদ্ধ সভা এবং সাক্ষ্ণনীন প্রেম উহার মূলতত্ত্ব হইবে। স্কুল সাম্প্রদায়িক মণ্ডলী হইতে স্বতম্ন করিয়া আশ্বসমান্তকে এরূপ উদার করিতে হইবে যে, উহা সর্বাত্র হইতে সতা গ্রহণ করিতে পারে, সকল স্নাতির মহাজনগণকে সন্মান করিতে পারে এবং সমুদার মহাজনাতির প্রতি প্রীতি অর্পণ করিতে পারে। নৃতন সহবাবস্থান মধ্যে এমন কিছু থাকিবে না, যাহাতে কলিকাভাসমালের যে সকল ব্যক্তি কপটভা, সাংসারিকভা, পূর্বাপর অস্কৃতি অব্লছন ক্রিয়া চলিবেন, তাঁচাদিগকেও বহিষ্কৃত ক্রিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বাহাদিগের আঋধর্ষের সত্যে বিশাস আছে, তাঁহাদিগকেই গ্রহণ করা হইবে, এবং যত দিন কেই বিবেকের নিদেশ ভগ্ন করাকে পাপ বলিয়া স্বীকার করিবেন, তত দিন তাঁহারা যদি নীতিসম্পর্কে কার্য্যতঃ বিবেকের অন্থনবা না করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে গ্রহণের অন্থপযোগী মনে করা হইবে না। এইরপে সত্য এবং উদারতার মিলন হইবে, সকলে বিশ্বাসে এক হইবেন; ত্র্কল সংসারী, পাপকারীও অন্থতাপ, প্রার্থনা এবং সামাজিক শাসনে উদ্ধার অল্পে আল্পে পাইবে, এবং সম্দায় মণ্ডলী বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে থাকিবে। এইরপে সকলে ম্পেষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, বর্ত্তমান আহ্বাসন্সমাজের বিরোধ মতভেদজনিত নহে, ত্রই বিরোধী সম্প্রদায়ের বিশ্বেষজনিত নহে; কিন্তু সকলে সত্যের যে সকল উদার মূলতত্ব স্বীকার করেন, অথচ অনগ্রসর আহ্বাসক করিবার জন্ম এইটা অগ্রসর আন্ধানলের মহাপরিবর্ত্তনসাধক ক্রিয়ামাত্র।

"কলিকাতা দমাজ হইতে বিভিন্ন দলকে আমরা সর্কোপরি এই প্রামর্শ দি যে, তাঁহারা দর্বপ্রকার বাক্তিগত বিষয়ের বিচার এবং স্বার্থপ্রণোদিত ভাব দুরে পরিহার করুন। তাঁহার। ঈশবের কাথ্য সাধন করিবার জন্ম আছুত হইয়াছেন, স্বতরাং এই কাগ্যকে ঈশ্বরের কাগ্য বলিয়া তাঁহার। মনে করুন। অক্তজ্ঞতা বা অপ্রীতিতে যেন কোন প্রকার বিদেষের হলাহলে জাঁহাদিগের হৃদয় বিষাক্ত না হয়। যেন তাঁহারা সত্যের জন্ম সংগ্রামকে নীচ ব্যক্তিগত বিদেষ এবং অভাব্য কটৃক্তির বিনিময়ে পরিণত নাকরেন। তাঁহাদিগের লক্ষা কি প্রকার মহং ও উচ্চ এবং তাঁহারা অবিশ্বাদের বিরোধে যে সংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা কি প্রকার শুদ্ধপ্রকৃতি, ইহা তাঁহাদিগের স্থলয়ক্ষম করা উচিত। অসতা ও অম নিষ্ঠরভাবে আক্রমণ করুন, কিছু যে স্থলে সন্মান প্রাপ্য, সে স্থলে সম্মান অপিত হউক। অনগ্রসর বান্ধগণের দোষও আছে, खन अ आहि। निनिष्ठ अक्ष-विरद्धारव अधीन इडेग्रा एवन छांडा मिरान व हित्रकत প্রতি, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, একেবারে আগাগোড়া দোষারোপ করা না হয়। কলিকাতা সমাজের সংসারের সহিত সঞ্জিবন্ধনের কৌশলকে ধিভার দান করা হউক, কিছু আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্য দেবেল্ডনাথ ঠাকুরের চরিত্র ভক্তি ও ক্লভজতা আকর্ষণ করুক। সকল ব্রাহ্মমণ্ডলী তাঁহার নিকটে অশোধ্য

ঋণপাশে আবদ্ধ, এ সহদ্ধে দিককি হইতে পারে না। আজ ত্রিশ বংসরের অধিক কাল হইতে তিনি ভক্তি, সাধুতা, সোংসাহ নি:স্বাধ প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন; তাঁহারই জন্ম ব্রাদ্ধসাঞ্জ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সম্পন্ন হইয়াছে; ঈদৃশ বন্ধু এবং উপকারীর প্রতি অক্তভজ্ঞতা, আমরা নির্মন্ধনহকারে বলিতেছি, অক্ষম্য অপরাধ। আমরা বিশাস করি, কলিকাভারাদ্ধসমাজের দৃষ্ণীয় চাতৃর্ঘার প্রতিকৃলে কর্ত্তবাহুরোধে প্রতিবাদ করিতে হইলেও, তাঁহার প্রতি অক্তভ্জতাতে কাহারও হৃদ্য দ্যিত হইবে না।

"উপসংহারকালে আমরা রাশ্বমণ্ডলীকে জড়তা ও মালক দ্রে পরিহার করিতে অহুরোধ করিতেছি। তাঁহারা এই গুরুতর বিষয় সকল গান্ধীর্ঘ্য সহকারে বিবেচনা করুন। রাশ্বসমাজ যে ভয়ন্বর সন্ধটাপন্ধ অবস্থায় উপস্থিত, তাহাতে তাঁহাদিগের এবং সমগ্র দেশের কুশল বিশদাপন্ন। যথন তাঁহারা রাগ্ব এবং দেশহিতৈঘী, তখন তাঁহাদিগের এই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া কর্ত্তবা। যাহারা সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত, আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি— এখনই তরবারি হত্তে গ্রহণ করুন।"

আভাষ্য কেশবচন্ত্ৰ

মধ্যবিবরণ

>

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজস্থাপন

क्रिमेविक क्थन कान कार्या प्रेचरवर चारमण डिक्न करिएडन ना । डिनि যেমন আপনার ভিতরে ঈশরের কথা প্রবণ করিতেন, তেমনি বন্ধবর্গের ভিতরে তাঁহার ক্রিয়া অবলোকন করিতেন। বস্তুত: তাঁহার আয়ার সহিত মওলীর সমবেত আত্মা একতার সংযোগে চিরসংযুক্ত। যথনই তাঁহার আত্মার তারে কোন একটা ঈশরের কথা ধানিত হুইত, অমনি উহা সমুদার মণ্ডলীর আব্যার তারে বাজিয়া উঠিত। এইরপ স্থদত গোগ থাকাতে অসময়ে তিনি कान कार्या कतिरालन, हेहा कथन किट प्रिथिए भाष नाहै। कनिकाछा-সমাজের সঙ্গে তুই বংগর যাবং বিচ্ছেদের ব্যাপার চলিতেছে; স্কল ভ্রান্ত্রের মন বেমন এ সময়ে উত্তেজিত অবস্থা ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি স্বতি প্রথমেই নৃতন সমাজ গঠন করিতে পারিতেন। কেশবচন্দ্রের অবাগ্রচিত্ত ঈশরনির্দিষ্ট সময়ের জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে একান্ত সমর্থ ছিল; তুরৎসর काल मल्लीत मन न्डनमभाक्राप्टरन श्रवणार्थ अख्यिष्टिक हरेल। यथन তিনি সময় উপস্থিত দেখিলেন, তখন বান্ধসাধারণকে ন্তন স্মান্ধের পত্তন দেওয়ার জন্ত আহ্বান করিলেন। তিনি কি বলিয়া সকলকে ডাকিলেন, পূর্বাধ্যারে আমরা তাহা দেখাইয়াছি। তাঁহার আহ্বান সকলের কুদরে প্রতিধানিত হইল, এবং ধ্বাদময়ে ভারতব্যীর ব্রাক্ষ্মাঞ্জাপনের উদ্ধোপ **इडेटल लाजित**।

সকল শাস্ত্র হইতে সভাসংগ্রহ

সামরা পূর্ব্বাধ্যায়ে দেখাইয়াছি, স্মন্তান্ত দোষের মধ্যে এই একটি স্কমহান দোষ কলিকাতাসমাজের উপরে অপিত হৃইয়াছে যে, তাঁহারা মতে প্রকাশ করেন, তাঁহারা কোন এক বিশেষ সম্প্রদায় বা শাস্তের পক্ষপাতী নহেন. যেখানে সত্য আছে, দেখান হইতেই সত্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন, অথচ কার্য্যতঃ হিন্দুশাম্ব ভিন্ন অন্ত শাস্ত্র স্পর্শ করেন না। ভারতবর্ষীয় আদ্ধদমাজের সংস্থাপনের পর্ফো এমন একখানি গ্রন্থগাহের জন্ম যত্ন হইতে লাগিল, যে গ্রন্থে সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের সকল শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত সত্য একত্র নিবন্ধ থাকিবে। কেশবচন্দ্র বন্ধুগণের সাহায়া লইয়া এই কার্যে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। শীধুক মহেন্দ্রনাথ বহু খ্রীষ্ট শান্তের, শীধুক অংঘারনাথ গুপু ও গৌরগোবিন্দ রায় * হিন্দুশাম্বের, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্ত্ কোরাণ শাস্ত্রের, এবং স্বয়ং কেশবচক্র পার্সিক ধর্মণাস্ত্রের প্রবচন সংগ্রহ করিতে প্ররুত হইলেন। যে সকল প্রবচন অপরাপর সকলে মনোনীত করিতেন, কেশবচন্দ্র সেগুলি স্বয়ং পর্যাবেক্ষণ করিতেন; যেগুলি গ্রহীতব্য, গ্রহণ করিতেন। প্রত্যেক প্রবচনের অমুবাদ শ্রীযুক্ত উমানাথ ওপ্ত সহ মিলিত হইয়া স্বরং কেশবচন্দ্র সংশোধন করিতেন। গ্রন্থসংগ্রহকালে শ্লোক্বিরচনজ্ঞ বান্ধৰ্মের উদারতালোতক ভাব লিপিয়া দেন এবং দেই ভাব হইতে নিমলিথিত প্লোক বিবচিত হয় : --

> স্বিশালমিদং বিখং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
> চেতঃ স্থনিমালস্থীথং সভাং শাপ্তমনশ্বম্॥
> বিখাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ প্রমদাধনম্।
> স্বার্থনাশস্ত বৈরাগাং ব্রাক্ষেরেবং প্রকীর্ত্তা ক ভাষতব্যীর ব্রহ্মদাধনম্বার্থ ১১ই নবেছর ১৮৬৬ খঃ)

ভারতবর্ষীয় রাহ্মসমাজ-স্থাপনের জক্ত এক শত বিংশতি জান রাহ্ম আবেদন করেন। এই আবেদন অফুসারে ১লা নবেম্বরের (১৮৬৬ খৃ:) মিরারে বিজ্ঞাপন * এই সম্বরে ইনি আসিয়া বোগ লিখাছেন।

† উপাধারে গৌরগোবিন্দ রার কর্জ্ক বির্চিত। পরবর্তী "ফুভিলিপি" অখ্যারের শেবভাগ দেখুন। এই বাহির হয়, ভারতবর্ষীয় প্রাক্ষমগুলীকে নৃত্ন সংগঠন করিবার জন্ম, ১৫ই নবেম্বর (১৮৬৬ খুঃ) বৃহস্পতিবার, অপরাহু ৬ ঘটিকার সময়, ০০০ সংগাক চিংপুররোজ প্রচারভবনে সভা হইবে। রবিবার ভিন্ন সকল রান্ধের উপস্থিত হইবার স্থবিধা হয় না বলিয়া, ১১ই নবেম্বর (১৮৬৬ খুঃ) (২৬শে কার্ট্রক, ১৭৮৮ শক) রবিবার অপরাহুে সভা আহুত হইয়া, চিংপুররোডের গৃহপ্রাক্থণে একটে বৃহং পট্মপ্তপের নিম্নে সভার কাখ্যারম্ভ হয়। এ দিবস ঘোর ঘটায় জলবর্ষণ হইয়া চিংপুররোড জলে প্রাবিত হইয়া যায়, অপচ তৃই শতাধিক উংসাহী রাহ্মণ ইটু পর্যান্ধ জল ভাবিয়া সিয়া সভার উপস্থিত হন। এই সভায় তিন জন ইউরোপীয় দর্শক ছিলেন। সভার আরম্ভের পৃধে বাবু নবলোপাল মিত্র সভা হইবার পক্ষে আপতি -উখাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "এ সভা কে আহ্বান করিল ? মেডিকেল কালেছের থিয়েটারে ভারতব্যায় বা পৃথিবার রাহ্মণমাজ নামে আর কোন একটা সভা কি হইতে পারে না?" দেই জন্ম তাহার প্রভাব যে, এ সভায় কোন সভাপতি নিয়োগ না করিয়া, এপনি এমনই ভাবে ভাকিয়া যাউক, যেন কোন সভা আহুত হয় নাই। তাহার প্রভাব সভায় অপিত হইবা মাত্র অভাবিত শের মতে অয়াহু হইল।

স্ক্রিমতিক্রমে বাব্ উমানাথ গুপু সভাপতির আদন গ্রহণ করিয়া উপাসনা-প্ক্রি কার্যার ছ করিলেন। হিন্দু, আইান, মুদ্রমান, পারসিক এবং চীনদেশীয় ধর্মণাস্ত হইতে আক্ষামপ্রতিবাদক শ্লোক দক্র পঠিত হইতে, উপস্থিত সভার আধার্যিক প্রযোজনীয়ত। ব্যক্ত করিলা একটি স্থাণীয় উপদেশ প্রদান করতঃ, তিনি নভার কার্যার ছ করেন।

কেশবচন্দ্র প্রথম প্রপ্তাব উধাসন করিয়া বলিলেন: —বদ্ধুগণ, অভি গুক্ত ব্ব কর্ত্তবা-সাননের জন্ত অন্ত আমার। এগানে উপস্থিত হুইবাতি। এই কর্ত্তবার জন্ত আমার। নিজের নিকট, সমাজের নিকট এবং সমগ্র ভারতের নিকট দায়ী। আন্ধানগুলীকে একত্র করাই অন্তকার প্রধান উদ্দেশ্য। এমন প্রেমবদ্ধনে আদ্দানকে বাঁধিতে হুইবে যে, ভদ্ধারা সমাজের ভিত্তি স্পৃচ্ হুইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই উন্নতি ঘারাই প্রত্যেক আন্দের মঞ্চল এবং স্কর্ম আন্ধর্ম প্রচারিত হুইবে। এই জন্তই ভগবান্ অন্ত আমাদিগকৈ একত্র করিয়াছেন। একংগ্রীতিনি আমাদিগকে এই কার্যাদাধনে সমর্থ ক্রন। এই

প্রকার আতৃভাব যে একান্ত বান্ধনীয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন এবং প্রত্যেক রান্ধ এই কার্যা-সাধনের জন্ম সাহায্য দান করিতে হস্ত প্রসারণ করিবেন। আমার প্রস্তাবের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা প্রবণে আপনার। আশ্র্যা ও চমংক্রত হইবেন, বা ইহার মীমাংসা করিবার জন্ম বাগবিত্তা উথাপন করিতে হইবে। সমস্ত ব্রাশ্বহুদয় নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবে স্বতঃ অন্থয়োদন করিবেন। আমরা কোন নৃতন বাাপার করিতে যাইতেছি না, ব্রাহ্মসমাজে ষে সকল উপাদান আছে, তাহার আকার দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে দেশের চারিদিকে সেই একমাত্র মঞ্চলময়ের পূজা করিবার জন্ত বহুসংখ্যক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং শত শত লোক এই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। তদ্ভিন্ন আমাদের প্রচারক মহাশয়ের। ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারের জন্ম দেশ বিদেশে :অমণ করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে পুত্তক পুত্তিক। সকল প্রকাশিত হইতেছে; এই সমস্ত সমান্ত, উপাসক এবং প্রচারকগণকে এক স্থ্যে বন্ধ করিয়া, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ যাহাতে পরস্পরের হিত এবং একতা সাধন करत. उब्बंग উरामिशरक প্রণালীবদ্ধ করাই অগ্যকার সভার প্রধান প্রয়োজন। বাঁহার। এক ধর্ম অবলম্বন করেন. এক দেহ হইয়া তাঁহাদের একত্র কার্য্য করা উচিত; এক্ষণকার মত পরস্পারের প্রতি উদাসীন হইয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকা कथनरे छाशां मिरगत कर्खवा नरह। आभारमत यछ मृत সামर्था, आमता द्रेश्वत-প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে যত্ন করিব। আমরা দেই ভাতমগুলী, দেই ঈশরের পরিবার, দেই ঈশরের রাজ্য গঠন করিব, ঈশর যাহার পিতা. ঈশর যাহার নেতা. ঈশর যাহার চিরস্তন রাজা। এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমি প্রস্তাব করিতেছি :---

"ধাহার। রাজধর্মে বিশাস করেন, তাহাদের নিজ মঙ্গলসাধন এবং রক্ষজ্ঞান ও রক্ষোপাসনা-প্রচারোদ্দেশে তাঁহারা 'ভারতব্যীয় রাক্ষসমাজ' নামে সমাজবন্ধ হউন।"

বাবু অংঘারনাথ গুপ্ত অভি সৃষ্ ক্রিপূর্ণ সংক্ষেপ বক্কৃত। করিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

প্রস্তাব ধার্ঘা হইবার পূর্ব্বে এক জন ব্রাহ্ম একটা লেখা পাঠ করিলেন। তিনি আপনাকে কোন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভূক বলিয়া পরিচয় না দিয়া বলিলেন,

"ধ্বন ব্রাহ্মসমান্তের কোন আচাধ্য এখানে উপস্থিত নাই, তথন এ সভা সম্পূর্ণ चटेवथ । बाधनमारकत चार्गशिभरगत चाता এकते मन चास्त्राम कताहेता, সমাজের ধর্মমত দকল শ্বির করা আবেশুক: তাহা হইলে বে গে বাকি আক্ষদমাঙ্গের প্রচারক বলিয়া পরিচয় দিয়া, খ্রীষ্ট চৈতক্ত মহম্মন প্রভৃতির কথা मभारकत नारम প্রচার করিতে পারিবেন না।" প্রস্তাবলেশক যাহা বলিলেন, কেশবচন্দ্রের প্রথম বক্ততাতেই তাহার সত্ত্তর থাকায়, এ প্রস্তাব সভায় গ্রাছ হইল না। বাবু নৰগোপাল মিত্ৰ পুনরায় উঠিয়া, যাহাতে প্রস্থাবটি গ্রাঞ্ছয়, তংশক সমর্থন করিয়া, সভা এবং কেশবচন্দ্রকে এতি রুচ ও কদর্যভাবে অব্ধা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। বাবু কান্তিচন্দ্র নিত্র নবগোপাল বাবুর ব্যবহারে মৰ্মাণ্ডিক ক্ৰ হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিনীতভাবে নৰগোণাল বাৰুকে এই ওভ অমুষ্ঠানে এ প্রকার ভাব পরিত্যাগ করিতে অমুরোধ করিলেন। নবগোপাল বাবু কান্তি বাবুকে উপহাস করিয়া, অধিকতর উত্তেজনার সহিত আত্মকথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। বাবু নীলমণি ধর বক্তাকে বলিলেন হে, "এ প্রকার রুধা বাগবিততা না করিয়া এমন কিছু প্রস্তাব করুন, যাহাতে সহজে আপনার মনের ভাব সকলে বঝিতে পারেন। বান্ধসমাঞ্চের আচার্যোরা উপশ্বিত হন নাই বলিয়া আপনি যে আপনি কবিতেছেন, তাহা অবৌক্তিক। কারণ ইচা প্রকাশ সভা, এখানে কাহারও আদিবার বাধা চিল না, জাঁছারা মনে কবিলে অনায়াসে এখানে আসিতে পাবিতেন।" নীলমণি বাবর কথার কর্ণপাত না করিয়া, বক্তা এই সভা ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন; কিছু এই भड़ाय नरत्याभान यात् भक्तात्यहे এहे श्रेष्ठांव कतिया निवास हहेबाह्न. ম্বতরাং দিতীয়বার আর উহা সভা গ্রহণ করিলেন না। বাবু কেশবচন্ত্র সেনের প্রায়ার অধিকাংশের মতে ধার্যা হটল। এক শভ বিংশতি জন বাদ্ধ ও ব্রাঞ্চিকা ভারতব্যীয় ব্রাশ্বসমাজ-সংস্থাপনের জন্ম যে আবেলন করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি পাঠ করিলেন। তংপরে নিম্নত প্রভাব সকল भाषा इहेल।

বাবু মহেক্সনাথ বহুর প্রস্তাবে এবং বাবু প্রসন্নক্সার সেনের পোষকভার
ধার্ঘ ইইল বেঃ—ভারতববীর আক্সনাল সাধ্যমত আক্ষণের উলারতা ও
পবিজ্ঞা রক্ষা করিতে চেটা করিবেন।

বাব্ বিজয়ক্ষণ গোস্বামীর প্রস্তাবে এবং বাব্ চন্দ্রনাথ চৌধুরীর পোষকতায় ধার্ঘ হইল:—যে সকল নরনারী আন্ধর্মের মূলপতো বিশাস করিবেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষীয় আন্দ্রমাজের সভাশ্রেণীভক্ত হইতে পারিবেন।

বাব্হরলাল রায়ের প্রস্তাবে এবং বাবৃ হরচন্দ্র মজুমদারের পোষকভায় ধার্মা হইল যে:—বিবিধ ধর্মশাস্ত্রতে আন্ধর্মপ্রতিপাদক বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করা হউক।

এই প্রস্তাব উত্থাপনমাত্র বাবু নবগোপাল মিত্র পুনরায় উঠিয়া ইহার প্রতিবাদ করিলেন। প্রতিবাদের তাৎপর্যা এই যে, যথন আমাদের ঘরের ভিতর প্রয়োজনীয় সমস্ত সত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথন কেন আমরা কোরাণ, বাইবেল, জেলাবেন্তা প্রভৃতি হইতে সত্য ধার করিতে যাইব? যদি ইহা কেবল লোককে দেখাইবার জন্ম করা হয় হউক, কিন্তু আমসাজে লোক দেখাইবার জন্ম করিল কি আর ক্ষ্মা থাকে, না, সম্মুথে আহার দেখিলে খাইবার ইচ্ছা হয়? আমরা হিন্দুশাস্ত্র হইতে যথন সত্য লাভ করিয়াছি, তথন অপর ধর্মশাস্থাস্থসন্ধানে আর প্রয়োজন নাই।

সভাপতি সভাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনাদের মধ্যে থাহারা সন্ত্যের জন্ম কৃষিত নন, তাঁহারা হস্ত উত্তোলন করুন। বাবু নবগোপাল মিত্র পুনরায় উঠিয়া বলিলেন, তিনি প্রস্তাব শোধন করিতে চান। প্রস্তাবে "যদি প্রয়োজন হয়" এই কথা সংযুক্ত করা হউক।

বাবু গোবিন্দচক্র ঘোষ উঠিয়া নবগোপাল বাবুর মত পগুনপূর্বক বলিলেন, যদি আমরা অহা শাস্ত দর্শন না করি, তাহা হইলে কিরপেই বা ব্ঝিতে পারিব যে, অহাত্র আমাদের আত্মার ভহা সভ্যান্ন আছে, কি নাং স্থভরাং এই কারণেই অপরাপর শাস্ত বিশেষরূপে অহুসন্ধান করা আমাদের অবশ্র কর্মবা।

পরে বাবু প্রতাপচক্র মজুম্দার এই ভাবে বলিলেন, ভারতবর্ষ বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্নধর্মী নরনারীর বাসস্থান। এখানে কত প্রকারের ধর্ম্মত এবং শান্ত সম্মানিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করাই কঠিন। আমরা দেই সক্ল শান্ত দর্শন করিলে নিশ্চয়ই উপক্ষত হইব, কারণ তল্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাস ভক্তি বিহৃত আছে। সকল ধর্মশাস্ত্র পরিভাগে করিয়া যদি আমরা কেবল মাত্র একদেশদশীর তায় একটি ধর্মের শাস্ত্রে সন্মান প্রদর্শন করি, তবে আমরা নিজেরাই নিজ আয়ার বিরুদ্ধে ধর্মের বিরুদ্ধে এবং ভারতমাতার বিরুদ্ধে অক্তজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী হইব। সেই জন্তু আমরা যথন ভারতবর্ষীয়্রাহ্মসমাজবদ্ধ হইতেছি, তথন কোন ধর্মকে, কোন শাস্ত্রকে বা কোন ব্যক্তিকে আমাদের সমাজের বাহিরে রাখিতে পারি না।

বাবু অমৃতলাল বহুর প্রস্তাবে এবং বাবু কাণ্ডিচন্দ্র মিত্রের পোষকতায় ও বাবু প্রতাপচন্দ্র মন্ত্রনারের সমর্থনে ধাষা হইল যে, এত দিন কলিকাত। সমাজের প্রধান আচার্যা ভক্তিভালন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশ্য থেকুপ যতু, একাগ্রতা ও ধর্মাহ্রাগ সহকারে আদ্ধর্মপ্রচার ও আক্ষমগুলীর উল্লিডি সাধন করিয়াছেন, ভজ্জা ঠাহাকে রুভজ্জতাস্চক একগানি অভিনন্দন প্র প্রদত্ত হয়।

রাত্রি নয় ঘটিকার পর পরম মঙ্গলময় পরমেশরের নিকট ভারতব্যীয় ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্ম সভাপতি প্রার্থনা করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। অভাকার কার্য্যের বিশেষ গাঙীয়া উপস্থিত সকলের মনে দৃঢ়ক্ষপে মুক্তিত ইইয়াছিল।

শ্বৃতিলিপি

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজস্থাপনের পর ও তংপূর্ব্ব অবস্থা সহজে ব্রিতে পারা যাইতে পারে, এজন্ম এক জন বন্ধুর স্মৃতিলিপি স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়াকারে প্রদত্ত হইল। এই স্মৃতিলিপি হইতে, বন্ধুগণের প্রতি কেশবচন্দ্রের কি প্রকার স্থায়িই ব্যবহার ছিল, সকলের হাদয়ক্ষম হইবে।

"কলিকাতা বাহ্মনমাজ হইতে বিচিছন হইয়া আমরা কিছু দিন অত্যন্ত কষ্ট ও ত্রবস্থায় সময় যাপন করি। কুলায়হীন পক্ষী অথবা গৃহহীন মন্তয়ের লায় কিছু দিন আমাদিগের পথে পথে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে বন্ধু সকলের সংশ্ব সমবেত হইয়া উপাসনা করিবার স্থান ছিল না। ৩০০ নং চিংপুরবোডস্থ ভবন—যেখানে আমাদিগের কলিকাতা কালেজের কার্য্য হইত, দেই ভবনটি আমাদিগের একমাত্র প্রকাশ্য স্থান ছিল। প্রকাশ্য সভা করিতে হইলে প্রাশ্বণে তাঁবু খাটাইয়া করিতে হইত। কোন ক্ষু সভা করিতে হইলে ঐ গৃহের উপরকার একটি ক্লু ঘরে হইত। যথন প্রচার-কার্যাালয় প্রথম সংগঠিত হইল, তথন তাহারই একটি ক্ষুত্র ঘরে উহার কার্যাালয় হইল। সকলে বিসিয়া এক দিন স্থির হইল যে, প্রতি রবিবারে প্রাতে এই স্থানে প্রকাল উপাদনা হইবে। প্রকালা উপাদনা আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু ঐ স্থানটি এরূপ প্রশন্ত ছিল না, যাহাতে রীতিমত অধিক লোক লইয়া উপাসনা করা যাইতে পারে ; স্তরাং কেবল মাত্র আমাদের থুব নিকটস্থ বন্ধবান্ধব লাইয়া এধানে উপাদনা হইবে, এইরূপ স্থির হইল। ইহাকে রীতিমত আমাদিণের প্রকাশ্য স্থান বলা যাইতে পারিত না। আচাধ্য কেশবচক্র এ উপাদনায় যাইতেন না, এক এক জন প্রচারক এখানকার উপাসনা করিতেন। অতি অল लाकिंट এই উপাদনায় যোগ দান করিতেন, এমন কি কখন কখন চারি জন. কখন কখন পাচ ছয় জন মাত্র উপস্থিত হইতেন। উপাসনার সময়েরও বড স্থিরত। ছিল না। এরপও কয়েক বার হইয়াছিল যে, তুই তিন জন এক বার

উপাদনা করিয়া চলিয়া গেলে, তাহার পর আবার ছই এক জন আদিয়া উপাদনা করিয়া চলিয়া গেলেন। এই সময় হইতে যত দিন আচাব্য কেশবচজের গৃছে দৈনিক উপাদনার ব্যবস্থা হয় নাই, তত দিন আমাদের অবস্থা নিতাভ শোচনীয় ছিল। ক্রমে এই ছর্দশা এত দুর ভয়ধর হইয়া উঠিয়াছিল বে, অনেকেরই মনে স্ক্ষভাবে অবিশাস ও সংশয় আনিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং ভজ্জ আচার্য্য কেশবচক্রের এবং অপরাপর সকলেরই আশহার কারণ চইল। वक्कविरमध्यत्र नित्राभाग्रहक अञ्चराराण मन्द्रा मन्द्रा दक्षनवहरस्त्रत दश अकान्न বিষাদ উপস্থিত হইত, তাহা শ্বন করিলে আত্মও ক্লেশ হয়। এমন কি, এই বিষাদে তাঁহার গৌর দেহ বিবর্ণ হইত। ইন্ডিয়ান মিরার তথকালে আমাদিগের সংবাৰপত্র ছিল. এই মিরারের ক্তম্ভে প্রয়স্ত সংশয় ও অবিশাদের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। যেমন নিদারুণ গ্রীছের যন্ত্রণা বর্ধাকালের বৃষ্টিধারা নিবারণ করে, তদ্রপ ভগবানের অপর্কা কৌশলে কিয়দ্দিন পরে ব্যাহ্মসমাজে ভক্তির বক্তা আনিয়া সমস্ত শুক্তা ও সংশ্র অপনীত করিয়াছিল। দে যাহা হউক, এই ত্রবস্থার মধ্যে কেশবচন্দ্র আমাদের সকলের আশা ও নিউরের স্থান ছিলেন। তাঁহার মুপের পানে তাকাইয়া, তাঁহার মুপের কথা ভানিয়া, আমরা সকল পরীকা হঃধ ভূলিয়া যাইতাম। কেশবচন্দ্রেরও ভাব আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত মনোহর ছিল। আদিদমাঞের সহিত যোগ থাকিতে থাকিতে অক্ষেম বিজয়ক্ষ গোন্ধামী সংসারের কাণ্য ছাডিয়া প্রচারত্ত অবলয়ন করেন। তাহার উপশীবিকার জন্ত গেরুপে টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল, ভাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দে সময়ে সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য সইয়া প্রচারভ্রত গ্রহণ করিবার এমন একটি উংগাহ-অন্তি জালিয়া উঠিবাছিল বে. প্রচারক-জীবনের উপজীবিকানম্বন্ধে বিষম অনিশ্চিততা দেখিয়াও, ভাই উমানাও ও আর এক জন * যুবক ভগবানের আদেশে প্রচারত্রত গ্রহণ করেন। এই সময়ে এই ছই জন যুবা তাঁহাদের সাংসারিক কাধ্য এক দিনে ত্যাগ করিয়া প্রচারক্রতে ত্রতী হইলেন। এই ঘটনাতে কেশবচন্দ্রে আনন্দের আর भीमा तहिल ना। अभिदानवरङ निधिङ चार्छ, "छन्तान विनवार्छन, वाहाता খী পুত্র, গৃহ, ৰাখ্রীয়, প্রাণ, বিত্ত, ইহলোক পরলোক পরিত্যাগ করিয়া

ভাই মহেন্দ্রনাথ—এ স্কৃতিলিপি ভারারই।

আমার শরণাপন্ন হইয়াছে আমি কিরুপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি।" আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কেবল ভগবান নহেন, তাঁহার ভক্তেরও ঐরপ মনের ভাব। যে কয় জন যুবা সমস্ত পরিত্যাপ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন, তাঁহারা ভক্ত কেশবচন্দ্রের নিজ দ্বী পুত্র, বিত্ত ও প্রাণ অপেক। প্রিরতর হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্রে মনে বৈরাগ্য ও ধর্মপ্রচারের উৎসাহ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। কার্য্যালয় হইতে বিদায় পাইবার পূর্বেই কেশবচন্দ্র উপরি উক্ত জনৈক প্রচারককে বলিলেন, তুমি শীঘ কার্য্যালয় হইতে বিদায় লইয়া এস। আমার সহিত তোমায় পাঞ্জাবে যাইতে হইবে। তোমার ও আমার জন্ম গৈরিক বন্ধ প্রস্তুত কর, এ বার গুরু नानत्कत अरमरण गारेव। रेगतिकवन्त अञ्चल रहेल। উक्त युवा विमाय नरेवात জন্ম এইরূপ স্থির করিয়া গৃহে গমন করিলেন যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার গৃহ হইতে তাঁহাকে লইয়া প্রস্তাবিত প্রচারক্ষেত্রে যাইবেন; কিন্তু অক্সাথ কেশবচন্দ্রের পীড়া হওয়াতে অভীষ্টদিদ্ধি হয় নাই। উপরি উক্ত তুই জন প্রচারকের মধ্যে এক জনের মনে হইল যে, তিনি নিজে ব্রাহ্মসমাজের শ্রণাপন্ন হইয়া যে আনন্দ ও অমৃত সম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহার পত্নীকে তাহার সহভাগিনী না করা অতান্ত অতায়। তিনি অতান্ত ব্যাকুল হইয়া আপন পত্নীকে গৃহ হইতে আনিয়া, তাঁহার শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণের জন্ম ব্রাক্ষণমাঙ্গের আশ্রায়েরক। করিলেন। মেডিকেল কালেঞ্জের দক্ষিণে একটি কুম গৃহ ভাড়া করিয়া এক জন বন্ধু সহ তিনি তথায় অবস্থিতি করিতে সপরিবারে ব্রাদান্মাজের আতার গ্রহণ করিবার এই প্রথম দৃষ্টাম্ব। এই পরিবারের প্রতি কেশবচন্দ্রের ম্লেছ ও স্থকোমল ভাব বর্ণনাতীত। তিনি প্রায় প্রতিদিন সন্ধারে পর অ্যান্য কার্যা হইতে বিদায় লইয়া, এই স্থানে আশিয়া বিশ্রাম করিতেন, নানাপ্রকার সংপ্রদঙ্গ করিতেন এবং বিবিধ-বিষয়ক কথাবার্তা ও প্রেমসম্ভাষণ করিতেন। তিনি প্রায় প্রতিদিন সন্ধার সময় এইপানে আহার করিতেন, সময়ে সময়ে চাহিয়া পাইতেন, তাঁহার গুহে স্থাত আহার্যাদামগ্রীর অপচয় হইত। নিজ গ্রহে আহার করিতেন না বলিয়া, তাহার আত্মীয়গণ সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতেন ৷ এই গুহের শাকাল তাঁহার নিকট অতান্ত অমিষ্ট বোধ হইত। প্রীতির সহিত আহার করিলে

অতি জঘক বস্তুও সুমিষ্ট বোধ হয়, খুদ্ধ অমৃতত্বলা হয়, চণ্ডালের আতিথাও রাজপ্রাসাদের স্মাদর অংশকা অধিকতর মুলাবান্ হয়, এই मरजात अभाग दक्नवहरुक्तत कीवरन किन्नभ सम्मत्नार निमात हरेगाहिन, আমর। তাহার দাকী। দে দময়ে এই নিরাশ্রয় পরিবারে মর্থের মতাস্ত অভাব ছিল। অতি সামার আহার, এমন কি সময়ে সময়ে বা**ত**িবিক भाकाबरे श्रेष्ठ रहेछ। এर मामान बाराधा (क्या विन्त व जाराव बहानिका-প্তিত বছবাঞ্চনদংস্ট অল অপেকা সমধিক অফুরাগ ও তৃপ্তির সহিত আহার করিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার পক্ষে প্লাঞ্ অতাস্ত অসাত্তিক ভোগাদামগ্রী জ্ঞান করিতেন। ইহা ভোগনে পাপ. এরূপ না হউক, আপনার পকে ইহা নিধিত্ব ও নিতান্ত অনুপ্রোগী, মনে করিতেন। এই প্লাণ্ডর প্রতি কেশবচন্দ্রের যে এরণ ভাব ছিল, তাহা উক্ত গুরুছ তথন অবগত ছিলেন না। গৃহত্বে ফটি স্বতঃ প্রকারের ছিল। তিনি প্লাপুকে অতি অ্থায় ও অ্মিট সাম্থা জ্ঞান করিতেন, এবং প্রিয়ত্ম আচার্যাকে আহার করাইবার জন্ত পলাও অপেকা আর উৎকট পদার্থ পুঁজিয়া পাইতেন না। পলাও দিয়া পিচ্ড়ী প্রায় ঠাহার জন্ম প্রস্তুত করিতেন, এবং অভান্ত অনুবাগ, প্রেম ও ভক্তির সহিত ভাহা আহার করিতে দিতেন। কেশবচন্দ্র অর অংশক। প্রেম ভক্তিকে অধিকভর মূলবোন্মনে করিভেন। তিনি ভাবে মৃত্ত হটয়া পলাঞুর পলাঞ্ছ ভুলিয়া ঘাইতেন এবং মৃথে একটা কথা অথবা বিষুস্তক কোন ভাব প্রকাশ না করিয়া, অমানবদনে দেই আহার্ম গ্রহণ করিতেন। এক দিন মুখে বাঙ্গ করিয়া আহারের পূর্বে কেবল এই কথা বলিয়া দিলেন যে, ইহাতে বৃঝি পয়জার ⇒ আছে। সরলভ্দয় গুছৰ এই কথার বিশেষ অর্থ বৃঝিতে পারেন নাই। পদাকু যে কেশবচন্তের পক্ষে বিশ্বকর সাম্থ্রী, অল্ল দিন পরেই গৃহত্ব অবপ্ত হইয়া অত্যন্ত ছংগ ও অফুতাপের সহিত কেশবচল্লের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি ফ্কোমল ও সপ্রেম দৃষ্টি নিকেপ করিয়৷ সহাক্তম্পে কেবল এই কথা বলিয়া উঠিলেন বে, আমি খুব তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছি, তুমি আমাকে খুব আহার করাইও। তিনি দেই গুহের নারীদিগকে কলার মত ভালবাদিতেন। এক দিন

 ⁽नवास नवकात-এই पूरे नम पुरान्तकक्षण अक्या वावक्ष का

त्कनवठच त्महे गृहत्वत भन्नोत्क विनातन त्म, यामि याहा जानवानि, जाहा कि बाहात कताहरू भातिरव ? रह मांमधी थाहरल कहे भारेवात मखावना, তুমি মনে বুঝিয়া তাহা প্রস্তুত কর। উক্ত গুহস্থ ওলভক্ত ছিলেন। ওলের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দেওয়াতে কেশবচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, আমার মনের কথা বৃঝিয়াই বুঝি আৰু এই ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত করিয়াছ। ফলাফল বিচার ভ্যাগ করিয়া খুব অফুরাগের সহিত কেশবচন্দ্র সেই ওলের বাঞ্চন আহার করিলেন। এই ব্যঞ্জনে দে দিন তাহার মুখ এমনি কুটকুট করিয়াছিল যে, তাহার যদ্পায় ঠোট ফুলিয়া উঠিয়াছিল। গুহুত্ব অত্যন্ত তঃখিত ও অপ্রতিভ হইমা, বাস্ততা সহ তেঁতুল ও গুড় আনিয়া বাধার উপশম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাছে গৃহস্কের মনে কট বৃদ্ধি হয়, এই ভাবিয়া কেশবচন্দ্র সমন্ত কট সংবরণ ক্রিয়া, কৌত্রু সহকারে গৃহস্থের মনকে ভূলাইবার চেষ্টা ক্রিলেন। এই ঘটনার হুই দিন পর পর্যাস্ত তাঁছার মূথে বাথা ছিল ও ওঠাধর কীত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র লোকের মনের কট্ট-নিবারণ জন্ম যে কিরূপ নিজ কট্ট গোপন করিতে পারিতেন, তাহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কোন ব্যক্তি আঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রকাশ করিতে গিয়া যদি ঘটনা-বশত: কখন কখন তাঁহাকে কটে ফেলিতেন, দে কট ভূলিয়া গিয়া কটদাতার মনের ক্লেশ তিনি নিবারণ করিতেন। উক্ত গৃহস্থ কেশবচন্দ্রের গভীর ভাব ব্রিতে পারিতেন না। গুরুত্ব তাঁহার সম্বন্ধে কথন কি করিয়াছিলেন, তাহ। তিনি আপনি ভূলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার গৃহে কেশবচন্দ্র যেরপ তপ্তিলাভ করিতেন, তাহা তাহার পকে কখন ভূলিবার বিষয় ছিল না। ঢাকা ও ময়মননিংছ নগরে তিনি এই সময় প্রচার করিতে যান। পথ হইতে দেই গৃহত্বকে এই ভাবে পত্র লেখেন যে, 'তোমার গৃহে আমি যে স্থমিষ্ট সামগ্রী সকল আহার করিতাম, তোমাদের বাটীতে আমি বেরণ অরুতিম ক্লেছ ও প্রেম সংস্থাগ করিতাম, তাহার জন্ত আমার শাস্তরিক ক্লডজতা গ্রহণ কর। আমি এ জীবনে দে সমস্ত কথন ভূলিব না।' এক দিন এক জন বন্ধু কল্টোলাছ বিতল গৃহের সোপান দিয়। উঠিছেছিলেন। তাহার পদশন প্রবণ করিয়া সেই দিকে কেশবচন্দ্র তাকাইয়া-ছিলেন এবং সেই বছুকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'আমি ভাবিতেছি,

তুমিই আদিতেছ। তাহাতে দে বর্ষ তাহাকে জিল্লাদা করিবেন, 'আমি আদিতেছি, তাহা আপনি কি প্রকারে ব্ঝিলেন?' ইহাতে কেশবচন্দ্র এই উত্তর দিলেন যে, 'আমার কি তোমাদের বাতীত আর ভাবিবার বিষয় কেছ্ আছে? আমি দিবানিশি কেবল তোমাদের বিষয়ই তাবি : আমি তোমাদের শরীর দেখি না, আত্মা দেখি । পাখীর পায়ে রক্ষ্ বন্ধন করিয়া শিকারী যেরূপ উহাকে ধরিয়া থাকে, তেমনি তোমাদের আগ্রাকে বন্ধ করিয়া আমি আমার হাতে ধরিয়া রাখিয়াছি।'

"আমাদিগের বন্ধু ভাই অমৃতলাল বাড়ী হইতে তাড়িত হইয়া একটী বাদার কয়েক জন বান্ধের সহিত করেক নিন একত্র বাদ করিয়াছিলেন। তথন আমাদের আতা প্রচারতত গ্রহণ করেন নাই। বন্ধুগণের প্রতি কেশবচন্দ্রের থেরপ প্রেম ছিল, তাহা বর্ণনাতীত; বিশেষতঃ থে কয় জন সর্বায় তাগা করিয়া তাহার অহবর্তী হইয়া প্রচারত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, পূর্ব হইতেই তাহারে গহিত তাহার গেন একটি অন্ধুপম অব্যক্ত আম্বরিক যোগ ছিল। তাহার সহিত গৃঢ় আধাায়িক বন্ধনে মাবন্ধ, এরপ এক ব্যক্তি ধর্মের কয় গৃহ হইতে তাড়িত হইরাছেন, এ কথা যেন তীক্ত বানরণে তাহার অস্তরের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিল। তিনি প্রতিদিন খ্ব প্রাতে পেই বাসায় আশিয়া নিশীড়িত বন্ধুর নিপ্রান্তক করিতেন এবং এরপ প্রেমে তাহাকে আবন্ধ করিলেন দে, এই বন্ধনই প্রেমরান্ধের প্রতি ভ্রান্তা অমৃতনালের আ্রার একটি দৃঢ় বন্ধন ইইয়াছিল।

"কেশবচন্দ্রের সহিত তাহার বরুগণের কিরুপ সৃষদ্ধ ছিল, তাহা বিদিতে গেলে সেই সময়ের অবস্থা কিছু বর্ণনা করা প্রয়োজন। ইতঃপূর্ব্বে প্রকাষ্ণ বন্ধোপাসনায় কয়েক বার মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন সতা, কিছু মহিলাদিগের ধর্মোরতির জন্ত প্রকাল লাবে কোন বিশেষ উপায় এ পর্যান্ত অবলভিত হয় নাই। এই সময়ে রাশ্ধিকানমান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল। পটলভাল। ব্লীটে এক জন রাশ্বের ভবনে প্রতিস্থাহে তাহার অধিবেশন হইত। কেশবচন্দ্র অবং উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে 'স্থীর প্রতি উপদেশ' নামে ক্ষুদ্র প্রক্রণানি কেশবচন্দ্র নিজে রচনা করিয়া প্রচার করিলেন। স্থীজাতির বাহাতে ধর্মোন্নতি হয়, সেজন্ত তিনি

বিশেষ মনোযোগী হইলেন। পৰিত্রান্থার বিশেষ আবির্ভাবের উপযোগী এই সময় ছিল।

"এই সময়ের অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করিলেই কেশবচন্ত্রের নিজের মনের ভাব এবং তাঁহার সহিত তাঁহার বন্ধগণের কিরুপ সমন্ধ ছিল, তাহার আভাস কিছু ব্ঝা যায়। কথিত আছে, কোন দেশ বা সমাজের মহাপুরুষ-দিগের ইতিহাসই সেই দেশ বা সমাজের ইতিহাস। বস্তুত: এই সময়ের ব্রাহ্মসমান্তের ইতিবৃত্ত আর কেশবচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত স্বতম্ব নহে। ব্রাহ্মসমাজে যে কোন কার্যা অন্তর্ক্তি বা যে ভাব প্রবল হইয়াছিল, ভাহা কেশবচলের কাৰ্যা ও ভাব। আদি সমাজ ভইতে বিচ্চিত্ৰ ভইয়া আসিয়া রাধীন ভাবে কেশবচন্দ্র এই সময়ে কার্যাারম্ভ করিলেন। যে সমস্ত ভাব প্রত্যাদেশ ছারা তাঁহার মনে উদিত হইত, তাহা এই সময়ে তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাথ্যক্ষেত্রে স্বয়ং পবিত্রাত্মা আবিভূতি ছিলেন। স্বতরাং অসম্ভবও সম্ভব হইতে লাগিল। কি এটীয় বিধান, কি বৈঞ্চব বিধান, কি বৌদ্ধ বিধান, সকল বিধানেই দেখা যায় যে, বিধানের কার্য্য প্রকৃতরূপে আরম্ভ হইবার প্রথমেই বিধানকচারকগণ আহত হইয়া থাকেন। এ বিধানেও তাহাই হইয়াছিল। প্রচারকগণের আগমনের জন্ম সময় এমনি পূর্ণ হইয়াছিল যে, এক জনের পর আর এক জন প্রচারক ঈশরকর্ত্তক প্রেরিত হইয়া, নানা স্থান হইতে প্রচারক্ষেত্রে অবভরণ করিতে লাগিলেন। ভাই প্রভাপচন্ত্র বালাল বাাছে সামাত্র বেডনে কাহা করিছেন। তিনি ঈশরপ্রেরণায় ব্যাহের কার্যা ছাড়িয়া দিয়া আদিসমাজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযক্ত হট্যা-ছিলেন। প্রচারকজীবনের মহত্ত জনয়ক্তম করিয়া তিনি প্রথমে আপনাকে প্রচারক বলিতে কৃষ্টিত ও অসমত হইতেন। ভাই অমৃতলাল প্রচারক-দীবনের ভাবে কিয়ৎ পরিমাণে চালিত হইয়া, কেশবচন্দ্রের কলিকাতাকালেল-নামক বিভালত্তে শিক্ষকতার কার্যো নিযুক্ত হইলেন; যথাসময়ে তিনি অন্তবিধ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রচারত্রতে ব্রতী হইলেন। সাধু অংহারনাধ সংস্কৃত কালেকের অধায়ন ত্যাগ করিয়া, প্রচারকভাবে চালিত হুইয়া ঢাকা ব্রশ্ব-বিশ্বালয়ে শিক্ষকতার কার্যা করিতেন। তিনিও যথাসময়ে পবিত্রাবা ছারা চালিত इहेश, উक कार्य जान कराज: कनिकाजांत्र मानिया श्राठातकमनामुक इहेरनन ।

"কলিকাত। এই সময়ে যে কেবল বিশাসিদলের তুর্গ ছিল, ভাছা নছে, কিছ ধর্মপ্রচারের উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হইয়া উঠিল। নিবানিশি সংপ্রদশ্ব, সদালাপ ও সংক্ষার্য হইতে লাগিল, ধর্মের স্মন্তি দিবানিশি জ্ঞালিতে লাগিল। বৈরাগা, অকৃত্রিম ভাতৃভাব প্রভৃতি স্কল প্রকারের মাধ্যাব্রিক ভাব জলস্করণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। অন্তত্ৰ হইতে যে বাজি কলিকাতার আনিতেন, বিশেষরূপে आकृष्टे ना श्रदेशा थाकिएक भातिएकन ना। मक्षरकत मगरव रव समाठे छिन्। তাহা শৈশবভাবপ্রধান: এ সম্বে তরপেকা অধিকতর উল্লভ ভাব প্রকাশ भाकेट नातिन। देननदकारनत महिर वानाकारनत राष्ट्रभ मध्य. रम मुमराव সহিত এ সময়েরও তদ্রপ সমন্ধ। যদিও এ সময়ে প্রচারকার্যালয় সংগঠিত इहेग्राहिल, उथाणि প্रচারকদিগের এক এন বিশেশভাবে অভিভাবক বিনা তাহার কার্যা অশুঝলার সহিত চলিত না। ৩০০ নং চিংপররোড ভবনে ইহার আনিদ ভিল এবং মাদিদমাছের পরিত্যক্ত এক জন কর্মচারী ইহার সরকারের কার্যা করিত। এক এক ক্ষন প্রচারক স্থবিধা মন্ত ইহার তত্ত্বাবধানের কার্যা করিতেন। কেশ্বচন্দ্রের ভবনে স্কলে স্কলে একত্র হওয়াতে এমনি একটা আকর্ষণী শক্তি সঞ্চারিত হয়তে হে. সে স্থান তাগি করিয়া কলিকাতা কালেছে, প্রচার মালিসে কার্য্যোপ-লক্ষে গমন করা সকলেরই পক্ষে ভাগেশীকারের বিষয় ছিল: স্বভরাং প্রচারকার্যালয়ের কার্যা ভালরূপে চলিত না. মর্থেরও ভালরূপ সমালম হটত না।

"এই সময়ে সাধু অঘোরনাথ, ভাই মহেন্দ্রনাথ, গোলামী বিশ্বরুক্ষ
ও প্রীযুক্ত যত্নাথ চক্রবর্তী প্রচারের লানের উপর নির্ভর করিতেন। তাঁহারা
কয়েক জন বন্ধুর সহিত একত্র রাধানাথ মলিকের গলীর একটা বাটাতে
বাস করিতেন। এই বাসাটী রাঞ্চিপের মধাবিন্দুল্বান ছিল বলিলে অত্যুক্তি
হয় না। বিদেশ হইতে কোন রাশ্ব আদিলে এই লানেই আপ্রয় পাইতেন,
এবং সময়ে এখানে এত জনতা হইত যে, উপরের একটি ঘরে
জীলোকেরা বাস করিতেন এবং অপর ঘরন্তলি পুরুষদিগের আবাসন্থান
হইত। বিশাসিগণ সকলেই প্রায় সকল সময়ে কেশবচন্দ্রের গৃতে অবস্থিতি
করিয়া, সদালাপ, সংপ্রসঙ্গ ও উপাসনায় সময়ক্ষেপ করিতেন। সময়ে সময়ে

রাত্রি হুইটা তিনটা পর্যান্ত তথায় থাকিতেন। প্রায় রঙ্গনীর শেষভাগে গতে প্রত্যাগমন করিয়া, কিয়ংকণ বিশ্রাম করিয়া, আবার গাতোখান ও স্থানাদি করিয়া, উপাসনার জন্ম কেশবচন্দ্রের ভবনে গমন করিতেন। বাস্তবিক অল্ল অপেকা ভগবদর্চনা, বন্ধ অপেকা পুণা ও ধর্ম এবং শরীর অপেকা আত্মা যে অধিকতর মুল্যবান, এ সময়ে এ দলের নরনারী সকলের নিকট তাহ। ম্পট অমুভত হইত। তথনকার প্রকৃত বৈরাগ্য সাধনসাপেক্ষ ছিল না, আপনাপনি বিকশিত হইয়াছিল। প্রতিদিনের আহার্য্যসামগ্রী প্রায় কিছুমাত্র সঞ্জিত থাকিত না। কয়েক জন প্রচারের জন্ম চাঁদাদাত। ছিলেন। आमानिरगत वक्त आनन्मरभाइन वक्च जन्नरभा अक कन श्रथान हिरलन। তিনি তথন কালেজে অধায়ন করিতেন। সময়ে সময়ে ছুই তিন জন প্রচারক দলবন্ধ হইয়া প্রাতে দাতার গৃহে গমন করিয়া, বিশেষ অভাবের কথা বলিয়া, জাঁহাদিগের দেয় দান চারি আনা বা আট আনা অগ্রিম ভিক্ষা করিয়া আনিতেন এবং তদ্ধারা চাউল কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ত্রবা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইতেন। কথন কথন কেশবচন্ত্রের নিকট 'আমাদিগের অভ আহারের কিছু নাই' বলিয়া তাঁহার। লিখিয়া পাঠাইতেন। কেশবচন্দ্রের একটি বাকা ছিল, ইতিয়ানমিরার বা প্রচারের অথবা অভ কোন হিদাবে যথন যে টাকা আদিত, ভিন্ন ভিন্ন মোডক করিয়া তাহা তিনি তন্মধ্যে রাখিতেন। প্রায়ষ্ট কোন বিশেষ হিসাব থাকিত না। প্রচারকগণ একটি টাকা চাহিলে, হয় তুইটি, না হয় তিন্টী টাকা পাঠাইয়া দিতেন। কথন কথন এরপ হইত যে, বিশানিগণ কেশবচলের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া, গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেন: কিন্তু তথায় উপনীত হইবা মাত্র তথাকার ভাবে মুগ্ধ হইয়া, আহারের কথা এককারে ভূলিয়া যাইতেন। রাজি ২টা অথবা এটার সময় যখন ফিরিয়া আদিতেন, আহাবের কথা স্বরণ হইলে তাঁহার নিকট হইতে অর্থ লইয়া, তন্ধারা কার্ম এবং চাউল প্রভৃতি দেই গভীর রাত্তিতে অনেক করে আহরণ করিয়া আনিতেন। বাসায় আসিয়া দেখিতেন যে, মহিলাগণ প্রত্যাশিত অর্থের জন্ম অপেকা করিয় यथन (मथित्मन, जारा आधिम ना, कृषा जुका मध् कतिया अवत्भरव अकाज्द নিমা যাইতেছেন। ভক্তগুণ সেই শেষ রাজিতে আসিয়া নিম্রিত নারীগণকে কট দিয়া আর জাগ্রত করিতেন না। নিকটশ্ব গোলদীঘি চইতে আপনাদিগের মধ্যে এক জন (সাধু অঘোরনাথ) স্কল্পে করিয়া কলগী ভরিয়া জল আনিয়া तक्रम आतं छ कतिया निरंजन, এवः क्यांन श्रकारत निक्रमक कतिया नहेर्र्डन; আহারকালে এক এক দিন প্রভাত চইষা যাইতে। অনেক সময়ে কেবল মাত্র अम इटेटलटे यरथे छान कतिराउन, अक्ष्मान्तारक ध्रम्याम मिया जाहा आहात করিতেন। তথন এমনই প্রকৃত বৈরাগ্যের বায় বহিত যে, মহিলারাও কোন क्टेंटक क्टेंट कान कतिराजन नाः करहेराज । भीनजाराज, अमरीनजा । व वश्व-হীনতাতে আনন্দ করিতেন; সর্বানাই প্রজন্ত্রচিত্রে ভগবানকে ধল্লবাদ দিতেন। অনেক সময় কাঁটা নোটের শাক---যাহ। প্রাঞ্গ মধ্যে বছল পরিমাণে বৃদ্ধিত হইত-তাহা আহরণ করিয়া প্রফল্লচিত্র নারীগণ ভাহার বালন প্রস্তুত করিতেন। এমন দিনও হইয়াছে যে, অলের সঙ্গে কোন প্রকার উপকরণ না থাকাতে, কেবল হল্দ মিশাইয়া উহাকে খেচরান্ন করা হইয়াছে এবং উপকরণ-স্থারপ প্রাঙ্গণত্ব দোপাটী ফল ভাজিয়া লওয়া হটয়াছে। এট সমস্থ বৈরাগ্যের স্বন্ধ অতি স্ত্রমিষ্ট লাগিত। বাজপ্রাসাদের রাজভোগ অপেক। তাতা উপাদের বোধ হুইত। কেশবচন্দ্র সময়ে সময়ে এই পবিত্র অন্ন গ্রহণ করিয়া আপনাকে কতার্থ জ্ঞান করিতেন। যদিও এ সময়ে এত অন্নকই ছিল, তথাপি সাংসারিক বিষয় অপেকা ভাব যে অধিকতর বলবান, তাহার প্রমাণ প্রতাক দেখা গিয়াছিল। এই কইস্তেও প্রচারকস্থ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে ভাই গৌরগোবিনের অন্বর্তে ভগবান গোপনে প্রস্তুত করিতেছিলেন। সাধু অঘোরনাথ যখন রঙ্গপুর অঞ্চল প্রচার করিতে যান, তখন তিনি কলিকাতায় আগমন করিতে প্রস্তুত হন। তিনি সাধুর আগমনের পর শান্তিপুর হট্য। কলিকাতার আইদেন। তিনি যে আকর্ষণে আরুট হট্যা বিদেশ হইতে কলিকাভায় আদিয়াছিলেন, দেই আকর্ষণ তাহার চিতকে এমনই জীবস্ত ভাবে অভিত্ত করিল যে, তিনি গুহে আর কিরিয়া যাইতে পারিলেন না। ए प्रिन क्षणवहरुक्त प्रठि ठाँगात श्रेष्य प्राकार इस, एम प्रिन महाशुक्रम-সম্বন্ধীয় বক্ততাবিষয়ে কলোপকণন হইতেছিল। ভাই গৌরগোবিন্দ হিন্দ-শাল্পের একটি লোক পাঠ করিয়া, ঐ নত অভি প্রাচীন বলিবামাত্র, কেশবচন্ত্র তাঁহার উপরে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই দৃষ্টি তাঁহাকে চিরদিনের জন্ত কর

কবিয়া লইল। কেশবচন্দ্র সেই সময় হইতে তাঁহার অপরাপর বন্ধুর সহিত ধে প্রকার ব্যবহার করিতেন, তাঁহার প্রতি সেইরূপ করিতে লাগিলেন। "ক্রবিশালমিদং বিশ্বং প্রবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম" এ শ্লোক (১) তিনিই নিবন্ধ করেন। এইরপে তাঁহার ভবিয়জীবনের কার্যোর সূত্রপাত তথনই হয়। তিনি প্রচারকশ্রেণীভক্ত হইলেন। ভাই ত্রৈলোক্যনাথও এই সময়ে আছত হন। তিনি আসিয়া যোগ দেওয়ার পর হইতে সঙ্গীতের উচ্ছাস সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। ভগবানের নিগৃত কৌশল কে ব্ঝিতে পারে? তিনি একজন ব্যবসায়ীর নিকট সামাত্র কার্য্য করিতেন: নানা প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া জীবন যাপন করিতেন। পরম চক্রী ভগবান তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার সম্পূর্ণ অমুপযুক্ত। দরেও, তাঁহাকে উচ্চতর কার্যা করিবার জন্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা দে আহ্বানধ্বনি অগ্রাফ করিতে না পারিয়া, তাঁহার নতন কার্যক্ষেত্রে আনিয়া পড়িলেন। ভাই কাস্কিচন্দ্রকেও বিধাতা এই সময়ে তাঁহার নলে দলভুক্ত করেন। তাঁহার হাবড়ার বাসায় কয়েকজন ব্রাক্ষিক। গমন করিয়া উপাদনা করাতে, দে বাদা হইতে তাঁহাকে বহিন্তত হইতে হয়। প্রচারক মহাশয়দিগের যে বাসার কথা উপরে উল্লেখ কর। গেল. স্ত্রীলোকদিগের একটি উৎসবের দিন তিনি আপনার পত্নী ও ভ্রাতৃবধুদহ তথায় আগমন করেন। ভগবান এমনি আকর্ষ্য কৌশল করিলেন যে, জাঁহার আর গৃহে প্রত্যাগমন করা হইল না। দেই বাদায় অধিক লোক হওয়ায়. কলিকাতা মলকায় একটি স্বতম্ব বাদা করা হইল : কিছু দে সময়ে দেই পল্লীতে ওলাউঠা রোগের অতান্ত প্রাত্তাব হইয়াছিল। স্থাহ মধ্যে ভাই কান্তি-**চল্ডের প্রাত্বধ ও পত্নীকে বিধাত। পরলোকে ডাকিয়। লইয়া গেলেন। বিষ** হইতে যিনি অমৃত উদ্ভাবন করেন, দেই ভগবানই এই স্থগন্তীর ঘটনাযোগে সমন্ত পৃথিবীকে, বিশেষতঃ নিরাশ্রয় প্রচারকদিগকে আপন বৃহৎ পরিবার করিয়া লইবার জঞা, পৃথিবী হইতে তাঁহার কৃত্র পরিবারকে অস্তহিত করিলেন। ভাই কান্তিচক্র সেই পর্যন্ত আর সংসারে ফিরিয়া না গিয়া, প্রচারত্রত গ্রহণ করিয়া প্রচারকপ্রেণীভূক হইলেন। বেমন কামান হইতে গোলা সকল প্রবলবেগে চারিদিকে ধাবিত হয়, তেমনি কেশবচন্ত্রের জনমন্ত্রিত

⁽ ১) ७२७ शृक्षेत्र सहेवा ।

পবিত্রাত্ম। কর্ত্বক উত্তেজিত ভাষাগ্রি পবিত্রাত্মা দারা চালিত হইরা, বাদ্দসমাধ্য মধ্যে নানা আকারে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সমন্ত অলৌভিক কার্ব্যে তাঁহারই আত্মবিকাশ। তিনি তগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে এবং তাঁছারই বিধান প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া, অপার আনন্দ উপলব্ধি করিলেন।"

মিদ মেরি কার্পেণ্টার

স্বীজাতির উন্নতির জন্ম ভারতে পদার্পণ

ভারতবর্ষীয় বাক্ষদমাজ দংস্থাপিত হইবার পর হইতে. কি ধর্মপ্রচার, কি স্মাজ্পংস্কার, স্কল বিষয়ে নৃতন্ত্র উৎসাহ ও উল্ল প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই বংস্রের (১৮৬৬ খঃ) শেষ ভাগে নবেম্বর মানে, জনহিতৈষিণী ইংরাজ রমণী মিদ মেরী কার্পেন্টার এদেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতিদাধনার্থ ভারতে পদার্পণ করেন। স্থালোকদিণের শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রীবিলালয়-সংস্থাপন তাঁহার আগমনের প্রধান উদ্দেশ। মান্দ্রাজ ও বছাই প্রদেশে এ সম্বন্ধে সতুপায় উদ্ভাবন করিয়া, তিনি কলিকাতায় উহার স্থব্যবস্থ। করিবার জন্ম উপনীত হন: হিদুমহিলাগণের নিমিত্ত শিক্ষিত্রীবিভালয় স্থাপন করিবার জন্ম, তিনি প্রণ্মেণ্টে তদ্বিষয়ে আবেদন-করণার্থ সভা করিবার উদ্দেশ্যে, দেশহিতৈষী বিশ্বদ্র শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাদাগরকে উহার সভা করিতে চান: কিছু তাহাতে কৃতকার্যা হন না। মিদ মেরী কার্পেন্টার কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলে, জ্ঞান কিয়বের সমকে শ্রীয়ক প্যারিচাদ মিত্রের সভাপতিতে কলিকাতা ব্রাক্ষ্মাঞ্চে এ সুমুদ্ধে যে সভা হয়, তাহাতে সভাপতির নিরুৎসাহ-জনক বাকেটে সমুদায় যতুনিফল হইয়া যায়। ফলত: কলিকাতায় এসম্বন্ধে কে আর তাঁহার সহিত তেমন সহায়ুভৃতি করিবেন্থ স্থতরাং কেশবচন্দ্র তাঁহার একমাত্র বন্ধু ও সহায় হইলেন। বড়লাটের ভবনে তিনি নিমন্ত্রিত হট্যা অব্দ্বিতি করিতেন, এবং দেই রাজভবন হইতে পদরজে সর্বন। তিনি কেশবচন্দ্রের কল্টোলার ভবনে যাতায়াত করিতেন। মিদ্ কার্পেণ্টার কর্ত্তক আন্দোলনের ফলম্বরূপ, পরসময়ে কেশবচন্দ্র দ্বীশিক্ষয়িত্রীবিচ্চালয় নামে একটি বিয়ালয় সংস্থাপিত করেন। এই বিয়ালয় এদেশীয় স্মীলোকগণের উচ্চতর শিকার স্তরপাত করে। এই স্ত্রীবিছালয়ের পরীকোত্তীর্ণা ছাত্রীগণ এখন দেশের শিক্ষিত। নারীদিগের মধ্যে রত্নরূপে বিভাষান বহিয়াছেন।

মিল্ কার্পেটারকে রাভিকালমাকে অভিনক্ষরদান এবং 'ইভিনিং পার্টডে' মধিলাগণের অধ্য বোগদান

২৪শে নবেম্বর (১৮৬৬ খু:) শনিবার ব্রাক্ষিকাগণ ব্রাক্ষিকাসমালে মিশ্ কার্শেটারকে নিমন্ত্রণ করিয়া একথানি সংক্ষিপ্ত অভিনন্ধনপত্র দেন। একদিন ভাকার গুড়িব চক্রবর্তীর বাটাতে মিশ্ কার্শেটারের সম্মান-রক্ষার জন্ত 'ইন্ডিনিং পার্টি' হয়। এরপ স্থির হইয়াছিল যে, বিশেষ তুই চারি জন পুক্ষ ব্যুতীত অভ পুক্ষ এথানে থাকিবেন না। কেশবচন্দ্র গ্রাহার ব্রাশ্ধ বন্ধু ও ব্রাক্ষিকা ভগিনী-দিগকে লইয়া এই সভায় উপস্থিত হন। তুই চারিগণ বিশেষ পরিচিত ইংরাজ পাদরী ও ভদ্রলোক এবং ক্ষেক জন ইংরাজ রমণী এই সভায় উপস্থিত থাকেন। পরস্পরের সহিত যেরপ সদালাপ ও সম্ভাবের বিনিম্ম হইল, ভাকার গুড়িব চক্রবরী ও গ্রাহার গুণবতী কন্তা যেরপ সকলকে আপ্যায়িত করিলেন, তাহাতে উপস্থিত সকলেই প্রীত হইলেন। এ দেশীয় মন্থংপুরবাদিনী মহিলাদিগের ইংরাজী 'ইভিনিং পার্টিতে' (সায়ংস্মিভিত্তে) গমন করার এই প্রথম দৃষ্টান্থ।

अक्षप्रश्निगंगतन्त्र हैरद्रबन्नप्रमेन अनुकत्रन ७ ठाहाट कननहत्स्रत अमहानुकृष्ठि

প্রীন্তের জন্মদিন (২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৬৬ খুঃ) উপলক্ষে মিল্ কার্পেন্টারের ইজামত একটা সভা হর। এই সভায় অনেকগুলি ব্রান্ধিকা ও ব্রান্ধ উপস্থিত হন। মিশ্ কার্পেন্টার বাইবেল হইতে কিছু পাঠ করেন। পরে চা প্রস্তৃতি আহার হয়। সভা ভর্গ হইলে মিল্ কার্পেন্টার এবং কেশবচন্দ্র সপরিবারে চলিয়া পেলে, অনেকগুলি ব্রান্ধ ও ব্রান্ধিক। এখানে অনেককণ অবস্থিতি করেন। ইংরান্ধ্র 'ইভিনিং পার্টিতে' গমন করিয়া এবং ইংরাজনিগের নরনারীর পরম্পরের প্রতি বাবহার দেখিয়া, ভাহ। অহুকরণ করিবার ইচ্ছা সরলচিত্ত ব্রান্ধনিগের পক্ষে অভিনাতিক ছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলেন যে, ইংরান্ধ নারীগণ যেমন পুরুষদিগের সহিত আবার ভালে করিল এই মনে করিয়া ব্রান্ধ্রণ পুরুষদিগের সহিত একব্রিত হইবেন। এই মনে করিয়া ব্রান্ধ্রণ আপন আপন বন্ধুনিগকে লইয়া নিক্ষ নিক্ষ পত্নী ও ভিনিনীনিগের নিকট উপস্থিত করিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন এবং করা কহিতে বিশেষ অন্ধ্রাধ করিতে লাগিলেন। এই দলে যে সমন্ধ মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের

মধ্যে অনেকেই অন্তঃপুরবাদিনী, অন্ত পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা কহা তাঁহাদের তত অভাগে ছিল না। ত্বতরাং স্বামী অথবা আতার নিতান্ত অন্তরেধে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কুলবধ্ব আয় মৃত্ত্বরে অবস্তুঠনের ভিতর হইতে ত্ই একটা কথা কহিলেন। দৃগাট অত্যন্ত কৌতৃহলন্তনক হইয়া উঠিল। সরলমতি রাক্ষ্বকগণ মনে করিলেন বে, আন্ত একটি বিশেষ সদম্ভান হইল, স্বীজাতির বন্ধনম্ক্রির দ্বার উন্তুহ ইইল। সভা ভঙ্গ হইলে পর, ক্ষেক জন যুবা অত্যন্ত আহলাদ ও উংসাহের সহিত কেশবচন্দ্রকে এই সংবাদ দিয়া মনে করিলেন বে, তিনি খ্ব স্থ্যাতি করিবেন। কেশবচন্দ্রের পত্নী তথায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া, তাঁহারা অত্যন্ত তুংগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কেশবচন্দ্র হঠাং কাহারও মনে আঘাত বা কট্ট দিবার লোক ছিলেন না। তিনি কিয়ংক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া, মৃত্রন্তরে বলিতে লাগিলেন যে, এরূপ কার্য্যে তাঁহার সহামুভতি নাই। ত্বীলোকদিগকে বলপূর্বক বা অমুরোধ কবিলা স্বাধীন করা, তিনি অভান্ধ অনিষ্টকর কার্যা মনে করেন। তিনি বলিলেন যে, আজ যিনি অন্ত:পুবে দিবানিশি অবকন্ধ থাকেন, স্থাও গাঁচার মুপ দেখিতে পায় না, তিন দিনের মধ্যে তিনি তাঁহাকে মেম সাজাইয়া, মেমের পোষাক পরাইয়া, লাট সাহেবের বাটিতে দভা সমিতিতে লইয়া গিয়া, সকল সাহের ও বাহালীর সহিত শেক্ষাও ক্রাইডে পারেন এবং খোলা গাড়ীতে প্রতিদিন গড়ের মাঠে হাওল পাওয়াইয়া আনিতে পারেন। তিনি আরও वितालन. आधि निक्तं वितारुष्ठि ११. এ इत कतिरल श्री सांधीना हरान ना, श्वीत्नाकमिशत्क आवु मागर्व वक्ष कवा द्या। डिजरत शतिवर्धन दुदेन ना. অথচ অহুকরণ করিতে শিক্ষা দিলে, এদেশীয় রমণীদিগকে স্বাধীনতা শিক্ষা দেওয়া চইবে না। যাহাবা জলদ্শী, ভাহারা বাহিরের বিষয় দেখিয়া সভ্ত পাকে পাকক, আমার কিন্তু তাহাতে সম্বোধ হয় না। আমি আত্মার স্বাধীনতা, মনের স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনত! জ্ঞান করি। আমাদিগের মহিলাগণ পণোর পথে ও ধর্মের পথে গিয়া আত্মাকে স্বাধীন করেন এবং জ্ঞান উপার্জ্জন चाता मनरक वाशीन करतन, डेटाडे आमात गर्सार्थ डेव्हा। मन वाशीन ट्रेंटन তাঁহাদের শরীর আপনাপনি স্বাধীন হইবে, এই আমি জানি। আমি অফুরোধ षाता कान महिलाक कान श्रकात वावहात अवलयन कताहेत्व श्रेष्ठ नहि। কেশবচক্রের এই সমস্ত কথা শুনিদা তাঁহার বন্ধুগণ অপ্রতিভ হইলেন এবং বিশেষ শিক্ষা লাভ করিলেন।

ইউৱে:পীয়গণুকে লইয়া কেশৰেৰ গুছে উপাসৰা ও "Ragged School" এতিটা মিস কার্পেন্টার ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান ছিলেন। কেশবচক্ষের গৃহে তাঁছার এবং অপরাপর ইউরোপীয়গণকে উপাদনার্থ আহ্বান করা হয়। এই উপাদনায় মিদ মেরী কার্পেন্টার ব্যতীত জে বি নাইট, মেল্লর ফিপ্দন, শ্বিপ ও জাছা-मिरागत भन्नी, एक वि गिलन, गातिक, जाकात विदेशमि **७ क्रमाम** हेजेदां भीत. উপস্থিত সমন্ত প্রচারকবর্গ ও প্রায় পঞ্চাশং অপর শিক্ষিত বাস্কি উপস্থিত হন! উপাদনাকাথা কলটোলাম্ব ভবনের ততীয় তলম্ব বারাগ্রায় নিশাল হয়। প্রথমতঃ কেশবচন্দ্র দেন "সতাং জ্ঞানমনস্থম" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া প্রার্থনা-পুত্তক (Theist's Prayer Book) হইতে একটা ইংরেজী প্রাধনা পাঠ করেন। ইহার পর পোপত্রত "বিশ্বস্থনীন প্রার্থনা" ইউরোপীয়গণ কর্ত্তক গীত হয়। ভাই প্রতাপচক্র একটা প্রার্থনা করিবার পর, কেশবচক্স হিন্দু ও এটি শাস্ত হউতে প্রবচন পাঠ করেন। অন্তর ছে বি গিলন ইউরোপীয় এবং प्रभीयगरनत गर्धा चाठयनितसन इंडेवात संग **এक**ही समय खार्थना कतिएस. (कमवहम्म "विकारताल मा हारेल क्रेशरवव नाका तका एक्ट एमधिएक भाष मा" उडे श्वरहत व्यवसम्बद्ध कतिया उभएम्म एम्म । यह उभएम्म व्यवस्थान मधीत मुखा তিনি সহজ ভাবে বাফু করেন এবং উপদেশ মধ্যে পুনঃ পুনঃ সেণ্ট জনের এই উক্তিটির উল্লেখ করেন, "যদি কোন মহতা বলে, আমি উত্তরকে ভালবাসি, অবচ ভাহার ভাভাকে ছবা করে, দে মিথাবাদী। কেননা যে দুক্তমান ভাভাকে ভালবাদে না, দে ব্যক্তি কেমন করিয়া অদুভ ঈশরকে ভালবাদিতে পারে।" অন্তর পোপের প্রার্থনার শেষাংশ গীত হয়। এই উপাদনায় ইউরোপীয়ুপ্র নিভান্ত আহলানিত হন, এবং মিস কার্পেন্টার বংগন, এক্ষিপ এত দ্ব ক্ষাপ্রসর হইয়াছেন, তাহা তিনি পর্কো জানিতেন না। মিদ কার্পেন্টারের এদেশে আগমনের শ্বরণচিক্তথ্যরপ কেশবচন্ত্রের সাহাব্যে দীন ছংগী বালকদিপের জন্ত একটি বিস্থালয় (Ragged School) প্রতিষ্ঠিত হয়।

উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচার

(ডিনেম্বর, ১৮৬৬ খৃঃ—এপ্রিল, ১৮৬৭ খৃঃ)

ভারতবর্ষীর ব্রাক্ষেসমাজের আদর্শ ও মুক্সভাপ্রচার ও বরিশালে প্রচারকগণের গমন

এই সময়ে ধর্মপ্রচার করিবার উৎসাহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। যে ভারতবর্ষীর ব্রাহ্মনাক্ষ সংস্থাপিত হইল, যাহাকে প্রত্যক্ষ বর্গরাক্ষা বলিয়া নির্বাচন করা হইল, নেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মনাজের আধিপত্য দেশে বিদেশে স্থাপন করিবার নিনিত্ত কেশবচন্দ্র ও তাহার বন্ধুগণ বিশেষরূপে যন্ত্রবান হইলেন। এই সময়ের সঙ্গীত,(১) প্রার্থনা ও বক্তাদি দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত হইতে লাগিল যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মনাজ স্বর্গরাজ্যের প্রতিচ্ছবি। ঈশর সকলের পিতা, ঈশর সকলের নেতা, ঈশর সকলের চিরন্তন রাজা, সম্দায় মানব তাহারই পরিবার, তাহারই প্রজা, তাহারই রাজ্য সর্ব্ব বিস্তৃত, সম্দায় ধর্মণাপ্রের সত্য

(১) "কত আর নিজা যাও ভাইতসম্ভতিগণ। নরন খুলিরা দেখ ওড উবা আগমন॥

আধীন চা-আজকার, পাপ তাপ ছুনিবার, মসলজলধিজলে হতেছে চিরমগন।
স্বতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃস্মীরণ্যরে, ডাকেন ভারত্রাতা পরি উল্পল বসন।
উঠ বংস প্রাণস্যর, বস পুত্র কঞা মম, কালরাত্রি অবসানে উদিল হ্পতপন।
বিশাল বিশ্বমন্দিরে, সত্যশাস্ত্র শিবে ধরে, বিশাসেরে সার করে, কর প্রীতির সাধন;
নরনারী সমুদারে, এক পরিবার হয়ে, গলবত্রে পুঞ্জ উারে, বাঁহতে পেলে এ দিন।"
(প্রতাপচন্দ্র মঞ্জন্যর বিরচিত)

"এত দিৰে পোৰাইল ভাষতের চুংগ্রকনী।
গ্রকাশিল শুভক্ষণে নব বেলে দিনমণি।
বেশে পাপেতে কাতর, সর্বান্ধনে জর জর, পাঠা'লেন বর্গরাজ্য যুক্তিদাতা পিতা বিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এদ সবে আনন্দেতে, ছিল্ল করি পাপপাশ বীরপরাক্রমে;
উদ্ধ্যিকে হল্ত তুলি, গাঙ ভাবে সবে মিলি, জর জগদীশ বলি, কর সদা জর্থদিন।"

(বিল্লযুক্ত পোবারী বির্চিক)

তাঁহাদিগেরই সত্য, এই ভাব সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্ত প্রচারকর্গণ মছা উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইলেন। কয়েকথানি পুরুক প্রস্তুত হইল। এক क्षेत्रदत्र विचान, शत्रातारक विचान, शाश श्रुराहत अस आशात माशिए विचान, প্রার্থনায় বিশাস, ঈশরের পিততে এবং মানবমগুলীর ভাততে বিশাস, এই কঘটি মূলদত্যলিখিত একখানি কৃত্ৰ কাগত্ৰ এই কম্বানি পুত্তকে সংক্ষ হইল, এবং স্থির হইল যে, এই রাজ্যে প্রবেশের বার এরপ প্রশন্ত হইবে যে, কেহই যেন সে রাজ্যে প্রবেশে বাধ। প্রাপ্ত না হন। বাঁহার যেরপ বিশেষ মত থাকে থাকুক, কিন্তু এই কয়েকটী মূল সতো বাছারা বিশাস করিবেন এবং প্রতি বর্ষে নানতঃ এক টাকা করিয়া ভারতব্যীয় ব্রাহ্মদমাছে দান করিতে স্থাকার করিবেন, তাহারা এই সভার সভাশ্রেণীভক হইবেন। প্রচারকদিগের হত্তে এইরূপ কয়েকথানি পুস্তক প্রদত্ত হইল এবং কেশবচন্দ্র বলিলেন, ভোমরা যাও, উত্তর দক্ষিণ পর্ব্ব পশ্চিম চারি দিক হইতে ভারতব্যীয় বাঞ্চমাঞ্চের সভা সংগ্ৰহ করে। প্রীযুক্ত বিজয়ক্ষণ গোলামী, শ্রীকে বহুনাথ চক্রবরী এবং সাধু (১) অংঘার্নাথ, এই সময়ে কলিকাতা তাগি ক্রিয়া স্প্রিবারে ব্রিশাল যাত্র। করিলেন। তথাকার উৎদাহী ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত তুর্গামোহন দাদ তাঁহাদিশের ভক্ত নিজ গুতের প্রাক্থণ কয়েক্থানি কুটীর নিশ্বাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং বরিশাল আক্রদমাঞ্জ ভালাদিগের ভার গ্রহণ করিয়াভিলেন। প্রচারক্রণণ এখান হটতে দেশ দেশাসূরে ভ্রমণ করিয়া বক্তাদি ঘার: জলস্ক ভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিকভার সহিত সংস্ত্রত লাগ কর, এক্মাত্র অধিজীয় ঈশবের উপাধনা কর, জাতিভেদ পরিহারপুর্বক মহয়ের মধ্যে ছাত্ত স্থাপন কর, নিয়ত প্রার্থনা কর, সংকাধ্য কর, ইহাই সকল উপদেশের সার ভিল। বেখানে প্রচারকরণ পদার্পণ করিতে লাগিলেন, দেখানেই আন্ধণ মুবকরণ উপ-বাঁত পরিতাগে করিয়া ত্রাহ্মদলভক্ত হটতে লাগিলেন। চারি দিকে ত্রাহ্মদিগের প্রতি অভ্যাচার নির্বাতিন আরম্ভ হইল। বরিশালে আমাদিপের প্রচারক-গণের অবস্থিতিতে অংশ্য কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান ফ**লখন**প

⁽১) সাধু বা ভাই আখ্যা এ সমরে কোন গুচাককের নামের আছিতে সংযুক্ত হয় নাই। প্রবস্তী সমরে এই বিবরণ লিপিবছ হইল বলিলা প্রচলিত আখ্যা নামের অত্যে সংযুক্ত হইল। (অংশারনাথের বুর্গারোহণের পর আচাধ্য কেশ্বছক্ত উছাকে"সাধু" আখ্যা হাম করেন।)

একটি উচ্চ বংশে ব্রাহ্মধর্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অফুসারে অতি সমারোহের সহিত বিবাহ হয়।

কেশবচন্দ্রের উত্তর পশ্চিমাঞ্জে প্রচারবাতা এবং কুঞ্চনগর হট্যা বর্দ্ধমানগমন

কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার যে কয়েক জন বন্ধ কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, তাঁহারাও নিশ্চিম্ন ছিলেন ন।। সমন্ত দিবৰ এবং রাত্রির অধিকাংশ কাল সমাক্সম্পর্কীয় কথার আন্দোলনে চলিত। এক দিন দ্বিপ্রহারের গভীর র্জনীতে থুব উৎসাহের সহিত এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে হইতে এইরূপ দ্বির হটল যে, দলবন্ধ হট্যা দকলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচার করিতে যাইতে হটবে, চারি দিকে অগ্নি জালিয়া দিতে হটবে। নিস কার্পেণ্টারকে লইয়া কেশবচন্দ্রের কৃষ্ণনগর যাত্রা করিতে হইল। তিনি এই যাত্রাই তাঁহার প্রস্তাবিত প্রচার্থাতা ক্রিয়া লইলেন। তাঁহার সঙ্গে ভাই উমানাথ এবং অমৃতলাল গমন করিলেন। শারীরিক অস্তস্থতা জন্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র এই দল্ভক্ত হইতে পারিবেন না, এইরূপ প্রথমে দ্বির হয়। কেশবচল্রের সংস্থাপিত কলিকাতাকালেজসম্বন্ধীয় কোন কার্যাজবোধে ভাই মহেন্দ্রনাথ ক্ষনগর যাইতে অলমর্থ ছ-ম্যায় শ্বির ছটল যে, তিনি বর্দ্ধমানে এই দলের সহিত্নিলিত इहेर्टन। ক্ষনগ্রে প্রকাশ ইংরেজী বক্তা, বালালা বক্তা ও উপাদনাদি দ্বারা প্রচারকাধা স্থান্পর হইল। (১) অনেকে নাম্বাক্ষরপূর্বক ভারতবর্ষীয় ব্রাক্ষনমাল্পের সভা হইলেন। কৃষ্ণনগর হইতে এই দল বর্দ্ধমান গমন ক্রিলেন। ব্রান্ধর্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ পুস্তক এই সময়ে মন্ত্রিত হয়। ভাই মহেন্দ্রনাথ কলিকাতাকালেজদম্পর্কীয় কার্যা শেষ করিয়া, লোকসংগ্রহ পুত্তক মূদ্রাযন্ত্র ইইতে লইয়া, যুখন যাত্রা করিতে উল্লভ হইলেন, তখন ভাই প্রতাপচক্র তাঁহার পীড়াসত্তেও থাকিতে না পারিয়া, তাঁহার সহিত একত গমন করিলেন। একমাত্র ভাই গৌরগোবিন্দ রায় কলিকাভায় রহিলেন এবং তাঁহার উপরে কলিকাতার সমস্ত ভার পড়িল। প্রচারকদলের সমাগ্রমে বর্দ্ধমানে (২) মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াজিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমান্তের উচ্চতম উদ্দেশ্ত

^{(&}gt;) ২৮শে ডিলেম্বর, ১৮৬৬ খুঃ এজটা ৩০শে ডিলেম্বর মুইটা ও ১লা জালুরারী, ১০৬৭ খুঃ এজটি, এই চারিটা বস্তুতা কেশবচঞ কুফনগরে যান করেন।

⁽ २) वर्षमारन (क्यांतरुक्ष वह छ वह सायुवादी, १४७० थुः, हुइँहि वस् छ। मान करवन।

শ্রবণ করিয়া পদস্থ লোক হইতে বিভালয়ের সামাত ছাত্র পধ্যস্ত দলে দলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভূক হইলেন।

কেশবচন্দ্র এই সময়ে একটি বিশেষ বিধি অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আমরা সকলে প্রচারক, সকলেরই প্রচারকার্য করিতে সমান অধিকার। তবে ক্ষমতা ও যোগাতা অকুসারে কার্য্যের তারতমা হইতে পারে, কিন্তু প্রচারসম্বন্ধে আমাদের সকলের কিছু কিছু করিতে হইবে। আমি একাকী সকল করিব, আর তোমরা সকলে চুপ করিয়া থাকিবে, ইহা বিধিবিক্তম্ব। যে পাচ জন প্রচারক একত্র বাহির হইমাছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র ইংরাজীতে বক্ততার ভার লইলেন; ভাই উমানাথ, অমৃতলাল ও মহেন্দ্রনাথ পালাক্রমে উপাসনা ও সংপ্রসন্ধ করিতেন। কেশবচন্দ্র উপাসনার মধ্যে উপদেশ দিয়া ও প্রাথনা করিয়া এবং সংপ্রকল্বর শেষ মীমাংসা করিয়া দিয়া সকলেরই চিত্রক্তন করিতেন।

ভাগলপুর

ভাই প্রতাপচন্দ্র ঠাহার সহপ্রচারকনিগকে বলিলেন, আমি ঘোষণাকারী হইনা তোনানের সকলের গগে অথে গনন করিনা, প্রতিশ্বানে তোমানের স্বাস্ত ও আগ্রনসংবাদ ঘোষণা করিব। এই ভাবেই তিনি অভাত আতাকে বন্ধনানে রাপিনা, উাহানের সে স্থান তাগে করিবার প্রাপ্তিনে, ভাগলপুরে যাত্রা করিলেন। পর দিন সদ্ধানে সমন্ত্র তিনি প্রকাত স্থানে উৎসাহ ও ভারপূর্ণ বক্তা করিতেছেন, এমন সম্বে কেশবচন্দ্র সদলে অতি সামান্ত শরিচ্ছদ পরিধান করিন্ন, স্বর্গীয় উৎসাহে পূর্ণ হইনা, বাশ্পীয় শকটে ভাগলপুরে উপনীত হইলেন। বেগানে ভাই প্রতাপচন্দ্র বক্তা করিতেছিলেন, সেই স্থানে তাহারা একেবারে গিন্ন উপনিত হইলেন। তাহাদের মৃথ দেখিবামাত্র, বক্তা প্রতাশ-চন্দ্রের উৎসাহান্ত্র শত্রণ ছলিল। উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ দেখ, বাহাদের কথা আমি বলিতেছি, তাহারা সমাগত। উহারা কলাকার জন্ত চিন্তা করেন না। উহাদের চাল চলন অন্ত্র প্রকারের।" এই সকল কথা এমনি জনস্বভাবে তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, তচ্ছূবণে শ্রোভাদিগের মধ্যে ধেন একটী তাড়িতশক্তি স্কারিত হইয়া উঠিল। ভাগলপুরে

কেশবচন্দ্রের তুইটা ইংরাজী বক্তৃতা (১) হইল। প্রতিদিন সংগ্রহক ও উপাসনা হইত, তাহাতে নগরের প্রায় সমন্ত ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিতেন। অনেকে ব্রাহ্মসমাজের মূলসতো বিশ্বান স্থীকার করিয়া এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যের তালিকা-পুস্তকে নাম স্থাক্ষর করিয়া, ইহার সভ্য-শ্রেণীভূক হইলেন। এই স্থান হইতে ভাই উমানাথ আপন পিতার কঠিন পীড়ার কথা শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

ব।কিপুর

ভাগলপুর হইতে বাঁকিপুর প্রচারকদলের গমাস্থান ছিল। তাঁহানের এই স্থান তাাগ করিবার পূর্ব দিনে ভাই প্রতাপচন্দ্র বাঁকিপুর যাত্রা করিয়া, পরদিন ইংরাজীতে বক্তৃতা ছারা দলের আগমনবার্তা ঘোষণা করেন। দেই দিন ইহারা বাঁকিপুর উপনীত হন। এপানেও উপাদনা, দংপ্রদক্ষ ও কেশবচন্দ্রের ইংরাজী বক্তৃতা (২) ছারা প্রচারকার্যা স্থচাক্তরপে দম্পন্ন হয়। শারীরিক অস্কৃতানিবন্ধন ভাই প্রতাপচন্দ্র বাঁকিপুর হইতে এই দল ছাভিয়া গৃহে প্রতাগমন করেন। ভাই অমৃতলাল ও মহেন্দ্রনাণ কেশবচন্দ্রের সমভিব্যাহারে এথান হইতে উত্তর পশ্চিম ও পঞ্চাব গমন করেন। বাঁকিপুর হইতে তাঁহাদের প্রথম গম্ম ক্লান এলাহাবাদ ছিল।

এলাছাবানে পমন, ইংরেজ খাষ্ট্রধর্মপ্রচারক টিংলিং সাহেবের সঙ্গে সাকাৎ ও ব্রহ্মোৎসব

এলাহাবাদে তথন যে আধাসমাজ চিল, মৃত নীলকমল মিত্র তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। নীলকমল বাবুর গৃহে প্রচারকগণ প্রথমে উপনীত হন। তাঁহাদের প্রতি গৃহত্বের যক্ষ ও সমাদরের কিছু মাত্র ক্রুটি ছিল না। এখানেও কেশবচল্লের ত্ইটী (৩) প্রকাশ্য ইংরাজী বক্তৃতা হয়। এই বক্তৃতায় নগরের অধিকাংশ ইংরাজ ও এদেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত হন। টিংলিং

^()) काशनभूत्व) व छ ७ २३ कायुवात्री, २४०१ थः, प्रश्री वस्तुका बान करतन।

⁽ ২) কেশবচন্দ্ৰ বাকিপুরে ১৫ই ও ১৯শে জাফুলারী (১৮৬৭ খুঃ) ফুইটা বজ্তা দান করেন

⁽৩) অধ্যায়শেবে এনত হৈনন্দিন বিষয়শের অসুবাদ দৃষ্টে দেখা বাল, এলাহাবাদে ২৩০ আনুহারী বাললার একটা এবং ২০শে, ২০শে ও ২৮শে আনুহারী (১৮১৭ খৃঃ) ইংরাজিনে তিন্দ্রী বজুতা বেন।

সাহেব নামক জনৈক ইংরাজ ধর্মপ্রচারক রাজদ্যাক ও কেশবচন্তের বিশ্বদ্ধ ধর্মভাবের কথা প্রবণ করিয়া, রাজদিগকে তাহাদিগের নেতা সহ সদলে একেবারে প্রীপ্তধর্মে দীক্ষিত করিবেন আশায়, ভারতবর্ধে উপনীত হন। কলিকাতায় তিনি তুই একটি বক্তা করেন, কিছু কেশবচন্ত্রকে তথায় দেখিতে না পাইয়া এককালে এলাহাবাদে আদিয়া উপনীত হন। এলাহাবাদে তিনি একটী গির্জ্জায় ইংরাজী বক্তা করেন। কেশবচন্ত্র বন্ধুগণ সহ বক্তা শুনিতে তথায় যান। কিছু বক্তার অসার নিজীব কথা শুনিয়া এবং বক্তাকালীন নাট্যশালার অভিনেতাদিগের মত অক্ত্রী দর্শন করিয়া, নিতান্ত কৌত্হলাকান্ত্র তিত্তে প্রত্যাগ্যন করেন। টিংলিং সাহেব এক দিন কেশবচন্ত্রের সহিত্যাক্ষাৎ করিলেন এবং তিনি কপন প্রাথান হইবার নহনে দেখিয়া, নিতান্ত শুক্ষ ও নিরাশ্ভিত্তে আপনার এত বায় ও পরিশ্রম সহকারে ভারতবর্ধে আদা বৃধা জানিয়া চলিয়া যান।

পুর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকাশ্য উপাধনাগৃহ হইতে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধগণ বহিদ্ধত হওয়ায়, তাহার। পথে পথে এমণ করিতেছিলেন। এই অবস্থা তাঁহারা এলাহাবাদে যেমন ব্রিতে পারিলেন, এমন আর কোধাও নতে। নালকল্ল বাবুর বাড়ীতে অবস্থিতি করা স্থলে বিশেষ **মন্ত্**বিধা হওয়ায়, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার তুইজন বন্ধ এলাহাবাদ আক্ষুমাঞ্চ্যেই ম্বস্থিতি করিতেভিলেন। এই স্মরে ১১ই মাণের উৎসব উপস্থিত হয়। কোপায় দেই যোডাশাকে: ত্রাক্ষসমাজে মহাসমাবোধ সহকারে ত্রক্ষোৎসর করা. আর কোধায় দেই দ্রদেশে একটি কৃদ গৃহে অবশ্বিতি করত তথায় অক্ষোংস্বের উপাসনা করা, এরূপ পরিবর্তন নিভাস্কট কটকর হইয়াছিল। थाङा इ डेक, এই সমাজগুৱে ১১ই মাঘ দিবদে (১৭৮৮ শক) (२०८० आछ्यादी. ১৮৬৭ খঃ) ছাই বেলা ব্রহ্মোপাদনা হইল। যে প্রণালীতে কেশবচন্দ্র প্রচার-কাষ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তংপ্রতি তাহার বিশেষ লক্ষা ছিল। স্বতরাং ভাই মহেন্দ্রনাথ ও ভাই অম্তলালকে প্রচারকার্ব্যের সহযোগী করিলেন। প্রচারসংখীয় কোন কোন কার্যা তাঁহারা করিতেন এবং কোন কোন কাধ্য ভিনি করিতেন। এলাহাবাদে মনেক চন্ত্রলোক ভারতবর্ষীয় ব্রাশ্ব-সমাজের সভাশ্রেণীভক্র হইয়াছিলেন।

প্রচারযাতার বারসংগ্রহ

এ সময়ে প্রচার্যাত্রার বায় অতি আশ্চর্যান্ধণে সংগৃহীত হইত। কেশবচন্দ্র নিয়মপূর্বক রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন করিতেন। স্থতরাং তাঁহার যাতায়াতের বায় তত অধিক হইত না। তিনি যেথানে গমন করিতেন, দেখানে এমনি আধাাত্মিক প্রভা চারিদিকে বিস্তার করিতেন যে, তত্রতা লোকের মনে এমনি একটি উচ্চ ভাব উপস্থিত হইত যে, যে কোন প্রকারে তাহাকে স্থা করিতে পারিলে, আপনাকে তাঁহারা ক্রতার্থ জ্ঞান করিতেন। প্রস্থানকালে পাথেয়স্বরূপ যিনি মাহা পারিতেন, আপনাপনি ভক্তির সহিত আনম্মন করিয়া, তাঁহার দক্ষ্থে উপনীত করিতেন। এরূপে বিনা চেটা ও চিস্তায় স্থাভাবিক ভাবে প্রচারসম্বন্ধীয় সকল বায় নির্বাহিত হইয়া যাইত।

কাণপুর

এলাহাবাদ হইতে কাণপুরে প্রচারকদল উপনীত হইলেন। এই স্থানে তিন জন উৎসাহী সন্ধান্তবংশীয় আক্ষ যুবা তথন অবস্থিতি করিতেন। প্রচারকদিগকে, বিশেষতঃ তাঁহাদিগের প্রিয়তম আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে পাইয়া, তাঁহারা যে কি প্রকার ফ্রথা হইলেন, তাহা বর্ণনাতীত। যুবক তিন জন ধর্মের জন্ত সর্ব্যব ত্যাগ করিতে প্রস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কাহার কাহার অভিভাবক তাঁহাদিগের ও আন্ধার্মের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। এক জন যুবার গৃহের নিম্নতলম্ব একটি ক্রু সামান্ত গৃহে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার তুই জন বন্ধুর বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। এই যুবার পুরের তথন নামকরণের সময় উপস্থিত। যুবা আন্ধর্মমতে পুরের নামকরণ করিবেন, ইহার আভাগ তাঁহার অভিভাবক বৃথিতে পারিয়া, প্রচারকদিগের প্রতি উৎপীড়নের উত্তাগ করিতে লাগিলেন। এক দিন বিপ্রহর রজনীতে তাঁহাদের পরীরের প্রতি আক্রমণের আশহা হইয়া উঠিল। আন্ধর্ম্বকগণ প্রচারক্দিগকে গেই রাজিতেই স্থানাম্বরিত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের সন্ধের জিনিষ পত্র তাঁহারা আপনারা মন্ত্রকে বহন করিয়া লইলেন। কেশবচন্দ্র কাণপুরে একটা ইংরাজী বক্ক্তা (১)

⁽১) অধ্যারদেশের প্রদন্ত দৈন্দিন বিবরণ দৃষ্টে বেপা বার, ৩১শে জালুরারীও ৩র কেন্দ্রারী (১৮৬৭ খঃ) ছইটা বজুতা দান করেন

করেন, তাহাতে স্থানীয় ইংরাজ ও বাজালী অনেকে উপস্থিত হন এবং বস্কৃতা ভূনিয়া অত্যন্ত প্রীত হন। যে রাজ্যবৃক্তের পুত্রের নামকরণের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহারে প্রতি এমন অত্যাচার হইল যে, তাহাকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া, একটী বাদা করিয়া, তথায় দপরিবারে বাদ করিতে হইল। এই স্থানেই ভাহার পুত্রের নানকরণ হইল। গেল এবং এই ঘটনায় নগর মধো আন্দোলন উপস্থিত হইল।

निति रहेश मारशबराजा

কালপুর হইতে প্রচারকদল একেবারে লাহোর যাত্রা করিলেন। দিল্লি পর্যান্ত তপন রেলরান্তা ধুলিয়াছিল। এপান ২ইতে লাছোর প্রায় ৭৫ কোশ। এই পুরু ঘোডার ডাক গাড়ীতে ঘাইতে হইত: যাইতে প্রায় তিন দিন তিন বাত্রি সময় লাগিত। যে প্রকার ভাবে লাহোর যাত্রা করা হইয়াছিল, ডাহা ভাবিলে কাহার মনে আনন্দ না হয় ৫ পঞ্জাবপ্রদেশ মহাপুরুষ গুরু নানকের দেশ, ইহা অতি পুণাভূমি। কেশবচন্দ্রে হ্রদণত বিশাস ছিল যে, এখানে নানকের প্রভাব আজও জীবস্তভাবে বর্ত্তমান। প্রভাবিগণ নানকের ক্লবায় भवध्यांत्र विरम्ध अधिकाती. এই विधाननिवस्त डिनि भक्षावनभरनत अख বিশেষরূপে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তিনি অভিরে দিলি অভিমূপে যাত্র। করিলেন। দিল্লি মুসলমান সমাটদিগের আবাসভান ভিল। ইতার পূর্বাকার গৌরব এপন আর নাই। এখানে মাদিয়া ইহার পূর্ব বুরান্থের সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া, কেশবচন্দ্র ও উাহার বন্ধুখ্যের মনে সংসারের অসারভার ভাব দত মুক্তিত হইল। পঞ্চাবের প্রতি কেশবচক্রের মন যেরূপ আরুট চইডেছিল, ভাহাতে নূতন নূতন স্বানের বিশেষ বিশেষ ব্যাপার স্কুল দেখিবার ক্তন্ত তাহার মনে স্বাভাবিক কৌতৃহল স্বেও, তিনি এপানে থাকিয়া আরু সময় নষ্ট করিতে পারিলেন না। এক জন বন্ধুর গৃহে উঠিয়া ঢাক গাড়ী ঠিক করিতে যতক্ষণ প্রয়োক্তন, ততক্ষণই এখানে ব্যয় করিলেন।

প্ৰকেশের বর্ণনা, কেশ্বচক্ষের দীনতা ও বৈরাগ্য

বিশ্বরাজ ভগবানের দেনা হইয়। এই ক্ষুদ্র প্রচারকদল পঞ্চাব প্রবেশে ভগবানের নবধর্ম প্রভিটিত করিতে গমন করিভেছিলেন। এছলে এই দেনাগণের বেশ ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির সম্বাদ্ধ কিছু বলা আবস্তুক। তিনধানি

ছিল্ল মলিন বালাপোষ মাত্র তিন জনের সম্ব্য ছিল। তাঁহারা এই ক্রথানি অক্বস্ম বারা পশ্চিমাঞ্চলের ভয়ত্বর শীত নিবারণ করিতেন। এই তিন্থানি বালাপোদের মধ্যে একথানি পথে একেবারে ভিন্ন এবং ব্যবহারের অভুপযোগী হইয়াছিল। কাণপুরের ভক্তগণ তাহা দেখিয়া, কেশবচন্দ্রকে লক্ষ্ণৌ ছিটের একথানি নৃতন বালাপোষ প্রস্তুত করিয়া দেন। এইথানি কেশবচন্দ্র বাবহার করিতে লাগিলেন এবং ইহা দেই পরিতাক্ত গাত্রবন্ত্রথানির স্থান পূর্ণ করিল। একথানি স্কীর্ণ ডাক গাড়ীতে তিন জনের তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত করা নিতান্ত কটকর ব্যাপার। কেশবচক্রের ছুই জন বন্ধু এইরূপ ন্থির করিলেন থে, দিবাভাগ কোন প্রকারে তাঁহার৷ অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু রাত্রিতে গাড়ীর এক ভাগ তাঁহাদের প্রিয়তম বন্ধু ব্যবহার করিবেন এবং অপরভাগে তাঁহারা তুই জনে অবস্থিতি করিবেন। অর্দ্ধভাগে তুই জনের শয়নকাথ্য সম্পন্ন হয় না, এই জন্ত এইরূপ নির্দারণ হইল যে, তাঁহাদের হুই জনের মধ্যে এক জন করিয়া রাত্রির অর্শ্ধভাগ বসিয়া থাকিবেন এবং তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া অপর বাক্তি নিদ্রা যাইবেন। দিল্লি হইতে একটা মুত্তিকানির্মিত দোরাহী ও একটি পিতলের গেলাস ক্রয় করা হইল। গেলাসে তিন জন পথে জল পান করিতেন এবং সোরাহী তাঁহাদের ঘড়া, ঘটী ও গাড়ুর कां क করিতে লাগিল। এই সোরাহী দ্বারা তাঁহাদের শৌচকার্ঘ্য, হস্তপদ-প্রকালন প্রভৃতি তাবং কাধ্যই হইত। গাড়ী যাইতে যাইতে স্নানের সময়ে কোন একটি কুপের নিকট উপনীত হইলে, দেখানেই গাড়ী থামাইয়া স্নানকার্যা সম্পন্ন হইত। স্নানের পূর্বে কেশবচন্দ্রের অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করা অভ্যাস ছিল। তাঁহার সহ্যাত্রী বন্ধু তুই জন ইচ্ছাপূর্বক অতান্ত প্রেম ও ভক্তির সহিত তৈলমর্দ্ধনকাধ্য সম্পন্ন করিতেন এবং দেই দোরাহী কৃপত্রলে পূর্ণ করিয়া ভদ্ধার। তাঁহাদের প্রিয়তম বন্ধকে স্থান করাইতেন, তাঁহার বন্ধাদি প্রকালন করিয়া দিতেন, এবং দেই দোরাহী পূর্ণ করিয়া পান করিবার জন্ম জল রাধিতেন। এইরূপে স্নান করিয়া তিন জন সর্ব্বাস্থ:করণে উপাসনা করিয়া লইতেন। আহারের ব্যবস্থাও এইরূপ বৈরাগ্যে পূর্ণ ছিল। পথে যাইতে যাইতে স্থানে স্থানে পাছশালা পাওয়া যায়, এই দকল পাছশালায় প্রায় রন্ধন ও আহারাদি হইত ; কিন্তু যথন পাছশালার নিকটে প্রাতঃকালেই ডাকগাড়ী আনিত এবং পরবর্ত্তী পাছশালায় অপরাছে উপনীত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইত, তথন সেই প্রাতংকালেই অলাদি প্রস্তুত করিয়া, অথবা মুগলমান পাছশালার রক্ষকে কিছু প্রসা দিখা তংকর্ত্তক অল প্রস্তুত করাইয়া লওয়া হইত। এই আন ব্যলন যে পাত্রে রন্ধন হইত, সেই পাত্র সহ গাড়ীর মধ্যে আনহন করা হইত এবং যথাসময়ে তিন জন একত্র হইয়া, ইহা হইতে ভোজন করিতেন। কথন কথন একণ হইয়াছে যে, কেশবচন্দ্র ক্রিয়া, মবশিষ্ট আল সেই পাত্রেই তীহারে বন্ধ্যণ থথাসময়ে আহার করিয়া, মবশিষ্ট আল সেই পাত্রেই তীহালের প্রিয়তমের জন্ত রাখিয়া দিতেন। সে বালাভাবপ্রধান কালে উচ্ছিটের বিচার ছিল না, অক্রত্রিম সরল প্রেমেই অল সকল ভাবকে আক্রের করিয়া রাখিত। কেশবচন্দ্র লেপ্রাণালবাসী কলিকাতার এক জন ধনিসন্থান। রাজপুত্রগণ ঘে প্রকার বিলাস ও স্থাপর মধ্যে অবস্থিতি করেন, তিনিও সেইন্ধপ বিলাস ও স্থাপর মধ্যে অবস্থিতি করেন, তিনিও সেইন্ধপ বিলাস ও স্থাপর মধ্যে লালিত ও পালিত হইয়াছিলেন। ভাদুশ ব্যক্তির পক্ষে ইশবের নামে এ প্রকার দীনতা ও কট অভীব আনন্দের সহিত বহন করা সামাপ্ত বৈরাগ্য নহে।

অমুত্ৰভূবে উপস্থিতি, ভোলি উৎসৰ ও পঞ্চাৰীদের ধৰ্মভাৰ

তিন দিন তিন রাত্রি দেই ভ্যকর শীতের মধা দিয়া গমন করিয়া, অমৃতসহরে ভাকের গাড়া উপনীত হইল। এপানে পত্তিত বসন্তরাম নামক জনৈক
এলেশীয় আন্ধ বাস করিতেন। কেশবচন্দ্র সদলে এইখানেই উপনীত
হইলেন। এই সময়ে হিন্দুদিগের দোলনাত্রা ও শিপদিগের হোলি উৎসবের
একটি বিশেষ সময় ছিল। গুরুদরবার লোকে লোকারণা, প্রার এক লক্ষ্
লোকের সমাগ্য হইয়াছিল। পথে ঘাটে দর্শত্র যাত্রিগণ পরস্পারের গাত্রে
আবীর ও বং দিতেভিল। আকাশ আবীরে আক্তর্ন হইয়াছিল, সর্পত্র রক্ষের
ছড়াছড়ি। অমৃত্সবোবরে দলে দলে লোক সকল আন করিতেছে,
গুরুদরবারের চতুপার্শন্থ বুলা নামক অটালিক। এবং গুরুর বাগ নামক
উল্লান লোকে পরিপূর্ণ। সাধু সন্তগণ দেশদেশান্তর হইতে আদিয়া, ছরিমন্দিরের চতুপার্শ্বে অমৃত্সবোবরের চারিদিকে দলে দলে বদিয়া, সংগ্রদক্ষ,
গ্রহ্মাহের পাঠ, কীর্ত্তন ও কপকতা করিতেছেন; চারিদিক হইতে ধর্মের
রোল উঠিতেছে। এই সমন্ত দশ্ত কেশবচন্দ্রের পক্ষে অভ্যন্ত চিত্তমুগ্ধকর

হইয়াছিল। অইপ্রহর গুরুদরবারে যে হরিসন্ধীর্ত্তন হয় এবং দরবারসাহেবে যে সর্বক্ষণ ধর্মচর্চ্চা হয়, তাহা তাহার পক্ষে নিতান্তই আকর্ষণের বিষয় ছিল। পঞ্জাবের ধর্মভাবসম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বে যাহা কথায় শুনিয়াছিলেন, তাহা এখন স্ফক্ষে দর্শন করিলেন। এ সময়ে গুরুদরবারে কয়েকজন ব্যক্তির সহিত ধর্মালাপ ব্যতীত, আর কোন বিশেষ প্রচারকায়্য হয় নাই। শিখদিগের প্রশান্ত গৌমাম্র্রি, স্থদীর্ঘ স্থল শরীর, বিকশিত নেত্র, দীর্ঘ শ্মশ্রু, বিনীত ভক্তিপূর্ণ ভাব দেখিয়া কেশবচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত হইলেন। শিখগণ এখন গুরুদানকের উপদেশ ত্যাগ করিয়া প্রায় পৌত্তলিকতা অবলম্বন করিয়াছে দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং যাহাতে তাহারা আবার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঈশ্বরের পূজার অধিকার পুনংপ্রাপ্ত হয়, সেজন্ম শরীর মন দিয়া যত্ন করিতে ক্রতন্ত্রর হইলেন।

লাহোরে উপস্থিতি, পঞ্চারীদের শাস্ত্রজান ও সাধ্তক্তি

তিনি এককালে পঞ্চাবের রাজধানী লাহোরে চলিয়া আসিলেন। সহর হইতে লাহোর প্রান্ত রেলরান্তা হইয়াছিল। একদিন মাত্র অমৃত্যহরে অবশ্বিতি করিয়া, রেল গাড়ীতে লাহোরে উপনীত হইলেন। ইতিপুর্বে ভাই মহেন্দ্রনাথ পঞ্চাবে প্রচার করিয়া যান। এদেশ ও এপানকার লোকদছদ্ধে তাহার কিছু কিছু পরিচয় ছিল। তিনি এবার কেশবচন্দ্রের অন্নযায়ী হইয়া আদিলেন। এই প্রচারকদল প্রথমে পরলোকগত নবীনচক্র রায় নামক उरकानीन अटेनक धूर उरमाहमील बास्त्रत उरान उपनी इन। भरत লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের গৃহে 'ইহারা অবস্থিতি করেন। এই গৃহে তত্তা ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইত। ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র मारहारत आमिशारहन, এই मःवाम ठात्रिमिरक छन्छरवर्ग প্রচারিত হইन: মার দলে দলে পঞ্চাবী ও বান্ধালীগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে, আদিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি ভাঁহার সহিত এক বার কথোপকথন করিতেন, ভাঁহার সৌমামার্ত ও মুগ্ধকর ভাব দেখিতেন, তিনি ঠাহার প্রতি আরুষ্ট না হইয়া बांकिट्ड भातिराजन ना। श्रकाश उभागना ६ उभागन इहेट्ड नागिन: ममाजगृह लात्क भतिभूर्ग इंटेन। अत्तर्क जाँदात उभारत मुद्ध इंदेश পড়িলেন। ভাই भगुजनान छूटे চারি দিন লাহোরে থাকিয়াই রাওরালপিতি প্রদেশে প্রচারোদ্দেশে গমন করিলে, কেশবচন্দ্র ও ভাই মহেন্দ্রনাথ লাহোরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে তাহারা বাঞারে ও নগর মধ্যে দেশীয় লোকদিগের সহিত ধর্মালাপ করিতে বহিগত হইতেন। প্রামবাসীরা যে প্রকার ভক্তির সহিত কেশবচন্দ্রের কথা শুনিত, তাহা দেখিয়া তাঁহারা বিশ্বয়াপর হইলেন। পঞ্চাবে ধর্মভাবের কিছুই অপ্রতুল নাই। কি বেলাস্থশান্ত, কি ভক্তিশান্ত, সকল শাস্ত্রের শিক্ষা এথানকার সামান্ত লোকদিগের মন পর্যন্ত দৃঢ় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। একজন ইক্ষ্পগুবিক্তেতা নিরক্ষর ব্যক্তি বান্ধার মধ্যে তাঁহাদের নিকট বেদান্ত্র্থর্মের প্রতি যেরপ বিশাস প্রকাশ করিয়া 'আমি ব্রহ্ম' বলিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া কেশবচন্দ্র অবাক্ হইলেন। বন্ধদেশের পত্তিতগণ এই নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট পরান্ত হন। সাধুছক্তি পঞ্জাবীদিগের মনে অতান্ত প্রবল। তাহাদের এমনি উলারভাব যে, যে দেশীয়, যে দর্মাক্তান্থ সাধু হউন না কেন, সাধু দেশিলেই তাহাদের চিত্ত আর্দ্র হইয়া যায়। সাধুদেববাতীত উপরের নিকট মন্ত্রন্থর অগ্রসর হইবার অধিকার নাই, পঞ্জাবীদিগের এটি স্থাসত বিশাস

লাহারে অনৈক বর্ণকারের লোকানে ধর্মালাগ ও বর্ণকারের ভক্তির সাহিত পাঞ্জিরী বাদ কেশবচন্দ্র এক দিন তাঁহার অপ্যায়ী সহ প্রার্থীদিগকে ধর্মমন্ত্র প্রদান করিবার জন্তা, লাহাের বাজারের বাজারের বাজারের গােকার এই অপুর্ব্ধ সাধুকে দােকানে দিবাা উপনীত হইলেন। বর্ণকার এই অপুর্ব্ধ সাধুকে দােকানে দেবিয়া, আপনাকে ধল্ল জান করিতে লাগিলেন এবং আল্তে বাল্তে সম্মান জন্ত আপনার গাত্রবস্থ আসনরূপে পবিণত করিয়া, সম্মুগে ভাহা বিস্তারিত করিয়া দিলেন এবং অত্যন্ত ভক্তিসহকারে প্রচারকদিগকে তত্পরি উপবিষ্ট করাইলেন। কেশবচন্দ্রের কথা ভনিতে চারি দিক হইতে সামান্ত লােক সকল ধাবিত হইল, সে স্থান লােকে পূর্ব হইয়া গেল। যে জন্ম কয়েকটা কথা ভাহাের মুখ হইতে নির্গত হইল, ভাহা প্রবণ করিয়া সকলে ধল্প ধল্প বলিতে বলিতে, ভাহা লাইয়া পরস্পার মহা আন্দোলন করিতে লাগিল। যে অর্থকারের গ্রহে কেশবচন্দ্র বিদ্যাছিলেন, ভিনি ভক্তির সহিত কেশবচন্দ্রকে একথানি 'পঞ্জিয়নী' অর্থাণে শিখগ্রন্থের পাঁচটি বিভাগ-স্থলিত পুত্তক দেখাইলেন। পুত্তকথানি কাল ও লাল ভূই প্রকারের কালীতে অতি স্ক্ষরত্বশে লিখিত এবং অনেক্রপ্রতি

ম্ল্যবান্ বস্থবতে আরত। কেশবচন্দ্র এই পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছিলে ।
তিনি উঠিয়া আদিবার সময়, লোকানী যত্বপূর্কক পুস্তকথানি যথাবিহিতরূপে
উক্ত বস্থবতে আরত করিয়া, ভক্তির সহিত কেশবচন্দ্রকে প্রদান করিলেন।
কেশবচন্দ্র এরপ দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, দোকানী হাত ঘোড়
করিয়া ভক্তির সহিত বিনীতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, এই ক্ষুপ্র গ্রহণ করিয়া পাপীকে কৃতার্থ ককন। আমি শুনিয়াছি যে, গৃহছের
যে বস্তর প্রতি সাধুশন্ত প্রসন্ধ হন, সে বস্তু আর গৃহস্তের নয়, তাহা দেই সাধুর
সম্পত্তি; অতএব এ গ্রম্বধানি আপনারই, আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া আমাকে
কৃতার্থ ককন।" কেশবচন্দ্র এই কথায় পরাস্ত ও নিঞ্জর হইলেন এবং যে
কিছু আহার্যসামগ্রী লোকানী তাহার সন্মুব্ধ আনয়ন করিলেন, তাহার কিছু
আহার করিলেন। দোকানী অবশিষ্ট আহার্য প্রশাদ বলিয়া আপনি ভক্ষণ
করত, বন্ধুবাদ্ধবিদ্যকে উহা ভাগ করিয়া দিলেন। কেশবচন্দ্র নেই গ্রম্বধানি
লইয়া, তাহাদের ভাবে অতাপ্ত মৃদ্ধ হইয়া, প্রায়্ব সদ্ধার সময়্ম গৃহে প্রত্যাগমন
করিলেন।

"ৰিকিত ভাৰতবাদীদিগের অবস্থাও দাৰিজ" দপৰে বজুতা

আন্দিনি পরে কেশবচন্দ্র লাহোরস্থ 'শিক্ষাসভা' নামক প্রকাশ্র স্থানে 'শিক্তিত ভারতবাসীদিগার অবস্থা ও দায়িত্ব' সম্বন্ধে (১০ই কেক্রমারী, ১৮৬৭ খুঃ) একটা প্রকাশ্র ইংরাজা বক্তৃতা দান করেন। (১) বক্তৃতাস্থলে তত্রতা সম্বাস্থা ও শিক্ষিত পঞ্জাবী ও বাক্ষালী এবং ক্ষেক জন ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন। স্থানটি ইংরাজদিগের বাস্থান হইতে বহুদ্রে, এদেশীয় লোকদিগের আবাস্থানের মধান্ধিত; এজন্ম এই সভায় অধিক ইংরাজের স্মাগ্য হয় নাই।

পঞ্চাবে নৃতন প্রচারপ্রণালী ও পঞ্চাবীদিগের ভক্তিলাভ

পঞ্চাব প্রদেশে কেশবচন্দ্র নৃতনতর প্রচারপ্রণালী অবলম্বন করিলেন।
সেউপল বেমন যথন যে দেশে যাইতেন, তথন গেই দেশীয়দিগের সহিত এক
হইয়া, তাহাদের ভাব ও ধর্মগ্রেছ অবলম্বন-পূর্বক ধর্মপ্রচার করিতেন,
কেশবচন্দ্রও দেইরূপ করিলেন। তিনি পঞ্চাবে পঞ্চাবীদিগের সহিত ভাবে এক

⁽১) অধারেশেরে অগন্ত দৈনশিন বিষয়ণ দৃষ্টে দেখা বার, লাহোরে কেশবচন্দ্র ১০ই, ১৭ই, ২০শে ও ২৩শে কেক্সমামী এবং ১০ই ও ১৭ই মার্চে (১৮৩৭ গৃঃ) ছমটী বক্ত ভালান করেন।

হইয়া গেলেন। গুরুনানকের ও শিখগুরুদিগের ভাব যেন ওাঁহার অভারে জাগ্রজ্ঞপে আবিভূতি হইল। তাঁহার মুখ দিয়া নানকের কথা ও গভীর ভাব বাহির হইতে লাগিল। পঞ্চাবিগণ সহক্ষেই ব্ঝিতে পারিলেন যে, কেশবচন্ত্র খ্রীষ্টান বা মুসলমান প্রচারকদিগের ক্যায় বিদেশীয় ধর্মপ্রচারক ন্তেন, তিনি তাহাদেরই পৈতৃক ধর্ম ও পৈতৃক হরিধন প্রদান করিতে তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত। কেশবচন্দ্রকৈ আপনাদিগেরই সাধ বলিয়া তাঁহার। অত্যন্ত প্রীতি করিতে লাগিলেন, এবং শ্রন্ধার সহিত তাঁহার কথা-শ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈশর যে এক, জাতিভেদ যে নাই, সকল মহুদা যে ভাতা, আন্দর্গের প্রকৃত উপবীত যে বাঞ্চিক স্থানতে, এ সকল বিষয় এবং অস্থরের ধর্মভাব, সংকার্যা এবং যোগ ভক্তি বিনয় ও সাধভক্তিসম্বদীয় শিক্ষা--যাহা শিধধর্মশামে বছল পরিমাণে বিজ্ঞমান আছে—ভাহা তিনি নেই শান্ত অবলম্বনপুর্বক লোকদিগকে শিকা দিতে লাগিলেন। চাবিদিকে মহা আন্দোলন উপন্থিত হটল। যে দিক দিয়া কেশবচন্দ্র চলিয়া যাইতেন, দলে দলে লোক ধকল তাঁহাকে প্রণাম এবং তাহার জন্দর মার্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম ধর্ম করিত। ইহার পর আর এক বার হথন কেশবচক্র পঞ্চাবে পদার্পণ করেন, তখন এরপ হট্য। উঠিয়াছিল যে, সহজে তিনি রাস্তায় বহির্গত হইতে পারিতেন না! তাঁহাকে দেখিলেট লোক দলে দলে তাহার সম্মণে ভ্নিষ্ঠ হট্যা প্রণিপাত করিত এवः डाहोत भ्रात्रिताध हहेशा शहेखा। माधुमर्मात भूगा हत, भवावीमिलात এইরূপ দত বিশাদ। ক্লয় এবং আবালবুদ্ধবনিতা কত যে পঞ্চাবী তাঁহাকে দর্শন করিতে আদিত, তাহার আর সংখ্যা ছিল না।

পঞ্চের ছোটলাটের ও ব্রিটৰ রাজ্বত বন্তুলের আভিখালাক

এক দিন তত্রতা 'লবেন্দ হল' নামক প্রকাশ্ত স্থানে কেশবচন্দ্রের (২৩শে ফেব্রুরারী, ১৮৬৭ খুঃ, 'বিজ্ঞ' সম্বন্ধে । ইংরাজী বকুতা হয়। দেশানকার ছোটলাট সার ভোনাত্র ম্যাকলিয়ত সাহেব ও নগবের প্রায় সম্বন্ধ প্রধান প্রধান ইংরাজ এবং বঙ্গংপাক এদেশীর লোক, এই সভায় উপস্থিত থাকেন। বক্তা প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপিয়া হয়। প্রোত্বর্গ ভনিতে ভনিতে বেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেলেন। বক্তান্তে ছোটলাট সাহেব তাহাকে আন্তরিক ধল্পবাদ প্রদান করেন। এই বক্তার পর এক দিন কেশবচন্দ্র ছোটলাটের গৃহে ভোজন করিয়ার ক্ষম্প

নিমন্ত্রিত হন। কেশবচন্দ্র নিরামিষভোজী ছিলেন, স্বতরাং দেরুপ ভোজে তাঁহার ক্রির্ত্তি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার এরপ ভোজনপ্রণালী দেখিয়া, তত্পযোগী বিশেষ আহার্য্য প্রস্তুত ছিল না বলিয়া, লাটসাহেব অপ্রতিভ হন। কেশবচন্দ্র পাউকটি মাখন প্রভৃতি আহার করিয়া এবং লাট সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। দেই রাত্রিতে প্রায় একটার সময় বাজার হইতে মিষ্টাল্ল আনয়ন করিয়া, তাঁহার ক্র্থানিবৃত্তি করা হয়।

লাহোরস্থ ব্রিটিশ গ্রব্ধেন্ট রাজদ্ত পশুত মন্কৃল কেশবচন্দ্রের সহিত কথাবর্ত্তী। কহিয়া, তাঁহার প্রতি নিতান্ত অহুরক্ত হন। তিনি শিধদিগের প্রসিদ্ধ মহারাজা রণজিংসিংহের ও তাঁহার পরিবারবর্গের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। সর্ব্বদাই কেশবচন্দ্রের নিকট আনিয়া, তিনি তংসম্বদ্ধে অনেক রাত্রি পর্যান্ত কথাবার্ত্তা কহিতেন। কেশবচন্দ্র নিরামিষভোজী, স্বতরাং নিমন্ত্রিত হয় অনেক স্থানে তাঁহার কই পাইতে হয় অনিয়া, তিনি একদিন তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। প্রায় চল্লিশ প্রকারের আচার ও মোরব্বা এবং বছবিধ নিরামিষ ব্যঞ্জনের আয়োজন করিয়া, তিনি তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত আহার করাইয়াভিলেন। পর সময়ে কেশবচন্দ্র সর্ব্বদাই এই ভোজের বিষয় উল্লেখ করিতেন।

लारहारत्रत्र विद्यान्त्रित नगरत अपनीनीयर्गन ७ लाउँमारहरवत्र मस्य जालाग

এক দিন কেশবচন্দ্র তাঁহার তুই জন সঙ্গী সহ লাহোরের সন্ত্রিকটন্থ মিয়ান্মির নগরে ইংরাজ দৈনিকপুরুষদিগের হিভার্থ অন্ত্রিত একটি প্রদর্শনী মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। তত্রতা ছোটলাট ম্যাক্লিয়ড সাহেব মেলা দেখিতে যান। মেলান্থান সাহেব ও বিবিতে পরিপূর্ণ; তল্পধ্যে কেশবচন্দ্র চোগ। চাপকানে ও তাঁহার সঙ্গী তুই জন অতি মলিন ছিল্লবালাপোষ তুই খানিতে অর্তাঙ্গ ছিলেন। তাঁহাদের তথায় উপস্থিতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের সন্ধিগণ যেরূপ সামান্ত পরিছদে পরিধান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার। সে স্থানে প্রবেশের নিতান্ধ অন্থপমূক্ত; কিন্তু কেশবচন্দ্রের সন্ধে থাকিয়। তাঁহার। তাঁহাদের উদৃশ পরিচ্ছদেশতেও সকলের সন্ধান আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লাট সাহেব দূর হইতে কেশবচন্দ্রতে

দেশিরা হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাহার সহিত "শেকহাাও" করিলেন এবং তাহার পার্যস্থিত সেই অতিদীন ও সামান্তবেশধারী সন্ধাদিগের হস্তমর্দন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহার সন্ধিগণ ঈণ্শ সমানের নিতান্ত অহপর্ক জানিয়া, দ্রে শলায়ন করিতে লাগিলেন। লাট সাহেব হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই দীন বাকিদিগের পশ্চাং ধাবিত এবং তাহারা তাহা হইতে দ্রে পলায়ন করিতেছেন, এ দৃশ্য কিঞ্চিং কোতৃহলের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। য়য় ক্ষণ পরেই লাট সাহেব তাহাদের ভাব ব্ঝিতে পারিয়া, সে চেঠা পরিত্যাগ করিয়া, কেশবচন্দ্রের সম্প্রে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার সহিত কথা কহিতে প্রের হইলেন এবং কেশবচন্দ্রের সন্ধিগের প্রতি এক এক বার দিন্ত করিতে পারিগেন।

লাহে।র হইতে অমৃতসহৰ, দিলি, মুলের প্রভৃতি খান হইলা কলিকাতার প্রত্যাবর্ত্তন

কেশবচন্দ্রকে লাহোরস্থ বন্ধগণ এবং কোন কোন ইংরাজ কিছু দিন লাহোরে অবস্থিতি করিয়া, পঞ্চাবের কল্যাণ সাধন করিতে অন্তরোধ করিলেন। কেশবচন্দ্র পঞ্চাবীদিগের ধর্মভাব, বিনয়, সরলতা ও ঈশবের জন্ত ক্ষ্মা ও শিপাসা দেখিয়া নিতান্ত মুদ্ধ হইলেন। কোথায় কলিকাভার পুরাতন আঞ্চমান্তের শহিত সংগ্রাম, কোথায় তথা হইতে তাড়িত হইয়া বিবিদ প্রকারের ক**ইভোগ**, আর কোথায় পঞ্চাবে প্রকৃষ্টভুম প্রচারক্ষেত্রে আনন্দ উৎসাত, এ চুটুটি ব্যাপার তুলন। করিয়া কেশবচন্দ্রের পঞ্চাবে চুই এক বংসর থাকিবার জন্ত প্রলোচন ইইতে লাগিল এবং সপরিবারে তথায় পাকিবার জন্ম ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। উল্লেখ্য ইচ্ছা জানিয়া তত্ত্বৰ বন্ধগণ তাহার অবস্থান জন্ত বাটা প্ৰয়ন্ত নিৰ্দিষ্ট করিতে প্রবন্ধ চইলেন: কিছু ভগবানের ইচ্ছার নিকট মাগুবের সকল প্রায়ার পরাস্ত হট্যা ঘায় ৷ যদি কেশবচক্র তখন পঞ্চাবকে প্রচারক্ষেত্র করিতেন, ভাত। ত্রত্তীলে কে আর কলিকাভায় ধর্মনংগ্রাম দ্বারা ব্রাক্রনমান্ত্রের অর্থা ব্রহ্মণ-শীলতা ও সংকীর্ণতার প্রতিবাদ করিয়া স্ববিস্তীর্ণ ধর্মরাক্ষা ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিত? এক মাধ কাল কেশবচন্দ্র লাহোরে অবস্থিতি করিয়া, বন্ধ দুই জন সহ কলিকাতার প্রত্যাগমন করিলেন। আনিবার সময় অমুভস্তরে একটি ইংরাজি বক্ততা (১৯শে মার্চচ, ১৮৬৭খ:) ও দেশীর লোকদিগের সহিত সংপ্রসন্থ করিয়া, সকলের উপকার সাধন করিয়াছিলেন। অমুতগছর ছইতে দিল্লি প্রাঞ্জ পূর্ব বীতিতে ভাক গাড়ীতে আগমন করিলেন। এখানে দিলি ইনটিটেট

গৃহে একটা ইংরাজি বক্তৃতা (২৭শে মার্চচ, ১৮৬৭ খু:) হয়। প্রচারকার্যা এক প্রকার শেষ করিয়া, নিশ্চিন্তমনে দিল্লি ও আগ্রা নগরের প্রধান প্রধান প্রধান প্রধান করিয়া, কাণপুর এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ছই এক দিন অবস্থানপূর্বক দেখিলেন যে, যে বীজ দে সমস্ত স্থানে রোপিত হইয়াছে, তাহা কিয়ং পরিমাণ অঙ্গুরিত হইয়াছে। কলিকাতার সংগ্রামক্ষেত্রে অবতর্মণ করিয়া, ধর্মযুদ্ধ করিবার জন্ম ভগবান্ তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। যত্তই কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তত্তই উহার চিন্তা এবং তত্রতা প্রচারমন্থক্ষে কি প্রকার উপায় অবলম্বনীয়, ইত্যাদি বিষয়ে তাহার মনে আন্দোলন উপস্থিত হইল। মুক্সেরের স্থল গৃহে একটা ইংরাজি বক্তৃতা (৫ই এপ্রেল, ১৮৬৭ খু:) দিয়া, ভগবানের আন্দেশে তিনি নৃতন উত্যম উৎসাহ সহকারে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন।

ৰজ্তাসৰলো এলাছাবাদ ও লাছোরের ইংরাজী পত্রিকার মন্তব্য

এই সময়ে কেশবচক্ষের বক্তাসম্বন্ধে তৎকালীনকার এলাহাবাদ ও লাহোরের ইংরাজীপত্রিকাসকলেতে যাহা লিথিত হয়, আমরা ভাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত ও অত্বাদিত করিয়া দিতেতি।

'সাদারণ ক্রশ' নামক পত্রিকায় লিখিত হইয়ছে, "যে সকল বন্ধার বক্তৃতা আমরা প্রবণ করিয়াছি, বাবু কেশবচন্দ্র তন্মধ্যে এক জন অতি অসাধারণ বন্ধা। মেন্তর টিংলিক্সের * ন্যায় ইহার বলিবার প্রণালী নিরতিশয় উৎসাহপূর্ণ। তবে ইহার বন্ধৃতা গভীর চিন্তা, ভাষা ও দৃষ্টান্তের পরিকারতা এবং মুক্তিযুক্ততার

মেন্তর টিংলিং সথ:ক ঐ পত্রিকার লিখিত হইরাছে, "বেন্তর টিংলিং বাইবেলের একটি প্রথচন অনলখন করিছা উপদেশ দিলেন, কিন্তু উপদেশটিতে আমাছিলের ক্ষর উদ্ধৃতিত হইল না। বে সকল দেশীর লোক ওলিতে আসিরাছিলেন আমাছেলের মনে কয়া সমূচিত, ওারাদিগের উহা অরই ক্লংরের উচ্ছাস নর্থন পরিবাধে। তিনি থ্ব ক্রন্ত বলিবের সমতুল্য ওাহার অপর ক্ষমতা নাই। তিনি বাহা বলিলেন, তাথার মধ্যে কিছুই নৃতন বা বাহা মনে লাগে, এমন কিছু ছিল না। গ্রীয়ার নিবক্ষণপ্রীর বাহিরে বাহার। আছে, তাহাদের পরিবাণের আংলা বিবরে বাইবেল দেখিরা বাহা মনে হয়, ভয়পকা তিলি সম্বিক নিবাশ।
ান্ধর কিন্তু ইন্তরের বিপ্ন,
ান্ধর উহিলেকে বিক্রি নিবাদের বিবরের বাইবেল ক্রিয়ালিকের ব্যক্তি বিরুদ্ধি উত্তরেকে বিপ্ন,
ান্ধর ক্রিয়ালিকের বিরুদ্ধি উত্তরেকে বিপ্ন,
ান্ধর ক্রিয়ালিকের বিরুদ্ধি উত্তরেকে বিপ্ন,
ান্ধর ক্রিয়ালিকের বিরুদ্ধি বিরুদ্ধি বিরুদ্ধির বিক্রের বিক্রেট উহা অপেক্যা আরও কিছু বেশী চাই।"

নিমিত্ত অতি প্রশংস্নীয়। বক্তামধ্যে অত্যক্তি নাই। প্রত্যেক বাক্য नक्कात चयुक्तम এवः बाहा भूरक बना इहेबारह, छाहात निकर्ववक्रम । हैहात একটি বাকাও কবিকল্পনায় আছের বা চুবল হয় নাই। আমাদের ভাষার উপরে ইহার অধিকার অতি অন্তত। ঠিক ঘেখানে যে শন্ধটি চাই, দেই শন্ধটি ধেন ইনি বাছিয়া লন। ইহার অধিক্লত ভূমি সভা সভাই অভিমহৎ। আপনি সম্ধিক পরিমাণে আলোক লাভ করত, ইনি খদেশবাদিগণের সম্বুধে উপস্থিত হইয়া, ধর্ম, সভা ও নীভির পক্ষ সমর্থন করেন। ইনি স্পট দেখিতেছেন, 'সতাযুগের সমাগম' হইয়াছে; স্বতরাং বদেশীয়গণকে জাগ্রং হইয়া. সার স্তম্ময়ের প্রতীকা না করিয়া, এখনই ক্যংস্কার ও দেশীয় কপ্রথা পরিচার করিতে এবং সত্য ও উন্নতির দপক্ষ হইতে তিনি অন্থরোধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, বিধাতার যে দাধারণ মঞ্চলকর বিধি আছে, ভারত ভাছার বহিভতি নহে। অলুজাতি যথন ধন্মের মধ্য দিয়া সভাতা ও ভীবনের সোপানে আবোচণ করিয়াছে, তথন ভারতও আরোহণ করিবে। এখন ভারতসম্ভতিগণ ভারতের পকাশ্রয় করিলেই হয়। ঈশরে বিশাদ, মাথতাাগ, ঈশরের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর, এই সকল সভাধ্যের সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এই কাষ্য সাধন করিতে इहेर्ट । পাপপ্রত্তি, দেশীয় কুরীভি বিশাসম্বাপনের পরম শক্র। ইছানিগ্রে ধর্মোংসাই ছারা পরাজিত করিতে ইইবে। এই ধর্মোং-সাহে খ্রীষ্ট্রধর্মের প্রেরিভগণ, দকল দেশের চিতাকাজ্ফিগণ নিম্ন কুদংস্কার ও পাপ নিজ্ঞিত করিয়াচেন। প্রথমতঃ তাহারা বিখাদবোলে আপন বিজ্ঞা সাধন কবিহাছেন। কেন না ব্যক্তিগত বিষয়সাধনের পর জাতিগত বিশ্ব সাধিত হয়। বাতিগত দ্বিজ্বসাধনের পর তাঁচারা সহস্র সহস্র লোককে ধ্রেষাংসাতে জাতাং করিয়াছেন। বক্তা পুন: পুন: নিউটেইমেন্ট চইডে প্রচন সকল উদ্ভ করিয়াছেন। যদি তিনি 'ধর্ম্বোৎসাহ' স্বলে 'আইধর্মে विधान' এই कथा প্রয়োগ করিতেন, তাহা হটলে श्रीहेपत्थत कियाकातिचविषद चामता (ह प्रकल वाश्या अवन कतिमाहि, उपराक्षण छीहात वाश्या चछीद প্রের চরত। তিনি উপদংহারে বলিলেন, চারতের নবজীবনলাভ জল্প এই উচ্চতম্মত্বিশ্বাদী বাশালিগণকে বিধাতা ভারতের নানা স্থানে প্রশাহিতৈবী भवर्गायाक्षेत्र संधीत विरम्ध विरम्भ भए सामन कतिहारकन । এই मकन

ব্যক্তিকে বকা, আত্মত্যাগ এবং পার্থিব জীবনের শৃদ্ধল ভগ্ন করিয়া, এই ধর্ম গ্রহণ করিতে ও উৎসাহাগ্নিতে উদ্দীপ্ত হইতে অস্থরোধ করিলেন। কেন না, তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি বহু শতাবলী হইতে পৌত্তলিকতা, কুদংস্কার ও পাপে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের হৃদয় বিহ্যাদগ্নিস্পর্শে প্রজনিত হইয়া উঠিবে।"

লাহোর 'শিক্ষাসভাতে' কেশবচন্দ্র ('শিক্ষিত ভারতবানীদিগের অবস্থা ও দায়িত্ব' বিষয়ে) যে প্রথম বক্তৃতা দেন, তাহার সংক্ষেপ বুত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া, "লাহোর ক্রণিকল" এইরূপে নিজমত ব্যক্ত করেন:—"অনেক ইউরোপীয় এবং দেশীয় ব্যক্তি বক্তার সমগ্র বক্তৃতা গভীর মনোনিবেশ সহকারে আইবণ করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী ভাষা এমন বিশুদ্ধ, সতে জন্ধভাবে অবাধে বলেন বে, এক জন বিদেশীয়ের পকে ইহা সভাসভাই অভুত। যদি সময়ে সময়ে প্রাচ্যদেশসমূচিত উৎসাহ ও অত্যক্তি না থাকিত, তাহা হইলে এ বক্ততা বে এক জন বিদেশীথের, তাহা কিছুতেই বুঝা যাইত না। ইনি অতি উচ্চ লক্ষ্য, অপ্রতিহত অমুভৃতি এবং উৎসাহপূর্ণ প্রকৃতির লোক। ইহার অবদন্বিত ধর্ম মতপ্রধান নতে, সদস্বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবনিচয় ন্যাহ। সকল ধর্মে, সকল দেশে, সকল কালে মানবঙ্গাতির নার্বভৌমিক বিশ্বাস এবং দামাজিক গৃহবর্ষের প্রথমান্ত্র—উহাই আশ্রর করিয়া তিনি সকলের হুদর উদ্দীপ্ত করিতে যত্র করেন। যদি তিনি এই সকল ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারেন এবং দেশের নবীন বংশীয়গণের জীবনে নৈতিক জীবনের উচ্চ আদর্শ অর্পণ করিতে সমর্থ হন. তাহা হইলে তিনি দেশহিতৈষিদ্মৃতিত কাষ্য করিলেন বলিয়া অভিমান করিতে পারেন ! এ বিষয়ে আমাদের যত ভরদা থাকুক বা না থাকুক, আমরা তাঁহার লক্ষ্যের সহিত সহামুভতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না এবং তাঁহার এই দেশহিতকর কার্বো তিনি কৃতকার্যা হউন, হৃদয়ের সহিত আমরা এই অভিলাষ প্রকাশ করি।"

"ইন্ডিয়ান্ পাবলিক ওপিনিয়ন এও পঞ্চাব টাইমদ্" পত্রিকায় এই বঞ্চতার বিষয়ে স্থনীর্থ এক প্রবন্ধ লিখিয়া, মন্তিমভাগে এইরপ অন্থরোধ করেন, যাহাতে ইউরোপীয়গণ তাহার বন্ধৃতায় উপস্থিত হইতে পারেন, এপন্ত "লরেন হলে" বক্ষতা হয়। প্রবন্ধ এই কয়েকটা কথায় পরিস্মাপ্ত হইয়াছে, "আমরা আশা করি, যদি তিনি স্থানীয় ইউরোপীয়গণকে বক্তা প্রবণ করাইয়া অন্তগৃহীত করেন, তাহা হইলে আশা যে, তাহার যে বিশাস ভারতের ভবিশ্বধর্মসম্ভে অতি প্রধান স্থান অধিকার করিবে, তিনি সেই বিশাস বিশ্বতরূপে
বিবৃত করিবেন। প্রারম্ভিক বক্তায় বাব্ কেশবচন্দ্র সেন সাধারণ ভাবে আশ্বধর্মের কথা বলিয়াছেন, উহার বিশেষ বুরাস্ত শুনিবার এক আমারা উৎস্ক।"

এই সময়ে পঞ্চাব হইতে প্রচারের কথাসম্বলিত একখানি পত্রিকা আইসে, তাহার কিয়দংশ মিরার পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হয়। পত্রিকার ঐ অংশ আমরা নিয়ে অফুবাদ করিয়া দিতেছি:---

"লাহোরে ব্রাহ্ম প্রচারকগণ অনেকটা কাষা করিয়াছেন। ১৩ট, ১৭ট, ২০শে, ২৩শে (ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭ পু: । এই চারি দিনে চারিটী বক্ত। আদেও হয়। এই সকল বক্তার বিষয় 'ভারতবর্ষের যুবকগণের মবলা ও দায়িছা, " 'প্রক্লত বিশাস', 'প্রার্থনা' এবং 'বিজ্ঞহলাড'। শেষ বক্তাটি 'লরেক হলে' হয় এবং শতাধিক ইউবোপীয় ভদ্ৰলোক ও ভদুমহিলা উপস্থিত হন। পঞ্চাবের লেপ্টেনেন্ট গ্ৰণ্র সাহেব বাহাত্রও বক্তাছণে উপস্থিত ছিলেন। বজা্তা শেষ হইলে, তিনি গাজোখান করিয়া গুটিকয়েক উপযোগী কথায়, বক্ষা যে সমুদায় ভাব অভিবাক্ত করিলেন, ভাহার সহিত সহায়ভৃতি প্রদর্শন করিলেন, তচ্ছন্ত তাহাকে হ্রদয়ের সহিত ধন্তবাদ দিলেন, এবং পঞ্চাবের শিক্ষিত ব্রক্পণ 'ধ্ৰোংসাহের' ভাব আলুভু করিবেন, এই অভিলাধ প্রকাশ করিলেন। মান্তবর লেপ্টেনেন্ট গ্রন্রের বক্তাকে এরূপ প্রশংসা করা কি দয়া ও অধনতি-चीकात नरह? बाध्यपर्यंत कि कमशाकशी देशात काव! मरा वाहाता विस्ताशी. কেমন গুঢ়ভাবে তাঁহাদেরও স্হাতভৃতি ইনি মাক্র্বণ করিয়া খাকেন। এত্যাতীত ধর্মদৰ্শ্বীয় মালোচনার ক্ষুত্ত মনেক মপ্রকাশ্ব সূচা চইরাছে। এই স্কল সভায় অনেক বোভা পঞাবী আদিয়া পাকেন। ইহারা বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত আপনাদের সংশয়ের মীমাংসং কর বিতর্ক করেন। চারি দিকে বিশেষ মানোলন চইয়াছে। এমন কি, লোকে বলে, ছাটে বাজারে এ আন্দোলন চলিতেছে। এক জন পঞাৰী বন্ধু আমায় বলিলেন, ৰাজারের লোকদিগের মধ্যে এই কথা উঠিয়াছে যে, কলিকাতা হইতে এক জন পবিত শালিয়াছেন, তিনি একটি প্রকাভ হানে, বেখানে মনেকওলি ইউরোপীয়

উপস্থিত থাকিবেন, দেশীয় লোকদিগকে তাঁহার নিকটে যাইতে অম্বোধ করিয়াছেন এবং সেই সভায় তিনি এই প্রতিজ্ঞা উপস্থিত করিবেন, 'হয় আমায় বিচারে পরাজয় কর, না হয় এখনি, যে সকল পুতৃল তোমরা পূজা কর, তাহা দ্রে নিক্ষেপ কর।' শিক্ষিত পঞ্জাবিগণ ব্যবহারে পৌত্তলিক হইলেও, ব্রান্ধর্মের মূল সভ্য তাঁহাদিগের হৃদয়ে গাঢ়রূপে মূজিত হইয়াছে। ইহারা জ্ঞানে এই সকল মূল সভ্য ঠিক বলিয়া গ্রহণ করেন। ইহারা বড়ই বিচার ভালবাদেন, কিন্তু এটি তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রশংসার বিষয় যে, যথন বুঝিতে পারেন, তথন অম স্বীকার করেন। তুংপের বিষয় এই যে, নানকের প্রকৃত শিশু অভি অল্পানেই আছেন, তাঁহার প্রতি ভক্তিসবেও। শিষ্ধর্ম পৌত্তলিক তাবিমিশ্র হইয়া গিয়াছে। এখানকার লোকদিগের চরিত্র এবং মত যে প্রকার হউক না কেন, এখানে কিছু করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে আশা করিবার বিলক্ষণ, কারণ আছে। অনেক শিক্ষিত বাত্তি অন্তর্বাধ করিয়াছেন যে, প্রচারকগণ এখানে কিছুকাল থাকিয়া তাঁহাদিগের বিশেষ সাহায্য করেন। মান্তবর লেপ্টেনেট গ্রন্র হইতে অপরাপর ইউরোপীয়গণের এই প্রকার অভিলাষ দেখা যায়।"

কেশবচন্দ্র দেন লাহোর হইতে প্রতিগমন করিলে, "ইণ্ডিয়ান পর্বলিক ওপিনিয়ন" নিপেন:—"বাবু কেশবচন্দ্র অহা প্রাতে লাহোর হইতে প্রতিগমন করিলেন। এখানে অবস্থিতিকালে তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা নিয়াছেন, উপাদনাকার্যা করিয়াছেন। ইহার উৎসাহ, উন্থম, সারল্যের বিষয়ে বিক্তিক করিতে পারা যায় না। সমধিক পরিমাণে লোকের বিরাগ উৎপাদন, অভেছা কুসংস্কারসমূহের বিপক্ষে সংগ্রাম, কুসংস্কারাপন্ন বা বিষেষপরায়ণ শ্রোত্ত্বর্গ কর্ত্ত্বক তাহার অভিপ্রায়ে অসদর্থ সংঘটন, এ সকল পরীক্ষা তিনি অর্থের জন্ত নহে, বিবেকের জন্ত স্বীকার করিয়াছেন। সার ডোনান্ড ম্যাক্লিয়ভ—খাহাতে গজীর ধর্মসম্প্রের বিশাস এবং ত্রিপরীত মতসহিষ্কৃত। একত্র আশ্রুষ্য প্রকারে স্বিলিত—গত বৃহস্পতিবার (১) তাহাকে আহারের জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন

⁽১) এই অধারেও পরিবেবে অন্ত দৈনন্দিন বিবরণ হইতে দেখা বার, ১৭ই মার্চ (১৮৬৭ গ্রঃ) রবিবার, কেশবচন্দ্র বিদায় সহপের বন্ধৃতা দান করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ১৯বে মার্ক, অমুকসহরে বন্ধৃতা দেশ। স্তরাং মনে হর, ১৭ই মার্কের পূর্বা মুহপাতিবার, ১৩ই মার্কে, প্রবিষ্টেশ্বহে আভিখা প্রহণ করেন।

এবং সেই সময়ে লাহোরের প্রধান প্রধান রাজক্র্মচারিগণকে তাঁহার সহিত্ত সাক্ষাথ করিবার সত্ত বলিয়াছিলেন। নিমন্বয়িত। এবং নিমন্থিত উভয়েই কুসংস্কারের প্রতিবাদ করাতে, আপনাদিগকে কুতার্থ মনে করিয়াছিলেন; কেন না এক জন প্রসিদ্ধ দেশীয় প্রচারককে গ্রব্দেনটগুহে সামাজিক অভার্থনা অর্পন করিলেন, আর এক জন অহিন্দুর সহিত একর এক টেবিলে ভোজন করিলেন।" অনন্তর ঐ পত্রিকা, বিদায়কালে তিনি যে বক্তৃত। দান করিয়াছিলেন, তাহার সুব্রান্থ নিপিবছ করিয়া, এই ক্যেকটা ক্থায় প্রবন্ধ পরিসমাধ্য করিয়াছেন, "বাব কেশবচন্দ্রের বিদায়কালীন বক্তৃত। অতি আনন্দ্রমাধ্য করিয়াছেন, বিশেষত: পঞ্চাববাসিগণ আনন্দ্রমানতে সম্পাক উচ্ছাদ সহকারে গোগদান করিয়াছিলেন। এ বিদয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, যদিও প্রাত্তবর্গ তাহার মতে সায় না দিন, কিন্ধ এই বক্ষদেশীয় পরিদর্শক যে সরল ও স্বার্থশ্রা, এ প্রতীতি লইয়া ভাহার। বক্তৃতা-স্বল হইতে প্রতিগমন করিয়াছেন।"

কলিকাভার "ইভিয়ান মিরার" পত্রিকার মন্তবা

কেশবচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে, মিরার পরিকায় (১৫ এপ্রিল, ১৮৬৭ খৃঃ) এইরপ লিখিত হইয়াছে:—"বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং অপর ছই জন প্রচারক, যাহারা তাহার সঙ্গে পঞাবে গিয়াছিলেন, প্রচারফায়া শেষ করিয়া নিরিয়ে কলিকাতায় পছছিয়াছেন। লাহোরবাসী ইউরোপীয়গণ এবং প্রায় সমস্ত মাননীয় রাজকর্মচারিগণ তাহার সহিত উলাব সংস্কেই বাবহার করিয়াছেন। সার ডোনান্দ্র মাাকলিয়েছ—গাহার রাজ্যশাসনে দক্ষতা সহকারে বিশ্বাসের দার্ট্য এবং বিশুদ্ধতা সংস্কৃত—মেন্দুর কনিও্গাম, ছাক্রার লিউনার, মেন্দুর রিপেল গ্রিফিন এবং অপরাপর পঞাবের প্রসিদ্ধ বাকিগণের সংস্কেমিলিত হইয়া, বাবু কেশবচন্দ্রকে অতি যত্রসহকারে 'সামান্ধিক অভার্থনা' অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাবা সকলেই বাবু কেশবচন্দ্রের নিকট স্থানীয় এবং অক্সন্থানের গুরুতর গুরুতর মতামত বাগ্রতা সহকারে জিল্পাসা করেন। লেপ্টেনেন্ট গ্রন্ধরের ইচ্ছায়ুসারে একটী সংলাপ-সমিতি হয়। এই সমিতিতে পঞাবিগণের মধ্যে বাহারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাহারা রাজপুক্ষবর্গরে বৃহত্তি মিলিত হন এবং চান্ত জলগানীয় পান ভোজন করেন। ব্রিটিশ গ্রপথ্যেত্তর

ì

বোধারার রাজদৃত পণ্ডিত মন্ফুল উর্দ্ভাষায় তাঁহার দেশীয়গণের নিকট বাব্ কেশবচক্রের ধর্মমত ব্ঝাইয়া দেন। আমাদিগের প্রচারকগণ পঞ্চাবকে অতি শ্রেষ্ঠ ব্যান্ধর্মের কার্যাক্ষেত্র মনে করেন। দেই দেশের উদারপ্রকৃতি লোকদিগের উৎকর্মাধনের জন্ম ব্যান্ধসমাজের সমধিক প্রথম্ব সম্চিত।"

উত্তর পশ্চিম ও পঞ্চাবে প্রচারের দৈনন্দিন বিবরণ আমরা নিয়ে। অন্থবাদ করিয়া দিলাম।

	रेमनिमन विवद्ग	
	কৃষ্ণনগর।	
২৮লে ডিসেম্বর, ১৮ ৬৬ খৃঃ ৩০লে	বাহ্মসমাল গৃহ	বিখাস । জীবনের লক্ষ্য (বালালার)। চৈতক্ত এবং ভক্তিসম্বন্ধে সাধা- রণ লোকের প্রতি উপদেশ।
७० त्व , नांब्रकांट्ल	ব্রেয়েরী গৃহ	
>লা জাতুরারী, ১৮৬৭ খৃঃ	এক্ষিদ্যাল গৃহ	উদার মওলী, এবং উহার সঙা প্রাহ্মগণের কর্মবা।
	वर्क्षमान ।	
টে আনুৱারী, ১৮৬৭ খৃঃ	সমাজগুছে	প্ৰকৃত জীবন ।
१हे ॥	ভিদ্পেন্সায়ী গৃহ	यथार्थ मखनी।
	ভাগলপুর।	
১-३ कायुवाकी	গ্ৰণ্যেণ্ট কলেজ	रि दवक ।
ऽ २ हे सामूत्रात्री	মিণন স্প	ধর্মোৎসাহ।
	বাঁকিপুর (পাটনা)।	
३६३ माणुतारी	গ্ৰণ্থেণ্ট কলেজ	जाक्सर्य कि ?
) MIC		ধর্মোৎসাহ ও বিক্রম।
A .		

এলাহাবাদ।

	অবাহাবাদ।	
২০শে জাতুরারী	अकिममाक गृह	कोरायत जन्म (यानानात)
90CM "	রেলওরে লোকোবে।টিব পৃহ	নীভিসাধনের আবস্তক্তা
* 2004	11 90	वधार्व मखनी।
২৮শে "	আদেখেলী ক্রয	काठीड अवर वाक्तिगढ विकासमासः
	কাপপুর।	
০)শে জাতুরারী	বিরেটার কম	অকৃত সৰুষ্ট ।
ুৱা কেব্ৰুৱা ৱী	সেখ বিলাগ্নেড আদীৰ পুৰ	विक्या
১০ট কেব্ৰুয়ারী ১৭ট " ২০লে "	————————————————————————————————————	ভারতবংগর বুবকগণের অবস্থা প্রকৃত বিধান। প্রার্থনা।
ર ગ< વ "	अर्वण वन	fana i
১•ই শাৰ্চ	শিকাসভাগুঃ	उक्तिमास ।
593 "	" অনুভূস্কর।	विशास श्रहत्वत चरु छ। ।
১৯শে মার্ক	প্ৰ-(মেণ্ট কুল	ভ্ৰাক্ষ স্বাক্ষেত্ৰ ঈশ্বলিকিট কাৰ্য্য।
	मिसी ।	
२१८न मार्क	विद्यो हैन्डिकिंड	বেশীর সমাজসংকার।
	मृत्कत्र ।	Jan
• हे अध्यन	প্ৰণ্ডেণ্ট জুল	নীভিসম্পৰ্কীর উভস।

ভক্তিসঞ্চার

• একবিভালর পুন:ছাপন

উত্তর পশ্চিম ও পঞ্চার প্রদেশ হইতে কলিকাভায় প্রভাগিমনের পরে, কেশবচন্দ্র মোদের (১৮৬৭ খঃ) প্রথমে ব্রন্ধবিভালয় প্রসংস্থাপন করেন। পটোলভাকার টেণিং ইনষ্টিটেশনে বিভালয়ের অধিবেশনারম্ভ হয়। মহবি দেবেক্সনাথ ঠাকুর এই বিভালয়ে শিক। দান করিবার জ্বন্ত আহত হন। মৃহষি প্রিয় কেশবচন্দ্রের আহ্বানে, পর্কের যে প্রকার ব্রহ্মবিতালয়ে উপদেশ দিতেন, দেই প্রকার উপদেশ দিতে সমত হন। নবীন বিভালয়ে মহর্ষি ্ দেবেক্সনাথ এবং কেশবচক্র যখন সকল প্রকার বিরোধ বিশ্বত হইয়া দক্ষিণে বামে উপবেশন করিলেন, তথন সকলের মনে যে কি প্রকার উৎসাহ আহলাদ উপস্থিত হইল, তাহা বৰ্না খারা প্রকাশ করিতে পার। যায় না। প্রতিদিন প্রার্থনাস্থে বিশ্বালয়ের কাষ্য আরম্ভ হইত। প্রথমতঃ মহর্ষি বাঙ্গালাভাষায় উপ-দেশ দিতেন, তদনস্থর কেশবচক্র ইংরাজীতে দর্শন, ধর্ম ও নীতিগম্বদ্ধে বক্ততা ক্রিভেন। এ সময়ের ধর্মভব্তে (১) এই বিজ্ঞাপন্টি প্রকাশ হয়:—"বিগত २७८म दिमाथ (১१৮२ भक) (८३ (ম. ১৮৬१ थः) त्रविवात हहेर्ड मः इंड কলেজের দক্ষিণভাগে টেণিং ইনষ্টিটিউশনের গৃহে কলিকাতা ব্রশ্ববিভালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এযুক্ত বাবু দেবেজনাথ ঠাকুর সময়ে সময়ে বাকালাতে এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচক্ত দেন নিয়মিতরূপে ইংরাজীতে উপদেশ দান করিবেন। ব্রাহ্মধর্মের তত এবং নীতি বিষয়ে পরম্পরাক্রমে উপদেশ প্রদণ্ড ছটবে। অপরায় ৫ ঘটিকার পর বিল্লালয়ের কাষা মারস্ত হট্যা থাকে।" वित्रमान अभारताभनत्क (२) अडे विद्यालय हाति मश्रास्त्र प्रमु वस हयः ধর্মপিতা দেবেক্সনাথ যত দিন কলিকাতায় চিলেন, বিভালতে মানিতেন, উছোর বিদেশগমনে কেশবচন্দ্র একাই দর্শনাদি বিষয়ে উপদেশ দিতেন !

⁽১) ১৭৮৯ শক্ষের ২৪ সংখ্যা (সম্ভবতঃ বৈশাধ মানের) ধর্মভব্য জইবা।

⁽२) श्रक्ते क्वारिशास (क्याराज्य ब्रियाल श्रम करवन । ०१० शृष्टे। बहेरा ।

ভারতবর্মীর রাজ্যসমাজ-সংস্থাপনের পর একধিকে উর্ভিন্ন লক্ষণ, অপর বিকে সংশয় ও প্রভা

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাঞ্চ-সংস্থাপনের পর প্রচারকবর্গ বেরূপ উৎসাহ ও উল্লেখ্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে প্রবন্ধ হাইলেন, ভাহাতে অল দিনের মধ্যে অতি তথ্যতং ফল নহনগোচর চটন। এট সম্বে আন্দ্রমান্তের সংখ্যা প্রবটি, ইছার মধ্যে চারিটি উত্তরপশ্চিম প্রবেশে, তিন্টি প্রাবে, পাঁচটি মাক্রাকে এবং একটি বছেতে। ভারতবর্ষীয় বাঞ্চনমাক অতি অল্প দিন ছইল সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহারই মধ্যে উভার পাচ শত সভাসংখ্যা হইল। এই পাচ শত সভোৱ মধ্যে পচিশ ক্ষম মহিলা ৷ বাবিক দানও আল নতে, তের শত মতা। ব্ৰাহ্মধৰ্মমতে উনিশটি বিবাহ হয়। ইচার মাটটি মসবৰ্ণ বিবাই। একদিকে ব্রাহ্মন্মান্তের কার্যা এইরূপে দিন দিন উর্ভির লক্ষণ প্রাদর্শন করিতে লাগিল, অপর দিকে ইহার কোন কোন সভোর মনে ঘোর সংশয় ও ওছত। লুকামিত ভাবে প্রবিষ্ট হইল। এখনও একত্র উপাদনা করিবার বাবখা হয় নাই। একা একা একটা একটা প্রার্থনা করা এ সময়ে বাক্তিগত নিতা উপাসনা ছিল। ঈদৃশ অবস্থায় যে আধাায়িক সংশয় ও শুক্তা আদিলা উপস্থিত হটবে, টছা আর আশ্চর্বোর বিষয় কি দ প্রচারকবর্ণের মধ্যে বাচার মন চারি দিকে কেবলই ভ্রমতা ও জীবনহীনতা দুর্বন করিতে লাগিগ এবং নেতার জীবনের কার্যসম্ভে ব্রোর চিত্র সন্দিলান চট্যা প্রিল, তিনি আযুদ্ধীবনের তুরবস্থায় सङीव समीव हहेश পড़ित्तम । তिमि এकं এक निवन 'यनि नास्ति निट्ड मा পারিবে, তবে কেন এ পথে মানিলে' ইত্যাদি বলিব। কেশবচন্দ্রকে ভর্থননা कतिरख्य, এवः मास्त्रि मा निरंड भावित्त, धर्मास्रस्त्रत साध्येव शहन कतिरवन, এটক্রপ ভয় প্রদর্শন করিতেন। এই সকল কথায় কেশবচম্পের গৌর দেহ कुकावर्ग इक्केश बाक्रेस, मुभन्ति विवास मध स्केस. तम मृत्र धामन स्थामारम्ब নরনস্তিধানে জাগ্রথ বহিরাছে। মামাদিগের এট বছর ছদরের অবস্থা ख्यकानीनकात वितादत (bei क्नाडे, bebs चः) वाहित हत। **हे**हांब কিষুদংশ আমরা অন্তবাদ করিবা দিতেছি:--

"ইहा कि সম্ভব যে, আমাদের আত্মা বে গভীর ক্ষতিগ্রন্ত হইরাছে, আমাদিপের ধর্মজীবনে যে বিপরিবর্ত্তন চইরাছে, আমরা যে পশ্চাদগমন করিতে বাধা হইয়াছি, তাহা গোপন করিয়া রাখিব। আমাদের বিশাস কমিয়া আদিয়াছে, আমরা ভাবশৃত্ত হইয়া পড়িয়াছি, এবং যে সাংসারিকতা ও ঔদাসীতোর আমর। এত নিন্দা করি, তাহাতেই আমরা নিমগ্ন হইতেছি। কি জানি বা আমাদের পতন হয়, কি জানি বা আমরা যে ধর্মের পক্ষ আতায় করিয়াছি, তাহার কলক হই, এই ভয় আমাদিগের মধ্যে বাডিতেছে ! যেখানে শান্তি নাই, দেখানে 'শান্তি' 'শান্তি' বলিয়া চীংকার করা নিফল। আমাদের মনের বর্তমান অবস্থায় আমাদিগের দেশের যে আমরা কোন উপকার সাধন করিতে পারিব, তাহা অসম্ভব। আমরা এইরূপ অমুভব করিতেছি, এবং হৃদয়ের শুক্ততা বুথা বাহ্নভাব দারা আজ্ঞাদন করা, অথবা উহার ঘোর মালিক্ত বলপুর্বাক ভাবুকতা উদ্দীপন করিয়া তথর্ণে অমুরঞ্জিত করা, নির্বিষ্ণ মনে করি না। বিশাস এবং করুণার নৃত্নত্তর প্রবাহ আমাদিগের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন যে, আমরা পুনরায় উত্থান করিয়া গমাপথে অগ্রসর হুইতে পারি। ঈশরের করুণার হন্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। ক্ষণিক উদ্দীপ্ত ভাবের সাম্বনা আমরা চাহি না, কল্পনাশক্তির অস্বাভাবিক পরিবৃদ্ধিতে ष्प्रामात्त्रत প্রয়োজন নাই, রহস্থবাদের উচ্চ শিখরে অপরিপক বৃদ্ধি উত্থান করিয়া যে আপনাকে উন্নত মনে করে, উহাও আমর। দরে পরিহার করি। এ সকল স্থলবিশেষে ভাল হইতে পারে, কিন্তু আমরা এখন উহাদিগকে চাহি না।"

নিরাশার মধ্যে কেশবের আশার বাক্য

কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে কোন দিন নিরাশার সঞ্চার হয় নাই, তাঁহার বিশ্বাদ চিরকাল অক্ষ্ম ছিল। এই প্রকার সংশয় ও নিরাশার কথা পত্রিকায় বাহির হওয়াতে, তিনি অত্যস্ত বাথিতহৃদয় হইলেন। বিশ্বাদের অভাব তিনি সর্ব্বাপেকা মারাত্মক বলিয়া জানিতেন। এক বিশ্বাদ থাকিলে, দকল প্রকার পরীক্ষা হইতে মানব রক্ষা পায়; এ জন্ম তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে দর্ব্বদা বিশ্বাদের অক্ষ্মতা দেখিতে অভিলাষ করিতেন। কি জানি বা তাঁহার বন্ধুর লেপা অপর বন্ধুবর্ণের বিশ্বাদ হরণ করে, এজন্ম তিনি উপায় না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই সময়ে তিনি দপরিবারে তাঁহার বন্ধুগণ সহ লাকুটিয়ার জ্মীদার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় ও বিহারীলাল রায়ের ভগিনী শ্রীমতী দিনতারিণীর সহিত আমাদের রান্ধ বন্ধু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুধোপাধ্যারের

বিবাহ (১) দিবার কর বরিশালে গ্রম্ম করেন। পথ চইতে কেশবচন্দ্র একটা প্রবন্ধ মিরারে প্রেরণ করেন, ভাছাতে ব্রাহ্মগণের শীবনের পরীকা चाष्ट्रभृत्तिक वर्गन कतिया, निवास इहेवाव त्य त्कान कावन नाहे. जाहा क्षप्तर्मन करवन । जीवत्न त्याव भवीका विभन अस्कात रथन महिशालव सीवत পর্যায়ও উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার৷ উহা বিশাসবলে অতিক্রম করিয়াছেন. তখন আমাদিগের জীবনে যে উহা আদিবে, তাহা আর অদস্কব কি ? ইদুপ পরীকা বিনাশের জন্ত নহে, জীবনকে উন্নত করিয়া দেওয়ার জন্ত সমাগত इया এইরপ আশাবাকা বলিয়া, প্রবছটি এই কথাজলিতে শেষ করা इडेशार्फ:--"वामवा वाकितिरमात उम्र कतिरमस. वच्छ: एरव कान अरबद कारव माहे। आध्या भका करत कहे विभिन्न खाटलाम करते. आध्या व्य अभागीत क्रिक क्षिया या हेटल कि. होति क्रिक अवर देवचक्रमीम धानानी। अहे नवीच्याय কাছারও কাছারও পতন হইবে, ইহা ব্ঝিতেছি। 'পরীক্ষাবাঞ্চন' অধার তুষ উডाइश लहेर्त. रा नम्भीक स्रतारिक शक्ति, उहा विविश कृष्टि स्राटिकम করিয়া বৃদ্ধিত হইবে। কেবল আমাদের ঈশবেতে প্রদৃঢ় বিশাস পাকুক, তাচার প্রেম ও ক্রণার বারংবার অন্ধীকারে বিশাদ ধাকুক। পাপ ও স্বার্থ-প্রভাকে যেন আমরা ঘুণা করি কিছু ভদপেক্ষা শতগুণ অধিক অবিখাসকে रश्म खात्र छत् । चुना कति । इस्तर्या, स्टब्ल । । । । । । स्टब्ल পূर्व इड्डेश आमामिरभन्न अक्रम मत्न कन्ना निक्त विखारण, आमारभन्न निक्त वरण অথবা নিজ্ঞাণে আমব। আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারি। কিছু বিশ্বাস ও ঈশবের মঙ্গলভাবে হল্পত বিনীত আগা সামাদিগের সাত্তাকে এখনও নবীভত করিবে, বল দান করিবে। অণিচ আমানিগের তর্মণতার ভিতর হটতে বন বৃদ্ধিত হটুৰে এবং পৰিত্ৰচিত্ততা, স্থানন্দ, শাস্ত্ৰি এবং নিতাকানের ক্লব ক্লব্ৰ ও সভ্যের মহিমা-বৰ্দ্ধনাৰ্থ অপবিষ্কভাবের স্থান অধিকার করিবে।" मध्यवासारमञ् अजीकातकरस वस्तरातक मध्या कीवस रेमवास्त्र केमानवा अवस्थित कविवाद करें।

কেশবচন্দ্র বরিলাল হইতে প্রত্যাগনন করিয়া, বর্ত্তমান রোগের প্রতীকারের
অস্ত্র ক্তন্ত্র ইইলেন। তিনি দেখিলেন যে, বন্ধুগণের মধ্যে জীবভ দৈনন্দিন

⁽ ১) ১০ই আবৰ (১৭৮৯ শক) (২-বে জুনাই, ১৮৯৭ খুঃ, রবিবার) এই ওছ বিবাহ শোল হয়। ১৭৮৯ শকের ২৭ সংখ্যা "ধর্মতত্ত" সঙ্কর।

উপাদনা প্রবর্ত্তিক বিতে না পারিলে, অবিশ্বাদ ও শুক্ষতা আদিয়া অল্পে অল্পে সকলের হৃদয় অধিকার করিবে। সকলের হৃদয়কে উপাদনায় প্রবৃত্ত করিবার ছন্ত এই সময়ে মিরারপত্রিকায় যে একটি প্রবন্ধ লিথেন, আমরা তাহার অন্তবাদ করিয়া দিতেতি:—

"ঈশবের গ্রহে এত আর্ত্তনাদ কেন্**ণ চারি দিকে উ**ন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, অথচ তন্মধ্যে বিলাপের ধ্বনি কেন ? সাঁয়ত্রিশ বর্ষ পুর্বেষ পবিত্র এবং পরিত্রাণপ্রদ ব্রাহ্মধর্মের বীজ যে বপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে প্রচর শক্ত উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের মণ্ডলী দেশের দূরতম বিভাগে পর্যাস্থ প্রবিষ্ট হুইয়াছে: এবং পরিবাদ্ধক প্রচারকগণের দুষ্টাম্ব ও উপদেশে, মুলভ मुरलात नांधात्र । तारकत উপযোগী পুश्चिकाञ्चठारत এवः अधान अधान मधावर्जी স্থানে সামাজিক উপাসনা-প্রবর্ত্তনে, আমাদিগের ধর্মের মূলতকণ্ডলি অধিক প্রিমাণে আমাদের দেশীয় সহস্র সহস্র বাক্তির জ্ঞান ও চরিত্র গঠন করিতেছে, এবং হিন্দু সমাজের মূল পর্যান্তও সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আন্ধ-সমাজের ইতিবৃত্ত-ভারতের সমাজ ও নীতি-সম্পর্কীয় নবজীবনদানার্থ ঈশ্বরের বিশেষ বিধাতত্ত্বে ইতিবৃত্ত। সমাজ আজ পর্যাস্ত যে কার্যা করিয়াছেন, কেবল তজ্জন্তই যে ইনি আমাদিগকে আনন্দিত করিতেছেন, তাহা নহে: ইনি আমাদিগের মনে আশা ও বিশাদ উৎপাদন করিতেছেন যে. ঈশ্বরের ক্রপায় ভবিয়াতে এ দেশ আরও উন্নত ও সংস্কৃত হইবে। যদি সমাজ বর্ষে বর্ষে পরিপুষ্ট এবং তংসহকারে ভারত উন্নত হয়, তাহ। হইলে এখানে ওখানে উহার কোন কোন সভা তাঁহাদিগের সাংসারিকতা, হুইতা, আত্মসংস্কারসম্বন্ধে যত্বের বৈফলা বিষয়ে কেন আক্ষেপ প্রকাশ করেন? এরপ গৌরবকর সাধারণ উন্নতির জীবনপ্রদ বাযুমগুলীর মধ্যে থাকিয়া, কোন কোন ব্যক্তির হ্বদয় কেন ছঃখভারাবনত এবং অবসন্ন ? এক দিকে উন্নতি, আর এক দিকে আকেপ, এই উভয় অবস্থার বিপরীত ভাব দয়া উদ্রেক করে। যাহার। এই অবস্থার দক্ষে সংযুক্ত, তাঁহাদিগের এবং সম্দার আদ্ধাণের উপকারার্থ ইহার অর্থ কি, বুঝান আবেশুক। অক্তাক্ত ধর্মসমাজের ক্তায় আমরা আজ পर्याच आमारतत मराउत रशीवत कतिग्राष्ट्रि, नियमवक उलामनानित अञ्चमत्रन করিয়াছি, এবং আমাদিগের পরিত্রাণ, দ্বিক্ষত্ব এবং করুণা সম্পর্কীয় মতের প্রামাণিকতাবিষয়ে প্রচুর প্রমাণে দার্শনিক চিস্তায় নিরত বহিয়াছি; কিছ আমাদের মতকে छीतनের ধর্ম করিতে অব্লই বতু করিছাছি। অনস্ত কালের লাভবিষয়ে আমাদিগের যথার্থ যা হয় নাই, এক্সন্ত আমাদিগের মধ্যে বাঞ্চিক প্রলোভন এবং গৃঢ় পাপের সঙ্গে সংগ্রামনামের উপবেধী সংগ্রাম কদাপি ঘটিয়াছে। পরিত্রাণপদ আন্ধর্ম যে প্রকার বিবেকাছমোদিত, কঠিন আপংসমূল প্রিত্রভার পথ অন্ধূরণ ক্রিভে বলে, দে প্রকার প্রতিক্ষন যে অনুধূরণ ক্রেন, তাহা মনে হয় না: কিন্তু প্রতিজনই আপনার আপনার মত ও সংখারকে সংসাবের প্রয়োজন ও রিপুলণের সলে মিলাইয়া চলেন। আমাদের সমান্ধ— আমরা অবশ্য তাঁহাদের কথা বলিতেছি না, থাহারা এ কথার মতীত—মনে হয়, विक श्राधकविचारमत् (Regenerating faith) প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই, প্রকৃতি বুঝা অপেকা উহার ভাবগ্রহণ আরও অল্লই করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঈদৃশ বিখাদের সকল সময়েই প্রয়োজন ছিল, বিশেষতঃ ভারতের বর্তমান অবস্থাতে তো আরও প্রয়োজন। কারণ এ সময়ে ধর্ষের উন্নতিসম্বন্ধে যে সাধারণ বিশ্ব আছে, তাহা ছাড়া দেশীয় সমান্তের বর্তমান পরিবর্তনকালে ভয়ানক পরীক্ষা এবং প্রলোভনের আধিকা হইয়াছে। যথার্থ আক্ষধর্মসম্পর্কীয় বিশাস ভিন্ন টহা কিছুতেই অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা নাই। এঞ্চট ঘাহারা এ সংগ্রামের সমকক আপনাদিগকে মনে না করে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে সংগ্রাম পরিহার করে, এবং বাহিরে ধর্মের প্রণালী ঠিক রাধিয়া আছে আছে সাংসারিক স্তথ ও শুবিধার জীবনে শ্বির হট্ছা বলে। এ কথা সত্য থে, ভাষাদের মতগত বিশাস ঠিক রাখে; কিছ ঈনুশ বিশাস জীবনহীন, বলশ্র এবং জানে স্বীকার মাত্র, জীবসু প্রিত্তাপ্রদ রুদ্ধের গভীর সংস্কার নতে। একপ বিশাস অল্লে অল্লে চলিয়। যাইতে পাবে, কোন কোন গুলে চলিয়াও যায়। বিশাদের এরপে ভিবোধান কেবল এছত নয় যে, হাদয় অগুসর চইতে না পারিছা পশ্চাল্যামী চইল: কিন্তু এট জন্তু যে, সাংগ্রিকভার জীবন অবশেষে জানকে প্রাস্ত কল্যিত করিয়া ফেলিল, এবং সংসার ও পাপের সেবা করিতে গিয়া বিবেকের আদেশ পুন: পুন: উল্লেখন করিতে লাগিল। ইছাতে এই হয় বে, ধর্ম ও নীতিসমুদ্ধে অবিধাস করে। আনহা এরপ দৃটার অবগত আছি যে, ব্ৰাহ্মগৃণ সংশয় ও অবিখাদে মগ্ন হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের কতক গুলি

এত দূর অধংপতিত হইয়াছেন যে, অসংতা এবং উচ্ছু-ঋলাচার তাঁহাদের অভ্যক্ত হইলা পড়িয়াছে। কত যুবক আহ্মসমাজের সহিত প্রথম যোগের সময়ে জলস্থ উৎসাহ এবং নৈতিক সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং দে সময়ে তাঁহাদিগের নিকটে সকলই নবীন, এবং নব্যভাবের ঔজ্জলো পূর্ণ ছিল। কিন্তু হায়। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাদিগের উৎসাহ তিরোহিত হুইয়া গেল, জাহাদের চক্ষে সমাজের চিত্তম্প্রকর্তশক্তি অন্তর্হিত হুইল, এবং জাঁহাদের হৃদয়ের উপরে আর উহার কোন সামর্থ্য রহিল না; কতকগুলি লোক সংশয় স্বাবা পরিচালিত হুইয়া জডবাদ এবং ক্মতিবাদে গিয়া পড়িলেন. আব কতকজালি লোক নৈতিক শাসনে আবদ্ধ না হওয়ায় সময়ের প্রচলিত পাপের সিকতায় জীবনতরী ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। এ সকল লোক কেন পথ হারাইল, 'পথভ্রাস্ত মেষষ্থ' কেমন করিয়া উদ্ধার হ'ইবে, আবার পুনরায় মেষাবাদে প্রত্যানীত হইবে, তাহা আমাদিগের দকলেরই পক্ষে অতাস্ত চিম্ভার বিষয়। এ চিম্থা—যাহারা পতিত হইয়াছে, কেবল তাহাদিগের সম্বন্ধে নহে— তাঁহাদিগের সম্বন্ধে, যাঁহারা দণ্ডায়মান আছেন: কেন না, কি জানি বা পতন হয়, এজন্ম তাঁহাদিগের সাবধান হওয়া উচিত। আমাদিগের মতে কেবল ব্রাহ্মগণের মধ্যে নয়, সম্গ্র পথিবীতে আ্থার পতন ও অবন্তির প্রধান কারণ জীবন্ধ বিখাসের অভাব। প্রকৃতিতে এবং ইতিহাসে ঈশবের বিধাতত্ত্ব সাধারণ ও বিশেষ আত্মপ্রকাশ সত্ত্বেও ঐ কারণ প্রবলরূপে কার্য্য করিয়। পাকে। আমাদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির জীবস্ত করুণাময় ঈশবেতে জীবন্ত বিশ্বাদ নাই, আমাদিগের মণ্ডলীর ইতিহাসে ঈশরের বিশেষ বিধাতত্ত্বের প্রকাশ যত জলস্ত জীবস্ত হউক না কেন, উহার দ্বারা কোন প্রকারে তাহার উচ্চীবিত অথবা উহার প্রভাবাধীন হওয়ার পকে উপযোগিত। নাই। অধিক कि, बह्मविश्वामी लाकिनिराग्त निकरि देनम श्रकान खरवाधा । এक्रमुह देनरत्त्र বিশেষ করণায় ব্রাহ্মসমাজ ক্রমিক অগ্রসর হইতেছেন, অথচ মঞ্জীর সাধারণ উন্নতি দেখিয়া, সাহদিক হইবার কারণ সত্ত্বেও, কোন কোন ব্রাহ্ম অধ্যাত্ম অবনতি, ভাবশৃক্ততা, সাংসারিকতার পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত আক্ষেপ করিতেছেন।

"হয়তো অনেকে এ কথা বলিতে পারেন, এ সকল বাক্তি তো বিশাস ও সাধুত্ব-বর্দ্ধনের জন্ম প্রতিদিন ঈশবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, অথচ ক্লডার্থ

হন নাই; তাঁহারা যে এ ধর্ম অবলখন করিয়াও ছাড়িয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া, নিরাশ হইয়া। ইহা ম্পট্ট প্রকাশ পাইডেচে যে, আছ্বধেছে যে কত কাঠিল আছে, তাহা তাহার। যথায়থ পরিমাণ করেন নাই, এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের ধর্মসীবন বালুকাম্য পত্তনভূমির উপরে স্থাপন করিয়াছেন: তাই যপন পরীকা সমুপদ্ধিত, তথন একেবারে সমস্কই ধৌত হইয়া বাষ। ব্রাহ্মধর্ম ছেলে থেলা নছে: পরিক্রাণের জন্ম প্রশাস্ত রাহ্মবর্মা নাই। শরীরের জন্ম, আত্মার জন্ম আহার্যাসংগ্রহ-সম্ধিক ত্যাগ্রীকার, প্রভত পরিশ্রম ও रेधरामहकारत प्राणात याप्र लाह्य एक लिया -- प्रक्रम करिएक हहेरत । এक चन्ही कारतत क्रिक উट्विकिए ভाবে ध्यान्नकारतत लाला विधा माधिक इच्च मा. অথবা কেবল প্রণালীগত প্রার্থনা--্যতবার্ট কেন নিয়মপর্বক প্রপ্রে উচ্চাবিত হউক না—সদয়ের গভীরতম স্থানে যে অপ্ৰিক্তা আছে, ভাছা ধৌত করিয়া ফেলিতে পারে না। আমাদের সংস্থার এই, এবং পৃথিবীর পরীক্ষায় ইচা প্রমাণিত চইয়া গিয়াছে যে, বিনীত ব্যাকুল প্রার্থনা এবং প্রলোভনের সঙ্গে নির্ভর সহিঞ্ভার সহিত সংগ্রাম, ঈশরেতে সম্পূর্ণ বিশাস ও আস্থার সহিত স্থালিত না হইলে, মহুয়োর শ্বন্ধ সে অবস্থান উথিত ত্ব না, ষাতাতে ঈশবের করুণা উতার ধিকত্ব সাধন করে। ইতা ছাড়া বাতা কিছ, সে সকলই বাজিক, প্রণালীবন্ধ, এবং যদি ইতার অধিক কিছু হয়, ভাষা হইলে ক্ষণিক উন্নতি এবং সাংসারিক ধর্ম উৎপাদন করিতে পারে: কিছ উচাতে যথাৰ্থ উন্নতি চটতে পারে না, বিখাস, প্রার্থনা ও সংগ্রাম বিনা পাপ হইতে মুক্তি হইতে পারে না। আমাদের বিশাদ ঈদুশ গভীর এবং অচকল. দ্ধত এবং স্বল হওয়া সম্চিত যে, কি জানসম্পৰীয়, কি নীতিসম্পৰীয়, কোন भवीकार देहा हेल्दि मा। विचान भवित क्रमध्य श्वयात महा हैहि अध्य দোপান, ঘাছার মধ্য দিয়া ঘোর পতিত পাপিগণ পরিয়াতা ঈশবের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে, এবং আর দকল উপায় যথন সক্ষণা হটয়া যায়, তথন উচা শেষ অবলয়ন : ঘিতীয়ত: পাপী সম্পূর্কণে ঈশবের উপর নির্ভর করিবে এবং উচ্চার পরিত্রাণপ্রদ কুপার কল্প প্রার্থনা করিবে; কেননা কুপার সহায়তা বিন। মহুবোর হত্তে কোন ফলোদ্য নাই। আশা, ধৈর্যা ও ব্যাকুলতা সহকারে দে নিয়ত প্রার্থনা করিবে, এবং যদি উদুশ প্রার্থনায় ঈশবের সাহায় না পার,

তবু ক্রমান্বয়ে প্রার্থনা করিতে থাকিবে। ততীয়তঃ আমরা যে জন্ম প্রার্থনা করি, তদমূরপ জীবন নির্বাহ করিতে যত্ন করিব। যে স্থলে আমাদের অভান্ত পাপে আমোদ আছে, তংপ্রতি হৃদয়ের অভিলাষ আছে, দে স্থলে প্রতিদিন কতক কণ প্রণালীবদ্ধ প্রার্থনা উচ্চারণ করিলে হইবে না। যথন গোপনে গোপনে পাপ পোষণ করিবার ইচ্ছা আছে এবং তিনি আমাদের সংশোধনের জন্ম যে প্রভাব বিন্তার করেন, তাহা কার্যাতঃ আমরা প্রতিরোধ করি, তথন ঈশবের নিকটে সেই পাপ হইতে পরিতাণ প্রার্থনা করা উপহাসের ব্যাপার। আমাদিগের ছষ্ট প্রবৃত্তি, কথা ও কার্যোর সহিত নিয়ত সংগ্রাম, এবং প্রতিবার প্তনের সঙ্গে উত্থান করিবার জন্ম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রার্থনায় কৃতার্থ ইইবার পকে একান্ত প্রয়োজন। যদি পরিত্রাণের এই তিনটি অবস্থাবলম্বনীয় অবস্থা আমরা লক্ষ্ম করি, ভাষা চইলে যে প্রণালীর ভিতর দিয়া ঈশরের রূপা আমাদিগের আত্মার উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা অবরুদ্ধ হইয়া যায়। কুপানিধান পিতা পাপ্রশ্বনম্কির সহায়তা করিতে সর্বলা প্রস্তুত। তিনি যে অবস্থাধীন হইলে অধ্যাত্ম আশীষ দান করিয়া থাকেন, দেই অবস্থাধীন হইতে ছটবে। আমাদের কায় পাপী সন্ধানগণের জন্ম তাঁচার পরিত্রাণপ্রদ করুণার ভাগ্রার সর্বাদা প্রমুক্ত রাখিয়াছেন। তিনি কেবল এই চান যে, ছার খোলা হয়, এক্স বিনীত ভক্তিভাবে আমর। বারে আঘাত করিব। 'অন্তেষণ কর, তোমরা প্রাপ্ত হইবে': যদি আমরা অম্বেষণ না করি, তবে কি প্রকারে প্রাপ্ত হটুব ? এ কথা সভা যে, মহুছোর উচ্চতম ইচ্ছার ক্রিয়াতেও পরিক্রাণ হয় না; ইহাও আবার শেইরূপ সভা এবং ধর্মের উক্ততম উপযোগিতার সঙ্গে স্থাপত বে, মানুষ না চাহিলে, ভাহার বিনয় ও ব্যাকুলতা না পাকিলে, ধে পাপে দে আবদ্ধ, তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্ত সরলভাবে বাস্ত না হইলে, क्रेबर काँकात आगीय मान करतन ना। आमता नारम बाच क्रेशाकि, अवः ব্রাধ্বধের প্রণালীমতে উপাদনা করিতে শিপিয়াছি, ইহা প্রচুর নহে; আমাদের ভাবে আন্ধা হওয়া সমুচিত এবং ভাবে ও সত্যে পূজা ও প্রার্থন। कता कर्खवा। आभाष्मत त्महे स्रोवस विचान शाका श्रामान, गाहात्उ আত্মা পৰিত্ৰ হয়, উন্নত হয়, সম্পূৰ্ণ নৃতন জীবন উংপন্ন হয়, এবং যে বিশ্বাস পাপত্র্বলতার প্রতিকৃলে আমাদিগকে নিয়ত জাগ্রং করে এবং অধ্যাত্ম উন্নতির নিমিত্ত অক্স উৎসাহপূর্ণ বন্ধ করিতে নিরম্ভর প্রবৃত্ত রাধে। উদৃশ বিধাসলাভের পক্ষে উধর আমাদিগকে সাহায্য কলন। বে সকল লোক উহার আপ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শোধন এবং দেশের পরিত্রাণের জন্ত, উদর তাঁহার বিধাত্ত্বের অধীনে ব্রাহ্মসমাজকে ক্রমিক সম্পন্ন কলন।"

यत्रिनात्म ও विविनोशुत्त पुरेषि आक्रियाव

কেশবচন্দ্র মিরারে এই প্রকার প্রবন্ধ লিখিয়াই নিশ্চেট রহিলেন না. ডিনি নিজগুলে বন্ধুবৰ্গকে লইয়া, নিতা উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ স₹ 🖼 বিশেষ বিবরণ লিপিবন্ধ করিবার পূর্ব্বে, এখনে সংক্ষেপে বরিশালগমনের সূত্রান্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। আমরা ইতঃপূর্কে লিখিছাছি, বরিশালে প্রচারক-গণের অবস্থিতিতে "একটি উচ্চবংশে ব্রাহ্মধর্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি(১) মচুসারে অতি সমারোহের সহিত বিবাহ হয়।" ফলত:এ সময় এ বিবাহটি একটি বিশেষ ঘটনা, কেন না এই বিবাহোপলকে নৃতনপ্রণালীর বিবাহপছতির প্রথম মভাদয়। এ বিবাহ যে অভি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল, ভাহাভেও কোন সংক্ষেত্নাট। কলার প্রতি শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় কেশবচন্দ্র এবং ভাঁহার বন্ধুবৰ্গকে লইয়া যাইবাব জন্ম স্বয়ং কলিকাভায় স্থাগমন করেন। ভিন ধানি বৃহল্লোকায় কেশবচন্দ্ৰ, ভাঁহার বন্ধুবৰ্গ এবং পাত্ৰ কলিকাতা চইতে বরিশাল যাত্রা করেন: নৌকাপথে বিশিষ্ট প্রকারের আহারাদির আহেয়জনে কিছুমাত্র ফটি হয় নাই। কেশবচন্দ্ৰ, ভাই প্ৰতাপচন্দ্ৰ এবং ভাই মহেল্লনাথ প্ৰাভৃতি সপরিবারে নৌকারত হটয়াছিলেন। এক এন সম্পন্ন ব্যক্তির পুতে বর্থন বিবাহোৎসব, তপন বিবিধ প্রকারের বাফ আঘোজন প্রচুর পরিমাণে ছউবে. ট্টা বলিবার অপেকা রাখে না। এ স্কল ব্যাপারাপেকা প্র্যাঞ্লে একটি ধনীর গৃহে আক্ষধশ্বের সমাক্ অধিকার-স্থাপন, একটি মহানদের ব্যাপার ছিল। সে দেশীয় লোকের মনে ভ্রাহ্মধর্মসহছে যে কতকগুলি অযুক্ত সংস্থার ছিল, ভাহা অপনয়ন করিবাব পক্ষে এ বিবাহ অনেকটা সাহাব্য করিবাছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঞ্চালার অধিবাদিগণের মধ্যে কেমন একটি গৃঢ় অসম্ভবি মনেক দিন হটতে আছে, এক মপরের আচার, বাবহার, ভাষার দোবাছসছান

^() अहे जाक्रविवाहनकृष्टि वर्षक्रकृष्ट २० मश्याह अहेवा ।

করিতে প্রবৃত্ত; এই বিবাহ বারা ব্রাক্ষাসমান্ত মধ্যে দে ভাবের স্রোত অবক্ষম্ব হইবার স্ত্রপাত হইল। এই বিবাহ ১৭৮৯ শকের ১৩ই প্রাবণ (১৮৬৭ খৃ: ২৮শে জুলাই) রবিবার সম্পন্ন হয়। বরিশালে কেশবচন্দ্র বকৃতা দান করেন। বকৃতা প্রবণ করিয়া লোকের মধ্যে কথা উঠিল, কেশবচন্দ্র অতি পুণায়া, রাজা রামমোহন রায়ের সমকালের লোক, অথচ একটি কেশও পক হয় নাই, দেহে এখনও ঘৌবনের ছবি বিভ্যান; তবে কেবল বয়দে চক্ষ্র জ্যোতি হ্রাস্থ হয়াছে বলিয়া চদ্মা বাবহার করিতে হয়। এইরূপ জনশ্তি চারিদিকে বিস্তৃত হওয়াতে, দলে দলে লোক আদিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। বাস্ত্রবিক এটি একটি তৎকালে কৌতুহল-জনক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। দে যাহা হউক, বিবাহাস্থে পূর্ব্ববং সকলে বর কন্তা সহ সপরিবাবে কলিকাভায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্থ মহাশ্যের কন্তা স্থর্ণলতা বস্থুজার সহিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত রুক্ষধন ঘোষের যখন বিবাহ হয়, তথনও সমারোহপূর্ব্বক কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ মেদিনীপুরে গমন করেন। দেখানে ইংরাজীতে "ঈশ্বব-প্রেম" বিষয়ে বক্তৃতা এবং গোপনিরিতে ব্রেমোপাসনা হয়!

বৈশিক উপাদনাংশ, "বিতীর পুক্ষে" আরাধনা, আরাধনায় 'উদ্ধন্দণাধিদ্ধন্ন' সংযোগ ভাজ মাদের (১৭৮৯ শক) (আগন্তী, ১৮৬৭ খুঃ) প্রথম হইতে প্রতিদিন্দ্র একত্র উপাদনা আরম্ভ হইল। কল্টোলাস্থ ভবনের তৃতীয়তলে কেশব চল্লের শয়নোপবেশনগৃহে, প্রথমতঃ "গৃহবেদী" (Altar At Home) গ্রহ হইতে এক একটী প্রার্থনা অমুবাদ করিয়া পঠিত হইত; কেশবচন্দ্র তদনন্তঃ একটী প্রার্থনা করিতেন। এইরূপ প্রতিদিনের উপাদনার দক্ষে দক্ষে কলিকাত আক্ষমমাজের আরাধনা হইতে আরাধনার ক্ষমহং পার্থক্য হইতে লাগিল আদিরাক্ষমাজের আরাধনা প্রথম (তৃতীয়) পুরুষে, কেশবচন্দ্রের আরাধনা মধ্যম (বিতীয়) পুরুষে আরম্ভ হইল। কেবল এই প্র্যান্থ ইইয়াই নিবৃত্ত হইলন। আরাধনার প্রথমে "সত্যং জ্ঞানমনস্থং" প্রভৃতি যে স্বরূপবাচক বৈদান্তবাক উচ্চারিত হইত, তংসক্ষে "ভদ্মপাপবিদ্ধম্" এহ বেদান্থবাকাটি সংযুক্ত হইল এই বেদান্থবাকাটি মহ্যি দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে কেশবচন্দ্র প্রাপ্ত হন।

व्यक्षक्रमंत्रतालमा, कृष्ट्यं क्षेत्रहम्बद्ध प्रकृषित्र निकृष्टे श्रमन

এ সময়ে ঈশবদর্শন জয়া কেশবচন্দ্রের বন্ধ্বর্গ অত্যস্ত লালায়িত হইলেন

তাঁহারা অনেক সময়ে আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া, ততীয়তল পূচে প্রায় সম্ম দিন ধ্যানাবস্থায় উপবেশন কবিয়া থাকিতেন। এক দিন সকলে কেশবচন্ত্ৰে ঈশ্বনদ্নির বিষয় জিজাগা করাতে, তিনি বলিলেন, ত্রন্ধদর্শন জন্ত ধর্মণিতা দেবেন্দ্রনাথ ঋষি আহা, তাহার নিকটে এ সহদ্ধে সকলের উপদেশ-গ্রহণ কর্ত্তব্য। এত বিচ্ছেদ বিরোধের মধ্যেও, কেশবচন্দ্র মহবির শীবনের বিশেষণ বিশ্বভ ত্রন নাই। তিনি তংক্ষণাথ মহবির সঙ্গে উপদেশ-গ্রহণের বাবস্থা করিলেন, এবং বন্ধবর্গেকে লইয়া কলিকাতা সমাজে গেলেন। তথায় তৃতীয়তল গৃহের খেতপ্ররনিশ্বিত চহরোপরি সকলে উপবেশন করিলেন। মহবি তাঁহালের সকলের সক্ষে উপ্রেশন করত, ব্লদর্শন কি প্রকার সহল ব্যাপার, ভাষা সকলের জনয়ক্ষ করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমত: ডিনি এক্ষণশনের উপ্দেশ্সবৰ্জন জন্ম কেশবচন্দ্ৰ বন্ধবৰ্গ সহ তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন ওনিয়া _ বিশ্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, 'ব্ৰহ্মদৰ্শন বিনা ব্ৰাহ্ম না; কি অছুত কথা, আজুও ভোমর! বুলুকে দেখু নাই ?' যখন কেছ কেছ বলিলেন, 'মহাশ্বু, আমরা তে। ব্রহ্মকে দেখি নাই,' তখন তিনি বলিলেন, 'হা, বাহারা এছকে দেখেন নাই, কিছু দেখিবার জন্ম বাাকুল, তাঁহারাও আছে।' মহবি চকু বিকারিত করিয়া, হত্তপ্রসারণপ্রক বলিতে লাগিলেন, 'এই তো চারি দিকে বুদ্ধ, বুদ্ধদৰ্শন যে অতি স্থদ্ধ, আমৱা নিয়ত স্থালোকের ভিতরে বাস করিতেছি, অপচ আমরা তে। আর নিরস্থর বলি না, এই স্থা, এই স্থা। ভাঁছার এই প্রকার স্বভোবিক ব্রহ্মদর্শনের ভাব দেখিয়া সকলে অবক इंडेरलन ।

এক দিন হাতার সংক্ষ কথা তইল থে, আরাধনা মধ্যে যে সমুদায় প্রক্ষত্রপ আছে, তরখ্যে পুণাযক্ষপ নিবিট নাই, সে অক্ষপসম্ভ কি কোন বেলান্তবাক্যা নাই । মহয়ি অমনি বলিয়া উঠিলেন, কেন আছে বৈকি—"শুদ্দপাপবিদ্ধম্"। এই কথার পর তইতেই "শুদ্দপাপবিদ্ধম্" বাক্যটি আরাধনায় সংযুক্ত তইল।

कल्टिलाइ माखाहिक देगामना

এই সময়ে কল্টোলাছ ঐ তৃতীয়তল গৃহেই সাপ্তাহিক উপাদন। ও উপদেশ হইত। সে সময়ে কেহ উপদেশ তত্তংসময়েই লিপিবছ করিতেন না। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাদনাস্কে, কথন কথন কয়েক দিন পরে, উহা লিখিয়া কেশবচন্দ্রকে শুনাইতেন, এবং দময়ে দম্মে ধর্মতত্ত্বে প্রকাশ করিতেন।
মিরারের যে প্রবন্ধটি অন্থবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তদন্তরূপ এই দময়ে যে একটি উপদেশ ("বিশ্বাদ" বিষয়ে) প্রদন্ত হয়, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

विश्वाम (১)

"ঈশ্রের রাজা শব্দেতে নয়, কিন্তু শক্তিতে"

"वर्ष वर्ष, मारम मारम, मश्चारश मश्चारश, मिरन मिरन बान्नममाञ शहराउदह, ব্রন্ধোপাসনা ও ন্তোত্র পঠিত হইতেছে, প্রার্থনা ও সঙ্গীত উচ্চারিত হইতেছে. অথচ হৃদয় দেইরপ পাপাসকট বৃতিয়াছে। সময়ে সময়ে পৌরলিকতাব পরিবর্ত্তে ব্রান্ধ অমুষ্ঠানও হইতেছে, কিন্তু আত্মার আর প্রকৃত পরিবর্ত্তন লক্ষিত इंडेर्डिइ ना। कथन छेश्माइ, कथन मौजन जात, कथन आमा छेलारा প्रतिभूत হইয়া সামাজিক, পারিবারিক ও নিজের উন্নতির জন্ম ব্যাকুলতা, কথন নিরাশ ও অহতমে নিমগ্ন হইয়া সম্পূর্ণ শিথিলতা; কখন অবস্থার অহকুলতানিবন্ধন হর্ষে স্বীধ্যভাবে ধর্মের জন্ম বলবতী ইচ্ছা, কপন অত্যাচার ভয় বিশ্ব বিপত্তি এইরূপ প্রতিকুল অবস্থাবশত: ভয় ও অবদন্ন হুদ্যে সম্পূর্ণ পতন। সাধারণ আন্দদিগের ও ব্রাহ্মসমান্তের অবস্থা এইরূপ। কোন স্বর্গীয় অবিচলিত, অচিন্তিত ও অসাধারণ ভাবের অভাবে, সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আলোক অন্ধকার, হর্ষ বিষাদ, স্থপ তঃপ, সভ্যোধ বিরাগ, উভাগ শীতলতা পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হুইতেছে। জগতের অধিকাংশ লোকের মধ্যেই এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তরের শাসন নাই, প্রকৃতির উপর আপনার কর্ত্ত নাই. আ্যা অবস্থার দাদ এবং স্থাধের প্রোতেই দর্মদা ভাদমান ৷ কেন এ প্রকার শোচনীয় অবস্থা হইল ? সংসারের সহিত সন্ধি করিয়া ধর্মপালন করিতে গেলেই. এরপ ফুর্দশায় পতিত হইতে হয়। রোগ সকল স্থানেই এক ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সকল ধর্মাক্রাম্ব লোকেই এ বিষম রোগে উৎপীডিত হইতেছে. ष्मवं प्रशास्त्र ष्मिकाः म नत्रनाती है अहै स्त्रालात इस इहेर्ड मुक्त इहेरात

⁽ ১) ধৰ্মতব্যের ২৭শ সংখ্যা এইব্যা এই উপদেশ "বিশ্বাস ও ভক্তিবোগ" নাবে পুস্তিকাকালে, ১৯৩০ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

অন্ত উদাদীন; বিশেষতঃ অনেকের নিকট এ রোগ রোগ বলিয়াই প্রতীত হয় না। এ অবছায় বিবেককে কেবলই ম্থ তৃংখেরই অন্তবতী হইতে হয়ৢ, সভাকে ফলাফলের সহচর হইতে হয়়। যাহা ম্থমনক, তাহা কর্বরা, যাহা তংশের নিদান, তাহা অকর্বরা; এইরূপে ম্থতৃংখায়্রোধে কর্বরাক্তিবার নির্দারণ হইয়াথাকে। অসীয় বিবেকের কিছুমাত্র আদের ও আধীনতা নাই, অথচ কপট ও শ্রুগর্ভ বাক্যে কর্বরার নির্দােশ হইয়া থাকে। ইবরেয় জয়্র সভা নয়, সভারে জয়ৢ সভা নয়, পাশে ইইছা থাকে। ইবরেয় জয়ৢ সভা নয়, সভারে জয়ৢ সভা নয়, ও শাশ হইতে মৃত্তিগাভের জয়ৢরও শভা নয়; কেবল আমার সাংসারিক লাভ ও সমৃদ্ধি, আমার ম্থ শান্তি, আমার সমাজের সহিত যোগ ও পরিবারবর্গের সহিত মিলন, ইহারই জয়ৢ সভা। রে উপায়ে এই সকল প্রাপ্ত হওয়া য়য়, ভাহাই সভা বলিয়া পরিগৃহীত হয়। মৃতরাং ঈবর আমার ম্থ শান্তির অধীন ও সাংসায়িক লাভের অধীন, ক্রহাই প্রমাণীকত হইতেছে। এইরূপ বিশ্বতাত্মা মহয়ু সংসারের সহিত ধর্মেয় কেমন করিয়া সন্ধি সংস্থাপন করে, তাহা দেখিলে বিশ্বমাপর হইতে হয়। বিষয়াসকি ও পাপ কি প্রকারে গুচুরূপে আত্মাতে কার্য্য করে, সকলেই প্রতীতি করিতে পারেন।

"মহন্ত স্থাসক হানত লইয়া ধর্মে প্রবৃত্ত হন বলিয়াই, তিনি কলাপি আর উাহার নিদিটে সীমার বাহিরে ঘাইতে পারেন না। কেই মনে করেন বে, আমি কেবল এইরূপ সতা পালন করিব, ঘাহাতে সমাজের নিকট পরিতার্ক ও নিন্দিত হইতে নাংহয়; কেই বা এইরূপ দ্বিরবিশাস করেন বে, ঘাহাতে পিতা মাতার নিকটে অস্থোহভালন হইতে না হয় ও ঠাহাদের সহিত বিজিন্ন হইতে না হয়, এমন ধর্মের আদেশ সকল প্রতিপালন করিব; কিছ বে সকল সত্যের জল্প বিজিন্ন ইইতে,ইয় ভাহা আমি চাহি না। বদি দ্বাচরণ করিতে গিয়া এমন অবস্থাতে পতিত হই, বে অবস্থায় অভি সামাল্ত আহার ও সমাল্ত পরিজ্বন পরিধান করিতে হয় এবং সামাল্ত গৃহে বাদ করিতে ও বদ্ধু বাছবের সাহারা ইইতে বিচাত ইইতে হয়, তবে আমি ধর্মের সে অক সাধ্ন করিতে গারিব না। দান করা কর্ত্তরা, কিছ বদি এমন সকল অবস্থা উপস্থিত হয়, যাহাতে হয়তো আমার সর্কবি লান করিতে ইইবে, ভবে আমার কি হইবে? নিভান্ত ক্ষিত্তরর মত ইইরা আমি চলিতে পারি না; অবক্ত এক্সশু লান করিব, যাহাতে আমার নিজের কোন কট হইতে না পারে। স্ত্রীকে প্রেম ৬ ভরণ পোষণ করিতে হইবে, ইহাতো ধর্মেরই আদেশ: কিন্ধ বিশাস ও ভক্তি সহ প্রতিদিন ঈশবের পূজা করিতে গেলে ও স্বীয় জীবনকে যথার্থরূপে পবিত্র করিতে হইলে, অনেক সময় আমাকে এমন সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে জীর শারীরিক ও মান্সিক উভয়বিধ স্বথের ব্যাঘাত হইতে পারে, অতএব আমি এরপ উপায় অবলম্বন করিতে পারি না। হয়তো স্ত্রীর পাপ দেখিয়া তাহা উন্লুলন করিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহার সহিত হৃদয়ের বিচ্ছেদ। হয়, কেবল বাহ্মিক বন্ধনমাত্র থাকে, স্থতরাং দে সকল পাপকে অমুমোদন করিতেও ভটবে। এইরূপে মুমুল্ল বিষয়াস্ফি ও স্থার্থপরতার সৃহিত ধর্মের মিলন করিতে গিয়া কেবল পাপহদেই দিন দিন নিমগ্ন হন। স্থাস্ক স্বার্থপর ব্যক্তিবা কেবল স্থাবিধা অন্তেমণ করে এবং এইরূপ স্থির করিয়া রাথে যে, যত দিন পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকেন, অথবা অক্যাক্ত প্রতিকৃল অবস্থা বিজমান থাকে, ততদিন আমরা কতক বিষয়ে বিবেচনা করিয়া চলিব; অবশ্যই করুণাময় ঈশ্বর আমাদিগের অবস্থা জানিয়া দ্যা করিবেন, কথনই পরিত্যাগ করিবেন না। ইছা যে কপটতা, তাহা বলা বাছলা। এরপ ধর্ম পার্থিব, মানবীয় ধর্ম, ইহার নাম কল্পিত ধর্ম। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মাক্রাস্ত লোকের মধোই এই কল্পিড পাথিব নীচ धर्म सम्मीभागान त्रश्चिग्रास्त कि शिक्त, कि शिक्त, কি মুদলমান, দকলের দামাজিক ও পারিবারিক উভয়বিধ জীবন এই কল্লিড ধর্মান্ত্রদারে অভিবাহিত হইতেতে। এরপ ভাব হইতে রাম্বেরাও নিছতি পান নাই: কিন্তু ইচাকে প্রকৃত বান্ধর্ম বলা যায় না, ইচা কল্পিত বান্ধর্ম। এ ধর্মের উপাক্ত দেবতাও কল্পিত। বিনি জীবন্ত পূর্ণ পবিত্র ও সকলের পরিত্রাতা, তাহার নিকট প্রতিষ্পাহে সমাজে বা প্রতিদিন গ্রহে অনেকে প্রার্থনা ক্রিতেছেন যে, 'ত্মি পাপ হইতে ও কপ্টতার হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। ভদ্ধ এরপ প্রার্থনা দ্বারা কি জীবন পবিত্র ও আ্যা কপটতাপ্ত ্হইতে পারে ৷ যথন হৃদয়ে পাপ ও কপটতা আচরণ করিবার জন্ম বলবতী ्टेका तरिवाहि, उथन या या शार्थना विकल ट्रेंटिंग, जीवाहि स्वात मत्मव कि? ্এই কল্লিড ব্রাহ্মধর্মে বাহিরের পবিত্রতা কিঞ্চিং পরিমাণে সাধিত হইতে ্পারে বটে, কিন্তু আত্মা অন্ধ যে পাপী, কল্যও দেই পাপী। অনেকে প্রথমত:

এই কল্পিড আন্ধর্শের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিরা, অভিশর ভূজশাগ্রন্ত হইয়াছেন। মতের ধর্ম, যুক্তির ধর্ম বলিয়া তথন ব্রাদ্ধর্ম মবলম্বিত ছইয়াছিল। বার্থপরতা, আসক্তি ও ত্রণ বেধানে উপাক্ত দেবতা, দেধানে कি কখন আত্মার পরিবর্ত্তন হইতে পারে ৮ ধর্মেতে দৃদ্ধি স্থাপন করা, আর সংসারের উপাদক হওয়া একই। এ রোগের মূল কোখার অবস্থিতি করিডেছে? আত্মার গভীরতম প্রদেশে অন্বেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীতি চইবে বে, একটি উৎके वाधि शृज्जात श्रविहे इत्रेश भावात ममनव अन्त कीर्न ७ इन्हेंन করিয়া ফেলিয়াছে। সে ব্যাধির নাম অবিখাদ, ইচাই আত্মার ভয়ানক পুর্গতি সাধন করিতেছে। ইছার উপলমের জন্ম বাছিক উপায় অবলয়ন করিলে हरेंदि ना। कान्छ এ রোগকে দুর করিতে পারে না, অভ্নানেরও কিছুমাত্র निक नारे, नृज উপাদনাও किছু कतिए भारत ना; (करन मिर प्रेयात -মুক্তিপ্রদ অভ্যাহ ও দয়াই এই রোগকে উন্মূলন করিতে পারে, গাঁহার কল্পায় পাবাণেও বীজ অন্করিত হয়, মক্তৃমিও সরস হয়। তিনি বিশাস প্রেরণ করিয়া হৃদয়ের সমুদায় বিকার দুর করেন! আমরা ইহাকে বিশাস শব্দে ব্যাখ্যা করিতেছি বটে, কিছু সাধারণতঃ যে অর্পে ইচা প্রচলিত চইয়া থাকে, তাহা হইতে সম্পূৰ্ণ বিভিন্ন। ঈশবের অভিন্ত, পরলোক, পাপপুণা, দুও পুরস্বার, মৃক্তি, প্রায়শ্চিত্ত, কর্ম্বব্যাকর্ম্বব্য প্রস্তৃতি কডকণ্ডলিন শুদ্ধ আন বিখাস নতে। ইচাব প্ৰকৃতি অন্য প্ৰকাব লক্ষ্ণ ছাবা বিবত চইতেছে।

"বিশাদ জ্ঞানও নহে, বৃদ্ধি বা যুক্তির ফলও নহে, হালঘের দৃঢ় ভারও নহে; ইহা আধাায়িক রাজ্যের ছার, যে ছার উদ্ঘাটন করিলে পেই রাজ্যের রাজার সহিত অবাধে সাক্ষাই হয়। ইহা আয়ার চন্দ্ধ, হাহা উদ্মালন করিলে উাহাকে জীবস্ত চৈতক্ত ও সদ্-রূপে দর্শন করা যায়। ইহা আয়ার উপজীবিকাও বল। 'ইহা প্রভ্যানিত বিন্ধের সারাংশ ও অদৃশ্ধ পথার্থের প্রমাণ।' ইহাতে শরীরের মৃত্যা, আয়ার জীবন; একের বলবীর্থাক্ষর, অপরের পূর্ণ রৃদ্ধি; একের অবসন্ধতার, অপরের প্রস্কৃত্যা; একের নৈরাক্ষ ও নিরানক্ষ, অপরের স্কৃত্যার ক্ষার আলা ও সদা আনক্ষ। ইহা আয়ার মৃত্যুক্তীবনী শক্তি। ইহার ক্ষার বৃদ্ধিরও নহেন, মৃক্তিরও নহেন, বিজ্ঞানেরও নহেন, তর্কেরও নহেন, প্রাণেরও নহেন, ইতিহাসেরও নহেন, ইহার ক্ষার জীবনের ইশ্বর ও কুদরের

ঈশব, যিনি পূর্ণ হৈতত্ত্ব, 'কালে সদা এখন, স্থানে সদা এখানে', যিনি জীবস্ত, জনস্ত ও সাক্ষাং প্রত্যক্ষ। বিশাসের উপাসনা চিস্তা বা আকম্মিক ভাবের উপাসনা নহে, যুক্তিসম্ভূত নিজীব উপাসনাও নহে, কিন্তু জীবস্ত দেবতার সহিত সাক্ষাং অব্যবহিত সজীব সম্মিলনের উপাসনা; ইহাতে অপূর্ণ ক্ষু আত্মা অনস্ত সাকরে নিমায় হয়, হৃদয় অন্তর্গাহ্ব উভয় জগতের সহিত সমস্বরে একীভূত হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে ব্যাকুল ও উন্মন্ত হয়। যেমন বীণাযম্বের সহিত অসুলির সংস্পর্শ হইলেই তানলয়বিশুদ্ধ স্থান্ত্র ধবনি উথিত হয়, তদ্ধেপ প্রকৃত উপাসনাতে আত্মার সহিত তাঁহার যোগ হইলে, ভক্তি ও প্রেম উচ্চুসিত হইয়া সম্দায় উপাসনাকে সজীব, স্বস্ব, স্থায়ী ও মধুর করে। বিশাসের এই সাধারণভাব।

"বিশ্বাস ঈশ্বরের সহিত আত্মার একত্ব সম্পাদন করে. তংকালে তাঁহার সহিত প্রকৃত মিলন হয়. বিচিচন ও স্বতন্ত্র ভাব চলিয়া যায়। তাঁহার ইচ্ছা আতার ইচ্চা, তাঁহার প্রেম হদয়ের প্রেম, তাঁহার দতা আতার জ্ঞান, তাঁহার ন্থায় আত্মার বিবেক একীভূত হইয়া যায়। সাধকের ইচ্ছা, প্রেম ও জ্ঞান তাঁহার পূর্ব ইচ্ছা, পূর্ব প্রেম ও পূর্ব সভ্যের অধীন হয়, তথন অন্তরে আর বিরোধ থাকে না. ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য এক হয়, প্রেম ও পবিত্রতা এক হয়, জ্ঞান, ভাব, প্রেম ও ইচ্ছা, পরস্পর সকলের মিলন হয়। ইহাই আত্মার নির্কিরোধ ও শাস্তির অবস্থা। মহয়ত্বদয়ের যে স্বর্গীয় উচ্চতম শান্তি স্পৃহণীয়, তাহা এইরপ বিশ্বাদের অবস্থাতেই সংদাধিত হয়। এথানে আদিলে আর বিচাতি नाई, गुक्रस्कम এक्कारत थाक ना। इंटाई **स्क्रियात। এই स्क्रिया**ल উদারতার জন্ম হয়। এই খানেই হিন্দু মুসলমান গ্রীষ্টীয়ান আদা সকলেই এক ভাবে ও এক অবস্থায় হন্তে হন্তে স্বন্ধে স্বন্ধে সন্মিলিত হন। বাহিরে ঘোর-তর বিরোধ ও অশান্তি, মত লইয়া, ভাব লইয়া ঈবা, বেষ, হিংসা চলিতেছে: কিন্তু এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ নৃতন রাজ্ঞা প্রতি দিনই নৃতন, উপাসনা পুরাতন হয় না, সতা পুরাতন হয় না, ঈশবের নামও পুরাতন হয় না: কিন্তু দিন দিন নৃতনত্ত্বেরই আধিক্য হয়। এই অবস্থাই আন্তরিক আদর্শ-ব্রাহ্মসমাজ, এতদমুরণ বাহিরের ব্যাপার স্বরূপত: ব্রাহ্মসমাজ। মিলনের অবস্থাতে উপাস্ত উপাসকের ইচ্ছার একত্ব হয়, এজন্ম ভব্কিভাঙ্গন মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন, 'আমি ও আমার পিতা একই'।

"বিশাস আত্মাকে ঈশবেতে জীবিত রাখে। জল বার ও আছারে শরীর সমীব থাকে, আত্ম ভক্তি, প্রেম ও পবিত্রভাতে জীবিত থাকে। অল বাছ আহারাভাবে কি শরীর পৃতিগৃদ্ধি হয় না ৪ ভক্তি আহাকে স্থীব করিয়া ঈশরের জন্ম প্রতিনিয়ত উন্মধ রাখে: তথনই সাধকের 'প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন' এই বাক্যে তাঁহাকে সংখাধন করিতে অধিকার হয়। এই **জন্ম প্রভা**শাদ মহিষ হৈতক্ত ধ্বন ভক্তি ও প্রেমের অভাব উপলব্ধি করিভেন, তথন হত্ত পদ আক্ষালন করিয়া লক্ষরপাসত মতার জন্ম উত্তত হইতেন; কখন বা সাগরে अम्लाश्चामान, कथन इंडरल भागाणि, कथन हाहाकात कतिया कम्मन, कथन বা চীংকার কবিতেন। এই অবস্থাতেই শারীরিক মৃত্য হয়, বাছ কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, তথন প্রলোভন সাধুবল বিধান করে, ভক্তি আছার, প্ৰিত্ৰতা নি:ৰাস ও প্ৰেম ব্ৰক্তস্কালনজিয়া হয়। ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনের অবস্থা। আত্মা নিয়ত অন্তর্জনতে বাদ করে, কার্বের জন্ম এই মর্ব্যলোকে ভ্রমণ করে। এ সময়ে জনমু সর্বাদা পরিপূর্ণ থাকে, আবার প্রতিনিয়ত ক্র্ধার্ত্ত হয়। এ অবস্থায় অসত্যের সহিত সন্ধি থাকেনা স্বধের সহিত কি সংসারের স্থিত, অর্থের স্থিত কি মুখুরোর স্থিত, কাহারো স্থিত আরু স্থিবজন হয় নাঃ এক স্থানে নিয়ত অব্দ্বিতি করিতে আয়োর আর ইচ্ছা হয় না. কারণ এইরূপ অবস্থিতিই আয়ার বিনাশ ৷ 'বর্গন্ধ শিতার ক্রায় পূর্ণ হও' এই সভা অফুসারে জীবন সর্বাদা কার্যা করে। পতা তথন আয়ার প্রকৃতি হট্যা পড়ে. ইছা মার পুথক ভাবে থাকিতে চাহে না : এইরূপে দতা, প্রেম, প্রিক্তা ও ভক্তি হইতে মাহা মার বিভিন্ন হয় না। উন্নতিই এ অবস্থার প্রাণ চয়। সন্মুখে क्रमस्भागत विखीर्ग, द्रेनरतत बङ्ग कक्ष्मा भाषरकत क्षम बाना । व बानस्क উংফল্ল করিয়া, তাহার দিকে অধিক পরিমাণে অগ্রসর করিবা দের। কতক-গুলিন সীমাৰ্ছ ভাবে তিনি নিশ্চিম্ব থাকিতে পারেন না. কিছু সত্তার অসীম পথে দিন দিন অগ্রস্ব হন।

"বিশাস আর্থপরতাকে বিনাশ করে। আশনার আর বতর আধীন ইচ্ছা থাকে না, যাহা উপরের ইচ্ছা, তাহাউ আমার ইচ্ছা হটবে। আমি বরং আমার নই, দেহ মন আত্রা সকলই তাহার। 'অর্থনাশস্ত বৈরাগ্যং,' তথন সম্পূর্ণরূপে আর্থ বিনাশ পাইরা ভ্রদ্যে প্রকৃত বৈরাগ্য ছাণিত হয়। মৃত্যুচিত। সংসারত্যাগ প্রভৃতি যে সকল কল্লিত বৈরাগ্য, তাহা বিলুপ্ত হয়। আত্ম আপনাকে প্রমাত্মাতে উৎস্থ করে ও অনীনসত্ত হয়। আপনার ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জ্বন্স আর প্রবৃত্তি জন্মে না। ইহাই সম্পূর্ণ তাঁহার অধীনতার অবস্থা। এই সময়েই তুই পরস্পর বিরোধী স্বাধীনতা ও অধীনতা একত্র বাস করে। ইহারই নাম প্রকৃত বৈরাগা। এ বৈরাগা জ্ঞানালোচনা বা বিভাভাাদের ফল নতে, কিন্তু ঈশ্বদত্ত ভাবের ফল, যাহা ভব্তি প্রেমের রূপান্তর মাত্র। 'অধ্যাত্মবোগাধিগমেন দেবং মতা ধীরো চর্যশোকে জহাতি.'—'ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দারা তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া হর্ব শোক হইতে বিমৃক্ত হয়েন,' তখন হুখ ছাখ এক হইয়। যায়। হুখে যেমন তাঁহার করুণা, বিপদ ছাখ যন্ত্রণায়ও সেই রূপ তাঁহার করুণা; এই বিপরীত অবস্থার কিছুই পার্থক্য নাই। তংকালে সাধক শত শত সাধুগুণের জন্ম প্রশংসা ঈশবেরই গৌরব-প্রচার মনে করেন: তিনি জানেন যে, বছমলা দানের জন্ত কি লোকে গ্রহীতাকে প্রশংসা করে, না দাতাকে প্রশংসা করে? সে প্রশংসাতে তাঁহার কিছ মাত্র অধিকার নাই। এই অবস্থাতেই তুঃধ স্থাধ, শোক আনন্দে, বিপদ সম্পদে, কন্টকশ্যা পুম্পশ্যায়, শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হয়। এইরূপ বৈরাগীর আবা ঈশবের জন্ম রাশি রাশি অভ্যাচার আনন্দদ্ধারে বহন করেন, অবশেষে ডক্ষল প্রাণ দিবার সময়ে এই বর্গীয় বাকো প্রার্থনা করেন, 'আমার ইচ্ছা নয়, কিছু তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক'। এই জন্ত মহবি ঈশা মৃত্যুর পূর্বের এরপ বাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সময়েই সাধক প্রকৃত বিনয়ী হন। বৈরাগ্য না হইলে, আপনাকে অস্থীকার করিতে না পারিলে, স্বর্গীয় বিনয়ের সম্মাবনা নাই। এই বৈরাগ্য আহ্যাকে নিয়ত প্রলোকে অধিবাদ করায়। এ দময়ে প্রলোক আর প্রহেলিকা বোধ হয় না, উহা হদিস্থিত পূর্ণ আদর্শের সহিত অহুস্থাত হয়। তখন প্রলোক হদেয়ে, वांहित्त नम् : मानवित्मय वा व्यवमावित्मय भत्रताक नत्ह. कि स व्यनस सीवन-লাভই ইহার অবস্থা। সময়ের বাবচ্ছেদ চলিয়া যায়, ইহলোক পরলোকের विভिन्न । कीवान जात कात कात कात कात करका प्रेमन भारक ना. तम्हे कीवन-দাতার উপরেই অপিত হয়: স্বতরাং কি আহার করিব, কি পান করিব বলিয়া তাঁহাকে আর চিন্তিত হইতে হয় না। এরপ গণনা অবিশাদীদিনের। তাঁহার

নিকট একাহার বা অনাহার উভয়ই মঞ্চলের ব্যাপার: তিনি জানেন, বিশাধিপের সম্ভান হইয়া আমার আবার আহারের ভাবনা? যথন এইরূপ বিশাস হয়. তথন আত্মা ঈশবকে পূর্ণপুরুষভাবে দর্শন করে, কেবল জ্ঞান ও প্রেমের আধার জ্ঞান করে না। এইরপ বাক্তিগত দম্বন্ধে আবন্ধ হইলে, এক অভূতপূর্কা শুলীয় আধাাত্মিক আকর্ষণে আরুষ্ট হইয়া দ্রদয় চমংক্রড ও উন্মন্ত হয়, ঈশবের সাক্ষাং নিয়ত বিজয়ানতারণ অগ্নিপ্রভাবে আত্মার সমস্ত পাপ দম্ম বিদ্যা হইয়া যায় ও তাঁহার জীবস্ত জলস্ত আবির্ভাবে ইহা পুনজীবিত হয়। তিনি তথন সাধকের আত্মাতে আবিভৃতি ও অবতীর্ণ হয়েন। ইহাই আত্মার পরিবর্ত্তন, हेहाई चाबात नवकीवन, हेहाई चाबात विकाबा हखा, हेहाई चर्गतात्का প্রবেশ। তথন পুরাতন মহয়ের মত্য হয়। আলোক উত্তাপ এক্তিত হইয়া व्याचारिक व्यात्माकिक ल देश करत । उथन कथन व्यात्माक कथन व्यक्तकात, কথন উফ্চতা কথন শীতনতা, কথন বিষয় ভাব কথন প্রফুল্লতা, কথন শোক ক্রম আনন্দ, ক্রম নিরাশা ক্রম আশা. এ প্রকার অবস্থা চলিয়া যায়: নিয়তই আলোক, নিয়তই উঞ্চতা, নিয়তই প্রফল্লতা, নিয়তই আনন্দ ও নিয়তই আশা। ইহাই প্রকৃত মিলন, ইচাই অধায়েযোগ। প্রতিক্ষণে আত্মা ধর্মোয়ত. প্রতিক্ষণে স্বর্গীয় উৎসাহে উৎসাহী। এই সময়ে হৃদয় প্রতিনিয়ত ঈশবের আসন, বিশাল বিশ্ব উচ্চার মন্দির, সমস্ত মানবজাতি উচ্চার সন্ধান এবং তিনি এই বিশ্বগৃহের পিতা। তপনই আয়া বলে, 'আমি তোমাতে ও তুমি আমাতে'। এই সময়ে আতা ক্ষু শিশুর জায় সরল নির্দোষ নিক্সম্বভাব হয় ও দর্ম স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। দেই স্বায়ী উরারভাই সাধকের चारश्चात अवश्वा, डेटार्ट डाराव वल ५ (मीन्स्वा, भीवन ५ (भाष्टि। वासात মন্তক ঠাতার প্রান্ত তয়, বারের বল ঠাতার নিকট প্রাপ্ত হয়, শত শভ মুদুখা তাচার আলোকে আলোকিত হটনা উন্নৱভাবে তাহার শেবক হয়। এই উন্মত্তাই ভাতার সন্দয় জয়ের কারণ। এ বল পৃথিবীর নয়, কিছ অংগ্র। অগীয় ধংকার এতাবলৈ তাহার হৃদিখিত অগীয় আদর্শ অব্যাহতকশে সুক্ষ হয়, বিশ্ব অভ্যাচার নিন্দা অপমান বা মুতা সেই আদর্শকে দচরূপে সং-खान्त करत । विशायत, धनवन, खानवन, बाखवन, राष्ट्रवन, भक्न वन छैश्रिय निकंग्रे हर्न इहेबा याब, में जा बीबश्रहार्य छेनिक इहेबा मकरने छेनेब स्वाछि

বিকীর্ণ করে। ধর্মপ্রবর্ত্তক দেব পুরুষদকল ঈশবেরই আদেশে স্বর্গরাক্ষা স্থাপন করত, এইরণে তাহার ইচ্ছা সম্পন্ন করিয়া, উপযুক্ত সময়ে এই পৃথিবী হইতে অবস্থত হন। মৃত্যু তাহাদিগকে প্রকাশিত করে, তাহাদের ভাব আর গোপন থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে যে অপমান বা নিন্দা করিয়াছিল, দে প্রশংসা করিতে বাধ্য হয়; যে অত্যাচার করিয়াছিল, দে ভক্ত হয়; যে প্রাণ বিনাশ করিতে উত্তত হইয়াছিল, দে শিশু হয়। 'বিশাস মহত্যের জ্ঞানে অবস্থিতি করে না, কিছু ঈশবের শক্তিতে অবস্থিতি করে', এই সত্য প্রকাশিত ও সফল হয়। 'বাক্যে ঈশবের রাজ্য নাই, কিছু শক্তিতেই ইহা বিজ্ঞমান থাকে', এই সত্য মৃত্যুকে বহন করিয়া মহন্থ স্বর্গরাছ্যের আরে উপস্থিত হন।

"যদি পরিত্রাণ লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, যদি সম্পূর্ণরূপে দেই একমাত্র প্রভূ প্রমেশ্রের উপাদক ও দেবক হইতে অভিলাধ হয়, তবে এইরূপে তাঁহাকে বিশাস করিতে হইবে। এইরূপ বিশাস্ট মন্ত্রাকে নবজীবন প্রদান করে। কে অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে চাহেন? কে ভক্তির ধর্ম ও পরিত্রাণের ধর্ম লাভ করিতে চাহেন? যদি কেহ চাহিতেন, তবে কি ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্ম-দিগের এ প্রকার অবস্থা হইতে পারিত ? হে ব্রাহ্মগণ, কল্পিত ধর্ম লইয়া সন্ধট্ট হইতে কি এখনও ইচ্ছা হয়? ব্ৰাহ্মধৰ্ম বৌদ্ধধ্ম নহে: কিছ ভক্তি, প্ৰেম ও পরিত্রানের ধর্ম। স্থান্যের স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্ম সকলকে তাঁহার করুণাতে সম্পূর্ণ বিশাস করিতে হইবে। 'অবিশাসী ব্যতীত কেহই তাঁহার করুণায় নিরাশ হয় না।' তাঁহার দয়াতে অবিখাদই আত্মার মৃত্য। বিখাদপূর্ণ ক্রদয়ে তাঁচার নিকট প্রার্থনা করিলে, ভক্তি বল আনন্দ ও আশা সকলই মৃদ্ধে দ্ধারিত হয়: কারণ 'বাহারা তাহাতে বিশাস স্থাপন করেন, তাহারা প্রভারিত হইবার নহেন।' তাহার নিকট প্রার্থী হও, তিনি দান করিবেন: প্রার্থনাবার। কদয়ের সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বাক্য অলকার নহে, ইহা বাস্তবিক সভা। যিনি পথিবীতে এ পর্যান্ত পরিত্রাণ পাইয়াছেন ও ভক্তিলাভ ক্রিয়াছেন, তিনিই প্রার্থনাত্রপ এই স্বর্গের ছার দিয়া ঈশ্রের নিক্ট গমন করিয়াছেন। ঈশ্বর আমাকে ভক্তি ও পবিত্রতা দিতে পারেন না. এই বলিয়া বিনি অবিশাস করেন, তিনিই ধর্মের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করেন। হে অবিবাসি আত্মন, যিনি ভিক্তকর স্বায় বারে বারে সকলের হৃদয় চাহিভেছেন,

যাহার কঞ্পার বিশ্রাম নাই, রোগে শোকে বিপদে ত্থেও নিজায় সকল অবস্থাতে যাহার কঞ্পা, এই সমন্ত জীবন যাহার বিশেষ অন্থগ্রের দান, তাহাকে কি তুমি সর্বস্থ বলিয়া বিশাস করিতে শীর না! প্রত্যুত কঠোর-ভাবে কি তাঁহাকে হলঃ হইতে তাড়াইয়া নিবে! যনি কেহ পরিয়াণ চাও, তবে অগ্রে তাঁহাতে বিশাস স্থাপন কর, কারণ 'মহুগ বিশাস স্থারাই পরিয়াণ লাভ করেন'।"

रिविक উপাসনার পূর্ববিশ্বার বিপরিংর্ত্তন ও ভক্তির সঞ্চার

এই সময়ে প্রাত্যহিক উপাসনা দারা কি প্রকার বিপরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল, প্রদর্শন করিতে গেলে পূর্ব্বের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিতে হয়। ভাই প্রতাপচন্দ্র নভ্যমার পূর্বাবস্থা তাঁহার পত্তে যে প্রকার প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তংপরে তিনি এ সময়ের অবস্থা দেখিয়া যাহা লিশিবন্ধ করিয়াছেন, এ তুই পার্থাপার্থি স্থাপন করিলে, সকলে অবস্থার পরিবর্ত্তন বিশক্ষণ হলমক্ষম করিতে পারিবেন। অতএব ভাই প্রতাপচন্দ্রের পত্র, কেশবচন্দ্র-প্রদেষ্ট প্রতাপচন্দ্রের উত্তর, * এবং পরবর্ত্তী অবস্থা-দর্শনে ভাই প্রতাপচন্দ্রের তত্ত্পরি মন্তব্য আমরা নিম্নে অঞ্বাদ করিয়া দিতেতি।
"প্রিয় কেশব্র.

"আমার নিকট হইতে পত্র পাইবার তোমার অধিকার আছে, কিছু জানি
না, আমার এ পত্র তোমার কি উপকারে আমিবে। আমি এখানে ডোমার
উন্থানে বাদ করিতেছি, এবং তুমি যে আমায় উন্থানে বাদ করিতে দিরাছ,
এজন্ত আমি ডোমায় ধন্তবাদ দি। যে কোন স্থানে আমি থাকি না কেন,
আমার নিকট দব সমান। রোদন আবেদনে আমি পরিআছ হইয়া পড়িয়াছি,
এজন্ত আমায় লজ্জিত হওয়া উচিত। কিছু হৃদ্দের পূর্ণতা হইতে মুধ কথা
কয়। মনে হয়, সর্কাণ বিনাশ বা উজার বিনা আর কিছুতেই আমার উপকার
সাধন করিতে পারে না। ইহাকে অধৈষ্য বলা যাইতে পারে। ভাল কার্য্যে
বৈধ্যা ভাল, মন্দ কার্যে ধৈষ্য কি ভাল তি ধৈষ্যাপেক্ষা অধৈষ্য কি কোন সময়ে
ভাল নয় তি আমার এই ত্রায়া আ্যার সক্ষে আর ধৈষ্য ধারণ করিয়া থাকিতে

[•] From 'The Faith and Progress of the Brahmo Somaj'—by P. C. Mozumdar, PP 102-104, (2nd Edn. 1934)

शांति ना। मृजुा, आमात वना উठिত नर्सथा विनाम, हेश आरमका छात। কার সঙ্গে ধৈর্যাধারণ? নিজের সঙ্গে আমি ধৈর্যাধারণ করিয়া থাকিতে পারি. তাহার অর্থ এই যে, আমার তরবস্থাপন্ন নিন্দিত পাপাবস্থায় যত দিন ইচ্ছা, তত দিন থাকিতে পারি। ঈশ্বর কঠোরহাদয় বিদ্রোহীর মাথা তথন তথনি বক্স নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করেন না। আমি ধৈর্ঘ্যের ভাগ করিতে পারি এবং এ অবস্থায় আমার নিজের নিকটে পর্যান্ত আমার অহুপযুক্ত জীবনের আলস্ত, ইন্দ্রিমপরায়ণত। এবং অকর্মণ্যতা আচ্চাদন করিয়া রাখিয়া, অপরের নিকটে मुथ वाज़ारेशा ठी थकात कतिया विलिट्ड भाति-देश्शा, देश्शा, देश्शा, किस দিদৃশ নির্লজ্জ মৃঢ়তার দোষকালন কিলে করিবে ? আমি আমার প্রতি ধৈর্যাধারণ করিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু আমার প্রতি কে ধৈর্যা ধারণ করিবে? তুমি কি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে, ভাইয়েরা কি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন. জীবন ও মৃত্যু কি আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে? এত কার্য্য বাকি রহিয়াছে, এত কর্ত্তব্য অনিপন্ন রহিয়াছে, যথার্থ জীবন আক্তত আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু সময় বহিয়া ঘাইতেছে-মৃত্যু নিকটবভী। সে কেমন করিয়। ধৈর্যাধারণ করিয়া থাকিবে, যে মৃত্যুমুখে নিপ্তিত । এক দিনের শ্রমের উপরে অনস্তকাল ঝুলিতেছে। তবু আমি নিদ্রিত, তবু আমি যথেছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত। ও কেশব, হয় এখন, নয় আর কখন নয়। আমাকে মৃক্ত কর, কোথায় এবং কিদে মৃক্তি, আমায় বল। জীবনের সমগ্র কাজ সম্মুধে লইয়া আমি এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এই চ:খভারগ্রস্ত অধ:পতিত পাপীকে ঈশর করুণা করুন।"

"ভোমার স্নেচের

a-----

কলিকাভা, কোলুটোলা, ৮ই জুন ১৮৬৭ খৃঃ

"প্রিয়—,

"আমি তোমার পত্তের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু আমার সন্দেহ, ভোমার বর্ত্তমান চিত্তের অভিরতার অবস্থায় নামি যাহা ব্লিব, তাহাতে

তোমার সম্ভৃষ্টি ইইবে কি নাগু তোমার অস্তরের সংগ্রাম ও প্রলোভনের যথার্থ ই অতি ক্লেশকর ছবি তুমি চিত্রিত করিয়াছ, এবং এ ছবি এমন ঠিক জীবস্থ যে, প্রতিসমপাপীর সহামুভতি উদ্দীপন না করিয়া থাকিতে পারে না। আত্মা দিন দিন পাপে মগ্ন চইতেছে, এ বোধ নিশ্চয়ই অতি ভয়ম্বর এবং (क्रमकतः, विभर ७ (क्रम चात्रछ वाट्य. यथन भतिकाटनत विषयादश्यरण नितामा উপস্থিত হয়। কিন্তু তুমি কি জান না, ঈশরের স্লেহ অনন্ত এবং অতি অধম भाशीत्कछ जिनि भतिजान करत्न? **डाँ**हात कक्षनात उभरत सुनुष्ठ विश्वाप्त कत्, অবসন্ন হইও না; তুমি দে কঞ্লাকে অস্বীকার করিতে পার না, ব্রাহ্মধর্মের পরিত্রাণপদ শক্তি তুমি অস্বীকার করিতে পার না। কারণ তুমি নিজেই বলিয়াছ, "অধঃপতিত চইতেছি," ইহা দারা ত্যি পাকতঃ শীকার করিতেছ, हेचत् अवः बाक्षस्य रहामाम् अक समस्य উन्नजावश्वाय উरवानन कतिमाहिरनन . এবং অস্ততঃ কিছু কাল ভোমায় দে অবস্থায় রক্ষা করিয়াভিলেন। যদি এ কথা সতা হয় যে, তুমি এখন যেমন অফুডব করিতেছ, এমন আর পুর্কে কখনও অত্তব কর নাই, বল কোন উপায় তোমায় দক্ষীবনের প্রারম্ভের কয়েক বংসর ভাল অবস্থা অমূভব করাইয়াছিল! এ কথার উত্তর মামি দিতে চাই না, ত্রিট দেবে ৷ উশ্ব এক সময়ে তোমায় সাহাযা করিয়াছেন, এপন কেন তিনি তোমায় সাহায় করিতেছেন নাপ যে একটা মনের অবস্থায় তিনি ঠাতার ক্রণা ব্রণ করেন, উতা বিশাস অপ্রাবাধাতা। আমাদের পাপ ও তুইতা যন্ত বড় কেন হউক না, যদি আমর। কেবল তাঁহাকে আমাদের প্রভ विलया श्रीकात कति, यादा किছ आभारतत श्रायाकन, मकलहे जिनि निरवन। কিছু যুগন আহমার উপস্থিত হয়, তথন বিশাস অন্তহিত হয়: বিশাস নীঞ-লোককে উন্নত করে, অহম্বার উচ্চতমকে নিমে নিক্ষেপ করে। তুমি বলিতে পার যে, আমি আমার অহতারকে বশে আনিতে পারি না, আমাকে ধুলিতে প্রণত করিয়া ফেলা এবং তদনস্তর উত্থাপন করিয়া নবজীবন দান করা ঈশতেব কার্য। আমি স্বীকার করি যে, কোন কোন সময়ে এমন ঘটে যে, একটা ঘটনা---বাহাকে আমরা ঈশরের হস্তক্ষেপ বলি --পাপীর ভাদরের অহঙার বিদ্রিত করে, ভাহাকে বিনীত করে, এবং সে ব্যক্তির নিজের সমধিক প্রয়াস বিনা তাহাকে বিশোধিত করে। কিন্তু তোমার এ কথা স্বরণে রাখা

উচিত যে, আরম্ভই শেষ নহে। ঈশরের পবিত্র প্রভাবের ক্রিয়াকে নিরবচ্ছির ৰাখিতে গেলে, সংশোধিত পাপীর ক্রমান্ত্রে ক্রিয়াশীলতা, জাগ্রনবন্ধা, যন্ত্র এবং मः शास्त्रत প্রয়োজন। यमि কথন অহতার আত্তে আতে ত্বদরে প্রবেশ করে. बादः हेम्बत इटेट्ड हिन्दर्क मृद्रत लहेया याय, तम याहा टेक्हाभूक्वक हाताहेबारह. ভাহাকে তাহা ইচ্ছাপুর্বক পুনরায় লাভ করিবার জন্ত যত্ন করিতে হইবে। আমি জিজ্ঞানা করি, আমাদের অনেকের সম্বন্ধে কি এইরূপ নহে ? ঈবর তাঁহার করুণাধিকাবশতঃ আমাদিগকে অনেক দান দিয়াছিলেন, কিন্তু অহধার-পুর্বক আমরা কেন দে সকল অগ্রাহ্থ করিলাম ? নিশ্চয়ই আমাদিগকে এ অন্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এবং হারান সম্পং পুনরায় লাভ করিবার शुर्ख आमामिशतक अत्नक दक्षण ७ भत्रीकात छिउत मित्रा गाइराउ इहेरत। অপিচ আমাদিগের হৃদয়কে পুনর্কার ঈশরের শ্বনিত এবং প্রভাবের অধীন করিতে হটবে। অনেকের ধর্মজীবন ক্লেশকাঠিতো আরন্ধ হয়। তাঁহার। যথন ঈশবের সাহায্য পান, তথন তাঁহার। উহার মূল্য বোঝেন, এবং যত দুর পারেন, উহা অবিচ্ছিন্ন রাখিতে যতু করেন। আমাদের পকে, আমায় বলিতে चाह्य विश्वत (१३ श्रामान्यत्वत वन इत्याहि। चत्रहात मास्यवत मरनत সংস্কারের উপরে অদং প্রভাব বিস্তার করে, উহাই অহস্কারের কল্বিত করিবার ভয়ম্বর সামর্থা। এতস্থারা জনয়ের দ্বিত ভাব মন্তিমে গিয়া বৃদ্ধিকে পর্যান্ত কল্যান্ত করিয়া ফেলে। এই অসং প্রভাব অপরিহার্য। আমার ভয় इब এই यमर প্রভাব আমাদিনের মধ্যে উপস্থিত ইইয়াছে। প্রার্থনা, সংস্ক, जातम, हेलिहारम विरम्यक: बाध्यमधारक क्षेत्रदेश विरमय विश्वालय, य मकरमञ्ज किशाकाति व विषय आमारतत विचामरक आमता शुर्ख वहमूना मरन कतिजाम; এখন মনে হুইভেছে, সে বিশ্বাস চলিতা ঘাইতেছে ৷ সংশয়বাদ একবাৰ श्वनत्यत প्रज् इटेल, अहदाति य छप्रदत कल्विक छाव छै । भन्न इटेप्राह्म, अकि সম্বর তাহার চডান্ত সীমা উপন্থিত হইবে। পাঁচটা বাঞ্জিয়া গেল, আমি আর अधिक निधिय ना। প্রিয় यह, প্রতিদিনের প্রার্থনাযোগে হৃদয়কে বিশাস ও বিনয়ে প্রতিষ্ঠিত কর: এক দিন ঈশর এমন আত্মপ্রকাশ করিবেন, ধেমন আর कथन छ करतन नाहे। जेचरतत तार्का अकि अध्य भागीत नितामा नाहे।

তাঁহার করুণাসোপান পাপের গভীরতম নিয়দেশে পর্যন্ত গিয়া শান্তি ও পুণানিলয়ে পাপীকেও আরোহণ করিতে সমর্থ করে।"

> "ভোমার ক্লেছের— কেশবচন্দ্র সেন।"

এই পত্রিকা যে তথন হৃদয়ে শান্তি ও বিশাস প্রত্যানয়ন করিতে পারে নাই, তাহা মিরারের ক্রমিক প্রবন্ধ বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করে। কেশবচন্দ্র পঞ্চাব হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহাকে এরপ পর্যন্ত বলা হইয়াছিল, "একটি নৃতন বিধান উপশ্বিত না হইলে সমাজ আর বাঁচিতে পারে না। প্রকাকে একত্র রাখিবার জন্ম আর একটি নতন বল উপন্ধিত না হইলে, বাহারা দেবেজেবার হইতে কড্ম হইয়া আদিয়া উন্নতিশীল আন্ধ নামে স্মানিত হইয়াছেন. তাঁছাদের মধ্যে আর একটি বিচ্ছেদ সংঘটিত হইবে, এবং পূর্বেষে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তদপেকা ইটি আরও গুরুতর চইবে ৷" • দৈনিক উপাসনা প্রবর্ষিত হইয়া সমলায় প্রবাবত। পরিবৃত্তিত হইয়া গেল। ভাই প্রভাপ এ সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিলেন, দে স্থান হইতে ফিরিয়া আদিয়া কি দেখিলেন, তাহা भार्र कविरम मकरन भविवर्धन महत्व छेपनिक कविर्ड भावित्व। "बाहा। তাঁহার। কেশবচন্দ্রের। প্রার্থনার কি স্বর্গীয় ভাব। মামি এরপ প্রার্থনা পর্কে কখন প্রনি নাই। আমি উত্তর পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। উপাসনা মধ্যে যে স্থানীয় ভাব দেখিয়া গিয়াচিলাম, আমার অবর্তমান সময়ে ভালা আরও উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে। যথার্থ ই বিধানের আরম্ভ। নিরন্তর প্রার্থনা, সঙ্গীত, উপবাস, ধান চলিয়াছে। যাহা আমি দেখিলাম, তাহাতে প্ৰিত্ৰ হইলাম, আনন্দিত হইলাম। বিশাস ও প্ৰেমের স্বৰ্গীয় ভাব দিন দিল প্রবল হট্যা উঠিয়াছে, এবং মামরা প্রতিজনট নবজীবনের মন্তাদর অভত্তর করিতেছি। কোন একটি পবিত্র মহান্ বিবদের ইটি প্রারম্ভ। চতুর্দিকের यहकात । श्रितामात मधा निया यथानमस्य छगवान्तत सुरुनःवास्तत आस्ताक ঠিক প্রণালীর ভিতর দিয়া মবতরণ করিয়াছে। প্রথমত: ইচা সরল প্রার্থনার ভিতৰ দিয়া আসিয়াছে। প্ৰথম প্ৰথম প্ৰাৰ্থনা একটি গুছ কৰ্ত্বৰা মাত্ৰ চিল,

See P. 105 of "The Faith and Progress of the Brahmo Somaj" by
 P. C. Mozumdar, (2nd Edn. 1924)

কথন কথন হ্বায়ের আবেগরণে উহা প্রকাশ পাইড; এখন প্রার্থনা যে পাপী অহুতপ্ত হ্বায়ের গভীর অভাব হুইতে সম্থিত হয়, উহা গভীর স্থামী গাঢ়তম প্রয়োজনীয় সামগ্রী, ইহা সকলে ব্রিয়াছেন, স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।" * এ সময়ে সকল রোদন আবেদন নিবৃত্ত হুইল, মনে মনে বিভিন্ন হ্রদয়ও সকলের সক্ষে সংযুক্ত হুইয়া পড়িল; ঈথর-প্রেমে মন আরু সকল বিষয় ভূলিয়া গেল; দৈনিক একত্র উপাদনার মাহাত্মা প্রকাশ পাইল, এবং কেশবচন্দ্র যে জীবনবেদে উল্লেখ করিয়াছেন,—"ক্রমে ত্রাহ্মসমাজে যোগ দিলাম, সাধক হুইলাম, প্রচারক হুইলাম, উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলাম, সব হুইল। প্রার্থনা মানি বলিয়াই, জীবন যাহা, তাহা।" "এই আমার ছিল না, আমি পাইয়াছি; আমি এই থানে ভিলাম না, আনিয়াছি," শ—তাহা প্রমাণিত হুইল। প্রার্থনাযোগে কেশবচন্দ্র ভিলেদকার হুইয়া উহা ব্যাধানাজ্ব অভান্তরে প্রবেশ করিল।

দৈশনিন উপাদনা ক্রমে মধুর হইতে মধুর হইতে লাগিল। বছকালের
তদ্ধ মকতুলা ভূমিতে অজপ্রধারে আকাশ হইতে বারি বিষিত হইবে, অথবা
বহুশাগাবিশিষ্ট প্রোতস্থতী উহার বক্ষ বিদারণ করিয়া চারি দিকে ধাবিত
হইলে, উহা যেমন অচিরে আপনার শুক্ত অঞ্বর্জ পরিহার করিয়া হরিদ্ধা
শক্ষরাজিতে পরিশোভিত হয়, কল ফুলে আপনার পৌন্ধা রুক্তি করে তেমন
বিচারকর্কশ কঠোর নীতির শাদনে কঠিনপ্রকৃতি, আল্লুজ্মার্থ সংগ্রাম করিতে
করিতে বিলুপ্তমধুরভাব আদ্ধাণ প্রতিদিনের উপাদনায় সম্পূর্ণ পরিব্রতিশ্বদয়
হইলেন। তাহাদের প্রকৃতি, ব্যবহার ও মুখ্রী স্থকোমল ভাবের পরিচয়
দিতে লাগিল, তাহাদের প্রকৃতি উদ্ধৃত ভাব বিলুপ্ত হইল, বিনয় ও দীনতা
দিন দিন তাহাদিগের জীবনে আত্র অধিকার বিতার করিল। যে চক্তে কখন
এক বিন্দু অক্ষণাত হইত না, এখন ঈবরের ক্ষণান্ধরণে তাহা হইতে
অজপ্রধারে অক্ষ বিভিত্ত হতে লাগিল। আদ্ধাণের ভিত্তরে ঈদৃশ বিপরিবর্ত্তন
উপস্থিত হইল কেন গ কেশবচন্দ্রের জীবনে নবভাবের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া।

^{*} See P. 106 of "The Faith and Progress of the Brahmo Somaj" (2nd. Edn.)

रं "बोरमस्परमत" "आर्थमा" प्रशाह जहेवा । (व क ७ पु:-- १म तः)



ভ ক্তিসঞ্চার

त्क्नविक्य व्याष्त्रकीवरानं इति वद्यवर्शत मानम्भरते मृक्तिक कतिया मिराजन, দেই ছবি অফুসারে বাহিরে লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইত। এখন সে জীবনের ছবি যখন বিচিত্ৰ বৰ্ণে অফুরঞ্জিত হইল, তথন তাহার বন্ধুগণের জীবনে যে উহা প্রতিফলিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই স্ময়ের কথা শারণ कतिया 'औरनारराम' कम्बहन्त विवाहन. "এই कीवान खलाम डिक हिन ना, প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না, অল অমুরাপ ছিল। ছিল বিশাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য। তিনেরই প্রথম অক্ষর 'ব', শ্বরণের পক্ষে ফ্যোগ। তিন লইয়া সাধক জীবনক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল, ক্রমে আর যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, সমস্তই দেখা দিল। যখন সময় হইল, আনন্দের সহিত শক্ত সংগ্রহ করা হইল। হদয়ে তথন কবিত্বের ভাব ছিল না। মাতৃমন্দির স্থাপন করিলাম কিরুপে, আশ্চর্যাণ তথন বিবেকপ্রধানই ছিলাম, পে কালে আন্ধানের সকলেই বিবেকপ্রধান ছিলেন। এক চরিত্র পুনক্রংপন্ন হইয়া অপরের চরিত্রে প্রকাশিত হইল। পাঁচ জন, দশ জন, এক শত জন যুবার মধ্যে বিস্তৃত হইয়া প্রিল। औহরির নাম শোনা বায় নাই. औहরিকে ডাকিতে শিধি নাই, শ্ৰীমতী আনন্দম্যীকে দেখা হয় নাই। শ্ৰীনাৰ শ্ৰীপতি প্রভৃতি নাম তথনও ব্রাহ্মের। ঈশ্বকে দেন নাই। তথন পিতা এম ছিলেন, আন-সময়ীর মন্দির হয় নাই। মক্তমির বালি উড়িতে লাগিল; কত দিন এরপ চলিবেণ তখন ব্ঝিলাম, এত ঠিক নয়; খনেক দিন এইরপে কাটান গেল, আর চলে না। মনে হইল, খোল কিনিতে হইবে! যত দিন অন্তঃরুতত বৈঞ্ব ভাব ছিল না, ঈশর তত দিন কেবল বিবেকের ভিতর দিয়া দেখা দিতেন। ভক্তির ভাব দেখা ঘাইতে না ঘাইতে, কিরুপে ও কেমন গুল্লভাবে এক জন ভিতর হইতে রসনাকে ভক্তের ঠাকুরের দিকে টানিলেন। পরিবর্জন হইল, বঝিলাম, যাহা না থাকে, তাহাও পাওয়া বায়। এখন এমনই ভক্তি আসিয়াছে, আর বলিতে পারি না, এখন ভক্তি অধিক কি বিবেক অধিক, আনন্দ অধিক কি তপস্থা অধিক, স্থপ অধিক কি কঠোর ধর্মদাধন অধিক। আমি ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া আপনাকে কঠোর ভ্রত করিলাম না: नास्त्रि, ज्यानम नहेश विटवटकत्र পार्च त्राधिनाम।" (>)

^() जीवनद्दानत "कक्तिनकात्र" अशास्त्रत दक, दम च दे शृक्षे जहेगा ।

বাক্ষসমাজে সন্ধীর্ত্তন ও পৌলের আগমন

বান্ধসমাজে দ্বীর্তন ও খোলের আগমন এক নৃতন ব্যাপার। কেশ্ব-**हत्स्तु इत्तर्य यथन ভ**क्ति ভाব বৈষ্ণবভাব সঞ্চারিত হইল. তথন তাঁহার গদ্য এই ভাবোপযোগী উপকরণের জন্ম ব্যাকুন হইল; সঙ্কীর্ত্তন ও পোলের প্রতি তাঁহার চিত্ত আরুষ্ট হইল। তাঁহার বন্ধুগণ এ বিষয়ে অমুক্ল ছিলেন না, তাঁহাদের শাক্তভাবপ্রধান জীবন পোল করতাল উপহাদের দৃষ্টিতে দর্শন করিত। ভগবংক্লপায় কেশবচক্রের হৃদয়ে যথন যে ভাবের স্থার হইত, দেই ভাব অলক্ষিতভাবে বন্ধগণের হৃদয়ে স্ঞারিত হইত; স্বতরাং তিনি প্রতিকুলাবস্থার উপরে দৃষ্টি করিয়া, ভাবাফুরূপ কার্য্য করিতে কুর্ত্তিত হইলেন না। প্রথমতঃ স্কীর্ত্তক এক জন বৈষ্ণবকে আনয়ন করিবার জন্ম এক জন বন্ধুকে (ভাই মহেন্দ্রনাথকে) নিয়োগ করিলেন। পটলডাকার দারক।-নাথ মল্লিকের লেনস্থ প্রচারকগণের আবাদে গোবিনদদাদনামা এক জন मकीर्तिवारक जाना इकेल। जिनि मुनकर्यारम প्रथमणः এक भान है कतिरलन, "প্রেমপুরশম্বি শ্রীশচীনন্দন"। এই গানে কেশবচন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। আর তুই এক বার বৈষ্ণবমুধে গান প্রবণ করিয়াই, পূর্বেরাক্ত বন্ধুকে একটি मनक क्रम कतिया जानिएक विनित्तन। माधु जरणातनाथ এই वसूत मरक মিলিত হইয়া মাণিকতলায় মুদক ক্রু করিতে গেলেন। তাঁহারা তথন কেশবচন্ত্রের ভাবের অন্ত:প্রবিষ্ট হন নাই, অথচ গুঢ়ুরূপে তাঁহার ভাব তাড়িত-স্ঞারের ক্যায় তাঁহাদিগের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল; তাই মৃদক্ষ ক্রম্ করিয়াই, লঙ্জাপরিহারপুর্বাক পথে বাজাইতে বাজাইতে, ছারকানাথ মলিকের লেনস্থ প্রচারকগণের আবাদে উহা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আসিল, কিছ কেশবচন্দ্রের বন্ধগণের মন তথন খোলের জন্ম প্রস্তুত নহে। উপাসনাকালে খোল বাজিলে কাহারও কাহারও উপাসনার ব্যাঘাত হইবে, এরূপ প্রস্তাব হওয়াতে দ্বির হইল যে, উপাসনা শেষ হইলে ঘাঁহারা থাকিবার जांशाता थाकिया याहेरवन, वाहारमत याहेवात ठलिया याहेरवन; जननस्त ধোল বান্ধাইয়া কীর্ত্তন হইবে। এই প্রস্তাব অমুদারে কার্য্য হইতে লাগিল। ২০শে আখিন (১৭৮৯ শক) (৫ই অক্টোবর, ১৮৬৭ খৃ:) কীর্ত্তন প্রথম আরম্ভ হয়। গোস্বামিসস্থান বিজয়ক্তফের স্বভাবতঃ বৈফবভাব, তিনি তৎকালে সদীর্ত্তনের প্রধান সহায় হইলেন, এবং নিম্নলিখিত তু'টি স্**ছীর্ত্তনশীত প্রস্তৃত** করিয়া গান করিলেন। প্রথম স্থীতটি গোবিন্দান কর্তৃক গীত "প্রেমপ্রশম্পি শ্রীশ্রীনন্দন" এই স্থারে গ্রাথিত।

"পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই,
পিতার চরণে ধরি কাদিয়া লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা ভকতবংসল,
উদ্ধারেন পাপী জনে দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি সংসারপাধারে,
পতিত দেখিয়া দয়া ভাই এত হয় রে।
বিলম্ব করে। না আর ভূলিয়ে মায়ায়,
য়রিতে লই গে চল তার পদাশ্রায় রে।

- (यादा फाकरल श्रम्य भाउन इर्द)
- ্যারে ভাকলে পাপী ভবে যাবে)
- ্ভরে এমন নাম আর পাবি নারে)"

প্রথমতঃ মৃদক্ষের শক্ষে যাহাদের বিষেধ ছিল, গাঁহার। মন্ত্রে মন্ত্রে মান্ত্র প্রথম হইয়। উঠিলেন। উপাদনার পর পুর্পে গাঁহার। চলিয়া যাইতেন, তাঁহারা কীর্ত্রনের প্রতীক্ষায় উপাদনার পর অতিরিক্ত সময় উপাদনায়লে অতিরাহিত করিতে লাগিলেন। মৃদক্ষের শব্দ শুনিলে বাঁহাদের পূর্পে হাল্ড উদ্রক্ত হইতে, এখন তাঁহার। পূর্পে ভাবের জ্বল্ল একাস্থ লক্ষিত হইলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন, কি আশ্রেণ, যে ত্রিতলগৃহে সেতার বীনা প্রভৃতির আদর ছিল, যেগানে কখন কোনে কালে মৃদক্ষ স্থান পায় নাই, গৃহের প্রাক্ষণে ঠাকুর দরের সমূবে মাত্র যাহার আদর ছিল, দেই মৃদক্ষ আদ্ধ গৃহের উদ্ধিতন স্থান অধিকার করিয়া বদিল। সম্বীর্ত্রনের প্রারম্ভ হইতে ভক্তির আবেশে সকলের স্থান আন্দোলিত হইয়া উঠিল। বহু কালের পর বর্ধার জ্বলধারা প্রাপ্ত হইয়া সকলের চিত্তিভূমি সিক্ত হইল। যে সময়ে যে ভাবের সঞ্চাব হয়, সে সময়ের উপানোলী

[&]quot;পতিতপাবন, ভকত-জীবন, অধিলভারণ, বল্রে স্বাই। বল্রে বল্রে বল্রে স্বাই।

লোক দকল আদিয়াও অ্যাচিতভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। গোৰামী বিজয়ক্ষের জ্যেষ্ঠ সহাদের ব্রজগোপাল গোৰামী এই সময় কলিকাতা আদিলেন। কনিষ্ঠ বিজয় সন্ধার্তনে প্রবৃত্ত, ইহাতে তাঁহার অতীব আনন্দোদ্য হইল। তিনি কলুটোলা ভবনে ত্রিতলগৃহে সন্ধার্তনে যোগ দিলেন। "হুদয়-পরশমণি তুমি আমার, ভূষণ বাকি কি আছে রে", এই কার্তনের গানটি গান করিয়া দকলের হৃদয় আর্দ্র করিলেন। কেশবচন্দ্র নিজের ভাবাসুরূপ কার্তনে একান্ত প্রমন্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির বক্সা ছুটিল। এই বক্সায় শীজ ব্রাহ্মসমাজ প্লাবিত হইবেন, তাহার উপক্রম হইল। এতৎসম্বদ্ধে বিবেশ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বেন, এই সময়ের মধ্যে যে অক্সান্ত কার্য্য অস্থান্তিত হইল, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবত আমরা প্রবৃত্ত হই।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন ও অভিনন্দনপত্র অর্পণ

১৩ই আখিন, ১৭৮৯ শকের ২৭ সংগ্যক 'দশক্তেম্ব' (১৮৬৭ খৃ:, ১লা মক্টোবরের মিরারে) নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন্টি প্রকাশিত হয়:—

"আগামী ও কার্ত্তিক, রবিবার, অপরাচ্চ ও ঘণ্টার সময়, আক্ষণ্মপ্রচার-কার্যালয়ে ভারতবর্ষীয় আক্ষদমান্তের অধিবেশন হইবেক; নিম্নলিখিত প্রস্তাব-গুলি ও অন্যান্ত বিষয় তথায় বিচারিত ও অবধারিত হইবেক।

- ১। কলিকাতা রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্যা শ্রীযুক্ত বাবু দেবেক্সনাথ টাকুর মহাশয়কে অভিনন্দনপত্র প্রদান।
- ২। বিবিধ ধর্মশাস্থ হইতে 'ব্রাহ্মধর্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ' পুত্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ও বাতলারণে প্রচার।
 - ু। ভারতব্যীয় ব্রাহ্মসমাক্ষের কর্মচারিনিয়োগ।
 - ৪। ব্রাহ্মধর্মপ্রচাবকদিগের স্তিক ব্রাহ্মদিগের ধনবিষয়ে স্বন্ধনিরূপণ।
- ধ। কলিকাত। ও বিদেশক সমুদার ব্রাহ্মসমাঙ্কের সহিত যোগসংকাশনের উপায় অবধারণ।
- ৬। রাজনিয়মসম্বন্ধে আক্ষবিবাহের ফাবৈধভানিরাকরণের উপায় ক্ষব-ধারণ।
- ৭। ব্রাহ্মবিবাহ সকল লিপিবক করিবার ভাব কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতিক্ষপণ।

শ্রীউমানাণ গুপ্ত সভাপতি।"

এই বিজ্ঞাপনামুসাবে ৪ঠা কার্তিক (১৭৮২ শক) (২০শে অক্টোবর, ১৮৬৭ ঝু:) ৩০০ সংখ্যক চিংপুররোডত রাজধর্মপ্রচারকার্যালয়ে ভারতবর্ষীর রাজসমাজের অধিবেশন হয়। এ দিন ঘোর ঘনঘটার বৃষ্টি হওয়াতে জনেকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; (১) একশতদংখ্যকমাত্র সভ্য উপস্থিত হন।
উপস্থিত সভাগণের মধ্যে কাণপুর, এলাহাবাদ, মহমননিংহ, রঙ্গপুর, বাঘষাঁচড়া
এবং বরাহনগর, এই কয়েকটি ব্রাক্ষদমাজের প্রতিনিধি এই সভা উপলক্ষ্য
করিয়া উপস্থিত ছিলেন। ঈশরের নিকটে প্রার্থনান্তে, গত অধিবেশনের
সভাপতি শীঘ্ক উমানাথ গুপ্ত 'ধর্মতন্ত' হইতে বিজ্ঞাপন্টি পাঠ করিলেন।
শীঘ্ক অমৃতলাল বহুর প্রভাবে এবং শীঘ্ক বিজয়ক্ষ গোস্বামীর পোষকভাষ,
শীঘ্ক কেশবচন্দ্র দেন সভাপতিস্বপদে বৃত হইলেন। সভাপতি সভার কার্যা
আরম্ভ হউক বলিলে, শীঘ্ক চন্দ্রনাথ চৌধুবীর (২) প্রভাবে এবং শীঘ্ক
বৈলোকানাথ গায়ালের পোষকভাষ্য প্রভাবিত হইল:—

কলিকাত। ব্রাক্ষদমাজের প্রধান আচার্য্য পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেজনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এই সমাজের বিগত অধিবেশনে যে অভিনন্দনপত্র-প্রদানের প্রভাব স্থিরীকৃত হয়, ভাহা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই কার্ত্তিক (১৭৮৯ শক) (২১শে অক্টোবর, ১৮৮৭ পৃঃ) দোমবার তাঁহার সন্ধিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হন্তে সমর্পণ করেন।

কেশবচন সেন	শীযুক মহেন্দ্ৰনাথ বস্
	"গৌরগোবিন্দ রায়
	" যতুনাথ চক্ৰবন্তী
বিজয়ক্ষ গোস্বামী	"কান্তিচক্ৰমিত
यापात्रनाथ ७४	" হেমচক্র সিংহ
অমুভলাল বহু	" অনেন্দমোহন বস্ত্
	কেশবচন্দ্র সেন প্রতাপচন্দ্র মজ্মদাব উনানাথ গুপ্প বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অংঘারনাথ গুপ্ত ময়তলাল বস্থ

অনম্বর বাবু নবগোপাল মিত্র সভাপতিকে এই অভিনন্দনপত্রী দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, বিরত করিতে অন্নোধ করিলেন এবং বলিলেন, ব্রাহ্মসমাজ এক

⁽১) ভারতবর্ষীয় ব্রাক্ষদমাধ-দাপনের দিনে পোরতর সৃষ্টি হইবার বিষর উল্লিখিত হইরাছে, উহা বিশ্বতিনিবন্ধন। সেধানে বাহা বর্ধিত হইরাছে, তাহা এই অধিবেশন্দিনসম্পর্কে সংলগ্ন, সে অধিবেশন্দিনের পক্ষে নহে। (০২৭ পুটা প্রট্রা)

⁽২) ১৭৮৯ শকের ২৮ সংখ্যক ধর্মতক্তে ভারতবর্ষীর এক্সেসমাজের অধিবেশনের বিষয়পত্তনে, "মীগুরু চল্লনাথ চৌধুরীয়" নামের পরিবর্তে "মীগুরু চপ্রবোচন চৌধুরী" নাম দুট্ট হয়।

ঈৰরের পূঞা করিবার জ্ঞা স্থাপিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রশংসা করিবার জ্ঞা নৃহে। আজ বাবু দেবেজ্রনাথ ঠাকুরকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইতেছে; কে জানে যে, আর এক দিন বাবু রাজনারায়ণ বহু এবং শিবচজ্ঞ দেবকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইবে নাঃ যদি এই প্রণালীতে সমাজের কার্যাচলিতে থাকে, তাহা হইলে অতি অল্পাদিনের মধ্যে পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মধর্ষ্যের অলীভূত হইয়া থাইবে।

সভাপতি এ কথার উত্তর এই দিলেন যে, যখন গত অধিবেশনে (২৬শে কার্ত্তিক, ১৭৮৮ শক; ১১ই নবেম্বর, ১৮৬৬ খৃঃ) এ সম্বন্ধে বিচার হইয়া নিশান্তি হইয়া গিয়াছে, তখন আর এ অধিবেশনে সে সম্বন্ধে কোন কথা হইতে পারে না। প্রস্তাবটি সর্বস্মতিতে ধার্য্য হইল।

শীষ্ক মহেন্দ্রনাথ বহু বলিলেন, শীষ্ক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ভারতব্যীয় ব্রাহ্মসাজ তাহারই ফল। অতএব যদি তাঁহাকে এ সভার সভা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সম্ধিক সম্মাননার কারণ হয়। অতএব তিনি প্রস্তাব করিতেছেন:—

শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেক্সনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অধুমতি লইয়া তাহাকে সভাশ্রেনীভক করা হয়।

শীযুক্ত নেপালচন্দ্র মল্লিক (১) প্রস্থাবের পোষকতা করিলেন, এবং সর্বা-সম্মতিতে উচা ধাষ্য হইল।

শীযুক্ত হরচন্দ্র মজুমদারের প্রস্তাবে, শীযুক্ত মানন্দ্রোহন বস্ত বি এর পোষকভাষ এবং সর্বসম্বাভিত্তে স্থিত হাইল:

এই সমাজের বিগত অধিবেশনের (১১ই নবেম্বর, ১৮৬৬ খুঃ) ধর্থ প্রস্থাবান্ত্রদারে বিবিধ শাল্প হইতে সতা সংগ্রহ করিয়া "রাক্ষধর্মপ্রতিপাদক লোকসংগ্রহ" নামক যে গ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হুইরাছে এবং যক্ষারা সাধারণের অনেক উপকার হুইরাছে, তাহাতে আরও অধিক স্লোকস্থিবেশ করিয়া দ্বিতীয় বার সংক্রণ (২) করত তাহা বাহলাক্রণে প্রচার কর। হয়।

 ⁽১) ১৭৮৯ প্রের ১৮ সংগ্রক বর্ষ্মতবে "বিযুক্ত বেপালচপ্র সল্লিক" বাসের খুলে
"বিযুক্ত নৃপালচপ্র সল্লিক" নাম দৃষ্ট হয়।

⁽१) २१४३ वटक विक्रीय मध्यपूर अकाविक व्या

শ্রীযুক্ত অংঘারনাথ গুপ্তের প্রভাবে, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্তের পোষকতায় এবং সর্কাসম্বতিতে গার্ঘ হইল যে:—

এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কখন সভাপতি থাকিবেক না। স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার অধিপতি।

শ্রীযুক্ত কাস্তিচন্দ্র মিত্র প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দিংহ পোষকতা করিলেন যে :—

ভারতবর্ষীয় ব্রাক্ষসমাজের বৈষয়িক কার্যানির্ব্বাহের ভার এক জন সম্পাদক এবং একজন সহকারীর প্রতি অপিত হয়। আগামী বর্ষের জন্ম শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত উমানাথ গুলু সহকারী সম্পাদক হয়েন।

শ্রীযুক্ত যত্নাথ চক্রবরী প্রস্তাবের এইরূপ সংশোধন করিলেন যে, শ্রীযুক্ত হরলাল রায় বি এ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হউন। শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত হরলাল রায় পদগ্রহণে অসমত হওয়াতে, আগামী বর্ষের জন্ম শ্রীযুক্ত কেশবচক্র সেন সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত প্রতাপচক্র মজুমদার সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন।

শ্রীযুক্ত বিজয় ক্লফ গোস্বামী ভারতব্যীয় আক্ষদমাজ এবং মকংস্বলম্ব আন্ধন্মাজের সক্ষে কি প্রকারে একতা সম্পাদিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কিছু বলিয়া, নিম্নলিথিত উপায়গুলি প্রপ্তাব করিলেন:—

ভারতব্যীয় আক্ষসমাজের সহিত ভারতব্যস্থ স্কল আক্ষসমাজের যোগ-স্থাপন জন্ম নিয়লিপিত ছয়টি উপায় অবলম্বিত হয়। যথা—

- ১। ব্রান্ধর্যের মূলসভাসকলসম্বন্ধ একভাসংবর্ধন।
- ২। স্থানীয় ব্রাক্ষসমাজসমূহের আধ্যাত্মিক উপ্পতির জ্বন্ত প্রচারক মহাশয়-গণের তত্তংস্থানে গমন।
 - ৩। সকল ব্রাহ্মসমান্তে একটা সাধারণ উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত করণ।
- ৪। আলধ্শসংকীয় কোন গ্রন্থ প্রচার করণ বিষয়ে কোন সমাজ ভারতবর্ষীয় আলসমাজের সাহায়া প্রাধ্ন। করিলে, সাধায়সারে অর্থায়ুক্লা করণ।
 - ে। কোন বান্ধ বা বান্ধসমাজ বান্ধগর্মসম্মীয় কোন পুত্তকাদি প্রচারিত

করিলে, অফুগ্রহপূর্বক তাহার এক এক বণ্ড ভারতব্দীয় ঝাল্লসমাজে প্রেরণ করেন।

৬। ভারতবর্ষীয় আক্ষদমান্তের কোন অধিবেশনে কোন গুরুতর প্রস্থাব মীমাংসা হইবার পূর্বের, মকংস্থলস্থ সভাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ মত লিপিব্র করিয়া প্রেরণ করেন।

শ্রীমুক্ত যত্নাথ ঘোষ প্রতাবের পোষকতা করিলেন। শ্রীমুক্ত আনন্দমেছন বহু বলিলেন সমুদায় সমাজের জ্বন্ত একটা দ্বিরতর উপাসনাপ্রণালী প্রবৃত্তিত করিলে, উপাসকগণের স্বাধীনতা বিনই হইবে। স্বাধীনভাবে উপাসনা করাই প্রকৃত উপাসনা। যদি ভাবাছারপ উপাসনা না হয়, তাহা হইলে উপাসনা জীবনশ্রু এবং প্রণালীগত হইবে। শ্রীমুক্ত বিজয়রুক্ত গোস্বামী উত্তর দিলেন, তিনি কাহারও স্বাধীনতা প্রতিরুক্ত করিতেছেন না। তিনি এমন একটা প্রণালী নির্দিষ্ট করিতে চাহেন, যাহাতে সকলেই যোগ দিতে পারেন। বিনি আচার্যোর কার্য্য করিবেন, ঈশরের নিকট তাঁহার ভাব প্রকাশ করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্ধ বলিলেন, তিনি দেখিয়াছেন, কোন প্রণালী না থাকাতে মফংস্বলে রীতিমত উপাসনা হয় না। শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, একটি নিয়মিত প্রণালীর নিতান্থ প্রয়োজন। যদি প্রতিব্যক্তি আপনার ব্যক্তিগত ভাব উপাসনায় ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে ভাহাতে সকলের সন্ধৃষ্টি হইবার পক্ষে সন্দেহ। ইহাতে জনেকের মনে বিরক্তি উৎপন্ন হইবে। সভাপতি বলিলেন, একটী নির্দিষ্ট প্রণালী থাকিবে এবং ভন্মধ্যে বিলেষ প্রার্থনার আদর থাকিবে।

শীষ্ক প্রতাপচন্দ্র মন্ত্রনার বলিলেন, স্থানে স্থানে প্রচারকগণের গিছা অবস্থিতি প্রয়োজন; কেন না তিনি সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমের সমান্দ্র সকল পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছেন যে, তত্তংস্থগে এক জন প্রচারক দীর্ঘকাল থাকিলে প্রস্তুত মঙ্গল হয়। অতএব তিনি প্রস্থাব করেন, উপস্থিত প্রস্থাব-ওলির সক্ষে এ প্রস্থাবিটি সংযুক্ত হয়। ইহাতে সভাপতি বলিলেন যে, তিনি একটি স্বতন্ত্র প্রস্থাব করন। প্রস্থাবক এ সম্বন্ধে সম্মত হওয়াতে, পূর্বা প্রত্যাবক্তিলি নির্দ্রাবিশ পরিণত হইল।

समस्य जीवक अभिनम बल्लाभाषात्र श्रष्ठाव कवितनम এवः जीवक उपामाध

গ্রপ্ত পোষকতা করিলেন যে:--

যে সকল আহ্মবিবাহ হইয়াছে এবং ভবিশ্বতে হইবে, তাহ। লিপিব্দ্ধ ক্রিবার জন্ম সম্পাদক অতিরিঞ 'রেজিষ্টার' নিযুক্ত হন।

বান্ধবিবাহ কাহাকে বলে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া পরিশেষে প্রস্তাবটি বিচারার্থ উপস্থিত করা হউক, শ্রীয়ক্ত আনন্দমোহন বস্থ এইরূপ বলিলে, শ্রীয়ক যতুনাথ চক্রবর্তী বলিলেন, যে কোন বিবাহ এক ঈখরের সাক্ষাংকারে নিপার হয়, তাহাই তাহার মতে আদ্ধবিবাহ। এীযুক আনন্দ্রোহন বস্থ এই ক্পায় সন্ধৃষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এ প্রস্তাবটি নির্দ্ধারিত হইবার পর্বের পরবর্ত্তী প্রস্তাবটি বিবেচিত হউক। সভাপতি বলিলেন, পরবতী প্রস্তাবের সহিত পূৰ্ববৰ্ত্তী প্ৰস্তাবের কোন সম্বন্ধ নাই। যে সকল বিবাহ হইয়াছে বা হইবে. তাহা লিপিবন্ধমাত করা হইবে যে. যে কোন ব্যক্তি উহার সংখ্যা স্থানিতে পারেন। এীযুক গোবিলচন্দ্র ঘোষ এম এ বলিলেন, ব্রান্ধবিবাহের যে প্রণালী পুর্বে উল্লিখিত হইল, ছই বিবাহ বা বছ বিবাহ তদমুদারে হইলে, আন্ধবিবাহ বলিয়া সিদ্ধ কি না? প্রীযুক্ত প্রতাপচক্র মদ্বুমদার উত্তর দিলেন, এরপ ঘটনা বান্তবিক হইতে পারে না, কেবল মনে করিয়া লওয়া হইতেছে মাত্র। কিন্তু এরপ স্থলে কি হইবে, যেমন প্রাত্তে ব্রেলাপাদনা হইল, আর সায়ংকালে বিবাহ সময়ে পুতৃল উপস্থিত কর। হইল। সভাপতি বলিলেন, এরপ অনেক প্রকার প্রশ্ন উপশ্বিত হইতে পারে। এমন কি স্থলবিশেষে বছ বিবাহও যে ঘটিতে না পারে, তাহা নহে। মনে কর, এক জন তান্ধের প্রথম পত্নী পৌত্রলিক। স্বামী ইংল্ডে গেলেন এবং দেখান হইতে সাণিবার পর জাতান্তর হইলেন। পত্নী তাঁহার নিকট আদিতে অবীক্লত হইলেন. এরপ স্বলে যদি তিনি অন্ত দার পরিগ্রহ করেন, আর এই বিবাহ যদি আক্ষপ্রনালীতে নিশাল হয়, উহা আক্ষ বিবাহ কি না? যথন সমগ্র বিষয়টি বিচারিত হউবে, তথন এ সমনায় প্রশ্ন বিচারিত হউতে পারে। বর্তমান প্রস্তাবের সহিত সে সকল কথার কোন সম্বন্ধ নাই ও এ প্রস্তাব কেবল विवाह छलि निभिवक करिया ताशिवात जन्छ। এই প্রস্তাবের সঙ্গে विवाहतत अनालोही मध्यक दश, औषुक अक्रहत्रण महालानवीय अलाव कतिरलन। নিম্বলিখিত আকারে প্রস্তাবটী নির্দারিত হইল: -- ত্রন্দোপাদনা এবং ব্রাহ্মণ্রের মতামুসারে যে সম্দায় বিবাহ হইয়াছে এবং ভবিশ্বতে হইবে, সম্পাদক তাহার অতিরিক্ত "রেজিট্রার" নিযুক্ত হয়েন, এবং প্রতি বিবাহ কি প্রণালীতে নিম্পন্ন হইল, তাহাও তংসহ লিপিবন্ধ থাকে।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত বত্নাথ চক্রবর্তী পোষকতা করিলেন:—

হিন্দুবিবাহসম্বন্ধে যে সকল রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা আন্ধবিবাহে বর্তিতে পারে কি না ? যদি না পারে, তবে আন্ধবিবাহ বিধিবন্ধ করিবার উৎক্রা উপায় অবধারণ করিবার ভার নিম্নলিধিত ব্যক্তিগণের প্রতি অপিত হয়।
শীয়ক দেবেক্সনাথ ঠাকুর।

কেশ্বচন্দ্ৰ সেন।

, তুৰ্গামোহন দাস।

.. ব্রহ্মস্বর মিত্র।

গ্রকপ্রসাম সেন।

जीयुक्त मीननाथ (मन ।

শীযুক আনন্দমোহন বহু প্রস্তাব করিলেন, আন্ধবিবাহ কি ? ইহাও ঐ সভা কর্ত্ব বিবেচিত হয়। শীযুক্ত বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী বলিলেন, "আইন না হইলে * আন্ধর্ম বিস্তার হইতে পারে না, এ কথা শীকার করিলে আন্ধর্ম

- ক ১৮৭৫ খুট্টান্সে আডবোকেট জেনেরলের নিকটে ব্রাহ্মবিবাহ বালবিধিসসত কি না,
 এতৎসখলে চারিটি প্রায় উপস্থিত করা হয়। তৃতীর প্রয়ে গ্রণ্ডির তিন বিধান করিবেন
 বা করিতে পারেন, তাহা জিজ্ঞানা করা হইরাছিল; তৎসখলে কোন নিদ্ধান্ত তিনি অর্পন করেন
 নাই। তিনি তৎকালে ইংলতে গমন করেন বলিরা উত্তর হিতে গৌণ হয়। তিনি বে উত্তর
 দেন, উহার উত্তরাংশ ১৮৬৬ খুট্টান্সের ১৫ই গ্রিলে বিরারে প্রকাশিত হয়, প্ররাধ উত্তর ১৫ই শ্রিলে বিরারে প্রকাশিত হয়, প্ররাধ উত্তর হয়। আচবোকেট জেনরেলের উত্তর এই:—
- (ক) প্রাক্ষরভার কার বে কোন ধর্মসমাজের বিবাহ প্রচলিত হিন্দু বাবছা অনুসারে সম্পন্ন হর নাই, অধ্য তথ্যবংকা কোন বিশেষ আটন নিবত্ত হব নাই, সে বিবাহ আমার যতে অসিকা
- (খ) স্করাং ইহাই দির হইতেছে বে, খাইনের বর্তনানাবলার, একপ বিবাহে বর কর্তাব বছ নহেন। খালী বৃদি পত্নীকে পরিভাগে করেন, ভালা হইলে রাজবিধির বরণাপর হইতে পাবেন না; এ বিবাহে যে সভান উৎপর হইবে, ভালারা আইনের চক্ষে সিছ নহে এবং দার প্রাপ্ত হইতে পারে না, তবে পিতালাকা উইলের বারা সম্পত্তি দিলা বাইতে পারেন।
 - (१) अहेन्न केहेन बाबा व व नल्लाक शांध स्ट्रेंब, काशरह मधास मात्राविकाती

এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমান্ত উভয়ের উপরে কলম্ব আইদে। এই অভিপ্রায়ে যদি এ প্রস্তাব উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে আমি ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম অনুমাত্র রাজার সাহায্য চান না। রাজা যদি আমাদের ধর্মকে স্বীকার করিয়া না লন, আমাদের তাহাতে আধাাগ্রিক কোন ক্ষতি হইতেছে না। পৃথিবীর আইন আদালত বিবেকের প্রতিষদ্দী হইতে পারে नाः यि पृथिवीत पार्टन प्रथम प्रनीजित श्रवर्शक रुव, ज्रात पामता উरात्क পদ্মারা দলন করি। রাজবিধি না থাকাতে আইনের চক্ষে আহ্ম বিবাহের যে অসিদ্ধতা উপস্থিত হইবে, তংপ্রতি ভয় বশতঃ যেন কেই বিবেককে উল্লুজ্যন না করেন।" সভাপতি বলিলেন, "আজ পর্যান্ত যে সকল আন্ধারান্ধপদ্ধতি অফুসারে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় করেন নাই। কোন ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সকল বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, তাঁচার। বিবেকের অন্তর্বাধে অনুষ্ঠান কবিয়াছেন। উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য কেবল বাধা প্রতিবন্ধক অপনয়ন করা। ধর্মতঃ যাহা অবেশ্য কর্ত্তবা, যদি সম্ভব হয়, সামাজিক ভাবে উহা সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য ভারতব্যীয় আক্ষসমাজের, যত দুর সাম্প্র, যতু করা সমূচিত। গ্রন্মেন্টকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই: আমরা সকলেই জানি, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সকল ধর্মের প্রতি উদার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের ভয় করিবার কারণ নাই। প্রত্যুত যদি আমাদের কোন বিষয়ে বাধা থাকে, গ্বর্ণমেন্ট আহলাদের সহিত উহা অপনীত করিবেন। এরপ অবস্থায় দেশীয় ব্যবহারে যদি আমাদের বিবাহ প্রণালীসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে রাজবিধি দারা উহা সিদ্ধ করিয়া লওয়া সম্চিত।" শ্রীযুক্ত যত্নাথ চক্রবর্তী বলিলেন, "বিজয় বাবু যাহ। বলিলেন, व्यालका भूटबबरे यह वर्तित। উरेलबाबा य मन्नति अवस स्टेरन छात्र। वक्रायम लेन्ड সম্প্ৰির অংশে এবং খোপাঞ্চিত সম্প্রি সম্বন্ধে থাটিবে।

আন্তবোকেট জেনেরল এইরপে প্রাম্প বিরাজেন—হিন্দুগণের মধ্যে বিবাহাস্টান বে নির্মে করিলে সিছ হয়, তত্তির কোন্ বিশেষ অস্টান করিলে আইন মত বিবাহ সিছ হয়, এ এর (আমার বিবেচনায় বর্তমানে এ বিবয়ট বড়ই অপ্টাই) কোন রাজকীর প্রামাণিক নিশান্তি ছাওা রাজগণের বিয় করিয়া লওয়া নিতাত্ত প্রয়োজন। এ মুদে আমার এ কথা বলা নিপ্রয়োজন বে, জোন সমাজ বে প্রণালী অবল্যন করিয়া বিবাহ দেন, উহাতে আইনাত্সারে কোন বহু না ব্রিলেও, নীতির্পার্কে বয়কজা উভরে তছার। বছু।

ভাহার ভাব তিনি বিলক্ষণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হাইয়াছেন। কিন্তু গ্রবণমেন্ট-সম্বন্ধে যে প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, ভাহা অভ্যন্ত বিক্রন্ধ হাইয়াছে।" প্রীযুক্ত বিজয়ক্ষণ গোস্থামী বলিলেন, "ভাহার এরূপ বলিবার অন্ত কোন উদ্দেশ্ত ছিল না, এই উদ্দেশ্ত ছিল যে, পাথিব বিধি অপেক। ঈশ্বরের নৈতিক বিবি শ্রেষ্ঠ।" প্রীযুক্ত আনন্দমোহন বহু প্রস্তাবে যাহ। সংযুক্ত করিতে বলিলেন, ভাহা সংযুক্ত করিয়া প্রস্তাব ধাষ্য হাইল।

শ্রীযুক্ত সমৃতলাল বহু প্রভাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত গোবিশ্বচন্দ্র ঘোষ এন, এ, পোষক ভা করিলেন যে:—

ভারতব্যীয় প্রাদ্যমাদ্ন প্রচারকগণের সাহায্যে প্রাদ্ধশা প্রচার করিবেন।
প্রচারকগণ থেমন বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থভাবে এবং কোন বাজি বা সমাজ্যের
সাহায্যাপেক্ষা না করিয়া প্রচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সমাদ্ধ তাঁহাদের
সহিত তদন্ত্যায়ী ব্যবহার করিবেন। যদিও তাঁহারা দ্ধীবিকানির্সাহের জান্ত
এই সমাদ্ধের উপর নির্ভর করেন না, কিন্তু কর্তবার মাদেশে সমাদ্ধ সাধামত
ভাঁহাদের সাহায্য করিবেন এবং তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের
দ্বীবনোপায় বিধান করিতে চেঠা করিবেন; প্রচারকগণ তাঁহাদের কার্যোর ক্রত
কেবল ঈর্বরে নিক্ট দায়ী।

সভাপতি বলিলেন, "অভ সায়ংকালে যে সকল প্রথাব বিবেচা, তক্মধো এইটি স্কাপেকা গুছতর। এ প্রভাবটির সঙ্গে এনন সকল কথা আছে, যাহা সাধারণে অবগত নহেন। অতএব এ সহদ্ধে আনি কিছু বলিতে চাই। প্রচারকের। আর প্রাপ্ত যেরপ ত্যাগ্রাকার করিয়া প্রচারকাগ্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা অতি প্রশংসনীয় এবং আদ্ধন্মের ভাবাছরুক। আন্ধন্মের সতাপ্রচারের জন্ত বেতনগ্রাহী প্রচারক নিয়োগ করা, এপন ঐ ধর্মের সতাপ্রচারের জন্ত বেতনগ্রাহী প্রচারক নিয়োগ করা, এপন ঐ ধর্মের ভাবের বিরোধী। ভারতব্যীয় আদ্ধন্মান্ম আন্ধর্মপ্রচারের ভারগ্রহণ করিয়াছেন। স্বতরাং ঐ সমান্দের সহিত প্রচারকগণের কি প্রকার সহদ্ধ্বাকিবে, তাহা বিবেচা। প্রচারকগণ অর্থের জন্তা নহে, প্রেমের জন্তা। দৈশ বিদেশে আন্ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তাহারা কোন নির্দিষ্ট বেতন পান না, মাসে কৃতি টাকাও হয় না। কলিকাতা এবং নক্ষাবার বন্ধুগণ সময়ে সময়ে বি অনিয়মিত দান করেন, ভাহাই তাহারা এ যাবং গ্রহণ করিয়াছেন।

বেতনের অর্থ—অর্থের বিনিম্যে শ্রম। স্থতরাং বেতন বন্ধ হইলে প্রচারও বন্ধ হয়, আমাদের প্রচারকগণ এ ভাবের উর্দ্ধে অবস্থিত। যদি কেই কিছু ইহাদিগকে দান করেন, ইহারা কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিবেন, কিন্তু উহা জাহারা পরিশ্রমের বিনিম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যদি টাকা না পান, তাহা হইলে যে তাঁহারা পরিশ্রম বন্ধ করিবেন, তাহাও নহে। তাঁহাদিগকে কত পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় এবং কত প্রকারের অবস্থা তাঁহাদের ঘটে, এ সকল বিবেচনা করিয়া সাধ্যমত আমাদের তাঁহাদিগকে সাহায্য করা উচিত। আমরা সাহায্য করিয়া দানের বিনিম্যে কিছু আকাজ্ঞা করিব না, তাঁহারা আপনারা ইচ্ছাপ্রকি যে কর্ত্রন্তার গ্রহণ করিয়াহেন, তংশক্ষেদ্ধে তাহারা ঈশ্বরের নিকটে দায়ী, আমরা ইহাই মনে করিব। যাঁহারা এই ভাবে দান করিতে চান, তাঁহারা অন্থ্যহপূর্বক প্রচারকার্য্যালয়ে দান প্রেরণ করিবেন।" অনম্বর স্বর্ধস্থতিতে প্রতাব ধার্য্য হইল।

* শ্রীযুক্ত শশিপদ বল্লোপাধ্যায় ৫ ন্ডাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত প্রভাপচক্র মজমদার পোষকতা করিলেন:—

সাধারণ আক্ষপ্রতিনিধিসভা এবং কলিকাতা আক্ষমনাজের প্রচারকার্যা-লয়কে ভারতবর্ষীয় আক্ষমনাজের সহিত একত্রীভূত হইবার জন্ম প্রার্থনা করা যায়।

সর্ব্বসন্মতিতে প্রস্তাব ধার্য্য ইইল।

অনস্তর সভাপতি পাটনা, বেরিলী এবং দেরাদ্ন হইতে, ব্রাদ্ধর্মের গ্রন্থ উর্দ্ধতে প্রকাশ করিবার জন্ম সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যে পত্র আদিয়াছে, তাহা পাঠ করিলেন। এতংসম্বন্ধে যে প্রস্তাব হইল, উহা তত্তং সমাজে অবগত করি-বার প্রতাব ধার্য্য হইল। "এক এক জন প্রচারক দেই সেই স্থানে গিয়া অধি-বাদী হয়েন", এই প্রতাব সম্বন্ধে হির হইল যে, প্রচারকগণ এ বিষয় আপনার। বিবেচনা করিবেন। সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়া প্রার্থনাক্ষে সভা ওক্ষ হইল।

সভার নির্দারণাহ্যারে অভিনন্দনপত্র (৫ই কাঠিক না দিয়া) এক মাসের পর প্রদত্ত হয়। আহ্মগণের নাম স্বাক্ষরার্থ এই এক মাসকাল প্রতীক্ষিত ইইয়াছিল। অভিনন্দনপত্র (১) নিয়ে প্রদত্ত ইইল।

⁽১) ১৭৮৯ শক্ষের ২৫ সংখ্যক ধর্মজন্ম এইব্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন ও অভিনন্দনপত্র অর্পণ

ভক্তিভান্তন মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেক্তনাথ ঠাকুর কলিকাতা রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেরু।

আর্থ্য,—যে দিন দেশহিতৈ বী ধর্মণরায়ণ মহাত্মা রামমোহন রায় বন্দদেশ পবিত্র ব্রম্বোপাসনার জন্ম একটি সাধারণ গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, দেই দিন ইহার প্রকৃত মঙ্গলের অভ্যাদয় হইল। বহুকালের অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জায়্র হইয় বঙ্গদেশ নৃতন জীবন প্রাপ্ত হইল, এবং কৃদয়ের হইতে মৃকৃ হইয়া মাধীনভাবে উন্নতির পথে পদস্কারণ করিতে লাগিল। কিছু উক্ত মহাত্মার অনতিবিলম্বে পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে, তংপ্রদীপ্ত ব্রেম্বোপাসনার পালোক নির্বাণোম্প হইল, এবং সকল আশা ভঙ্গ ইবার উপক্রম হইল। এই বিশেষ সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উথিত করিয়া বঙ্গদেশের ধর্মোয়িতির ভার আপনার হত্তে অর্পণ করিলেন। আপনি নিঃমার্থভাবে ও অপরাজিতচিত্তে বিগত ক্রিশ বংশর এই গুসভার বহন করিয়া যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহাতে আম্রা মাপনার নিকট চিরক্লভক্তভা-খণে বদ্ধ হইয়াছি।

বে বেদান্তপ্রতিপাত রক্ষোপাদনা বিল্পুপ্রায় হইয়াছিল, তাহা পুনক্ষীপন করিবার জন্ত আপনি ১৭৬১ শকে (২১শে আখিন) (৬ই অক্টোবর, ১৮৩৯ গৃঃ) তর্বোধিনী সভা সংস্থাপন করেন; (১) তথার অনেক কত্রিত্য ব্বক ধর্মালোচনা দারা কুসংস্থার হইতে মৃক্ত হইলেন এবং ব্রহ্মোপাদনা দারা হুদয় মনকে বিশুদ্ধ করিতে দক্ষম হইলেন। এই সভার দিন দিন শ্রীকৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অবিল্পে বহুদখ্যক সভা দারা ইহা পরিপ্র ইইল। যাহাতে আপনাদের আলোচনার ফল আরও বিস্তীর্গরূপে প্রচারিত হয়, এই উদ্দেশে আপনি ১৭৬৫ শকে (১লা ভাজ) (১৮৪০ গৃঃ) স্ববিধাত "তর্বোধিনী পত্রিকা" প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকা দারা বক্তায়া প্রকৃতরূপে সংগঠিত ও অলক্ষত হইয়াছে এবং অপরা ও পরা বিভার বিবিধ তত্ব সম্দায় বক্দদেশে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে প্রচারিত ইইয়াছে। এইরপে তত্ববোধিনী সভা ও রামনোহন রায়ের

⁽১) ১৭৮১ শক্ষে, ২১শে আধিন জীনস্থানচন্ত্ৰ বিভাহানীৰ "তত্ববেধিনীসভার" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬০ শক্ষে নহর্ষি দেবেপ্রনাণ ঠাকুর ব্রাশ্বসমালে বোগ্রাম করেন। এই ১৭২০ শক্ষে "ত্ববেধিনীসভার" সঙ্গে ব্যাশ্বসমালের বোগ হয়।

প্রতিষ্ঠিত ত্রান্সসমাজের পরস্পর সাহায়্য দ্বারা ত্রন্ধোপাদকদিগের সংখ্যা রৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহাদিগকে এক বিশ্বাসস্থকে গ্রথিত করিয়া দলবন্ধ করিবার জন্ম আপনি ষ্পাদময়ে ব্রাহ্মধর্মগ্রহণপ্রণালী প্রবৃত্তিত করিলেন। এই প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা আপনি উপাদনাকে বিশ্বাসভূমিতে বন্ধমূল করিলেন, এবং ব্রন্ধোপাদকদিগকে বেদান্তপ্রতিপাল ব্রান্ধর্মে সম্প্রদায়ীভত করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজ স্কাব্যবস্পন হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল, এবং ইহার দ্টান্তে স্থানে স্থানে শাথাসমাজ সংস্থাপিত হইল। কিন্তু পৰিত্ৰ ধর্মের উন্নতিস্রোতে অধিক কাল অসতা তিষ্টিতে পারে না। এ কারণ বেদাদি গ্রন্থের অভ্রান্ততাবিষয়ক যে ভয়ানক মত এই সমুদায় ব্যাপারের মূলে গুঢ়রূপে ম্বিতি করিতেছিল, তাহা যথনই বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চাতে প্রকাশিত হইল, তথনই বিবেকের অন্তরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে আপুনি উহা পরিত্যাগ করিয়া - অধ্মন্নাতাদিগকে তাহ। হইতে মুক্ত করিতে যতুবান হইলেন। হিন্দুশান্ত্র মন্থন করিয়া পূর্বে সভ্যামৃত লাভ করিয়াছিলেন, পরে তুরাধ্যে গ্রল দৃষ্ট হওয়াতে আপনি তত্ত্যকে ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম নামে হিন্দুশাখোদ্ধত সভাসংগ্রহ প্রচার করিলেন। ব্রাদ্ধর্মগ্রহণপ্রণালীও স্বতরাং পরিবর্ত্তি হইল। গভীর চিন্তায় নিম্ম হইয়া আপনি ব্রাহ্মধ্যের কয়েকটী নির্বিরোধ মূল সত্য নির্দ্ধারণ করত, ততুপরি ব্রাক্ষমগুলীকে স্থাপন করিলেন। এইরপে সমাজদংস্কার করিয়া আপনি কয়েক বংদর পরে হিমালয় পর্বতে গমন করিলেন। তথায় তুই বংসর কাল অবস্থান করত হৃদয় মনকে উপাসনা, ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা সম্ধিক উদ্ধৃত করিয়া সেপান হইতে প্রত্যাগত হইলেন: এবং দিগুনিত উল্লম ও নিষ্ঠা সহকারে বিশুদ্ধ প্রণালীতে সংস্কৃত সমাজের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইলেন। যে ব্রহ্মবিভালয়ে আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রাহ্মধর্মের নির্মাল মৃক্তিপ্রাদ জ্ঞান নিয়মিতরূপে বিভরণ করিয়া নবা সম্প্রাদায়ের व्यत्नकरक द्रेशरतत পথে আনিয়াছেন এবং যে उन्नविद्यालयत উপদেশগুলি গ্রহ্বন্ধ হইয়া প্রচারিত হওয়াতে শত শত লোকে এখনও ব্রান্ধর্মের মত ও বিশাস ব্ঝিতে সক্ষম হইতেছে, আপনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। किन्त जाभनात यथार्थ भट्य उथन्छ भग्नास्त्र मभाक्त्रत्भ श्रकाम भाग्न नाहे। যথন আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচাধ্যরূপে পবিত্র বেদী হইতে

ব্রান্ধর্মের মহান সতা সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তথনই আপনার হাদিপ্তিত মহোচ্চ ও স্বৰ্গভীর ভাবনিচয় লোকের নিকট প্রকাশিত হটল: এবং বিশেষরূপে ঈশরের দিকে উপাসকদিগের স্তুদযুকে আকর্ষণ করিলেন। কত দিন আমরা সংসারের পাপতাপে উত্তপ্ত হইয়া সমাজে আসিয়া আপনার ক্লয়-বিনিঃস্ত জ্ঞানাম্তলাভে শীতল হইয়াচি: কত দিন আপনার উৎসাহকর উপদেশ স্বারা আমাদের অসাড় ও মুমুর্ আয়া পুনজীবিত হইয়াছে এবং আপনার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের গান্তীধ্য ও দৌন্দর্য্যে পুলকিত হইয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াছে। সেই স্কুল স্বর্গীয় অফুপম "ব্যাপ্যান" পরে পুস্তকাকারে মৃদ্রিত হইয়াছে। আমরা তচ্ছ বণ দ্বারা যে মহোপকার লাভ করিয়াছি, বোধ করি, অনেকে পাঠ করিয়া তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইবেন। পরস্ক ইহা আমাদের দৃঢ় বিখাদ যে, এই অম্লা পুশুক ভবিশ্বতে দেশে বিদেশে উপযুক্তরূপে সমাদত হইবে। এই প্রকারে সাধারণ ভাবে আপনি স্বীয় হৃদিন্বিত । আদর্শ অন্তলারে ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, আবার বিশেষরূপে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনার পুত্রসদৃশ ক্ষেহপাত হইয়া পরম উপকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহার। আপনার জীবনের গুঢ়তম মহর অহুভব করিয়া এবং আপনার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এবং পবিত্র সহবাদে উন্নত হইয়া আপনাকে শিতার লায় ভক্তিকরেন এবং আগাল্যিক উন্নতিপ্রে আপনাকে যথার্থ বন্ধ ও স্হায় জানিয়া, চিরজীবন আপনকার নিকট কৃতজ্ঞতাঞ্গে বন্ধ থাকিবেন। ব্রান্ধ্য হে প্রীতির ধর্ম এবং কঠোর জান ও শৃল অওগানেব মতীত, তাহা খাপনারই নিকট আন্ধেরা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং আপনারই উপদেশ ও দৃষ্টাস্থে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের আধ্যাত্মিক প্রিত্রতা ও আনন্দ হুদয়ক্ষম করিতে স্ক্রম হুইয়াছেন।

এই সকল মহোপকারে উপকৃত হট্যা, আনাদের হৃদয়ের কৃতক্ষতা ও ভবিদ্যেচক এই অভিনন্দনপর্থানি অল্ল আপনাকে উপহার দিতেতি। শৃষ্য প্রশংসাবাদ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কেবল কর্ত্তব্যেরই অহুরোধে এবং আছুরিক কৃতক্ষতারই উত্তেজনায় আমরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হটতে সাহসী হইয়াছি। আপনার মহবের অযোগ্য এই উপহারটী গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে প্রমাপ্যাবিত করিবনে। প্রনেশ্র আপনার হৃদয়ে বিমলানন্দ বিধান কঞ্লন, আপনার সাধুকামনা সকল পূর্ণ হউক এবং আপনার ঐহিক ও পার্ত্তিক একা হউক।

ধর্মণিত। শ্রীষুক্ত মহর্ষি দেবেক্সনাথ এই অভিনন্দনপত্ত্রের বে প্রত্যুম্ভর দান করেন, তাহার মূল অংশ আদি বিবরণে "ধর্মণিত। দেবেক্সনাথ" আখ্যাত অধ্যায়ে ২৫—৩০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে; স্তরাং উহা আর এ স্থলে সমগ্রাকারে পুনং প্রদত্ত হইল ন।।

ব্ৰন্দোৎদব-প্ৰবৰ্ত্তন

উপাদনার ঘনীভূতরূপ এন্ধোৎসৰ এব: মিরারে উৎসবের বিজ্ঞাপন

কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছাদ যতই দিন দিন বাড়িতে লাগিল, ততই উহার প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আমরা পুর্বেই বলিয়াছি. দৈনিক উপাদনার ভিতর দিয়া ভক্তির সমাগ্রম হইল। উপাদনা ঘনীকৃত হইয়া উহা দীর্ঘকালব্যাপী হইয়া উঠিল। তু ঘণ্টা ভিন ঘণ্টা উপাসনা করিয়াও যুখন তপ্তির পরিসমাপ্তি হইল না, তখন উহা ত্রন্ধোংস্বের আকার ধারণ করিল। ৯ই অগ্রহায়ণ ১৭৮৯ শক (২৪শে নবেম্বর, ১৮৬৭ খৃ:) প্রথম এক্ষোংস্ব (কলুটোলা ভবনে) প্রবৃত্তিত হয়। ১৫ই নবেশবের (১৮৬৭ খঃ) মিরারে এই প্রকারে উৎদবের বিষয় সকলকে অবগত করা হয়, "২৪শে তারিপ েনবেম্বর) রবিবারে আঞ্চলের একটা সভা হইবে। এ সভা সম্পূর্ণ উপাসনা-সঙ্গীত, প্রার্থনা, অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ এবং ধ্যান, এ সকলের জন্ম নির্দিষ্ট সময় থাকিবে। উষার আরভের সঙ্গে সভা আরভ হইয়া, রাতি দশটা প্রান্ত সভার কার্যা চলিবে। প্রণালীমধ্যে বিবিধ প্রকারের বিষয় আছে, আশা করা যাইতে পারে, উহা ক্লান্তিকর হইবে না। মধাাহ্নকালে ছু ঘণ্টা বিশ্রামের জন্ম সময় থাকিবে, যে সময় উপদ্বিত ব্যক্তিগণ নিক্স বিবেচনা অফুসারে যাপন করিতে পারেন। সকল শ্রেণার আন্দের নিকটে নিমন্ত্রণপত্তী প্রেরিত হইবে। বাহাদের সমুদায় দিন যোগ দেওয়ার স্থবিধা হইবে না, তাঁহার। উহার কার্য্যের কোন অংশে যোগ দিতে পারেন। সকলের শিতা ঈশবের উপাদনা উপলকে, নগবে এবং উপনগবে এক এক স্থানের কতকগুলি ব্রাদ্ধ অপর স্থানের ব্রাহ্মগণ সহ বিচ্ছিন্ন হট্যা আছেন, তাঁহাদিগকে একত্রিত করা এই সভার উদ্দেশ্য।"

"ইভিয়ান মিরারে" উৎসবের বিশয়ণ

উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেলে, ১লা ভিদেশবের (১৮৬৭ খৃঃ) পত্রিকায় (ইতিয়ান মিরারে) এইরূপ লিখিত হইয়াছে, "বিগত রবিবারে (২৪শে ন্বেম্বর) ১৫০ ব্রাক্ষগণের উপাদনাদভা অথবা ঠিক বলিলে ব্রক্ষোংসব, আমরা যত দুর আশা করিয়াছিলাম, তাহা অপেকা সম্থিক পরিমাণে অসম্পন্ন হইয়াছে। যদিও দৰ্বাথা উপাদনাঘটিত ব্যাপার, তথাপি দম্দায় দিন দম্মন উংদাহ ছিল। ছই শতের অধিক ব্যক্তি ইহার বিবিধ কার্য্যে যোগ দান করিয়াছিলেন। তিন বার নিয়মিত উপাদনা হয়, প্রাতে ৭টায়, অপরাছে ১॥ টায় এবং সন্ধায় ণ টার সময়। প্রত্যুষে ৬টা হইতে ৭টা, সায়ংকালে ৫টা হইতে ৭টা, এই তিন ঘটা সময়ে কতকগুলি নুতন রচিত গান গীত হইয়াছিল। ধর্মদছদ্ধে কথা, বিশেষতঃ প্রার্থনাসম্বন্ধে প্রসঙ্গ, ১২টা হইতে ১॥ টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা কাল হয়। মধ্যাহের উপাসনার পর এক ঘণ্টা কাল উপনিষং ও অভাত হিন্ শাল্প, বাইবেল, কোরাণ এবং শিখদিগের গ্রন্থ হইতে প্রবচন পাঠ ও ব্যাখ্যা। ইহার পর অর্দ্ধ ঘণ্টা উপাসকরন্দ নিত্রভাবে ধ্যানে অতিবাহিত করেন। সমুদায় দিনের কাণ্য কিরূপ জীবস্তভাবে উৎসাহের সহিত নিম্পন্ন ইইয়া গিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। এ অতি বিশ্বয়কর ব্যাপার যে, যে তুই যেটা কাল বিপ্রামের জন্ম ছিল, যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এমনই উপাদনার ভাবে নিমগ্র যে, দে দম্য বিশ্রামার্থ অতিবাহিত করেন নাই এবং যখন রাত্রি দশটার সময় উপাসনা ভাকিল, তথনও সকলের সমান উৎসাহ ও জীবস্কভাব বিখ্যমান ছিল। এ দুখ্য অতি অগন্ধীর যে, এতগুলি ঈশবসন্ধতি সত্যেতে, ভাবেতে, আনন্দ ও উংসাহ সহকারে তাঁহাদিগের কৃষ্ণাময় পিতার পুজায় নিষ্ ঞ এবং প্রায় যোল ঘন্টা একত তাঁহার পবিত্র নামের মহিমাগানে নিরত: এরপ জীবস্ত উপাদনা আত্মাকে উন্নত করে, পবিত্র করে, ঈশরের महिडिक करतः योजाता উरमरत व्याग निग्नारकन, ठाँशानिरगत माकार छेनलिक ইছার যথেষ্ট প্রমাণ। আমরা আশা করি, এই উৎসবের প্রভাব প্রতি ব্রাপ্সমাজের উপরে বিস্তীর্ণ হইবে: এবং সমাজের সজন নির্ক্তন উপাসনাতে জীবন ও ভাব সংস্টু করিবে। ব্রান্ধ কেবল জীবন্ধ উপাসনা দারা পাপ इंहें एक विमुक्ति धवः नवकीवन मांक कतिएक भारतन, धवः कातरकत नवकीवन-नकातार्थ कीवस निक केवन उनामनाहै।"

डेगामना श्रवातीय विगरिवर्सन

এই উৎসব সময়ে, বে প্রণালীতে উপাসনা হইয়াছিল, আম্রা নিয়ে ভাহা

উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এতদ্বারা তৎকালে উপাসনার প্রণালী কিন্ধপ বিপরি-বর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা সকলে স্থান্থকম করিতে পারিবেন।

žretna

দিনমণির উদয় না হইতে হইতে, এই উংসব-ক্ষেত্র ব্রহ্মের জয়ধ্বনি উথিত হইল। সামরা কোন লোকের অফরোধে এখানে উপস্থিত চট নাই। আমরা যাহার দারা আরুষ্ট হইয়া অভ এখানে সমবেত হইয়াছি, তিনি আমাদের পিতা পরিত্রাতা। বিশেষ ভক্তি দ্বারা তাঁহার চরণ সেবা করিব, আঞ্চ সমক্ষ দিবস অবিপ্রান্তরূপে তাঁহার পূজা করিব, এই অভিপ্রায়ে আমরা উৎস্বক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছি। অনন্তকাল যে প্রেমময়ের সঙ্গে থাকিতে হইবে, আন্ধ বিশেষ আনন্দের সহিত নিশান্তে দিনান্তে সকলে তাঁহার নাম সংকীর্মন করিব। বাদালাতারা আমার ভবনে আনিয়া আমার কতজাতাভালন হইয়াছেন এজন্ম তাহাদিগকে আমার ধন্যবাদ। তাহাদের নিকট আমার নিতান্ত অহুরোধ এই যে, তাঁহার। অগুকার লক্ষ্য হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে যুদ্ধবান হন। যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক, তিনি আমার নিপ্রের বক্ষক ও প্রতিপালক। থিনি জগতের জীবন, তিনি আমার জীবন। এইরপে প্রত্যেকে তাঁছার সহিত নিগঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উপায় অবলম্বন করুন। প্রত্যেকের প্রতি **তাঁহার** বিশেষ রূপ। সকলে অবধারণ করুন, এবং বিশেষ প্রীতি ও ভব্তির সহিত তাঁহার প্রভাক্ষন। অহা যেন কাহারও মন বিক্রিপ না হয়। প্রলোকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, ঈশরের প্রেমরাজ্যে অবস্থানপুর্বাক দেই প্রমান্ত্রাকে সকলে আহাসমর্পণ করুন। ঈশর আমাদিগের শুভ ইচ্ছা সম্পর করিবার ক্ষমতা আমাদিলকে প্রদান করুন। সমস্ত দিবস যে ঠাঁচার প্রবণ মনন ও निमिधामन कविटल भावित, निट्कत जैभव निर्देश कविया अन्न भागा कविटल পারি না: অতএব দেই পিতার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের ভঙ ইচ্ছা পূর্ণ করুন, আত্ত সমস্ত দিন আমাদের অন্তবে বাহিরে থাকিয়া আমাদিগের রদয়কে অধিকার করুন।

সারাধনা

স্ত্যং জ্ঞান্মনস্থং ব্রন্ধ, আনন্দর্গমন্ত্রং ব্যবহাতি, শাস্কং শিবমুদ্ভিম, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম ॥

তুমি সংশ্বরূপ ও জগতের কারণ, তুমি সকলের রক্ষক ও আত্রয়স্থান, তোমাতেই সমুদায় জগং স্থিতি করিতেছে, তুমি সকল শক্তির মূলশক্তি, তুমি জীবনের জীবন। হে প্রাণস্কপ প্রমেশ্বর, তোমাকে নমস্কার! তুমি জ্ঞান-শ্বরূপ ও সর্ব্বসাক্ষী, তোমার আ ভর্ষ্য জ্ঞানকৌশল সর্বত্ত বিভয়ান রহিয়াছে; তুমি অয়: আনরূপে এখানে বর্তমান রহিয়াছ, এবং আমাদের বাহ্যিক অবস্থা ও আন্তরিক ভাব সকল দেখিতেছ; তোমার উচ্ছল জ্ঞানদৃষ্টির আলোকে সকলই প্রকাশিত হইয়াছে। হে সর্কদশী প্রমেশ্ব, তোমাকে নমস্কার! ভূমি অনস্ত অনাদি, ভোমার জ্ঞান শক্তির সীমা নাই, ভোমার প্রেম ও পবিত্রতার অস্ত নাই, বাক্য মন তোমাকে ধারণ করিতে গিয়া পরাস্ত হয়, তুমি এমনি মহান্; তুমি অসীমরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, তুমি অগ্ন্য অপার। হে অনস্তদেব, তোমাকে নমস্কার! তুমি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে, শান্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছ, তোমার আনন্দ সম্দায় জগংকে প্রতিকণ অমুরঞ্জিত করিতেছে এবং প্রাণীদিগকে নানা স্থপে স্থী করিতেছে; তুমি বয়ং আনন্দের আধার, তুমি অমৃতের অনস্ত উৎস, তুমি শাস্তিনিকেতন; তোমার নিকটে থাকিলে শোক সন্তাপ মোহকোলাহল সকলই চলিয়া যায়, এবং আহা৷ বিমল আমানদ ও শাস্তি উপভোগ করে। হে আনন্দস্তরপ, তোমাকে নমস্কার! ভূমি মললস্বরূপ, ভূমি দয়াময়, তোমা হইতে দেহ মন প্রাণ লাভ করিয়াছি এবং তোমা হইতেই আমাদের হৃথ সৌভাগ্য; তুমি আমাদিগকে জ্ঞান ধর্ম দিয়াছ এবং ভোমারি প্রসাদে ভোমার উপাসনারপ অমূল্য অধিকার প্রাপ্ত হুইয়াছি; তোমার দয়ার সীমা নাই, আমরা অত্পযুক্ত হইয়াও প্রতি নিমেষে তোমার লেহে স্বকিত হইতেছি: তোমার দৃষ্টির মকল জ্যোতিঃ এথনি স্মামাদের উপর নিপতিত রহিয়াছে। হে মকলময়, ভোমাকে নমন্বার! তুমি অবিতীয়, তুমি সকলের অধিপতি ও সকলের নিয়স্তা; সমল্ত অবগং কেবল তোমারই নাম কীর্ত্তন করিতেছে; একাকী তুমি আমাদিপকে হুজন করিলে, একাকী তুমি আমাদিগকে পালন করিতেছ এবং আমাদের আশ্রয় হইয়া শ্বিতি করিতেছ; তুমি আমাদের ধর্মপথের একমাত্র নেতা, একাকী তুমি অসংখ্য জীবের প্রার্থনা শ্রবণ কর, তৃমি একমাত্র সকলের পরিত্রাতা। তৃমি একমেবা-ৰিভীয়[ু], ভোমাকে নমৰার ় তুমি ৩ছ জ্যোতিঃৰত্নপ, পাপ ভোমাকে স্পৰ্

করিতে পারে না, তুমি অপাপবিদ্ধ ও নির্মানখভাব; তুমি এমনি পবিত্র বে, তোমার পবিত্র আলোকের একটি কিরণ লাভ করিলে, চিরসঞ্চিত পাণাদ্ধকার তিরোহিত হয়; তুমি নির্দোষ ও নিকলম্ব, তুমিই সকলের সম্বন্ধনীয়, তুমিই সকলের অবনীয় ও উপাস্ত দেবতা। হে পবিত্রস্বরূপ মৃক্তিদাতা, আমরা তোমাকে নমস্বার করি!

शान

আমরা যাহার আরাধনা করিলাম, এখন তাঁহাকে ধ্যান করি। তাঁহার জান, শক্তি, প্রেম ও পবিত্রতা শ্বরণ করিয়া তাঁহাকে হুদয়মধ্যে ধারণ করিতে যত্ববান্ হই। সর্বাত্র তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ; তাঁহার পবিত্র সহবাস আমাদের প্রত্যেকের জন্ম এখানে প্রদারিত। কি ধনী, কি দরিজ, সকলেরই জন্ম তাঁহার সহবাস উন্মৃক্ত রহিয়াছে। তাঁহার সেই পবিত্র সহবাস অস্করে অম্কৃত্ব করি, এবং তাঁহার সহিত যোগ সংস্থাপন করিতে চেটা করি।

সকলে নিমীলিতনয়নে কিয়ংকাল ধ্যান করিয়া, সম্বরে এই গ্রার্থনা করিলেন:—

প্রার্থনা

অসতো মা সদ্গময়, তমদো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মায়ুতং গময়, আবিরাবীম এধি; রুলু যতে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিতাম।

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে নইয়া যাও, আছকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকৈ অমৃতেতে লইয়া যাও। হে স্থপ্রকাশ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও; কল্প, তোমার বে প্রসম্ম মৃথ, তাহাদ্বারা আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর।

উপৰেশ

প্রাতঃকালের উপাদনা-কালে "প্রাণক্ত প্রাণমৃতক্ষ্যক্ষ্য" ইত্যাদি বেদাস্থবাক্য অবলম্বনে উপদেশ প্রদত্ত হয়। এই উপদেশে প্রাচীন রামধর্ম হইতে কি প্রকার নৃতন ভাবের অভাষান হইরাছে, তাহা আমরা ক্ষান্ত দেখিতে পাই। কেন না বাহিরের মগতে এক্ষের বিচিত্র ক্রিয়া দর্শন করিয়া তৎপ্রশ্লীর অবধারণ, অথবা নানাবিধ কর্মণার চিক্ত অবলোকন করিয়া তাঁহার দ্যা

চিন্তন, এ দকলেতে ব্রহ্মকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় না, পরিমিত ভাবে গৃহীত হন, উপদেশে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। "দর্কাপেকা উৎকৃষ্ট দেই कान, त्रहे উপাদনা, यে कात्न इत्तरप्र এवং वाहित्त द्रेश्वत প্रकाशिक इन. যথন যে উপাসনাতে ঈশ্বর অনতিক্রমণীয় ভাবে হৃদয়কে ধারণ করেন।" জ্ঞান বলিয়া দিল, তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষর চক্ষ, মনের মন, তাঁহাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়াপণ কার্য্য করিতে অসমর্থ, সম্পায় দেহ তাঁহারই শক্তির অধিষ্ঠানে পূর্ণ, তথন হানয় বলিতে লাগিল, "দেই যে মনের মন, চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ দিশরকে তুমি জানিলে, তাঁহাকে আমি লাভ করিতে চাই; তুমি কেবল তাঁহাকে জানিয়া রহিলে, কিন্তু আমার তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। তুমি জানিলে যে, তাঁহাকে ছাড়িলে ভৌতিক মৃত্যু হইবে, কিছু তাঁহাকে ছাড়িলে আমার যে আধ্যাত্মিক মৃত্য হইবে।" রুদয় কোন মতে ঈশ্বরকে ছাডিয় থাকিতে পারে না, এই জন্ত দে সর্বদা ব্যাকুল। ঈথরের দঙ্গে যোগ অভুভব করিতে না পারিলে, উহা আর স্থির থাকিতে পারে না। জ্ঞান দার। ব্রদ্ধকে অবগত হইয়া, হৃদয় তাঁহাকে প্রাণরূপে সাক্ষাং উপলব্ধি করত কতার্থ হয়। স্বয়ং ভগবান তাহার নিকটে তথন "চক্ষতে চক্ষর চক্ষরপে, প্রোত্তেতে প্রোত্তের শ্রোত্তরূপে, মনোমধ্যে মনের মনোরপে" আপনাকে প্রকাশ করেন। সমস্ত শ্রীর মন তথন প্রিত্ত ব্রহ্মানির হয়, সম্লায় জীবন তাঁহার আবাস্থান হয়। তথন তাঁহার দর্শন চকুর ভ্ষণ, তাঁহার নাম্প্রবণ কর্ণের ভ্ষণ, তাঁহার চরণ-সেবন হক্ষের ভ্ষণ হয়।

मधारक देशांत्रमा

মধ্যাহকালে "দ এবাধন্তাং দ উপরিষ্টাং" ইন্ডাদি বেদাছবাকা অবলম্বন করিয়া উপদেশ হয়। এই উপদেশে, ঈশর যে আমাদিগের কত নিকটে, তিনি যে কোন কারণে আমাদিগের হইতে দ্রে প্রস্থান করেন না, ইহা দবিশেষরপে সকলের স্থান্তে করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের সহস্র অপরাধেও তাঁহার নৈকটোর হাস হয় না। আমাদের পুণ্যে যেমন তিনি আরুই হন না, পাপ দেখিয়া সেইরূপ তিনি দ্রে গমন করেন না; তাঁহার সৃষ্টিকর্ষ আমাদের অবস্থার উপর অথবা ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না। তাঁহাকে চাই বা না চাই, ধার্ম্মিক হই বা পাপী হই, দ্যাময় ঈশর কথন

আমাদিগকৈ পরিত্যাগ করেন না। "মনের সহিত বিখাস করিলে তথনই দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি সকলের পরিত্রাবের অন্ত প্রতিমনের পশ্চাতে সম্মুখে দকিণে উত্তরে অবহিতি করিতেছেন। বিখাস তাহার প্রেমমুখ দেখিয়া মনে, মনে কৃতার্থ হয়, তাহার, সহবাদে শরীর আত্মা বিভদ্ধ হয়। সাধক চিরদিন তাহারই নিকটে থাকিয়া পাপ তাপ হইতে রক্ষা পান এবং স্থনিশিল শান্তি সংস্থাগ করেন।"

चनतार् भागित भव मकात उक्तमधीर्तन वरेश ववर्षित छेभामन

অপরাছে পাঠ, আলোচনা, ধান ও ব্রহ্ম ই ইয়া দিববৈদান হয়।
সন্ধায় সময় শতাধিক ব্রান্ধ দণ্ডায়মান হইয়া স্থান সহকারে ব্রন্ধনীতীন
করেন। এই সময়ে প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেক্সনাথ উপাসনা-স্থানে আগমন
করেন। তাহাকে আবেটন করিয়া প্রমন্ত কীর্তান হয়। মহর্ষি ভাবে পূর্ণ
হইয়া সায়কালীন উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করেন। রাত্রি দশঘটিকার সময় উৎস্ব
শেষ হয়।

এই উৎস্বে নবভাৰ ও নবজীবনলাক এবং নববুগের রেখাপাক

এই উৎসব ব্যাহ্মগণের জীবনে একটি নৃতন অবস্থা আনিয়া উপস্থিত করিল। তাঁহারা বৃত্তিতে পারিলেন, ভগবদারাধনা বন্দনা ধ্যান ধারণায় কেমন সমস্ত দিন আনন্দ ও শাস্তিতে অতিবাহিত হইতে পারে। ঈদৃশ উৎসব সংসারের সকল চিন্তা, সকল ভাবনা, সকল প্রকার প্রবৃত্তির উত্তেজনা, সকল প্রকারের হুংখ ক্লেশ অনায়াসে অপনহন করে, হৃদ্য মনকে এক স্থাহার লেইয়া যায়, ব্রাহ্মগণের ইহা সাক্ষাং উপলব্ধির বিষয় হুইল। ইই অগ্রহারণের (১৭৮৯ শক) উৎসব নববিধ উৎস্বের ব্যাপার প্রবৃত্তিত করিয়া, ব্রাহ্মসমাজকে নবভাব নবজীবন দান করিল। কেশবচন্দ্রের জীবনের কার্য্য মধ্যে এই উৎসব নব যুগের রের্থাপাত বলিয়া চির্দিন গণ্য হুইবে।

অফাত্রিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ

(২৪শে জাতুয়ারী, ১৮৬৮ খু:)

"निथमाजित ইতিহাস ও জীবনের कार्या" বিষয়ে বক্ত তা এবং আমেরিকার "অাধীন ধর্মসমালের" প্র

শাংবংসরিক উৎসবের রুত্তাস্ত লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বের তুইটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। একটি বেগুন দোসাইটীতে "শিথজাতির ইতিহাস ও জীবনের কার্যা" বিষয়ে বক্ততা, আর একটি আমেরিকার "স্বাধীন ধর্ম-সমাজের" (Free Religious Association) পত্র ৷ বক্ততাতে ভারতবর্ষীয় চারি জাতির চারিপ্রকার চরিত্র ও উপযোগিত। বিষয় বর্ণিত হয়। (>) বল্বে-নিবাদী, (২) মান্ত্ৰাজবাদী, (৩) বন্ধদেশী, (৪) পঞ্চাবী। বন্ধেবাদিগণ নিয়ত কার্যাশীল, সাহদিক কার্য্যে প্রবৃত্ত, স্বাধীনচেতা। ইউরোপীয়গণের এই সকল গুণ ইহাদিগেতে প্রতিফলিত। সাংসারিকতা, সময়ে সময়ে বিবেক-বিষ্চৃতা, মানদিক অগভীরতা, ওদাগীল, এই দকল তাঁহাদিগের দোষ। याद्यां किंगन कानमद्रस्त शैन इंग्लिंख, महक्र छात. निकाशहरता भर्मात्र होने दिनीय ভাব, কচি ও সংস্থার, সময়ে সময়ে কার্যাশীলতা ও সাহ্দিকতা তাহাদিগের আছে। পাশ্চাতা সভাতার অনিষ্টকর অফুকরণ ইহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। দোষের দিকে ইহার। অতান্ত রক্ষণশীল, নীতি সম্পর্কে সাহসহীন, मञ्जूठिङक्तम्य, कथिकेश मुलबुक्ति । वाकाला तम्मीयगरणत त्नाम शुरुपत विषय অনেক উল্লিখিত হুইয়াছে, তাহাদের বৃদ্ধিমতা সকলেই স্বীকার করেন। পঞ্চাবিগণের ধর্মজীবন ধর্মোংসাহ জন্ম প্রসিদ্ধ। অন্তত্ত ধর্মজীবন মৃত্যুগ্রস্ত দৃষ্ট হয়; ভক্তি, বিশাস ও উৎসাহ সকল পঞ্চাবীর মূখে প্রতিবিশ্বিত। আমেরিকার "স্বাধীন ধর্মদমাজের" সম্পাদক রেবারেও জে. পটাব সাহেব,

ভারতের ধর্মোপদেষ্টা ও সংস্কারক এই সম্বোধনে কেশবচন্ত্রকে পত্র লেখেন। •

[•] ১৮६९ संद्रोरक्तत्र २०१म कालाय शतकात विभिन्न वह । .

এক অনস্ত পরমাত্মার সন্তান বলিয়া একত্ব অফ্ভব করত, ইনি এদেশের সংস্কারে প্রবৃত্ত কেশবচন্দ্রের প্রতি বিশেষ সহাফ্ড্তি প্রকাশ করেন। এই পরে তত্ত্বতা ধর্মসহন্ধে কি প্রকার স্বাধীন ভাব উপপ্লিত, তাহা বিশেষরূপে ইনি অবগত করেন। সাত মাদ পরে (২৮শে ও ২৯শে মে, ১৮৬৮ খুঃ) 'স্বাধীন ধর্মনাজের' অধিবেশন হইবে, এই অধিবেশনে অত্যতা ধর্ম ও সংস্কারাদিস্থিকে বৃত্তান্ত অবগত করিতে অহ্রোধ করেন। কেশবচন্দ্র ইংরাজী ভাষা জানেন, দম্পাদক অবগত ছিলেন না; স্ত্তরাং অন্থরোধ করিয়াছেন, পত্র ইংরাজীতে লেখান হয়, কেন না দে দেশে কেহ এ দেশীয় ভাষা অবগত নহেন।

अहोजिश्म माथ्यमिक उपनव, नगरत अथम जन्ममहोर्जन

অষ্টাত্রিংশ সাংবংসরিক ব্রাক্ষসমাজের বিবরণ **আম**রা তৎকা**লের ধর্মতক্ত (১)** হইতে উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি:---

"যে দিনে (১১ই মাঘ) মহাত্ম। রামমোহন রায়ের প্রথক্তে ঈশর-প্রসালে বঞ্চলের মঞ্জের অভ্নের হয়, দেই শুভ দিনে (১১ই মাঘ, ১৭৮২ শক; শুক্রবার; ২৬শে জাহ্মারী, ১৮৮৮ খৃঃ) সর্কমঞ্জলালয় পরমেশরের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জয়, নগরে অঞ্চাশকীর্ত্তন করিবার বায়ভায় এবং ভারতবর্ষীয় আঞ্জাশমাঞ্জের উপাদনালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিবার উংসাহে, অন্যন চারি শত আক্ষাদিনমনির উদরের সঙ্গে সঙ্গে শীযুক্ত কেশবচন্দ্র দেন মহাশয়ের বাটীতে একত্রিত হয়লে পর, অক্ষোপাদনালুক্রক তিনটী পতাকা হত্তে করিল, সকলে এই অঞ্চাশকর করিতে করিতে নগরে বহির্গত হয়লেন। পতাকাত্রের প্রায়হ্মনে 'সত্যমের জয়তে নান্তম্' অক্ষাদেশা হি কেবলম্' 'একমেবাছিতীয়ম্' এই তিনটি সত্য অক্তি চিল।

সংকী ঠন

"তোর। আগরে ভাই। এত দিনে ভংগের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল বন্ধনাম।

কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্মসংকীর্ত্তন, পাপতাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন। দিতে পরিব্রাণ, করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম করিলেন প্রেরণ, খুলে মুক্তির ছার

⁽ ১) ১१৮२ मॅरक्त ५६हें रेडस्स्त्र २२ मरबाक "बर्सक्य" बहेगा।

সকলেরে করেন আবাহন; সে দার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত, তথায় ছু:খী ধনী মুধ জ্ঞানী সকলে সমান।

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার; যার আছে ভক্তি, সে পাবে মৃক্তি, নাহি জাতবিচার।

অন কুদংস্কার, পাপ অস্ক্ষকার, বিনাশিতে স্বর্গের ধন্ম মর্ত্তো আইল, কে যাবি আয় বিনা মূলে ভবসিস্কুপার; তোরা আয় বে ব্রায়, এবার নাই কোন ভয়, পারের কর্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।

একাস্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ দার, সংসারের মিছে মায়ায় ভূল না রে আরে।

চল সবে যাই, বিলয়ে কাজ নাই, দীননাথের লইগে শরণ, হৃদয়মাঝে হৃদয়নাথে কর দরশন; ঘুচিবে যন্ত্রা, পাইবে সাস্থনা, প্রভুর কুপাগুণে অনায়াধে যাবে ব্যক্ষাম।

"সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে ভারতব্যীয় আক্ষমান্তের ভিত্তি-স্থাপন জন্ম ভিত্তিভূমিতে উপনীত হইলেন। আক্ষ্যণ গভীর ও নিতক্কভাবে দণ্ডায়মান হইলে, অক্ষোপাসনা মারস্ভ হইল।

केंद्र चार्य स

"ভারতবর্ষীয় আক্ষসমাজসংক্রান্ত সাধারণ উপাসনা-মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিবার পুর্বের, দিন্ধিদাত। প্রমেখ্রের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই; তাংহাকে প্রণাম করি।

> "দতাং জ্ঞানমনস্থং ব্ৰহ্ম, আনন্দরপ্ৰময়তং যদিভাতি, শাস্থং শিবমধৈতম্, শুদ্ধ্যপাপবিদ্ধা।

"যাহাতে পাপীদিগের পরিত্রাণ হয়, সতাধশ্ম লাভ করিয়া পাপ হইতে
মৃক্তি হয়, যাহাতে সকলে জাতিনিবিশেষে একত্র হইয়া সেই পরমদেবতার
উপাসনা করিতে পারে, এই জত্ত এই ভারতব্যীয় ব্রাক্ষসমাজের উপাসনামন্দিরের ভিত্তি সংখাপিত হইতেছে। কিসে পাপীর পরিত্রাণ হইবে, কেবল
এই জত্ত নিয়মিত্রপে তাঁহার পরিত্র উপাসনা হইবে। অনেক দিনের পর

আমাদের আশা পূর্ণ হইতেছে, অনেক কট অতিক্রম করিয়া সবাদ্ধবে সমিলিত হইয়াছি। ঈবরের নাম ধ্যা হউক। সমন্ত বঙ্গদেশে ঠাহার 'একমেবাদিতী ১ং' নাম পরিকীর্ত্তিত হউক। সেই পরত্রদের উপাসনায় আমরা সকলে প্রমুক্ত হইয়া এই প্রার্থনা করি, তিনি যেন উপাসনার সময় বর্তমান থাকিয়া তাঁহার জীবদিগকে শোকসন্তাপ হইতে মুক্ত করেন।

ভিন্নি-স্থাপন

"ঈশরপ্রদাদে অভ ১১ই মাঘে, ১৭৮৯ শকান্দে, শুক্রবারে, ভারতব্যীয় গ্রাহ্মসমাজসংক্রাস্ত উপাসনামন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল।

"By the Grace of God. to-day the 24th of January, 1868, Friday, is laid the foundation stone of the house of worship of the Brahmo Somaj of India.

ঞাৰ্থনা

"হে মকলম্বরূপ মুক্তিদাতা প্রমেশ্বর, অহা তোমার প্রদাদে তোমার শ্বয়-পতাকা উড্ডীন হইল। তোমার নিকট বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি তমি মতা সংস্থাপন করিলে, সেই পরিত্ত মন্দিরের মঙ্গল সাধন কর। আমাদের আশা ভর্দা স্কলই তুনি, তোমারই চরণে আমর। এই মন্দির অর্পণ করিতেছি। তুমি আশীর্কাদ কর যে, এখানকার क्षमग्राक्रमी छेलामान मिक्सीय क्षमग्रमकन्त्र थ्या विश्विक स्था प्रामारक ছালোকে তোমার মহিমা; সমুদায় আকাশে তুমি পুর্ণভাবে বর্তমান রহিয়াছ। গেই যে তমি একমাত্র অন্বিতীয় দেবতা, তোমারই পবিত্র নামে এই **ভিত্তি** সংস্থাপিত হইল: এই জন্ম যে, তুমি দকলের হৃদয়কে অধিকার করিবে। टर अत्राम्बत् चामता चामातत कुप तिहोष किहरे कतिएक भाति ना, ভোষারই কুপায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ভারতবর্ধ ভোষার নাম লোষণা করিবে, এইরূপে সমুদায় পৃথিবীতে তোমার নাম পরিকীর্তিভ इरेरत। कृत्नारक य नाम পরিকীর্ত্তিত হইবে, তাহা ছালোকে প্রতিধানিত হইবে। তুমি এক দিন তোমার সকল সন্তানকে বিমল আনন্দ বিতরণ করিবে। ভবিষ্যতে কত পাপী পরিত্রাণ পাইবে, ভাষা বলিতে পারি না। আমার এই অকিঞ্চিক্র অস্থিচর্ম বারা যে এই সমাজের ভিত্তিভূমি সংখাশিত

হইল, তাহা আমার সম্বন্ধে প্রম আনন্দের বিষয়। তজ্জন্য আমি তোমাকে বার বার নমস্বার করি।"

ব্ৰহ্ম শিৰের জন্ত নিশিষ্ট খান

প্রথমে যথন কলিকাতাসমাজ হইতে বাহির হওয়া হয়, তথন এক দিন
সঙ্গতসভায় কথা হইল যে, সামাল একথানি থোলার ঘর প্রস্তাত করিয়া
উপাসনাস্থান প্রস্তাত হয়। সেই সভাতেই সভাগণ প্রতিজন এক এক মাসের
বেতন স্বাক্ষর করেন; ভাই প্রতাপচন্দ্র মন্ত্র্মদার ৫০০ টাকা ও ভান্তারার
জমীদার প্রীযুক্ত বাবু যজেখর সিংহ ৫০০ টাকা প্রদান করেন। তথন ঐ
চাদা-প্রত্বেক 'বঙ্গদেশীয় আজ্ঞাসমাজ মন্দির নির্মাণ জল্ল' লেখা ছিল। এই
সামাল চাদার উপর নির্ভর করিয়াই কেশবচন্দ্র নিজের দায়িথে মেছুয়াবাজার
রোডের (১) উপর ছয় কাঠা একথও জমী উকীল প্রীযুক্ত বাবু মহেক্রলাল
সোমের নিকট হইতে ক্রয় করেন। সেই জমীর উপরেই এখন ভিত্তিস্থাপন
হইল।

वशास्त्रकारमञ्जूषात्रमा

চিংপুররোডস্থ গোপাল মল্লিকের প্রাচীন বৃহৎ অট্টালিক।—যে স্থানে পূর্বে হিন্দু মেট্রপলিটান কালেজ স্থাপিত হয়—এ দিনের অবশিষ্ট কার্থ্যের জন্ত নির্দিষ্ট হয়। এই গৃহ পূস্প ও পত্রাদিতে অতি উৎক্টরপে সজ্জিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মমাজে স্থার্তিন-প্রবর্তন নৃতন ব্যাপার, স্থতরাং প্রাত্কালে স্থাইল যথন পথ দিয়া বাহির হয়, তথন লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল; উপাসনা চিরকালের ব্যাপার হইলেও, এত বড় প্রকাণ্ড গৃহও লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। মধ্যাহ্ন কালে কেশবচন্দ্র স্বয়ং উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করেন। "নায়নাত্রা প্রবচনেন লভ্যঃ" এই বেদান্তবাক্য অবলম্বন করিয়া প্রার্থনাসম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই উপদেশ দে সময়ের পক্ষে একান্ত উপযোগী ছিল। সরল যথার্থ প্রার্থনা রাহ্মগণের মনে ভক্তির বস্তা যথন আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, তথন রাহ্মগণের যথোচিত ভাব সহকারে প্রার্থনাশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল; এক্সই আমরা উপদেশের প্রার্থই এইরূপ কথা উল্লেখ করিতে দেখিতে পাই, "যদি তোমরা দশবংসর কাল প্রার্থনা করিয়া থাক. ভবে গভীরভাবে সেই প্রশ্ন আদিতেছে, কি অন্ত প্রথিনা করিয়া তাঁহাকে পাও নাই?
ভিকা করিবামাত্র ক্ষ্ম শান্তি হয়, কিন্তু প্রার্থনা করিয়াও ক্ষম পবিত্র
হয় না, ইহার কারণ কি? বাচনিক প্রার্থনা করা যায়, তদ্ধারা ঈশরকে
লাভ করা যায় না। স্বর্থনার রান্ধ, তাঁহারা কেন ঈশরকে লাভ করি যায় না। করিয়ার রান্ধ, তাঁহারা কেন ঈশরকে লাভ করিতে
পারেন না, তাঁহাদের ক্ষমে সংসারের জঞ্জাল কেন থাকে? সে অন্ধ্রুকার, সে
জঞ্জাল দ্র করিবার উপায় এক মাত্র প্রার্থনা, অথচ প্রার্থনা করিয়াও জঞ্জাল
নিংসারিত হইতেছে না। ইহার কারণ এই যে, সকলে তাঁহাকে সেরুপ
ক্ষমের সহিত প্রার্থনা করেন না, যেরুপে ঈশর তাঁহাদের সন্মুণীন হন।
প্রার্থনার অর্থ 'চাওয়া'। যদি ঈশরকে হ্লয়ের সহিত চাও, তাহা হইলে তিনি
প্রার্থনা গ্রাহ্ম করিবেন। স্বর্থনায় ঈশ্বর কেবল এই কথাটি বলেন, 'তুমি
আমাকে চাও, আমি তোমারই হইব'। 'মেধা সঞ্চালন করিবার প্রয়োজন নাই,
কেবল এক বার বল, আমি অমৃতকে চাই, ইহা বলিবামাত্র ঈশ্বরকে পাইবে'—
হাহার স্বর্থনারের ম্বারে এই কথাটী স্বর্থাকরে লিখিত রহিয়াছে।" (১)

আপরাচিক কারা

মধ্যাক উপাসনার পর লাহোরের শ্রীষ্ক নবীনচন্দ্র রায় হিন্দি ভাষায় উপাসনার কার্যা নির্মাহ করেন। এই উপাসনায় কয়েক জন শিগ ও হিন্দুস্থানী উপস্থিত ছিলেন। অনস্থর চারিটারে সময় ধ্যান ও ধ্যানানস্থর সায়ংকালে অতীব উংসাহ সহকারে স্কীন্তন হয়।

"Regenerating Faith" विषय छेशायन ; २०८न वायुवाती, ১৮०৮ वृद्ध

সন্ধানিকার উপাদনা (২) ৮ ঘটিকায় নিংশেষ হইলে, কেশবচন্দ্র ইংরাজিতে উপদেশ দেন। সায়কাল হইতে লোকের স্থাগ্য হইয়া গৃহ সহস্রাধিক লোকে পূর্ণ ইইয়া যায়। গৃহের চতুন্দিকের বারাপ্তাতে গাত্রে গাত্রে সংলগ্ধ হইয়া লোক দীড়ায়। এত লোক ক্ষান্থয়ে স্থান পাইবার কল্প বাগ্র ইইয়া ইঠতায় পুরুত্ত ইইয়াছিলেন যে, গ্রপর ক্লেনেরল লৈউ লরেন্দ্র, তংপদ্বী ও কল্পান্থয়েক্ষেতি কটে গৃহের অভান্থরে প্রবিট্কিটতে ইইয়াছিল। দার উইলিয়ম মিয়র, দার

^{(&}gt;) ১٩৮৯ महरूड > व्हें (हत्वात २» मृश्वाक "धर्मक्षण कहेता ।

⁽२) मात्रःकालात उपामना विवृक्त श्राठाणाटक प्रकारपात करत्रन ।

বিচার্ডটেম্পেল, ডাব্রুলর নরম্যান ম্যাক্লিয়ড, ডাব্রুলর মরিমিচেল, লেপ্টেনান্ট কর্ণেল হাইড এবং মালিদন, অনারেবল মেন্ডর জ্ঞান্তিন কিয়র ও তৎপত্নী এবং আলাল ইউরোপীয়গণ উপদেশপ্রবণের জল্ল উপস্থিত হন। ডাব্রুলার নরম্যান ম্যাক্লিয়ড প্রীমতী মহারাণীর (ভিক্টোরিয়ার) স্কটল্যান্ডের চ্যাপলেন। তিনি এবং মেজর মালিদন সাহেবের আদিতে কিছু গৌণ হওয়াতে, তাহাদিগকে লোকের ভিড়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয় থাকিতে হইয়ছিল। ঈদৃশ জনতা হইবে, ইহা কেহ পূর্বের মনে করেন নাই। আশ্রুল হইতে লাগিল, প্রাচীন গৃহ বা জনতায় ডয় হইয়া পড়ে। "সতাং জ্ঞানমনস্তম্" উচ্ডারণপূর্বক একটি ধাঙ্গালা সঙ্গীত হইল। ইহাতে কোন কোন রাজ্ঞান মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সঙ্গীতের পর, মেন্ডর জে বি গিলনের অন্থ্যরণ করিয়া ইংরেজী সঙ্গীত হয়। একটা ইংরেজী প্রার্থনার পর, কেশবচন্ত্রের "পুনজীবনপ্রদ বিশ্বাস" (Regenerating Faith *) নামক উপদেশ হয়। এই উপদেশের সংক্রিপ্ত মর্ম্ম এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে:—

ধর্ম বিবিধ—সাংসারিক বা মহন্তাক্কত, এবং আধাাগ্রিক বা ঈশরক্ত। সংসারের হৃথ ও হৃবিধার সঙ্গে মিল বাধিগ্রা, সংসার প্রতিপালন করিতে লোকে যক্ক করে; আধাাগ্রিক ধর্ম তাদৃশ নহে। ইহা সর্বধা সকল বিষয়ে ঈশরের ইচ্ছার অন্থ্যরণ করে। ইহা দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় সাধককে উত্তোলন করিয়া থাকে। পরিত্রাণের জন্তু মহন্ত্রকত ধর্ম দূরে পরিহার করিয়া, ঈশরক্ত ধর্মের অন্থ্যরণ একান্ত প্রয়োজন। ঈশরক্ত ধর্মের অন্থ্যরণ না করিলে নবজীবন হয় না, পাপ সর্বধা নিজ্জিত হয় না; বাহিরে পাপ নিবৃত্ত হইলেও, সম্ভাবনারূপে থাকিয়া যায়। পশুজীবন পরিহার করিয়া, নৃতন জীবনে প্রবেশ করিবার পথ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস, সাধারণ লোকে যাহাকে বিশ্বাস বলে, তাহা নহে। ইহা সাক্ষাং দর্শন, ইহা দ্বারা সাক্ষাং সম্পন্ধ ঈশরকে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বস্থাগে কেবল অদৃশ্র পরমান্ত্রাকে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বস্থাগে কেবল অদৃশ্র পরমান্ত্রাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে; তাহাতে বাস হয়, সাক্ষী ও শান্ত্রকণে দেখিতা ভহন সমুপৃত্বিত হয়, পিত্রপ্রপে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি প্রেম

^{• &}quot;Regenerating Faith" এই নাম পরে প্রস্তু হয়, "The Faith that regenerates individuals and nations" এই নাম প্রে ছিল:

স্কারিত হয়, এমন কি শয়নোপবেশন প্রভৃতি সকল অবস্থায় ঈশয়দর্শন অক্লথাকে। মতে মায়্য়কে নবজীবন দান করিতে পারে না, এই বিশাস নবজীবন দান করে। কেবল ঈশয়সপদ্ধে নহে, পরলোকসম্বদ্ধে, সভাসম্বদ্ধে নবজীবনার্থ এই বিশাস অতীব প্রয়োজন। কেননা এই বিশাসের সরিধানে পর্কাতম্য বিশ্ববাধা পাঁড়াইতে পারে না। বিশাস উপস্থিত হয়বার পূর্কে অয়তাপ উপস্থিত হয়, অয়্তাপবিশোধিত হলয়ে বিশাসের অয়াদয় হইয়া থাকে। অয়্তাপের তীরাঘাতে অভিমান অহয়ার বিদ্রিত না হইলে, পাপীর মতক ভগবচ্চরণে প্রণত হইয়া না পড়িলে, আপনাকে অস্বীকার করিয়া ঈশরের করণার উপরে একান্ত বিশাসবান্ না হইলে, কগন নবজীবনের সয়াগম হয় না। নবজীবন উপস্থিত হইলে, লোভাদি নম্লায় তিরোহিত হয়। সহল প্রলোভন সম্মায় ইবিন নিয়ত ঈশরের বাস করেন, ঠিক ক্ষম্ম শিন্তর আয় হন। মগনবিশাস হইতে ঈদশ অবস্থা উপস্থিত হয়, তগনই স্বর্গরাজোর সমাগম হয়।

এই বক্তা গ্ৰণৰ জেনেরল প্রভৃতি সকলেই অতি মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন। ভাকার নরমান মাকিলিয়ভ এবং মরিনিচেল প্রকাশ সভায় এই বকুতাসম্বন্ধে অভাব প্রশংসা করিয়াছিলেন। মরিনিচেল বলিয়াছিলেন, "গত রজনীতে যথন আনি সেই বিথাতি লোকটির বকুতা গভার মনোনিবেশ সহকারে ভনিতেছিলাম, তথন আমার মনে হইতেছিল, ভাবতের জন্ত অতি মহতী নিয়তি বিভামান বহিয়াছে।" ভাকার নবমান মানকলিয়ভ বলিয়াছিলেন, "আমি বকুতাটীর দোষগুণবিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া এই কথা বলিতে পারি, বকুতা মধ্যে গাইসন্মের আধ্যাত্মিক এমন কতকগুলি ভাব—এমন কতকগুলি বীছ আছে, গাহা হইতে ভবিশাতে ভারতবর্ষের জাতীয়ন মধলী উৎপদ্ধ হইতে পারে।"

উংস্বের স্ক্রত।

অষ্টাত্রিংশ ব্রক্ষোংসব সকলের হৃদরে ধর্মসম্বন্ধ বিলক্ষণ উংসাহ উদ্দীপন করিয়া দিল। উংসবের প্রারম্ভে কত ব্যক্তির মনে কত প্রকারের সংশয় ছিল। কেহু কেহু মনে করিনাছিলেন, স্থীর্ত্তন করিয়া পপে বাহির হুইলে লোকের নিকটে কেবল উপস্পিত ইইতে হুইবে, স্বতরাং তাঁহারা সৃস্থতিতি দ্ব ছিলেন। কিন্তু সন্ধীর্তনের দিনে ইহার বিপরীত ঘটিল। কল্টোলাস্থ গৃহ লোকে পূর্ব হইয়া গেল। জনতার মধ্য দিয়া গৃহ হইতে স্কীর্ত্তন বাহির इहेट विलक्ष कहे इहेल, भरथ करम लोकमःथा। এमनह वाफिश उठिल रव, বহু দুর পর্যান্ত লোকের মন্তক ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইল না। লোকের জনতাবশতঃ গাড়ী চলিবার পথ অবরুদ্ধ, স্থতরাং পথপার্থে গাড়ীগুলি শ্রেণীবন্ধরণে দণ্ডায়মান, গৃহের ছাদে লোক সকল উঠিয়া স্কীর্তানের দল দেখিবার জন্ম বাস্ত, যাহারা বিদ্ধান স্থশিক্ষিত, তাঁহারা পাছক। পরিত্যাগ করিয়। শৃত্তপদে সন্ধীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর, এ দৃশ্য সকলেরই মন অপহরণ করিয়াছিল। সন্ধীর্তনের অন্তর সময়ে উপাসনাদিতে যে প্রকার লোক-সমাগম হইয়াছিল, তাহাও আশার অতিরিক্ত: এই উৎসব, হইতেই সামাক্ত লোক ও ধনী বিছান্দিগের একতা সমাগ্ম এবং প্রধান প্রধান রাজকর্মচারিগণের বক্তৃতাশ্রবণজন্ম ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিতির হত্রপাত হইল। কলিকাতা আহ্মসমাজ হইতে বিচিত্ন হইয়া, ভারতব্যীয় আহ্মসমাজের ব্রন্ধোংসৰ ব্যাপার এই নৃতন। স্থতরাং আরভেই ঈদৃশ আশাতীত ফল-লাভ যে ঈশরের বিশেষ করুণাসম্ভূত, ইহা সকলের হানয়ে দৃঢ় মৃদ্রিত হইল। স্বতরাং যে ভক্তিশ্রোত ও যে আধাাত্মিক ভাব প্রবাহিত ইইতেছিল, এই উংসব হুইতে ভাহার বেগ দশগুণ বন্ধিত হুইল।

ভক্তিপ্রচার

(:৮৬৮ 왕:)

ভক্তির গাবনে ইংলতে আশার সংবাদ

ভারত ভক্তির প্লাবনে প্লাবিত হইতে চলিল ৷ ইহার ভরকের প্রতিঘাতে কেবল ভারত কম্পিত হইল, তাহা নহে: দরবন্ধী সমূদপারম ভারতদায়াজ্যের রাজধানীতে উহা আশার সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গেল। যে সম্দায় হুদ্য সংশয়জালে আবৃত হুইয়া প্ডিয়াছে, প্রচলিত খ্রাষ্ট্রপ্রের প্রতি মনাস্থা-বশত: সর্যব্রকার ধর্মের প্রতি সংশয়মূদ হুইয়াছে, ছুগতে ধর্ম শান্ধি ও কল্পাণ বিস্থার করিবে, এ সম্বন্ধে আশাশন্য হটয়াছে, সেই সমন্দ্র চনয় সেই শুভ সংবাদে জাগ্রথ হট্টা উঠিল। তাদৃশ রূদয়নিচয়ের প্রতিনিধি হট্টা এক জন * এই সময়ে লিখিয়া পাঠাইলেন, "য়খন আমি দেরপ স্তাদত ভক্তিবিখাদের সংবাদ পাইলাম, তথন কি আরু আমি সংসারে পড়িয়া থাকিতে পারি দ আমি কি কার উত্থান করিয়া আমাতে এবং অক্তর উপরের মঞ্চলভাব দর্শন कतिव मा १ ८६ উनावासः कत्र अक्षाप्त, यानमात अन्य ५ कत्रपारन বাগ্রভাবে যে মহন্ত্রকাধাসাধনে আয়াস স্বীকার করিতেছেন, ভাহাতে কেবল আপনাদের বা আপনাদের দেশের মঙ্গল হইবে, ইহা মনে করিবেন না। আপনারা কি করিতেছেন, যাই আমি প্রবণ করি, সমনি আমার আহা সাবার লব্ধক চইয়া উঠে: আমি তো বিখাস করিবই, আপনারাও বিখাস করুন যে, সমূদ্রের পূর্বকুল হইতে আমার নিকট পরিজ্ঞাণ আদিয়া সমুপশ্বিত।" সভাই সমুদ্রের পূর্বকৃল হইতে পরিত্রাণের গুড় সংবাদ পাশ্চাত্য সমুদ্রের কলে গিয়া উপস্থিত চইল, এবং উহা সংশয়মেঘ অপনয়ন করিয়া দে দেশে স্ত্য-স্বোর প্রভা চারিদিকে বিকীর্ণ করিল: লেখক ঠিক কলিয়াছেন, "আপনারা

^{*} ইনি এক জন সামান্ত ব্যক্তি নহেন। ইনি ক্ষমেক অধ্যাত্মভত্তের প্রস্থাতার করিব। ইংলক্তকে চিত্তনী করিব। বাধিবাচেন।

যাহা করিতেছেন, কালের ভিতর দিয়া উহার প্রতিধ্বনি ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকিবে, এবং যাহা কিছু সত্য ও পবিত্র, তংসহকারে উহা চিরকাল সংযুক্ত থাকিবে।"

ভক্তিএচারে খোর আন্দোলনোপস্থিতি সম্বন্ধে ডাঃ ম্যাক্লিঃডের ভবিষ্ণছক্তি

এমন অফুকুল সময়ে কেশবচন্দ্র কলিকাতায় বদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্থান্থের উচ্ছাসিত ভক্তি যাহাতে ভারতের চারি দিকে নরনারীর স্থান্থ সংক্রমিত হয়, তজ্জ্ম তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এই ব্যাকুলতা হুইতে ভবিশ্বতে যে কি ঘোর পরীক্ষা আনিয়া উপস্থিত হুইবে, ইহা জানিয়াই বেন ডাক্তার নরম্যান ম্যাক্লিয়ড(১) (বাঁহার বিষয় পূর্বের উল্লিখিত হইরাছে) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কেবল ঈশ্বকে লইয়া একা দাঁডান কি, তাহা আমি জানি। এক সময়ে লোকে আমায় ঘুণা করিয়াছে এবং আমায় অবিশাদী বলিয়াছে। কিন্তু আনি জানিতাম, আনি কোথায় দাড়াইয়াছি। এ সংসারে আমি কেবল চুন্ধনের ব্যক্তিত্ব মানি, এক আমার ব্যক্তিত্ব, আর এক আমার ঈশবের ব্যক্তির। যেমন আমি আপনাকে দেখিতেছি, তেমনি যদি ঈশ্বরকে না দেখি, তবে আমার বিশাস কিছুই নয়। আপনি যে বিশাসের কথা (আর এক দিন) বলিলেন, ঈশরেতে আপনার সেই দৃঢ় বিশাস চির দিন থাকুক। আমি বৃঝিতে পারিতেছি, অতি শীঘই আপনার বিরুদ্ধে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইবে।" ভক্তিপ্রচারের দঙ্গে দক্ষে এই ভবিষ্যত্রিক সপ্রমাণিত হইল। কিন্তু দে কথা পরের কথা, এখন আমরা প্রক্লত প্রস্তাবের অফ্রসরণ করি।

শান্তিপুরে ভক্তিবিবরক বজুতা

এবার ভকিপ্রচারের আরত্তে আমরা শান্তিপুরে ভক্তিবিষয়ক বক্তার প্রথম উল্লেখ করিতে পারি। কেশবচন্দ্র প্রচারে বহির্গত হইয়া শান্তিপুরে প্রিয় অন্থগানী বিজয়ক্ষ গোস্বামীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন। গোস্বামিপরিবারের নরনারীগণ কর্তৃক তিনি কি প্রকার সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা আজপ্ত আমাদিগের শৃতিপথে বিভ্যান রহিয়াছে। তাহার স্থদীর্ঘ গৌরক।ন্তি স্কার দেই

⁽১) ১৮৬৮ খ্টাব্যের ২৪শে স্বামুলারী, চিৎপুর রোডস্থ গোপাল সল্লিকের বাড়ীজে, "Regenerating Faith" উপবেশে ইনি উপস্থিত ছিলেন। (৪৩০ পূচা এটবা)

দর্শন করিয়া নারীগণ জ্রীগোরাকের সহিত তাঁহার তুলনা করিতে কুটিত হইলেন
না। ভকিবিষয়ক বক্কৃতার পর শান্তিপুরের ভাগবতরসক্ষ গোলামিগণ মৃক্তকঠে
বলিতে লাগিলেন, জ্রীগোরাকের পর আবার বঙ্গে ভক্তির পুনরকুলয় উপস্থিত।
গোলামীদিগের অগ্রণী জ্রীগোরাকের প্রধান অস্থগামী ভক্তিশাস্ত্রপ্রতাতা
রূপগোলামীর জীবনস্থরণ জীব গোলামী নিরাকারব্রহ্মবাদিগণকে অতি নিক্ট শ্রেণীর মধ্যে বর্ণনা করিতে কুটিত হয়েন নাই; কিন্ত সেই ব্রহ্মবাদিগণের
ভক্তির উক্তাস দর্শন করিয়া, আজ সমগ্র শান্তিপুর মৃথ হইমা গেল।

ভক্তির সহিত শ্রীচৈতন্তের অচ্ছেত্ত যোগ, শ্রীচৈতন্তকে পরিহার করিয়া ভক্তি গ্রহণ অসম্ভব। এই ভক্তিবিষয়ক বক্তাতে শ্রীচৈতন্ত যে প্রধানতঃ উল্লিখিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই বক্তা (১) তৎসম্যে অপূর্ণাকারে লিখিত হইয়া অপূর্ণাকারেই মুক্তি হইয়াছিল। আমরা তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ভক্তির সহিত শ্রীচৈতন্তের অচ্ছেত্ত যোগ সেকালে কি প্রকার অন্তভ্ত হইয়াছিল, ইহা হইতে অন্ততঃ কথকিং পাঠকগণ ব্রিতে পারিবেন।

"প্রায় তিন চারি শত বংদর প্রে এই প্রদেশে মহান্ত্রা চৈতন্ত জন্ম গ্রহণ করেন। এই শান্তিপুরে তাঁহার পবিত্র পদধূলি পতিত হইয়াছিল। যথন পাপ, পানাদক্তিও কুদংস্থারের প্রাহ্রটাবে এদেশ অচৈতন্ত প্রায় হইয়াছিল, তথন হৈতন্ত উপস্থিত হইলেন। তংকালে হয় কঠোর ধাানে শরীর ভক্ত, নয় পাপাদক্তি, এই ছফের মধ্যে চৈতন্ত আদিলেন। এক দিকে ভক্ত জ্ঞান, ভক্তির নাম্মাত্র নাই, যেমন মৃত শরীর, অঙ্গ প্রতাশ আছে, প্রাণ নাই; অপর দিকে যাগ্যক্ত অস্ঠান, কিছু কদ্য ভক্ত। ইন্দ্রিয়ণ মহন্ত্রকে আলোতন

⁽১) সম্ভনত: ১৮৬৮ গৃষ্টান্থেৰ ক্ষেত্ৰটো মাসে এই বক্তা সমস্ত কয়। "আচাথোৰ উপদেশ" অপম থতে "আচাথা কেশবচন্ত্ৰ" হইতেই বক্তাটা উদ্ভ হইডাছিল। "আচাথোৰ উপদেশ" বিভীঃ থতে বক্তাটা পূৰ্ণ দেওটা হইডাছে। এই বক্তা সমস্ত প্ৰীয় স্বেশ অসাধ তৎক্ত্ৰ ১৯১৬ গৃষ্টান্ধে অকাশিত "আচাথোৰ উপদেশ" বিভীয় থতের পক্ষ পূটার লিখিলাছেন, "যে বই দেখিলা উপাধার মহালয় 'আচাথো কেশবচন্ত্ৰে' থানিকটা তুলিলা দিয়াছিলেন, ট্রিক সেই বইখানিই এত দিন পরে পাইথাছি। ৩ ৬ এবার সম্ভ বক্তা স্তিত হইল।"

করিতেছে, সত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এমন সময়ে এই প্রদেশে সাধুচরিত্র কোমলরদয় চৈত্ত উদিত হইলেন। হায়। কোথায় কল্যাণ, কোথায় ধর্ম। তিনি দেখিলেন, চারিদিকে শুক জ্ঞানকাও। এ তুর্দশা তিনি দেখিতে পারিলেন না: অমনি পরিবারের আদত্তি পরিত্যাগ করিলেন। জ্ঞানে তিনি প্তিতপুরান্তকারী চিলেন: কিছু তিনি দেখিলেন, তাহাতে হইবে না। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধাকাল পর্যান্ত কেবল হাহাকার শব্দ প্রবণ করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ শাস্তিপুরের এই ছর্দ্ধশা দেখিয়া তিনি সংসার পরিত্যাগ ক্রিলেন। কেন? বঙ্গদেশের পরিত্রাণের নিমিত্ত, আপনাদের এবং আমার পরিত্রাণের নিমিত্ত। তাঁহার পুত্রবংসলা মাতা সচীর নিকট, রূপবতী নির্দ্ধোষা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট, ধন মানের নিকট, সংসারের সকল স্থথের নিকট তিনি বিদায় লইলেন। কোন তর্ক করিলেন না: চক্ষ হইতে অঞ্পাত হইতে লাগিল। এক বার মহুছোর প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এক বার ঈশবের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন; একবার জীবের দশা দেখিয়। কাতর হইলেন, এক বার ঈশবের প্রেমমূপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্মবীরের ন্যায় ধর্মত্রত পালন করিতে সংকল্প করিলেন। জীবের ক্রন্সন শুনিয়া তদমুসরণে তিনি বাহির হইলেন। জীবের তুর্দশা থাকিবে না, কেবল জ্ঞান ও পাণ্ডিভার প্রাত্রভাব হইবে না. এখন পরিত্রাণের পথ উন্মৃত্য হইল, এই বলিয়া নগরে নগরে, পল্লিতে পল্লিতে ভব্তিস্থা হাচিয়া বেডাইতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্তাশ্রণে শত শত বাজি পুস্তক পরিত্যাগ করিয়া, সহস্র সহস্র বালক বুদ্ধ সকল ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট আনিল। কেন? তিনি কি ধন বিতরণ করিবেন ? তিনি কি বলিলেন, 'আমি ধন দিতেছি, নরনারি, সকলে এস।' শান্তিপুর চারিশত বংসর পূর্কে ধনের আশায় তাঁহার নিকট আগমন করে নাই। তিনি সকলকে বলিলেন, 'হে নর নারীগণ, আইদ, ধর্ম লও, আর তুর্দশা সহে না। এদ, পরমেশরের নিকট হইতে ভক্তিরদ আনিয়াছি; এই ভক্তিরদ পান করিয়। হৃদয়কে শীতল কর।' বাঁহারা ইক্সিয়-উৎপীডনে উৎপীডিড इहेग्रां व नहेरान ना, के अमुक भान कतिया भी उन इहेरान ना, ठां हारान्त ज्थन मुष्ठा इहेन। किन्न याहाता लहेरलन, कातावामीत कावानकात इहेरड मुक्ति হটলে বেমন আনন্দ, রোগী স্তন্ত হইলে বেমন আহলাদিত হয়, তাঁহারা তেমনি

আনন্দিত হইলেন। চৈতন্তের উপর তাঁহাদের বিশাস ও প্রীতি ভব্তি হইল। তিনি তাঁহাদিগকে যাহা করিতে বলিলেন, তাঁহারা তাহাই করিতে লাগিলেন। षात्र श्रुष्ठक शांठ कति । ना:--कित्रव ना । षात्र धन नहें । ना:--नहेर ना । ঐ শিশুগণের মধ্যে যদিও অনেকে একণ শতিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি ষে বীন্দ নিকেপ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনো জীবিত আছে। ১চতনোর শিক্ষ অমূশিয়দিগকে জিজাসা করিলে, তাহারা কি বলে দেখ, তাহাদের কি প্রকার অবস্থা। দেখ, কত লোক খারে ঘারে ভিক্ষা করিতেছে, কলা কি আহার করিবে, তাহার সংস্থান নাই। কে তাহাদিগকে আশা দিতেচে ? তাহারা দরিদ্র, রক্ষা করিবার কেই নাই, নিরাশ্রয় হইয়া ভব্তিপথে আদিয়া পডিয়াছে। নির্ধনের দশা অধিকার করিয়াও মনে তঃপ নাই। কে এ সকল করিতে পারে? জান পারে? না. ভক্তি। সকল তর্মশার মধ্যে প্রফুরমুথ। ভক্তির কি আক্র্যাণজি। বিভাধন মান কিছুই নাই, স্থসভোৱা धूना करत: रमशास्त छक्ति। रयशास्त धन, मान, विषय, विछव, स्नान, সভ্যতা, দেখানে কি? ওক্তা, নিরাশা, কট, যন্ত্রণা। ভক্তি কি?-- আশা। ভক্তি কি?—ম্ক্রি। চিল্লবল্পে কত শত লোক চৈত্ত্তের নাম আবণ করিয়া চৈতল্যের অফসরণ করে। চৈত্তা যে ভারতবর্ষে ভক্তিকে আনিলেন, আমরা মেই ভারতবর্ষের লোক। যে শাথিপরে ঠাহার পদধনি পডিয়াছিল, দেখানে কি ভক্তি অধিক হটবে নাং যে হিমালয় হইতে গঞ্চা বহিৰ্গতা হটলেন. ভাহাই कि कुछ हहेरव १ (य महे छिक्त लांड करित , मि कि भाईत १ कि छूहे না, অথচ সর্বান্থ। লোকের চক্ষতে ধলি দেওয়া ঠাহার অভিস্তি ছিল না। হাঁহাৰ কোন আছেৰ চিল না।"

ভাগলপুরে সাধ্যস্থিক উৎসবে গমন ও মৃক্তের সাধু কবোরনাথকে প্র

এই সময়ে ভাগলপুর আদ্ধন্মান্তের সাক্ষণরিক উৎসব। এতত্পলক্ষেকেশবচন্দ্র তথায় গমন করিলেন। এবার (২২শে ক্ষেক্রারী, শনিবার, ১৮৬৮ খৃঃ) তাঁহার পরিবারবর্গ সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষণরিক দিবসে প্রাতঃকালে তিনি উপাসনার কার্য সম্পন্ন করেন এবং সাধ্যকালে ইংরাজীতে উপাসনা হয়। উপদেশের বিষয় 'ঈবর ও মানবের প্রতি প্রেম।' এই সময়ে সাধু অধ্যোৱনাধ

মূক্ষেরে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহাকে কেশবচন্দ্র যে পত্র লেখেন, তাহা নিমে প্রদত্ত হইল।

ভাগলপুর ২৯।২।৬৮

প্রিয় অঘোর।

তোমরা যেথানে থাক, ঈশবেতে থাক, তাহা হইলেই আমি কুতার্থ হই। তোমরা দেশ বিদেশে দীনহীন ভ্রাতাদিগের নিকট প্রাণস্বরূপ মুক্তিদাতার নাম প্রচার কর, ইহা অপেক্ষা আমার আর আহলাদের বিষয় কি হইতে পারে? সংসারে শান্তি নাই, সাংসারিক ধর্মেও শান্তি নাই, শান্তি কেবল তাঁহাতে, যিনি শান্তিস্কর্প। সংসারের নীচ কিন্তা উচ্চ পথ, যেখানে থাকি না কেন, কথন পতন, কথন উন্নতি, কিন্তু শান্তি লাভ করা। অসম্ভব । ঈশবের সহবাস ভিন্ন মন কিছুতেই শাস্ত কর। যায় না। পবিত্রতার সঙ্গে শান্তির নিগ্র যোগ, একটি ছাডিয়া আরটি পাওয়া যায় না। যদি তাঁহার পবিত্র সহবাস লাভ করিতে পারি, দকল শোক দস্তাপ চলিয়া ঘাইবে, দকল কামনার পরিসমাপ্তি হইবে, সকল আনন্দ আমার হইবে। ঈশবের নিকট থাকিলে তাঁহার পবিত্রতারূপ জ্যোংখ্যা মনকে যেমন আলোকিত করে, তেমনি স্লিঞ্চ করে। অতএব তাঁহার নিকট থাকিতে বাদনা কর, এবং তাঁহাকে নিজের ঈশর বলিয়া পূজা কর। তিনি অবশিষ্ট সকলই করিবেন, মনোবাঞা পূর্ণ कतिर्यम । कर्व जामना जाँशारक माधानग्जारव मुख्युमरह उभामना ना করিয়া, পিতা বলিয়া অন্তরের সহিত ডাকিতে পারিব। ভক্তবংসল ভক্তের निकर थाकिरवनरे थाकिरवन।

গ্রীকেশবচন্দ্র দেন।

মুক্তেরে সাখৎসরিক উৎসবে গমন ও মুক্তের হইতে প্রচারবাত্তা

এই সময়ে মৃদ্ধের ব্রাক্ষসমাজের সাখংসরিক; স্তরাং এপান হইতে তিনি তথায় গমন করেন। তথায় প্রাত:কালের উপাসনাস্থে "কেহই তুই প্রভুর দেবা করিতে পারে না, তোমরা ঈশরের ও সংসারের দেবা করিতে পার না" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। সাখংসরিকের পর সেখানে আরও তুই দিন সকলকে লইয়া উপাসনা হয়। মৃশ্ধের ভক্তিতে প্রাবিত হইবে, ব্রাক্ষসমাজ অভ্তপুর্বর ভক্তির ব্যাপার প্রদর্শন করিবে, তাহার স্ব্রাণাত এই সময়ে হইল।

1

এ কথা বলা বাছলা যে, ৯ই অগ্রহায়ণ (১৭৮৯ শক; ২৪শে নবেশ্বর, ১৮৬৭ খ্রঃ) মহানগরীতে যে ব্রেমাংস্ব প্রবৃত্তিত হয়, সেই ব্রেমাংস্ব হইতে ব্রাক্ষ্মাঞ্চের मर्था नुजन ভाবের সঞ্চার হইয়াছিল। মুক্তেরের উপরে দেই এক্ষোংসবের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং তত্ত্বতা শুদ্প্রায়হ্বদয় আদ্ধাণের মধ্যে নবভাবের সঞ্চারের প্রক্রম হইয়াছিল। শুভ্যোগে কেশবচন্দ্র মূদেরে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার আগমনে আন্ধগণের হৃদয়ে লুকাগিত ভাববীক উপাদনা-প্রার্থনাজলসিক্ত হইয়া অঙ্গুরোংপাদনোরুগ হইল। কেশবচন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিলেন, অথচ অতাল সময়ের জন্ম তাহাকে স্থানাম্বরিত হইতে হইল। जिनि मुक्त इहेट भाषेना, भाषेना इहेट धनाहावान, धनाहावान हहेट क्कानभूत, क्कानभूत इहेट वस्त्र, आवात वस्त्र हहेट প্রভ্যাগ্ননকালে জ্বলপুর ও এলাহাবাদ হইয়া মুখেরে আইদেন। আমরা নিয়ে কেশবচক্রের প্রচারবুত্তান্ত অন্থবাদ করিয়া দিতেছি।

ভাগপপুর।

২ংশে কেব্ৰুয়ারী (১৮৬৮ খুঃ) শনিবার । ভাগলপুর ত্রাক্ষনমাজের সাধ্বস্থিক। প্রাত্তকালে वाजाना कावात देशानवा: मात्रःकात देशाकी काषात्र উপাসনা; 'केश्टरत शक्ति दशक, बानद्वत efa cen" fautu Getten :

মুক্রের:

इश्वित

মুক্তের ব্রাহ্মসমান্তের সাধুৎস্ত্রিক। আভঃকালে বাজালা ভাষার উপাসনা। "কেংই ছুই এভুর त्मवा कविट्ड भारत मा, ट्यामका क्षेत्रक क সংসারের সেবা করিতে পার না" বিষয়ে উপদেশ ।

ৰুহুপতিবার উপাসনা।

द्वशासम् ।

আচাৰ্য্য কেশবচন্দ্ৰ

		41011) 64 11004
		পাটনা ।
१३ मार्क (३৮६৮	थुः) मनिवाव	উপাসনা।
rē " "	রবিশার	জাতকর্ম্মোপলক্ষে প্রতিঃকালে উপাসনা। সায়দানে
		পাটনা ব্ৰাক্ষসমাজে উপাসনা। "বিশাস ও পবিত্ৰত।"
		विषदत्त উ পদেশ।
' ৯ই ,, "	দোমবার	উপাসনা।
		এলাহাবাদ।
১•ই " "	মঙ্গলবার	এলাহাবাদ আক্রেসমাজে বিশেষ উপাসনা। "জ্ঞান
, ,, ,,	11111111	ও বিশাস' বিষয়ে উপদেশ।
>>₹ " "	बु यवात	ব্ৰাহ্মসমাজে "বিশ্বাস ও পৰিজ্ঞতা" বিষয়ে উপদেশ।
ર ર≹ " "	বৃহ ল্ তিবার	উপাসনা।
		क ब्दनभूत ।
30毫 ., ,,	শনিবার	জব্দলপুর লিটারারি এও ভিবেটিং রবে ''সভ্যামুরাগ''
		বিবয়ে বক্তা।
		agginutase nos
		वटश ।
33(4 ,, ,,	বৃহ স্ তিবার	প্রার্থনাসমাজের প্রথম সাম্বংসরিকোপলকে ব্যেষ্
		ভাতৃপণের সহিত সাক্ষাৎকার।
२२८ म ,, ,,	व्यविद्यात	व्यार्थनाममास्म "विवान" विवास উপদেশ।
₹854 ,, ,,	সকলবার	টাউলছলে "ধৰ্মও সমাজসম্পক্ষী সংস্থার" বিষয়ে
		ৰক্তা।
২৬শে ,, "	ৰুহ শক্তিবার	आर्थमानवास्य "आर्थन।" विवदत्र উপদেশ।
રમભા, "	ৰবিবাৰ	ুথাৰ্বাসমালে "ভ্ৰাক্ষন ালের উপান ও উর্তি"
		विष ा क्क छ।

জব্বলপুর।

৬ই এপ্রিল (১ ১৮ খু:) পোষণার			स्र व्यव भूत	ব্ৰাহ্ম সৃষ্	जु	a táji aw i	''बटको स	
				গুরুত্ব'' বি	राष्ट्र आब्रह	পু5 क	উপদেশ।	
13	١,	,.	মঙ্গলবার	জ বলপুর	ালটারারি	40	ডিণেটিং ক্ৰে	' কারতে
			ৰাহ্মতলী' বিশ্যে বফুডা।					

এলাহাবাদ।

3 . \$,,	••	শুক্রবার	উপাদনা।
১.হ		**	শ্বিবার	অংসেখ্লি কমে ''মাপুৰের সাংসারিক ও আখান্ত্রিক
				জীণন" বিবংয় ব <u>জ</u> ্ভা।
: • ই		,,	রবিবংর	ব্যক্তালা বংগর প্রথম দিন। প্রাতঃকালে উপাসনা।
				সায়ংকালে এলাহাবদে आक्षत्रमाटक উপাদন।।

বল্বের প্রচারকুরায়

ম্পেরের বিষয় পুনরায় আরম্ভ করিবার পূর্কো বন্ধের প্রচারর্তাপ্রিষ্টের কিছু বলা প্রয়োজন। ১৮৬৪ পৃং (৮ই মাঠে) কেশবচন্দ্র প্রথম বন্ধে গ্নান করেন; আমরা রে বৃত্তাও পূর্কে বিস্তারিতরূপে লিপিবন্ধ করিয়াছি। (১) এবার ইহার দিতীয় বার এখানে পদার্পণ। এ সময়ে ব্রেগমনে অনেক অন্তর্বিধা ছিল। ভাই ত্রৈলোকানাপ সাল্লাল ইহার সক্ষে ভিলেন। ইহার। জন্মপুর হইতে ভাকগাড়ীতে নাগপুর পর্যান্থ গমন করেন। তথা হইতে অভি স্বীন তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণ করত, সমুদায় পথে অনিজ্ঞা, অনাহার, সামান্ত লোকদিগের বিমর্দ্দন সক্ষেও, বিনা বাহ্নিপ্রতিতে সমা স্থানে গিয়া কেশবচন্দ্র উপেনীত হইলেন। তিনি আপনি গিয়া সকলের সহিত সাক্ষাম করিলেন। প্রথমবার অপেকা এবার যে তিনি আরও সম্বিক আদ্রের সহিত বন্ধেবাদিগণ কর্ত্তক পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, এ কথা বলিবার অপেকা রাণে না। এক বন্ধ্যর পূর্কে বন্ধেতে প্রার্থনাসমান্দ্র শংস্থাপিত হইলাছে; প্রার্থনাসমান্দ্র গ্রাক্ষ্যমান্ধ শন্ম গ্রহণ না করিলেও, উহার উক্ষেপ্ত

^() वर्तवान मःवत्रात्व २०१ - २२० गृष्ठी प्रदेवा ।

একই। স্থাতরাং বলিতে হইবে, বস্বের আহ্মবন্ধুগণ কর্তৃক তিনি সমাদৃত হইলেন। যে দিন তিনি তত্ত্বতা বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাং করেন, সে দিন (১৯শে মার্চ্চ, ১৮৬৮ খৃঃ) প্রথম সাহ্বংসরিক উপাসনা। সেধানকার প্রধানোংসাহী ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরক্ষের গৃহে সাহ্বংসরিক উপাসনা অহুষ্ঠিত হয়। তাংকালিক তত্ত্বতা আচার্য্য বৃদ্ধ বিকোভা একটি প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রার্থনার পর সঙ্গীত হয়, সঙ্গীতে নারীগণ প্রাধান্ত গ্রহণ করেন। "আশা" বিষয়ে উপদেশ হইয়া, তুইটি সঙ্গীত ও প্রার্থনায় কার্য্য শেষ হয়। সম্দায় উপাসনাকার্য্য মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সম্পন্ন হইয়াছিল। কার্য্য শেষ করিয়া সকলে সাদরে কেশবচন্দ্র এবং তাহার সঙ্গী ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সাম্মালকে গ্রহণ করিলেন, পরস্পরের মধ্যে প্রিয় সন্থাবণ হইল। কয়েকটি মহারাষ্ট্রীয় এবং বাঞ্চালা সঙ্গীত হইয়া বাত্রি নয়টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

বদে যে তুইটি উপদেশ হয়, উহা তংকালে 'বদে গেছেটে' মুদ্রিত হইয়াছিল। উহার মর্ম এপানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। (১) প্রথমোপদেশ 'বিশাদ' (২২শে মার্চচ, ১৮৬৮ থঃ)।—এই উপদেশে অভিকৃত জ্ঞান ও বিশাদের পার্থকা বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বর আছেন, এ জ্ঞান কদাপি যথেষ্ট নহে। ঈশর আছেন, অথচ তাঁহার উপরে যদি সর্বতোভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারা যায়, তাঁহাকে দাক্ষাংসম্বন্ধে পিতা, মাতা, বন্ধ, নেতা ওচিরনঙ্গী विनिधा शहर कतिएक मा भाता यात्र, कांशास्त्र मिकाकाल कीविक, कांशास्त्र है নিত্যকাল অবস্থিত, এরপ সাক্ষাং উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ ঈশর আছেন. এ জ্ঞানে কি ফল প ঈশরকে সাক্ষাং প্রত্যক্ষ না করিলে, জ্ঞান কিছুই নহে। আলোক আছে, এ জ্ঞান, আর আলোক-নর্শন, এ চুই কি একই নহে? ঈশর আছেন এবং ঈশ্বর-দর্শন, এ তুই কেন তবে এক হইবে নাং ঈশ্বর-विश्वामी य्यथारन रमशारन केवत प्रभंत करतन। श्रार्थनामभाक केवरत विश्वाम বিনা সহত্র প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল-লাভ করিবেন না; কেবল রুখা বাকাবায়, বলক্ষয়, জ্ঞানক্ষয়মাত্র সার হইবে। ঈশরে বিশাস যেমন প্রয়োজন, পরলোকে বিশাসও তেমনি প্রয়োজন। পরলোকসমুদ্ধে প্রভাক্ষ বিশাস না हहेल, जाजा जमत. এ जान जीवनक किছमात जागत कतिरव ना। পৃথিবীর জীবন অনম্ভ জীবনের তুলনায় কিছুই নহে। যাহার পরলোকে

মুদ্ত বিশাস আছে, সেই কেবল এ পুথিবীর প্রলোডনরাশি হুইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। কেন না^সএ পৃথিবীর জীবন কয়েক দিনের নিমিত, **খনস্ত** ভীবনের নিকট উহা কিছুই নহে। পৃথিবীর কয়েক দিনের তৃচ্ছ বিষয়-অপের জন্য কে দেই প্রলোকে আপনাকে দুওভাগী করিবে ? পাপ করিলে নিশ্চয় দক্ত আছে, এ বিশ্বাস পাপ হউতে বিবক কবিবেট কবিবে। ঈশব ও পরলোক, এ ছইয়েতে দৃঢ় বিখাদের দক্ষে দক্ষে বিবেকের উপরে দৃঢ় বিখাস আবিশাক। বিবেক যথন ভাল মন্দ দেখাইয়া দিবেন, ভাল মন্দের কান লইয়া সস্কৃত থাকিলে চলিবে না। যদি ভাল মন জানিয়া মনদ পরিছার ক্রিয়া প্রিত্র হওয়া না গেল, তবে দে জ্ঞান নিম্পুল। যেখানে প্রিত্রত। নাই. দেখানে ধর্ম নামমাত্র, তাদশ ধর্মকে ধর্ম বলিয়াই স্বীকার করিতে পারা যার না। বিধানী ব্যক্তি পুণাদম্বদ্ধে, সতাসম্বদ্ধে কথন সংশয়চিত্ত নছেন। তিনি প্রণাস্কারের হল, স্কারকারে হুলা অভাকেরে প্রাণ্যান করেন। (২) ছিতীয় উপদেশের বিষয় 'প্রাথমা' (২৬শে মার্চ্চ, ১৮৬৮ খঃ)।—ঈশ্বকে বপন সমুদার বিখের অধীশর মানব্যাত্ত্রে শাস্তা বলিয়া বিশাস ভারিল, অমনি তাহার পুছা অর্চনা বন্দনা স্বাভাবিক হইল। রাজার প্রতি ভক্তি কাহার না স্ভাবতঃ উপস্থিত হয় গু আরাধনা ও ক্লুডজডাপ্রকাশ, এ ছটি কর্ত্তরজ্ঞান হইতে উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রার্থনা প্রয়োজন হইতে উত্তত। প্রতিক্ষণ পাপ ও পরীক্ষার নিপীড়িত মাহদ প্রার্থনা ন। করিয়া থাকিতে পারে না। প্রার্থনা করিব কি না, করা উচিত কি না, এ ধকল বিচার কখন গাঁডাইতে পারে না। एकान माध्यस्क श्रार्थमा कविरुष्टंडे इडेरव । निरुप्तत धर्माकीयम कि श्राकात প্রার্থনায় উপস্থিত হইয়াছিল, ভাহা বর্ণন করিয়া বকা বলিলেন, "প্রাত্পণ, বাছা আমি ভামার বিধয়ে সভা বলিয়া অমুভব করিয়াছি, সকল মাছুবের সমুদ্ধে ষানি ভাষা সভা বলি। সামি ভোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিভেঙি. প্রার্থনাকেট ধর্মজীবনের আরম্ভ বলিয়া মনে করা উচিত: উচাট প্র্যাব্দার কৃঞ্চিক।। সেই কৃঞ্চিক। পাইলে ঈশবের ক্রণাসম্পথ হত্মগত করিবার উপায় হইল। ভোমরা কি পরিত্রাপপ্রদ আনে চাও?—এস, প্রার্থনা কর; কোন সংশয় বিদ্বিত করিতে চাও?--এম, প্রার্থনা কর; দৌর্মলা দুর ক্রিতে মডিলাম ক্রিতেছ ৮--এদ, প্রার্থনা কর: পাপ পরিহার ক্রিতে

षडिनारी ?-ं এम, প্রার্থনা কর; পবিত্রতা চাও?—এम, প্রার্থন। কর। ষে কোন বাক্তি আমার নিকটে সভাারেধী হইয়া আদিয়াছে, আমি তাহার প্রান্তর এই উত্তর দিয়াছি, 'অবিশ্রাম্ত প্রার্থনা কর': ভবিয়াতে যে কেই আমার নিকটে পরামর্শ লইতে আসিবে, প্রব্বং আমি একই উত্তর দিব।" অধ্যাত্ম জ্ঞান, অধ্যাত্ম শক্তি, অধ্যাত্ম পবিত্রতার জন্ম প্রার্থনা করিতে হইবে, সংসারের কোন বিষয়ের জন্ম নহে। প্রার্থনা আ্যার ক্ষা তৃষ্ণা, কথাতে প্রকাশিত হউক, আরু না হউক, উহা প্রার্থনা। প্রার্থনা যখন আব্যার ক্রধা তথা, তথন উহা জনম হইতে উথিত হওয়া চাই। স্বতরাং প্রার্থনা করিতে গিয়া সমুদায় চিস্তা, সমুদায় ভাব, সমুদায় অভিলাধ একেবারে ষ্টাশ্বেতে অভিনিবিষ্ট হইব। এরপ হইলে, তবে অভীপ্সিত বিষয় লাভ হুইবে। প্রার্থনা একাকী যেমন করা উচিত, তেমনি স্বীপত্র পরিবারকে সক্ষে লইয়া প্রার্থনা করা উচিত: প্রকাশ্যে সকলকে লইয়া প্রার্থনা করাও তেমনি উচিত। প্রার্থনা বিনা কাহারও উদ্ধার পাইবার অন্ত উপায় নাই, প্রার্থনা বিনা ভারত কথন উদ্ধার পাইবে না। এইরপে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বিনীতভাবে প্রার্থনা আত্রয় করিতে অন্তরোধ করিয়াউপদেশ পরিসমাপ कट्दन।

বংঘ টাউনহলে (২৬শে মার্চচ, ১৮৬৮ খুং) 'ধর্ম ও সমাছসংক্ষার' * বিষয়ে যে বক্তা হয়, উহা এলাহাবাদ প্রাপ্রধামাত্র পৃত্তিকাকারে মৃদ্রিত করেন। কেশবচন্দ্র বংঘ পদার্পণ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে বংঘ বাণিজানদ্বন্ধে বিষম বিশংপাত উপদ্বিত হয়। এই বিশংপাত অসাবধানতা, অসাধূতা এবং দ্রদৃষ্টির অভাবের ফল। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "এই বাণিজাসম্প্রীয় বিশংপাত আমি বিধাতার বিধানগৃষ্টিতে অবলোকন করি: ইটি বংঘবাসিগণের পক্ষে একটি বিশেষ ঈশ্বরাহ্মশাসনের প্রকাশ, 'ইটি একটি বাগ্মিতাপূর্ণ উপদেশ, যে উপদেশ ধনপূজার অকল্যাণ এবং ঈশ্বরপূজার একান্ত প্রয়োজন প্রদর্শন করিতেছে। আমার মনে হয়, 'ঈশ্বর এই গভীর হাদয়ভেদী উপদেশ ঘারা আমাদের সকলকে বলিতেছেন, তোমরা তোমাদের আত্মা এবং তোমাদের দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর আভ্যার বিষয় ভাব। আমি আশা করি, আলোচা

^{&#}x27;. See Lectures in India-"Religious and Social Reformation."

বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা যে অবশুকর্ত্তবা, ইহা ব্যাইয়া দেওয়ার পক্ দারিত্র্য তোমাদের মনকে বিশেষরূপে অবনত করিয়াছে।" দেশসংস্থারসমূত্র তিনি বলিয়াছেন. "ভারতকে রেলরোড, টেলিগ্রাফ বা অফালু পার্থিব, মানসিক, এমন কি সামাজিক সৌভাগা দান করিবার পর্বের ভাহাকে জীবন দান কর। এ সকল দৌভাগ্য কে ভোগ করিবে—ইহাই প্রশ্ন। ভারত মৃত, প্রায় মৃত্ত, ভমিশায়ী, অধ্যাত্মভাবে একান্ত দারিদ্রাদশাপ্রাপ্ত, ইছার সন্মুধে এই সকল প্রচর পরিমাণ স্থপ দৌভাগ্য অপিত হইয়াছে, কিন্ধু দে সমুদায় ভোগ করিবার निभिन्न उथान कतिएक देशांत मामश्री नाहे, हेहात अपन नाहे, हेहात रेपहिक वन নাই।" স্বভরাং অধ্যাত্মশুল-বিমোচন দর্বাত্মে প্রয়োগন, ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়। তিনি বলিয়াছেন, "কে বলিতে পারে যে, এক দিন এ দেশের চিল্ল ভিল্ল সমাজ একটি বছ ব্যাসমাজে পবিব্যু ছইবে না গ্সমালের প্রত্যেক নরনারী ঈশরকে মহিমাধিত করিবে, প্রত্যেক প্রভ এবং দাস একর হইয়া मुखा क्रेबरवर अर्फना कविर्त : मकन (अन क्रिक्स क्रेबर, मकन (अन विनहे হটার---(সকলে মিলিভ হট্যা) এক পরিবার হট্রে। কে বলিভে পারে যে, ভারত তথ্ম নবজীবন লাভ করিয়া, নবজীবনপ্রাথ ইংলণ্ডের সহিত, নবজীবনপাপ ইউবোপের সহিত্য নবজীবনপাপ আমেরিকার সহিত্য করম্মন করিবে না ৮ ভোমরা কি বলিতে পার যে, দে সময় আনিবে না ৮"

বদ্বের বস্তার প্রতিষ্ঠা ইংলতে বিস্তার

কেশবচন্দ্র এখানে যে সকল বকুত। দেন, উহার প্রতিভাইংলতে প্রায় বিশ্বত হয়। লগুনের ডেলি টেলিগ্রাফ এই সকল বকুতা অবলম্বন করিয়া, রাক্ষসমান্তের প্রভূত প্রভাবের বিষয় মুক্তকণ্ডে বীকার করেন। রাক্ষসমান্তে পূর্ব্ব ও পশ্চিম একত্র মিলিত হইয়াছে, এবং উহাই যে এক দিন সমুদার ভারতকে একস্ত্রে গ্রন্থিত করিবে, উহাব নিকটে কোন বাধা দাঁড়াইতে পারিবে না, ইহা এই পত্রিকা নিক্যাত্মক বাক্ষো উল্লেখ করিয়াছেন। এই-ধর্মের ত্বলাংশ এ দেশের লোক গ্রহণ করিবে না, কিন্তু বেদের বিশুদ্ধ একেশব্র-বাদের সহিত্ত প্রতিষ্ঠির কীবন, তাহার আত্মতালা, এবং তাহার বিশুদ্ধ নীতি মিলিত করিয়া ব্যক্ষসমান্ত যে মহন্তম কার্যা সাধন করিয়াছেন, উহার প্রভাব এ দেশে বিশ্বত হইবেই হইবে, ইহার আলোকের নিকটে অন্ত কোন আলোক

পাড়াইতে। পারিবে না, এই পত্রিকা অকুষ্টিতভাবে এই ভবিগ্রন্থাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বৰে ২ইতে প্রভাবির্ত্তনকালে ক্রক্সপুরে ব্র ক্রসমাজ-ছাপন

কেশবচন্দ্র বাছ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উল্পোগ করিলেন। তিনি কোন দিন কল্যকার জন্ম ভাবেন নাই, চিন্তা করেন নাই, সঞ্চয় করেন নাই, সহ্বদয় কর্মনদাস মাধবদাস ইহা বিশিষ্টরূপে অবগত ভিলেন। স্কুতরাং কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সঙ্গীর প্রত্যাগমনের সম্দান্ত ভার তিনি আপনি বহন করিলেন। প্রত্যাগমন কালে জ্বলপুরে কয়েকটি উৎসাহী বিখাদীকে লইন্ন কেশবচন্দ্র তথায় আক্ষমমাজ (৬ই এপ্রিল, ১৮৬৮ পৃ:) স্থাপন করেন। বাছে ইইতে ভাই দীননাথ মজুম্দারকে কেশবচন্দ্র বে পত্র লিখেন, নিম্নে তাহা প্রদের হইল।

ব্যাহ হইতে ভাই নীন্নাথ মঞ্মদারকে প্র

বমে, মালাবার হিল, ১৯শে মার্চ্চ, ১৮৬৮ খঃ (রবিবার)।

श्चिय मीननाथ,

তুমি পূর্বে আমাকে কোন পত্র লিখিয়াছিলে কি না, ভাহা আমার শ্বরণ নাই; কিছু উপস্থিত পত্রপাঠে অভীব আনন্দিত হইলাম এবং হৃদয়ের সহিত ভোমাকে শুভাশীর্বাদ অপণ করিডেছি। ভোমারা যত দিন আমার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছ, তত দিন নিয়ত ভোমাদের মঙ্গল চেষ্টা, মঙ্গল প্রার্থনা ও মঙ্গল চিছা করিতেছি। বাহিরে মনের ভাব প্রকাশ করিছে পারি বা না পারি, নিশ্চয় জানিও, হৃদয় মদো যে সকল গৃহ নির্মাণ করিয়াছি, ভয়য়ে ভোমরা সদা অবস্থান করিতেছ, এবং দুরে থাকিলেও সম্পূর্ণ বিজ্ঞেদের সম্ভাবনা নাই। যে গছা এই স্কল্ধ পরম্পার মধো ঈশর সংস্থাপন করিয়াছেন, এখন যাছাতে দেই উদ্দেশ্য স্থাসিক হয়, ভাহাই প্রাথনীয়। তিনি সর্ব্বসাক্ষিরপে স্কলা নিকটে রহিয়াছেন, ইহা শ্বরণ করিয়া পাপ হইছে নির্ভ হইতে হইবে; এবং পরম্পারকে পাপের নিবারক ও শান্তা এবং ধর্মপ্রে সহায় মনে করিয়া, সমবেত চেষ্টা ছারা সাধুতা রক্ষা করাও স্বত্বভোভাবে কর্ত্ত্বা। আমাদের মধ্যে বে যোগ, ভাহার লক্ষ্য সাধন করিতেই হইবে, নতুবা পরম্পর হইতে

বিয়োগ এবং প্রত্যেকের বিয়োগ। প্রাত্যহিক উপাসনাকে জারও বিনম্ন ও জীবস্ত কর, এবং সমস্ত অহ্রাগের সহিত দয়ালু পিতার চরণ ধারণ কর; পবিত্র উৎসাহসাগরে পাপের নৌকা ভগ্ন হইয়। দাইবে।

তোমাদের মঙ্গল হউক। অহা এপানকার শেষ বক্তা হইবে,— অতএব এখনই প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রথম বক্তা প্রকাকারে প্রকাশিত হইরাছে, এক খণ্ড পাঠাইয়াছি, বোধ করি, পাইয়া থাকিবে। এখানকার সম্পাষ বক্তাগুলি(১) সংবাদপত্রে প্রকটিত হইয়াছে; এবং অবশিষ্টগুলি হয়তো প্রকাকারে প্রকাশিত হইবে। এখান হইতে আগামী বৃদ্বারে (১লা এপ্রিল, ১৮৬৮ প্রঃ) বাত্রা করিবার সংক্রা করিয়াছি।

बैक्नवहम्म दान ।

म्राज्यत भूनः बाधमन এतः धश्म उरकाश्तरव अक्टिय विक्रात

জবলপুর ও এলাহাবাদ হইয়া কেশবচন্দ্র মূলেরে পুনরায় আগমন করেন। এথানে তাঁহার পরিবারবর্গ এবং দাধু ঋঘোরনাথ দপরিবারে কভক দিন পূর্বে হইতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মুক্সেরে ভক্তির উচ্চােশবর্জনে প্রধান সহায় সাধু অঘোরনাথ। ইনি এখানে পূর্ব হইতে ভক্তিসমাগমের ছল পথ প্রস্তুত করিভেছিলেন। ইনি সকলের গৃহে গৃহে গমন করিভেন, যাহাতে সকলের মন ভগ্বানের দিকে স্বিশেষ আরুট হয়, ভক্ষক বিবিধ উপার অবলম্বন করিতেন। কেশবচন্দ্র মুক্ষেরের বিশাসিমগুলী মধ্যে পুনরার আগমন করিলেন, দেগানে অভতপ্র ধর্মোংসাই প্রজালিত হইয়া উটিল। তাহার আগ্মনের সপ্তাহ মধ্যে এক্ষোংস্বের আয়োজন হইল। ১৯শে এপ্রেল (১৮৬৮ খুঃ) এখানে প্রথম ব্রন্ধোংশ্ব হয়। মূবেরে গড়ের মধ্যে निकांत পার্ছে যে প্রশন্ত গুছে কেশবচন্দ্র সপরিবারে স্বিতি করিতেছিলেন, সেই গৃছ পুষ্পত্রাদিতে সঞ্জিত হইয়াছিল। এই স্থলে প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ৭টা প্ৰয়ন্ত সন্ধীত, পটা হইতে ১০টা প্ৰয়ন্ত প্ৰাত:কালীন উপাসনা, ১২টা হইতে ১টা পর্যান্ত পাঠ, ১টা হইতে ২টা পর্যান্ত মধ্যাহোপাসনা, ২টা হইতে এটা প্রায় সংপ্রসন্ধ, ৪টা হইতে ৪০০টা প্রায় থানে, ৪০০টা হইতে ৬টা প্রায় मनी छ अ मही र्खन, ७ है। इंटेंए ३ है। अधार माया कानीन छैमानना हवा। এह

^()) ००० गुडेाम श्राहात-बुक्षास अहेरा।

উংসবে মুক্লেরে ভাবান্তর সমুপঞ্চিত হইল। কেশবচন্দ্রের উপদেশে উপস্থিত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ভক্তির আবেগ উদ্ভূনিত হইয়া উঠিল। দেই দিন হইতে অনেকে মন্ত্রের ক্যায় প্রতিদিন তাঁহার গুয়ে মিলিত হইতে লাগিলেন। বিষয়কার্যেরে কর্ত্তবা সমাধা করিয়া ক্রজ্জণে আনিয়া জাঁচার সঙ্গে মিলিত হইবেন, এজন্ম তাঁহার। সমস্থ দিন লোংকঠচিত্র থাকিতেন। কর্মছান হইতে ফিরিয়া আনিয়া কিঞ্চিং জলযোগের পর তাঁহাদের পদ কেশবচন্দ্রের গৃহাভি-মুথে ভিন্ন অন্ত দিকে আর অগ্রসর হইত না। অন্তরাগের তাড়িতস্ঞারে তাঁহাদিগের সকলের মন এক স্থানে আনিয়া মিলিত হইয়াভিল। এই সময়ে এমন সকল লোক আনিয়া মিলিত হইলেন, যাহাদিগের চরিত্রে পর্কে বিবিধ প্রকারের কুংনিত পাপন্থর ছিল। বহু সাধন তপ্রভার যে স্কল পাপ দূরে পরিহার করা যায় না, দে স্কল পাপের অভিলাষ এক সৃষ্ণ গুণে অভৃহিত হুইল। এক জন বাক্তির অলৌকিক প্রভাবে ধর্মজগতে কি প্রকার অধ্যুব ব্যাপার সকল সংঘটিত হয়, মঞ্জের উহা পথিবীকে দেখাইতে লাগিল। যে সকল লোকাতীত ঘটনা ধর্মের ইতিহাসে পাঠ করা যায়, এবং অবছব বলিয়া মনে হয়, সে সকল কি জন্ম কি কারণে উপস্থিত হয়, তাহার মর্মা অনেকের পরিগ্রহ হইল। এ সকল কথা বিস্তুত্রূপে বলিবার পুর্বের, আমর। কতুক ওলি বিশেষ,ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাকিপুর উৎসবে গমন ও রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে ব্রাক্ষবিধাচ্বিধি সম্বন্ধে ছালাপ

এই সময়ে ২৫শে এপ্রেল (১৮৬৮ গৃঃ) জামালপুর থিয়েটর হলে একটি ইংরাজী ফুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে সভা হয়। এই সভায় কেশবচন্দ্র বকুত। দারা সকলের মন গেই শুভামুদ্ধানে নিয়োগ করেন। রাজগণের বিবাহ রাজবিধি অন্থারে দিদ্ধ করিবার জন্ম পূর্ব্ব ইইতে যত্র ছিল, এ কথা আমর। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই সময়ে এতংসম্বন্ধে রাজবিধি-স্থাপনের নিমিত্ত কেশবচন্দ্রের হৃদয় বাগ্র ইইয়া উঠিল। তংকালীনকার রাজপ্রতিনিধি সার জন লরেন্দের সহিত কেশবচন্দ্রের কি প্রকার ভাব ছিল, পূর্ব্বে তংসম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই সকলে উহা হৃদয়শ্বম করিয়াছেন। সার জন লরেন্দ্র গমনার্থ, (১লা মে, ১৮৬৮ খৃঃ) কলিকাতা পরিত্যাগপুর্ব্বক পথে বাকিপুরে অবতরণ করেন। কেশবচন্দ্র মূন্দের ইইতে গিয়া ভাহার সহিত সাক্ষাং করত

वाक्रविवाशिविधिमश्रास्त्र कथा उत्ताश कतियाहितन। भात अन नात्रम क्वन বিবাহবিধি নিবন্ধ করিতে প্রতিশ্রত হন, তাহা নহে: সিমলায় সপরিবারে গমন করত তাঁহাকে তাঁহার আতিপা শ্বীকার করিতে অমুরোধ করেন। বাঁকিপুরে এই সময়ে (২৩শে মে, ১৮৬৮ খঃ) ব্রহ্মোৎসব হয়। এই উৎসবে প্রচারকরণ এবং মুক্ষেরের অনেকগুলি বন্ধ উপস্থিত ছিলেন। প্রাত:কালে ৬টা হইতে ১০টা প্রয়ন্ত সঙ্গীত ও উপাদনা: তংপরে অপরাহ ৬টা হইতে ১০টা প্রয়ন্ত गरश्रमण, मक्षीर्तन, উर्फराज ए देशवाजीरा उपामना द्या काकिश्र **आव** প্রান্ত জ্ঞানে মাত্র ব্রাহ্মধন্মকে স্থীকার করিয়াছিলেন, দ্বদয়ের সৃহিত অতি অল্পই যোগ ছিল। এখন বাকিপরও বান্ধগণ ববিতে পারিলেন যে, আন্ধর্ম জ্ঞানমাত্রে পর্যাবসন্ধ নহে, ইহাতে হৃদরের প্রাধাল আছে। প্রাথনাতে ধর্ম-জীবনের আরম্ভ, পাপ জন্ত প্রগাচ অভ্যতাপ ভিন্ন ধর্মজীবন দুচমূল হয় না. ঈশ্বর একমাত্র পাপীর উদ্ধারকর্তা, ও সকল সত্য তত্তে আন্ধাণের মনে দুচুরূপে মুদ্রিত হইল। উৎদবের পর কেশবচন্দ্র বন্ধুগণসহ মুক্তেরে যাত্রা করিলেন ৷ টেণ ছাডিবার কিছ গৌণ আছে, এমন সময়ে বেলওয়ে প্লাটফরমে গাওঁ সাহেবের এক জন প্রধান কক্ষ্মারীর সহিত তাহার সাক্ষাং হইল। কেশবচন্দ্র ততীয় শ্রেণাতে গ্রাহাত করেন, বেশ ভ্যানিতাম দরিন্দের মতঃ ধ্যন সাহেত্রের সঙ্গে সাক্ষাং হয়, তথন ভাহার গাতে একটি মলিন অকার্ত্তন মাত্র ছিল। কেশবচন্দ্র বিন্দাত ইহাতে কৃষ্ঠিত হইলেন না, সাছেবের হন্দ্ মঞ্চন প্রবর্ক ছ চারি কথা কহিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে আবোহণ করিলেন। ইবরের জত্ত ঘিনি ইচ্চাপুকাক ধনসক্ষয়ের পথ দুরে পরিহার করিয়াছেন, मेचदत्र कार्या यिनि भीम । चौकात कतियाद्या, ठाटात मेन जाव महर्ष्णे শোভা পায় এবং উহাতে গৌরব থধা না করিয়া গৌরব বন্ধিতই করিয়া থাকে।

কেশবের প্রত্যাবর্ত্তন মূকেরে মলৌকিক ব্যাপার

ম্কেরে প্রত্যাবর্ত্নের পর অলোকিক ব্যাপার উপস্থিত হইল। প্রতি-দিনের উপাদনা, প্রার্থনা, উপদেশে কত অবিবাদীর অবিবাদ বিদ্রিত হইল, কত কঠোর হুদয় বিগলিত হইল, কত পাণীর পাণস্পৃহ। তিরোহিত হইল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সাধারণ লোকের এই প্রকার বিশ্বাস জন্মিল, কেশব-চল্লের নিকট একবার যে গমন করিয়াছে, তাহার আর সংসারে ফিরিবার সামর্থ্য থাকে না। এই বিশ্বাদে অনেকে নিজ নিজ বন্ধগণকে তাঁহার নিকটে याहेट निरम्प कतिराज अनु व इहेरनन । जाहारामत्र निरम्द्रपत এই युक्ति हिन যে, জাঁহার নিকটে গেলে লৌকিক ধর্ম রক্ষা পাইবে ন।। ধর্মদম্বন্ধে প্রবল चान्नी প्रकारिक इरोहा छेत्रित्त, मानुरायत मन वात्तीकिकविष्यानर्गत श्रव हम। ইহাকে মনের দৌর্বলা বলিয়া ধিক্কার করাতে কোন লাভ নাই। কেন না এরপ ধিকার কেবল এই দেখাইয়া দেয় যে, তুমি আমি তাদৃশ উৎকট ভাবের व्यथीन इरे नारे, ७६ मिनिक्षप रहेश (करल लोधनर्गत প্রবৃত্ত। একজন বন্ধ কেশবচন্দ্রকে এই সময়ে বলেন, মুঙ্গেরে বর্ত্তমানে যে প্রকার ভাব সমুপস্থিত, ইহাতে কুদংস্কারের আগমনের সম্ভাবনা। ইহাতে তিনি উত্তর দেন, "হইতে দাও।" এ কথার ভাব এই যে, ভদ্ধ নীর্দ কঠোরভাব হইতে কুসংস্থারও ভাল। বছ দিনের শুক্ত কঠোর জ্ঞানের পর ভব্তির সমাগম হইয়াছে, ইহাতে ভাবের আতিশ্যা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক: কিন্তু সময়ে আতিশ্যা চলিয়া গিয়া দারবস্ত থাকিয়া ঘাইবে, ইহা তিনি বিশেষরূপে আমনিতেন। তবে কোন কোন বাক্তিতে এই ভাবোচ্ছাণ হইতে ভাবী সময়ে কুসংস্কার আনিতে পারে, ইহা তিনি ব্রিয়াছিলেন: কেন না তিনি পরসময়ে বলিয়াছিলেন, "মুক্লেরে যে ভাব উপস্থিত হইয়াছে, ভাহা হইতে শীঘ্রই একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম উপস্থিত হইবে।" ফলতঃ বলপুর্বক ভাবস্রোত অবরোধ করা, তিনি ভগবানের ক্রিয়া অবরুদ্ধ করা এবং ভব্তিকে কৃষ্ঠিত করা মনে করিতেন। স্তরাং কোন বাধা না পাইয়া ক্রমেই ভক্তির মাতিশয় रमथा मिन, भत्रम्भारतत हतरा व्यवनुष्ठेन कतिया इश्वित भतिनमाश्वि इहेन ना. भति-শেষে চরণ ধৌত করিয়া দিয়া পত্নীর স্থদীর্ঘ কেশগুচ্ছ দারা আর্দ্রপদ শুষ্ক করিয়া দেওয়া পর্যান্ত চলিল। এছলে এ কথা বলা সমুচিত যে, শেষোক্ত ব্যাপার কেবল কেশবচক্রমম্বন্ধে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে, অপর কোন কোন প্রচারকম্মন্ধেও এইরপ ব্যবহার হইয়াভিল। ভরুগণের চরণধারণ, ভরুগণের ভোজনাবশিষ্ট গলবন্ত্র হইয়া ৰাজ্ঞাপুর্ব্বক গ্রহণ, এ সকল প্রায় নিত্যকৃত্য হইয়া উঠিল। এত দুর পর্যন্ত হইয়াই নিবৃত বহিল না, বিবেকের প্রতিরোধশ্রবণস্থলে স্পষ্ট কেশবচন্দ্ৰ সন্থাৰ দাঁড়াইয়া প্ৰতিবেধ ক্রিভেছন, ৰাজিবিশেষ এছণত প্রভাজ করিতে লাগিলেন। এক দিন এক জন বন্ধু (ইনি এধনও জীবিত আছেন)(১) কেশবচন্দ্রের গৃহাভিম্বে আনিতে আনিতে শালিতে শরীর অবসা বোধ হওয়াতে, নিজ গৃহে প্রতিনিরত হইতে উন্নত হন: এমন সময়ে দেখিতে পান, সন্থা কেশবচন্দ্র দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অস্থূলিনির্দ্দেশপূর্কক, তাদৃশ কার্য হইতে নির্ভ্ত হটতে বলিভেছেন। তিনি যানারোহণে মাগমন করিতেন, সে দিন পদত্তক হাপাইতে আনিয়া উপস্থিত। দেখিয়া কেশবচন্দ্র কিলাসা করেন, আল একপ অবস্থায় আগমন কেন পূ ইহাতে তিনি উদ্ধর করেন, "মাণনি যেন কিছুই জানেন না! এই তো আমি যাই গৃহে ফিরিয়া ঘাইতেভিলাম, নিষেধ করা হইল, এখন আবার কিলাসা করা হইতেহে, একপ অবস্থায় আদা হইল কেন প্

ভাবোজ্ঞানবশতঃ অনৈন্দিকভাবে বিশ্বাস অপর সকলের চিত্তে সংক্রামিত হইয়ছিল, কেশবচন্দ্রের চিত্তে ইহা স্থান পাইয়ছিল কি না, এ প্রশ্ন সহতে আনেকের মনে উপস্থিত হইতে পারে। কেশবচন্দ্রের হৃদয় ভক্তির প্রবল উচ্ছাদের মধীন হইয়াও, দর্শনবিজ্ঞানের ভূমি কখন অভিক্রম করে নাই, ইহা বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। তবে এই সময়ে এমন একটা ঘটনা হয়, যাহাতে আপাততঃ মনে হয়, যেন তিনি মন্থতঃ সে কালের অগ্রভ দর্শনবিজ্ঞানের ভূমি হইতে বিচলিত হইয়াভিলেন। ঘটনাটী এই:—একজ্ঞা চলচিত্ত বন্ধু আখীয় জনের প্রতি একাছ ক্রম হইয়া, সেই আছীবের নেডা কেশবচন্দ্রের প্রাণবধ করিবেন শ্বিরক্ষত, লওড় হল্পে লইয়া জাহাকে আক্রমণ করিতে আইসেন। কেশবচন্দ্র সর্কাল বন্ধুজনে পরিবেটিড থাজিতেন, সভরাং ভাহাতে সিদ্ধননোরও হইতে পারিলেন না। এই বন্ধুটির বেমন প্রচিত্ত ক্রেমণ তেমনই ক্রোধাপগমে তীর অন্তভাপত হইয়া থাকে। স্ক্তরাং ইনি অন্তভ্ত হইয়া, কেশবচন্দ্রের চরণ ধারণ করিয়া অনেক ক্রমণ করিলেন, এবং শ্রীবনের অন্তভ্তর পাপে আরো বিশ্রাছ্যিত হইয়া, এক্রমারে মুজের ভারা করিয়া পশ্চিমান্ধনে প্রশ্নান করিলেন। কেশবচন্দ্রের হন্তান করিয়া পশ্চিমান্ধনে প্রশ্নান করিলেন। কেশবচন্দ্রের হন্তান বিশ্বাহ্র হন্ত্রাং করিয়া পশ্চিমান্ধনে প্রশ্নান করিলেন। কেশবচন্দ্রের হন্তান করিয়া অনেক ক্রমণ করিয়া স্বান্ধ করিয়া পশ্চিমান্ধনে প্রশ্নান করিলেন। কেশবচন্দ্রের হন্তান করিয়া পশ্চিমান্ধনে প্রশ্নান করিলেন। কেশবচন্দ্রের হন্তান করিয়া পশ্চিমান্ধনে প্রশ্নান করিলেন। কেশবচন্দ্রের হন্তান করিয়া

⁽⁾⁾ अक्शरमांकारम शैविक क्रिक्स ।

জন্ম একান্ত আকুল হইয়া পড়ে, এবং এক দিন বন্ধুগণ মধ্যে বসিয়া মৃদক্ষের বানাতে তিনটি চপেটাঘাত করেন এবং বলেন, "অমৃক এই শব্দ শ্রেবণ করিয়া এখানে আদিয়া উপস্থিত হইবে।" তৎপরেই সেই বন্ধু মৃক্ষেরে আদিয়া উপস্থিত হন। কেশবচন্দ্রের আকুল চিত্তে এরূপ প্রেরণাগ্রন্থব যে মনোবিজ্ঞানস্থত, ইহা বিখাদ করিবার ব্থেষ্ট কারণ আছে। *

ভূতকালের ইতিহাসের মর্মোদবাটন, এবং এ সময়ে মৃক্ষেরবাসিগণের মন কি প্রকার ধর্মোক্সন্তার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছিল, তাহা দেখাইবার জ্ঞা এন্থলে প্রেরাক্তরার জ্ঞানি কি প্রিক হইল। বেখানে ঈদৃশ ধর্মোক্সন্তান্ত উপস্থিত, দেখানে রূলোংসবের পর রূলোংসব হইবে, ইহা একান্ত স্বাভাবিক। প্রতিস্থাহে রবিবারে কেশবচন্দ্রের গৃহে সমগ্র দিন ব্যাপিয়া যে উপাসনা, উপদেশ, স্কীর্ত্তন, সঙ্গীত ও সংপ্রসন্ধাদি হইত, তাহাই এক একটি প্রকৃত পক্ষে উংস্ব ছিল। সিমলায় যাইবার পূর্বের একটি ব্রেলোংসবের উল্লোগ হইল। এই সময়ে কেশবচন্দ্র ভাই গোরগোবিদ্বকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন।

[•] ০থকালে সংঘটিত একটি ঘটনা ইইতে আমরা এটিকে মনোবিজ্ঞানসকত বলিতেছি।

যথন এই বন্ধটি আলিগড়ান্তিমুখে গমন করেন, তখন পথে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এলাহাবাদে

একজন ব্রাক্ষ বন্ধুর গৃহে ইনি উপস্থিত হন। দে সময়ে সেধানে একজন প্রচারক হন্ধু ছিলেন,

তিনি অবৈস্গিকভাবের অধুমাজ পক্ষপাঠী নহেন। তিনি ই'হার আগমনের কারণ বিজ্ঞানা
করিয়া সম্ভোব্দর কোন উত্তর পান না। ইহাতে তাঁহার চিত্ত আকুল হয়। ই'হাকে লইয়া

তিনি উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হন। উপাসনক্ষালে এই বন্ধুটির গৃচ গুপ্ত পাপের কথা তাঁহার

হলয়ে উপর্গুগরি তিনবার প্রতিভাত হয়, তাহাতে তিনি আপনাকে আপনি অভান্থ ধিকার

যান কংবন। পর দিন বন্ধুটি সহামুভ্তিগাতে আজি চিত্ত হইয়া তাহার নিকটে বখন আলক্ষাপাপ

প্রকাশ করিয়া বলেন, তখন তিনি এই বলেয়া অধাক্ হন, তাহার হন্দরে সে পাপ কি প্রকারে

পুক্ষ দিন উপাসনাকালে প্রতিভাত হইয়াছিল। প্রচারক বন্ধু, ইটি মনোবিজ্ঞানসকত নির্মে

আহাতে প্রতিভাত ঘটনা ভিল্ল, তখন ইহাকে আয় কোন ভাবে গ্রহণ করেন নাই, হথনও

গ্রহণ করেন না। কেন না ভগবংশেরণা তাহার ম্প্রতিতি নির্মের মণ্য হিয়া হয়।

কেশবচপ্র যে তাল্প আন্তরিক প্রবণ্য মুদকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন, তাহার পূর্কাপর

কার্যা, আচরণ ও কথা অনুসরণে ইছাই বিখাস করিতে হয়। "বিজ্ঞান ও বিবেক (Science and Conscience) ভগবংশেরণার ভূমি" কেশবচন্তের ইহাই বিশেষ মন্ত।

ভাই গৌরগোবিদ্দকে পত্র

मूरकत,

৩রা জুন, ১৮৬৮ খৃ:

প্রিয় গৌরগোবিন্দ,

তোমার ক্ষেক্থানি পত্র যথাসময় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ভোমার প্রচার-বার্মাপাঠে আনন লাভ করিয়াছি। ঈশর তোমানের আয়োরতির জন্ত বে সকল বিশেষ সভপায় করিল দিয়াছেন, বেরূপ বিশেষ কঞ্চনা করিভেছেন, ভদ্যুরা তিনি তোনাদিপের জীবন তাঁহার রাজাবিস্তারের জ্ঞা ক্রম করিয়া লইয়াছেন। ভোমাদের বল বন্ধি শরীর সকলই তাঁহার চরণে বিক্রীত তইয়াজে: তাতার উপর আর তোমাদিগের অধিকার নাই, এই মনে করিয়া এখন দৃষ্পুরিপে ভোনর৷ উচ্চার অন্তুগ্ত দাস হইয়া, উচ্চার পবিত্র নাম প্রচার করিয়া, নিজের ও দেশের মঙ্গল দাধন কর, ইহাই আমার হৃদয়ের ইচ্ছা, ইচা দেখিলে আমি কুডার্থ হই। যাহা লিথিয়াছিলে, * ভাছা পাঠ মাত্র অমূলক মনে করিলভিলাম, আমার সংশয় সপ্রমাণ হইল, আনন্দের বিষয়। এবার ঠালাদ্রদ্ধে কানপুরের কথা যাহা লিপিয়াছ, ভাষা পাঠ করিয়া কি প্রায় উল্লিভ হইয়াতি, বলিতে পারি না। ऋলবিশাসীরা বৃঝিতে পারে না, কিন্তু আমাদের জ্ঞা ঈশ্বর দক্ষই করিতেছেন। বোধ করি, উন্নান্থ বাব দপরিবারে তথ্যে আছেন। এগানে আগামী রবিবারে আরু একটা উৎসৱ হুইবার কথা। তথাকার ভাতারা কি আনিতে **পারিবেন গ** সকলকে নম্ভার জানাইবে, রাজনারায়ণ বাব্কেও নম্বার জানাইবে।

१ डाकाक्की

গ্রীকেশবচন্দ্র দেন।

মুক্লেরে বিতীয় ব্রহ্মোৎসৰ

৭ই জুন (১৮%৮ খু:। রবিবার ম্পেরে খিতীয় রক্ষোংশব সম্পন্ন হইল। এই উৎসবে জাতা দীননাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকে দীকিত হন; অনেকঞ্জনি নৃত্য সঞ্জীত গীত হয়। "হিনি তরাবে জগজ্জনে দিয়া দ্যালনামে" ইত্যাদি সঞ্জীত এই সময়ের। ১ই অগ্রহায়ণ (১৭৮২ শক) কলিকাতায় প্রথম রক্ষোংশ্ব

[🕳] একটি বজার পাল্যালগমনের সংবাদ।

প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার সক্ষে গণনা করিলৈ এইটি হৃতীয় ব্রেকোংসব। উৎস্বাস্থে এক দিন (১ই আংষাচ, রবিবার, ১৭৯০ শক) (২১শে জুন, ১৮৬৮ খৃ:) সায়ংকালে গকাতটে বশিয়া কেশবচন্দ্র প্রলোকসম্বন্ধে যে একটি উপদেশ দেন,(১) তাহা নিমে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। সম্ভবতঃ এই উপদেশটী সাধু অংশারনাথ কর্জ লিপিবিদ্ধ হয়।

"পরলোক"

"এই যে সমূপে প্রশন্ত ও প্রশান্ত নদী দেখিতেত, ইছা ভবনদী; ইছার পরপারে অনস্তলোক ধু ধু করিতেছে। আমরা এই নদীতটে সকলে উপবিষ্ট त्रहिशाछि। पिरायमार्ग सङ्गात अक्षकात क्रांग চातिपिक आच्छन्न कतिन, জনকোলাহল নিজন হইল, ফুশীতল স্মীরণ প্রবাহিত হইতেছে, স্কলেই শাস্ত এবং গন্তীর ভাব ধারণ করিয়াছে। বিষয়ী বাক্তিদিগের নিকট, **অবিশাসী পাণীদিগের নিকট এই নদী কেমন ভয়ানক; ইহার তরশ্বরাজিমধো** মগ্নপ্রায় হইয়া তাহারা কেমন কট যশ্বণা সহা করে। কিন্তু ধলা দেই সাধক, विनि खीवरनत महाकारन এই श्रकात भाषाखार अहे श्रभास नही भार हहेग পরলোকে গমন করেন। হায়। আমাদের কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে. ष्यामता स्थि मिरन उठेव वक्क वाक्कवितिशत निकंडे खकाउरत विनाय नहेव। श्रमास्कारम प्राम्याय नाम की खंग कतिएक कतिएक, अप्य এই अधित मनी भात बहेबा बाहेत! किছू किছू माधुला लडेबा जीवनबादा निस्ताह करा बाब কিয়ং পরিমাণে উপাদনা ও ধর্মাফুর্মানের নিয়ম পালন করত লোকের নিকট ধার্মিক বলিয়াপরিচিত হওয়া সহজ: কিন্তু মরিবার সময় সে বাহ্নিক ধর্ম কি শান্তি দিতে পারে প এক দিকে সংসার ছাড়িবার কট, অপর দিকে পৃৰ্বাক্ত পাপের জন্ম অন্নুশোচনা, ইহা হইতে ভব্তি ভিন্ন অন্ম কিছুই শেষ দিনে মহয়কে রক্ষা করিতে পারে না। ঈশারপ্রাণ ভক্তেরাই কেবল মৃত্যুতে শান্তি লাভ করেন। মৃত্যুভয় তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। বান্তবিক মৃত্যু কেবল পরলোকের খারমাত্র। মৃত্যুর পর কোথায় যাইতে হইবে, आबात कि इहेरव, वह बाह्मव, श्वी शूज शतिवात, धन जेश्रध स्कृतिहा स्कान्

⁽১) ১৭৯- শকের জৈট্ডমাসের ৩- সংখ্যক ধর্মতব এটব্য।

মঞ্চলারকৃপে পড়িতে হইবে, এই ভয়ই মন্ত্রাকে ব্যাকুল করে। ইহাই মৃত্য;
মৃত্যুতো মৃত্যু নহে, মৃত্যুর ভয় যথার্থ মৃত্যু।

"हेहरलाक छाड़िया भवरलारक याख्या. हेहारू आमझात कात्रण कि व्याष्ट्र? देश्रताक भवरताक এक बार्खात जिन्न जिन्न सम्माज, এक ভবনের ভিন্ন ভিন্ন ঘরনাত্র। এখানেই থাকি, আর দেখানেই ঘাই, দেই এক রাজা, এক পিতার নিকটে আমরা থাকি। তবে মৃত্যুকে ভয় কি? পরলোককে একটি বছদুরস্ব অপরিচিত অভকার স্থান মনে করা কল্লনামাত্র। এ কল্লনা তোমরা পরিত্যাগ করু যাহা স্তা, তাহা ধারণ কর। যে সকল ভাতা ভগিনী ইহলোক হইতে অবস্ত **হই**য়াছেন, **তাঁহারা** কোপায় গেলেন, ইহা আলোচনা করিয়া ভীত হওয়া বা জনদন করা বুখা। এই ভবনদী পার হইলেই প্রলোক। আমরা যেমন এ পারে **জীবিত** রহিয়াছি, মৃত ল্রাতা ভগিনীদিগের আত্মা দ্রুল দেইরুপ পরপারে জীবিত রহিয়াছেন: মধ্যে কেবল এই নদী ব্যবধান। আমরা যক্ত লোককে এখান হইতে বিদায় দিয়াছি, তাঁহারা সকলেই ঐ স্বানে অবস্থিতি করিভেছেন, এবং উহোরাও জানাইতেতেন যে, আমবা সকলে এ পাবে বসিয়া **আছি: আমবা** তাঁহাদের কোন সংবাদ পাই না, ভাহাতে কিং পিতা এখানে আমাদের নিকটে আছেন, দেখানেও তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া তাঁহাদিগের মঞ্চল বিধান করিতেছেন। তবে কেবল এপার হইতে ওপাবে ঘাইবার নাম যদি মৃত্যু হইল, তাহা হইলে আম্বা কেন ভীত হইব গ পিতাৰ বাজো এক স্বান হইতে মানান্তরে যাইতে, কেন আমরা ভয় করিব, ব্যাকুল হইবং ঈশর্ভকি না থাকাই আমাদের মৃত্যভয়ের কারণ। আমরা যদি পিতাকে মনের সহিত ভব্জি করিতে পারিতাম, তবে সংসার ছাড়িতে কিছু মাত্র ভয় বা কট্ট হুইড না, বরং হ্রপ শান্তি দহকারে আমরা মৃত্যুকে আলিখন করিতাম। ভক্তি না পাকাতে আমাদের কত চেষ্টা বিফল হইতেছে, কত যন্ত্ৰণা কোভ দছ করিতে হইতেচে, ভাচা কি আমরা শ্রণ করিব নাং

"বাহার। জানতরীতে আরোচণ করিয়া পব্বিতভাবে পার ছইডে-ছিল, সামাল্র তুকানে সেই তরী ভগ্ন ছইয়া ফলসাং ছইয়া পেল, তাহাদের শাল্প যুক্তি তর্ক মীমাংসা সকলই একেবারে নিমগ্র ছইল,

এবং তাহারা আশ্রয়হীন হইয়া তরক্ষের আন্দোলনে মহাক্ট পাইতে পাইতে অবশেষে তীরে আদিয়। উপস্থিত হইল। যাহারা নানাবিধ সদমুষ্ঠান লইয়া মহা আড়ম্বর করিয়া যাইতেছিল, তাহারাও প্রবল বাতাদের . আঘাতে জলমগ্ন হইয়া হাবুড়বু থাইতে থাইতে আবার তটে ফিরিয়া আদিল। যাহা কিছু সম্বল ছিল, সকলই গোল; বিভা বৃদ্ধি বল প্রাক্রন সম্পদ ঐশ্বর্যা মান সম্বন সকলই ভূবিল। দেখ, পরলোকের যাত্রীদিগের কি তুদিশা! যে घाटी याहे, त्रहे घाटीहे लाटकराव এहेक्स पूजवन्दा। व्यर्थविद्योन, नमनविद्योन इहेश मकरल উटेफ्ट खरत जन्मन कतिरुट , कशन त्रोर म, कशन वृष्टि करे পাইতেছে, তঃগ দেখিয়া কেহ দ্য়াও করে না। কেহ কেহ অশান্তি-নিবারণের জন্ম বিষয়মদ পান করিতেছে: কেহ কেহ একেবারে অবসর ও নিরাশ হইগা. পারের উপায় নাই বলিঘা দিবারাত্রি হাহাকার করিতেছে। বন্ধুগণ, বান্তবিক কি উপায় নাই
ে হে পরলোকের যাত্রিগণ, তোমরা কেন নিরাশ মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছ ৷ ঘাটে পডিয়া কেন বিলাপ করিতেছ ৷ আর এ ঘাট ও ঘাট করিও না। এ সকল ঘাটের প্রতারক নাবিকদিগের হত্তে আহাসমর্পণ করিয়াছিলে, তাই এত তুর্দশা। রোদন করিও না, ভয় নাই, আশা আছে। ঐ দেখ. ঐ দিকের ঘাটে তোমাদের ক্যায় কতিপয় ছুঃপী ব্যক্তি আগ্রহের সহিত দৌভিতেছে। ওথানে চল, আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে।

"ভবনদীপারের একটিমাত্র থেয়াঘাট আছে। উহার নাম ভক্তি ঘাট। ঐ ঘাটে দয়ায়য় ঈশ্বর তাঁহার চরণতরীতে অসহায় তৃংগীদিগকে বিনা মূল্যে পার করেন। যাহারা একাস্থমনে তাঁহার নিকটে
যাইয়া কাদিয়া পড়ে, দেই দয়াল ভবকাপ্তারী অমনি তাঁহার চরণ দিয়া
তাহাদিগকে ভবপারে লইয়া য়ান। ঐ দেপ, ভক্তিঘাটের কতকপুলি
ভক্ত দেই তরীতে কেমন ফ্লরভাবে ভবনদী পার হইতেছেন! এত য়ে
তৃফান, দেনৌকা কিছুতেই আন্দোলিত হইতেছে না; ভীষণ তরক্ষ সকল
আসিয়া তর্জন গর্জন করিতেছে, কিন্তু দয়ায়য় নাবিক মাজৈ: মাজে: বলিয়া
অভয় দান করত, চরণাপ্রিত বাক্তিদিগকে কেমন অটলভাবে লইয়া যাইতেছেন।
আহো! তাঁহারাই বা কেমন শাস্তভাবে, আনন্দমনে আপ্রয়দাতা কাপ্তারীর
গুগসন্ধীপ্রন করিতেছেন! এ দৃশ্য দেখিলেও চক্ষু মন জুড়ায়, এ স্ক্যবাদ

ভনিলেও ঘৃংখ নিরাশা দূর হয়। আর বিলম্বে কাজ নাই; এমন ঘাটু থাকিতে, এমন তরণী থাকিতে, এমন কর্পার থাকিতে, আর কেন রুখা রোদন কর ? চল ভাই, সবে নিলে শীল্প ঐ ঘাটে যাই; আমাদের তো আর উপায় নাই, সম্বল্ও কিছু নাই। চল, সকলে দেই দয়াল ঈশ্বরের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া, কালিতে কালিতে তাঁহাকে আমাদের ঘূর্জশা জানাই, আর বলি—'দয়াময়, বড় করে পড়িয়াভি, পারে যাবার কড়ি নাই; যদি দয়া করে বিনা মূলো তোমার চরণতরিতে আশ্রয় দেও, তবেইতো বাচিতে পারি, নতুবা আর ভরদা নাই।' দেই প্রেম্ম অনত্যতি ঘৃংখা দেশিলে দয়া করিবেনই করিবেন। তিনি পরপারে লইয়া গিয়া তাঁহার শান্থিনিকেতনে তোমাদিগকে স্থান দিবেন এবং অনেক স্পাদ ঐশ্বর্গা দিয়া তোমাদিগকে ক্তাপ্ত করিবেন। আর বিলম্ব করিও না, এনন দয়ানহের শরণ লইডে আর বিলম্ব করিও না।"

কলিকাভার সভাবের্ত্তন ও তংশসংখন "মিরারে" "চিন্তা ও আর্থনা" একাশ
কয়েক দিন মুক্তেরে অবস্থান করিয়া, রান্ধবিবাহসম্বন্ধে গ্রন্থনিকের নিক্ট
আবেদন করিবার নিমিত্ত, ভারতব্যীয় রাধ্যসমাজের (৫ই জুলাই, ১৮৬৮ খুঃ)
যে অনিবেশন হইবে, তত্পপক্ষে কেশবচন্দ্র কলিকাভায় প্রভাবের্ত্তন করেন।
কলিকাভায় প্রভাবের্ত্তন করিয়া তিনি যে "চিন্তা ও প্রার্থনা" তংশময়ের 'মিরার
প্রিকায়' প্রকাশ করেন, উহা আমর। নিম্নে অন্তব্যাদ করিয়া দিতেতি;
এতংশাঠে তাঁহার তংকালের অধ্যায়াবেদ্ধা সকলে অবগত হইবেন।

"डिग्रा उ आर्थना"

"হে ঈশ্বর, আমি একটি বিষয় তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, আমি যেন তোমায় দেখিতে পাই এবং নিতাকাল তে'মায় ভালবাদি।

ঁথামি যশ, সম্পং বা দৈহিক স্থ সংখ্যণ করি না; কিন্ধ হে দ্যাময় ঈশ্ব, তুমি চির্দিন স্থামার নিকট থাক এবং স্থামার প্রিয় হও।

ে "আমি বেন প্রার্থনাক।লে মঙ্গলময় পিতা মনে করিয়া ভোমার নিকটে কথা কহিতে পারি, এবং ভোমার সহবাসে নিতাকাণ আনন্দ লাভ করিতে পারি।

"হে ঈশ্বর, ভোমার উপাসক অনেক, সনুদায় বিশ ভোমার স্থব করে, ভোমায় মহিমাণিত করে। "সেই সাধারণ তথকানি মধ্যে আনি আমার তুর্কণ কঠবর হারাইয়া ফেলিব না, অথবা দূরে রাধিয়া তোমায় অর্চনা করিব না।

"আমি আমার ঈশর, আমার পরিত্রাতা মনে করিয়া, আমার হৃদয় সম্পূর্বরূপে তোমার নিকটে খুলিয়া দিব এবং গোপনে তোমার সঙ্গে কথা কহিব।

"নিবারজনী আমি তোমার গৃহে বাদ করিব, এবং পিত। হইয়া তুমি আমার সন্ধন্ধে কি বিধান কর, আহলাদের সহিত তাহা দেখিতে থাকিব।

"আমি এখন একন্সন তোমার দান উপাদক; ইচ্ছা হয় যে, আমি তোমার কীত দাদ হই, এবং চিরদিন তোমার চরণ আলিন্সন করিয়া পড়িয়া থাকি।

"অহে!, তুমি তোমার পরিত্রাণপ্রদ করুণায় আমাকে এবং আমার যাহ।
কিছু কিনিয়া লও এবং প্রকাশ করিয়া বল বে, আমি এখন এবং চিরদিনের
জন্ম তোমার ক্রীতদান। অপিচ তোমার দেবা হইতে আমার পলায়ন
করিবার ক্ষমতা তুমি হরণ করিয়া লও।

"তাহারা ধন্ম, যাহারা প্রভূ পরমেশ্রেতে শান্তি পাইয়াছে।

"সেই প্রণতগণ ধন্ত, যাহারা প্রভু পরমেগরের চরণের ধূলি হইয়াছে।

"দেই দীনগণ ধল, যাহাদের আপনার বলিবার কিছুই নাই, যাহার। সকলই, এমন কি আপনাদিগকে প্র্যুক্ত, ঈশবের নিক্ট বিক্রয় করিয়াছে।

"দেই ব্যক্তি ধন্ত, যে সকল ছাড়িয়া সকলই পায়।

"সেই ব্যক্তি ধৃত্য, যাহার বিবেক নির্মাল।

"তাহারা ধন্ত, যাহারা প্রভু পরমেশরকে তাহাদের অর পান, তাহাদের আলোক ও আনন্দ করিয়াছে।

"দেই সন্তানই ধন্ত, যে বলিতে পারে, বিতা, আমি তোমার, তুমি আমার।
"দেই ব্যক্তি ধন্ত, যাহাকে ঈশর বলেন, আমি আমার দাদের প্রতি বিশেষ সন্তাই।

"তাহার। ধ্যু, যাহার। সকল বিষয়ে ঈশরেতে বিশাস করে, যাহাদিগকে তিনি আহার ও পরিচ্ছদ, বল ও মছুণা, শাস্তি ও পরিত্রাণ দান করেন।

"তাহারা ধন্তু, যাহারা ঈশরেতে আনন্দবশতঃ ক্লেশ, অবমাননা, দারিত্র্য এবং মৃত্যু ভূলিয়া যায়। "দেই ব্যক্তি ধন্ত, যাহাকে প্রভু পরমেশ্বর বলেন, ভয় করিও না, কাদিও না, কারণ আমি সর্বাদা ভোমার সঙ্গে।

"তাহারা ধ্স্ত, যাহারা সেই সকল লোককে ভালবাদে এবং **শ্রহা করে,** যাহারা আপনাদিগকে পিতার চরণের ধূলি করিয়াছেন।

"সেই ব্যক্তি ধন্ত, যে অন্ত সম্পন্ন হয় এ জন্ত আপনি দারিত্যা, **অভ্যে** সম্মানিত হয় এ জন্ত আপনি অব্যাননা, অন্তে অনন্তনীবন লাভ করে এ**জন্ত** আপনি মৃত্যুদ্ধেশ বহন করে।

"এক অন মান্তব তাহার পার্বে তাহার সন্থানগণকে ডাকিয়া একত করিল এবং নিজ হত্তে তাহাদিগকে বিবিধ বন্ধ দান করিল। তাহারা আহ্নাদিড হইয়া চলিয়া গেল এবং যথন তাহারা পিতার প্রেমের বিশেব নিদর্শন কি জি পার্ট্যাছে পরশারকে দেখাইল, তখন তাহাদের আহ্লাদ পরিমাণাতিরিক হইল। এইজপ তাহারাও পরশারে সহায়ভ্তিতে অভিমান্তায় আহ্লাদ করে, যাহার। প্রামন্ত্রির হন্ত হুইতে আধ্যান্ত্রিক ভাল ভাল বিবয় প্রাপ্ত হুইয়াছে।

"এক স্থন বাক্তির বৃহৎ ভূদম্পতি ছিল, এবং তাহার ধনের ক্রম্ন অভিমান ছিল। সে বাক্তি দ্রদেশে গেল এবং দেখানে গিয়া ক্ষ্যিত হইল, কিন্ধ হার! আহাধ্যসামগ্রী ক্রয় করিবার জন্ম তাহার হাতে একটা প্রদাও ছিল না; স্থতরাং তাহাকে ভিক্ষা করিতে হইল। গ্রন্থ, মাসুধ বা বাহিরের বস্তুর উপরে বাহাদের ধর্ম নির্ভর করে, তাহাদের দশাও এই ব্যক্তির মত; কেন না, এই সকল যখন পাকে না, তখন নিতান্ত দারিক্ত হয় এবং উপবাদে মরে।

"ধর্মাহ্রাণী হিন্দু যুদ্ধকেত্রেও ভাষার সংখ ভাষার পুতুলের ঠাকুর লইবা যায়। দেই ব্যক্তি ধন্ত, যে ব্যক্তি জীবনসমরকেত্রে সভা ঈশবকে সংখ সংখ্যাবে।"

বিবাহের বিধি-প্রবর্ত্তনে উত্তোগ

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন, ৫ই জুলাই, ১৮৬৮ খুঃ ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা বিধেয় কিনা. তিৰিষয়ে বিবেচনা জন্ত, ১৫ই জুনের (১৮৬৮ খঃ) মিরারে বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইয়া-ছিল: তদমুদারে ৫ই জলাই (১৮৬৮ খুঃ) ৩০০ দংখ্যক চিংপুর রোডে প্রচারালয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হয়। সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত ২০শে অক্টোবর (১৮৬৭ খৃঃ) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে ব্রাহ্মবিবাহসম্বন্ধে তিনটি বিষয় আলোচনা করিয়ামত প্রকাশ করিবার জন্য একটা সভ। হয় এবং এই সভায় সাত জন সভ্য * মনোনীত হন। ইহারা পরস্পর দূরে দূরে বাদ করেন বলিয়া, সভাপতি কেশবচন্দ্র অগত। তাঁহাদিগের লিখিত মত চাহিয়া পাঠান। সাত জন সভোর একজন সভার সভ্যপদ ত্যাগ করেন, তুই খাক্তি তাঁহাদের মত প্রেরণ করেন নাই। তিনজন যে মত দিয়াছেন, তক্মণো ছুই জন বলিয়াছেন, আন্ধবিবাহ হিন্দশাস্তমত বিধিনিদ্ধ নয়: অবশিষ্ট এক জন বলিয়াছেন, দেশীয়শাপে বন্ধ না রাথিয়া প্রশন্ত রাজবিধির অফুসরণ করিলে ত্রাহ্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ততীয় বাক্তি হিন্দশান্ত্র হইতে বছ বচন উদ্ধৃত করিয়। দেখাইয়াত্তন, আন্ধবিবাহ শাস্থাসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিছু এ সম্বন্ধে রাজবিধি এমনই অম্পষ্ট যে, সন্দিদ্ধ স্থল।

কেশবচন্দ্রের মত

সভাপতির এ সমক্ষে মত দেওয়ার কথা ছিল, কিছু তিনি যথন সভায় স্বয়ং সমুপস্থিত, তথন লিখিত কোন মত দিবার প্রয়োজন করে না: এই

শীবুজ থেবেশ্রনাথ ঠাকুর, শীবুজ কেশবচশ্র সেন. শীবুজ এলফুলর মিত্র, শীবুজ রামণকর
সেন, শীবুজ ছুর্গামোহর দাস, শীবুজ গুরুহাসাদ সেন এবং শীবুজ দীননাথ সেন এই সাতজনের
উপর রাক্ষবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃত্র উপার অবধারণের ভার অর্পিত হয়। (৪০১ পৃচা
ফাইবা।

বলিয়া সভার সমিধানে আপনার যে মত অভিবাক্ত করেন, নিয়ে তাহার সার প্রদত্ত হইল। (১) প্রাঞ্চবিবাহ কি ? (২) প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রাঞ্চবিবাহ সিদ্ধ কি না? (৩) যদি সিদ্ধ না হয়, ব্রাঞ্চবিবাহ বিধিসিদ্ধ করিবার জন্ম কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে? এই তিনটী প্রশ্ন সম্বদ্ধে যথাক্রমে তিনি আত্মমত অভিবাক্ত করেন।

जाक्रविवाह कि 🗸

প্রথম প্রশ্নসংক্ষে তিনি বলেন, রাশ্ধবিবাহ কিরুপ হওয়া সম্চিত, তংসদক্ষে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া, বর্তমানে যে সকল রাশ্ধবিবাছ হইয়াছে, তাহার প্রণালীবিচারপূর্বাক, রাশ্ধবিবাহ কি, তিনি নির্মারণ করিবেন। বর্তমানে যে সকল বিবাহ হইয়াছে, তদমুসারে—রাশ্ধধ্যে বাহার। বিশাস করেন, তাহার। এক সত্য ঈথরের অর্চনাপূর্বাক অংশীবলিক শন্ধতিতে যে বিবাহ করেন—তাহাই রাশ্ধবিবাহ।

হিন্দুশাল্পতে আগ্ৰাবিৰাই সিম্ব কিনা ?

হিন্দশিল্পমতে আদ্ধবিবাহ সিদ্ধ কি না, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কেন না এ সম্বন্ধ আগতোকেট জেনবেলের যে মত লওয়া হয়, তাহাতে তিনি তংগমান্ধ কোন নিশ্চয় মত দিতে না পারিয়া কেবল এই কথা বলিয়াছেন তে, এ সম্বন্ধ কোন একটি প্র্পাইনিদি করিয়া লওয়া শ্রেম্বর। বিবেকের অপ্রাধ্যে প্রচলিত প্রণালীতে বিবাহ করিতে না পারিলে, হুসভা স্বর্ণমেন্টের তাদৃশ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লওয়া সম্চিত, এ যুক্তির উপবে তিনি তর দিতে চাহেন না; কেন না ইটি একটা আহ্মানিক ব্যাপার, এবং বাজবিধির সাধারণ ম্লতবের বিচারমাত্র। তবে বর্ত্তমানে যে কিছু বিবাহসম্প্রেক বিদি আছে, তাতা গ্রাদ্ধবিবাহন্দম্বন্ধে সংলগ্ন হইবার প্রক্ষে এটার সম্প্রেক নয়। উহার কতকগুলি জাতিবিশেষে বন্ধ, ধেটি সকলের সহন্ধে প্রচলিত, তাহাতে নালী আদ্ধ এবং কুশন্তিকা অতীব প্রয়োজন। এ ছটি অন্তর্গন অতীব কুসংস্থারপূর্ণ। বিশেষতঃ সকল প্রকারের বিবাহেই অগ্রিসাক্ষী করা প্রয়োজন। যথন হিন্দুশান্তমিছ কোন প্রকার বিবাহের অন্তর্গিত কল আদ্বিবাহে গ্রহণ করা যাইতে পারে না,

ভর্মন আধাবিবাই কি প্রকারে হিন্দ্বিবাইরূপে সিদ্ধ ইইবে? সকলেই জানেন, কলিবুগে সহরবিবাই নিবিদ্ধ; আন্ধবিবাহে যথন সহরবিবাই আছে, এমন কি আন্ধাধর্মে বিশাস করিলে হিন্দ্ব্যভিরিক্ত জিল্ল দেশের ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ ইইতে পারে, ভবন আন্ধবিবাই হিন্দ্বিবাই বলিয়া কি প্রকারে গণ্য ইইবে থদি এ কথা কহেন যে, হিন্দুশাপ্তের কোন কোন বচনের অর্থাস্তার ঘটাইয়া আন্ধবিবাই সিদ্ধ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, ভাহা ইইলেও রাজবিধি করিয়া লঙ্মা প্রয়োজন; কেন না শাস্ত্রমতে খাহারা বিধবাবিবাই স্থাপন করিয়াছেন, জাহানিগকেও তংসমন্দে রাজবিধি করিয়া লইতে ইইয়াছে। এরপ স্থলে ঘখন স্পাই কোন রাজবিধি নাই, তখন আন্ধবিবাই হিন্দুব্যবস্থামতে সিদ্ধ, ইহা নির্দ্ধার করা অসম্ভব এবং এ বিষয়ে ভাহার সহকারী সভাগণ এক মত্ত বলিয়া ভিনি আঞানিত ।

आक्रविवार विधिनिक कतिवात सस्य तासविधित चाळ्य-श्रवण चावणक

ততীয় প্রশ্নসম্বন্ধে তিনি বলিলেন, আন্ধবিবাছ বিধিনিক করিবার জ্ঞ প্রব্যেক্টে আবেদন করিতে ডিনি অমুরোধ করেন। সভার তুই জন সভাও ইহাই দ্বির করিয়াছেন, যিনি (বাবু দীননাথ দেন) এ সম্বন্ধে ভিন্নমত, জাঁচাৰ স্ঠিত ডিনি একমত চুইতে পারেন না, কেন না বিষয়টি নিডান্ত পাক্লভর: বিশেষতঃ সাধারণের এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত। কেই কেই বলেন, কেবল ব্রাহ্মগণের বিবাহই আইনসিদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত; কেহ কেহ বলেন, কেবল ব্রাহ্মগণের কেন, শিক্ষিতগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি প্রচলিত হিন্দুধর্মে विधान करतन ना-मःभग्नी इक्रेन, वृद्धिवाली इक्रेन, कलाकलवाली इक्रेन वा चरिष्ठवानी इछेन, कि एर कान बाही इछेन-- नकलाइ नए मिलिक इहेश একটি বাঞ্চিবিধি কবিবার ক্ষুম্ম যত করা উচিত। কেন না, সকলেরই ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি আছে। শেবোক্ত মতে তিনি অনেকগুলি কারণে মত দিতে পারেন না। প্রথমত: এ সকল বিষয়ে কোন একটি আছুমানিক ঘটনা ধরিয়া কাৰ্যা ৰুৱা উচিত নতে। ৰাজ্যবিক ঘটনা কি ? আছু প্ৰায় প্ৰায় বিশ্টির অধিক आक्षितिहरू इहेश शिशाह्य । विवाहिक्शिण मकत्नहे वित्तदकत अञ्चलकार मुर्वाषां त्रीखिकिका शतिहात कतिया विवाह क्षियात्कतः এই मुक्त विवाह সামাজিক অধিকার ও লাহসকতে গঙ্গোল উপস্থিত চইরাছে বলিহা,

ব্রাহ্মণাই রাজবিধির আল্র গ্রহণ করিবার ভক্ত বাগ্র হইয়াছেন। ধর্মান্তরোধে যথন তাঁহাদিগকে রাজবিধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তথন তাঁহাদিগের অবিকার আছে বে, গ্রন্মেট তাঁহাদিগের ক্লায় কর্ণপাত করিবেন। যদি কেই বলেন যে, আন্ধব্য ডিরিক অন্ত লোকের জন্ত কেন প্রথমেন্টকে বলা ইউক না: তাহা হইলে প্রথম প্রশ্ন এই, দে দকল লোক কোবার, বাহারা রাজবিধির আশ্রহ চান ? কৈ কার্যাক্ষেত্রে তাহাদিগের কাহাকেও তো দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল আদ্ধান্ট কার্যাক্ষেত্রে উপস্থিত। যে উপকার আদ্ধাণ চালিতেচেন, থালারা চালিতেচেন ।।, তালাদিবের উপরে উল। কিরপে চাপাইয়া দেওয়া হইবে? অতুমানে চলিবে না যদি এরপ বাকিগণ থাকেন. তাঁছার! তাঁছাদের বিষয় গ্রথমেন্টকে অবগত করুন। এরপ লোক থাকিলেও তাঁহাদিগের সহিত আদ্ধাণ যোগ দিয়া কার্যা করিলে তাঁহাদিগের আবেদন তুর্বল হইয়া পড়িবে; কেন না এরপ করিতে গেলে তাঁহাদিগকে ধর্মের ভূমি পরিহার করিয়। সামাজিক ভূমি আশ্রয় করিতে হাইবে। গ্রণ্মেন্ট যদি আক্ষাণের অভিলাষ পূর্ব করেন, তবে তাঁহাদিগের ধর্মের জন্ম যে প্রয়োজন উপস্থিত হ'ইয়াছে, ভাহারই জন্ম করিবেন। অপিচ বিবিধ ভা**বের লোক** লইয়া কার্য্য করিতে গেলে, কি প্রকার সংহরণের প্রয়োজন, তংশখন্তে একমত হওয়া গুর্ট। অধিক ভু ব্রাহ্মগণ একপে কাধ্য করিলে সংশয় ও অংবিশাসকে প্রশ্রম দান করিবেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া কেবল আন্ধবিবাহ বিধিবন্ধ করিবার ভক্ত গ্রন্মেন্টকে আবেদন করা হয়, সভাপতি এই অহুরোধ করিলেন।

आकृतियात्र विश्विक करा विषय भवन्त्रियात्रीत निकृष्ट बार्यक विश्वावन

বাবু কালীমোহন দান আশ্বনংখাকে সমূচিত ভূনির মধ্যে বছ ন। রাখিয়া, প্রত্যেক হিন্দুকে আদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করিবেন যে, যে সময়ে পৃথিবীর সর্ব্যন্ত অধ্যারায়ত ভিল, সে সময়ে এ দেশীয়গণই দিবরজ্ঞান লাভ করিয়ছিলেন। অধিকত্ব কি হইলে আশ্ব হয়, তাহা নির্দারণ করা যথন হৃক্তিন, তখন কাহারা আদ্ধ, আ্যা কভগুলি লোকই বা আশ্বনানিগতে আল্ব বলিয়া গ্রহ্ণিমেন্টে আ্বেদন করিতেছেন, ইহা সাধারণকে অবগত্ত করা আ্বাভ্রক।

বাবু কালীমোহন দাস আহ্মগণের বিবেক ও আহ্মধর্শের প্রতি উপহাদ করিয়া সমুদায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে আহ্মদেরের অন্তর্ভূতি করিয়া লইতে বলাতে, সভাপতি তাঁহার উপহাসের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, বাবু কালীমোহন দাসের যদি উপস্থিত প্রস্তাব সংশোধন করিবার কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহাই তিনি সভাতে উপস্থিত করুন।

ইহাতে তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি প্রস্তাবশোধনার্থ কিছু বলিতে পারেন না, কেন না তাহা হইলে তাহাকে আবেদনকারিগণের দলভূক হইতে হয়। পুর্বোক্ত কথাগুলি এইটি দেখাইবার জন্ম তিনি বলিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে সাধারণের মতামত কি, তাহা ভাল করিয়া নির্দারণ করা হয় নাই।

বাবু আনন্দমোহন বস্থ এম, এ, বাবু কালীমোহন দাসের কথাগুলি থণ্ডন করিলেন, এবং গ্রবশ্যেটে আবেদন করা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহ। বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, যথন প্রকাশ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়। সভা আছত হইয়াছে, তথন সাধারণে যদি এ সহছে উদাসীন থাকেন, তবে উহা তাহাদিগেরই নোম, সভার নহে। অপিচ এ কথা কে বলিল যে, যতগুলি লোক আবেদনে স্বাক্ষর করিবেন, তম্বাতীত ভারতে আর বান্ধ নাই।

অনস্তর বাবু আনন্দমোহন বহু এম, এর প্রস্তাবে এবং বাবু হরলাল রায়ের অস্থমোদনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব হইল:—এই সভার অভিমত এই থে, প্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্ম গ্রণমেণ্টের নিকটে আবেদন করা অভিলয়ণীয়।

বাবু দেবেশ্রনাথ ঘোষ বি, এল, উপযুক্তরূপ কিছু বলিয়া এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

বাবু নবগোপাল মিত্র ছটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সভাপতির জ্বছ্মতি প্রার্থনা করাতে, তিনি বলিলেন, অবান্তর বিষয়ের প্রশ্ন না করিয়া, উপশ্বিত বিষয়ে কিছু প্রশ্ন থাকিলে, প্রশ্ন করিতে পারেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আডডোকেট জেনেরলের মত জানিয়া তাঁহার নিকটে যে বিবৃতি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা সমাজ কর্ত্ক, না কোন এক জন ব্যক্তি কর্ত্তক: সভাপতি উত্তর দিলেন, কে মত দিয়াছিলেন, ইহাই জিলানার বিষয়, কে মত চাহিলছিলেন, তাহা নহে; কেন না কোন এক সভাই মত চাউন, আর কোন এক ব্যক্তিই মত চাউন, আডভোকেট জেনেরলের মত বাহা, তাহা আডভোকেট জেনেরলেরই মত।

বাবুনবগে।পাল মিত্র বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, যে সকল ব্যক্তি আঞ্চর্মতে বিবাহ করিবেন, উত্তরাধিকারিস্ববিষয়ে তাঁহার। কোন্বাবস্থার সম্পর্শ করিবেন স

এ সকল বিষয় নির্দ্ধারণ জন্ম যথন স্বতম্ব সভা নির্দিষ্ট হইবে, তখন সভাপতি এ বিষয়ের উত্তর দান বিধেয় মনে করিলেন না।

পরিশেষে প্রস্থাবটি নিবন্ধ হইবার জ্ঞা সভার নিকটে উপস্থিত করাতে, অধিকাংশের মতে প্রস্থাব নির্মারিত হইল।

অনস্থর নবগোপাল মিত্র বলিলেন, যে সভা হইবে, সে সভাতে তাঁহার যদি কিছু মন্তব্য থাকে, তাহা গ্রাহ্ম করিবেন কি না ?

সভাপতির মতে এই স্থির হইল যে, সভা হইবার যে প্রভাব হইবে, তল্মধ্যে সাধারণ ভাবে মন্তব্য বিচার করিবার কথা উল্লিখিত থাকিবে।

অনস্থর বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রস্থাবে ও বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যারের অনুমাদনে নিমুলিণিত প্রস্তাব হয়:—

পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম নিম্নিণিত বাক্তিগণকে লইয়া একটা সভা হয়। ইহারা, এ বিষয়ে কি কি করিতে হইবে, শ্বির করিবার জন্ম উপযুক্ত ব্যক্তিগণের মত অবগত হন এবং সেই সকল বিচার করেন।

শ্ৰীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্ৰ সেন

- ু ু গুৰুপ্ৰসাদ সেন
- " " তুৰ্গামোহন দাস
- ু ু দীননাথ সেন

এই প্রস্তাব অধিকাংশের মতে দ্বির হইল। বাবু কালীমোহন দাস উঠিয়া বলিলেন, আন্ধাণের বিরুদ্ধে কিছু বলা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। তাঁহার কথা যদি কাহার হৃদয়ে লাগিয়া থাকে, তবে তক্ষম্ব তিনি ক্ষা চাহিতেছেন। সভাপতি বলিলেন, তিনি সভার সম্পাদক হইয়। মফ:স্বলস্থ ব্রাহ্মসমান্ত্র সকলের নিকটে বিধিব্যবস্থাপনবিষয়ে মত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকটে তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্ম অফুরোধ জানাইয়াছেন।

ব্রাহ্মবিবাহসম্পর্কীয় কয়েকটি প্রশ্নের উপরে মতপ্রকাশদ্বস্থা বে সভা হয়, সেই সভার সভ্যগণ তৎসম্বন্ধে যে অমূল্য মত দিয়াছেন, তক্ষর্য তাঁহাদিগকে এবং সভাপতিকে ধ্রুবাদ দিয়া সভা ভক্ষ হয়।

সিমলায় গমন

কলিকাতা হইতে মুঙ্গের হইরা সিমলার প্রন

সভার কার্যা (৫ই জুলাই, ১৮৬৮ খুঃ) ফ্টাফরণে নির্মাহিত হইল দেখিয়া, তিনি মুক্তের প্রত্যাগমনপূর্বক, তথা হইতে সপরিবারে ক্ষেক জন বন্ধুস্থ সিমলাভিমুবে গমন করিলেন। এ সময়ে সিমলা পর্যান্ত রেলওয়ে খুলে নাই। দিলী হইতে অম্বালা পর্যান্ত ভাকের গাড়ীতে এবং তথা হইতে কাল্কা পর্যান্ত গোষানে যাইতে হইত। যাইবার বেলা ত্রিতল গোষানে কাল্কা পর্যান্ত গিয়া, অবশিষ্ট পথ ঝাপান ও ডুলীতে যাওয়া হয়। সিমলায় উপন্ধিত ইইলারান্ত প্রতিনিধিনিন্দিট বইলোয়াগঞ্জ আবাদগৃহে তাঁহার নিমন্ত্রণান্থ্যার সপরিবারে তিনি তথায় হিতি করেন। স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি পাথেয় ও তত্ততা ব্যায়ের কন্ত পাঁচলত মুদ্রা দান করেন।

प्रज्ञभाव विवादश गक्त छ।

এপানে ২৫শে আগষ্ট (১৮৮৮ পু:) "মন্তপাননিবারণী সভা" সংস্থাপনার্থ প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে রাজপ্রতিনিধি এবং শতাধিক ইউরোপীয় নরনারী উপস্থিত হন। রেবারেও বেলি সাহেব সভাপতিত্বের কার্যা করেন এবং কেশবচন্দ্র উপযুক্ত বকৃত। খারা, ভারতে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বতোভাবে মন্তপাননিবারণ যে একান্ত প্রয়োগন, তাহা প্রতিশাদন করেন। এই সভায় তিনি রাক্ষ্যমান্তের ইতিব্রুবিব্য়ে বকৃত। দিতে অধ্যুক্ত হইয়া, আগামীতে ভবিনয়ে বলিবেন, প্রতিশ্বত হন।

বাৰহাপক সভার মাঞ্চবর যেন সাহেবের "দেউরপ্রের বিবাচবিধিয়" পাঞ্চিপি

অনস্থর রাশ্ধবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার আবেদন কেশবচন্দ্র রাশ্ধপ্রতিনিধির সভায় উপস্থিত করেন, এবং এই আবেদন উপলক্ষ্য করিয়া, ১০ই দেপ্টেম্বর (১৮৬৮ পু:) মাক্তবর মেন সাহেব বাবস্থাপকসভায় "বিবাহ্বিধির পাঞ্জিপি" উপস্থিত করেন। "দেশীয়গণের বিবাহবিধি" বলিয়া এই পাঞ্জিপি আগাত

হয়। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ব্যতিরিক্ত, যে কোন বাকি প্রচলিত হিন্দু, বৌদ্ধ মদলমান, পার্দি বা য়িত্দী ধর্মাফুদারে বিবাহ করিতে অসমত হইবেন, তিনি এই বিধির অন্তুসরণপূর্ব্বক বিবাহ করিতে পারিবেন, "দেশীয়গণের বিবাহ-বিধির" এই অভিপ্রায়। মান্তবর মেন সাহেব এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার সময়ে বলেন, আহ্মগণের জন্ত এই বিধি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা চইল, কিন্তু ভারতে যথন সামাজিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত, তথন ভবিষ্যতে এমন অনেক লোক হইবেন, বাঁহারা আদ্ধাণের ভাগ বিবেকের অম্বরোধে প্রচলিত হিন্দধর্মাদির অমুদরণ করিয়া বিবাহ করিতে অদমর্থ হইবেন; অতএব ব্রাহ্মগণের বিবেকাফরোধ রক্ষার জন্ম, যদিও এই বিবাহবিধি ব্যবস্থাপকসভায় উপস্থিত করা হইল, তথাপি ভবিষ্যতে আরু আরু ব্যক্তিগণেরও সৃষ্টে অপনয়ন জন্ম তিনি এই পাঙ্লিপি সাধারণ নামে অভিহিত করিলেন। ধর্মের সংশ্রব পরিহার করিয়া বিবাহ বিবাহই নয়, স্বতরাং ব্রাহ্মগণ কথন ভাদৃশ বিধি অফুসরণ করিয়া বিবাহ করিতে পারেন না; ভবে বিবাহাফুষ্ঠানের অবাস্তর অঙ্গরূপে এই বিধির অন্তুসরণপূর্বক রেজিট্রারী করাতে কোন দোষদংস্রব হইতে পারে না, এই বিবেচনায় পাণ্ডলিপির প্রতি আপত্তি উত্থাপিত হয় না। প্রথমাবস্থায় পাওলিপির সর্বাথা ধর্মহীনতাদোষ এই কয়েকটি কথায় অপনীত হইয়াছিল, "আমি অমৃক স্বল্যানি ঈশ্বের স্লিধানে এই কথা জ্ঞাপন করিতেছি যে, অমৃক, তোমায় আমি বৈধ পত্নীত্বে (পতিবে) গ্রহণ করিতেছি।" এই পাওলিপিতে কাহার। পরম্পর অবিবাহা, তাহা অতিস্কল্পট্রপে নির্দিষ্ট হয়। উহার দিতীয় ধারায় ২ ছেদে যে "অবিবাহিত" (unmarried) नक चाहि, উहा चि च चल्छ। ये नक द्वाल "यनि उड्य পকের স্বামী ও স্থী বিভ্যমান না থাকে" এইরূপে শব্দ পরিবর্তন, এবং "চত্দ্দশ" বর্ষ স্থলে ত্রয়োদশ বর্ষ নির্দ্ধারণ, রেজিটারের আফিদে গমন না করিয়া তাঁচাকে গুহে আনয়ন ইত্যাদি পরিবর্তনের জন্ম প্রভাব হয়। পর সময়ে মান্সবর মেন সাহেব ব্যবস্থাপক সভার বক্তভায় এ স্কল বিষয়ে, এবং অক্যান্ত বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করেন। তিনি এই বক্ততায় "অবিবাহিত" শব্দের অর্থ **ष्यिक्ष, हेह। अधीकांत करत्न, रकन ना विठातांत्राय के मक्स रकान प्यर्थ** গৃহীত হইবে, তাহাতে তাঁহার সংশয় নাই। স্বামী বা পত্নীত্যাগের বিষয়ে

তিনি বলেন, কোন মুদলমান যদি ধর্মান্তর গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে অধিকার না দিলে তাঁহার প্রতি অবিচার হয়; তবে এতন্ধার! হিন্দৃগাকে বামী বা পত্নীত্যাগে বাধ্য করা হইতেছে না। রেজিট্রারের বিবাহ-সভায় উপস্থিতিসম্বন্ধে তিনি বলেন, রেজিট্রারের বিবাহস্থলে গ্রমনে কোন বাধ্য নাই, এরূপ স্থলে ফি কিছু বাড়াইয়া দিলেই হইতে পারে। মেন সাহেবের মতে লউ ডেলহাউদীর সময়ে ১৮৫০ খুট্টান্সের লেক্স লোদাই নামক যে ২১ আইন * হয়, তর্মধ্যেই এই বিবাহবিধি অন্তর্ভূত ছিল; কেন না ধর্মান্তরগ্রহণকারিগণের বিবাহবিধি দিদ্ধ না করিয়া, তাহাদিগকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কোন অর্থ নাই। তবে দে সময়ে মন যে বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন ছিল, তাহাতেই আবঙ্ধ থাকাতে, এই ম্পান্ট ল্ব আইনকর্ত্তাণ দেখিতে পান নাই।

e ১৮৫০ খুঠানের লেমু লোসাই ২১ আইন এই:—Sect. 1.- So much of any law or usage now in force within the territories subject to the Government of the East India Company, as inflicts on any person forfeiture of rights or property, or may be held in any way to impair or affect any right inheritance, by reason of his or her renouncing, or having been excluded from the communion of any religion, or being deprived of caste, shall cease to be enforced as law in the Courts of the East India Company and in the Courts established by Royal Charter within the said territories.

সিমলা হইতে অবতরণ

সিমলাও লক্ষেতি বজুতা

পূর্ব্ব অহুরোধ অহুসারে কেশবচন্দ্র ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৮৬৮ খৃঃ) সিমলায় "ব্রাহ্মসমাজের উখান ও উন্নতি" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে মেন্তর জে, ভি, গর্জন সি, এস, আই, প্রাইভেট সেকেটারী, প্রধান সেনাধাক্ষ বাহাত্বর, লেডি মান্সফিল্ড এবং মাক্তবর মেন্বর টেলার সাহেব সহকারে মহামাক্ত গবর্ণর জেনারল বাহাত্বর উপস্থিত ছিলেন। এই বক্তৃতা ব্যতিরিক্ত এখানে "অপরিমিতাচারী সন্তান" বিষয়ে আর একটা বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। সিমলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে লক্ষ্ণোতে কেশবচন্দ্র তুই বক্তৃতা দেন। প্রথমটি কর্প্রতলার রাজোভানগৃহে—"শিক্ষিত ব্যক্তি—তাহার পদ ও দায়িত্ব" বিষয়ে, বিতীয়টী—কৈশোর বাগত্ব বারোত্যারীতে—"পরিত্রাণের জক্ত আমি কিকরিব?" বিষয়ে।

কাশীতে "হিন্দু পৌত্তিলিকতা এবং হিন্দু একেশ্ববিশাস" বিষয়ে বক্তৃতা লক্ষ্ণো ইইতে কাণপুর হইয়া কেশবচন্দ্র কাশীতে আগমন করেন। এপানে "হিন্দু পৌত্তলিকতা এবং হিন্দু একেশববিশাস" বিষয়ে বকৃতা দেন। এই বকৃতার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া কাশীয় হিন্দুগণ অতীব উদ্বিগ্নচিত্ত হন! কেশবচন্দ্রের তীব্র বক্তৃতায় কাশীর প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের উপরে ভীষণ আঘাত পড়িবে, এই মনে করিয়া যাহাতে বকৃতা না হইতে পারে, এজস্তু অনেকে উত্যোগী হয়েন। বলিবার প্রয়োজন করে না যে. এ উদ্যোগে তাঁহারা ক্তকৃতা হন নাই। প্রতিরোধে উত্যোগী ব্যক্তিগণের এ কথা মনে রাখা উচিত ছিল যে, কেশবচন্দ্র ইহ। বিলক্ষণ জানিতেন যে, নিন্দাবাদে প্রার্তিকিতার উচ্ছেদ্যাধন কথন হইতে পারে না। তিনি র্থা নিন্দাবাদে প্রস্তুত্ব হইবেন, ইহা কি কথন সম্ভব থ যাহা হউক, বিনা বাধায় ১৫ই অক্টোবর (১৮৬৮ খ্:) বকৃতা হইল। বক্তৃতায় বক্তার জনচিত্তদিশিতা, উদারভাব, এবং

বাগ্মিতা সকলই প্রকাশ পাইল। হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ করা দুরে থাকুক উহার প্রশংসা করিয়া তিনি বক্ততার বিষয় আরম্ভ করিলেন। হিন্দুধর্মের মধ্যে যে বৈশ্বন্ধনীন ভাব আছে. তন্ধারা ঈশবের পিতৃত্ব এবং মানবমাত্রের ভাতৃত্ব স্বীকৃত হয়, ইহা দেখাইয়া হিন্দুগণের চরিত্রশুদ্ধি, আত্মত্যাগ, সহজ ভাব এবং অব্যসনিত্বের ভুয়সী প্রশংসা করিলেন। তিনি এরূপ প্রশংসা করিয়া. পৌত্তলিকতার ভ্রান্তি ও দোষের বিষয় উল্লেখ করিতে কুষ্ঠিত হইলেন না। পৌত্তলিকতা যে প্রাচীন ঋষিগণের ধর্ম নছে, ইহা প্রবর্তী সময়ের যাজকগণের স্বার্থপ্রণোদিত এবং এই স্বার্থপ্রণোদিত কুদর্মে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান এ দেশে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এ কথা শত শত উপস্থিত হিন্দুগণস্মকে নিভীক-চিত্তে তিনি উল্লেখ করিলেন। যে জাতিভেদপ্রথায় এ দেশের ঘোর অনিষ্ট হুটতেছে, হিন্দুধর্মের আন্তরিক উদার ভাবের বিনাশ সাধন করিতেছে, উহাও যে পরবত্তী সময়সম্ভত, তাহা তিনি অতি স্থম্পন্ত বাকো বলিলেন। যদিও স্বার্থসাধনস্বত্ত পৌত্তলিকত। এবং জাতিভেদ সংগ্রন্থ সইয়াছে, তথাপি হিন্দুধর্মের যাহা সার, তাহা কথন বিনষ্ট হটবাব নতে। ভারতের ভবিয়াদ্ধর্মগুলীর মলে হিন্দশান্ত্রোক্ত ঈশরের একত্ব ও পিতত্ব এবং মানববর্গের ভাতত্ব ও সমত্ব এবং জীবনের শুদ্ধি থাকিবে। বলিতে হইবে, ইহার পরীকা হইয়া গিয়াছে; কেন না বাহ্মসমাজ এই দেশের আধাায়িকতার ফল এবং উহারই সমলতাবস্থা। ভারতের শান্ত্র, ভারতের ভাব, ভারতের চরিত্রশুদ্ধি উহার মল। এই রান্ধর্ম এ সময়ের নিমিত্ত যাহা উপযোগী, তাহা করিতে প্রবৃত্ত; কেন না উহা জাতি-ভেদের প্রতিবাদ করে, এক বর্ণের সহিত অন্ত বর্ণের বিবাহ দেয়, বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দেয় এবং সর্কোপরি উপাসন। সাধন ভঙ্গন অতি বিশুদ্ধ প্রধালীতে করে। এই সকল কার্য্য উহা বৈদেশিক ভাবে সম্পাদন করে না। দেশীয়-গণের আন্তরিক ধর্মভাব হইতে যাহা সহজে নিশার হয়, উহা তাহারই অফুসরণ করে। এদেশের যাহা কিছু ভাল, বিনা দণ্ডভোগে কেই যে তাহা পরিহার করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। ভারতের ভবিক্তর্পমপ্রশী ভাবী বংশের গ্রহণের নিমিত্র, হিন্দুধর্মের প্রত্যেক সত্য অতি পরিশ্রম ও বিশ্বস্ততা সহকারে সংগ্রহ করিবে, এ দিক দিয়া দেপিলে প্রভাকে চিম্বাশীল দেশামুরাগী वाकित अहा । उ उकि वाकर्रण हिन्दर्भात विभिन्न वाहि। य नकन हिन्

পরিত্রানাকাজ্বদায় শ্রন্ধা, চরিত্রগুদ্ধি এবং দৃঢ়তা সহকারে প্রচলিত হিন্দুধর্মের অহুসরণ করেন, তাঁহারা ভক্তিভান্ধন; কিন্তু যে সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক हिम्पूर्यपत किछूहे विधान करतन ना, कलांगांत्री, त्रालरन त्रालरन छहात नम्मत নিয়ম বিধি ভঙ্ক করেন, তাঁহারা অতীব নিন্দার পাত্র। ইংরাজী শিথিয়া এ দেশে বেমন অনেক ভাল বিষয়ের আগম হইয়াছে, তেমনি মন্দ বিষয়ও আসিয়াছে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার মন্দ ফল আপনাদিগের জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ভবিয়তে তন্ধারা যাহাতে অনিইপাত হয়, তাহাও कतियां गहेराउटहर । এই मकन वाक्ति मिरानेत आठात वावहातानिराउ याहा किছू जान, जाश विनष्टे कतिराउटहन এवः देशताकी निकामरधा गांश किছू जान, তাহা পরিহার করিয়া, পাপ, কপটত। ও ভীরুতা প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। ঈশবের যে মণ্ডলী সংস্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সকলকে তিনি প্রবেশ করিতে অফ্রোধ করিলেন। বক্ততাতিনি এই বলিয়া পরিস্মাপ্ত করিলেন, "সময় আসিতেছে, সমুদ্য বারাণ্দীর স্কল প্রকার পাপ মলিনতা ধৌত হইয়া যাইবে, নগরমধ্যে যে সমুদয় উচ্চতম মন্দির আছে, ঐ সকলের মধ্যে এক অবিতীয়, সম্দয় বিশ্বের অধিপতি সত্য ঈশবের পূজা ও আরাধনা হইবে, নরনারী ঈশবের পিতৃত এবং মানববর্গের আতৃত্ববিষয়ক স্থোত্ত সমন্বরে গান করিবে; দেই স্থোত্রের ধ্বনি দেশ হইতে দেশাস্তরে, জাতি হইতে জাত্যস্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়। পড়িবে।

মুক্তেরে প্রতি হৃদরের একান্ত আতু ভাব

কেশবচন্দ্র যতই ম্কেরের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, ততই তংপ্রতি তাঁহার গতি সথর হইতে লাগিল। তিনি ম্কেরকে এক দিনের জন্মও বিশ্বত হইতে পারেন নাই। ম্কেরের নিমিত্র তাঁহাকে অনেক লাঞ্চনা দক্ষ করিতে হইয়াছে, কিন্তু সে সম্দয় লাঞ্চনা সব্বেও তিনি চির দিন তংপ্রতি ক্রদয়ের একাস্ত আর্দ্রভাব পোগণ করিয়াছেন। পর সময়ে ভক্তির দৃষ্টাস্তসম্পদ্ধে ম্কেরের নাম উল্লেপ করিতে, তিনি কখন বিশ্বত হন নাই। তিনি মত্যুংসাহের সহিত ম্কেরের দিকে মগ্রাসর হইতে লাগিলেন। কি ভ্যানক পরীক্ষা দেগানে তাঁহার জন্ম প্রতীক্ষা করিয়াছিল, তাহা কি তিনি ম্বগত ছিলেন? তিনি কি ইহার মণুমাত্র আভাস প্রের্থ প্রাপ্ত হন নাই? স্ববক্ত পাইরাছিলেন,

কেন না তাঁহার বন্ধুগণ মধ্যে বাঁহাদিগের হইতে এই পরীক্ষা সম্থিত হইবে, তাঁহাদিগকে তিনি অগ্রেই চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। তবে কি না ঈশরপ্রেমিক বাঞি পরীকা গাবিয়া কখন ব্যাকুল হয়েন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "তাহারা ধন্ত, যাহারা আনন্দবশতঃ ক্লেশ, অবমাননা, দারিত্রা এবং মৃত্যু ভূলিয়া যায়।"(১) তাঁহার এই হালাত প্রার্থনা ছিল, "দিবা রক্ষনী আমি তোমার গৃহে বাস করিব, এবং শিতা হইয়া তুমি আমার সম্থন্ধ কি বিধান কর, আহলাদের সহিত তাহা দেখিতে থাকিব।"(২) সে যাহা হউক, মৃক্লেরে প্রত্যাগমনের পূর্বের, হিমালয়ে স্থিতিকালে, তৎসহ তাঁহার কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, তাহা লিপিবন্ধ করা যাইতেছে।

^{(&}gt;) (२) ३४৮ शृक्षेत्र "हिन्दा व आर्थना" उद्देश ।

সিমলায় অবস্থিতিকালে মুঙ্গেরের সহিত সম্বন্ধ

মুলেরে সাধু অংখারনাথ

ম্কেরে কেশবচন্দ্র যে ভক্তির স্রোভ প্রবাহিত করিয়া দিয়া দিয়লায় গমন করিলেন, দে স্রোভ মন্দীভূত না ইইয়া, ক্রমে আরও ফ্টাত ইইতে লাগিল। এখানে ভক্তি যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা চিরদিন পৃথিবীতে নিদর্শনকরপ থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভক্তি ও ভক্তির আভাস কাহাকে বলে, এ উভয়ই ম্কেরের ভক্তির বিকাশ পাঠ করিলে, ভক্তার্থিমাতে ব্ঝিতে সমর্থ ইইবেন। সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত এখানে পূর্ব্ব ইইতে ছিলেন, ম্কেরের অধ্যাত্মভার তিনি কর্বথা নিজ মন্তকে বহন করিতে লাগিলেন। দিবারাত্র সাধন ভক্তন সংপ্রসন্ধ ভিন্ন তাহার আর অন্ত কোন কার্যা ছিল না। তিনি সাধনে এমনই প্রমন্ত ইইলেন যে, এক এক সময়ে তুই তিন দিন অনাহারে বনে পর্ব্বেতে একাকী বাস করিতেন।

ম্লেবের আত্বর্গের সংক্ষণ গুল্পবার্নাথের প্রমন্ত সম্বন্ধ ও সাধন থকানে প্রমন্তবা ম্লেবের আত্বর্গ উাহার সক্ষে প্রমন্তসম্বন্ধে সম্বন্ধ হইলেন। ইহারা প্রায় অনেকেই রেলওয়ে আকিসে কর্ম করিতেন, প্রতিদিন ম্বের হইতে কার্যার্থ জামালপুরে গমন করিতেন। তাহাদের যথন কর্ময়ান হইতে প্রত্যার্থ হইবার সময় হইত, সে সময়ে সাধু অঘোরনাথ রেলওয়ে প্রেসনে গিয়া তাহাদের প্রতীক্ষায় গাড়াইয়া থাকিতেন। গাড়ি আদিবামাত্র সকলে যুগপথ অবরোহণ করিতেন এবং সে সময়ে এক মহা হলমুল ব্যাপার উপস্থিত হইত। কে কাহার পদধূলি গ্রহণ করে, কাহার পায়ে কে পড়ে, তাহার স্থিরতা নাই। এ সম্বন্ধে কোন লক্ষ্ম ছিল না, কেহ দেখিয়া উপহাস করিতেছে কিনা, তিহিবয়ে দৃক্পাত ছিল না; বাহারা তাহাদের প্রমন্তভাব দেখিতেন, অবাক্ হইয়া যেথানকার সেখানে গাড়াইয়া

থাকিতেন, নড়িতে পারিতেন না। কার্যালয় হইতে প্রত্যাগমনের পরে সংপ্রদক্ষ দকীর্ত্তন প্রার্থনা প্রভৃতিতে রঙ্গনীর অধিকাংশ দময় অতিবাহিত হইত; কোন কোন দময়ে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। দম্দায় রাত্রি অনিলার পর নিয়মিত উপাদনাস্তে দকলে কার্যালয়ে গমন করিতেন। দেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও অনেক দময়ে আর নিলা যাইবার অবদর হইত না। দুখরভক্তিতে চিত্ত প্রমন্ত থাকিলে কত দ্ব শারীরিক অনিয়ম দহ হয়, দে দময়ে ইহার নিদর্শন অনেক দেখা গিয়াছে। এক দিন প্রমন্তদ্ধীর্তানদময়ে এক জনকে একটি রুশ্চিক দংশন করে, তাহাতে অকুনিতে শোণিতপাত হয়, অথচ তিনি কত স্থান ভক্সদের পদশ্লিতে রঞ্জিত করিয়া নির্ধিষ্কে প্রমন্ত দেখীর্তানে মন্ত্র থাকেন। একণ স্থলে ভাবাবেগে ক্র্ফাদির আবেগ ইহারা যে দহজে অতিকান করিবেন, ইহা তো আর বলিবারই অপেকা রাণে না।

পীরপাহাড়ে সাধন

যে দিবস কাধ্যালয় বন্ধ পাকিত, দে দিন সমস্ত দিন ব্যাপিয়া সাধন ভন্ধন কীর্তনাদি ব্যাপার অতিমাত্রায় চলিত। মৃক্লেরের পীরপাহাড় ইহাদিগের প্রির মাধনভূমি ভিল। প্রাত্তংকালে এক স্থানে সকলে মিলিত হুইয়া ধীর গন্তীর মৌনভাবে নিংশক্ষ পদস্কালনে দেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হুইতেন। পাহাড়ে উঠিয়া উপাসনা, প্রার্থনা, সকীত, নির্দ্ধন্দানধারণা, সংপ্রদক্ষে সময় অতিবাহিত হুইত। কোন কোন দিন সমুদায় রন্ধনী দেই পীর পাহাড়েই কেই কেই অতিবাহিত করিতেন। ইদুশ প্রমত্তা মধ্যে ইহাদের কাধ্য-প্রায়ণতার কিছুমাত্র শৈপিলা হয় নাই। সমস্ত রন্ধনী সাধনে অতিবাহিত করিয়া অতি প্রত্যুহে পাহাড় হুইতে অবতরণ করিলেন, নিয়মিত সময়ে গিয়া কাধ্যালয়ে উপস্থিত হুইলেন, দেপানে রন্ধনী ভাগরণজ্ঞ কাধ্যকালে তন্ধানকারও হুইল না, যথাবিহিত কাধ্য সমাধ। করিয়া আবার সকলে আদিয়া সাধনক্ষত্রে উপস্থিত।

পরস্পরের প্রধৃলিগ্রহণ

প্রতি রবিধার প্রাতে ও রজনীতে উপালনার পর যে বাাপার উপস্থিত হইত, তাহা আজও কেহ বিশ্বত হইতে পারিবেন না। মন্দির হইতে পথে আসিয়াই ভক্তগণের পদধ্লি লইবার জঞ্চ কাড়োকাড়ি উপস্থিত . ইইত, অতি এক জন সামান্ত সাধকও পদধ্লি না দিয়া হাত এড়াইয়া যাইতে পারিতেন না। পথে ধ্লায় লুটপুটি দেখিয়া কে কি বলিবে, তংপ্রতি কাহারও দৃক্পাত ছিল না। এক দিন এক বিদেশী আক্ষবদ্ধু মুলেরে আসিয়াছিলেন, ভক্তরণ মুলের হইতে কিয়দ্দুরে গমন করিলেন, দেখানে প্রসন্ধানির পর রজনী অবিক হইয়াছে, সকলেই ক্ষতি; বিদেশ হইতে আগত বন্ধু দোকান হইতে খাল দ্রব্য কয় করিয়া আনিয়া তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলের মন ক্যতক্ষতারদে আর্দ্র হইয়া পড়িল। সকলে তাহার পদধ্লি লইবার জল্ম ছুটিলেন, তিনিও "আমি, বাবা, মহাপাপী, আমি মারা যাব, আমার সর্ক্রাশ কবিও না," এই বলিয়া প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলেন। কে তাহার আর্দ্রনাদ কনে, পদধ্লি লইবার জল্ম সকলেই বাস্ত। যাহা হউক, কথঞিং প্রকারে সকলকে সে সময়ে এককালেই সাম্য মুষ্ঠিতে আনমন করিলেন, বিদেশী বন্ধও দে দার হইতে রকা। পাইলেন।

ভঞ্জির অনুরোধে লোকচরিত্র ভুলিয়া গিরা তাহাদের সাহায্য-এছণ

এই সকল এবং অন্থ নানাবিধ ভক্তির বিকাশ সে সময়ে বাহারা স্বচক্ষে দেপিয়াছেন, তাঁহারা কথন উহা বিশ্বত হইতে পারিবেন না। সে সময়ে কয়েক দল বাবাজী (ইহারা কোন অপরাধের জন্ম পুলীসের দৃষ্টাধীনে মৃক্ষেরে থাকিতেন) আসিয়া ভক্তগণসহ মিশিলেন। "এমন মধুমাপা দরাল নাম কেন নিলি নারে মন" "প্রকাশ যদি স্থানি-কন্দরে" ইত্যাদি সঙ্গীত তাঁহাদিগের হইতে আন্ধাসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বাবাজী সকলের প্রতি মৃক্ষেরের ভক্তগণের ভক্তি কেবল ভক্তির অন্থরোধেই ঘটিয়াছিল। ভক্তির অন্থরোধে তাঁহাদিগের পূর্ব্বাবস্থা বা বর্ত্তমান চরিত্র ভূলিয়া যাওয়া বা জানিয়াও উপেক্ষা করাতে, মুল্লেরের ভক্তদলের কোন চরিত্র ভূলিয়া যাওয়া বা জানিয়াও উপেক্ষা করাতে, মুল্লেরের ভক্তদলের কোন অনিষ্ঠ হয় নাই; কেন না তাঁহারা স্বতম্ব সম্প্রায়ের লোক ভিলেন, মগুলীসম্বন্ধে কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কেবল ভক্তিবৰ্দ্ধনার্থ তাঁহারা যত টুকু সাহাযা করিতে সমর্থ ছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগের হইতে মুল্লেরের ভক্তগণ আদরপুর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

छक्कित्र विकास ७ ५५५गंग

এই ভক্তির প্রমত্তার সঙ্গে সংক্ষে কোন কোন ব্যক্তির মধো অযুক্ত বিষয় আসিয়াধে উপস্থিত হয় নাই, তাহা বলা ঘাইতে পারে না। ভক্তাবতার জীটেডজের পার্বদবর্গ ভক্তির বিকার কি, ডাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহারা বলিয়াছেন:—

> "#िज्ञा जिरिशीनानाः भाक्षत्राज्ञ विधिः विना । अकाश्विकौ स्टाउ जिल्लास्था जाति विकास । "

"বৈষ্ণবগণ শ্রুত্যক্ত এবং শুত্যুক্ত আচরণ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া বদি পাঞ্রাত্রের (বৈষ্ণব শাস্ত্রের) বিধি অত্সরণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ঐকান্তিক হরিভক্তি উৎপাতের জন্ম হয়।" মুশ্বেরের কোন কোন ভক্তসংশ্বে এই দোষ উপস্থিত হইয়াছিল। ভক্তির প্রমন্ততার সঙ্গে সংশে ইহাদের মনে কোন কোন অযুক্ত মত আদিয়া উপস্থিত হইল। এই অযুক্তমতনিবন্ধন ইহারা স্থানশার কার ঈশা চৈতগুকে হাত ধরাধরি করিয়া অবতরণ করিতে দেখিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে কপোতের অবতরণও ইহারা দেখিতেন। সম্ব্রেশ কোন জ্ঞানপ্রধান ব্যক্তিকে বিদয়া থাকিতে দেখিলে, 'ইনি' উনি' 'তিনি' (ঈশা, গৌর, কেশব) এই রূপ ইন্ধিতে তাহাদিগের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিত। এই পর্যান্ত হইয়াই ক্ষান্থ থাকিল না, এক জন এ সময়ে নিজ গৃহে রোগ উপস্থিত হইলে, চিকিৎসা না করাইয়া উপবাস ও বাইবেল গ্রহ পাঠ করাইতেন। কোন বাক্তি স্বোটক্তিক কোন কথা কহিলে, "ছি ছি জ্ঞানের কথা, ছি ছি জ্ঞানের কথা, ছি ছি জ্ঞানের কথা, ছি ছি জ্ঞানের কথা ইনি কর্যাংগ্র কেশবচন্দ্রকে মার এক জন বন্ধু সহ (এ বন্ধুর অবত্রণসম্বন্ধে অযুক্ত বিশাস ছিল) বঞ্চক বিগাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সিম্বার অবস্থানকালে মুক্তেরের বন্ধুগণকে পত্র

এখন এ স্কল কথা থাকুক, সিখলায় অবস্থানকালে কেশবচন্দ্ৰের ম্কেরের সংক্ষ কি প্রকার স্থন্ধ চলিতেছিল, তাহা তাঁহার দে সময়ে লিপিত শত্রগুলিতে বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। সেই পত্রগুলির মধ্যে তিন খানি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত পত্র নিয়ে উদ্ধৃত কবিয়া দেওয়া গেল।

সিমলা, হিমালয় পর্বত, ৬ই আগই, ১৮৬৮ থৃ:।

প্রাণাধিক অঘোর !

ভোমার পত্রপাঠে কুতার্থ হইলাম। স্বাঞ্জামার শুভণিন, এই হিমাচলে

বদিয়া এমন মনোহর মঞ্চল দংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। দয়াময়ের দয়ার এতগুলি कथा भाष्ट्रीहरून, किन्न आमात कृष्ट ग्रुट्ट दर ताथिवात स्थान नाहे, आत दर धरत না: কোথায় রাখিব ? অবাক হইলাম, দেখে শুনে শুন্তিত হইলাম। কত আছে, বলিতে পারি না। "রন্ধনামে মাতিল (আমার প্রিয়তম মুঙ্গের)", ধন্ত দ্যাল প্রত্ন। ইচ্ছা হয়, একবার দৌড়িয়া পিয়া তোমাদের সঙ্গে মিলে তাঁহার চরণে ল্টাইয়া পড়ি। তোমরা চিরকাল এইরপে শ্রোতে পড়িয়া থাক; মৃত মুদ্ধের জীবন পাইয়া, অন্ধ মুদ্ধের চক্ষু পাইয়া, দয়াময়ের অতুল রূপার কীর্তিস্তম্ভ হইয়া থাকুক। দেখি, একবার কেউ বলে কি না, তাঁর নামের গুণে মরা মারুষ বাঁচিতে পাবে। ঈশবের ঘবে কেবল ভিকারীর মত দাঁডাইয়া থাকিতে চাও: ভাল, দীনভাবে দাঁডাইয়া থাক, দেখিবে, নিশ্চয় বলিতেছি, দেখিতে, ঈর্থতের স্থামির জ্যোখ্যা-শ্রীর ও মনের উপর ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমাদের ওবে ত কিছুই হয় না। তিনি কেবল এক বার করুণাচক্ষে পাপীদিগের প্রতি দৃষ্টি করেন; দীন দেখিলেই সেই দ্যাময়ের চক্ষু হইতে একটি কোমল স্বমধর আলোক দেই দীনের উপরে পড়ে, অমনি উহার জালা নিবত্তি হয়, সকল তুঃধ ঘুচিয়া শান্তি হয়। তাঁর কটাকে কি নাহয়? অঘোর. আবার দেই পুরাতন কথ। বলি, পায়ে ধরে পড়ে থাক, সকল কামনা পূর্ব হইবে। যিনি আবেদনপতে যাহা লিখিয়াছেন, তিনি তাহাই পাইবেন, নিশ্চয়ই পাইবেন, কিছু তথাতীত অন্ত কিছু পাইবেন না। এই জন্ত বলিতেছি, কে কি চাও, এই বেলা শ্বির করিয়া লিখিয়া দাও। অঙ্গীকার করিতেছি, তাহা প্রাপ্ত ত্রীবে। মরিবার সময় ভাত। সম্বল করিয়াল্ট্যায়াট্রে পারিবে। আরার কবে মঙ্গেরের সকলকে হৃদয়ে বেঁধে পিতার কাছে দাঁড়াব। প্রির জগ্বস্কুকে आमात क्रमरात आमी सीम जाना हेरत। जिनि वर्ष मीन, आमि जानि ; मीनवक्क তাঁহাকে চরণের ধুলি দিয়া কুতার্থ করুন। আর ছই দীন কি করিতেছেন? প্রমন্ত্র কমন আছেন ? থৈতের মহাশর সঙ্গে আদিতে পারিলেন না, বড় জুঃধ হয়, পিতার সম্পত্তি দেখানেও অনেক। দে দিন প্রাতাহিক উপাদনার পরে তাঁহাকে মনে পড়িল। নবকুমার কি করিতেছেন ? আর সকলে কেমন चाट्टन ? छाटारमत नाम निश्रिताम ना, किन्न छाटाता क्रमरत चाट्टन। व्यवसात পত্র পাইয়াছি। গত কলা অক্ষা তুবারারত পর্বত শিধর স্কল দুর হইতে

দেখিলাম; নিম্নে মেঘ সকল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, বিলক্ষণ শীত। ঐ সকল পর্বতে যিনি বাস করেন, তিনি মহান্ ভূমা, তিনিই মুক্তেরের দ্যাময় পিতা।

মুক্তের কি 'যদি' কথাটি ছাড়িয়াছেন? বর্গরাজ্য সমুখে; 'যদি'বিহীন, সংশ্যবিহীন বিশাস ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, অসীম ধন ঐশর্য সকিত বহিরাছে।

মনের সহিত বলিতেছি, মূকের! তোমার মকল হউক।

बिक्नवह्य (मन L !

निमना, हिमानयु। ो ১५३ जानहे, ১৮৬৮ दः।

প্রিয় জগবর !

ভক্তিঘাটের সমারোহ দেখিয়া ও কোলাচল ভ্রিমা প্রাণ শীতল হইতেছে। চারিদিক হইতে কেবল ভক্তির কথা ভ্রনিতেছি। ভোমাদের পত্রগুলি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলে বড় আনন্দ লাভ হয়। আর কিছু তোমাদের থাকুক বানা পাকুক, যদি কেবল ঈশবের প্রতি ভক্তিও ভক্তের প্রতি ভক্তি থাকে, তাহা হইলেই আমি কতার্থ হই; কেন না, ভক্তি মুক্তির হার। এই ভক্তি যাহাতে প্রগাঢ় হয়, তাহার চেষ্টা কর, তক্ষক্ত প্রার্থনা কর, যাহা চাও, সকলি পাইবে। দয়াময়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে, ভক্তিভাবে ভক্তবংসলের পদতলে পড়িয়া থাকিতে, আমি তোমাদিগকে বার বার অন্থরোধ করিয়াছি, এখনও করিতেছি; কেন? কেবল এই করার জন্ম আমার প্রতি দয়াময়ের আদেশ। বর্ত্তমান অবস্থার জ্বন্ত তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া থাকাই ঔবধ। তিনি এই কথা বলিয়াছেন, স্বভরাং এই কথা দাস হইয়া তোমাদিগকে বার বার বলিতেই হইবে। পরে তিনি আরও বলিবেন, সময় অফুদারে সমূচিত ঔবধ তিনি বিধান করিবেন। সে বিষয়ের জল্প আমাদের ব্যক্ত হটবার প্রয়োজন নাই. জিজ্ঞাক হইৰার অধিকার নাই। প্রভূর যধন যে আজে। হইবে, তখন ডাহা भागन कतिराज हहेरत। এখন जिनि य भथ मिथाहेरजरहन, विनीजिकारव সেই পথে চল। অন্ত কথা কহিও না, পরে কি হবে, কোণার হাব, ভক্তদিপের

এ বিষয় স্থালোচনা করা অক্যায়, ইহা অনধিকার চর্চো, ইহা অবিশাস। তাঁর हत्रत्व माथा ताथ. जिनि होनिया नहेशा याहेरवन: माथा छेठाहेश जिल्लामा कतिथ ना. क्षक. (काशाय नहेंया थां ७. এ य छान भेथ तो । इय ना । এ छम्रानक অবিখাদের কথা মূপে আনিও না। বিখাদ কর, প্রভু নিজে বলিতেছেন, তাঁহার চরণ ধরিয়া থাকিলে মহাপাপীদের পরিত্রাণ হইবে। এই সময়ের এই বিশেষ প্রত্যাদেশ। আমি যথন মৃক্তের "দ্যাময়ের চরণ চাই" বলিয়া তোমাদের বারে বারে বেডাইতাম, তথন সময়ের ধন কিনিতে অমুরোধ করিতাম। অসময়ের দ্রবা আমি কোথায় পাইব, তোমরাই বা তাহা পাইলে কি করিতে পার? তোমরা যদি সহস্র বার বল, আমরা যে মহাপাপী, আমি সহস্র বার বলিতে চাই, পিতার চরণে লটাইয়া পড়; কেন না তিনি স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন, এখনকার রোগের এই ঔষধ ৷ যদি বল, আর কোন উপায় विनया हिन. এই উপায় कार्याकत इट्टाइड ना. याप्रि এ कथा अथन अनिव ना. ভনিতে পারি না। দয়াময়ের আদেশ প্রচার করিব, আমার নিজের মত চালাইব না। কিন্তু পরে ভোমাদের কথা শুনিব, আর আর উপায় বলিব, যধন পিতা বলাইবেন। যখন এক পথ শেষ করিয়া অপর পথের উপযুক্ত इहेरव, ज्थन त्रहे नजन १४ मधामग्र (मथाहेरवन, उन्न नाहे, हिन्छ। नाहे। পাপের জন্ত খুণা, ব্যাকুলতা, ক্রন্দন, নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশাস। আপনার উপর নির্ভর করিতে গেলে চারিদিক অন্ধকার—তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এই, তাহা আমি জানি; কিছু পরিতাণের জন্ম এ সমুদায় আবশুক। এখন যদি হাসিতে চাও, তাহা হইবে না: প্রতিদিন আনলের সহিত ব্রহ্মপুঞ্চা করিতে চাও, তাহা হইবে না। পাপ থাকিতে শান্তি লাভ করিতে চাও. ভাছা হইবে না। এখন কাদিতে হইবে, শ্সাসংগ্রহের সময় হাসিবে; এখন ব্যাকুলতা, নবজীবন পাইবার সময় শাস্তি হইবে। তাই বলি, এখন খুব वाक्नि रु, भाभित अम जाभिनांक धूर चुना कर, भाभिक धूर इस कर, গেলাম গেলাম বলিয়া তাঁর চরণে পড়ে খব কাল। এখন যত কালা, তথন তত হাসি: এখন যত ভক্তি, তখন তত মুক্তি। পরে যে লাভ হইবে, তাহার জন্ত কি সন্দেহ হয় ? দয়াময়ের কথায় কি পূর্ণ বিশাস হয় না ? আমিও কি মিণ্যাবাদী হইলাম ? পিতা এ সকল কানিয়া তোমাদিগকে

ভাবী মন্দলের অগ্রিম কিছু কিছু এখনই দিতেছেন, ইছা কি অন্বীকার করিতে পার? কি ছিল, কি হইল। আবার মনে কর, কি হইতে পারিবে। ভালার আত্রয় না পাইলে কোন পাপহদে ডবিতে, কত ভয়ান**ক** ছ**ক্ষ** করিয়া আপনার সর্বনাশ করিতে। যদি তম্প্রবৃত্তির ম্রোতে অবাধে ভাদিয়া शहरक এक मित्र कि इट्टा! म्हामम रकामाम तरामाम । অনেক দিয়াছেন, তাঁর নাম লইতে পারিতেছ, তাঁর পবিত্র সল্লিধানে এক দিন্ত চবিতার্থ চইতেছ, ইছা কি পাপীদের প্রম গৌভাগা নয় ? দৌভাগা যেমন কুতজ্ঞতা আকর্ষণ করে, তেমনি কিছু শান্তিও হৃদয়ে বিধান করে। হা, দয়াময় এই মহাপাপীর জন্ম এত করিলেন। যে খেজাফুগত হইয়া গভীর পাপকৃপে ডুবিয়া থাকিত, সেই ক্ষমতা মুণিত বাক্তিকে তিনি প্রতলে স্থান দিলেন। আমার কি গৌভাগ্য, আমার কতই না আশা হুইতে পারে: হা, মনে হুইলে প্রাণ শীতল হয়। জগবন্ধু, বল দেখি, প্রাণ শীতল হয় কি নাণ হয়, নিশ্চয়ই হয়। এই শান্তি দেই বিমলানন্দের প্রাতঃকাল, যাতা নবজীবনে অহুভত হবে। এই শাফি অমূলা, ইহা দেশাইয়া দেয় যে, পিতা কেমন ভবিয়াতে আনন্দ দিবেন। এ মত অঙ্গীকার করে না. তাই অবিশানীদিগকে ব্যাইয়া দিবার জন্ম এপনই কিছু কিছু নগদ দেন। পিতার তো ইচ্চা যে, একেবারে খুব আনন্দ দেন; কিন্ধু সম্বানেরা যে পাপের ছকু গ্রহণ করিতে অক্ষম। তবে যাতে পাপ যায়, এস সকলে মিলে ভাই করি: পাপের সঙ্গে সংগ্রাম যতই হয়, এখন ততই ভাল। পেই সংগ্রামে তোমার তোমাদের বভ কট চইতেছে, এক এক বার হৃদ্য বিদীর্ণ চইতেছে. জনেক ভাবনা হইতেছে, ভয় হইতেছে, এ সকল আমি বিলক্ষণ ব্ৰিতেছি. এবং ভোমাদের ছাপে আমার বড় ছাপ হয়, তাহা বলা বাছলা। কিছু জগবন্ধ. কি করিবে বল্প গত কট হটতেছে, এ সকল যে তিনি দিতেছেন, পাপ-মোচনের জন। তিনিই পাপকে বছণাদায়ক করিতেছেন। এখন এই প্রার্থনা কর, যত দিন এই সংগ্রামের তরক সকল মন্তকের উপর দিয়া চলিবে. তত দিন যেন মন্তক চেট কবিয়া তাঁহার পবিত্র মঙ্গল চরণে পড়িয়া থাকিতে পার। यसन এह उन्न চलिया याहेर्द, उथन माथा डिठाहेबा हक चलिया स्मिर्द. (कठनटे नाम्बर (क्यारका)। এখন मीननारभव नवपापत हहेगा थाक. परव

আনন্দস্বরূপের শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করিবে। তোমরা পাপের জক্ত ধ্ব কন্দন কর', তাতে আমার তত ভয় হয় না। পাছে দীননাথের চরণ ছাড়, এই আশবা। তোমাদিগকে আবার বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, তোমরা কিছুতেই তাঁর চরণ ছেড় না। এই জন্ত ভোমার রচিত দেই গীতটী আমার বড় ভাল লাগে, এবং তোমাদিগকেও দেইটী নিয়ত ব্যবহার করিতে অন্থরোধ করি, "দাড়াও একবার বক্ষঃস্থলে"। ভয় কি, দীননাথকে সঙ্গে লইয়া চল, অগ্রসর হও, স্থদিন হইবে। তোমাদের অধিক ক্রন্দন করিতে না হয়, তাহা হইলেই আমি বাঁচি। আজ তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করিতে ভি।

> গুভাকাক্রী— শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

হিমালয়, সিমলা। ১৫ই দেপ্টেম্বর, ১৮৬৮ খৃ:।

श्रिय मीन!

সেইত ধরা দিতেই হইবে, তবে কেন আর ছাড়িয়া পলায়ন কর; অবশেষে পরান্ত হতেই হইবে, তবে কেন তাঁহার দয়ার সহিত তোমরা সংগ্রাম কর। ঐ দেপ, যত বার ডোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছ, তিনি পশ্চাং পশ্চাং দৌড়িতেছেন, বলিতেছেন, আর কেন পালাও অবাধা সন্থানেরা, ধরা দেও। আমিও তাই বলিতেছি, আর কেন? তাঁর দয়াত সামান্ত নহে, সে দয়ার কাছে অবাধ্যতা কত দিন তিন্তিতে পারে? এস, সকলে মিলে বলি, পিতা, তোমার চরণে পরান্ত হইলাম, জানিতাম না, তোমার এত দয়া। পাপী জনে এত কয়ণা, এ মূর্প শামরেরা জানিত না। কেমন আশ্বায় বাগার সকল তিনি তোমাদিগকে দেখাইতেছেন, কেমন আশ্বায়রপে মূলেরধামে তাঁহার দয়া প্রকাশিত হইতেছে। ভোমাদের পরম সৌভাগ্য যে, ভোমরা এ সকল চক্ষে দেখিতেছ। বাহা দেখিতেছ, তাহা মনের সহিত ধর্মশান্ত্র বলিয়া বিশাস কর, প্রত্যেক ঘটনা সেই অল্লান্ত ধর্মশান্ত্রের এক একটী ল্লোক, প্রত্যেক দিনের ব্যাপার এক একটী পরিছেদ, সমৃদায়ের মধ্যেই নিগৃত্ যোগ আছে, সমৃদায়টী অল্লান্ত সত্য, মৃক্তিপ্রদ প্রত্যাদেশ বলিয়া বিশাস করিলে তবে পরিজাণ হইবে।

অংগ তাঁহার কথায় ও কার্য্যে বিশ্বাস, পরে মৃক্তি। সন্দায় ঘটনাগুলিকে তাঁহার পবিত্র চরণের সহিত গাঁথিয়া গলার হার করিয়া রাখ, এই আমার আশীর্কাদ। দীন, তুমি দীননাথের চরণে বিশ্বাসপ্রস্কুদয়ে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাক, তিনি তোমার দীনতা দূর করিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

হিমালয় হইতে সমগ্ৰ মওলীকে পঞ

এই সময়ে কেশবচন্দ্র সমগ্রমগুলীকে সম্বোধন করিয়া হিমালয় হইতে যে এক থানি ইংরাজীতে পত্র লিখেন, তাহার অহ্বাদ হইয়া প্রসময়ে ধ্মততে (১) প্রকাশিত হয়। আমরা সেই অহ্বাদিত পত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

"হে ভারতের পুত্তক্লাগণ, হে প্রিয়ত্ম ভ্রাত্রন্দ, উথান কর, জাগ্রং হও, তোমাদের পরিত্রাণের শুভ উদা আগমন করিয়াছে। আমাদের করুণাময় পিতা, মহানু প্রমেশ্বর, ভাঁহার মুক্তিপ্রদ কুপারত হত্তে লইয়া ভোমাদের দ্বারে দুগুরুমান রহিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে উবিত হুইবার ক্ষয় আহ্বান করিতেছেন। অতএব বিলম্ব করিও না, হরায় তাঁহার পবিত্র আদেশ পালন কর। মৃতবং নিজা হইতে উখান কর, তোমাদের কর্ণ পরিত্রাণের উল্লাসকর ধ্বনি শ্রবণ করুক, তোমাদের চকুনৰ দিবদের মধুময় খালোক পান কঞাক, তোমাদের রগনা মুক্তিদাতার নাম কীর্ত্তন করুক, ভোমাদের হস্ত তাঁহার পবিত্র চরণ দেবা কঞ্ক। বছকাল ভোমরা পৌত্তলিকতা ও পাপশ্যায় শ্রান ছিলে: বহুকাল তোমরা হস্তপদবদ্ধ হইয়া কুদংস্কারের ভ্রমণাচ্চন্ন কারাগারমধ্যে ধর্মধাক্ষকদিগোর নিষ্ঠুর অভ্যাচার্যকল বহন করিয়াছ; বছকাল ভোমরা কঠোর মান্দিক ব্যাধি ও আধ্যাত্মিক দারিন্দ্র সহ করিয়াছ। তোমাদের তংগাধার পূর্ণ হইরাছে। তোমাদের অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয়। উহা যথন মহয়তক হইতে অশ্রবারি আকর্ষণ করে, তপন করুণার আধার প্রমেশ্ব কি উহা উদাক্ত ও উপেক্ষার সহিত দর্শন করিবেন? না, তাহা হইতে পারে না। তোমাদের রোদন ও বিলাপধানি আকাশ ডেদ করিয়া পিতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে, এবং ঐ বিলাপকারীদিগকে আত্ময় ও মক্তি দান করিবার

^{(&}gt;) ১৭৯० मत्कत्र ५७। मारगद धर्म ठरम् सकानित ।

জন্ম তিনি ব্যক্তসমন্ত হইয়াছেন। প্রিয়ভারতভূমি, তোমার অভ্যকার ও ছংখের রজনী অবসান হইল। ঐ দেখ! পূর্বাদিকে সত্যরূপ স্বর্গীয়দ্ত পক্ষমে জ্যোতি ও স্বাধীনতা ধারণ করিয়া উচ্ছালরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি তোমাকে অধীনতা হইতে মুক্ত করিবেন, এবং ঈশবের গৃহে লইয়া যাইবেন।

"পিতার আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া এখনি কেহ কেহ সত্যের পবিত্র পতাকার নিমে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। পাপভারে আক্রাস্ত. তর্বল. অনাহারে জীর্ণ ও কাতর হইয়া, তাহারা পরিত্রাণ-লাভের জন্ম আগ্রহ ও অধৈর্য্য সহকারে আসিয়াছে। দেধ! তাহারা ভারতবর্ষীয় অক্ষমন্দিরে তাহাদের পিতার পূজার জন্ম সমবেত হইয়াছে। বিশাস ও বিনয়ের সহিত তাহার। সর্বদা তাঁহার উপাসনা করিতেছে, এবং তাঁহার কুপাবলে পবিত্রতা সঞ্চয় করিতেছে। প্রিয় ভাতৃগণ, ঐ ক্ষুদ্র আন্ধানের সহিত যোগ দিয়া, ঐ সত্য-মন্দিরে প্রবেশ কর: তোমর। অক্ষয়শান্তি লাভ করিবে। তোমাদের পাপ শীকার কর, অহন্ধার ত্যাগ কর, নম্র বিনয়ী হও, এবং একাগ্রচিত্তে অবিশ্রাস্ত তাঁহার উপাসনা কর. ব্রাঙ্গের সহজধর্ম গ্রহণ কর. এবং তাঁহার বিনীত উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন কর। অনস্ত দয়া ও প্রিত্তার আধার দেই একমাত্র স্ত্যব্দরূপ প্রমেশ্বে দৃঢ ভক্তিও নির্ভর স্থাপন কর, এবং বিশাস কর যে, তাঁহার উপাদনা ও দেবা করিলে তোমরা ইহকাল ও পরকালে পবিত্রত। ও শাস্তি লাভ করিবে। এইরূপে তাঁহাকে প্রার্থনা কর,—'প্রভা, এই দীনহীন পাপীর প্রতি রূপা কর, আমাকে দকল প্রকার পাপ হইতে পরিত্রাণ কর, এবং তোমার দয়াগুণে আমাকে পবিত্রতা ও শাস্তি দান কর।' ভাতগণ. এইরুপ ভক্তি ও প্রার্থনা ভোমাদিগকে মুক্তিদান করিবে। যদিও ভোমরা অতান্ত পাপী ও ত্রাচার হইয়া থাক, তথাপি তাঁহার উপর বিনীতভাবে নির্ভর করিলে তিনি তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। অত্যস্ত নীচ ও জবল্ঞ বাকি দিগের জন্ত ও অংগ যথেট দয়। সঞ্চিত আছে। আনমাদের পিতা দয়। ও প্রেমে পূর্ব। যদিও ভোমরা বারংবার তাঁহার বিক্দাচরণ করিয়াছ এবং ু তাঁহার কুপার বিনিময়ে অকুভজ্জভা অব্পণ করিয়াছ, তথাপি তিনি এখনো ভোমাদের দয়াময় পিতা। যদিও ভোমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছ, তিনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, বরং তিনি তাঁহার কুপুত্রকে পুনরাম গ্রহণ করিবার জক্ত উৎস্কে রহিয়াছেন। দয়াল মেষপালের ক্রায়্ব তিনি জাঁহার ছত বিপথগামী মেষের অবেষণ করেন. এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে আহলাদিত হন। অতএব নিরাশ হইও না, এমন দয়াময় পিতার পশ্চাং ধাবিত হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হও, তিনি তোমাকে উদ্বোলন করিবেন; অহুতাপ কর, তিনি তোমাকে আনন্দিত করিবেন। নিরাশ্রয় আত্তগণ, আর সংসারের অছকারাছের বিষময় পথে ইতন্ততঃ শ্রমণ করিও না; কিন্তু তোমাদের পিতার করণার আনন্দকর সংবাদ শ্রবণ করত, তিনি তোমাদের জক্ত বে গৃহ নির্মাণ করিয়া রাধিয়াছেন, তথায় শীত্র গমন কর। তথায় তিনি তোমাদের জক্ত অম্লা ধন সম্পত্তি সঞ্চিত করিয়া রাধিয়াছেন। তথায় তোমরা তাঁহার সিংহাসনের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান থাকিবে, এবং তিনি স্বহন্তে তাঁহার প্রত্যেক সন্থানকে মৃক্তি বিতরণ করিবেন। তথায় তিনি তোমাদিগকে ধর্মায় দিয়া পোষণ করিবেন, পবিত্রতাবসনে আক্রাদিত করিবেন, এবং তোমাদিগকে প্রচুর ধন ও আনন্দ বিধান করিবেন।

"অতএব, হে পাপগ্রস্ত সম্বপ্ত দেশীর নরনারীগণ, আমার পিতার নিকট আগমন কর। তোমাদের পাপী বিনীত লাতা ও ভূতা তোমাদিগকে অগরোধ করিতেছে— আমার দয়াল পিতার গৃহে তোমরা এদ। হে লাতা ও ভূমীগণ, কতাঞ্জলিপুটে আমি তোমাদিগকে আদিবার কল মিনতি করিতেছি; ভারতভূমির সকল স্থান হইতে আইস; পূর্ব, পশ্চিম, উস্তর, দক্ষিণ হইতে আইস; ধনী, দরিদ্র, পত্তিত, মূর্ব, যুবা, বৃদ্ধ, নরনারী সকলে আইস; যে কেহ পাপ ও তুঃখভারাক্রান্ত, সকলে বিনীত ও প্রাণী ভাবে পিতার শান্তিনিকেতনে আইম। তাহার ম্কিপ্রদ কপাশুণে দরিদ্র ধনী হইবে, তুর্বল সবল হইবে, অদ্ধ চক্ষু পাইবে, বোবা কথা কহিবে, মৃত্ত প্রনক্ষীবিত হইবে।

"ভারতব্যীয় সম্দায় নরনারী, পিতার দরা গান কর। গিরিপর্বাত, নদনদী, কানন নিম্নভূমি, নগর গ্রাম, তোমর। সকলে গান কর। আনাশের বার্ সকল, ভোমরা তাঁহার ককণার সমাচার সকল দিকে বহন কর। তিনি আমার বিনীত আহ্বানের প্রতি প্রত্যেক স্থানীয়কে অফুক্ল ককন। ধল পবিত্র দর্ময় ঈশ্র!"

"যদি" কথা ভাগে

মুক্ষেরের বন্ধুগণের নিকটে লিখিত পত্রগুলি পাঠ করিয়া সকলে বুঝিতে পারিবেন, কেশবচন্দ্রের চিত্ত বিশ্বাস ও ভক্তির কত দূর উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। তিনি 'যদি' কথা পরিত্যাগের চিরদিনই পক্ষপাতী ছিলেন, এ সময়ে বন্ধুগণের মধ্যে ঐ কথা পরিহার করিতে অফুরোধ করিবার বিশেষ অবসর পাইলেন। মৃক্ষের এই 'যদি' কথা নিজ জীবনের অভিধান হইতে উড়াইয়া দেওয়ার জন্ম বিলক্ষণ যত্ন করিলেন। যদি মত ও বিশাদের গোল থাকিয়া 'यमि' कथा উডিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যেথানে মত ও বিশ্বাদে গোল নাই, দেখানে এই 'ফদি' কথা উডাইলে, অতীব মঙ্গলফল উৎপন্ন হইবেই হইবে। "মূলের কি 'নদি' কথাটি ছাড়িয়াছেন? স্বর্গরাজা সম্মথে. 'যদি'বিহীন, সংশয়বিহীন বিশ্বাস ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, অসীম ধন ঐশ্বর্য সঞ্চিত রহিয়াছে।"(১) এই কথাগুলি তীব্রবাণের মত মুঙ্গেরের ভক্তগণের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, পাত্রভেদে এই সকল কথা নানা আকার ধারণ করিল। ইহার সঙ্গে এই কয়েকটা কথা সংযুক্ত হইয়া, আরও তাঁহাদিগের এক এক জনের মনে কচি, সংস্থার ও শিক্ষামুদারে এক একটি আবেছ বিষয় দৃচমূল হইল:-"যিনি আবেদনপত্তে যাহা লিথিয়াছেন, তিনি তাহাই পাইবেন, নিশ্চয়ই পাইবেন, কিছ তথাতীত অন্য কিছু পাইবেন না। এই জন্ম বলিতেছি, কে কি চাও. এই বেলা স্থির করিয়া লিপিয়া দাও। অঞ্চীকার করিতেছি, তাহা প্রাপ্ত হইবে। মরিবার সময় তাহা সম্বল করিয়া লইয়া ঘাইতে পারিবে।"(২) কেশবচক্তের হিমালয় হইতে অবতরণ করিবার সময় সমুপস্থিত হইল। যতই তিনি মুকেরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তত্ই মুকেরের ভাবোচ্ছাদ বাড়িয়। চলিল। আমর। বলিয়াছি, পাত্রভেদে তাঁহার কথাগুলি অর্থাস্থরে পরিণত হইল; এই অর্থান্তর কি, পরবত্তী অধ্যায়পাঠে সকলে বৃঝিতে পারিবেন।

^{(&}gt;) अने शृ: ७ (२) ६०৮ शृ: माधू व्यवात्रनाथरक निथित शख अहेवा।

মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন ও পরীকা

সিমলা হইতে কেশবচন্দ্রের মুক্তেরে প্রভাগেমন

एव किन भः वाक आभिन, आभाभी कना (२०१० आक्वोवत, ১৮৬৮ थः) তারিবে প্রাতে কেশবচন্দ্র মূলেরে আদিয়া ভক্তদলের সহিত মিলিত হইবেন, দে দিন এই সংবাদ ভক্তগণমধ্যে তাড়িতের স্থায় প্রবল শক্তিতে সঞ্চারিত হইল। কথা উঠিল, অভ প্রভাত হইবামাত্র বর্গরাজ্ঞার বার খুলিবে, যিনি যাহা চাহিবেন, তাহা পাইবেন, পরিত্রাণলাভ নিশ্চয়। এ কৃথার উপরে "যদি" শব্দ উচ্চারণ করে, কাহার সামর্থ্য ভক্তগণ প্রমন্ততার চরম্সীমায় चारताह्य कतिरलन । चाक ममश्र निशा काग्रत्य, महीर्छन, श्रीर्थनात महाध्य । প্রভাত হইতে না হইতে শহ্ম, কাশর, ঘন্টার ধ্বনিতে দশ দিক পূর্ণ। সমুদায় মুক্ষেরকে জাগাইয়া তুলিবার জন্ত সকলে মহাব্যস্ত। সকলেরই মন আশায় উৎফুল। প্রাভাতিক বায় বহিল, আঁধারে আলোকের রেখা প্রবেশ করিয়া উহাকে বিরল করিল, ক্রমে পর্কাদিক প্রকাশ হইয়া উঠিল। প্রমন্ত ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে পথে বাহির হইলেন। বাজার হইতে টেশনে যাইবার পথ অন্ধহন্তপরিমিত ধুলিতে পূর্ণ। এই পথে প্রেমভরে ভক্ষণণ গাইতে গাইতে চলিলেন, ধুলিতে চারি দিক আচ্চন্ন হইল। এ দিকে কেশবচন্দ্র সপরিবারে ভাই প্রসরক্ষার সেনের (সে সময়ে ইনি রেলওরে কার্যালয়ে কার্যা করিভেন) গুড়ে অবতরণ করিয়াছেন, দুর হইতে জাহার কর্পে সমীর্তনের শব্দ যত্ত প্রবিষ্ট চুইতে লাগিল, তত্ত তিনি বাদ্য সম্ভ চুট্ট্রা উঠিলেন। তাঁহার স্নানের উত্যোগ হইয়াছিল, তিনি বাল্ম হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ঐ যে, প্রদল্প, ইহার। আদিলেন।" কোন প্রকারে সান করিয়া লইলেন। দৌডাদৌডী পথে আসিয়া বাহির হইলেন।

ম্লেরে কেশবচল্ডের গুডি ভক্তপণের ভাষোক্ষাস

তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভক্তগণ তাঁহাকে আবেইন করিলেন, প্রকাণ্ড ভড়াছডি উপস্থিত; কে আগে পিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পদধারণ করিতে পারেন, এই

জন্ম ইহারা ব্যন্ত। কেশবচন্দ্র উদ্ধৃন্থে চক্ষ্ মুদ্রিত করিয়া, তুই হাত বক্ষে রাথিয়া, কার্চপুত্তলিকার ক্যায় আড়ষ্ট ইইয়া দণ্ডায়মান; কে কোণা হইতে আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িতেছে, পদধ্লি গ্রহণ করিতেছে, তাহার তিনি কোন সংবাদ লইতেছেন ন!। এ ব্যাপার বাহিরের অনেক লোকে দেখিল, দেখিয়া অনেকে অনেক প্রকার অর্থ করিতে লাগিল। এক জন রোমাণ কাথলিক সাহেব ইহা দেখিলেন, দেখিয়া ভিজ্ঞাসা করিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে সম্ভুট হইলেন; কেন না, ধর্মঘান্তকের পদধারণ তাহাদিগের মধ্যে আর একটা বিচিত্র ব্যাপার নয়। কেশবচন্দ্রকে বেডিয়া কীর্তনের রোল উঠিল। মৃত্মক্রপদে ভক্তগণ বাজারস্থ উপাদনাগুছের দিকে চলিলেন। যেখানে যেখানে দাভাইয়া স্থীতন হইতে লাগিল, সেথানে কেশবচন্দ্রের পায়ে পডিবার জন্ম হুড়াছডি। নব সূর্যা উদিত হুইয়াছে, কেশবের গৌর মুপে আলোকচ্চটা নিপতিত, উহা অতীব আরক্তিম বেশ ধারণ করিয়াছে। চকুর্ম অধ্মন্তিত, কাতরোচ্ছাদে আকণ্ঠ গলদেশ ফীত, ওষ্টাধর ফরিত, হস্তম্ম কুডাঞ্চলিপুটে বক্ষ উপরি স্থাপিত, প্রস্তরবং অচল অটল হইয়া - िठिज প্রবেলকার কায় দ্রায়মান। এই রূপে আতে আতে কীর্তনীয়া দল উপাসনাগৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন, সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কীর্ত্তন পালিল, উপাসনা আবস্থ হটল। "স্তাং জ্ঞান্মন্তং" ধ্বনিতে গ্র কম্পিত হইয়া উঠিল।

কেশবচন্দ্রের সে দিনের উপদেশ ও তাছার ফল

উপাসনার প্রথমাংশ শেষ করিয়া যথন কেশবচন্দ্র উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তথন সমূদ্য পূর্বভাব পরিবৃত্তিত হইয়া গেল। যথন তিনি কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ তোমর। এ কি করিলে, পিতার প্রাণা সামগ্রী কেন মামায় দিয়া অপরাধী করিলে। আমি তোমাদের সেবক হইয়া দেব। করিতে আসিয়াছি, আমাকে সেবক বিনা অন্ত কোন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিও না।" আর যথন তিনি উপাসনাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলকে প্রণাম করিলেন, তথন বাছারা মনে করিয়াছিলেন, ইনি আজ আমাদিগকে পরিত্রাণ দিয়া ক্রতার্থ করিবেন, তাহাদিগের মনে গৃঢ় ভাবে সংশয় প্রবেশ করিল। তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ কি আজ্বাগোপন্য না, আপনাকে

অধীকার ? বেরূপ স্পষ্ট ভাষার অন্তকার স্মৃদায় আচরণের প্রতিবাদ হইন, তাহাতে আর আত্মগোপনাদির কথা উঠিতে পারে না; তবে কি না পূর্বাপর এইরূপই হইয়া আদিতেছে। তাই চৈতগ্র যখন আপনার ঈশরও অধীকার করিলেন, ভক্তগণ তাহা মানিলেন না, আরো দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার ঈশরও স্বাপন করিলেন।

মিশনারিক্লে শিকিত ছুট্ এক কৰের প্রচারিত মত

এখানে একথা স্পষ্ট করিয়া বলা সমৃতিত যে, মুক্লেরের চক্তপণ মধ্যে কেইই কেশবচন্দ্রকে ঈশরের অবতার বলিয়া বিশাস করেন নাই। গাহারা নিশনারিক্লে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে ঘুই এক জন প্রীষ্টের ঈশরত্বে বিশাস না করিয়াও, তাহার পরিত্রাভূত্বে এ সম্বে বিশাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহারাই এই প্রকার বিশাস প্রবৃত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রে চৈতক্ত ও ঈশা যুগপথ অবতরণ করিয়াছেন। ইহাদেরই এক জন পূর্বে রক্তনীতে বাইবেল উদ্যাটন করিয়া প্রথমত: যে আংশ পাইলেন, তাহাতে এই লেখা দেখিলেন, "Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek"। এই প্রবৃচনিটি দেখিয়া তিনি নিকটয় বন্ধুকে বলিলেন, দেখ, বাইবেল কেমন স্পষ্ট কথায়, কেশবচন্দ্র যে থিন্তর অবতার, তাহা প্রতিপন্ন করিল। যাহা হউক, ইহার এবং ইহার সন্ধার মনে সংশ্য প্রবেশ করিল বটে, কিন্ধু তথনও উহা পূর্ণাকার ধারণ করিল না, চিত্তাকাশে একটা কালিমার রেখাপাত করিয়া চলিয়া গেল। উপাসনা শেষ হইল, সকলেই গৃহে বিয়া কিঞ্জিং ভোজনাত্বে আতের আদিয়া কেশবচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

বিজয়কুক গোপামীয় প্রতিবাদ

দিবাকর অন্তগমন করিবার এক উজোগ করিতেছেন। কেশবচন্দ্র টেশনের প্লাটফরমে এক খানি চৌকিতে উপবিষ্ট। কতিপয় বন্ধুগণ জাঁছার এ

ইট ভাৰিভের ১১০ সামের চতুর্ব লোক। হিস্তপদের নিকটে সেউপল্লিখিত
পত্তের প্রথম অধ্যায়ে ঐটের প্রথম ব্যাক্তরের প্রবাপবরূপ এই প্রথমটি উভ্ত হইরাছে।
স্তরাং উপরিউক্ত বল্লু বাইবেল বুলিবালার জালার ননের সতন এই প্রথমনটি পাইলা ঘে, ই'লার
স্বাক্তে তালুল বিবাস প্রকাশ করিবেন, ইরা আর আন্তর্গ কি ?

পার্ষে ও পার্ষে দাঁড়াইয় আছেন; এই সময়ে আীযুক্ত বিজয়ক্ষ গোস্বামী উগ্র মৃত্তি ধারণ করিয়া, কেশবচন্দ্রের সম্পুথে আসিয়া, তাঁহাকে ভর্মনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আপনাকে ঈশর করিয়া তুলিয়াছেন, লোকের পূজা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার এই ছুন্চেষ্টা শীঘ্র তিনি চুর্ণ বিচুর্ণ করিবেন, ইত্যাদি কথা কহিয়া তিনি কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া তুলিলেন।

কেশবচন্দ্রের শাস্তভাব

কেশবচন্দ্র স্থিরভাবে কথাগুলি শুনিলেন এবং মৃত্ভাষায় বলিলেন, "বিজয়, অত ব্যক্ত ইইয়াছ কেন?" তাঁহার কর্ণে দে কথা প্রবেশ করিল না, তিনি কোণভরে দে স্থান ইইতে প্রস্থান করিলেন। কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ সায়ংকালীন উপাদনার জন্ম গড়ের মধ্য দিয়া উপাদনাগৃহের দিকে চলিলেন। গড়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জন পথে দেই দকল তুর্কাক্য শ্বরণ করিয়া কেই চীংকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, কেই পথে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এই কয়ণভাব বিত্যুংসঞ্চারের ক্রায় সকলের মধ্যে প্রবেশ করিল। কেই কেই লক্ষ্ণ করিয়া বীরদর্পে বলিতে লাগিলেন, ভক্তের অপমানা এই দক্ষিণ হন্ত পাষগুগণের সকল তুক্তের। খন্ত বিগগু করিয়া ফেলিবে! দে দিনের মত তাড়িত বেগ আর আমাদের জীবনে কথন অহুভূত ইয় নাই। এরূপ তুর্কাক্যবাণে বিদ্ধ ইইয়াও কেশবচন্দ্রের হয়য় ধীর প্রশাস্ত্র। আকান্দে বাণ বিদ্ধ করিলে উই৷ যেমন কোন চিহ্ন রাধিয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ দে সকল কঠোর ভংশনা যেন কেশবের হয়েয়ে অণুমাত্র রেগাপাত করিতে পারে নাই।

সে ছিনের সায়ংকালীন উপাসনা ও সকীর্ত্তন

সামংকালের উপাসনা উপদেশে সকলের তাপিত হন্য স্থাতল হইল। উপাসনাস্থে প্রমন্ত স্থাব্দিন উপদ্বিত। নৃত্যের দাপটে গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল। দে দিন ভব্তগণের হৃদয়ে অবিখাসের যে তীব্রাঘাত নিপতিত হইয়াছিল, তাহাতেই অন্তরের প্রদীপ্ততাশনসদৃশ ব্রহ্মতেক্ব আর্থ্র উদ্ধৃসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আ্ছ ক্রালে মুদকে বাস্তবিকই অগ্নিকণা বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

মুকেরে প্রভাগেমন ও পরীকা

ভাই অমৃত্যাৰ ৰহুৰ ভাৰোচ্ছাৰ

এ দিনের ব্যাপার দর্শনে ভাই অমৃতলাল বস্থ আর ছির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তপণের পদে লুটাইবার তাহার বড় সাধ হইল, কিছু কেছ তাহাকে সহক্ষে পদস্পর্শ করিতে দিবেন না জানিয়া, তিনি সম্মর সর্ব্বাথ্যে সিঁড়িয় নীচে গিয়া বদিলেন। যিনিই অবভরণ করিতেছিলেন, তাহারই পদ ধারণ করিয়া তিনি লুটাইতে লাগিলেন। এই সকল ঘটনা এমনই অলম্ভ বে, আছাও তাহার ছবি, বাহারা উহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদের হৃদয় হইতে অন্তিভিত্ত হয় নাই।

কেপবের ভাষাবেশ-সংবরণ

নরপূজাপবাদরটনার কথা লিথিবার পূর্বের একটি বিষয় শিপিবন্ধ করা এখানে একান্ত প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র চিরকাল ভাবাবেশ সংবরণ করিয়া শান্ত এবং দ্বির থাকিতেন। তাঁহার অন্তরে যে পরিমাণ ভাবাবেশ হইত. তাহার দশাংশের একাংশও বাহিরে প্রকাশ পাইত না। মূদ্রেরে কডই ভক্তির বাফ বিকাশ! ৰত লোৰ হাণিতেছেন, কাঞ্চিভেছেন, নাছিতেছেন, গাহিতেছেন; কিন্তু তন্মধ্যে কেশবচক্স অটল অচল ছির ধীর। **ভক্তপণে**র মধ্যে কাহারও কাহারও ইচ্ছা, তাহারা যেমন তাহাকে বেটন করিয়া সাচেন. তিনিও তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করেন; কিন্তু দে সাধ পূর্ণ হইবে কি প্রকারে? এক দিন কেশবচন্তের বাসার সন্নিহিত একটি প্রাক্ণে কীর্ত্তন হইডেছে, সকলে তাঁহাকে বেটন করিয়া নাচিতেছেন এবং পাছিতেছেন, তিনি স্থিরভাবে মধাস্থলে দণ্ডায়মান; এই সময়ে একবার ভাঁহার পদের অঙ্গলি কয়েকটী নড়িয়া উঠিল। এক ব্যক্তি তাঁহার পায়ের দিকে, পা নডে কি না দেখিবার জন্ত, ভাকাইয়া ছিলেন এবং কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে-ছিলেন; তিনি পার্যন্থ বন্ধুর কাণে কাণে আহ্নাদের সহিত বলিলেন, "আজ কর্ত্তার পা নাচিয়াছে।" এ কথা বল। নিস্প্রোজন বে, ইনি পর সমরে বিশ্বত ছিলেন না, কীর্ত্তন খারা ভাবোচ্ছাদ অপরের চিডে উখাপন করা অনেকটা ইছার লক্য তিল

নাতা বিজ্ঞানক গোখামী এবং বছনাথ চক্রবর্তী কর্ত্বদ দিকত্ব আন্দোলনের আরম্ভ ক্রান্তা বিজ্ঞাক্তক গোখামী এবং বছনাথ চক্রবর্তী ক্রোধন্তরে কলিকাভার চলিয়া আমিলেন। ইহারা তুইজনে মিলিত হইয়া প্রথমে (২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৮ খঃ) "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউদে", তৎপর "দোমপ্রকাশে" নরপূজাশীর্ষক পত্র বাহির করিলেন। কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকের ঝডের ন্যায় অতি শীঘ্র ঐ পত্র চারিদিকে তুমুল তুফান তুলিল। কেশবচন্দ্রের বিপক্ষগণ মহা আফালন করিতে লাগিলেন, ঘরে ঘরে গিয়া তাঁহার গ্লানি প্রচার করিতে প্রবুত্ত হইলেন। এত দিনে ভিতরকার উচ্চাভিলায় জনসমাজের নিকটে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাঁহারা পুর্বেষে যে ভবিশ্বং কাহিনী কহিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইল, ইহা মনে করিয়া আর আহলাদের পরিসীমা রহিল না। এই শ্লানির সংবাদ সমুদ্র পার হইয়া পাশ্চাত্য দেশে গিয়া ছড়িয়া পড়িল। মহা-হুল্ফুলব্যাপার সমুপস্থিত। এক ব্যক্তির কথা লইয়া সমুদায় পৃথিবীতে একটা গুওগোল পড়িয়া যায়, ইহা দেখিয়া 'সে লোক কি', এ সম্বন্ধে সকলের হৈতল্যোদ্য হওয়া সমূচিত ছিল: কিন্তু সে প্রকার পরিক্ষত দৃষ্টি কোথায়? স্থৃতরাং ঈ্রধাপরায়ণ বক্তিগণ মনে করিলেন, এইবার কেশবকে পৃথিবী বিদায় করিয়া দিল, আর তাঁহাকে কপন কেহ পুতুলের মত বত্ব করিবে না। ঈশরের দাদের বিপং সম্পদ্দির জন্ত, ইহা প্রমাণিত হইবার জন্তই এই সকল আন্দোলন; স্বতরাং উহাতে কেশবের ভয় কি, ভাবনা কি? এ সময়ে কেশবচন্দ্র আন্দোলনকারী প্রচারকন্বয়কে যে পত্র লিখেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; ইহাতেই সকলে তংকালীনকার তাঁহার মনের ভাব বৃঝিবেন।

বিজয়কৃষ্ণ ও যতুনাথের নিকট কেশবচল্লের পত্র

"মুক্তের,

১৪ই কার্ত্তিক,১৭৯০ শক।

(২৯শে অক্টোবর, ১৮৬৮খৃ:)

"প্রিয় বিজয়ক্লফ ও ষত্নাথ,

"সভাের জয় হইবেই হইবে, সে জয় ভাবিত হইও না; ঈশর তাঁহার
মঞ্চলময় ধর্মরাজা য়য়ং রক্ষা করিবেন। ভােমাদের নিকটে কেবল এই বিনীত
প্রার্থনা, যেন বর্ত্তমান আন্দোলনে ভােমাদের হৃদয় দয়াময়ের চরণে স্থির থাকে,
এবং কিছুতেই বিচলিত না হয়। অনেক দিন হইতে আমার হৃদয়ের সক

তোমরা এথিত হইয়া রহিয়াছ, তোমাদের যেন কিছুতেই অমকল না হয়, এই
আমার আন্তরিক ইচ্ছা। অনেক দিন হইতে আমি তোমাদের সেবা করিয়াছি;
এখন আমাকে অতিক্রম করিয়া যাহা বলিতে চাও বল, যেরূপ ব্যবহার করিতে
চাও কর, কিছু দেখ যেন আমার দয়াময় পিতাকে ভূলিও না। এ আন্দোলনসম্বদ্ধে আমার যাহা বলিবার, তাহা তিনি জানেন। তিনি তাহার সত্য রক্ষা
করিবেন, এই বিশাস আমার প্রাণ। তাহার চরণে তাহার মধুময় নামে আমার
হলয় শান্তি লাভ করক।

ब्रीटक नव हक्त (मन ।"

डीहर्राष्ट्र मन्न नव्युक्तरिमामस्न উत्ख्यमात्र कावन

প্রচারকদ্বয় অস্বলহানয়ে এই আন্দোলন উপস্থিত ক্রিলেন, একথা কাহারও বলিবার সাধা নাই। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মুন্দের হইতে পশ্চিমোত্তর প্রাদেশের অনেক দূর প্রান্ত তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন। এক জন সিমলা প্রান্ত সংক ছিলেন। এ সময়ে ভক্তিসমাগমের সঙ্গে সংক আহ্মগণের চিত্তে পাপের জন্ম অমৃতাপানল প্রবলবেগে প্রজ্ঞলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অমৃতাপবিশোধিত হুদ্য ভিন্ন অন্তত্ত ভক্তির উল্গম হয় না. এক্স ভক্তিসমাগমের সহবর্তিরূপে অনুতাপের উদয়, ইহা একান্ত স্বাভাবিক। পাপভারনিপীড়িতচিত্ত ব্যাকুলভাবে জলমগ্র বাকির ভাষ তৃণপাছটা ধরিয়াও প্রাণ বাঁচাইতে যত্ন করে। ঈদৃশ যত্ন বাঁহারা স্বভাবের প্রেরণাসম্ভূত জানেন, তাঁহারা তক্ষ্ম, সময়ে সময়ে যে আতিশয় প্রকাশ পায়, তংপ্রতি তীব আক্রমণ করেন না; কেন না ঠাঁহারা জানেন, সময়ে সে আবেগ যখন মনীভূত হইবে, তখন অযুক্ত বাহ্ বিকাশও সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়া ঘাইবে। কেশবচন্দ্র যেখানেই ঘাইতে **আরস্ক** করিলেন, দেখানেই ভক্তগণ ঠাহার চরণ ধরিঘা কান্দিতে লাগিলেন; পারে ধরিয়া ব্যাকুলবাক্যে তাঁহাকে স্থোধন করিলেন। ভাতা যতুনাথ চক্রবর্তী সঙ্গে নিমলা পর্যান্ত গিয়া, কে কি বলিতেছেন, তাহা লিপিবন্ধ করিতে লানিলেন। তথন তাঁহার মনের বড়ই মানাবস্থা। ভাই প্রতাপচন্দ্র ও আর এক জন বন্ধ কেশবচন্দ্রকে "দয়াল প্রভূ" বলিয়া সংখাধন করিয়া পত্ত লেখেন; এবং এক দিন কেশবচন্দ্র বারাগুায় পদচালনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাই প্রতাপচক্র আনসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার সক্ষুধে পতিত হন। এই সকল

ঘটনায় জাতার চিন্ত বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কেশবচক্র এ সকল বলপূর্বক কেন নিবারণ করিডেছেন না, ইহা চিন্তমধ্যে আন্দোলন করিয়া প্রচারক্রম সন্দিশ্বমনা হইলেন। মৃদ্দেরে শেষ সময়ে তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্বসংশয় আরও দৃচ্যুল হইল এবং ভাবিলেন, অতি সম্বর ইহার প্রতিবিধান হওয়া প্রয়োজন। ইহার। উত্তেজিভাবস্থায় কলিকাভায় প্রত্যাগমন করিয়া, উভয়ে মিলিত হইয়া, নরপূজার আন্দোলনে প্রত্র হইলেন।

কলিকাভায় আন্দোলম, মঙ্গেরে কিন্তু আহত ভক্তদলে ভাবাবেশবুদ্ধি ও অপও দলভাব কলিকাতায় আন্দোলন চলিতে লাগিল, উহার ঢেউ মূকেরে পঁছছিল, কিন্তু কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিল না; বরং দিন দিন ধর্মের প্রমন্ততা বাড়িতে লাগিল। তবে হু একটি হাদয়ে যে সংশ্যের বীজ প্রবিষ্ট হইবার কথা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, উহা এ সময়ে বাহিরে প্রকাশ পাইল না, হৃদয়ের গভীর নিভত অন্ধকারপ্রদেশে অনাতপপ্রদেশজাত গুলাবিশেষের লায় চক্ষর অংগাচরে বন্ধিত হইতে লাগিল। সময়ে ভক্তির প্রোতে কেবল পুরুষগণ ভাদিতে লাগিলেন তাহা নহে, নারীগণের অন্তরেও ঐ স্রোত অলক্ষিতভাবে প্রবিষ্ট হইল। এক জন নারী এই সময়ে ভাবোচ্ছাদে কতক-গুলি দৃষ্ণীত রচনা করিয়াছিলেন, দে গুলি এখন এন্ধদৃষ্ণীত ও দৃষ্ণীর্তনে চিরদিনের জাল্ত অক্টাভুত হইয়া রহিয়াছে। কেশবচন্দ্র ঘোরতর পরীক্ষায় পড়িলেন, জাঁহার হৃদয়ে তীকু বাণ বিদ্ধ হইল, অথচ তিনি অবসম হইলেন না। াধ্চত্তে আঘাত করিলে যেমন তাহা হইতে মধুবিন্দু করিতে থাকে, তেমনি তাঁহার আছত জ্বনয় হইতে অমৃত্যয় স্থমিট উপাধনা প্রার্থনা নিরস্কর প্রবাহিত হটতে লাগিল। তাঁহার বন্ধগণের হারথও আহত হইয়া নবভাব খারণ করিল। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, চারি দিকে ঘোর অবিখাসের জনল প্রজ্ঞলিত হইয়া উঠিয়াছে, আর দেই জনল মুখ ব্যাদান করিয়া তাঁছাদিগকে গ্রাদ করিতে আদিতেছে। কি জানি বা এই ক্ষনলে কাছারও কীঘন বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে সকলে আপনাদিপকে জনয়ে স্কার্থ আরও বার্ম্বয়া কেলিলেন। পূর্ব্বাপেক। ভক্তগণের ভাষাবেশ আরও বাড়িল। বাছারা পূর্ব্বে একটু একটু আপনাদিগকে বতছ রাখিভেন, তাঁছারা আর এই বিশলের সময়ে আপনাদিগকে খত র রাখা নিরাপদ মনে করিলেন না। স্থতরাং মুদ্দেরের দলটি এ সময়ে একটি অপণ্ড দল হইল।

কেশবচল্ডের কলিকভার প্রভাগেমন ও উচ্চার মনের ভাব

কয়েক দিন ভক্তগণ দকে মুকেরে ভগবদ্গুণাত্মকীর্ত্তনরদে মগ্র থাকিয়া, কেশবচন্দ্র মঙ্গেরের নিকট বিদায়গ্রহণপর্বক সপরিবারে (নবেছরের প্রথমভাগে) কলিকাভায় যাত্রা কবিলেন। তিনি কলিকাভায় ঘোর অগ্রিপরীক্ষার মধ্যে গিয়া পড়িবেন, ইহা বিলক্ষণ জানিতেন: কিন্তু ইহা ভাবিয়া তাঁহার মুখ ক্ষীণ মান বা বিষাদ্চিছে আরুত, কেই কখন দেখিতে পান নাই। ব্যাকুলপ্রার্থনা-কালে তাঁহার মুধ স্কাদাই উচ্ছল প্রভাধারণ করিত, এবং সে মুধ দেখিয়া কেছ যে বিষয়মনা থাকিবেন, তাহার আর সম্ভাবনা ছিল না। তিনি ঠিকই বলিয়াচেন, "আমি অল পাগল হইয়াচি, আরও পাগল হই। এমন পাগলের ভাব, ভক্তির ভাব আমার হউক, যাহাতে পথিবীর অত্যন্ত অপচ্ছন্দ হয়। যাতে পুথিবী আরও গালাগালি দেয়, এমন সকল আশ্চধ্য ভাব শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ বৃদ্ধিত হউক।"(১) ভক্তিতে প্রমন্তাবশত: যাঁহার মন এরপ অবস্থাপর হইয়াছে, তাঁহাকে পরীকা বিপদ কি করিবে? তিনি সংসারে এক দ্বন পদস্থ ব্যক্তি। রাজপ্রতিনিধি হইতে যত যত উচ্চতম রাজকর্মচারী আছেন, তাঁহাদিণের নিকটে সর্বাদা সম্মানিত। যে অপবাদ তাঁহার নামে রটিত হইল, তাহাতে লক্ষা মানিতে তাঁহার অবসন্ন হইবার কথা। কিন্তু কেশবচক্র অতি বাধীনচেতা, ডিনি অস্তরের দিকে তাকাইতেন. আর যদি দেগানে আপনাকে নির্দোষ দেখিতেন. ভিতরে প্রসন্ম বাণী প্রবণ করিতেন, বাহিরের শত প্রতিকৃপ ব্যাপারের দিকে তিনি জক্ষেপও করিতেন না। কেশবচন্দ্র কপন ভাবনা চিম্বা বা বৃদ্ধির পথে চলেন নাই, কেবল হৃদ্যের নিভূত স্থান হইতে উপিত বাণীরই অঞ্সরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াচেন, "যেগানে আপনার বৃদ্ধি দেগাইতেছে, দৈল, অকুস্থতা. গঞ্জনা ও অপমান, দেইখানে অপর দিকে কেবল একটি লোক বলিভেছে. 'ক্ছ পর ওয়া নেচি'।"(३)

^{(&}gt;) जीवनत्वरमञ् "छक्तिकाव" व्यशास्त्र >> शृष्टी अहेरा।

⁽२) जीवनस्थान "विस्वक" अशास्त्र ०० गृष्ठी जडेंगा।

मूर्वित इहेर्ड कारावकर्गाय विषाय पिरने व महाजा व

কেশবচন্দ্র (নবেম্বরেণ প্রথমভাগে) কলিকাতায় প্রস্থান করিলে, জাঁচার তু এক জন প্রচারক বন্ধু, যাহারা তাঁহার সঙ্গে গমন করেন নাই, যাইতে উত্যোগী হইলেন। কেশবচজ্রের কলিকাভাগ গমনেও মুঙ্গেরের ভক্তির হাট ভালা हाँ हर नाहै। विनायितित उलामनात महावालात आक्छ आभारत मरन উচ্ছলরপে মৃদ্রিত আছে। প্রকাশ্য উপাসনার ফল্য যে গৃহ নির্দিষ্ট ছিল, উহা বিতল। ঐ বিতলে প্রমত্ত দলীর্তন প্রবৃত্ত চইল, ভব্তগণের পদভবে গৃহের ছাদ কাঁপিতে লাগিল। সে দিনের আর্ত্তি দেখে কে? মুক্লের ছাড়িয়া কলিকাতায় অবিশাসঝ্ঞাবিতাড়িত প্রজানিত প্রীকানলের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে, দে অগ্নিতে বা হালয় লগ্ধমকভূমিদন্শ হয়, এই ভয়ে আত্তে বিদায়গ্রহণকারিগণ আকুল। তাঁহার পুকলের পায় ধরিয়া আশীর্কাদ ভিক্ষা করিবার জন্ম উদ্বিধ। কিছ কেই কি আর তাঁহাদিগকে পদম্পর্শ করিতে দিতে প্রস্তুত প্রকাশ্রে পদ্ধারণে ই হারা ক্রতকার্য হইলেন না, হঠকারি-তাতেও কিছু করিয়া উঠিবার উপায় নাই; যাই যিনি নীচে আসিবেন, অমনি তাঁছার পদ ধারণ করিবেন মনে ভাবিঘা, দোপানের নিমে গিয়া ইছারা বিদিয়া রহিলেন। এক বার ভাই অমৃতলাল ঐরপ করাতে এ দিকে স্কলে मावधान इहेबाहिन, जाहे निः गर्म हारत्र मठन এक এक कन नामिर्छहिन, আন্তে আন্তে পাতৃকা গ্রহণ করিতেছেন; কিন্তু এত সাবধান হইয়াও এড়াইবার উপায় নাই, পা ধরাধরির একটা হলমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল। পা লইয়া কাড়াকাড়ীর খেলা যেন মুক্তেরের একটা নিত্যক্তা হইয়া উঠিয়াছিল। দে ব্যাপার বাহার: দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অবাক হইয়াছেন। এই সকল ধারাবাহিক ব্যাপার দেখিয়া কাহারও মনে যদি চৈতন্তের দিতীয় অবতরণ মনে হইয়া থাকে. সে আর একটা আশ্চর্যা কথা কি ৪ মুক্তেরের দে ভাব মনে করিয়া, আজও হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে ভাবোক্সাদের क्रमग्र रहा।

ভক্তিবিরোধী আন্দোলন

আন্দোলনকারীনের দীনতার ও অকিক্সভার প্রতি আক্রমণ এবং বিধানের নিদর্শনকে কুসংখার ও পৌত্তলিকতা বলিয়া প্রতিপাদন

শুক্ষমক ভশিদদশ ব্রাক্ষদমাজে ভক্তির বক্তা কেন আদিল, বাঁহারা ভাহার কারণা হুসন্ধান করিতে চান, তাঁহারা দে সময়ের লেখা সমূলায় পাঠ করিয়া দেখুন; দেখিতে পাইবেন, পাপের তীব্র যাতনায় যে অবিরল অঞ্পাত হইয়াছিল, দেই অশ্রুই ভক্তির বক্তারূপে পরিণ্ড হইয়াছিল। এ সময়ে পরিত্রাণাধীর সংখ্যা ফীত হইছা উঠিল, এবং দীনতা ও অকিঞ্নতার ভাব তাহাদিলের জীবনে অভিযাতায় প্রকাশ পাইল। 'দয়াময়' নাম ভক্তগণের মহাদ্বল হইল। এ সময়ে এ নাম ভিন্ন অন্ত নাম অতি আনই উচ্চারিত হইত। বক্সা আনিয়া 'ড্যান্ধা ডহর' এক করিলেও, তু একটি অধিককালার্ড শিলোচ্চয় ধেমন শিব উন্নত করিয়া থাকে, আশে পাশে সকল স্থান সর্প हरेटल ७ छेरात नीतमञ्जिक एउटे यमन पाटि ना. এ समस्य जात्मालनकात्री ছুজন বন্ধর দেই দশা উপস্থিত। তাঁহারা এ ভাবের সহিত অণুমাত্র সহায়ভুতি প্রদর্শন করিতে না পারিয়া, আপনারা উহার বিরোধী হইলেন, অপরেরও অন্তশুকু আচ্চাদিত করিয়া তাঁচাদিগকে বিরোধী করিয়া তুলিবার জল কত্ৰদকল চইলেন। দীনতা এবং অকিঞ্নতা বিষিষ্ঠ বৈরাগিগণের নিক্ট ভাব, উতা ব্রাহ্মসমাছের উচ্চ দর্মের কপন উপযোগী নতে, এই বলিঘা তংপ্রতি তাঁছার৷ আক্রমণ করিলেন: এবং যে সমুদায় বিশাসের নিদর্শন ভক্তগণেতে প্রকাশ পাইয়াছিল, ঐ সকলকে কুসংস্থার এবং পৌত্তলিকতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্র পাইলেন।

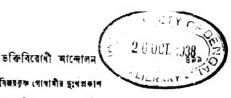
বিজয়কুক্ত বছনাবের মতে নরপুধা প্রতিপাদক পাঁচটা বাবহার

প্রচারক্ষয়ের নরপূজার আন্দোলনবিষয়ক পত্র বাহির হইবার পূর্বের, এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ যমুস্থ হয়, এবং ঐ পত্র ২৮শে অক্টোবর (১৮৬৮ খুঃ) বাহির হইবার পর, এই প্রবন্ধটি ১লা নবেম্বরের (১৮৬৮ থৃঃ) মিরারে প্রকাশ পায়। এতদর্শনে ভ্রাতা বিদ্যুক্ত গোস্বামী এবং যত্নাথ চক্রবর্তী শাস্তিপুর হইতে ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া পত্র লেখেন। এই পত্রে নরপূদ্ধা-প্রতিপাদক নিম্নলিথিত পাচটি বিষয় তাঁহারা বিশ্বন্ত করেন:—

-)। কোন কোন আল কেশব বাব্র নিকটে প্রার্থনা করেন, এবং ঈশবের নিকটে প্রার্থনা করিতে হইলে তাঁহার মধ্য দিয়া উহা করেন।
 - ২। সেই সকল আন্ধ বলিয়াছেন, তাঁহার চরণাশ্রয় বিনা গতি নাই।
 - ৩। তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্রাণকর্তা ও দয়াল প্রভূ বলিয়া থাকেন।
- ৪। তাঁহারা তাঁহার পদতলে অবল্টিত হন এবং তাঁহার পদধ্লি অবলেহন করেন।
- থ। যাহার। এই সকল করিতে অস্বীকার করেন, ঐ সকল ব্রান্ধ
 তাঁহাদিগকে অবিশাসী এবং অহঙ্কারী মনে করেন।

উাহাদের মারা ঘরে ঘরে আন্দোলন, এদিকে কলুটোলায় শান্ত ও বিষ্ণাতির উপাসনা ও সম্কার্তন

প্রচারক্ষয় এই সকল বিষয় লইয়া ঘরে ঘরে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এ দিকে কেশবচন্দ্র শাস্ত ও স্থির, লেখনী ও রসনা উভয়কে তিনি বিক্ষজভাষণে সংযত করিলেন, এবং বন্ধুগণকেও সংযতভাবে থাকিতে অফুরোধ করিলেন। তিনি মুক্ষের হইতে আদিয়া এখানে যাহাতে ভক্তিস্রোত অবক্ষমনা হইয়া যায়, তাহারই জন্ম যত্ত্বশীল হইলেন। প্রথম দিনে কল্টোলাম্থ বিতলগৃহের বারাণ্ডায় যে উপাদনা ও সকীর্ত্তন হয়, তাহাতেই কলিকাতার নিক্ষীবভাব অপনীত হইল। এই উপাদনাকালে তিনি ঈশরের গৌরবাপহারী বলিয়া জনসমাজে মিথ্যাপবাদগ্রন্থ হইলেন, এজন্ম সমূহ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, এ অপেক্ষা আমার গলায় সকলে জুতার মালা পরাইয়া দিন, তাহাই আমার পক্ষে ভাল। উপাদনা কীর্ত্তন ক্ষমান্ত্রে চলিতে লাগিল; বন্ধুগণ দল বান্ধিয়া আদিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহাদের মনেও বা কিঞ্ছিৎ সংশ্য উদ্ভিক্ত হইয়াছিল, এই উপায়ে তাহাদের মন হইতে উহা অপনীত হইল।



বিজয়কুক গোখামীর দুংগলকাশ

িকেশবচন্দ্র কলিকাভায় আদিয়। মুঙ্গেরে ভাই দীননাথকে একথানি পত্র(১) লেখেন। দেই পত্তে আন্দোলন সম্পর্কে বিজয়ক্ষণ গোস্থামীর ছঃধপ্রকাশ ও মনোভাবপরিবর্ত্তনের নিদর্শন পাওয়া যায়। পত্রধানি নিছে উদ্ধৃত হইল।] কলিকাতা, কলটোলা। ५७३ नरवष्ट्रत, ५৮५৮ थः।

श्रिय मीत्रनाथ.

তোমার শরীর মন প্রিত হউক, ঈশ্বরপ্রে সদা শাদিলাভ কক্ত। আদিবার সময় ভোমাকে দেখিতে পাই নাই, একল ডঃখিত হইয়াছিলাম, প্রদল্প ঘোষের জন্মও ব্যাকুল হইয়াছিলাম। অবক্লন্ধ ভক্তিপ্রোভ আবার প্রবলবেশে ধাবিত হইতেছে শুনিয়া, যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। এবার সকলে ভাল করে পিতার চরণ ধরিবে: পরীকার সময় ব্যাকুলত। ও ভয় বাড়ে কেবল ভক্তি-বৃদ্ধির জন্ম, প্রীকার আরু অন্ম অর্থনাট। পিতার চরণ ভিন্ন আর ক্ষমার আদর্শ কোথায় পাইবে। যদি তিনি তোমাদিগকে অপরাধী ছানিয়াও গ্ৰহণ কবিতে প্ৰস্তুত তবে তোমবা কি বলিয়া মপুরকে প্রিত্তাগি कतिरव । जात क्रमाय वाहिया चाहि, जात मध्य चामारमत श्राम, जात हत्रम মহুকে বাধিলে অবভাট তাঁৰ মঞ্জ ভাব কিয়ং পৰিমাণে আমাদের জদয়ে প্রবেশ করিবে। বিভয়ক্ষণ সম্প্রতি এক পত্র লিপিয়াছেন: তিনি বলেন. আমার প্রতি কোন দোধারোপ করেন নাই, আমার প্রতি তাঁহার কুত্জতা আছে। তিনি নিতাম চঃখিত ও অম্বিরচিত হইয়াছেন, প্রকাশ পাইতেছে। "নরাধম জভাস ইছেরিয়ট তলা" এই বলিয়ানাম বাক্ষর করিয়াছেন। প্রিয় বিজয় আমার নিকটে আদিলেই আমি কৃতার্থ হট।

অলু এট প্রতে। পিয় অংঘার্নাথের পত্র পাইয়া মানন্দিত হুইয়াতি।

প্রীকেশবচন্দ্র সেন।

^()) এই পত্ৰবানি পূৰ্বসংক্ষাপে ব্ৰাহানে অৰ্থাৎ "ভঞ্জিবিরোধী 'আন্দোলন" অন্যানে मितिरेहे इस माहे । "हरशास्त्र (कनावत कांशा" वाशास ००० पृक्षेश कृष्टेत्नार्के अवस प्रदेशादिन । छात्रिय अञ्चात्री अयात्र स्थापाटन महिन्दि हरेन।

विथा। भवान व्यभनवत्त्र त्रहेश्यमक উत्मन्द क्रम्थ करत्रकत्त्र अख

অবশেষে এই মিথাাপবাদ যাহাতে সাধারণের মন হইতে অপনীত হয়, তজ্জ্য কয়েক জন বন্ধু ক্তসকল্প হইয়া নিম্নলিখিত পত্রথানি(১) প্রচারকত্ত্যকে লিখেন।

"প্রদ্ধাস্পদ

শীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

- উমানাথ গুপ্ত
- .. মহেক্রনাথ বস্থ

ব্রান্ধর্মপ্রচারক মহাশয়গণসমীপেষু।

"ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়ক্ষণ গোস্থামী ও যত্নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় ভক্তিভাঙ্গন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র দেনের প্রতি কয়েকজন ব্রাহ্মের অযথা ব্যবহার উপলক্ষ্য করিয়া, সংবাদপত্র সকলে যে ঘোর আন্দোলন উথাপিত করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মগণের মনে নানাবিধ কুসংস্থারের স্কার দেখিছা, ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের অনিষ্টাশহা হইতেছে। মহাশয়েরা এ বিশয়ের বিশেষক্ত হইবেন; অতএব নিবেদন, এ বিশয়ের যথার্থ বিবরণ আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা। ২৮শে ডিদেম্বর, ১৮৬৮ খৃঃ শীউমেশচন্দ্র দত্ত। শীকালীনাথ দত্ত। শীহরনাথ বস্থ। শীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। শীবসম্পুকুমার দত্ত।"

প্রতাপচন্দ্র, উমানাথ ও মহেক্ষনাথের প্রত্যুত্তর

ইহার প্রত্যান্তর (২) নিমে প্রদন্ত হইল:--

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপুরঃসর নিবেদন।

"আমাদিগের ভাত্বয় শ্রীযুক্ত বিজয়ক্রফ গোস্বামী ও যত্নাথ চক্রবর্তী সংবাদপত্রে কতকগুলি ব্রাহ্মের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তিথিয়ে আমরা যাহ। জানি, তাহা আপনাদিগের অবগতির জন্ত নিয়ে লিখিতেছি;

^{. (}১) (২) ১৭৯০ শকের সাগ্রেপ বাবের ৩১ সংখ্যক পর্যন্তবে এটুরা।

এতংপ্রচারে যদি সাধারণ রাজমণ্ডলীর মঞ্চলদ্ভাবনা থাকে, আপনারা ইহার ইচ্ছাফুরুপ ব্যবহার করিবেন।

"যে সকল আন্দ্রভাতিদিগকে লইয়া গোল্যোগ উত্থাপন করা হইয়াছে. তাঁহাদিগের অনেকে আমাদের পরিচিত ও প্রস্কেয় বন্ধ এবং তাঁহাদিগের দক্ষে অনেক বিষয়ে আমাদের মতের ঐক্য আছে: কিন্তু সকল বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে একমতা নাই, এবং তাহা আশা করা ঘাইতেও পারে না। অতএব আমরা কেবল আমাদের ও তাঁহাদের সাধারণ মত বাক্ত করিতে পারি। আমরা বিশাস করি যে, আদ্ধর্ম স্বয়ং ঈশ্বরকর্ত্তক প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা বন্ধমূল ও প্রচার করিবার জন্য মহায়া রামমোহন রায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকর এবং শ্রীয়ক্ত কেশবচন্দ্র সেন, ইহার। তিন জন 'ঈশরপ্রেরিড'। তমধ্যে শেষোকে মহাশ্যের হকে আমাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ। তাঁহারই স্বারা আমরা প্রকৃত ব্রাহ্মণর্মে দীকিত হইয়াছি, তাঁহারই উপদেশ ও দুষ্টাম্থে আমরা উন্নতিলাভ করিতেছি: প্রলোভন ও পরীকার সময় তিনি আমাদিগকে সংপধ প্রদর্শন করেন এবং সাংসারিক বিপদ ও তংগের সময় সাগ্ধনা দান করেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে গুঞ, আচাধা, বন্ধ ও লাতা বলিয়া বীকার করি, এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, কতজাতা ও প্রীতি প্রকাশ করিতে সর্কাদা চেষ্টা কবি। দ্যাম্য উপৰ আমাদিশেৰ একমাত্র পরিত্রাতা; তিনি তাহার স্ট এই প্রকাণ্ড বিশ্ব, সাধুজীবন ও আধাাত্মিক প্রত্যাদেশ, এই ত্রিবিদ উপায় ধারা পাপীকে উদ্ধার করিয়া গাকেন। স্নতরাং আমরা যেমন অভান্ত উপায়গুলি গ্রহণ করি, দেইরূপ আমাদের শ্রন্ধাভাক্তন আচাঘা ও লাভা কেশব বারের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আমাদের পরিত্রাপের উপায় বলিয়া স্বীকার করি। ভাঁহার বা অপর কোন মহুলোর পূজা বা উপাসনা করা আমরা পাপ আনা করি, ঈশ্ব ভিন্ন আমাদের উপাক্ত আর কেত নাই। দেশীয় প্রথার অভবতী চইয়া তাঁহার নিকটে আমরা অবনতমন্তকে শ্রহা ও ক্লভজভা প্রকাশকরণার্থ উাহাকে কপন কপন প্রণাম করিয়া থাকি, এবং ব্যাকুলভার সময়--আমাদের উপায় করিয়া দিন, ঈশবের দিকে ঘাইতে সাহাধ্য দিন-এবম্প্রকার শব্দে ভাতাকে পত্র লিপি, কিংবা মুপে বলি। সময়ে সময়ে আমর। ভাঁহার ওছা-भैकीए व शक्का कृति এवः हेचरत्र निक्रिं सामारमत्र मक्रमत्र सम् शार्थना

করিতে সম্রোধ করি। কিন্ত প্রথম বাবহারটি 'পূজা' নহে, দ্বিতীয়টি 'প্রার্থনা' নহে, তৃতীয়টি 'মধাবর্তী' করণ' নহে। সাধুসম্মান এবং উপদেশ ও আশীর্কাদের জন্ম গুরুজনের নিকট যাক্ষা ব্রান্ধর্মের অন্নুমোদিত এবং স্বভাবদিদ্ধ, সন্দেহ নাই। একপ ব্যবহার যে কেবল আমাদিগের প্রম শ্রমাভাজন কেশব বাবুর সময়ে হইয়া থাকে, তাহা নহে, অভাতা শ্রমেয় ভাতাদিগের প্রতিও ঐরপ ব্যবহার করা হয়; তাঁহাদের পদতলে প্রণত হওয়া, প্রধৃলি গ্রহণ করা, এ স্মূদায় ব্যাপার নিক্লট জ্ঞানে যিনি যত খুণার চক্ষতে স্থানে, অনেক দিন হইতে এক প্রকার অসম্প্রচিতভাবে সৃত্যটিত হইয়া আধিতেছে। আমর। বিশাদ করি যে, ধাধু উপকারী বন্ধুমাত্রই আমাদের শ্রমাভাঙ্গন, তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপে শ্রমা ভক্তি কর। আমাদের মঙ্গলের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কেশব বাবুকে আমরা অধিক পরিমাণে ভক্তি করিয়া থাকি, তাহা কেবল এই কারণেই যে, তিনি জোষ্ঠ লাতার আয় আমাদিগকে পরম পিতার পথে লইয়া যাইতেছেন। তিনি যে উপদেশ দিতেছেন, তাহা একান্তমনে অন্তসরণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ইশব্পসাদে আমাদের এবং সকলের মঙ্গল হইবে। এই জন্মই তাঁচাকে আমরা বিশেষ প্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারি না এবং এই জন্মই আমরা অন্যান্য ভাডাদিগকে এত আগ্রহ সহকারে তাঁহার নিকটে আদিতে অন্তরোধ করিয়। পাকি। উল্লিখিত ব্যবহারে যে বিজয় বাবু ও যহু বাবু এত বিরক্ত কেন হইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহারাও কেশব বাবুর প্রতি ঐরপ বাবহার করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের দক্ষে আমাদের ভাবের বড অনৈকা চিল না, তবে ভাব-প্রকাশের পরিমাণ অল্লাধিক হইতে পারে। তাঁহারাও কেশব বারকে ভূমিষ্ঠ হইয়া সময়ে সময়ে প্রণাম করিয়াছেন এবং জোষ্ঠ ল্রাডা বলিয়া তাঁহার নিকটে মুক্তির পথে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। কয়েক মাস হইল ভাতা ৰছবাৰু কেশৰ বাৰুকে এক পত্ৰ লেখেন, তন্মধ্যন্থিত নিম্নোদ্ধত কিয়দংশপাঠে তাহার ও আমাদিগের ভাব আপনারা রুদরক্ষ করিতে পারিবেন:-

"আপনি 'প্রিয় যতুনাগ' বলিলে আমার মনে বড় একটি অপুর্ব ভাবের উদয় হয়। কিন্তু আমিত ঐকপে 'পুজনীয় মহাশয়' বলিতে পারি না। ঐরূপ শ্রন্থ। হইলেও অনেক দিন ছর্দশা দ্র হইত। আপনার সহবাসের অমূল্য ও আশ্চর্যা গুণ! তাহাতে বঞ্চিত হওয়া বড় ছর্ডাগ্যের বিষয়। শ্রাতাদিগের মধ্যে যিনি অধিক ঈশর-প্রেমিক ও ভগবস্তক, তিনিই ধল্ল। যিনি কনিষ্ঠদিগকে ক্ষেহগুণে প্রম্পিতার পথে আনম্বন করেন, তিনি ধল্প। অতএব হর্কল কনিষ্ঠদিগের উপায় করিয়া দিন, আমি অভ্যস্ত কাতরেই বলিলাম। আর যন্ত্রণা সহ্ব হয়া।"

"ইহার শেষভাগে বেরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে, আমরা ঠিক তাহাই করিয়া থাকি।

"ভাত। বিজয় বাব্ব বিগত জৈ।ঈ মাদের এক পত্তে এইরূপ বিশিত্হয়ঃ—

"দয়াময় ঈশর সময়ে সময়ে একজন মাত্র দশ্বপ্রবর্ত্তক মহাত্মাকে প্রেরণ "করেন, এক সময়ে তৃই জনকে দেখা যায় না; যিনি যথন প্রেরিত হন, তিনিই তথন পৃথিবীর সম্লায় ভার মতকে গ্রহণপ্রক জীবের পাপনাশের করে দিবানিশি ক্রন্দন করেন। আপনি যে ভার লইয়া আগমন করিয়ছেন, তাহাতে অবকাশ নাই,"ইত্যাদি।

"উক বিষয় সহজে যত্ বাব্র একপত্রে এই কয়েকটি কথা দৃষ্ট হইবে:—

"যাহাদের মন ঈশর হইতে এত বিচ্ছিন্ন, তাহার। কি কাষ। করিতে পারে ? আপনি বলিয়াছেন, আপনার কাষ্যভার আমাদিগকে লইতে হইবে; ঈশর আপনার উপযুক্ত সময়ে লোক আন্মন করিয়া বিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস, এখন প্র্যন্ত দে সম্য হয় নাই। চেটা করিয়া কেই উত্তরাধিকারী ইইতে পারিবে না।"

"কেশব বাবু রাগ লাতাদিগের উপরি উক্ত ব্যবহারের অঞ্মোদন করেন বলিয়া যে তাঁহার বিক্তম্ব দোষোরেপ কর। হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অম্পক। আমর। তাঁহার প্রতি যেরপ বাঞ্চিক ব্যবহার দারা শ্রমা, ভক্তি ও কুত্তকাতা প্রকাশ করি, তাহা তিনি বারদার নিবেধ করিয়াছেন। শ্রমাভান্ধন দেবেন্দ্র বাবু যথন সমাদরপূর্বক তাঁহাকে 'র্ম্মানন্দ' উপাধি দিয়া সকলের শ্রম্মের করিতে চেটা করিয়াছিলেন, তিনি নিজে তাহাতে সায় দেন নাই ও মন্তাপি

তাহ। গ্রহণে অসমত। অনেক দিন হইল, বিজয়বাবু প্রভুদয়াল সাধুমুধে আমি ভনেছি', যথন প্রথমে এই সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন, কেশব বাবু উহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার বারণ মানিলেন না। সম্প্রতি এলাহাবাদে তিনি বিজয় বাবুর এক পত্র উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে, কেহ কেহ তাঁহাকে 'পৃজনীয়' লেখেন, কিন্ধ তাহা অফুচিত ব্যবহার। তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে, যদি সকলের মত হয়, তাঁহার প্রতি তাঁহার বন্ধুদিগের কিরুপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা নিয়মবদ্ধ করিয়া তদ্ধারা প্রণামাদি বারণ করিতে তিনি প্রস্তত। কিন্তু আমরা তাহাতে সায় দি নাই। আমাদের নিকট তিনি অনেক বার উক্ত প্রকার বাবহারের সময় অমত ও সঙ্গোচ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সমুদায় আমরা তাহার অনভিপ্রেত জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত রহিয়াছি. কেন না তাঁহার প্রতি ইহা আমাদের অবশ্রকর্ত্তব্য বোধ হয়। যিনি উপকার করেন, তিনি শ্রদ্ধা ক্লভজ্ঞতা চান না, বরং তাহা গ্রহণে কুক্তিত ও লজ্জিতই হন: কিন্তু যাহারা উপকার পাইল, তাহারা শ্রন্ধা কুতজ্ঞতা না দিয়া কিরপে কান্ত থাকিতে পারে ? আমরা যদি তাঁহার উপদেশ পালন করি, তিনি বারম্বার বলিয়াছেন, তাহাতেই তিনি ক্লতার্থ হন। কেশব বাবু আপনাকে কিরপ মনে করেন, তাহা ইহাতেই প্রতীত হইবে যে, তিনি এই বলিয়া প্রার্থনা করেন—'হে ঈথর, এই মহাপাপীকে পরিত্রাণ কর'; এবং এই সৃষ্ঠীত গান করেন, 'মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর ?' আমরা কোন মহন্তকে মৃক্তিদাতা বলি কি না, তাহাও আমাদের এই সকল সন্ধীতে প্রতিপদ হইবে—'আমি জেনেছি হে পাপীতাপীর তোমা বিনাগতি নাই'; 'আমার আর কেহ নাই তোম। বিনা এ সংসারে', 'তোমা বিনা বল আর কে করিবে নিন্তার?' 'নাহি দেখি নাথ এ জগতে আর যে করে মোচন আমার এই হৃদয়েরই ভার ;' 'এবার নাহি কোন ভয়, পারের কর্তা মুক্তিদাতা श्वयः श्रेश्वतः।

"উপনংহারকালে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিজয় বাবু ও যত বাবু যাহা সংবাদপত্রাদিতে লিখিলাছেন, তন্ধারা আমাদের বা আন্ধর্মের কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কিছু সাধারণ আন্ধ ভাতাদিগের মধ্যে বাহারা তুর্বলচিত্ত এবং বাহারা বর্তমান আদ্দোলনের সবিশেষ অবগত নহেন,

उाहारमत अभिष्टे इटेरज भारत ७ इटेरज्हा विकय बार् ७ यह बाहुत छ অমকলের সম্ভাবনা। ইহা শ্বণ করিয়া আমরা হৃদয়ে অত্যক্ত কট পাইয়া থাকি। কিন্তু আশা করি, তাহাদের চিত্রচাঞ্লা দ্বির হইলে, এবং আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলে, তাঁহারা আবার ফিরিয়া আদিবেন এবং ভক্তির সহিত পুনরায় প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিবেন। আমাদিগকে তাঁহারা পৌত্রলিকতা প্রভৃতি দোষারোপ করিয়া যেরূপ সাধারণের নিকট নীচ ও ছণিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা মিথাা হইলেও আমরা দে জ্ঞা তাঁহাদিগের প্রতি বিরক্ত বা ক্রন্ধ হইতে পারি না। তাঁহারা অবভানা বৃঝিয়াই এরূপ কঠোর কথা কহিয়াছেন: ঈশুর করুন, যেন আমরা ভাই বলিয়া পরস্পারের অন্যায় ব্যবহার ক্ষমা করি এবং শাস্তভাবে উপদেশ দ্বারা পরস্পরকে ভাল পথে আনিতে চেষ্টা করি। কেশব বাবুর চরিত্র যে মিথা। দোষারোপে সাধারণের নিকট দৃষিত হইবে, তাহার কিছুমাত্র আশকা নাই, এবং তাঁহার উপদেশের এক কণামাত্র সভাও কোনপ্রকার অপবাদে বিলপ্ন হইবে না এবং হইবার স্থাবনাত নাই: এইরূপ স্থির বিশ্বাস ও আশা থাকাতেই আম্রা সংবাদপত্তের উত্তর লিখিতে দাবমান হটু নাই, এবং ভবিষ্যতেও, বোদ করি, বিরত **থাকি**ব। বিশেষত: সংবাদপত্তে এ সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন করা ব্রান্ধোচিত বোদ হয় না। আপুনার। বন্ধভাবে এবং কেবল আপা ভাতাদিগের মঞ্চলাদেশে আমাদিগকে লিখিতে অফুরোধ করিয়াতেন বলিয়াই, এই পত্ন লিখিতে বাধ্য হইলাম। বিজয় বাবু ও যতু বাবুর নিকট বক্রবা এই যে, তাঁহার। যেন শাস্তভাবে আমাদের এই পত্র পাঠ করেন এবং আমাদের স্থল মত যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা যেন স্বল ভাবে বিশ্বাস করেন। যদি কেচ কপন কোন অতিরিক্ত কথা বলিয়া থাকেন বা বাবহার প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ভালা ব্যক্তিবিশেষের জনত্ত্ব সাম্বিক উত্তেজনা বলিয়া যেন ভালার। গ্রহণ করেন। আমাদের আস্থরিক বিশাদ কি, তালা ম্পটরূপে বিরত रहेता।

"অবশেষে প্রাময় প্রম্পিতার নিকট বিনীতভাবে প্রার্পনা করি থে, তিনি এই ঘোর প্রীক্ষাব সময় আমাদের সকলের আত্মাকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদিগকে কুমংস্কার ও অম হইতে এবং অহঙ্কার ও অবিশাস হইতে দূরে রাখুন, সামাক্ত মতভেদসত্তেও তাঁহার চরণতলে আমাদিগকে ভাতৃভাবস্তে প্রথিত করিয়া রাখুন।

বশবদ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মন্ত্র্যদার।
"উমানাথ গুপ্ত।
"মহেন্দ্রনাথ বস্তু।

"পুনত।—বিজয় বাবু ও যতু বাবুর প্রাংশ প্রকটন করিবার অন্থমতি তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন। বিজয় বাবু কেবল এই লিখিয়াছেন,—'কেশব বাবুর সম্বন্ধে আমার যে পূর্বের সংস্কার ছিল, একণ তাহা নাই। পূর্বের তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত গুরু বলিয়া বিশাস করিতাম, ঈশ্বরপ্রসাদে একণে সে ভ্রম হইতে নিছুতি পাইয়াছি। কেশব বাবু একজন উন্নত্তিত ধান্মিক, একণে আমার এই মাত্র বিশাস।'"

আমেরিকার 'স্বাধীন ধর্মসভা'

আমেরিকার "বাধীন ধর্মকার" হিপোটে কেনবচন্দ্রের প্রাস্থকে অভিযুত্ত

আমেরিকার 'স্থাধীন ধর্মসভার' সম্পাদক কেশবচন্দ্রকে যে পত্র গেথেন. আমরা পর্বের ভারার উল্লেখ করিয়াছি।।১) ২৮শে এবং ২৯শে মে (১৮৬৮ খুঃ) বোটন নগরে এই সভার বাধিক অদিবেশন হইয়া, অক্সান্ত কাথোর মধ্যে কেশবচন্দ্রের পত্র পঠিত হয়। এই সভার রিপোট সভার সম্পাদক কেশবচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ রিপোর্টে কেশবচন্দ্রের লিখিত পতিকার সম্বন্ধ এইরপ মত প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়:--"এইধর্ম আলিখন না করিয়া, ভারতের ধর্মকে বিশুদ্ধ একেখরবাদে পরিণত করিবার নিমিত, ব্রাহ্মধর্মনামে প্রসিদ্ধ নীতি ও ধর্মের সংস্থার ভারতবর্ষে আরম্ভ হইয়াছে, এই সংবাদ ওনিয়া বিগত শর্থ ঋততে 'স্বাধীন ধূম্মভার' পক্ষ হইতে মেই সংস্করণব্যাপারের প্রধান নেতা কেশবচন্দ্র সেনকে আপনাদের এই সভার সম্পাদক এক পত্র লেপেন। ভাতার সেট পতে ঐ প্যাতনামা মহাযা আদরের সহিত, এমন কি অতি উৎসাতের সভিত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই প্রথানিকে বন্ধুতার দক্ষিণকরপ্রসারণ মনে করিয়া, অতি অন্তরাগ-সহকারে ভ্রান্তথের করস্পর্শ প্রতিদান করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার নিকট হইতে ঐ পত্তের প্রভাতর আদিয়াছে। প্রাশন্তা ও জানপ্রাথর্যা, ধর্মোচ্ছাস ও লক্ষের বিশুদ্ধি, সারলা ও সংসাহস, মানবমান্ত্রের প্রতি ভাতপ্রেমের হুদয়বস্তা ও গাও মহুরাগেতে গ্রীষ্টীয়ধর্মশান্ত্রে যে দকল প্রেরিডাদিদের পত্র লিপিবছ আছে. সে গুলি ইচার সদৃশ নহে। এ সভা যদি আর কিছু না করিয়াও, পৃথিবীর যে স্কল স্থানকে এ দেশীয়েরা ধর্মব্রজ্ঞিত মনে করেন এবং মনে করেন যে, প্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করিলে নীতি ও আধাায়িকতায় উহার৷ চিরবিনট, দেই সকল স্থান হইতে

^{(&}gt;) करक क करक लुक्केश्व अक्टेबर ।

ঈদৃশ পত্র আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে সভা মানবমাত্রের প্রতি আতৃভাববিত্তারবিষয়ে বিশেষ উপকার সাধন করিবেন।"

"বাধীন ধর্মসভার" সম্পাদকের নিকট কেশবচন্দ্রের পত্র কেশবচন্দ্রের লিখিত পত্রিকাথানি আমরা নিম্নে অফুবাদ করিয়া দিতেছিঃ— "শ্রীযুক্ত রেবারেণ্ড উইলিয়ম, জে, পটার,

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের 'স্বাধীনধর্ম্মদভার' সম্পাদক সমীপে। "ভাতঃ,

"বিগত ২৪শে অক্টোবরের (১৮৬৭ গৃঃ) আপনার স্বাগতসম্ভাষণপত্রিকায় যে সদয় স্বেহসন্ভাষণ, য়থার্থ প্রীতি ও সহাত্ত্তিপ্রকাশ আছে, উহা আমি অতি আহলাদের সহিত গ্রহণ করিতেছি। আমাদের মণো যে দ্রতা আছে, তাহা আমি ভূলিয়। গিয়াছি, এবং আণায়িক বন্ধুতার বদ্ধনে বদ্ধ হইয়া আমাদিগের স্কদম পরস্পরের অতি সন্নিকট অন্থত্তব করিতেছি। পৃথিবীর এ অংশে সহস্ক হলয়ে আপনাদের ভাতুরের আহ্বানবাকা প্রতিবাক্য লাভ করিয়াছে, এবং সত্যধর্মবিস্তারের কার্যো সহযোগী হইবার জন্তু এক পিতার সন্থান হইয়া আমরা আমাদের হস্ত আপনাদের হস্তের সহিত অন্থরাগসহকারে সন্মিলিত করিতেছি। কি সাস্থনাপ্রদ, কি উৎসাহপ্রদ এই চিন্তা যে, আজ পচিশ বংসরের অধিক কাল হইতে ভারতে আমরা বিনীতভাবে যে ধর্মসংশ্বারের মহত্তম কার্যো প্রবৃত্ত রহিয়াছি, সেই কার্যা পৃথিবীর অন্ততম দিক্স্থ ভাতুমগুলী হইতে সহাত্ত্তি ও প্রতিপোষণ লাভ করিল, এবং ভারত ও আমেরিকা, পূর্বা ও পশ্চিম এই হইতে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া ফীত একভান-সন্ধীতে সর্বোচ্চ জগংমন্তার গোরব গান করিবে।

"'স্বাধীন ধর্মদভার' অবগতির জন্ম আপনার প্রার্থনান্থসারে আমাদের মঙলীর ক্রমিকোন্নতি, লক্ষ্য ও অন্থ্রচানের একটি সংক্রিপ্ত বিবরণ আমি নিল্লে অর্পণ করিতেছি।

ু "আটত্রিশ বংসর পূর্বের, যংকালে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশীয়গণের মনে হিন্দুপৌরলিকতার ভ্রাস্থি প্রতিভাত করিয়াছিল, দে সময়ে ভারতের প্রধান ধর্মসংস্থারক পরলোকগত রাজা রামমোহন রায়—সম্ভব যে ইহার নাম আপনারা ভূনিয়াছেন—ব্রাক্ষসমাজ বা ঈশ্বরার্চনা-সভা নামে মহান্ প্রমেশবের পূজার জন্ম কলিকাতায় একটী মণ্ডলী স্থাপন করিলেন। ভাঁছার দেশীয় ব্যক্তিগণ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া একেশরবাদী হন, এ বিষয়ে প্রবর্তনা এই মঞ্জীস্থাপনের সাক্ষাং লক্ষা। এই লক্ষা সফলত। সহকারে নিশ্বর করিবার জন্ম হিন্দুগণের আদিম শান্ত বেদকে তিনি তাঁহার সমদায় ধর্মশিক্ষার মল করিলেন। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রাচীন হিন্দধর্মের একেশ্বরবাদে বিশাস ও তংসম্পর্কীণ পুজ। পুনরুদ্দীপন করা কেবল তাঁছার উদ্দেশ্য, এইটি তিনি সকলকে জানাইলেন। কিন্ধ ইহা ছাড়াও তাঁহার অতি উচ্চ ও প্রশন্ত লক্ষা ছিল। সকল জাতির সাধারণ পিত। মহান ঈশবের অর্চ্চনায় মিলিত হইবার নিমিত্ত, কোন প্রভেদ না করিয়া সকল প্রকারের লোককে তিনি আহ্বান করিলেন: এবং এই উদ্দেশেই তিনি হিন্দুধশ্বসম্বন্ধ যেমন হিন্দু শাল্পের, তেমনি গ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মসম্বন্ধে বাইবেল ও কোবাণের প্রবচন প্রদর্শন কবিয়া সপ্রমাণ করিলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম বন্ধতঃ একেশব-বাদপ্রধান। এই জন্মই তিনি এই নিয়ম করিলেন যে, তাঁহার মঙলীতে যে উপাসনা হইবে, তাহা এমন উদার ও প্রশস্ত হইবে যে. 'সমদায় ধর্মমতের লোক মধ্যে উহা একতাবন্ধন স্তদ্য করিবে।' কাধ্যত: ব্রাহ্মসমাজ কেবল একটি হিন্দু একেশ্রবাদিম্ভুলী হইল এবং উল্লিখিত লক্ষা দৃষ্টির বহিভূতি হইয়া গেল। উপাদকের সংখ্যা আন্তে আন্তে বাডিতে লাগিল, আমার শ্রহের বন্ধ এবং সহযোগী বাবু দেবেক্সনাথ ঠাকুরের হত্তে সমাক্ষের ভার নিপতিত হইল। हेनि नुभारक नुक्त कीवन मान कतिरानन, এवः हेहात कांधा नुभाषक शतिभारन বাডাইলেন। কতকগুলি মত ও বিখাদে এবং জীবনের পবিত্রভাষাধন জন্ত প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধ করিয়া, তিনি এই উপাদকদলকে বিশ্বাদিদলে পরিণত করিলেন। তিনি ধর্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা বাহির করিলেন, আচার্ঘা নিয়োগ করিলেন, অনেকগুলি উপাসনা ও মত সম্পর্কীয় প্রস্তিকা মন্ত্রিত করিলেন, এবং অল্ল ক্ষেক বংসবের মধ্যে শত শত ব্যক্তিকে সমাজভুক ও বালালাদেশের ভিল্ল ভিল্ল স্থানে রাজা রামমোলনরায়স্থাপিত সমাজের আন্দর্শ শাধাস্থাক স্থাপিত করিলেন। এ কাল পর্যান্ত বেদকেই ধর্মের মল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সমাক্ষের সভাগণ বেদাস্তী বলিয়া পরিচিত হট্যাছেন। প্রায় কুড়ি বংসর গত হইল, বেদকে অভাস্থশাল্পদৃষ্টিতে দেখা নিবৃত্ত হইয়াছে, এবং

প্রকৃতি ও ধর্ম সম্পর্কীণ মানবীয় সহজ জ্ঞান ঈশরের শাল্পপ্রকাশস্থল, এই উদার অনবত্য ধর্মমূল উহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। সেই হইতে আদ্ধামাদ্র বিভদ্ধ আদ্ধাওলী হইয়াছে, এবং ইউনিটেরিয়ান এটানিটির সহিত 'স্বাধীন ধর্মসভার' যে সম্বন্ধ, উহারও প্রাচীন মত বিশ্বাসের সৃহিত এখন সেই সম্বন্ধ। উহার উন্নতি এখানেই স্থানিত হয় নাই। এ কথা স্তা যে, উহার মূল মৃত বিশাস সেই সময়েই স্পষ্ট নিদিষ্ট হইয়াছিল, এবং এখন প্রান্ত উচা অপরিবার্তিত আছে: কিন্ধ ঐ গুলিকে জীবনে পরিণত এবং কার্য্যতঃ উদার ও বিশুদ্ধ ভাবের ক্রমোগ্রতি সাধন করিবার নিমিত্র গত কয়েক বংস্থ যাবং বিলক্ষণ সংগ্রাম ও যত্ন চলিতেছে। হিন্দগণের যে দকল সামাজিক এবং পারিবারিক ব্যবহার আছে, তন্মধ্যে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের দোষের সংস্রব আছে. ইহা দেখিয়া সমাজ হইতে বিচাত এবং অত্যাচরিত হইবার ভয় সংস্কৃত, প্রত্যেক সভাপ্রিয় সরল আন্ধের সেই সকল ব্যবহারের উচ্ছেদ-সাধন কর্ত্তব্য হইল। অধিকসংখ্যক এই সাহসিক কার্য্য হইতে দুরে রহিলেন, এবং ব্রাহ্মগণের সংস্কৃত সংস্কার ও হিন্দুগণের পৌত্তলিকভাসংক্রত সামাজিক জীবন এ চুইয়ের মধ্যে নিবিবাদ অথচ বিবেকের অনুভূমোদিত একটা মাঝামাঝি বাবস্থা করিয়া লইলেন। পরিশেষে অতি অল্লসংথাক অগ্রসর হইলেন এবং যে স্তাধ্য বংসরে বংসরে উন্নত হুইয়া জাতিভেদের উচ্চেদ, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, স্বীষ্ণাতিকে শিক্ষা ও স্বাধীনত। দান প্রভৃতি বিবিধ সংস্কার-কাধ্য উপস্থিত করিল, দেই সতা ধর্মের মূলোপরি হিন্দুসমাজের সামাজিক ও পারিবারিক वावशानमः स्थापनकार्या अवच हहेतान। भागात्मव मछनीरक हिन्दू माध्य-দায়িকতার সন্ধীণ ভাব ও হিন্দু সামাজিক জীবনের দোষ হইতে বিমৃক্ত, এবং সমুদায় ধর্মশান্তের সভ্য নিজের শান্ত্র, সমুদায় দেশের এন্ধনিষ্ঠগণকে নিজের লোক, এবং সমগ্র সামাজিক জীবনকে বিবেকের নিদেশের অভুগত করিয়া, উদার ও বিশুদ্ধ মূলোপরি সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত, ১৮৬৬ প্রচান্দের নবেম্বর মানে ভারতব্যীর আক্ষদমাজ নামে অগ্রদর আক্ষগণ একটি দ্মাজে বন্ধ হইয়াছেন। এই সমান্ধ ভারতবর্ষে যতগুলি আক্ষুসমান্ধ মাছে, ভাহাদিগের সঙ্গে পূর্ব্বাপেকা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে এবং সমুদায় দেশে নিয়মপুর্বাক বিশ্বত ভাবে আমাদিগের ধর্ম প্রচার করিতে চান ৷ আমাদিগের মগুলী

স্থতরাং একটি দলবদ্ধ রাক্ষমগুলী, ভারত ইহার উৎপত্তি ভূমি বটে, কিছ ইহার লক্ষ্য সার্ক্ষভৌমিক; কেন না পৌত্তলিকভা, অযুক্ষসংস্থার ও সাম্প্রদায়িকভাবিনাশ, এক সভা ঈবরের পূজা ও এক সভা ধর্মের মুক্তিপ্রদ সভ্য প্রচার এবং সমগ্র ব্যক্তি ও সমগ্র জাতির মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক সংস্থার সংশোধনপূর্কক রাক্ষধর্মকে জীবনের ধর্ম করা উহরে উদ্দেশ্য।

"আমাদিগের মন্তলীর সভাসংখ্যা ঠিক গণনা করিয়া বলিবার সন্থাবনা নাই; কেন না আমাদিগের মধ্যে কোন প্রকার দীক্ষাপ্রণালী নাই। এরূপ জ্ঞানপ্রধান আধ্যাত্মিক ধর্মে এরূপ অফুষ্ঠান সন্থাবন না, অভিলবণীয়ন্ত নয়। উপরে যে প্রতিজ্ঞাপত্রের উল্লেখ হইয়াছে, দেই প্রতিজ্ঞাপত্রে বা তদপেক্ষা সহজ্ঞবিশাসবাঞ্চক নিদর্শনে প্রায় ছুই সহস্র লোক আক্ষর করিয়াছেন, এবং তাহাদিগের নাম লিপিবছ হইয়াছে। কিন্তু এ বাতীত আমাদিগের দেশে সহস্র লোক আছেন, যাহারা মনে মনে হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করেন না এবং আমাদিগের ধর্মের মূল মতে আস্থাবান, অবচ তাহারা কোন একটি বাহিরের নিয়ম অফুসরণপূর্বক আমাদের মন্তলীর সভা হইতে চাহেন না। বন্ধতঃ কথা এই, আমি যেমন বিশাস করি, পৃথিবীর অক্যান্ত সভা দেশে বন্ধনিষ্ঠতার দিকে কালপ্রভাবে চিত্তের গতি হইয়াছে, এখানেও ঠিক তেমনই: থাহারাই ভাল ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন, তাহারাই দেই পৌওলিকতা পরিহার করেন। ইহাদিগের মধ্যে কেচ কেচ প্রাইপর্ম আলিঙ্কন করেন, কেচ কেচ সংসারী হইরা যান, অবশিষ্ট সকলে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া কোন না কোন আকাবে ব্রাহ্ম হন।

"ভারতের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এবং প্রদেশে এখন ঘাট্টির অধিক রাজসমাজ আছে। এই সকল স্থানে রাজগণ সন্থাহে রজোপাসনার জন্ত একজ হন। তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞান ধর্মে যিনি উন্নত, তাঁহাকে সকলে মনোনীত করেন, তিনিই সেই দেশের ভাষায় উপাসনাকার্যা নির্কাহ করেন। আমাদিগের মগুলীতে যে উপাসনা হয়, ভাহাতে সজীত, উপদেশ, প্রার্থনা, ধ্যান এবং হিন্দু শাস্ত্র, কথন কথন অক্তান্ত ধর্মশাস্ত্র হইতে প্রবচন পাঠ হইয়া বাকে। বিশেষ বিশেষ সম্বরে ইংরাজীতেও উপাসনা হইয়া বাকে।

"আমাদিশের ধর্মের বিভ্ত ভাবে প্রচার জন্ত দেশীর এবং ইংরাজী ভাষার

দার্শনিক এবং জীবননির্দ্ধ রাহ্মধর্মের গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া থাকে। দেশের অনেক লোক এ সকলের গ্রাহক এবং পাঠক। আমাদিগের প্রচারের অস্পীভূত 'ইণ্ডিয়ানমিরার' নামক একগানি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা আছে ইহাতে রাহ্মকীর, সামাজিক এবং ধর্মসম্পর্কীর বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। এতদ্বাতীত প্রায় বারটা প্রচারক আছেন, বাহার। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাংসারিক কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন। রাহ্মসমাজ হইতে বাহা কিছু দান সংগৃহীত হয়, তত্পরি তাঁহাদিগের নির্ভ্র। এই দানে জীবনধারণার্থ যাহা কিছু প্রয়োজন, তয়াত্র নির্বাহিত হইয়া থাকে। ইহারা দেশের নানাস্থানের রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করেন, এবং শিক্ষতগণের নিকটে—কোন কোন সময়ে নিয়্রেণীর নিকটে—আমাদিগের দর্মের সত্য প্রচার করেন। দেশের নানা স্থানে যে সকল রাহ্ম আছেন, তাহাদিগের ধর্মজীবনরকা ও সজীব করিয়া তুলিবার নিমিত্র এবং রাহ্মসংখ্যার্দ্ধি করিবার জল্ল এই সকল প্রচারকগণের গোংসাহ নিঃস্বার্থ যত্ন অতীব প্রবল জীবন্ধ প্রভাব বিত্তার করিয়া থাকে।

"আপনার নিকটে থে ছ্থানি ইংরাজী পুত্তক পাঠাইয়াছি, তাহা হইতে আমাদিনের ধর্মানত কি, জানিতে পাইবেন। তবে আমি এছানে এই মাত্র বলি, যে ধর্মো 'ঈশ্বর পিতা ও মানবমাত্র ভাতা' এইটি মূলমত, এবং যে ধর্মে দকল ধর্মশান্ত্রের সতাগ্রহণ এবং দকল ছাত্তির ঋষি মহষিগণকে সমান করে, দেই ধর্ম স্বীকারপূর্কক আমরা আপনাকে ও 'স্বাধীনধর্মান ভার' অক্তান্ত সভাগণকে দমবিখাদী এবং একই পবিত্রকার্যাের সহকারিরপে গ্রহণ করিয়া, আমরা আমাদিনের স্কারের সহায়ভৃতি প্রকাশ করিতেছি।

"গভীর আহলাদ এবং লাতৃপ্রেমছনিত উংসাহে আপনার প্রেরিত সংবাদ ভারতবর্বের সহস্র সমবিশাসী আন্ধাণনের নামে আমি সাদরে গ্রহণ করিতেছি এবং 'স্বাধীনধর্মসভা' যে সাদর সম্ভাবণ করিগছেন, তাহার প্রতিসম্ভাবণ অর্পণ করিতেছি। বিশাস করুন, এ কেবল ব্যাবহারিক সম্ভাবণবিনিময় নয়। এ সময়ে আমেরিকজাতির সহাতৃভ্তি ভারতের পক্ষে অতীব অম্লা, এবং ভারতীয় জাতি আনন্দোংসাহে উহা গ্রহণ করিতেছে। মনেক বিপং করের সহিত সংগ্রাম এবং অসাধারণ বিশ্ব বাধা ও অত্যাচার বহন করিয়া, পৌত্তলিকতা এবং পাপাচারের ভীষণ অধ্বারের মধ্যে সত্যের আলোকের নিমিত্ত, আমরা আনক কাল উদ্বিপ্তিত্তে আম ও প্রার্থনা করিয়াছি এবং একা ককণাময় ঈশ্বই আমাদিগকে সাহায়া করিতেছেন। এপন তাঁহার প্রদত্ত আলোক লাভ করিয়া যেমন আমরা আনন্দ করিতেছি, তেমনি অক্তান্ত দেশে ইহার আশিষ বিস্তারের জন্ত গুঞ্চতর দায়ি ম অক্তব করিতেছি। ঈদৃশ সময়ে আমেরিকাতেও এইরূপ কাষ্যের নিমিত্ত উত্তোগ চেঠা হইতেছে, আপনি এই আনন্দকর সংবাদ দিলেন; ইহাতে আমাদের হাতের বল এবং আমাদের আনন্দ, বিশাদ ও আশা শত গুণ বাছিল। আমরা এখন মঞ্ভব করিতেছি—এরূপ অঞ্ভব আর কথনও করি নাই—ঈশরের দাম সর্বপ্রকার মিথ্যা মত ও সম্প্রদায় বিনাশ করিয়া, সম্দায় জাতিকে এক বৈশ্বজনীন আতৃত্বে নিলিত করিয়া, পৃথিবীর চারি দিকে বিশ্বত হইবে; এবং ইহা আমাদিগের পক্ষে অনির্পাচনীয় আহলাদের বিষয় যে, উরত্তমনা আমেরিকাবাসিগণ পৃথিবীর ভবিয়াং দ্বান্তলীর পথ পরিষ্কার করিবার জন্ত আমাদের সহয়ে ইট্রাছেন। এই মহং কাণ্য সম্পাদন করিবার পক্ষে ইপ্র আমাদিগের সহয়ে হউন।

"'স্বাধীনধ্মসভার' কাথাের বিবরণ অহ্ গ্রহপূর্কক স্মান্দিগ্রে স্বাধ্বর রাখিবেন বিশাস করিয়া এবং উহার কল্যাণ ও ক্তক্তাতার নিনিত্র প্রাধ্ন। ও শুভাকাজ্জা অর্পণ করিয়া, রহ্মবাদিরের সতাব্দনে হদয়ের সহিত সাপনার হইয়া থাকি।

কেশবচন্দ্র সেন,

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাক্ষের সম্পাদক।"

''খাধীনধর্মভার'' সম্পাদকের প্রভাতর

'স্বাধীনধ্যস্ভার' সম্পাদক জে, পটার ১৯শে অক্টোবর (১৮৬৮ খুঃ) মানাচ্সেট হইতে এই পত্রিকার যে প্রত্যুত্তর দেন, তাহার কিঞ্চিংশ নিয়ে অফ্রবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"প্ৰিয় ভ্ৰাতঃ.

"পুনরায় আমি আপনাকে দাদর সম্ভাষণ করিতেছি; কেবল আমার পক ইইতে নহে, এদেশের 'ঝাধীনধর্মদভার' পক হইতেও। আমরা অফুভব

করিতেছি যে, আমরা যে ভাব ঘারা পরিচালিত, আপনারাও দেই ভাব ঘারা পরিচালিত, আমাদিগের সঙ্গে আপনারা একই কার্য্যে নিযুক্ত, একই লক্ষ্য-সাধনে যত্নশীল। এক বর্ষ পূর্বের আমি যে আপনাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া-ছিলাম, অতীব পরিষ্কার স্নেহপূর্ণ ভ্রাতৃত্বব্যঞ্চক পত্রে আপনি যে তাহার উত্তর দান করিয়াছেন, তজ্জন্ত সর্ব্বপ্রথমে জনয়ের সহিত আপনাকে ধন্তবাদ দান করি। ঐ পত্র আমাদের সাধারণমানবভাবতন্ত্রী সংস্পর্শ করিয়াছে, এবং ভারতের ব্রাহ্মসমাজ ও আমেরিকার 'স্বাধীনধর্মসভার' মধ্যে একেবারে স্থদ্ সহযোগিত্বন্ধন স্থাপন করিয়াছে। · · · · ভারতে যে এন্ধবাদপ্রচারের ব্যাপার চলিতেছে, আমেরিকার সাধারণজনসমাজের নিকটে এই পত্র তাহার প্রথম অপরিষার বিবরণ দান করিল, এবং এটিজগতের বহিভূতি প্রদেশে জীবনোপরি যাদৃশ আধ্যাত্মিক সাধন ও ধর্মবিখাদের ক্রিয়া অসম্ভব বলিয়া অহুমান ছিল, ভাদশ আধ্যাত্মিক সাধন ও ধর্মবিশাদের জীবনোপরি ক্রিয়া অন্তক্ত অভিজ্ঞত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিবার পক্ষে এই পত্র এ দেশের অনেক লোকের চক্র আবরণ উল্লোচন করিয়া দিবে।এই মহন্তম কার্য্যে আমরা দ্বীরের নিকটে ভিকা করি যে, তিনি আপনাদিগকে উহার ফল্লানে স্বর হউন। সহাত্ত্তি ও অমুমোদনের কথায় আপনাদিগকে সাহায্য কর। আমাদিগের পক্ষে অতিলাঘার বিষয় মনে করি। আমি ইছা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, ভারতের ভবিশ্বং ধর্মসম্পর্কীয় সৌভাগ্য অনল্প পরিমাণে আপনার হন্তবিত; আপনি কুঞিকা লাভ করিয়াছেন, যে কুঞ্চিকা ছারা দেই প্রাচ্য শ্রেষ্ঠ জ্বাতির নিকটে—যে প্রাচ্য জাতির নিকটে পৃথিবী প্রাচীন धर्भत अन्न नमधिक भतिमार। भ्यो, व्यथठ व्याक्त छहा श्रीकात करत नाहे--- तिहे জ্ঞানপূর্ণ নিত্যোপ্নতিশীল ধর্মের রাজ্য উদ্ঘাটিত করিবেন, যে ধর্ম উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, দর্শন ও সভ্যতার সামগ্রন্থ বিধান করিবে।"

উনচত্বারিংশ মাঘোৎসব ও ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা *

(১১ই মাঘ, ১৭৯০ শক; ২৩শে জাফুয়ারী, ১৮৬৯ খঃ)

সভোর অবোঘ সাম্ধ্য

কিছ কালের জন্ম ভক্তিবিরোধী আন্দোলন পশ্চাতে রাধিয়া, আমরা উংস্বানন্দ সম্ভোগ করিতে অগ্রসর হই। সভাের অমোঘ সামর্থা যদি কেচ দেখিতে চান, তাতা তইলে তিনি এই উৎসববাাপারটি ভাল করিয়া আলোচনা " করন। ঈষাও অন্ধতা এক দিকে দোষদর্শনে প্রবৃত্ত, অপর দিকে এন্ধ-মন্দিরের ভিত্তি পরনভূমি হইতে ছাদ প্র্যান্ত উবিত। আত্ত প্রান্ত ৬,৮৯৬ টাকা সংগৃহীত হইয়া এই কাধ্য সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অমৃতলালের অক্র প্রিশ্রম ত্রদ্ধমন্তির নির্মাণ-কার্যো নিয়োজিত হুইরা, অল্লিনের মধ্যে উভাকে প্রবেশোপযোগী করিয়া তলিয়াছে। এবার ভারতবর্ষীয় আক্রসমাত্ত্ব সভালণকে মন্দিবাভাবে অলুক উৎসব করিছে ইইল না। আন্দোলনকারিগণ লোকের মন কল্যিত করিবার ভাল যংপরোনাত্তি যন্ত্র कतिरासन, किन्न देशारा कुलकाश हरेरासन ना। विरामण हरेरा आधारण উৎসব কবিবার জন্ম কলিকাতায় আগমন করিলেন। বিরুদ্ধে কোন দিন যে কোন আন্দোলন হুইয়াছিল, তাহার চিহুমাত্র লক্ষিত इडेल मा। भकरलडे डेश्यारङ अर्थ, প্রতিদিনের উপাধনা ঘন इंडेरड धन उत्र হইতে লাগিল ৷ ভক্তিবিরোধিগণের আক্রমণে ভক্তির স্রোভ অণমাত্র মন্দীভৃত হয় নাই। সেই স্কীর্ত্তন, সেই নৃত্যু বাদ্দাণকে প্রমন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

কলুটোলা হইতে সম্বীর্ত্তন করিতে করিতে এক্সমন্দির গুতিটার্থ যাত্রা

উৎসবের দিন নিকটবর্ত্তী চইল। ১১ই মাঘে (১৭৯০ শক ; ২৩শে জাম্বুয়ারী, ১৮৬৯ থঃ) নৃতন গৃহে প্রবেশ করিবার জন্ত একাস্ক উৎস্কক চইয়া, দিবাকরের

⁺ ১৭৯० महस्य । ३१३ । महत्वत्र वर्षाष्ठरम् छैन्छम्।विश्व महत्वाश्यत्र विवत्रव प्रदेशः।

উদয়ের সঙ্গে সালে অন্ন তিন শত আন্ধ আচার্য্য কেশবচক্রের বাসভবনের বিতীয় প্রকোষ্ঠে সমবেত হইলেন। সমবেতকঠে "সত্যং আনমনস্কং অন্ধ—" উচ্চারিত হইয়া হৃদয়ভেদী প্রার্থনা হইল। বহুসংখ্যক আন্ধিলা এবং প্রাচীন অপ্রাচীন হিন্দু মহিলা উপরিতলের বারাণ্ডায় থাকিয়া উহাতে যোগ দিলেন। সঙ্গীতাচার্য্য নবরচিত সঙ্গীর্তনের ধরিলেন। কিছুক্রণ সংকীর্তনের পর সঙ্গীর্তনের দল বাহির হইল। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশস্থ মুসলমান আতা এবং হিন্দু আতৃষয় "একমেবাদিতীয়ম্" "ব্লক্ষণ। হি কেবলম্" "সত্যমেব জয়তে" অন্ধিত পতাকাত্রয় ধারণ করিয়া অন্যে অন্যে চলিলেন। পথ জনতায় পূর্ণ, অথচ নিঅন্ধ গভীর। নিম্নলিখিত সঙ্গীর্তনিটি গান করিতে করিতে শনৈংপদসঞ্চালনে সঙ্গীর্তনের দল নৃতন গৃহহর দিকে অগ্রসর ইইতে লাগিল:—

"দয়াময় নাম, বল রদনা অবিখ্রাম, যুড়াবে প্রাণ নামের গুণে।

ভীবের ত্রাণ, স্থপশান্তিধাম, তাঁর চরণে; বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীনকাগুারী বিনে।

দেই দীননাথ, পাপীর গতি কাকালের জীবন, নিরুপায়ের উপায় তিনি অধ্যতারণ; দিনাস্তে নিশাস্তে কর তাঁর নাম সকীর্ত্তন, নামে মৃক্তি হবে, শাস্তি পাবে, যাবে আনন্দধামে।

স্থামাণা দয়াল নাম কর রে গ্রহণ, পাপীর হুংখ দেখে এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ; থাক চিরদিন ভক্ত হয়ে, এ নাম রাধ গেঁথে ছদরে, (ছেড়নারে) স্বর্গের সম্পত্তি এখন রেখ অতি যতনে।

দেখ দেখ চেয়ে দেখ পিতা দাড়ায়ে ছারে, ডাক্ছেন মধুর স্বরে, স্বেছজরে, প্রেমামৃত লইয়ে করে; পিতার শান্তিনিকেতনে যেতে, এদেছেন স্থামাদের নিতে, চল সবে আন্দেশতে, নামের ধ্বনি করি বদনে।

মুখে দয়াল বল দীন তু:খী ভাই সবে মিলে, সেই মধুর নামে, পাষাণ গলে. প্রেমসিদ্ধু উথলে; এ নাম সাধুর হাদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন, এ নাম নগর-বাসি! ঘরে ঘরে গাও আনিলমনে।"

उक्रमित्र श्रापन

সন্ধীর্জনের দল ন্তন গৃহের দারে উপস্থিত। গভীর ভাবোরাস্কতার সহিত নিয়লিখিত গানটি গাইতে গাইতে বাদ্যণ নবগুহে প্রবেশ করিলেন:— "চল ভাই সবে মিলে বাই দে পিতার ভবনে। ভনেছি নাকি তাঁর বড় লয়া রে চুখী তাপী পালী ছনে।

কাশাল বলে দয়া করে কেউ নাই আমাদের ত্রিভূবনে, আর কে বৃথিবে মথবাধা সেই দয়ার সাগর পিতা বিনে।

ষারে গিয়ে কাতরখরে পিতা বলে ডাকি সঘনে, তিনি থাকিতে পারিবেন না কড় পাপীদের কালা শুনে।

নিরাজয় নিরুপার যত নিতাস্ত সংলবিহীনে, সেই স্থনাথের নাথ দীনবন্ধু উদ্বাবিষেন নিজ্ঞানে।

তুর্বল অনহায় দেখে কিছু ভয় কর না মনে, ওরে অনায়ালে ভরে বাব দেই স্থামাথা দয়াল নামে।

চল সবে স্বরায় করে কিছু স্থ আর নাই এবানে, একবার যুড়াই গিছে -তাপিত গুলয় লুটায়ে তাঁর চরণে।

অক্সান দীন দরিত্র যত পতিত সন্তানে, পিতা অধ্যতারণ, বিলাচ্চেন খন. আয় রে সবে যাই দেখানে।"

उच्चवनित्र-अठिका (३५३ वाष् ३१३० वक: १०८न सामुवादी, ३४०३ वृः)

গৃহত্ব মধ্য, দার, পার্শভাগ বহু লোকে পূর্ব হুইল। বাঁহারা জনতা তেল করিয়া প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তাঁহারা নিরাশ হুইরা চলিয়া গেলেন না, সন্ধ্য প্রশাস্ত রাজবয়া পূর্ণ করিয়া দুগায়মান রহিলেন। সকল দিক্ নিডর হুইল, গন্ধীরভাবে ব্যাহ্মগণ উপবেশন করিলে, আচার্য কেশবচন্দ্র নিয়নিধিত প্রণালীতে গৃহত্ব প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিলেন:—

"একমাত্র মঞ্চনময় পরমেশরের আহ্লানে এবং আদেশে আমরা এখানে সমিলিত হইলাম। এই ব্রহ্মনিবের প্রতিষ্ঠা জন্ত, ভারতবর্ধের জন্ত আশীর্কাদ প্রার্থনা করি। ভারতবর্ধের মঙ্গলের জন্ত একমাত্র প্রমেশরের পূজা যাহাতে এখানে সংস্থাপিত হয়, এজন্ত তাঁহার রূপা প্রার্থনা করি।

"সেই অধিতীয়, জানে অনস্ত, পবিত্রতায় অনস্ত এবং দ্যায় অনস্ত, বিনি সম্পায় অভাও ফজন করিয়া পালন করিতেছেন, পালী তাশীদিপের বিনি এক মাত্র পরিত্রাতা, বিনি এখানেই আছেন, সেই পরমেশরের চরণে বারংবার প্রশাম করি: "যত মহাত্মা মহর্ষি ধর্মাত্মা সকল প্রাচীন কালে আপন আপন দেশের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, নিজ নিজ দৃষ্টান্তে পৃথিবীর উপকার করিয়াছেন, সেই চিরন্মরণীয় মহাত্মাদিগের চরণে নমস্কার করি। দেশস্থ বা বিদেশস্থ শাহার। উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের সকলের চরণে নমস্কার করি।

"যত সত্য পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, পূর্বেছিল, এখন আছে এবং অনস্তকাল থাকিবে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিবার, সাধু উপদেশে ভক্তি রাখিবার সহজ উপায়ম্বরূপ এই মক্তিপ্রদ ব্রেলাপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। যাহাতে কলহ বিবাদ তিরোহিত হয়, জাত।ভিমান বিনষ্ট হয়, ভাতগণের মধ্যে প্রণয় সংস্থাপিত হয়, মহুয়াগণ ভাতভাবে মিলিত হইয়া পরিশেষে ভক্তি ও কতজ্ঞতার সহিত ঈশবের উপাসনা করিতে থাকেন, এম্বর্গ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এগানে এক মাত্র পরমেশরের উপাসনা ছটবে। স্টু মহায়ের আরাধনা হটবে না, মহুয়া বা জাতিবিশেষের পুস্তাকের আরাধনা হইবে না; কিন্তু কেবল সভাস্বরূপ প্রমাত্মার পূজা এগানে সম্পাদিত ছইবে। এখানে জাতিভেদ থাকিবে না। হিন্দু মুসলমান যে কোন জাতি এক ঈশ্বরে বিশ্বাদ করেন, দকলে আদিয়া দেই পরব্রদের উপাদনা করিবেন। যে কেহ শাস্তভাবে ঈশ্বরের পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি এম্বানে আছুত হটবেন। যেমন সভাধাম আক্ষধাম, ভেমনি প্রেমের ধাম আক্ষধাম। সেই মুক্তিপ্রদ আহ্মধশ্ম এপানে প্রচারিত হইবে। কিন্তু যেমন পবিত্রতা ও সভাকে মত্ত্রের সৃহিত রক্ষা করা হইবে, সেইরূপ যাহাতে শাস্তি রক্ষা হয়, ভাছার যতু হটবে। কোন ধর্মের নামে অবমাননা এথানে হটবে না। সাধারণ্যে অসতা বলিয়া নিন্দিত হইবে, কিন্তু কোন বাজি বা জাতি কাহার গ্লানি করা হইবে না। সকলের প্রতি শ্রহ্মা সমাদর থাকিবে। সাহসপূর্কক প্রত্যেক অস্তা দ্রীক্কৃত করা হইবে, অথচ অস্তাপ্রায়ণ ব্যক্তিকে বিদায় করিতে হইবে না। কোন প্রকার পোদিত বা চিত্রিত পদার্থ ব্যক্তিবিশেষের স্মরণার্থ এখানে রাখা হইবে না। কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম ধরিয়া পুজ! বা आवाधना हहेरत नां य प्रकल आठाया अथानकात त्वनी हहेरछ छेलरान मिरवन, छै। हारक भाभी विलिश प्रकरल विरवहना केतिरव। छै। हात्र यमि कान দোষ থাকে, তাহা হইলে যাহাতে ভাহার প্রতিবিধান হয়, সাধারণমওলী হইতে তাহা শান্তভাবে প্রতিপাদিত হইবে। যিনি বেদীর আসন গ্রহণ করিবেন, কিংবা ধর্মবিষয়ে উপদেশ দিবেন, তাঁহাকে কেছ নির্মান বলিয়া বিখাদ করিবে না। তাঁহাকে এই ভাবে দেখিবে যে, তিনি উপদেশ দিতে পারেন, এই জগু দকলে মিলিয়া তাঁহার উপর তছিষয়ে ভার অর্পণ করিয়াছেন। ঈশরের উপরে যে দকল নাম ও ভাষা আরোপ করা হয়, যাহাতে সেই নাম ও ভাষা মহছের উপর আরোপ করা না হয়, তাহার চেটা হইবে। এক দিকে অসাধু পাপীকে আহ্বান করিয়া হান দিবে, আর এক দিকে পাপীদিগের পাপ ঘুণা করিতে হইবে। অসত্য যত কণ পুত্তকে বা মতে থাকে, তাহাকে ঘুণা করিতে হইবে, কিন্তু মহ্যুকে ঘুণা করা হইবে না; কেন না আমরা দকলেই পাপী।

"ঈশবপ্রসাদে আফ ও অপরাপর ভাতাদিগের সাহায্যে এই গৃহের করেপাত হইরাছে। যদিও ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই, ঈশব-করণায় ভাতাদিগের যদ্ধে ইহা সম্পূর্ন হইবে, সন্দেহ নাই। এই যে গৃহ সংস্থাপিত হইতেছে, সকলের গোচর করিতেছি, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের অর্থসাহায্যে হয় নাই। যাহারা সাহায্য দান করিয়াছেন, তাহারা ধন্ত! বাহারা ইহার নির্দাণে শারীরিক মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহারা ধন্ত!

"বদিও উল্লিখিত বিষয়সংক্ষে, উপাসনাসক্ষে যাহা বক্তব্য, তাহা বলিলাম, যথন ভবিষ্ণতে ইহার ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইবে, তখন অভ যাহা কথিত হইল, তাহার সকল বিধিবন্ধ ইইবে। এই উপাসনাগৃহ প্রাতাদিগের উপাসনার অভ নির্মিত হইয়াছে। এই গৃহের ইইক সকল বেমন একের উপর স্থাপিত, শেইরূপ রান্ধেরা ঈশরের উপরে সংস্থাপিত হইবেন। পরস্পরের সক্ষে একত্রিত হইয়া বেমন ইইক সকল গৃহরূপে রহিয়াছে, একটি ইইককে ভির ইইতে দিলে গৃহ রক্ষা পায় না, তেমনি রান্ধধর্মের ভ্রণস্করপ প্রত্যেক রান্ধ কথন বিচ্ছির হইয়া থাকিতে পারেন না। বিদি এদেশ হইতে রান্ধর্ম্ম বিদ্ধাহয়, অক্ত দেশে ইহা সর্ক্ষ্মণ প্রকাশ হইবে; কিন্ধ তথাপি আমানিগের মন্ধলর অন্ত, পরস্পরের হিতাকাক্ষী হইয়া যাহাতে ইহা প্রচার ও এ দেশে সংরক্ষিত হয়, তাহা আমানিগের সকলেরই চেটা করিতে হইবে। এই এক মন্ধির সকলের অন্ত সংস্থার

তিরোহিত হয়, এদেশের সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে প্রাতৃভাবে একএ করিয়া ঈশবের চরণে আনা হয়, এজন্ত এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। পাপ কি উপায়ে যায়, তাহার জন্ত কে না চেষ্টা করে? শারীরিক ব্যাধি বাহাতে যায়, এই উদ্দেশ্যে চিকিংসালয় আছে; কিন্তু পাপীদিগের আত্মার ব্যাধি-নিবারণের জন্ত গৃহ কোথায়? ঈশবের গৃহের নাম এলমন্দির। আমাদের জন্তা গৃহ কোথায়? ঈশবের গৃহের নাম এলমন্দির। আমাদের পাপবাাধি দ্র করিয়া, পরস্পরের মনের সন্দিলন করিব। এই লক্ষ্য রাথিয়া এক্সমন্দির রক্ষণীয়, চিরদিন সকলে শারণ করিয়া রাথিবেন। যাহাদের ধর্মমত শুদ্ধ ইয়া আদিয়াছে, ঈশবের কর্মন, যেন তাহারা ক্ষ্ডাবে মৃত দেহের লায়ানা থাকেন। এথানকার উপাসনা যেন জাগ্রং উপাসনা হয়। যাহাতে ভারতব্যীয়েরা এক ঈশবের উপাসনায় রত হন, এথানে যেন সর্ববদা তাহার চেষ্টা হয়।

"মহাত্মা রামমোহন রায়কে ধল্লবাদ করি। তাঁহার প্রতি চিরক্তজ্ঞ থাকিতে হইবে। সেই মহাত্মার চেষ্টায় ব্রাহ্মণ প্রথমে সংস্থাপিত হয়। তিনি সাংদারিক বছবিধ বাধা প্রতিবন্ধকতায় ভীত না হইয়া সাহসপূর্ব্বক এই ধর্ম প্রচার করেন, ভজ্জল্ঞ আমরা তাঁহার নিকট চির উপকার-খণে বন্ধ। ধল্লবাদ মহাত্মা প্রধান আচাধাকে, যিনি ভ্রাতাদিগের জীবনস্থারণ হইয়া কত উপকার করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। এই তুই মহাত্মার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা যেন কথন বিলীন না হয়। আর যিনি যে পরিমাণে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বান্ধদিগের উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধল্লবাদ করি। এই যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা তাঁহাদিগের যত্ত্বের ফল। তাঁহারা না হইলে, আমরা আদি যে এই ঈশ্রের গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতেছি, কথন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতাম না। ঈশ্রের কি কঞ্লা! যথন তাঁহাকে এক বার স্মরণ করি, দেই উপায়কেও শ্রদ্ধা করি।

"যেমন সাধু দৃষ্টাস্তে সকলের উপকার সাধিত হইতেছে, তেমনি এই গৃহে
সাধারণ লোকে উপাসনা করিয়া শান্ধি পাইবেন, ইহাই যেন ব্রহ্মান্দিররক্ষকের।
স্মরণ রাখেন। উন্নতির বাধা দেওয়ার সম্ভাবনা নাই। সত্যের এমনি প্রকৃতি
থে, মহুত্ত অসত্যের বশীভূত হইয়া থাকিলেও, সত্য সাত্মসত্য রক্ষা করে।

এক্স অনত্য চলিয়া যাইতেছে, সত্যের প্রোত অবাধে চলিয়া আদিতেছে।
আমাদের সাধ্য নাই, দে প্রোতকে বাধা দি। এই গৃহকে যেন সেই প্রোতের
প্রতিবছক না করি। বিজ্ঞানের উন্নতি, অপরাপর উন্নতি, সকল উন্নতির
প্রতি এই গৃহের ঘার উন্মৃক্ত রহিল। সকল প্রকার সত্য এই গৃহের ঘার
হইয়া থাকিবে। এই কয়েক কথা বিনীতভাবে সাধারণের গোচর করিয়া,
ভ্রাতা ভগিনীদিগের কল্প এই ব্রহ্মনির প্রতিষ্ঠা করি। সকলকে নিমন্ত্রণ
করিতেছি, শ্রহ্মার সহিত সকলকে ডাকিতেছি, সকলে শিতাকে ডাকিয়া শরীর
মন শীতল করি। আমাদের দৃষ্টান্ত দেগিয়া, আমাদের পুত্রেরা এই গৃহে
প্রবেশ করিয়া, তাহার নাম কার্তন করিবে। এখানে পিতা বর্ত্তমান, চিরকালই
বর্ত্তমান থাকিবেন। এম্বলে আমরা তাহাকেই ডাকিব, আর্চনা করিব।
ঘদিও নিরাকার, তিনি জীবস্কভাবে দেগীপামান রহিয়াছেন। এদ, সকলে
মিলে প্রার্থনাপ্রকি, ব্রন্ধোপাসনাগৃহের প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই পিতাকে ডাকি,
থিনি পাণীদিগের একমাত্র মৃক্তিদাতা ও একমাত্র পরিজ্ঞাতা।

"হে দয়ায়য়, তোমার উৎসব করি। তোমার নিকট এই প্রার্থনা, তুমি আমাদিশের নিকট উপত্বিত থাকিয়া হ্রদয়ের পাপতাপ দ্র কর। আমরা বেন তোমাকে একমাত্র পরিত্রতা জানিয়া, তোমার পূজা করিতে পারি। বে সকল প্রাণ তোমা হইতে উথিত হইয়াছে, তাহারা তোমাকে পূজা করিবে, এই আশা। এস, আশীর্কাদ কর। এই বে, তুমি আমার জাগ্রথ শিতা। প্রার্থনা ভানিয়া তুমি আমাদিশকে মাশীর্কাদ কর। এখানে তোমার উপাসকণ্ণ মিলিয়া উপাসনা করুন। অসত্য য়াহাতে য়য়য় তাহার উপায় কয়। প্রেম্বরূপ, য়াহাতে অপ্রয়য়য়য়, তাহা কর। ব্রহ্মগৃহকে তোমার পক্ষপ্টে রাশিয়া রক্ষা কর। তুমি ভক্রকের প্রাণ, তাহারা তোমাকে ছাকিতেছে, এস পাশীদিগকে উদ্ধার কর। আমার মত অনেক পাপী এখানে আসিয়াছেন, তাহাদিগকে ধর্ম বিতরণ করিয়া হতার্থ কর। আশীর্কাদ কর, বেন ভোমার সভানাম, আনক্ষ নাম সর্বান্ত ঘোষিত হয়।"

"ভাষী ধর্মনার" (Future Church) বিবরে বক্তা — ২০শে জাহুরারী, ১৮০৯ বঃ
সায়ং নয় ঘটিকার সময়, কেশবচন্দ্র "টাউনছলে" "ভাষী এবিসমাজ"

(Future Church) * বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় মাতাবর বঙ্গদেশের লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর এবং বহুসংখ্যক সম্লান্ত ইংরেজ বক্তৃতান্থলে উপস্থিত থাকেন। এই বক্তৃতার সারাংশ এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:—

(১) জগুং, জীব ও ঈশ্বর, এই তিনটি পদার্থ কোন সময়ে কোন কালে অম্বীকৃত হইতে পারে না। ভূত কালের ইতিহাদে এই তিনটি পদার্থের কোন একটিকে গ্রহণ করিয়া, অপর তুইটিকে পরিত্যাগ করাতে, ধর্মসম্বন্ধে বিকার সমুপশ্বিত হইয়াছে। যখন মাজুষের মন বাহু বিষয়ে একাক্ত আকুট ছিল, প্রকৃতির দৌন্দর্যা, গান্তীর্যা, মহত্ত দর্শন করিয়া একান্ত মৃগ্ধ হইয়াছিল, তথন মামুষ প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের পূজায় প্রবুত হইয়াছে। স্ট বস্তুর আরাধনারপ পৌত্তলিকতার অভ্যাদয় ইহা হইতেই হইয়াছে। পরিশেষে মাহুষ যথন বাহ-বিষয়-নিরপেক্ষ হইয়া বাহির হইতে ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, ত্থন আত্মার ভিত্রে ঈশ্বরের স্বরপনিচয় আরও স্পট্রপে দর্শন করিয়া দে মৃগ্ধ হইয়াছে। বিবেকের ভিতরে ঈশ্বরকে শাস্তরূপে, 'ইচ্ছার' ভিতরে তাহাকে জীবন্ত ব্যক্তিরূপে এবং অধ্যাত্ম সহজভাবনিচয়ের ভিতরে সতোর আকররূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, মাতৃষ আত্মাকেই সর্ব্বাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। উপাদনা সাধন ভক্তন প্রভৃতি সমুদায় আত্মার ক্রিয়া, স্বতরাং বাহ প্রকৃতি হইতে আজার প্রাধাত সহজেই স্থাপিত হইবে, ইহা আর আশ্রহী কি? কিন্ধু এ স্থলেও বিকার ঘটিয়াচে। আত্মার প্রতি বিমৃদ্ধ চিত্ত আত্মাকেই ঈশর করিয়া তুলিয়াছে এবং "আত্মাই ঈশর" এই কুমতে পড়িয়। আত্মপুক্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রতিজনের আত্মা অপেকা এক এক জন মহাজনের আত্মার মহত গৌরব দর্শন করিয়া, গেই গেই মহাজনে লোকে আবন্ধচিত্ত হইয়াছে। भठा, हेशास्त्र मुद्रोत्छ অनिक विभवनामी वाक्ति मःभाव आनमन कविशाह, অনেক পাপী পাপ পরিহার করিয়া সাধু সক্জন হইয়াছে, এবং কোন কালেই ইহাদিগের দৃষ্টাম্ভ পৃথিবীতে অসমানিত হইবার নহে; কিন্তু এই সকল মহাজ্ঞান-গণকে ঈশর করিয়া তুলিয়া মাতৃষ নরপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভাবী ধর্মসমাজে এই সকল বিকার কখন তিষ্টিতে পারিবে না, জগং, আত্মা ও মহাজন এই তিনেতে প্রকাশিত এক মাত্র অধিতীয় ঈশর এই সমাজে পুজিত হইবেন।

^{*} See "Future Church" in "Lectures in India" by K. C. Sen.

পুর্ব সময়ে যাহা লইয়া ধর্মের বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এ সমাজে তিষ্ঠিতে পারিবে না, অথচ তর্মাধ্য যে সভা ছিল বলিয়া লোকে ভংপ্রতি মুগ্ इरेग्नाहिल, जारा এर श्वकाद्य এदक्त्ररे विविध श्वकानक्राल ममान्छ रहेदत । যে অভাব দারা পরিচালিত হইয়া লোকে পৌতলিক হইয়াছে, অবৈতবাদী হইয়াছে, মহাজনপুজক হইয়াছে, সে অভাব পরিপুরণ করিয়া এই সমাজ এক অ্বিতীয় ঈশরের পুজা প্রতিষ্ঠিত করিবে। (২) ঈশরের প্রতি ও মানবের প্রতি প্রীতি এই ধর্মদমাক্ষের প্রধান লক্ষণ হইবে। এই প্রীতিই এই স্মাজের স্বেরাচ্চ মত। সমগ্র হৃদয়, সমগ্র মন, সমগ্র আছো, সমগ্র অক্টিডে ইখরকে প্রীতি করিলে, জ্ঞানে, ভাবে, বিখাদে, জীবনে ঈখরের সহিত অধ্ত যোগ সমুপঞ্চিত হয়, এবং মানবের চরিত্রে ঈশবের চরিত্র প্রতিফলিত হয়। ভাবী সমাজে ঈশরের প্রতি এইরূপ প্রীতিবশতঃ পবিত্রতা ও সাধুতা সম্পন্থিত হইবে, কোন প্রকার কর্ত্তব্যসাধনে আর ক্লেশ থাকিবে না। মছয়ের অভি ঈন্প প্রীতিতে নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং গৃত্সস্পর্কীয় সমন্ত স্বত্ত ঠিক হইছা আইদে, এবং দক্ত প্রকারের পাপ তিরোহিত হইয়া ধর্ম বৃদ্ধি পার। ভাবী সমাজে মানবগণের প্রতি ঈদশ প্রেম সর্বতে বিস্তীর্ণ হইবে. এবং সম্লায় পৃথিবীতে শান্তি কুশল সংস্থাপিত হইবে। (৩) ঈশবের অনম্ভ কশণা এই ভাবী সমাজের ভুভ সংবাদ। যিনি পুণাময়, তিনিই কঞ্ণাময় পিছা। ভাঁহার পুনা যেমন অন্ত, করুণাও তেমনি অন্ত। মহুক্ত জাহার নিকটে সহত্র অপরাধে অপরাধী হইতে পারে, পাপ প্রলোভনে একেবারে ভাঁহাকে ভূলিয়া ঘাইতে পারে, কিন্তু অনম্ভ করণাময় ঈশ্বর কথন তাহাকে পরিত্যাপ করিতে পারেন না, কথন ভাহাকে বিশ্বত হইতে পারেন না। পভিতপণের উদ্ধারে তাঁহার আনন্দ, তিনি দেই পতিত সন্ধানগুলির অধেষণে আপনি বাস্ত। অনিতাচারী সম্বানের আগায়িকা বস্তুতঃ পরিত্রাণের গুড় সংবাদ। ধর্মজ্ঞ ধর্মসাধনপ্রশালী মন্দ নহে, কিন্তু পতিত নিরাশ পাপিগণের স্**ৰহেছ উচা**রা কিছুই কার্য্যকর নতে। ঈশবের অনস্থ করুণার উপরে আন্থা ভিন্ন পাপীর আর কোন উপায়ান্তর নাই। স্বতরাং বিশাস করিতে হইতেছে, ভাবী সমাঞ পুত্তক, মাফুষ, কি অকুষ্ঠানাদিমধ্যে লোকের পরিত্রাণ অধেবণ করিবে না. কিছ हेबत्तव कानच प्रश्नविक्शी कक्षना उठात । शतिबार्णय एक मध्याम वर्षेत्व।

 এইরপ কথায় বস্তৃতার উপসংহার হয়:—ভাবী সমাজে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মবিবাদ পরিহার করিয়া এক হইবে; হিন্দুগণের শাস্তভাবে অনস্ত মহান্ ঈশরে স্থিতি, এবং মুসলমানগণের জগতের শান্তা প্রতাপশালী ঈশরের আদেশপালনে উংসাহ, এ তুই ইহাতে মিলিত হইবে। থ্রীষ্টধর্মের প্রভাব যে বিশিষ্টক্রপে এই সমাজের উপরে কাধ্য করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভাবী সমাজ জাতীয় সমাজ হইবে। এ কথা সতা, এই সমাজ সম্লায়পৃথিবীতে অধিকার বিস্তৃত করিবে, কিন্তু প্রত্যেক জ্বাতির ধর্মজীবনের গভীরতম স্থান হইতে উহার অভা্থান হইবে। গতবর্ষে ডাক্তার মাাক্লিয়ড(১) বলিয়াছেন, এ দেশের সমাজ জাতীয় সমাজ হইবে: তাঁহার মতাদির সঙ্গে এক মত না হইতে পারিলেও, এ কথা একান্ত সত্য। অন্তান্ত জাতির সঙ্গে এক হইয়া ভারত এক অনস্ত পবিত্র ঈশবের পূজা করিবে, ঈশব ও মানব-জাতির প্রতি অনুরাগ ও দেবা ধর্মমত বলিয়া গ্রহণ করিবে, এবং ঈশরের অনস্ত করণা পরিত্রাণের উপায় বলিয়া তত্নপরি একাস্ত বিশাস স্থাপন করিবে: কিন্তু এ সকল সমাক জাতীয় ভাবে নিষ্পন্ন হইবে। সমুদায় জাতি এক-ধর্মাক্রাস্ত হইবে, এক ঈশরের পূজা করিবে, বিখাদ ও প্রেম দকলেরই হাদয়ে সঞ্চরণ করিবে, সকল জাতি ঈশবের গৃহে মিলিত হইবে; কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই ক্রিয়ার প্রণালী বিশেষ ও প্রমুক্ত থাকিবে। সংক্ষেপত: ভাবে একতা থাকিবে, প্রণালীতে ভিন্নতা হইবে; এক দেহ হইবে, কিন্তু তাহার অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন হইবে। একটি প্রকাণ্ড জনসমাজ থাকিবে, কিন্তু তাহার সভাগণ বিভিন্ন প্রণালীতে বিভিন্ন দামর্থা ও ফচি অফুদারে কার্যা করিয়া, দেই সমাজের উন্নতি বৰ্দ্ধন করিবে। ভারত ভারতীয় স্বরে, আমেরিকা ইংলও এবং অক্যান্ত জাতি তাঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ খবে সঙ্গীত করিবে: কিন্তু সমুদায়ের খব মিলিত হুইনা, একতানলয় সঙ্গীতে ঈশবের পিতৃত্ব এবং মানবজাতির প্রাতৃত্ব প্ৰখাত হইবে।

⁽১) ১৮৬৮ বৃট্, ২৪শে আলুরারী "Regenerating Faith" বজুতা কাবণ করিছ। বলিয়ারিবেন । ৩০১ পৃটার ২২।২০ লাইন জটবা।

অক্ষুণ্ণ কীৰ্ত্তি

প্রধান আন্দোলনকারो श्रीवृक्त বছনাথ চক্রবর্তীর বিষয়কার্ব্য প্রবৃত্তি

আমরা বলিয়াছি, ব্রহ্মার্জনা, সাধন, ভন্ধন, ব্রহ্মাংস্বাদিতে প্রমন্ত ব্রাশ্বগণের নিকটে নরপূজার আন্দোলন অগ্রসর হইতে পারে নাই। জনসাধারণের
সহিত কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধ পূর্কবিং অক্স্ম ছিল। কেবল জন কয়েক মংসর
লোক বিবিধ উপায় অবলম্বনপূর্কক, যাহাতে কেশবচন্দ্র অপদস্থ হয়েন, ভাহার
জন্ত যত্ত্বশীল হইল। আন্দোলনকারী তৃইজন প্রচারকের মধ্যে প্রধান
আন্দোলনকারী শ্রীযুক্ত যত্ত্বাথ চক্রবর্তী 'কল্যকার জন্ত চিন্তা পরিত্যাগ'
পরিত্যাগ করিয়া বিষয়কার্দ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ঈদৃশ ব্রত্ত্যাগ
অবলোকন করিয়া যথন মিরার পত্রিকা আক্ষেপ করিলেন, তথন স্বী পূত্র
পরিবারের ভরণপোষণাদি কর্ত্তব্য বলিয়া, আশনার বিষয় যাগারে প্রবৃত্তি
সমর্থন করিলেন, এবং বিষয়কর্দ্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রচারব্রত্ত রক্ষা করিতে পারা
যায়, এই যুক্তি অবলম্বনপূর্কক আপনাকে তদবস্থাতে প্রচারক বলিয়া পরিচয়্ম
দিলেন। এই আন্দোলনের পর্যুবদান বলিবার পূর্কে, ভদ্মারা কেশবচন্দ্রের
কীপ্তির যে কোন ক্ষতি হয় নাই, তাহার নিদর্শনস্ক্রণ লোকের ভংগ্রতি
আগ্রহের কত্তকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদন্ত হইভেছে।

কেশবচক্রের অকুত্ব কীর্তির নিয়প্নিবরূপ ঢাকা চইতে নিমন্ত্রণ

বিগত উৎপৰ সপ্ৰমাণ করিব। দিয়া পিয়াছে যে, সাধারণ জনগণসমীপে কেশবচক্র অগ্রেও যেমন সমাদৃত ছিলেন তেমনই সমাদৃত রহিবাছেন। অন্যোলমের প্রথম প্রথম একটা হুলমুল ব্যাপার উপন্থিত হুইল, কেন না এ দেশের কোন এক জন কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তির উদৃশ দৌর্বলা প্রকাশ পাওয়া কিছু আশুরের ব্যাপার নহে; কিন্তু তাঁহার ক্রমিক ব্যবহার ও চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া সাধারণের চিত্ত সাম্যাবস্থা ধারণ করিল। কীর্ত্তি অক্ত্র থাকিবার প্রধান নিদর্শন এই যে, পূর্ব্ব বালারার প্রধান নগর ঢাকা হুইতে কেশবচক্তের

ভণায় বাইবার জন্ত সাদরে নিমন্ত্রণ-আদিল। এ কথা সকলেই জানেন যে, আলোলনকারী প্রচারক শ্রীষ্ক বিজয়কক গোলামী পূর্ববলে সমধিক সমাদৃত। তাঁহার কথায় সেই দেশের লোকেরই সমধিক চিত্তচাঞ্চল্য বর্দ্ধিত হইবার কথা। প্রথমে যে তাহা হয় নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না; কিয় অল্প সময়ের মধ্যে তত্রতা ব্যক্তিগণের মন কর্ম হইয়া আলোলনের অসারতা যে ক্রিভে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অভ্যথা ঢাকা ব্রাক্ষসমাল হইতে নিমন্ত্রণ আসিবার কথা ছিল না। এ স্থলে এ কথাও বলা সম্চিত যে, শ্রীষ্ক বিজয়কক্ষ গোলামীর চিত্ত শাস্ত হইয়া যথার্থ তথায়প্রনের জন্ত প্রস্তুত হৈতেছিল। ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে কেশবচন্দ্রের শান্তিপুরে পদার্পণ, এই ভাবপরিবর্ত্তননিমিতই ঘটিয়াছিল।

ঢাকা ষাইবার পূর্বে হপলীতে ছুটা খঞ্চাও বরাহনগরে ব্রহ্মান্দির-প্রতিষ্ঠা

ঢাকা যাইবার পূর্ব্বে ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৮৬৯ খুঃ) সোমবার হুগলীতে "বথার্থ বিয়াশিকা" বিষয়ে এবং ূ২২ কেব্রুয়ারী সোমবার হুগলী ক্যানিং ইনষ্টিটিউটে "চ্রিত্রসংগঠন" বিষয়ে কেশবচন্দ্র ভত্ততা লোকের মহুরোধক্রমে ইংরাজীতে ক্রুয়াশ্র বৃদ্ধা দেন। ১৮ই ফান্ধন (১৭৯০ শক্র রবিবার ২৮শে কেব্রুয়ারী, ১৮৬৯ খুঃ) বরাহনগরে মন্দ্রিপ্রতিষ্ঠাকার্য্য নিশাল করিয়া, ২৪শে ফান্ধন (৬ই মার্চ্চ) শনিবার ভাই ত্রৈলোক্যানাথ সাল্ল্যালকে সঙ্গে লইয়া তিনি ঢাকার গ্রমন করেন। ঢাকার প্রচারবৃদ্ধান্ত ভাই গিরিশচন্দ্র গেনের স্বৃতিলিপিতে প্রেই লিপিবন্ধ ইইয়াছে, (১) আম্বান্ত স্থলে কেশবচন্দ্রের দৈনিক বিবরণ অন্তব্যান করিয়া দিলাম।

देवनिक विवत्तर

(ঢাকা)

৬ই ম!চি (১৮৬৯ খুঃ) গনিবার—কলিকাতা ত্যাগ≀ ৮ই ু সোমবার—চাকার উপাইতি

⁽১) "পূর্ববঙ্গে এচার" অধ্যারের ২৮৯ —২৯৪ পৃথার ঢাকার এই দিতীর বাবের প্রচাধমুক্তান্ত অইশা।

>≷ 1	बार्क (२४७२ थुः) र	দললবার—"ঈশবের সহিত সাধারণ ও বি	रंभित मयकः" निरुद्ध कथा।
>∙₹	. 3	प्रवात"এकास क्रमात प्रवात प्राप्तव	कत्र" विश्वास कथा।
>>₹		রুহশাতিবার—ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ	উপাসনা।
ऽ२₹	,,	ক্রবার—''ঢাকা ত্রাদ্দসমাব্যের বিশেষ জ	कांव" विवस्त कथा।
ऽ• ≷	,,	শনিবার—ঢাকা ত্রান্ধসমান্তের সভ্যপ্রক	উপদেশ।
১৪ই		।বিবাৰ—ঢাকা ব্ৰাহ্মসমানে উপাসনা।	''विनव्र" विद्या छेशासन्।
163	, (সামবার—ঢাকা এক্ষবিভাগরের ছাত্রগণ	क উপদেশ।
ऽ०ह	"	নক্ষৰার—'সাধারণ ও বিশেষ বিধাভৃত্	विवस्त्र कथा।
১৭ই	,,	[ধ্ৰায়—'কিরুপে আর্থনা করিতে হয়' ত	विवदा कथा।
১৮ই	,, 3	হস্তিৰায়—'ভাক্ষদমাজের ঈশ্বনিন্দিন্ত	ৰাধা' বিৰয়ে একাশ্চ ৰজ্তা।
>>শে	,	শুক্ৰবাৰ—হাদেলি সাহেৰ এবং অপৰাপ	রর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।
२०८ ण		নিবার—এক্ষোৎসবের অক্ত প্রস্তৃতি।	•
२ऽदन	3	विवात-आडि •हा इहेट्ड ३०हा, ब	बनबाड़ ३हा बहेट्ड ३०हा
		(রাজি) পর্যন্ত এক্ষোৎসব।	
२२८ न	, (সামবার—এক জন বন্ধুর মৃত্যুর বিতীয়	সাংবংগরিক উপলক্ষে রম্বণার
	•	উ र्शासना ।	
२०८न	. 3	ক্লেলবার— কিকিৎ অহুত্বতা।	
२६८ण		(ধৰার"সমাজ-সংগঠনের আৰ্ভাক্তা"	विषया अथा।
**[4	. 3	হস্তিবার—'পূর্ব বাঙ্গালা রাজসমাজ	গৃহ' বিষয়ে কয়েকটি নিৰ্মায়ণ
		বিবেচৰাৰ্থ সভা।	
২ ৬শে	, •	ক্ৰেণাৰ"ধৰ্মসাধন" বিষয়ে বাঙ্গালা ভাগ	বার প্রকাপ বজ্তা।
२१८म	"	নিৰান্ত—নগাৰপুৰ আক্ষদমান্তে উপাদনা	ı
÷শে	. 3	বিৰায়—অপরাতে ত্রান্ধিকাগণকে উপদে	•
		গণকে একজীকরণ এবং 'পূৰ্ব	र्वश्ताला अक्षित्रमाम नाटम
		সভা-সংগঠন বিষয়ে সভা।	
*>(4	.,	দামবার — নর্মালবিস্তালরপরিদর্শন।	उक्रविष्ठानसम्बद्धः हाळ्नशस्य
		উপদেশ। সায়ংকালে এক	বৈৰুৰ পৃথে উপাসনা।
٥. ز۳	"	সলবাৰ —ন্ত্ৰীশিক্ষিত্ৰী-বিভালৰ ও চাক	াকালেজ পরিষ্প্র। পূর্বা-
		বালালা সমাৰের বিভীয় দেতা	
७३६७	. •	ধ্বার—ঢাকা ত্যাগ।	
•ঠা এনি	-	विवात—नाखिनुद्रतः "धर्यनामन" विवदत्रुव	কিলার বক্ত।।
	-		

हेंश्लख हरेए बरकबत्रवाही मतनाबीत शब

এই সময় লণ্ডন নগর হইতে একটা একেশববাদিনী নারী পত্র লেখেন। তাঁহার পত্র এই দেখাইয়া দেয় যে, এখানকার আন্দোলন অতি শীল্প দে দেখে গিয়। উপস্থিত হইলেও, তাহাতে তত্মতা নরনারীর মন বিচলিত হয় নাই। তিনি এইরূপ পত্র লিখেন, "আমার নিকট ব্রাহ্মসমাজ ব্যাপারটি যে বিশেষ অর্থস্চক, তাহা, বোধ হয়, আরও এই কারণে যে, স্থদভা দেশমাত্রে যে একমাত্র ঈশবের ধর্ম প্রবল চইতেছে, ভাষার সহিত ইহার ভাবের ঐক্য আছে, এবং ইহার অবলম্বিত পক্ষ আমাদেরই পক্ষ ৷ আমার অস্তর ইহাকে এত দর আপনার বলিয়া স্বীকার করে যে, যদিও নামটি অপ্রচলিত বলিয়। আমরা তাহা এপানে ব্যবহার করিতে পারি না. কিছু তথাপি আমার বিশাস যে, ভিতরের ভাব ধরিতে গেলে আমিও এক জন ত্রান্ধিকা; ইউরোপে ঈশ্বরাদী যাহাকে বলে. আমি মনে করি, ইহা কেবল ভাহারই নামান্তর।" এই সময়ে আর একটা নারী "মহাজন" (Great Man) ও "নবজীবনপ্রদ্বিশাস" (Regenerating Faith) বিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করিয়া, ভয়দী প্রশংদা-স্কুচক স্থদীর্ঘ পত্র লিখেন। অধিকন্ত তংকালে ইংলণ্ডে ওয়েকফিল্ডে "ব্যাণ্ড অব ফেপ" নামে যে একমাত্র ঈশরের অর্চনাজন্ত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার সংস্থাপক লেখেন, "আমাদের চিন্তা ও কার্যা এক, এবং এই দূরবন্তী স্থান হইতে শ্রহা ও মহুরাগের সহিত আমি আপনার হন্ত ধারণ করিতে**ছি**।"

মুক্তেরে চতুর্ব উৎসবে কেশ্বচন্দ্রের গ্রন

খানর। প্রচারের জন্মান্ত কুল কুল কার্যার উল্লেখ না করিয়া, কেশবচন্দ্রের প্রিয় ম্কেরের উৎসবের জন্ত তথায় গমন এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ২৫শে এপ্রেল (১৮৬৯ খৃঃ)রবিবার ম্কেরের চতুর্ব উৎসব। প্রাভঃকালে গটা হইতে ১১টা পর্যান্ত স্বয়ং কেশবচন্দ্র উশাসনা করেন। "ঈবরের পরিবার" বিষয়ে উপদেশ হয়। অপরাষ্ট্রে সংপ্রসক্ষ ও প্রার্থনা হইয়া, পতাকা হত্তে ধারণ করিয়া, সকীর্ত্তন করিতে করিতে গকাতটে গিয়া সকলে উপস্থিত হন। এখানে প্রম্কু আকাশের নিয়ে, স্কেনামল চন্দ্রের জ্যোংলায়, ভক্তমণ্ডলী প্রার্থিভাবে দণ্ডায়মান। স্থানীয় উপাচার্য্য প্রিযুক্ত সাধু অব্যারনাথ গুপ্ত প্রথমতঃ একটি প্রার্থনা করেন। অনস্কর প্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করিয়া, সে হিনে উৎসবকার্য্য

সমাধা করিলেন। মুক্তের ধেরপ কেশবচন্দ্রের প্রিয়, কেশবচন্দ্রও তেমনি মুক্তেরের প্রিয়। এখানে গিয়া তিনি যে উৎসব করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কি? এবার ইহাকে এখানে এক পক্ষ অবস্থিতি করিতে হইয়ছিল। এই কালের মধ্যে কি কি কার্যা হয়, নিয়লিখিত অন্থ্রাদিত দৈনিক বিবরণে সকলে অবগত হইবেন।

देननिक विवत्र -- (मूरक्त)

		दमानक । प्रमान == (नूदम्म)
२४८न ज	গ্ৰন,	১৮৬৯ হু: শনিবার—'ঈবরের বিশ্বমানতা' বিষয়ে কথোপকখন।
२६८ ण		রবিবার—প্রাতঃকালের উপদেশের বিবর, "ঈশবের পরিবার"।
		সাঃজ্ঞান সভীর্ত্তন্ত্র (গলাভটে) গ্রন ।
₹0(¶		সোমবারকথোপকখন। বিষয়—'আড়্ছ'।
२१८न		ন্ত্ৰতব্য়ে—কপোপকখন। বিষয়—'উদায় সন্মিলন'।
404		বৃধবার—ভাক্ষসমাজে (উপাস্থা) উপদেশ, 'নিশ্চিড শাভির পুকাভাস'।
476		বৃহস্তিবার —'ত্রিস্বাদ এবং আমিই পথ', এই খ্রীষ্টধর্মের মডের অর্থ
		কি, এক জন দেশীর খ্রীষ্টান বিজ্ঞাসা করাতে ভাষার
		উত্তন্ন দান।
٠.(٩		শুক্ৰৰাৰ – কংগাপকপ্স। বিষয়'শুদ্ধে খ্ৰীষ্টের ভাষের শাভাষিক বৃদ্ধি'।
১লা শে		শ্নিবার—কংখাপকথন। বিষয়—'ব্রাষ্টেডে কি অকারে বাস করা বায়'।
स्बः "		রবিষাঃ—এক্ষেস্থালে (উপাসনা), 'তোষৰা আক্ষধর্মে পাছিলাভ
		্ করিবে, ঈশবের এই অসীকার' এই বিবরে উপবেশ।
		সারংকালে কামালপুরে উপাসনাসকা। 'সংসারে 🐞 ধর্মে
		व्यवस्थातः विवरतः डेशरम्य ।
∘∄ : _		সোমবার — একজন আচীন বেশীয় গৃষ্টানের জিলাগায় উত্তর।
· 18 ·		अक्रमगात्र(मणीत चुंडानगरगङ्ग मण्डात गणन ।
¢ξ .		न्धनात-करवाशकथनः विषय-'पुटिन काव'।
·\$ "		সূহস্তিবাৰ –এ।ক্ষিকাগণের জন্ত উপাসনা। 'স্বাগ্ন আর্থনা' বিষয়ে
		छे পरम न ।
唬。		শুস্তবার—একটি বন্ধুর স্ত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে প্রার্থনা।
		মালালোর হইতে ভাড়িতসংবাদগাবি ও গঝগাবি

কেশবচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াই একটি আনন্দলনক সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। মান্দাজপ্রদেশের অন্তর্গত মালবর উপকৃলভু মালালোর নগর হইতে, নিম্নে অস্কুবাদিত তাড়িতসংবাদ (১) ১১ই মে (১৮৬৯ খু:) সায়ংকালে তাঁহার হন্তগত হয়।

"বাবু কেশবচন্দ্ৰ দেন

বান্দ্রমান্দের সভাপতি।

"আমি এবং আমাদের জাতির পাঁচ সহত্রের অধিক লোক রালধর্মগ্রহণে সম্থক্ত হইয়াছি, কারণ আমরা শৃদ্র জাতি এবং রাহ্মণগণের ন্যায় স্থশিক্ষিত হিন্দুগণ আমাদিগের সহিত আচার ব্যবহার করিতে চাহেন না; স্বতরাং বিগা বা ধর্ম বিনা আমাদিগকে জীবন ধারণ করিতে ও তদবস্থাতেই ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়। আমাদিগের সাহাযার্থ আপনি এ স্থানে আস্থন, না হয়ত আপনাদের প্রচারকগণকে প্রেরণ করন। এজন্ম যাহা ব্যয় হইবে, আমর। তাহা নির্কাহ করিব। প্রত্যারেরের জন্ম কৃড়িটী কথার মূল্য অথিম দিলাম।

বিল আরাদা।"

এই তাড়িতসংবাদ-প্রাপ্তির পর দেখান হইতে শিক্ষিতগণের মধা হইতে যে পত্র সমাগত হয়, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, তত্রতা শূলগণই যে কেবল রাহ্মধর্মগ্রহণে উৎস্ক তাহা তহে, শিক্ষিতগণের মধ্যেও এই স্পৃহা বলবতী হইয়াছে। পত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, বঙ্গদেশের যুবকগণের যে অবস্থা, মাঙ্গালোরস্থ যুবকগণেরও সেই অবস্থা। পত্রপ্রেক লেখেন, "ইংরেজী শিক্ষায় অত্রতা অনেক হিন্দু যুবকের পিতৃপুক্ষের ধর্মে অবিশাস জন্মিয়াছে, এবং হয় তাহারা সংসারী, না হয় কপটী হইয়া পভিয়াছে।"

সক্তসভার পুন: প্রতিষ্ঠা

এ সময়ে সক্তসভা (২)পুন: প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ইহার কার্য্য

⁽১) ১৭৯১ শকের ১লা জ্যৈষ্টের ধর্মতত্ত্বে এই তাড়িতসংবাদ জটবা।

⁽২) ১৭৯১ শকের ১৬ই বৈশাধের ধর্মন্তভ্রের সংবাদত্তের বেধা বার. ৯ই বৈশাধ (২০শে এপ্রিল, ১৮৬৯ খুঃ) সকলবার, আচার্যাল্ডখনে কতিপর রাক্ষরাতা মিলিত হইলা, আন্ধার গৃঢ় আভাব ও ধর্মনাধনের অত্যাবশাকীর বিবর সকলের আলোচনার জল্প একটা বিশেষ সকা হাপন করেন। ১২ই বৈশাধ, (২০শে এপ্রিল, ১৮৬৯ খুঃ) শুক্রবার হইতে প্রতি শুক্রবার আচার্যাভ্রনে এই সভার অধিবেশন হইগে রির হয়। সভার কোন বিশেষ নাম দেওরা হয় নাই। এই সভাই সক্ষত সভার প্রং প্রতিষ্ঠা, বলিরা মনে হয়। কেন না. অতঃপর, সক্ষতের অধিবেশন কিছুছাল প্রতি শুক্রবারই হইলাছিল, দেখিতে পাওরা বার।

অতি উৎসাহের দহিত দম্পন্ন হইতেছে। বাহিরে ছ্চারি জন বিশ্বেরী লোকের আন্দোলন এখনও নিবৃত্ত হয় নাই, কিন্ধু ভিতরে ভগবানের কার্য্য অক্ল রহিয়াছে। ভগবান্ বাহার গৌরবের মৃল, ভাহার গৌরব ধর্ক করে কে? কেশ্বচন্দ্রের প্রতি ভাহার নিকটন্থ বন্ধুগণের সমাদর কিছুমাত্র হান হয় নাই।

গাটুরা, গোবেরডাকা, ইছাপুর গ্রামে প্রচার

জৈনে অভিন সপ্তাহে (১৭৯১ শক) (জ্বন, ১৮৬৯ পু:) খাটুরা বন্ধ-গণের আহ্বানে কেশবচন্দ্র কয়েক জন আদ্ধাসহ তথায় গমন করেন। ভগিনী কুন্দিনী ধর্মের জন্ম তীর নিপীড়ন সহ করিয়াছিলেন বলিয়া, পাঁটুরা গ্রাম এাগালগতে প্রনিদ্ধ। কুন্দিনী স্বর্গগত। হইয়াছেন, কিন্ধ তাঁহার একাতুরাগে বে দেশ প্রচ্ছন্ত্রপে অভিভূত হট্যা রহিয়াছে। এ সংক্ষে তংকালের ধ্যতে (১) লিখিত আছে, "এক সন্যে যে গ্রামে বে বাটীতে আল্পর্যের নাম শুনিলে লোকে থড়গছস্ত হইত, যে বাটীতে পুত্র পিতার স্বেহ দয়া হইতে পঞ্চিত হইবা ত্যাপা পুত্রের তাম পৈতৃক সম্পত্তিতে নিরাশ হইয়াছিলেন, যে জনৈক গৃহস্থানী এই আধ্বংখের জন্ম বর্ষমান নারীকুলের অবস্থারস্ক্রণ স্তপ্ৰিক আদ্ধিকা কুম্দিনীর প্ৰতি ঘোর অভ্যাচার করিয়াছিলেন, দেই পরিবার মধ্যে অবাধে ওক্ষোপাসনা, সকীর্তন ও নামের ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। সেইগানে আবেধ্য ঘাইয়া আধিপতা স্থাপন করিল।" প্রথম দিন খাটুরার ভাতা ক্ষেত্রেছেন দত্তের পৈতৃক ভবনে বকুকা হয়। গ্রামস্থ এবং পার্থবড়ী গ্রামস্ক ভলু অভ্লু, বালক রুক যুবা, এবং ব্রাহ্মণ পত্তিত্বণ স্থাসিয়া বকুতা আহবণ করেন। বকুতার বিষয়— "প্রকৃত মন্দুলার।" প্রথম বকুতার প্র এক দিন উপাসনা স্কীপুন, সার এক দিন "নীতি"বিষয়ে দিতীয় বঞ্চতা হয়। ইভাপুর গ্রামে বাব জরনাথ চৌধুরী নামক এক জন শিক্ষিত জ্মীদারের বাটীতে "নফুরোর ভাতভাব, ঈবরের পিতৃভাব" বিষয়ে বফুত। এবং গোবরভাকার জ্মীদার বাবু সারদাপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়ীতে "সংসারের অনিতাতা ইত্যাদি" বিষয়ে বক্তা হয়। খাঁটুৱা, গোবরভাকা ও ইচাপুর

^{(&}gt;) ১৭৯১ লকের >লা ঝাবাছের "বর্ণ্মতত্ম" ভট্টবা।

প্রভৃতি গ্রামসমূহের জমীদার ও অপর সাধারণ লোক কেশবচক্রের বক্তৃতা প্রবণ ও তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ে, তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়। পড়েন। প্রাতা ক্রেমোহন দত্ত এবং প্রাতা বসস্তকুমার দত্তের বিশেষ আগ্রহ যতে, ঐ প্রদেশে প্রথম ব্রাহ্মধর্মপ্রচার হয়। কয়েক দিন তথায় থাকিয়া, কেশবচক্র সদলে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

ভক্তিবিরোধী আন্দোলনের অবসান

चात्मात्रात्र डीउद्यंग मभीकृड

কেশবচন্দ্র সত্যের সামর্থ্যের প্রতি প্রগাঢ আত্মাবান। বিরোধী বাভিগণ তাঁছার নিন্দা গান করিতেছে, সংবাদপত্তে তাঁছার দোষ কীর্ম্বন চলিতেছে, "নরপুজা" "মহুয়পুজা" শিরোনামে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, পুত্তিকা প্রকটিড হইতেছে, কিছতেই তাঁহার ভ্রক্ষেপ নাই; তিনি কোন কালে এই সকল কথার প্রতি কর্ণপাত করেন নাই, প্রবন্ধ পৃত্তিকাদি স্পর্শণ্ড করেন নাই। কেশবচন্দ্রের নামে কোন একটি অপবাদ ঘোষণা করিলে কলিকাতা সমাজের আহলাদ, স্নতরাং "ভরুবোধিনী" দে সময়ে তু এক কথা বিরুদ্ধে না বলিয়া কি প্রকারে চুপ করিয়া থাকিবেন; গতিকেই "নরপূজা" নামক এক থানি গ্রন্থ উপলক্ষ্য করিয়া "মহুয়পুদ্রা" শিরোনামে উহাতে প্রবন্ধ (১) বাহির হইল। 'ধর্মতত্ত্ব' সেই প্রবন্ধ পত্তন (২) করিল। অসত্য কত দিন তিটিতে পারে ? উहात छीउ दिश मनीकुछ इहेगा स्थानित। याहाता এहे सात्मानदात मृन, তাঁহারা যে যথার্থ ঘটনাগুলিকে অতিরঞ্জিত করিয়া এই বিষম বিভাট উপস্থিত করিয়াছিলেন, ভাহা তাঁহারা পাকতঃ ও স্পষ্টতঃ আপনারাই বলিয়া ফেলিলেন। ভাতা যতুনাথ চক্রবর্তী স্পষ্ট কথায় তাঁহার নিক আচরণের প্রতিবাদ না কলন, কিন্তু তিনি তাঁহার বিষয়কর্মস্থল মুঙ্গের হইতে 'ধর্মতব্বের' প্রবন্ধের উত্তরে জৈটুমানে যে পত্র লেখেন, তাহাতে "নরপুঞা" অপবাদ যে অভিরঞ্জিত ব্যাপার্মাত্র, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাঁহার পত্রের আন্দোলন-সম্বন্ধের অংশ ও ততুপরি 'ধর্মতেব্রের' মস্তব্য (৩) উদ্ধৃত করিয়া দিলেই স্থালাই

⁽১) ১৭৯১ শক্ষের বৈশাধের 'তব্বোধিনী গ্রিকার' প্রকাশিত হইরা থাকিবে।

⁽ २) ১৭৯১ শংকর ১৬ই জ্যৈক্তের ধর্মকন্ধ জ্ঞাইবা।

⁽৩) ১৭৯১ শক্তের ১লা আবাচের ধর্মতত্ত্ব পত্রথানি ও তৎসবধে ধর্মতত্ত্বের মন্তব্য উইবা।

বুঝিতে পারিবেন, 'নরপৃঞ্জার' আন্দোলন কেবল সংশয় ও সাময়িক উত্তেজনা সমুংপল্ল অসম্ভাবের প্রকাশমাত্র।

যত্রাবুর পাত্রের আন্দোলনসম্বন্ধের অংশ এবং তৎসম্বন্ধে ধর্মতত্ত্বের মন্তব্য

যত্বাব্র পত্র— "আমাদের বর্তমান আন্দোলন-সম্বন্ধে আপনি যে কয়েকটা কথা বলিয়ভিলেন, তাহা দারা ইহা প্রকাশ হইতেছে বে, আপনিও কোন কোন রাক্ষ ভাতার আচরণকে অক্তায় জ্ঞান করেন। কোন রাক্ষ ভাতা কোন মতুয়কে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন, কোন রাক্ষ এরপ বাক্য উচ্চারণ দারা ঈশ্বরাবমাননা করিতে পারেন না। কিন্তু যেমন ঘোর সাংসারিককে আমরা বলিয়া থাকি, সে সংসারের পূজা করে, সেই ভাবে যাহারা মহুয়তকে অংখা ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে। এতক্ষারা অসতা প্রচার হয় নাই।"

ধর্মতত্ত্বের মন্তব্য—এত দিন অসত্য প্রচার হইয়াছিল, এখন নরপূজার যথার্থ অর্থ প্রকাশ করিয়া সেই দোষ সংশোধন করা হইল। যে ভাবে সংসারীদিগকে সংসারপূজক বলা যায়, যদি কেবল সেই ভাবে কেশববার্র অন্তর্গত, শিক্ষাদিগের প্রতি নরপূজার দোষ আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে শব্দেতে ভিন্ন আর কিছুতেই বিবাদের কারণ রহিল না। যাহা,হউক, পত্রপ্রেরক এখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন যে, ঈশ্বরপূজা অথবা প্রকৃত পূজা যাহাকে বলা যায়, সে ভাবে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেই নরপূজা করেন নাই। তিনি ইহা জানিয়াও কেন নরপূজা কথা বাবহার করিয়া মিথাা প্রচার করিলেন, আমরা ব্রিতে পারি না। আর একটু সরলতা ও স্ত্যান্থরাগ থাকিলে, "মন্ত্যের প্রতি অথথা ভক্তি" অথবা "গুক্তজ্জি" এই মাত্র তিনি বলিতেন।

পত্র—"আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছি যে, যেরপে ঈশরের নিকট প্রার্থনা করা মায়, সে প্রণালীতে মহয়ের নিকট প্রার্থনা করা, মছয়ের পদতলে অবলৃষ্টিত হওয়া, তাঁহাকে 'প্রভূ' বা 'দয়াল প্রভূ' বলা, এ গুলি দ্বারা তাঁহাকে মহয়া সম্চিত অধিকারের অতিরিক্ত অর্পণ করা হয়। গুরুতে এরপ অতিরিক্ত অর্থাং অয়থা আফুরক্তি সর্কপ্রহয়ে ত্যাগ করা কর্ত্তর। শ্রেষ্ঠ,ভ্রাতা বা উপদেষ্টার। সাহায্য গ্রহণ করা যে কর্ত্তব্য এবং আবশ্রক, তাহা আমরা

অস্বীকার করি না; তাঁহাদের নিকট এরপ উপদেশ গ্রহণ করা অস্তায়,নহে—
'মহাশয়! আনি কিরপে এই পাপ হইতে উদ্ধার হইব, কি করিলে ঈশরকে
পাইব, আমাকে বলিয়া দিউন।' কিন্তু সভা করিয়া যেরপে ঈশরকে
পাইব, আমাকে বলিয়া দিউন।' কিন্তু সভা করিয়া যেরপে ঈশরকে
পার্থনা করা যায়, সেই প্রকার শব্দে, ভাবে ও অবস্থাতে মহুরাকে সাহাযা
দিবার জন্ত যাজ্ঞা করা অবিধেয়। অতএব আমরা এই অভিলাষ করি, যে
প্রণালী ও যে সকল বিশেষ বিশেষ শক্ষ ঈশরের প্রতি আমরা প্রয়োগ করি,
ভাহা তাঁহারই জন্ত রাথা আবশ্চক, মহুরাকে ভাহার অধিকার বা অংশ
দেওয়া উচিত নহে। ক্রভাঞ্জলিপুটে দীনহীন যাচকের ন্তায় মহুরা-সম্মুশে
উপবেশন করত, 'হে দয়াময়' 'প্রভো' 'পরিত্রাভা' প্রভৃতি শক্ষ অপ্রয়োজ্য।
বাহ্নিক স্থানের চিহ্ন যে হন্তোন্তোলন-পূর্ণাক নমন্ধার, গ্রীবা নমিত করিয়া
মর্গাদা প্রকাশ অথবা ভ্রিষ্ঠ হইরা প্রণাম, আমাদের দেশে যাহা প্রচলিত
আচে, তাহাই যথেই। সায়্টাক্ষে অবল্যন কার্যাটি অস্থাক্ষেন্যযোগ কেবল
দেবতা ও ঈশ্বেরর নিকট করেন, আমরাও ভংগীমা অভিক্রম করিব না।
আমাদের কোন কোন লাভার এইরপ বাবহার দেখিয়াই, আমরা ভাহার
প্রতিবাদ করিয়াভিলান।"

মন্তব্য—পত্রপ্রেক এত দিন যে সকল ব্যাপারকে দোষ বলিয়া কয়েক জন ভাতাকে দোষী করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তংসমদায় তিনি এখন তাঁহার নিছের মত বলিয়া স্বীকার কবিতেছেন। ভূমিট ইইয়া প্রণাম, মন্ত্রের নিকট পর্যোর পথে সাহাযা-প্রার্থনা, অপরের জন্ম ইবরের নিকট প্রার্থনা, এই তিনটীকে তিনি নরপূজা বলিয়া প্রতিবাদ ও আক্রমণ করিয়াছিলেন। এখন স্বয়া এই তিনটী অভ্যামদন করাতে কি তিনি নিজে পৌত্রলিক ও নরপূজ্ক ইলেন। এখন উভয় পক্ষের মত ও ভারস্ক্রে এক প্রকার ক্রকা হইল। কেবল স্ক্রাক্রে অবল্র্টন ও তুই একটা শক্ষ বাবহারে তাঁহার আপত্রি রহিল। বাহ্যিক স্থানের আড্রেরে আমাদেরও অমত। ইহা কেবল সাময়িক উত্তেজনার ফল বটে।

পত্র—"আপনারাও তংকালে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং এখনও স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু তংকালে তাহার স্থায়াস্থায় ব্যক্ত করেন নাই, এখন তাহা আভিশয়া-দোষে দ্যিত স্বীকার করিতেছেন, ইহাতে আমরা সম্ভূট হইলাম। যদি আপনারা পূর্বের এইরূপ স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে এড মনোবেদনা এবং কলহ বিত্তা হইত না।"

মন্তব্য — আমরা প্রেজিও যাহা বলিয়াছি, এখনও তাহা বলিতেছি।
পর্প্রেরক বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রারম্ভে যদি আমাদিগের পরামর্শ লইতেন,
আমরা এখন যাহা বলিতেছি, তখন তাহাই তাহাকে বলিতাম। কিন্তু তিনি
'ধর্মতেরে' না লিখিয়া, দোষ-ঘোষণার জন্ত সংবাদপত্তে আন্দোলন করিলেন।
ভিক্তির আভিশয়-দোষ হইয়াছে, আমরা কখন বলি না, তংপ্রকাশে শতিরিফ্
সাময়িক আড়ম্বর আছে, এই মাত্র আমরা লোকবিশেষে দেখিতে পাই; কিম্
মহায়ভক্তি ব্রাক্ষদিগের মধ্যে অধিক না হইয়া বরং অল্পই লক্ষিত হইতেছে।
ভাতার প্রতি শ্রহা শত গুণে বৃদ্ধি করা উচিত।

পত্র— "আমরা কেবল এই প্রাথনা করিয়াছিলাম যে, আপনারা এ কাগ্য-শুলিকে নিবারণ করেন, অথাং ভাহা যে অন্তায়, ভাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেন: ভাহাতে কর্ণপাত না করায় আমরা পুন: পুন: ভ্রিষয়ে আলোচন: করিতে বাধা হইয়াছিলাম।" *

এখন সকলে দেখিতে পাইবেন, যিনি সর্বপ্রধান আন্দোলনকারী, তিনি আসিয়া কোথায় পাড়াইয়াছেন। তাঁহার সহযোগী আগুদোষ স্থীকার করিয় যে পত্র লিখেন, তাহা প্রকাশ করিবার পূর্বের, কলুটোলাবানী প্রাচীন ভক ব্রাপ্ত বিশিক্ষেষ্ঠ শ্রাদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঠাকুরদান সেনের পত্র এবং কেশবচন্দ্রের তত্ত্ব আম্রানিয়ে উদ্ধৃত-করিয়া দিতেছি

> কেশৰচপ্ৰকে ঠাকুরদাস দেনের পত্র শ্রীযুক্ত বাবৃ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সমীপেয়

मचानभूतः मत्र निर्वतनिभिनः

ব্রাক্ষমগুলী যে আপনাকে লইয়া ঘোরতর আন্দোলনে আন্দোলিত হইতেছেন, মহাশরের তাহা;অবিদিত নাই! কেহ বা আপনাকে কোপন্তিতে

মুলেরে সিললা হইতে প্রভাগিখন করিয়াবে এখন উপাসনা ও উপদেশ,ছয়, ভাছার মধোই
এ সকল অবধা আচরবের বিলক্ষণ প্রভিবাদ ছিল; মন উভেজিত থাকাতে এই প্রভিবাদ
আন্দোলনকারী আভ্রবের ভ্রবর ভ্রবর শূর্ল বিট (৩৮৮ পূচা ছইব;)।

অবলোকন করিতেছেন, কেহ বা তৃঃধার্ণবে নিমগ্ন হইয়া বিষ্ণবদনে আপনার দিকে চাহিন্না আছেন। আপনকার বিপক্ষ স্বপক্ষ উভয়েই উৎপীড়িত হইন্না পভিয়াছেন। অনেক নিরপেক লোকেও কিছুই ভাবিয়া শ্বির করিতে পারিতেছেন ন।। অনেকের এরূপ সংস্থার জুরিয়াছে যে, আপনার স্থারাই নিষ্কুত্র ব্রাহ্মসমাজ কল্তিত হইল, আপনার ধারাই ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা প্রবেশ কবিল, আপনার দারাই অনেক বান্ধ খ্রীষ্টান হইয়া গেল, এবং বান্ধ্যওলী নেডা নেডীর দল হইয়া উঠিল: আপনার দারা বান্ধসমাবের যেরপ উল্লিড হইতেছিল, সেইরূপ তুর্গতিও হইল। প্রায় বংসরাবণি এই আন্দোলনের পুত্রপাত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। আপনার মৌনাবলম্বনই ইহার প্রধানতম কারণ। অনেকে দিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, আপনকার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বলা হইতেছে, সকলই সত্যা, নত্বা আপনি নিরুত্ব হট্যা রহিয়াছেন কেন্দ্ সভা বটে, উপাদনাকালে ঈশ্রদ্মীপে সময়ে সময়ে আপনি মনের তঃপ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেটী কয় জন আন্ধ শুনিতে পান। সাধারণ সমীপে এতাবংকাল আপনি কিছুই বলেন নাই। ইহাতে যে সাধারণের আপনার প্রতি কুসংস্কার বন্ধমল হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। গদি বলেন যে, এই সমস্ত হাদয়ভেদী বাক্যের আমি কি উত্তর দিব, অধ্যামী ষ্ট্রত আমার মনের ভাব সকলই জানেন, লোকাপবাদে আমার কতি कि । ্ষে কথা বলিলে চলিবে না। আপনি যে কিরূপ মহং কাথো প্রবৃত্ত ইইয়াটেন, তাহা কি আপুনি জানেন নাণ সকল বান্ধের চকু: যে আপুনার উপুরে পড়িয়াছে, আক্ষধশ্বের উন্নতি তুর্গতি অধিক পরিমাণে যে আপনার মতের টপর নির্ভর করিতেছে। এরূপ যদি নাহইত, তবে এ আন্দোলন উপস্থিত হইত না। অত্তব এই কয়েকটা প্রশ্নের উত্তরদানে উদ্বিধ ব্রাক্ষমগুলীকে সৃষ্টির করিবেন। এতংসম্বন্ধে যদি আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা করেন, মহুগ্রহপুর্বক বলিবেন। ইহা নিশ্চয় জানি যে, এই পত্র লিপিয়া আমে মাপনার ক্রদয়ে আঘাত করিলাম, আপনাকে কাদাইয়া ছাড়িলাম। কিন্তু কি করি, উপায়ান্তর নাই। সাধারণস্মীপে মাপনার মনের ভাব প্রকাশ করা মতীৰ আৰক্ষক হট্টয়া উঠিয়াছে।

বিনীত ভাবে নিবেদন, আপনি যেন মনে করেন না যে, আমি নিজের

সন্দেহভঞ্জনার্থ মহাশন্তকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধিত করিতেছি। সরলহাদয়ে বলিতেছি, মহাশয়ের প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান আন্দোলনসম্বন্ধে এক থানি ক্ষ্ পুন্তক লিখিতেছি, তন্মধ্যে মহাশয়ের হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করিবার মানসেই এই পত্র লিখিতে বাধিত হইলাম।

প্রথম প্রশ্ন—মন্থয় স্বন্ধ পাপীর পরিত্রাতা হইতে পারেন কি না? বিতীয় প্রশ্ন—মন্থয়কে ভক্তি করা কত দুর সঙ্গত ?

তৃতীয় প্রশ্ন— আপনার কি এরপ বিখাস যে, আপনি মধ্যবর্তী হইয় প্রার্থনা করিলে পাপীর পরিত্রাণ হয় ঃ

চতুর্থ প্রশ্ন—কোন কোন আদা আপনার প্রতি যে প্রণালীতে প্রদা। প্রকাশ করেন, আপনি কি তাহার অহুমোদন করেন? যদি না করেন, তবে উহা নিবারণ করেন না কেন?

এই চারিটী বিষাক্তবাণে আপনার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ করিলাম, ক্ষমাগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কলিকাত। ৯ই আষাঢ়, ১৭৯১ শক। (২২শে জুন, ১৮৬৯ খৃঃ)

অস্গত

श्रीकाकुतमाम (मन।

কেশবচলের উত্তর দান

কেশবচন্দ্র শীযুক্ত ঠাকুরদাস সেনের পত্রের নিয়লিপিত উত্তর (১) প্রদান করেন।

> প্রীতিভান্ধন শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস দেন মহাশয় সংস্কৃত্বরু।

প্রীতিপূর্ণ নমস্বার,

বর্ত্তমান আন্দোলনে আমি যে কি পথাস্ত হু:খিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না: সে হু:খ সময়ে সময়ে ঈশরের নিকট ও ভ্রাতাদিগের নিকট অঞ্চরণে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার বিশেষ হু:খের কারণ এই যে, আমি বছ দিন

^{(&}gt;) >१৯) मरकत्र >>हे खानरात्र गर्नालस्त्र प्रहेना ।

इटेट वैशिमित्रत मर्प अक्य वाम कविनाम, खाइनिस्ति। नर्प अक्समा इटेम याहारमत मरक कीवरनत मकल कार्या मध्य इडेमाहिलाम, बाहामिश्रक मरनत कथा ও श्रमस्यत श्रीि उन्यक कतिया नियाहिनाम, डांशाता भामारक नुविदंड পারিলেন না; তাঁহারা আমাকে মহাভয়ানক ও সর্বাপেকা ক্লয়বিলারক অপরাধে সাধারণের নিকট অপরাধী করিতে চেটা করিলেন। একমাত্র পরিত্রাতা ঈশরকে ভক্তির সহিত উপাদনা, যাহ। আমার বিশাদ ও জীবনের লকা, ভাছা বিলোপ করিবার লোধ আমার প্রতি আবোপ করা চটন। নিকটস্থ বন্ধরা আমাকে এত দিনের পর অহমারী, কণট, পিতার প্রস্তৃত্ব অপছারক, পৌত্তলিকতার প্রবর্ত্তক ও আয়পুঞ্জা-প্রচারক বলিয়া অভিবোগ করিলেন। ইছা অপেকা আরু কি ভয়ানক পাপে তাঁহার। আমার জীবনকে কলম্বিত করিতে পারেন । বন্ধর। ইহা অপেকা আর কি নিষ্টুর ব্যবহার করিতে পারেন ০ এখনে ইছার প্রতিবাদই বা কিরুপে করি ৷ বন্ধদিগের নিকট এট ভয়নক দোষ খণ্ডন কবিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমি অহতারী নহি, পিতার গৌরব আমি অপহরণ করি না, কোন মুধে তাঁহাদের নিকট এই কথা বলিব ্ আবার যথন শারণ করি যে, তাঁহারা আমাকে অবিশাদ করেন. এবং আমার প্রতিবাদ শুনিয়াও তাঁচাদের প্রতায় নাট, তথন আত্মপক সমূর্থন কবিবার চিফাত্তেই জন্ম বিদীর্গ হয়। যদি আভাবা মামার মত ও চরিত্র বাস্তবিক উক্ত লোষে দ্বিত মনে করেন, করুন: यদি সে দোষ ঘোষণা क्तिएक हान, ककन । हेबरद्रद निकर्त यागि क विश्वत निव्यवाधी चाहि. कडे आभात गर्बहे: जिनि यनि आभारक ताथी ना करतन, मण्डलात भिथा। अनवारम আমার কিছুই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। উক্ত প্রাতাদিশের নিকট আমার এইমাত্র অন্তরোধ, তাঁহার। যেন মনে ন। করেন যে, আমার প্রতি নির্দর ব্যবহার করাতে আমি বাগ বা খুলা করিয়া তাঁচাদিগকে পরিভাগে করিয়াচি। আমি উচ্চাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কেন না ভাঁচারা বে খামাকে মাক্রমণ করিতেছেন, তাহা নিক্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ক্ষর নতে, কিন্তু আমার মত ও চরিত্রসমতে তাঁচাদের ঐরণ সরল বিখাস: আমার हेम्हात विकक्ष इटेटन ७. मत्न विचारमत श्रीक सामात खेका ताथा कर्खवा। বিতীয়ত: ঠাছারা আমার মনেক উপকার করিয়াছেন এবং ভজ্জন আমি

তাঁহাদিগের নিকট চিরক্লতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ; তৃতীয়তঃ তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারের দেবা করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ের সঙ্গে গ্রথিত আছে। তাঁহাদের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ নিগৃত সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে, তদ্বিক্ষকে তাঁহাদিগকে ঘুণা বা ক্রোধ বশতঃ অতিক্রম করা আমার পক্ষে মহাপাপ, তাহা হইতে ঈশ্বর আমাকে রকা ক্রন।

আপনি যে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাদা করিয়াছেন, উহার সহ্তর-প্রদানে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমি দশ বংসর কাল বক্তৃতা ও পুস্তক দারা সাধারণের নিকট এবং বন্ধুমণ্ডলী মধ্যে আমার মত ও বিশ্বাস প্রচার করিয়াছি; এখন কি আমার নিজের আবার ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে? এমন কি কোন বন্ধু নাই, যিনি এত দিন আমার নিকট যাহা শুনিয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষভাবে যথার্থরূপে ব্যক্ত করিতে পারেক্রে? যাহা হউক, আপনি যখন আমাকে দোষী জ্ঞান করেন না, এবং কেবল সাধারণের মঙ্গল উদ্ধেশে এবং বন্ধুভাবে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাদা করিয়াছেন, আমি উহার যথোচিত উত্তর লিখিতে বাধা হইলাম।

- ১। ঈশর পাপীর একমাত্র পরিত্রাতা। মহুয় এবং জড় জগং পরিত্রাণপথে সহায় হইতে পারে, কিন্তু পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা ঈশর ভিন্ন আর
 কাহারও নাই। সাধু ব্যক্তিরা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগের মহোপকার
 করেন, ঈশরের সাহায়ে অতিশয় জঘন্ত লোকদিগকে সভ্যের পথে আকর্ষণ
 করেন এবং অতি ভয়ানক ভয়ানক পাপ হইতে নির্ব্ত করেন। কিন্তু তাঁহারা
 যতই উন্নত পবিত্র হউন না কেন, তাঁহারা কাহাকেও পরিত্রাণ করিতে পারেন
 না । অন্তঃ শুণা; দয়া ও শক্তিবিশিষ্ট ঈশর ভিন্ন কেহ পরিত্রাণ করিতে
 পারেন না ।
- ২। সকল মহায়কে ভ্রাত্নিবিবশেষে প্রীতি করা ও পিতা মাতা আচাগা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে ভক্তি করা কর্ত্তর। মহায়কে মহায়জানে হত দূর ভক্তি করা যায়, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না। গুরুভক্তি ও সাধুসেবা কদাপি দ্যণীয় নহে, বরং উহা স্বাভাবিক এবং ধর্মাহ্রাগের অনিবার্ধা ফল। গুরু বা সাধুকে পূর্ণ ব্রহ্ম অথবা তাহার একমাত্র স্পভ্রান্থ অবতার-জ্ঞানে ভক্তি করা ব্যাহাধ্যবিক্ষ।

- ৩। আমি মধ্যবর্তী ইইয় প্রার্থনা করিবে, ঈশর যে আমার অস্থরোধে বা আমার পুণাগুণে অপরকে কমা অথবা পরিত্রাণ করিবেন, আমার কথন এরুপ শুম হয় নাই। তবে ইহা আমি বিশাস করি যে, সরলভাবে পরস্পরের মঙ্গলের জন্ত ঈশরের নিকট আমাদের সকলেরই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, এবং সে প্রার্থনা ভক্তিসস্থত হইলেই দয়ময় পিতা তাহা স্থাসিক করেন। এই মতের অস্থবর্তী ইইয়া রান্ধেরা সময়ে সময়ে আমাকে এবং অপরাপর বন্ধুদিগকে ঈশরের নিকট তাহাদের হিতের জন্ত প্রার্থনা করিতে অস্থরোধ করিয়া থাকেন। যে ধর্ম ঈশরকে অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলশ্বরূপ বলিয়া শীকার করে এবং প্রভাক পাণীকে তাঁহার অবাবহিত সম্লিধানে আসিয়া উপাসনা করিবার অধিকার দান করে, সে ধর্মে মধ্যবিভিত্তর মত স্থান পায় না।
- । যে প্রণালীতে আমার কোন কোন ভাত। আমাকে সন্মান করিয়। পাকেন, আমি কথনই তাহ। অনুমোদন করি না। কেন না প্রথমতঃ আমি উराর উপযুক্ত নহি। লোকে যেরপ আমাকে সাধুবাদ করেন, আমার হুদয শেরণ নহে, ইহা আমি সর্বাদাই অন্নভব করিতেটি। বন্ধরা আমার নিকট যে সকল উপকার লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার অপবিত্র মনের গৌরব কিছমাত্র নাই, ঈশবুই তাহার মল কারণ: কেন না তিনি সামাল নিকট উপায় ছারা অনেক সময় জগতের হিত দাধন করেন। স্থতরাং বন্ধগণের শ্রন্ধা, ভক্তি ও কতজ্ঞতা কেবল দহাময় ঈশবেরই প্রাণ্য: তাহাতে আমার অধিকার নাই, এবং তাহা গ্রহণ করিতে আমার অংশাগ্য মন কুটিত ও লক্ষিত হয়। আমার অবশ্রই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার আক্ষাতাদিগের মধ্যে অনেকের ঈশ্বরভক্তি ও সাধৃত। আমার অপেকা অধিক, এবং আমার পরিত্রাণের একটি বিশেষ উপায়। দিতীয়তঃ বাঞ্চিক সম্মানের আভ্নর আমার বিষেচনার অনায় ও অনাবশ্রক। প্রকৃত প্রশ্না ভব্কি মান্ধরিক, বাহ্নিক नकराव हात्र इहेरल উहात विस्ति कि हिरोत महावना नाहे। कि भकाखरत अका-अकारनत जािजन्या हरेता. वशरतत **मानक मनिहे हरे**रिक পারে: এ ছাল উচা যত পরিহার করা যায়, ততই ভাল।

উল্লিখিত সম্মানসমূহে আমার অমত ও সংখ্যাচ আমি বার বার বন্ধুদিগের নিকট প্রকাশ কবিয়াতি: কিছু বোধ করি, হৃদয়ের উত্তেজনাবশত: তাঁহার।

আমার কথা গ্রাহ্ম করেন নাই, এবং আমার অনিচ্ছা জানিয়াও, তাঁহাদের যথন যেরপ ইচ্ছা হইয়াছে, তথন সেইরপ বাবহার করিয়াছেন। আমি যে ম্পষ্ট অফুজ্ঞা বারা উক্ত ব্যবহার নিষেধ করি নাই, কিখা কঠোর শাসন বারা তলিবারণের চেটা করি নাই, ইহার গুঢ় কারণ আছে। আমি নিগ্চয় জানিতাম, এরপ বাহ্মিক সম্মানের আড়ম্বর বান্ধদিগের মধ্যে দীর্ঘ কাল থাকিবে না। উহা হৃদয়ের সাময়িক উত্তেজনার ফল, স্বতরাং ঐ উত্তেজনা ক্রমে স্থির হইলেই বাহিরের আতিশ্যা-দোষ পরিমিত হইবে। ধণি উহাতে বিখাদের দোষ থাকিত, যদি আমার বন্ধুরা উপধর্ম ও কুসংস্কারের অফুবতী হইয়া আমাকে অবতার অথবা মধাবতী জ্ঞানে পূজা করিবার জন্ম ঐ রূপ বাঞ্ সম্মান করিতেন, তাহ। হইলে উহা স্থায়ী হইয়া মহা অনিষ্টের হেতু হইয়া উঠিত। কিন্তু আমি কথনই এ লোঘে তাহাদিগকে অপরাধী মনে করিতে পারি না। আমার দৃঢ় বিখাদ এই যে, তাঁহার। কেবল ন্রান্তরাগের প্রথম উবেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তজ্জ্মত বাছাফুর্চানের আতিশ্য্য-দোষে দোষী হইয়াছেন। স্বাভাবিক নিয়মে ঐ বেগ স্বস্থির হইবে, সন্দেহ নাই। এপনই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, অপরের স্বাধীনতার উপর হন্তক্ষেপ করিবার আমার অধিকার নাই। বন্ধদিগকে অধীন করিও। অহুরোধ ও আদেশ দারা আমার মতের দিকে আনয়ন করা আমার পুরুত্তি ও ধর্মসংস্কার উভয়েরই বিরুদ্ধ। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে উল্লক্ত হন এবং ২শ্মের অফরোধে ও ঈশরের আদেশে সভ্যের পথে অগ্রসর হন, এই আমার ইচ্ছ: এবং ইছা আমার তাবং শিক্ষা ও শাসনের নিয়ম। "এই কাধ্য কর, এই কাধ্য করিও না" আমি বিশেষ করিয়া এক্সপ শিক্ষা প্রদান করি না; কি সভা, কি ঈশবের আদিই, ইহা সাধারণরূপে ব্রাইতে চেষ্টা করি, কেন না তদ্বারা সকল অবস্থাতে মহন্ত আপনা আপনি কর্ত্তবা জানিয়া স্বাধীনভাবে ভাচা সম্পাদন করিতে পারেন। এ নিয়নের অল্পা মামি করিতে পারি না। কেন না আমার অন্তরোধে যদি কেই কোন কার্যা করেন, আমি ভক্তল ঈশরের নিকট দায়ী: মতরাং এ অপরাধ হইতে আমি দরে থাকিতে চেষ্টা করি, এবং এই জন্তই দুচ্তা সহকারে আমি সকল সময়ে উক্ত নিয়মের অভুসরণ করিয়া থাকি। ইহাতে বন্ধুরা কথন কথন অপ্রসন্ধ ও বিরক্ত হন; কিন্তু কি করি, ঈশুরের আজ্ঞা পালন

हितर्छ इं इटेर । वर्खमान बारमाननमध्य चामि व्लाहेकरण निरंत्र किंद्र নাই বলিয়া বে আমি নিশ্চিম্ভ আছি, তাহা নহে; সাধারণ রূপে উহার দোৰ ওণ ব্ঝাইতে এবং উভয় পক্ষকে সত্পদেশ দিতে আমি ক্রটি করি নাই, এবং অমি আশা করি, তাঁহারা আপনারা ক্রমে সত্যাসত্য ব্রিয়া ঈশবের আদেশে সতা পথ অবলম্বন করিবেন। যদি বন্ধদিগের মধ্যে কেই আমার উপদেশ **ও**নিয়া তদত্তরপ বিখাস ও কার্যা না করেন, আমি সে জন্ত কঠোররূপে তাঁহাকে মিখাতেন বা পরিত্যাগ করিতে পারি না। গ্রাহ্মধর্মবীজে বিশ্বাস থাকিলেট আমার নিকট সকলে আন্ধা বলিয়া পরিগণিত ও সমাদত হন; অতিরিক্ত বিষয়ে, কাহারও ভ্রম বা অবিশাদ থাকিলে আমার ত্যাগ করিবার অধিকার নাই, বরং নিকটে রাধিয়া ক্রমে তাহাকে সভ্যের পথে আনিতে হইবে। বিশেষত: নিতাম্ভ দীনভাবে বাহারা আমাকে ভাই বলিয়া অনেক দিন হইতে আমার আশ্রম লইয়াছেন, যাহাদের মধ্যে কেছ কেছ পিত্যাতৃহীন ও নিরাশ্রম এবং নিরুপায়, বাঁহারা অন্ততপ্ত ও ব্যাকুলহদয়ে ধর্মের কঠোর সাধনে কাষ্মনোবাকো নিধুক্ত হইষাছেন, তাঁহাদিগকে আমি বিদায় করিতে পারি না; টাহাদিগের উন্নত ভাব পোষণ ও সামায় ভ্রম দূর করা আমার সর্বতোভাবে কর্ত্রবা। নির্দ্ধররূপে এমন লাতাদিগকে বিনায় করিলে আমি ছোর অপরাধে থপবাধী ভইন।

ঈশ্বপ্রপ্রাদে সকল ব্রাহ্মন্তাত। সন্তাবে মিলিত হইয়া সত্যের পথে, কল্যাপের পথে অগ্রসর হউন এবং শাস্থি সম্ভোগ ককন, এই আমার প্রাণনা।

জীকেশবচন্দ্ৰ সেন।

ত্রম স্বীকার করিছা শীধুক্ত বিজয়কুক গোখামীর পঞ

এপন আমরা শ্রীযুক্ত বিজয়ক্ত গোস্বামীর পত্র (১) উদ্ধৃত করিয়া নবপূজা মান্দোলনের উপসংহার করিতেছি।

শ্ৰদ্ধিক ধৰ্মতত্ত্ব-সম্পাদক মহাশয়

मभौरभय् ।

यविनय निर्वतन-

ভক্তিভালন প্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গেন মহাশবের প্রতি কয়েক জন এক

⁽ ३) शज्यांनि ३९०) नरकत ३७३ जावारमत "वर्षकरण" महेवा ।

ভাতার ভক্তিপ্রকাশে আতিশ্যাদর্শনে ব্যথিত হইয়া, তিন্নবারণের জন্ম আমি বিগত আশ্বিন মাদে (১৭৯০ শক) উহা সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম। দেই সময় হইতে এই ব্যাপার লইয়া রান্ধমগুলীর মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছে, এবং অনেক স্থলে উহাতে ভয়ানক বিবাদ বিসন্ধাদ উংপন্ন হইয়াছে। অনেকে উংসাহপূর্বক পরস্পারের মানি প্রচার করিতেছেন এবং অনেক তুর্বলচিত্ত ব্যক্তির অবিশাস ও কুসংস্কার বৃদ্ধি হইতেছে। এ সম্দায় অনিষ্ঠ ফল দেপিয়া আমি যার পর নাই তুংথিত হইয়াছি। আমিই অনেকটা এই আন্দোলনের মূল কারণ, এই জন্ম আমার আরও বিশেষ তুংথ হইতেছে; অতএব ইহার অনিষ্ঠ ফল নিবারণের জন্ম আমার এ সময়ে চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমার পূর্ববিধি হালতে ভাব কি এবং আন্দোলনসম্বন্ধে বিশেষ অহুসন্ধান করিয়া আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা ব্যান্ধমগুলীর নিকট বিনীতভাবে প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বর করুন, যেন এই পত্র হারা সকলের সন্দেহ বিবাদ দ্র হয় এবং সকলের মধ্যে সত্য ও সন্তাবের বিস্তার হয়।

আমি প্রেপ্ত বলিয়াছিলাম, এখনও বলিতেছি যে, উল্লিপিত ভাতারা যে প্রণালীতে ভক্তি প্রকাশ করেন, তাহা আমার বিবেচনায় দুষণীয় ও অনিষ্ট-কর। কিন্তু এরূপে ভক্তি প্রকাশ করা রাক্ষধর্মবিরুদ্ধ মত ও ভাব হইতে উংপন্ন হয় কি না, তাহা আমি পূর্ব্বে বিশেষরূপে জানিতাম না। বাছিক আড়ম্বরের অবশ্রুই দৃষিত মূল থাকিবে, ইহা মনে করিয়া আমি আমার ভাতাদিগকে মহুস্থ-উপাসনা-দোষে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম এবং এ সম্বদ্ধে মূক্ষের ও এলাহাবাদে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কেহই ক্পপ্ত উত্তর না দেওয়াতে আমার উক্ত সংশ্বার দৃটীভূত হইয়াছিল। এক্ষণে আমার সে সংস্থার নাই। আমি অহুসন্ধান করিয়া এবং দেখিয়া স্থির করিয়াছি যে, কেবল বাহ্নিক কার্য্য এবং শব্দে আতিশ্যা-দোষ আছে। তাঁহাদের মতে কোন দোষ নাই। যাহারা এইরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেইই মহুস্থ উপাসনা করেন না এবং ঈশ্বর, অথবা মৃক্তিদাতা, অথবা পাপী ও ঈশ্বরের মধ্যবন্ধী জ্ঞানে কোন মাছুষের নিকটে প্রার্থনা করেন না। কেশব বাব্র প্রতি তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা যতই অযৌকিক হউক না, তথাপি আমি কথনই এরূপ মনে করিতে পারি না যে, তাঁহারা উক্ত মহাশয়কে

ভক্তপরিবারের জ্যেষ্ঠ আতা এবং পরম উপকারী বন্ধ ভিদ্ন আন্ত কোন ভাবে দেখেন। এইরপ বাহ্নিক ব্যবহার মহয়ের প্রতি ষতই আন হয়, ততই ভাল, কেন না তন্ধারা অপরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি আতাদিগকে বিনীতভাবে অহুরোধ করি যে, তাহাদের নিজের মত যদিও বিশুদ্ধ, তাহারা হুর্কল আতাদিগের মঞ্চলের জন্ত যেন ভক্তির এমন সকল বাহ্ন লক্ষণ রহিত করেন, যদ্ধারা ঐ সকল বাহ্নিদিগের অপকার হইতে পারে।

কেবল ম্কেরে পৃষ্টস্থদ্ধে যে তৃইটি সংগীত হইয়াছিল, তাহা আমার বিবেচনায় আন্ধর্শাবিক্ষ। কিন্তু আমি শুনিলাম, আন্ধ্রসমাজে ঐ সংগীত গান করা হয় নাই; স্থতরাং উহা লইয়া আন্দোলন করা অপ্রয়োজন।

ভক্তিভাজন কেশব বাব্র প্রতি কথনই দোষারোপ করি নাই। অপর ভাতারা তাঁহাকে সম্মানার্থ যেরপ বাবহার করুন না কেন, তিনি তক্ষপ্ত দায়ী নহেন। তিনি দেরপ সম্মানের অভিলাষী নহেন, তক্ষপ্ত কাহাকেও অহরোধ করেন নাই, বরং ইহা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহা অনেক বার বলিয়াছেন। তিনি স্পট্রপে ঐ রপ সম্মান-প্রকাশে নিষেধ করেন নাই, তাঁহার কেবল এই টুকু ক্রটি আমি দেখিয়াছিলাম; এতথাতীত বর্তমান মানোলনে তাঁহার অনুমাত্র অপরাধ নাই, ইহা আমি নিশ্চয়রপে বলিতে পারি।

একণে আমার শ্রদ্ধাপদ প্রাতা যত্নাথ চক্রবর্তী মহাশংকে অফুরোধ করিতেছি যে, তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া বর্তমান আন্দোলন হইতে নির্ত্ত হউন; তাঁহার আশকা করিবার মার কোন কারণ নাই, এখন নির্থক প্রাতাদিগের দোষ ঘোষণা করিলে পিতার নিকট অপরাধী হইতে হইবে। তাঁহারা যখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ঈশর ভিন্ন আর কাহারও পূজা করেন না, তখন তাঁহাদিগকে অবিশাস করা অভায়। এত কাল বাঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া আমরা আহার উন্নতি সাধন করিয়াছি, তাঁহাদিগের সরল সত্য বাক্যে অবিশাস করিয়া, তাঁহাদিগকে নির্যাতন করা মকুতক্ষতার কার্যা, সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভ্কিডাঞ্জন কেশব বাবুকে যে প্রণালীতে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীতে তাঁহারা অভাভ শ্রদ্ধাভালন প্রতিক্রে ধথা পরিমাণে সম্মান করেন। ইহা দারা তাঁহাদিগের মতসম্বন্ধে কোন বিক্রম্ভ ভাব দেখা যায় না:

কারণ সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা করা মহুয়ের স্বভাবসিদ্ধ কাষা। স্বত্ঞ আহ্ন, পুনর্বার পূর্বের আয় এক পরিবারে মিলিত হইয়া, দয়াময় পিতার রাজে শান্তি-সংস্থাপন এবং বিন্তারপূর্বক পরম্পরে অমূল্য ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ সহোগ করি। পরিশেষে সম্দায় আন্ধ ভ্রাতাদিগের নিকট আমার সাহ্নয় নিবেদন এই যে, তাহারা কেশব বাব্কে অকারণে এবং নিষ্ট্র ভাবে আক্রমণ নাকরেন, এবং তাহার অহুগত শিশ্বদিগের প্রতি মহুয়োপাসনা দোষারোপ নাকরেন। আমার হাদাত বিশাসম্ভাক এই পত্র পাত্র করিয়া তাহারা সকল সংশায় দূর করুন। বর্ত্তমান গোলখোগে চতুদ্দিকে যে প্রকার ভ্রানক শুদ্ধতার মহামারী উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বারা যে কত ভ্রাতার সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এক্ষণে বিশেষ উৎসাহের সহিত এই মহামারী নিবারণ এবং প্রকৃত বিশাস ও ভক্তি-বিন্তারে যত্তশীল হইয়া, শাপনাদিগের এবং দেশম্ব ভ্রাতাদিগের মঞ্চল সাধন করুন।

১৫ই আবাঢ়, ১৭৯১ শক (২৮শে জুন, ১৮৬৯ খুঃ) শীবিজয়রুক্ত গোস্বামী :

"নরপূজা" সম্বধে "ইভিয়ান মিরায়ে" আংব্রু

প্রতি। বিজয়ক্ষ গোস্থামীর পত্র 'ধশ্বতত্বে' প্রকাশিত হইবার পর, 'নরপূজ্য' সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়ান মিরারে" একটি স্থলীর্থ প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধের শেষাংশ আমর। অফ্বাদ করিয়া দিতেছি, কেন না এতদ্বারা এ সংক্ষে প্রধান প্রতিবাদকারী এক কেশবচন্দ্রেরই জন্ম ব্রাহ্মগণ মধ্যে যে নরপূজা কদ্যাপ প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা সকলেরই স্কুদয়ক্ষম হইবে।

"মামরা অপবাদদান ও অপবাদগওনের উল্লেখ করিলাম, এখন এ দহদে আমাদের মত কি, লিখিবার অবঁশিষ্ট রহিয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিরারকে দকলেই জানেন, ইনি দর্ব্যকার পৌত্তলিকতার বিরোধী। আমরা যে কখন পৌত্তলিকতাতে প্রশ্রেষ্ঠ দিব, ইহা একাস্থ অসন্তব। কোন হট মুখ্য বা বন্ধর পূজা আমাদের চক্ষে অতীব ঘুণ্য। চৈতন্তেরই পূজা হউক, আর উন্নতিশীল আক্ষগণের নেতারই পূজা হউক, উভয়ই সমান ঘুণার্ছ। কেশবচন্দ্রের পূজা করাতেও যে লাভ, একটি কুকুর বা এক খণ্ড প্রস্তর পূজা করাতেও দেই লাভ। এক জন আক্ষের পক্ষে ইহা বিশেষ ভাবে নিন্দনীয়, কেন না একজ্বার তাহার প্রতিজ্ঞাভক্ষনিত অদ্ধাহয়। অভএব যদি এমন কোন

ভ্ৰান্ধ থাকেন, আমরা তাঁহাকে ধর্মত্যাগী এবং পৌত্তলিক বলিয়া গণা করি। মধাবজিতা বা অপরের জন্ম পাপক্ষমাপ্রার্থনা, এ সম্বন্ধেও আমাদিগের আপত্তি অতীব প্রবল। যদি ইছা বিশাস করা হয় যে, কেশব বাবুর পাশক্ষমার পার্থনা বাতীত কোন আন্ধ পরিয়াণ লাভ করিবেন না, অধবা কেশবচল্ল মধাবলী হট্যা না দাডাইলে ঈশর দে বাক্তিকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, তাহা হইলে ইদশ বিশাস অব্যান্ধোচিত বলিয়া এবং ঈশবের কুপাসমুদ্ধে বান্ধপের যে বিশেষ ভাব আছে, তাহার বিরোধী বলিয়া আমরা উহার প্রতিবাদ করি। প্রত্যেক ব্রান্ধ, যতই কেন তিনি পাপী হউন না, দ্যাময় পিতার সাক্ষাং নিকটবন্ধী হইতে পারেন: এবং অপরের ষত্ত পাপক্ষমার প্রার্থনা ব্রাহ্মধর্মের একান্ত অবিষয়। যদি কোন ব্রাহ্মের পক্ষে কেশব বাবুকে পাপক্ষমাপ্রার্থনাকারী বলিয়া পূজা করা অন্তায় হয়, তাহা হইলে কেশ্ববার যদি আপনাকে পাপীদিগের পাপক্ষমাপ্রার্থনাকারিরপে উপস্থিত করেন, তাহা হইলে তাহাও অপরাধকর। ধিক তাহাকে, যদি তিনি এরপ কগন করেন, অথবা তাঁহার মনে ঈদুশ ভাব পোষণ করেন! খ্রীট—বাঁহার পাছকা-বন্ধনী চন্দ্ৰন করিবার তিনি উপযুক্ত নহেন-তাহার মত উদ্ধারকর্তা হইবার নিমিত্ত তিনি যদি উচ্চাভিলাষ পোষণ করেন, তাহা হইলে হয় তিনি আছ निर्स्वाध, ना हम जिनि हजार क्रिकी स खायक । सामना जेनदा याहा विनाम, তাशहे विनिहेक्स स्माहेरिक ए. माना क्या का का का का का का का का দিন মহয়পুঞা বা মহয়ের মধাবরিতের ভীষণ বিরোধী। ইহারা বে অপবাদ দিয়াছেন, তাহা ধনি সভা হইত, তাহা হইলে এই অকল্যাণের উচ্ছেদ অস্ত আমরা নিজে আহলাদের সহিত ইহাদিগের পৃষ্ঠপোষণ করিতাম। সৌভাগা करम এहे अनुवान भिथा। এवः यनि अनुवाननाड्या अभीत अवः উত্তেশিত না হইতেন, তাহা হইলে এ অপবাদ কখন:উঠিত না। বান্ধদিপের মধ্যে किছु मिन इहेल, य आत्मालन উপস্থিত इटेबार्ट, তारांत ११ रकान मृत,नाहे, এ কথা আমরা বলিতেতি না। মল ঘটনা এই, মছয়পুলা, মতবিকার বা পৌত্তলিকতা ঘটে নাই: কিন্তু ভক্তিপ্ৰকাশের বাহুপ্রণালী ও কথার মাডিশব্য ঘটিয়াছে। কোন কোন আম বন্ধ কেশবচন্ত্র এবং ভারার বন্ধগণের প্রতি বাহিরে সমধিক ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন; প্রথমতঃ কুক্চি, বিতীয়তঃ

বাহাহছানপ্রিয়তা, তৃতীয়তঃ এমন সকল কার্যা যাহাতে অনিষ্ট সাধন য লোকে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা, তাদুশ কার্য্য সকল করার দোষে আপনাদিগকে দোষী করিয়াছেন। এ জন্ম আমরা সে দকলের প্রতিবাদ করিতে কুটিত নহি। আমরা দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি, তাঁহাদিগের কাগ্য-প্রণালী অযথোচিত, অনিষ্টকর এবং জ্ঞানশৃতা। এক জন মাহুষ যতই কেন ধার্মিক হউন না, তাঁহার প্রতি 'পুজনীয়' 'নিম্বল্ক' 'দ্যালপ্রভূ' 'পাপীর গতি' এ সকল শব্দ প্রয়োগ করা দৃষণীয় এবং অধিকমাতায় বাহাামুষ্ঠানপ্রিয়তাও দৃষণীয়। হত শীঘ্র এ সকল ব্যবহার অস্তহিত হয়, তত্ই ভাল। কিন্তু এ সকল ব্যবহার ও ভাষার যতই কেন আমরা বিরোধী না হই. হ্রদয়ে কাহারও পৌত্তলিক ভাব আছে, ইহা আমরা সর্বাধা অস্বীকার করি। যাহাদিগের প্রতি অন্যায়রূপে এরপ অপবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং নিষ্ঠুররূপে আক্রমণ করা হইয়াছে, আমরা যত দুর জানি, তাঁহারা এক অদ্বিতীয় সত্য ঈশবের উপাদক। তাঁহাদিগের হাদয় ঈশ্বরভিভিতে পূর্ণ। মঙ্গলময় পিতার আরাধনাতে তাঁহার। অতীব উৎসাহান্বিত; তাঁহাদিগের জীবন উচ্চ আধ্যাত্মিক; বলিতে পারা যায়, তাঁহারা প্রার্থনা ও ধ্যানে জীবন অতিপাত করেন: এবং দ্যাময় পিতার গুণকীর্ম্বন ও স্তবন্ধতিতেই তাঁহাদিগের আমোদ। কথা বা ব্যবহারের কিছু কিছু আতিশয় ঘটিয়াছে, এজন্ম এ সকল ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসসম্বন্ধে দোষ আন্মন করিতে আমর। সাহস করি না। এ সকল ব্যক্তির ভাব বা দুট-সংস্থারের বিরুদ্ধে লিখিতে সাহসী হইলে, আমরা আমাদিগের হাত কলিংত করিয়া ফেলিব; যদি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আমরা পৌত্তলিকভার মিগ্যা অপবাদ মনে মনেও পোষণ করি, তাহা হইলে আমাদের জনয় মলিন হইবে। यथार्थ है এ कथा ভाবিতেও आभारतित क्रिश इप्त, य मकन वाक्ति अधिकीय ঈশবের অফুগত দাস, বিশাসী বিনয়ী এবং প্রেমিক, বাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে গিয়া অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, কেবল কুফচি এবং আতিশ্যানিবন্ধন মহয়পুজার অপবাদে তাঁহারা অপবাদগ্রন্ত হইবেন। ে ব্রাহ্মদল পাপী এবং দীন হইলেও বিশ্বস্ত ও অমুরক্ত, সেই ব্রাহ্মদল কেবল কি এক অভিশয়োক্তিমূলক ভ্ৰম ক্ষম্ম সূত্ৰপুত্ৰক বলিয়া ছণিত, নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইবেন? এক্লপ মিথ্যাপবাদ সমূলে বিনষ্ট হউক। আমরা

আমাদের যাহা কর্ত্তর করিলাম, এখন সাধারণের বিচার করিবার বিষয়।
আমরা এই দৃঢ় বিশাদে আমাদের লেখনী সংযত করিলাম যে, সম্দায়
নিরপেক্ষচিত্ত সল্লোক, বাহাদিগের উপরে দোষারোপ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে
দোষনিস্ক্ত করিবেন এবং প্ণাময় দশ্ব অভ্যাচরিত ব্যক্তিগণকে আশীকাদ
করিবেন।"

"बात्मालन" विषय छेशामन

(১৮ই জৈয় ষ্ঠ, ১৭৯১ শক; রবিবার; ৩০শে মে, ১৮৬৯ খুঃ)

আন্দোলন সময়ে কেশবচক্র এই আন্দোলনকে কোন্ দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়াছেন, নিম্নোদ্ধত কেশবচক্রের উপদেশটি(১) বিশিট্রপে তাহা প্রদর্শন করিবে।

"জগতের মঙ্গল সাধন উদ্দেশেই সময়ে সময়ে ধর্মগদ্ধে জনসমাজে আন্দোলন হইয়া থাকে। যথন জনসমাজ নিস্তিত থাকে, কিংবা মানবমগুলী পাপে অভিভূত হইয়া পড়ে, তথন দয়াময় পিতা পদাঘাত করিয়া দকলকে সচেতন করিয়া দেন। সকল বিষয়ে তাঁহার দয়া যেমন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এ সম্বন্ধেও তাঁহার দয়া উজ্জনতররূপে প্রকাশ পায়। কেবল অবিশাসনেত্রে দেখিলেই হৃদয় ভয়ে আকুল হয়, নিরাশা আসিয়া মনকে আক্রমণ করে। মঙ্গলময়ের অনস্ত দ্যার উপর বিশাস করিয়া যদি দেখা যায়, তবে স্প্রৈপে প্রতীয়মান হইবে যে, এরূপ আন্দোলনে পরিণামে জনসমাজে অশেষ উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

"ব্রাক্ষসমাজে সময়ে সময়ে যে সকল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে কি ঈশবের মঞ্চলহত্ত দেনীপামান দেখা যায় না? যপনই কোন বিশেষ মূচাব বা দোষ আমাদিগের অনিষ্ট করিয়াছে, তথনই তাহা দূর করিবার জ্ঞাত একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। একণে যে আন্দোলনে অনেক ব্রাক্ষ ছাতার মন আলোড়িত হইয়াছে, তাহা যে আমাদের মঙ্গলের জ্ঞা এবং উহাছারা যে ব্যাক্ষমগুলীর কভকগুলি বিশেষ অভাব মোচন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কে না শীকার করিবেন যে, ব্যাক্ষদিগের মধ্যে অনেকের উপাসনা শুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, অনুষ্ঠানের বাক্ষ আড়েশ্বর লইয়াই অনেকে

⁽১) ১৭৯১ দকের ১লা প্রাবদের ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত।

ব্যতিব্যন্ত ছিলেন, কলহ বিবাদ আদ্ধদিগের অঙ্কের আভরণ হইয়াছিল, অহয়ার আদিরা তাহাদিগের মধ্যে আধিপত্য করিতেছিল, নিরাশা আদিরা তাহাদের ফদরকে মৃত্যান করিতেছিল; এমন কি, কেহ কেহ নিরুপায় হইয়া উপাসনা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতেছিলেন! পুত্রদিগকে এইরূপ সম্বটে পতিত দেখিয়া দ্যার সাগর পিতা কি নিশ্চিম্ব থাকিতে পারেন? তিনি অমনি ভক্তির মধুম্য পথ সম্ভানদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। অনেকে ঐ পথ অবলম্বকরিয়া মদোষ-সংশোধনে যত্তবান্ হইলেন এবং অহয়ার, অবিখাস ও নিরাশা হইতে মৃক্ত হইয়া প্রকৃত বন্ধোপাসনার মধুরতা সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। মৃষ্ মু অবস্থায় অবস্থিতি করত যাহারা মৃত্যুর সিরুক্তবিত্তী হইতেছিলেন, ভিতর পথে আসিয়া অনেকে পুনজীবন প্রাপ্ত ইইলেন। এটা করিতে কথা নহে। অনেকেই স্বচক্ষে ইহা প্রভাক্ষ কবিয়াছেন।

"আতৃগণ, বিনীত ভাবে বলিতেছি, ভীত হইও না, নিরাশার হত্তে মনকে সমর্পণ করিও না। কিয়ংকাল অটল ভাবে থাকিলেই দেখিতে পাইবে, এই আন্দোলনের নিয়তম প্রদেশে কিরপ স্থার প্রপ্রথণ নিহিত রাহয়ছে। সময়ে যে তাহা শতধা হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্লাবিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ করিও না। শরীরের রক্ত বিনির্গমন হইবার আবশুকতা হইলেই শরীরে কত রোগ প্রকাশ পায়। আবার ঐ কভদ্বারা সম্দায় বিরুত রক্ত বিনির্গত হইবামার শরীর স্কৃত্তা লাভ করে। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যক্তরে যে যে দোষ রহিয়াছে, সেই সমত্ত দোষ নিরাকরণ করিবার জন্মই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, ভাহা সংশোধিত হইলেই সমাজ শাস্ত ভাষ ধারণ করিবে এবং স্বল ও স্কৃত্তা হাল সংশোধিত হইলেই সমাজ শাস্ত ভাষ ধারণ করিবে এবং স্বল ও স্কৃত্তা ইন্ধা উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু তত দিন এইরপ আন্দোলন চলিবে, যত দিন ইন্থার উন্দেশ্য সিদ্ধ না হইবে, যত দিন ব্রান্ধেরা আপন অভাব মোচন করিয়া ভক্তি ও বিশাস সহকারে কুলয় মনকে পবিত্র, উন্নত এবং প্রশত্ত করিতে না পারিবেন।

"আদ্ধাণ, এখন ভোমাদের কি ইইয়াছে? সংসারের সদে ভড়িত থাকিং। কেবল এক এক বার উপাসনা করা ডিল্ল আর কি হয়? আমরা সংসারের পদতলে হালয় মন প্রাণকে উৎসর্গ করিয়। ভাহারই দাসত্ব করিয়া রহিয়াছি। কেবল সকলে সময়ে সময়ে উপারের উপাসনা ও ধর্মসাধন করিয়া থাকি! পিতার নাম করিবামাত্র যে পাপ তাপ ধ্বংস হয়, কৈ এরপ বিখাস ত আঞ্বও হাদারক আধিকার করিতে পারে নাই। সমস্ত দিন তাঁহার উপাসনা এবং তাহার নামকীর্ত্তন করিয়া স্থবী হুইবার জন্ত থথোচিত আগ্রহ এবং লালসা কোথায়? তাঁহার জন্ত সকল স্থ পরিত্যাপ ও সকল হংখ বহন করা যায়, এরূপ দৃষ্টাস্থত আজ্রও তোমরা দেখাইতে পার নাই। ঈশরের নিমিন্ত, ধর্মের নিমিন্ত রাক্ষদিগের মধ্যে কে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হুইয়াছেন? ধর্মপ্রচারের জন্তুই বা কি করা হুইয়াছে? প্রিত্র ব্রাহ্মধর্মের ঘারা এত দিনে দেশের অতি সামান্ত উপকার করা হুইয়াছে, সন্দেহ নাই। ভারত বর্ষের মহাপাপসাগ্রের বক্ষে ব্রাহ্মসমাজ এক পানি ক্ষুত্র তর্মীর ক্রায় ভাসিতেছে, ঘোর পাপ অন্ধ্বারের মধ্যে একটা ক্ষুত্র ভারকার লায় মিট্ মিট্ করিয়া জলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রস্তুত গৌরব এখনও এ দেশে সম্যক্ রূপে প্রকাশ পায় নাই।

"এখন এই আন্দোলন দেখিল যেন আমৱাভয়ে ভীত নাইই। স্মার্জ পরিত্যাগ করিয়া যেন প্লায়ন না করি। আমাদের ঈশ্বর এখনও জীবস্থ জাগ্রং ভাবে বিবাজমান বহিহাছেন। তবে কেন আমরা নেত্রীনের হায় হতাশ হটব, তবে কেন আমরা চতদ্দিকে অন্ধ্বার দেখিয়া অবদল হটব দ পিত। আমাদের তুর্দ্ধণা দেখিতেতেন। পুত্রের বিপদে তিনি কি উদার্থীন থাকিতে পারেন ৮ কংনই না। দয়ার সাগর আমাদের ভংগে কপন নিক্ষ হুইতে পারিবেন না। এ সময় তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এই পরীক্ষার সময় যাহাতে তাহার প্রদশিত ভক্তির পথে অটল ভাবে থাকিতে পার, তক্ষর ভাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি বল দিবেন। এ সময়ে স্বার্থপরবশ হউষ্টা কেবল নিজে নিজে অটল ভাবে থাকিবার চেটা করিপে ক্রতকার্য্য হইবে না: অন্ত ভাতারাও যাহাতে বিপদ্দাগর হইতে রক্ষা পাইয়া ভক্তি-ভূমিতে আসিতে পারেন, ভাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে আমরা সকলে একত্রিত হইয়া পরস্পরের মঞ্চল সাধন করিতে পারি, ভাষার জন্ত ধন্ত ক্রিতে হইবে। একাকী আমরা কিছুই করিতে পারি না। আহ্মসমাজ বিপদের তরুকে আন্দোলিত হইতেছে, এখন সকলে মিলিয়া সেই সমাজকে রকা করিতে হটবে, ভাষা চটলে সকলেই বাঁচিতে পারিবে, পলায়ন করিয়া ্ একাকী বাঁচিবার উপায় নাই। এখন আপনার প্রতি যেমন, সাধারণের প্রতিও শেইরূপ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল আপনার দিকে দেখিলে চলিবে না। সকলকে এক পরিবারস্থ মনে করিতে হইবে। এক জন আন্ধ ভক্তির পথ ছাড়িগ্র शिल एवं क्विन जोहात्रहे मर्कामण हहेरत. जोहा भरत कृति छ ना ; जोहात -नर्सनात्म वामारमञ्ज नर्सनाम, তाहात मृजार वामारमत मृजा, এইরূপ মনে করা কর্ত্তব্য। এইরপ স্নেহ-সহকারে সকলের সঙ্গে যোগ রাখিয়া উন্নত হইতে হইবে, তবেই মঙ্গল; নত্রা হৃঃথের সীমা থাকিবে না। নিরুষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় যেন (क्ष्ट काहारकं अभित्र काल मा करतम, एवस हिश्मा हित्र काल कित्र मानस्य যেন কেছ এই আন্দোলনে হতকেপ না করেন। এরপ করিলে তিনি বান্ধনামে কলত্ব আরোপ করিবেন. এান্ধনামের মধ্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন না. ঈখরের নিকটও অপরাধী হইবেন। থাহাদিগের সঙ্গে মতের অনৈকা হয়, অথ্যে তাঁহাদিগের ভ্রান্তি দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত, ইহাতে ক্লতকার্য্য না হইতে পারিলে ঈখরের নিকট তাহাদের জ্ঞা প্রাথনা করা উচিত; কিন্তু তাঁহাদিগকে ঘুণা করিয়া পরিত্যাগ করা কোনরূপেই উচিত নহে। জিশার শব্যং যে প্রণালীতে পাপীদিগকে উদ্ধার করেন, আমাদিগকেও তাহার অহকরণ করিতে হইবে। তিনি দোষ দেখিলে কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু অল্লে আহে ক্ষেত্ ভারা সকলকে বশীভূত করেন। যদি ভাতাকে ক্ষমাকরিতে নাপার, ভবে কোন্ম্থে পিভার নিকট ক্ষমা প্রভাাশা কর ?. নিজে কাহাকেও কমা করিব না, কিন্তু রাশি রাশি অপরাধ হইতে নিছুতি পাইবার জন্ম প্রতি মুহুর্তে পিতার নিকট প্রার্থনা করিব। এইরূপ হিংদা খেব প্রভৃতি গৃঢ়ভাবে হৃদয়ে পোষণ করিয়া প্রার্থনা করি বলিয়া, আমাদের প্রার্থনা গ্রাফ হয় না, প্রার্থনার ফল দেখিতে পাই না, নিরাশ হইয়া পড়ি। ক্রমে ক্রমে দয়াময়ের উদার দয়ার প্রতিও অবিখানী হই। যদি পাঁচজন এ সময়ে প্রকৃতরূপে ভক্তির এবং ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে, তবে এই সকল ষ্পসম্ভাব ক্রমে চলিয়া যায়; প্রাতভাব বিস্তার হইতে থাকে।

"বাহারা বর্ত্তমান আন্দোলনের স্তর্জাত করেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রথমেই বলিয়াছিলাম, বাঁহাদের সঙ্গে ভোমাদের মতের অনৈকা ইইয়াছে মনে করিতেছ, তাঁহাদের দোষ ঘোষণা না করিয়া, তাঁহাদের ক্রম অপনয়নের নিমিত্ত পিতার নিকট প্রার্থনা কর, তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। আমি নিশ্চয় বনিতে পারি, যদি তাঁহারা অহগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমার কথা শুনিতেন, তবে ব্রাক্ষমগুলীকে এত হাদয়বেদনা সহ্ব করিতে হইত না। একণে বিষেষানল যের প্রপ্রজনিত হইরা উঠিয়াছে, তাহাতে আরও হাদয়বেদনা পাইতে হইবে। কিছুদিন অবিশাসের প্রোত্ত হয়ত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইবে, সাধুভক্তনিগের অপবাদ ঘোষিত হইবে, ঈশবের বিশেষ রূপার প্রতি অনেকের সন্দিহান হইতে হইবে। নিজের বলের উপরই সম্পৃণ নির্ভর যাইবে, নিজেই ব্যাক্ত হইয়াছে, নিজের বলেই ব্যাক্ষর ইতি পারে হাইবে, নিজেই বাক্ষর ইয়াছি, নিজের বলেই ব্যাক্ষর উপরার হইতে পারে হ দিন দিন এইরপ নিজের গৌরবই প্রচার হইবে, এবং অহক্ষারের ধর্মের প্রাত্তাধ হইবে। বাত্তবিক যাহারা এ সময় ঈশবভক্তি ও আত্তাব চাড়িয়া শুদ্ধ অহকারী মনে মতের অনৈক্য উপলক্ষে কেবল পরম্পরকে নিয়্যাতন করিবেন, তাহাদের অবস্থা অতান্থ পোচনীয় হইবে।

"এই আন্দোলন সম্বন্ধ আমার নিজের কথা আর বলিতে পারি না।
দশবংসরকাল ক্রমাগত ভোমাদের নিকট আমার মত স্পাইরূপে বাজ্
করিতেছি, তবু কি প্যাপ্ত হইল না? আমার যাহা হয়, তাহাই হইবে।
আর বেন আমাকে অগ্রিপরীক্ষায় পড়িতে না হয়। এত দিনের পরে কি আমি
বলিব যে, আমি 'একমেবাছিতীয়মের' উপাসক, তিনিই এক মাত্র পার্পীর
পরিত্রাতা, মধ্যে আর কেহই নাই ? এটাও কি আমাকে বলিতে হইবে যে,
আমি ঈশরের প্রভূত অপহরণ করি নাই, আমি ঠাহার পরিত্রাণের ক্ষমত।
হরণ করি নাই ? ত্রাহ্মগণ, আমি কত বার তোমাদিগকে বলিয়ছি, আমি
নিজে পালী, নিজের পাপের জন্তই বাজ, অনুকে কিরুপে পরিত্রাণ করিব ?
এতাবংকাল আমি তোমাদের সক্ষে একত্র উপাসনা করিলাম, মনের কথা
খুলিয়া বলিলাম। এ সময়ে কি তোমরা কিছুই বলিবে না? তোমরা কি
ভান না, আমার মত ও বিশ্বাস কি, আমি তোমাদের সক্ষে কিরুপে সম্বন্ধ করি ?
আমি কি বিনীতভাবে তোমাদিগকে এত দিন প্রভূ বলিয়া সেবা
করি নাই ? আমাদের পিতা প্রম দ্বাময়, তিনি পালী তালী দীন হুলী
সকলকে নিকটে আসিতে অধিকার দেন এবং অভ্যন্ত ছবিত ভ্যন্ত সম্থানের

প্রার্থনা প্রবণ করেন। প্রাত্ত্বপণ, আমি বার বার তোমাদিগকে বলিয়াছি দে, আমার হৃদয়ের একান্ত ইচ্ছা এই যে, তোমরা প্রত্যেকে সেই দয়ময়ের অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর এবং তাঁহার পবিত্র সহবাস সজ্ঞোগ কর। আর কাহারও বারে য়াইতে হইবে না। সেই একমাত্র পাপীর গতিকে ভাক। তাঁহারই চরণে পড়িয়া মনের সকল তুঃথ তাঁহাকে জানাও, তিনি তাহা দ্র করিবেন। পতিতপাবন অবিতীয় ঈশর ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। এত স্পষ্ট করিয়া বারবার তোমাদিগকে এই সকল কথা দশ বংসর ক্রমাগত বলিলাম, অবশেষে যাহা কথন বলি নাই, ভাবি নাই, সেই দোষ আমার প্রতি আরোপ করা হইল, এত দিনের পর আমাকে এই ক্রদয়ভেদী ভয়ানক অপবাদ সহা করিতে হইল!

"হে অন্তর্যামী দয়ময় পরমেখর, তোমার নিকটে ত মনের কথা কিছুই গোপন নাই। তুমি সর্ব্বসাক্ষিরপে সকলই দেখিতেছ। আমি যদি কোন সময়ে ভ্রম বা ইচ্ছা বশতঃ তোমার প্রভুত্ব অপহরণ করিবার মানস করিয়া থাকি, তবে তুমি আমার দান্তিক মনকে চুর্ণ কর। মধ্যবর্তী হইবার ইচ্ছা যদি কোন কালে আমার মনে উদিত হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাকে বিনাশ কর, এবং অমঙ্গলের স্নোত্ত অবরোধ কর। পিতা, লোকে আমার নামে স্বেভ্রানক অপবাদ ঘোষণা করিতেছে, তাহা যেন পরীকা জ্ঞান করিয়া আমি শাস্কভাবে বহন করিতে পারি। আমার শরীর মনকে লোহবং কর, যেনুআমি বিনা কষ্টে বন্ধুদিগের এই সমস্ত প্রবল আঘাত সহা করিতে পারি। পিতা, খাহারা আমাকে আক্রমণ করিতেছেন, তাহারা কুটিলতার জন্ত নহে, কেবল না বুঝিতে পারিয়াই আমার হৃদয়ে বাথা দিতেছেন। তুমি তাহাদিগকে আশীর্কাদ কর এবং ক্লপ করিয়া তাহাদের ভ্রম শীত্ত দর করিয়া দাও।

"আমরা সংসারপাশে পড়িয়া সমুধে অদ্ধকার দেখিতেছি, কোথা বাই, বল। পিতা, সমুধে দশটি পথ প্রসারিত দেখিতেছি, কিন্তু একটা পথ ভিন্নত তোমার নিকট গমন করিবার উপায় নাই। সেই বিশাসের পথ, তোমার প্রতি অচলা ভক্তির পথ আমাদিগকে দেখাও। বিপথে গিয়া যে কত লোকে প্রাণ হারাইয়াছে। পিতা, সেই ছুদ্দশা যেন আমাদের কাহারও না ঘটে। পবিত্র বাল্ধপ্রের সরল পণেই যেন আমরা দিন দিন অগ্রসর হুইতে পারি। বে পথে নিরাশা নাই, শুক্তা নাই, যে পথে তোমার দয়াই কেবল পাণীর গতি, যে পথে প্রেম ভক্তিও আনন্দ সদা বিরাজ করে, সেই পথ দিয়া তোমার উচ্জন সন্নিধানে জ্ঞামাদের সকলকে লইয়া যাও। সকলকে শাস্তি দাও, সকলকে ভোমার চরণে স্থান দিয়া পাপ তাপ হইতে মৃক্ত কর। আমাদের উপর দিয়া যত তেওঁ যায় যাক্, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিছু দেখ, পিতা, শেষ পর্যান্ত খেন আমর তোমার চরণ ধরিয়া থাকিতে পাবি।"

व्यात्मालानत्र मध्य (क ववहत्त्वत्र वित्रहित्रक) । विर्वत

মতোর প্রবল বাত।ায় মিথাা আন্দোলন অপসারিত হইয়া গিয়।, মেঘনিছা ক শশধরের স্থায় কেশবচন্দ্রের চরিত্র সমধিক উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিল। ঘোরতর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে সত্যের প্রতি, ঈশরের প্রতি একান্ত নিউর ও বিশাস বশতঃ কি প্রকার স্থিরচিত্তে অটলভাবে থাকিতে হয়, কেশবচন্দ্র সংবংসর কাল ভাহার দল্ভান্ত সকলকে দেখাইলেন। একাল মধ্যে ঈশরের নিকটে ক্রন্সন ও প্রার্থনা এবং উপদেশ ভিন্ন ভিন্নি কাচার প্রতি অভিযোগ, অফুযোগ বা কঠোর বাক্যপ্রয়োগ করেন নাই; পত্তে, পত্রিকায়, প্রবদ্ধে কত লোকে কত প্রকার তীব্র ভর্মনা ও অ্যায় দোধারোপ করিয়াছে, সে সকল পাঠ বা ভক্ষ্যা কোন প্রকার উদ্বেগ বা অশাস্ত ভাব তিনি প্রকাশ করেন নাই। বন্ধবর্গের সহিত এ সকল বিষয়ে কথোপকথন করিয়া হৃদয়ের স্থাবেগ মিটাইতেও তথন জাঁচাতে দেখা যায় নাই। যিনি ঈশবুকে বিনা আরু কাহারও निकटि शासना किका करतन ना. शकन कथा द्वेषरतत निकटे जानान. धवः তংগদক্ষে তিনি বাহা করিবেন, তংপ্রতি একান্ত আন্তাবান, তাঁহার ঈদর্শ নিক্ষেণ, ঈদুশ তৃষ্ঠীস্থাব, বা আপনাতে আপনি স্থিতি আর বিচিত্র বাাপার কি ৮ প্রায় বংসরবাাপী আন্দোলন থামিল, নিন্দাকারী বার্কিগণের মুধ বন্ধ হটল, সভোর কয় হটল, প্রাপ্তকাশে অন্ধলারের স্থায় মিগা৷ সর্বভোভাবে ভিরোছিত হইয়া গেল। এই আন্দোলন কেশবচন্দ্রের বন্ধবর্গের হৃদয়ে একটিও **रिकार कि अपने कि** আহলালের পরিসীয়া বচিল না।

বৃশ্বমন্দিরে উপাসনাপ্রতিষ্ঠা

(৭ই ভাত্র, ১৭৯১ শক ; রবিবার ; ২২শে আগষ্ট, ১৮৬৯ খৃঃ)

আন্দোলনের অবসান, বিজয়কুঞ্চের ছারা কেলব্চন্দ্রের বিতীয় পুত্তের জাতকর্ম ও নামকরণ

ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির বলা আদিল, এবং ডাহার দঙ্গে দঙ্গে ভক্তির কণ্টকও দেখা দিল। মাহুষের সাধ্য কি, এ সমুদায় কণ্টক উন্মূলন করে? স্বয়ং ভগবান্ বিবিধ উপায়ে উহাদের উন্লন্দাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কণ্টক-নিচয়ের মধ্যে মিথ্যাপবাদদান একটি বিষদিগ্ধ কণ্টক। এত শীল্প সে কণ্টক সমূলে উৎপাটিত হইবে, কাহার মনে ছিল? স্বয়ং ঈশ্বর বাঁহার সম্বন্ধে কণ্টকশ্যা পুষ্পশ্যায় পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার আহা মিথ্যাপবাদ-কটকের কতচিকে চিহ্নিত থাকিবে কেন? ভ্রাতা বিজয়ক্লফ গোস্বামী যথন নিজ দোষ বুঝিলেন, তথন কেবল আন্দোলনে নিবৃত্ত হইলেন, তাহা নহে, যাহাতে আত্মকত অনিষ্ট আপনি নিবারণ করিতে পারেন, ভজ্জন্য বিশেষ উদযুক্ত হইলেন। তিনি কেশবচন্দ্রে বিরুদ্ধে যে প্রকার বুথাপবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সহিত চির্বিচ্ছেদ ঘটিবার কথা। অস্ততঃ তংপ্রতি দলিহানচিত্ত থাকিলে পৃথিবীর লোকে কেশবচক্রের বৃদ্ধিমন্তার প্রশংসা করিত। গোস্বামীর চলচিত্ততা কেশবচন্দ্র যে জানিতেন না, তাহা নহে. অথচ তিনি তংপ্রতি বিশাস অর্পণ করিতে কোন সময়ে কৃষ্টিত হন নাই। অধিক কি, যিনি তাঁহার বিরুদ্ধে মূর্মাহতকর অপবাদ দিলেন, তাঁহারই দারা (৪ঠ। আবণ, ১৭৯১ শক) (১৮ই জুলাই, ১৮৬৯ থুঃ) তিনি নিজ ছিতীয় পুত্রের (নির্মালচক্রের) জাতকর্ম ও নামকরণ ক্রিয়া নিম্পন্ন করাইলেন। এ সকল ক্রপা থাকুক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অত্নসরণ করা যাউক।

কলিকাতা সমাজ হইতে খতন্ত হইয়া উন্নতিশীল প্ৰাক্ষগণের অবস্থা

আজ ছয় বংসর (১) হইল, উন্নতিশীল আক্ষণণ গৃহহীন হায়। পথে পথে

⁽১) ১৮৩৪ খুটান্টের শেষ ভাগে কলিক।তা ব্রাক্ষসমাজের কার্যাভার টুটী উন্তুক্ত থেবেপুলার্থ ঠাকুল খরং এবণ করাতে, উন্নতিশ্বল ব্রাক্ষগণের তৎসংক্রাম্ভ সম্পদ্ধির সহিত সম্বন্ধ শেষ ইয়া (২০২ পুটা ফটবা)

ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাদের কোন নির্দিষ্ট উপাসনাম্বান নাই। থিনি যেখানে পারিতেন, সেখানেই উপাসনা করিতেন। তাঁহারা যথএট মুগ-শাবকের লায় ইতন্তত: বিক্লিপ্ত ভাবে অবন্ধিত ছিলেন। এরপ বিক্লিপ্ত ভাবে অবস্থানে এই ফল হইল যে, তাঁহারা যে কারণে যে উদ্দেশে কলিকান্তা-সমাজ হইতে বাহির হইয়া আনিলেন, তাহা লোকের মন হইতে অপস্ত হইতে লাগিল। স্বতরাং অনেকে মনে করিতে আরম্ভ করিলেন যে. তাঁহার। কলিকাতাদমাজ পরিত্যাগ করিয়া ভাল করেন নাই: তাঁহার। এরপ করিয়া আপনাদের নাম গন্ধ বিলপ্ত করিয়া ফেলিবেন, তাহারই পথ পরিষার করিয়াছেন। উন্নতিশীল আহ্মগণ কি জন্ম স্বতম হইলেন, ভাষা লোকের মনে জাগ্রত রাখিবার নিমিত্ত তাঁহারা যত্ন করিলেন বটে, কিছু উপাদনাগুহের অভাবে উহাতে তত দ্ব কুতকাৰ্য্য হইলেন না। সময়ে সময়ে সভা, বকুতা, উংসব করিয়া তাঁহাদিগের বিশেষভাব কতটকু লোকের শ্বতিপথে রক্ষা করিতে পারা যার ৷ তাঁহাদের বিক্লকে যে মধ্যে মধ্যে এত মিখ্যা কথা উঠিত, তাহার কারণ নির্দ্ধিষ্ট উপাসনাস্থানের অভাব। তবে যে তাঁহারা বহু বিল্প সবেও দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেচিলেন, ক্রমে তাহাদিগের ভাব জ্বলাভ করিতেছে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, এমন কি অনেক লোক তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিভেছিলেন, ভাহার অন্ত কোন কারণ নাই, কেবল ঈশরের বিশেষ অভগত্ত উতাৰ কাৰণ :

মওলীগঠনের উপযুক্ত সময়ে ইবরকুপার মন্দিরলাভ

ইহারা কেইই সম্পন্ন ছিলেন না, অনেকেই দীন দবিত্র, অথচ ইহাদিগেরই উল্ডোগে অতি মনোহর ব্রহ্মনিক নিমিত হইল। মন্দিরে মাছোংসব সম্পন্ন হইয়া অবশিষ্টনির্মাণকার্য শেষ করিবার নিমিত্র সেখানে আর আজ্ব পর্যান্ত উপাসনা হয় নাই। সময় উপস্থিত, যে সময়ে মন্দিরে উপাসনা প্রতিটিত হইবে। গৃহহীন হইয়৷ যে ছয় বংসরকাল উয়তিশীল ব্রাহ্মণণ পথে পথে অমণ করিলেন, দে দীর্থ সময় রুধা অতিবাহিত হয় নাই; উহ। তাহাদিগকে প্রস্তুত্র করিয়া লইল। যথন মন্ত্রীগঠনের সময় পূর্ব ইইল, তথনই করিয় কুপা করিয়া গৃহ দিলেন।

নিরারে মন্দিরের সহবাবস্থান সম্পর্কে করেকটা কথা

এই সময়ে মিরার পাত্রিকায় মন্দিরের সহব্যবস্থান সম্পর্কে এই কয়েকটী কথার উল্লেখ করেন:—

"দর্কোপরি বকুগণের একটি বিষয় সম্থিক পরিমাণে বিবেচনা করা উচিত, এটি উপাসকমগুলীর সহবাবস্থান। যদি তাঁহারা বৈষয়িকভাবে সম্পার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করেন, এবং বিষয়িগণের হাতে মগুলীর কার্যানির্কাহ রাথিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনার কলিকাতাসমাজের উষ্টাগণ্যে ভূল করিয়াছেন, ইহারাও সেই ভূল করিবেন, এবং বিরোধ বিচ্ছেদের বীজ্ঞ বপন করিবেন। কোন ব্যক্তি বা কোন বিষয়িগণের সভার হত্তে পূর্ণ ক্ষমতা যেন অপিত না হয়; কিন্তু মগুলীর কার্যা সেই উপাসকমগুলীর হত্তে থাকুক, যাহারা মঙ্গলাকাজ্ঞা, উৎসাহ ও সহাক্তভ্তি বশতঃ উপাচার্যাগণের সাহায্যে কার্য্য করিতে উপযুক্ত। আমাদের ইচ্ছা এই, মন্দিরের কোন কার্য্য পার্থিব বা বৈষয়িক রীভিতে করা না হয়, উহার সম্পায় কার্য্যে যেন আধ্যান্থিকত। প্রকাশ পায়। যাহারা উপাসক্ষভার সভা হইবেন, আমরা তাঁহাদিগকে এই কথা বলি, যেন তাঁহারা এক্লপ উদার, তেজস্থী ও আধ্যান্থিক ভাবে পরম্পর মিলিত হন যে, মগুলীর উন্নতিসাধন, দৃঢ়তাসম্পাদন ও মঞ্চলবর্ষ্কক কার্য্যকল স্থলয় ও মনের সহিত করিতে পারেন।"

৭ই ভাত্র উপাসনাপ্রতিষ্ঠাদিবসের কার্যাপ্রণালী

াই ভাজ (১৭৯১ শক; ২২শে আগষ্ট, ১৮৬৯ থু:) রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজ্ঞিক উপাসনা-প্রতিষ্ঠাকার্য্য নিম্নলিখিত প্রণালীতে নিশ্লম ইইবে শ্বির হয়:—

				শার্ভ	শেষ
ব্ৰহ্মন্দিরে প্রবেশ ও উপা: নিয়মাদি পাঠ	ननात्र } .	•••		৬ •	•
প্রাত:কালের উপাসন।	•••		• • • •	٩	۶۰.
व्यार्थना ७ शान	•••	•••		25	>
পাঠ		• • • •		>	2
শালোচন :	•••	•••		₹.	8

		4	শার্ভ	শেষ
দদীত দ্বীর্ত্তন	 	•••	¢	· 10
ব্রান্ধগণের মগুলীতে প্রবেশ	 		91.	1
সায়বালের উপাসনা	 •••		•	۶•

ব্ৰহ্মসন্ধিরসম্মান নির্মাবলী

ব্রহ্মনিদিরস্থকে এই সকল নিয়ম হয়:—যে সকল বাক্তি নিয়মিত্রুপে ব্রহ্মনিদিরে উপাসনা করিবেন, তাঁহাদিগের জন্ত নির্দিষ্ট আসন থাকিবে। যে সকল নারী উপাসনায় যোগ দিতে অভিলাযী, তাঁহারা আচার্যের নিকটে তিথিয়ে অভিলায় জ্ঞাপন করিলে, তাঁহাদিগকে কার্ড প্রদত্ত হইবে; সেই কার্ড সোপানের নিয়ে, তাঁহাদিগকে যাঁহারা সঙ্গে লইয়া আসিবেন, তাঁহার। প্রদর্শন করিলে, তাঁহাদিগকে উত্তর্গিক্ত্ব বারাতাতে (গ্যালারীতে) স্থান দেওঘা যাইবে। পশ্চিম দিকের বারাতা (গ্যালারী) গায়কগণের নিমিত্ত নির্দিষ্ট থাকিবে। যে সকল সন্ধীত গান করা হইবে, আচার্য্য তাহা মনোনীত করিয়া দিবেন। প্রত্যেক উপাসক এক এক খানি সন্ধীতপুত্তক সঙ্গে আন্মন করিবেন। প্রাতঃকালের উপাসনার পর মন্দিরনির্দাণকার্য্যের সাহায্যার্থ দান সংগৃহীত হইবে।

ট্পাসক্ষত্তীর সভা কালান

মন্দিরে উপাদনাপ্রতিষ্ঠার পূর্বের, ৫ই ভাত্ত (১৭৯১ শক, ২০শে আগষ্ট, ১৮৬৯ খুঃ) শুক্রবার অন্ধান্দিরের উপাদনার নিয়মাদি অবধারণ জন্ম কেশবচন্দ্রের কল্টোলাস্থ ভবনে উপাদকমগুলীর সভা হয়। এই সভা যে উদ্দেশ্যে
আহত হয়, ভাহা এই কয়েকটা কথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে:—আন্ধান্দান্দ চিন্নিশ বর্ষ হইল স্থাপিত হইয়াছে, অথচ আন্ধ পর্যায় একটা নিয়মিত মন্তুলা
সংগঠিত হয় নাই। স্থানে স্থানে অনেকগুলি আন্ধান্দান্দ প্রভিতি হইয়াছে,
সপ্তাহে সপ্তাহে ঐ দ্বল স্মাত্রে নিয়মিতরপে উপাদনাধ্য হইয়া থাকে, এবং
উপাদনায় অনেকে বিশেষ উপকারও লাভ করেন; কিন্তু একটা মন্তুলী, একটা
পারবার, সকলের মঙ্গলে প্রতিদ্ধনের মন্ধ্যা, কাহাকেও ছাড়িয়া ধর্মের পথে,
উন্ধৃতির পথে কাহারও অগ্রন হইবার উপায় নাই, আন্ধ পর্যান্থ আন্ধ্যণের
মধ্যে এ স্কল কথা উঠে নাই। এখন ভারতবর্ষীয় অন্ধান্দির প্রতিষ্ঠিত হইল,

উপাদকগণকে মণ্ডলীবন্ধ, পরিবারবন্ধ করিবার সময় উপস্থিত। স্কুতরাং যাহাতে দেই পরিবার ও মণ্ডলী সংস্থাপিত হয়, তাহার নিয়ম নিন্ধারণের জন্ম এই সভা আছত হয়।

মঙলীগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষণ সম্বন্ধে মিরারের উক্তি

এই মুজলীর উদ্দেশ্য কি. লক্ষণ কি, তংকালের মিরার এইরূপে তাহা বাক্ত করেন:--"উপাদকমণ্ডলীর প্রধান লক্ষণ কি, তংসম্বন্ধে এই তুইটি বিষয় আমাদিপের বন্ধগণকে আমরা ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে অফরোধ করি:-- প্রথমতঃ, প্রস্পরের দোষসংশোধন এবং বিশ্বাস, সাধুতা ও প্রবিত্তা বর্দ্ধন ও পোষণ করিবার জন্ম নীতি ও ধর্মসাধনবিষয়ে স্থদ্য প্রণালী স্থাপন, এবং দ্বিতীয়ত: আচার্য্য এবং উপাসকমন্ত্রনী, এ উভয় মধ্যে বিশ্বস্থতা সহকারে দেবাবিনিময়। সমাজমধ্যে ঈদৃশ নৈতিক শাসন এবং প্রবল সামাজিক মতামত প্রকাশ চাই যে, উহার সভাগণ, যত দর সম্ভব, পরস্পারের শাসনবশতঃ শাঠ্য, মঞ্চপায়িতা, মিথ্যাভাষণ, ব্যভিচার, কপটতা, উপাস্নাহীনতা, এবং সংসারিত হইতে নিব্র থাকিতে পারেন: এবং পরস্পরের প্রেম, সহাতভতি ও সম্ভমে বিশ্বাস ও দেবভাবে বদ্ধিত হইতে পারেন এবং দেই স্থণী এবং সাধ পরিবার হইতে সমর্থ হন, যে পরিবার ঈশরেতে নিতা আনন্দিত এবং ভাত্তেমের স্থায়ী পবিত্র বন্ধনে বন্ধ। তাঁহারা গুহেই থাকুন, আর উপাদনা-ভবনেই পাকুন, সংসারের কার্যোই নিযুক্ত থাকুন, আর ধর্মসম্পর্কীয় বিষয়ের অন্তুসরণেই প্রবৃত্ত থাকুন, এক আধ্যান্মিক শরীরের অঙ্গপ্রভাঙ্গের যে সমন্ধ, সেই সম্বন্ধ নিয়তকাল রক্ষা করিবেন। আচার্যোর সম্বন্ধ কথা এই যে, উপাসকমন্ত্রীর সহিত তাঁহার প্রভুমন্তম হইবে না, সেবকসন্তম হইবে। যথাসাধ্য তাঁহাদিগকে দেবা করা, তাঁহাদিগের অভাব মোচন করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ। তাঁচার এ কথা বিশাস করা উচিত যে, তিনি তাঁহার সেবাকার্যোর জন্ম ঈশবের নিকট দায়ী। উপদেশ ও দল্লান্ত, প্রকাশ্র ও অপ্রকাশ জীবন দার। তিনি উপাদকমণ্ডলীর উপরে এমন একটি প্রভাব বিস্তার করিবেন যে, তাঁচার। তদ্ধারা ঈশবের নিকটে আরুট হুইবেন। যে পরিমাণ হউক না কেন, অহনার ও অভিমান তাঁহাকে পথপ্রদর্শক বৃপদের অফুপযুক করিবে। তাঁহার কাষাভার থাক। না থাক। তাঁহার সেবকোচিত বিনয়ের উপরে নির্ত্তর করে। যে পরিমাণে তাঁহাতে আত্প্রেম আছে, এবং উপাসকগণের আধ্যাত্মিক কল্যানের জন্ম উদ্বেগ ও প্রাণগত যত্ব আছে, দেই পরিমাণে তিনি আপনার পদে ঠিক আছেন, সপ্রমাণ করিবেন। অহকার বশতঃ তাঁহাদিগকে তাঁহার বাহ্ন কমতার অধীনতায় বলপূর্কক আনয়ন করিতে তিনি যত্ব করিবেন না, কিন্তু বিনীত ভাবে তাঁহাদিগের উপরে নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিবেন। তিনি আপনার সম্বম আয়োবমাননামধ্যে অদ্বেশ করিবেন, এবং প্রেমের ক্ষমতা তাঁহার ক্ষমতা হইবে।"

কলুটোল। হইতে পদর্জে গ্রম করিব। মধীন ব্রহ্মন্দিরে প্রবেশ

পট ভাছে (১৭৯১ শক: ২২শে আগন্ত, ১৮৬৯ খু:)(১) ক্রোল্যের সজে সংশ্বে অনেকগুলি রাক্ষরাতা কেশবচক্রের কল্টোলাও ভবনে সমবেত হইলেন। এ শেগানে একটা প্রার্থনা চইয়া, সকলে নিস্তর্ক গন্তীরভাবে পদরকে নবীন ব্রহ্মনিদ্রাভিম্পে শনৈ: শনৈ: পদনকালনে চলিলেন। তাঁহারা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেপেন, বিবিধ সম্প্রদায়ের লোকে গৃহ পূর্ব। ক্রমে রান্ধিকাগ্য আনিয়া স্বীয় স্থান পরিগ্রহ করিলেন। অভ্যকার পরিক্র ব্যাপার প্রভাক করিবার ভন্ত সকলেই সোংক্রকন্যনে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

उक्कप्रसिद्धव উপাসনাসপ্পর্কীর নিঃম

প্রথমত: "পিত। গোল হার" এই সঙ্গীতটি হইল। পরিশেষে কেশবচন্ত্র,
প্রতাপচন্ত্র, এবং রাধাগোবিন্দ দত্ত এই তিন জন পর্যায়ক্রমে বাঙ্গালা, ইংরাজী
ও উন্ধূ এই তিন ভাষাতে নিবন্ধ নিম্নলিখিত ব্রক্ষমন্দিরের উপাসনাসম্পর্কীয়
ক্ষেক্টি নিয়ম পাঠ ক্রিলেন :--

"অন্ত সপ্তদশ একনবতি শকানে, ৭ই ভাজ, রবিবাসরে, এতদ্বার। আমি সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেতি যে, এই গৃহ ও এতংসংক্রান্ত ভূমিগণ্ড, যাহার সীমা নিম্নে বণিত হইয়াছে, ইহা 'ভারতব্যীয় ব্রহ্মান্দির' নামে আবাডাত হইল:—ম্থা, দক্ষিণ্দিকে মেছুয়াবাদ্বার ষ্টাট(২) নামক রাজপথ, পূর্কাদিকে

^{() ।} १ हे कंदिल व केंद्रमध्यव विवत्तन १९३० नाटक १०६ कंदिल वर्षकरम् छहेवा ।

⁽২) ১৯৭০ খুটাজে রাজার নাম পরিবর্ত্তিত হটরা, "কেপ্রচন্দ্র সেস ট্রাট" নাম হইরাজে।

শ্রীকালীচরণ দোম ও শ্রীমহেন্দ্রলাল দোমের ভূমি, উত্তর দিকে শ্রীভোলানাধ মিত্র ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাঠকের ভূমি ও গৃহ, এবং পশ্চিম দিকে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাঠকের ভূমি ও গৃহ। অত ঈশ্বরপ্রসাদে সাধারণ আন্দলিগের ব্যবহারার্থ, এই গৃহে সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতিদিন, অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে, এই গুহে একমাত্র অধিতীয় পূর্ণ অনস্ত সর্ব্বস্তু। সর্ব্বব্যাপী সর্বশক্তিমান নর্বজ্ঞ নর্ব্যক্ষলময় ও পবিত্র ঈশবের উপাদনা হইবে। এখানে কোন স্বষ্ট বন্ধর ष्पाताधना श्रेटर ना। कान मञ्जू वा निक्र हे की व वा अफ भनार्थ, जेनद्र खादन বা ঈশরের অবতার-জ্ঞানে, এখানে পুঞ্জিত হইবে না; এবং ঈশর ভিন্ন আর কাহার নিকটে অথবা কাহার নামে প্রার্থনা হুব বা সন্ধীত হইবে না. কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমৃত্তি অথবা কোন বাহিক চিহ্ন, যাহা সম্প্রদায়বিশেষে পূজার্থ বা কোন বিশেষঘটনাম্মরণার্থ বাবহৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না। এ গৃহে কোন জীবের প্রাণ বধ করা হইবে না: এখানে আহার পান ও কোন প্রকার আমোদ হইবে না। এগানে যে উপাসনা হইবে. তাহাতে কোন স্ট জীব বা পদার্থ, যাহা সম্প্রদায়বিশেষে প্রভিত হইয়াছে বা হইবে, ভাহার প্রতি বিজ্ঞপ বা অব্যাননা করা হইবে না। কোন বিশেষ পুত্তক এথানে দ্বর-প্রণীত ও অভ্রাপ্ত বলিয়া স্বীকৃত ও সমাদত হইবে না: কিছ কোন পুত্তক, যাহা বিশেষ সম্প্রদায় কর্ত্তক অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্ধপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিষেষ করা হইবে না। এথানকার কোন ন্ডোত্র, প্রার্থনা, সম্বীত, উপদেশ বা ব্যাখ্যান, কোন প্রকার পৌত্রলিকতা, সাম্প্রদায়ি-কতা বা পাপের অফুমোদন ও তংপ্রতি উৎসাহ দান করিবে না। যদারা সকল নরনারী জাতি বর্ণ ও অবস্থা-নিবিবশেষে এক পরিবারে আবন্ধ হইতে পারেন, এবং উদার,ও পবিত্র ব্রাক্ষধর্মের সাহাযো সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান-ভক্তি ও সাধুতাতে উন্নত হইতে পারেন, এমন ভাবে ও প্রণালীতে এখানে উপাদন। হইবে। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মন্দিরের উপাদকেরা चाननारमत ७ माधातरात मक्त উष्करण উत्तिधिक निवम चक्रमारत ध्यान **উ**लामना कवित्वन ।

নিয়মপাঠানস্তর উৎক্তই পার্চমেণ্টে লিখিত বঙ্গীয় নিয়মপত্রধানি কড়ির বোতলে ছিপিবন্ধ করিয়া গৃহের মেজের নিম্নে স্থাপিত হইল।

প্রাতঃকালীন উপাসনা

অনস্তর প্রাত:কালীন উপাসনারম্ভ হয়। খেত পট্রস্ত পরিধান করিয়া কেশবচন্দ্র বেদীতে উপবেশন করিলেন। তাঁহার মুখনী উৎসাহে পূর্ণ, তাঁহার হৃদয় ঈশবের করুণারদে আর্দ্র। উপাস্নার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যান্ত ঈশবের বিশেষ অমুগ্রহবায় বহমান। আজ উপদেশে (১) অলু কোন কথা নাই, কেবল পরম পিতার ক্রণার কথা। যত উপদেশ হইতে লাগিল, "তত বোধ হইতে লাগিল, যেন সমুদায় উপাদকের হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি প্রবলভার সহিত প্ৰজলিত হট্যা শত্ধা বিকীৰ্ণ হটুতেছে। যথন কতক্ণালি লাতা সেই শম্দায় ক্রন্যুভেদী বাকো উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃখবে জন্দন করিতে লাগিলেন. অনেকানেক ধীরপ্রকৃতি প্রশাস্তচিত্ত ব্রান্দেরাও অফুটবরে ক্রন্সন করিতে করিতে যুগন অন্তরের পরিপূর্ণ ভাবের সহিত অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যথন স্মুখস্থ আচার্য্যের নয়ন্ত্য হইতে কুতঞ্জামিখিত,মানন্দাঞ্ প্রবাহিত হইয়া মধ্যাক কর্ষ্যের আয়ে উৎসাহপূর্ণ মুগন্সীতে 'স্বাণীয় উৎসাহের জ্যোতি দীপ্তি পাইতেছিল, দে সময়ে বোধ হইতে লাগিল, যেন কলিকাতা নগর ব্রাহ্মধর্মের তুর্জ্জায় শক্তিতে--বিশাল বিক্রমে টলমল করিতেছে। বক্ততার অল্লিময় বাকা সকল যেন বায়মণ্ডল ভেদ কবিয়া ঈশারবিজোহী মহায়া-দিগতে বিক্রম্পিত কবিতেছিল।" (১৭৯১ শকের ১৬ই ভালের ধর্মতের) এ দিনকার উপাসনা উপদেশাদির আভাসও বাঁহাদিগের মরণে আছে, তাঁহারা এ সকল বাকাকে কথন অত্যক্তি মনে করিবেন নাা কেশবচয়ের মুখ-বিনিঃস্ত কথাওলি যুবক বৃদ্ধের হৃদ্য স্পর্শ করিয়া এমনট তাঁচাদিগের ভাবোচ্ছান ও উৎদাহ বৃধিত করিয়াছিল যে, ধর্মতক (১৬ই ছালের) ভালই বলিয়াছেন---"এক এক বার মনে হইতে লাগিল, বেন অভই এই দকল নব্য যুবকেরা ব্লাননাদে ত্রাদ্ধর্শের জয়ধানি করিতে করিতে মন্দির চইতে উন্মত্ত ধর্মবীরের লায় বহির্গত হইবে।" বস্ততঃ এ কথা সতা, "তৎকালের ভাব লিগিতে

 ⁾ অন্তকার সুই বেলার উপদেশ উৎসবের বিষয়ণ মধ্যে ধর্মতন্তে প্রকাশিত হর নাই।
 আচার্যোর উপদেশেও নাই। বোধ হর, ওবন তাহা লিখিত হর নাই।

এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সে সময়ে অনেকানেক পাষাণতুলা হ্রন্য হুইতেও ভক্তিরস উপলিয়া উঠিয়াছিল।" উপাসনান্তে স্থীপ্তন ও দানসংগ্রহ হুইল।

मधाटक कात्राजिमिशक वसु ও व्यर्थमान

বিশ্রামার্থ যে তুই ঘণ্টা কাল ছিল, তদবদরে তুংধী রুদ্ধ আৰু আতুর ও ভিক্ক ইত্যাদি তিন শতাধিক কাকালিকে নৃতন বল্ল ও বছসংখ্যককে প্যসাবিতরিত হয়।

লোকসংখ্যাথিকো মন্দিরের প্রশন্ত গৃহেও স্থানাভাব

উপাদনার জন্ম প্রশস্ত গৃহ নিম্মিত হইল, অথচ লোকের সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্থানাভাবে সকলকে নিডান্ত কট পাইতে হইয়াছিল। গাত্রে পার্মে স্পর্শ করিয়া লোক দণ্ডায়মান হওয়াতে ঈদৃশ গ্রীমতাপ উপস্থিত হইয়াছিল যে, এক ব্যক্তির স্থিগমী হইয়া ক্ষণিক উপাদনাকার্যের ব্যাঘাত হইয়াছিল।

२) कम युवान जानाममास्म धारवन

ধ্যান প্রার্থনাদি সম্দায় কার্যা শেষ হইলে, সায়স্কালীন উপাসনারস্ত ইইবার পুর্বের্ব নিম্নলিখিত ২১ জন যুব। (১) আস্বধর্মে আপনাদের বিশাসস্থাপনপূর্বাক আক্ষামাজে প্রবিষ্ট হয়েন:—

শ্রীযুক্ত	বাৰু	আনন্দমোহন বস্থ এম, এ	শ্ৰীযুক	বাবু	শিবনাথ ভট্টাচাৰ্য্য
.,	1)	লালমোহন সেন		и	भातमाकान्छ हालमात्र
		ভৈরবচন্দ্র দাস			कीटबानहन्त्र बाग्र टोध्वी
,,		অনাধবন্ধু গুই	w		জগন্ধন্দ্ৰ দাস বি,এ
	,,	শ্ৰীনাথ দত্ত			হ্রচন্দ্রায়
	19	বসস্তকুমার বহু		49	রজনীনাথ রায়
	N)	মহিমচক্র দত্ত	•	w	কৃষ্ণবিহারী সেন, এম, এ
		কানীকিশোর দাস			নৰুক্মার রায়
w		মোহিনীমোহন বস্থ			জগচন্দ্র সরকার
	v	হরমোহন বিশাস	**	10	নবীনচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী
*	N	কালীপ্ৰসন্ন চক্ৰবৰ্তী			
-		* .			

⁽১) ১৭৯১ শক্ষে ১৬ই জাল্লের ধর্মকক্ষে মুখকরণের নাম এটব্য।

ছদিন পূর্বের (৫ই ভাস্ত) কেশবচন্দ্রের গৃহে যে সভা হয়, ভাহাতেই এরূপ ধির হয় যে, উপাসকমওলীর সভ্য হইতে গেলে, তংপ্রের আন্ধর্মে বিশাসম্বাপনপূর্বেক ভারতবর্ষীয় আন্ধ্যমে প্রবিষ্ট হইতে হইবে।

"আমি আন্ধর্মে পূর্ণ বিশাস স্থাপনপূর্বক ভারতবর্ষীয় আন্ধ্যমাজের সভা হইলাম। করুণাময় ঈশ্বর আমার সহায় হউন।" আন্ধ্যমাজে প্রবেশার্থ এই কয়েকটি প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করা ঐ সভায় ব্যবস্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থাস্থারে ২১টি উৎসাহী মূবা সভা হইলেন। কেশবচন্দ্র এই সকল মুবাকে, তাঁহাদিগের কর্তব্য কি, বিশিষ্টরণে ব্রাইমা দিলেন। তাঁহার কথা তাঁহাদিগের হ্রদয়কে এমনই স্পর্শ করিল বে, তাঁহাদিগের এক জন অশ্রণাত করিতে করিতে একটা প্রার্থনা না করিমা থাকিতে পারিলেন না।

पृष्ठि महिलाइ। बाक्षतमास्य अद्यन

এই যুবকগণ ব্যতীত তুইটা মহিলা ভারতব্যীয় এ।স্পেমাসভূক হয়েন।

अक्षः कारण উপामन।

আজ প্রতিংকাল হইতে সায়ধাল পর্যন্ত লোকসংখ্যার আবিক্য কিছুমাত্র অল হয় নাই। সায়ধালে সংখ্যা আরও ক্টাত হইয়া উঠিল। জনসমাবেশ অতি কঠকর হইলেও, অতিধিরভাবে সকলে উপ্রেশন ও দুওায়মান অবস্থায় অবস্থিত রহিলেন। প্রেম ও উদারতা বিষয়ে সায়ধালে উপদেশ হয়।

ব্ৰশাসনিত্ৰ উপাসৰা প্ৰতিষ্ঠাৰ বাজধৰ্ণেৰ পাবিত স্থাকে সকলেৰ আশা

আদ্ধ হইতে মনিরে সাগাহিক উপাদনা প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্ধ এখন পর্যায় মনিরের নির্মাণকার্য সকল সমাধা হয় নাই। উৎদরের ১৫ দিন পূর্ব্ধ হইতে দিবা রন্ধনী পরিশ্রম করিয়া উহার বহুল অবশিষ্ট কার্যা নিশার হইয়াছে, অঘচ এখনও মনিরের শোভাবর্ধন ক্ষল অনেক কার্য করিতে হইবে। মনিরে উপাদনা প্রতিষ্ঠারাাপারে রাদ্ধধর্মর স্বায়িত্ব ও ভবিশ্বং উন্নতির প্রতি সকলের বিশেষ দৃষ্টি নিপতিত হইল। 'শ্রেণ্ড অব ইন্ডিয়া' এবং 'ইংলিসম্যান' অতীব উদারভাবে এই ব্যাপার্টির উল্লেখ করিলেন। বল্পদেশের স্বর্ধন্ন এইক্রপ মনির প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইংলিসম্যান এ প্রয়ার আলা প্রকাশ করিলেন। তাহার মতে—এই মনির-প্রতিষ্ঠাতে একটা মণ্ডলী মণ্ডলী স্বাণিত হইল,

এবং হিন্ধূর্দ হইতে ব্রাহ্মধর্দের পার্থকা দিন দিন প্রকাশ পাইবার উপায় হইল। "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার" মতে—ব্রাহ্মগণ এত দিন বিচ্ছিল ছিলেন, এখন তাঁহারা দকলে একত্র মিলিত হইলেন, তাঁহাদিগের মতগুলি অতি স্থমিষ্ট ও বিশদ হইল, উপাসনাদি মধ্যে প্রীষ্টধর্মের প্রভাব প্রকাশ পাইল, এবং কেশবচন্দ্র বিগত আট নয় বর্ষ যাবং স্থদেশের আধ্যাহিক উন্নতিকল্পে পরিশ্রম করিলেন, তাহা দফল হইল।

ব্রহ্মানিরের কার্য্য

বৃদ্ধানে উপাদনা প্রতিষ্ঠিত হইল; সপ্তাহে সপ্তাহে উপাদনাকার্য্য নিতে লাগিল। উৎসবসময়ে যে জনসমাগ্য হইয়াছিল, উহ। অক্ এ রহিল। নেহগনিকাষ্ঠনিমিত অতি ফুলর বেদী এবং আচার্য্যের পুতক রাখিবার নিমিত্ত এক খণ্ড প্রতর লাজারস্ কোম্পানী দান করেন। বেনীর উপরিষ্থ কার্পেটের মনোহর আদনখানি দিন্দ্রিয়াপটার মলিক পরীবারস্থ একটা মহিলা স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া দেন। কেশবচন্দ্রের স্থনীর্ঘ স্থলর গৌরতন্ত্ব বেদীর শোভা বর্জন করিয়া যখন আদনোপরি উপবিষ্ট ইইত, তখন উহাই এক আকর্ষণের বিষয় ছিল। তিনি নিয়মিত্ররূপে প্রতি সপ্তাহে যে উপদেশ দান করিতেন, আমরা তাহার কয়েকটার সংক্ষিপ্ত বিষর্গ দিতেছি; ইহা ছারা সকলে বৃঝিতে পারিবেন, ব্রহ্মনির্বের কার্য কি প্রকার যথাযথক্রমে আরম্ভ ইইয়াছিল।

"বাকেলতা"

(১৯ই ভাস. ১৭৯১ শক ; ববিবার; ২৯লে আগরু, ১৮৬৯ খুঃ)

৭ই ভাজ (১৭৯১ শক) রবিবার (২২ আগই, ১৮৬৯ খৃ:) মন্দিরের উপাদনা প্রতিষ্ঠিত হইল। পর রবিবার (১৪ই ভাজ) 'ব্যাকুলতা'বিষয়ে (১) উপদেশ হয়। ব্যাকুলতা ধর্মচেষ্টার মূল, স্মৃতরাং উহাই প্রথম উপদেশের বিষয় হইল। এই উপদেশের মর্ম অল কথায় এই রূপে সংগৃহীত হইতে পারে:— শরীরের যদি কুধা তৃষ্ণা না থাকিত, কেহ অল পানের জন্ত যত্ন করিত না, দকলেই জড় ও অলদ হইল জীবন অতিবাহিত করিত, কিছু দৈহিক কুধা

⁽১) ১৭৯১ প্রের ১লা আবিনের "ধর্বতব্বে" প্রইয়ঃ। ব্যাকুলতা, বিবর, বিধাস, ইবর পিতা, ইবর রাজা ইবর পরিত্রতো: পর পর এই হয়টি উপবেশ হয়। এই উপবেশভালি কেশবাল্ল কৃষ্ণবিহারী সেব তৎকালে লিপিবছ বঙ্কের

उक्श चार्ट विनिशा लारक यञ्ज करत, পति अप करत, करमभारकत विविध উরতি-সাধনে প্রবৃত্ত হয়। শরীরের যেমন ক্রধা তথা আছে, মাঝারও তেমনি ক্ষধা তথ্য আছে। যদি আত্মার ক্ষধা তথানা থাকিত, তাহা হইলে কেহই উপাদনা ধর্মচিস্থা ধর্মালোচনা ধাান ইন্দ্রিদংযম প্রভৃতিতে প্রবত্ত হুইত না। বৃদ্ধি বিচার করিয়া কেহ শরীরপোর্যদের জন্ম আরু পান গ্রহণ করে না, তর্ক বিচার যক্তি করিয়া কেহ আত্মার পুষ্টিসাধনের উপায় অস্বেষণ করে না। কি শরীর কি আহা, উভয়ই ক্ষধা তৃষ্ণা ছারা পরিচালিত ইইয়া নিজ নিজ আর পান সংগ্রহ করে। শরীরের কুধামালা হইলে যে প্রকার উহা অস্ত্রত্ব হয়, অক্সপানগ্রহণে রুচি থাকে না. আত্মা বিকারগ্রন্থ ইইলে দেইরূপ ধর্মকুষা মন্দ হইয়া থাকে। আত্মা বিকারগ্রস্ত ইইলে তলিবারণ জন্ম উপযুক ঔষধ-প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত ঔষধপ্রয়োগে আয়ার অসাড়তা দুর হইয়া চৈতক্যোদ্য হয়, চৈতক্ত হইলেই পাপের যন্ত্রাধে হয়, এবং ঈশ্বলাভের জন্য ব্যাকুলতা অহুভূত ইইয়া থাকে। এই ব্যাকুলতা ইইতে ধর্মের আরম্ভ, ইহাই সমুদায় ধর্মভাব ও ধর্মাফুঠানের উত্তেজক। পরিত্রানপথে ইতা সর্বপ্রথম আবশ্রক। সহত্র প্রকার সাধন ভগ্গন করিলেও যদি ব্যাকলত। ना शास्त्र, किछूडे करलाम्य इस ना। यिन बाक्ला थारक, महरक शार्थना পূর্ণ হয়। যাহার ব্যাকুলতা আছে, দে কি কথন প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে? যত কাণ না ভাহার আহার কাধা তথা নিব্র হইতেছে, তত কাণ বে ঈশবের ভারে হত্যা দিয়া পডিয়া থাকিবেই থাকিবে। যাহারা সংসারভোগে মত্ত, তাহাদের আত্মার কুধা তৃঞা মন্দ হইয়াছে; কিছু এক সময়ে বিপদ পরীকা আদিয়াদে মন্ততার ঘোর ভালিয়াদের, এবং পরিশেষে যন্ত্রানলে দম্ম ইইয়া ব্যাক্লভাবে তাহার। ঈশবের শর্ণাগত হয়। ঈশর ক্রমান্বয়ে জীব্দিগকে বলিভেছেন, "একবার ব্যাকুল জ্বদয়ে ডাকিয়া দেখ, ভোমাদের ত্বংখ শেষ হয় কি না?" তাঁহার এই কথা ওনিয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ডাকিলে, ডিনি কি আর দূরে থাকিতে পারেন? ব্যাকুল হুদয়ে ডিনি শাস্থি দিবেনই দিবেন। "বাহারা জন্দন করিতে করিতে বীজ বপন করে, তাহারা আনন্দের সহিত শস্ত সংগ্রহ করে।" আত্র অন্ধকার দেখিয়া ক্রন্দন করিলে, কলা ঈশবঞালে ম্প্রভাত দেখিবেই দেখিবে।

"বিনয়"

(२३८म खाळ, ३१२३ मक : त्रविदात : ६३ (मल्हेचन, ३४४० वृ:)

ব্যাকুলতার পর 'বিনয়' উপদেশ (১) হয়। ধর্মকুধায় কাতর চিত্ত द्रेनरतत मिरक शांविक इहेन, किन्न यमि विनय ना शांक, ममुनाय यह विकन হইবে। যেখানে ব্যাকুলতা আছে, অভাব-বোধ আছে, হৃদয়ে পাপ্যস্থপা অফুভত হইতেছে, দেখানে অহঙ্কার থাকিবে কি প্রকারে ? দেখানে মাফুষ শুতই বিনয়ী হয়: ব্যাকুলতা না হইলে ধর্মে প্রবৃত্তি হয় না, বিনয় না থাকিলে পাধন ভজন সমুদায় বিফল হইয়া যায়। অহতার ধর্মপথে পরম শক্ত। এ শক্তর বেশ এমনই প্রচল্ল যে, ইহাকে ধরিয়া ফেলা স্থকটিন। ধনের অহমার, ব্লের অহস্কার, বিভার অহস্কার, স্কোপরি ধর্মের অহস্কার মাতৃষ্কে আরু করিয়া রাখে। ধর্মজ্ঞান, ধর্মাফুষ্ঠান, ধর্মাফুরাগ, উপাসনা, ধ্যান এবং সকল প্রকার দদ্যাণ দহছে অহস্কার উপস্থিত হইতে পারে। আমি দ্যাল, আমি বিশ্বাসী ইত্যাদি মধ্যে বিবিধ আকারে অহন্যার রাজ্য করে: এমন কি, বিনয়ের ভিতরেও অহমার ল্কায়িত থাকে। আমি অতি বিনয়ী, এ ভাবনার ভিতরেও মহলার বাস করিতেচে। অহলাবীর স্থকে বর্গের ধার অবক্র। যথন মাত্য ব্রিতে,পারে, সে কিছুই নহে, তাহার বিন্দমাত্র আপনার শক্তি নাই, সকল শক্তির মলশক্তি বিনা সে কিছুই করিতে পারে না, ওাহার রুপা বিনা তাহার সাধন ভল্লনাদি সকলই বিফল, তুখন তাহাতে যথার্থ বিনয় উপস্থিত হয়। এই বিনয় আদিদেই দে দেখিতে পায় দে আপনার একটা সামান্ত প্রবৃত্তিকেও ভয় করিতে পারে না, একটা পরাভিত হইলে আর একটা আসিয়া ভাহার স্থান অধিকার করে। স্তরাং দে বাক্তি অনক্তগতি হইয়া ঈশবের শরণাপন্ন হয়। হদি কেই জিজ্ঞাদা করে, তাহার ত্র্পণা কেন উপস্থিত হুইল, ভাছার উত্তর, অহমার। অতএব জ্ঞান, বৃদ্ধি, ধন, ঐশ্বা, সদ্পুণ প্রাকৃতির অহ্নার পরিভ্যাণ করিয়া, একমাত্র ঈশরের শরণাপন হইতে হইবে। যে যভ অবনত হটবে, ঈশর তাহাকে তত উল্লত করিবেন। যে বাক্তি যত বলিবে, ভাচার কিছুট নাই, দে তত অধিক ঈশবের নৈকটা পাইবে। যে বলিবে, আমার কেছ নাই, ঈশর তত তাহার আপনার হইবেন। সংক্ষেপতঃ বিনয়ী

^()) ১१৯) मरकत्र ३०१ व्यापित्वत्र "वर्षण्या" अहेवा।

সম্ভানের সকল ছঃখ দীনবন্ধু দ্র করেন, এবং আপনাকে দিয়া তাহাকে পরম ধনে ধনী করেন।

"বিখাস"

(২৮শে ছাজ্ৰ, ১৭৯১ শৰু; রবিবার; ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৯ খুঃ)

ব্যাকুলতা ও বিনয়ের সহিত ঈশরের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বিশাসের সহিত তাঁহার উপরে নির্ভর করিলে পরিত্রাণ হয়। অতএব 'ব্যাকুলতা' ও 'বিনয়ের' পর 'বিখাদ' উপদেশের বিষয় (১)। শরীরদম্বদ্ধে চক্ষু বেরপ্ আত্মার সম্বন্ধে সেই রূপ বিশাস। যাহার বিশাসচকু অন্ধ হইয়াছে, সে ঈশ্বর, পরলোক ও ধর্ম কিছুই দেখিতে পায় না, এ সমুদায় তাহার নিকটে অসং পদার্থ বলিয়া প্রতীত হয়। সে কেবল জড় দেখে, কোথাও ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। তাহার নিকটে কেবল শৃন্ত, কেবল অন্ধকার; স্প্রের কৌশলমধ্যে সে कानময় দয়াময় ঈশরকে প্রতাক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। অবিশাসীর নিকটে মৃত্যুর পর আর কিছুই নাই, দকলই তাহার নিকটে ফুরাইয়া যায়। বৃদ্ধি ও শাস্ত্রপাঠে ঈশরকে জানিলে কি হইবে, বিশাসনয়ন খুলিয়া তাঁহার জীবস্ত সন্তা প্রতাক করিতে হইবে। যেমন তাহার সত্তা, তেমনি তাহার দ্যা প্রত্যক कत्रा अध्याक्त । वृत्रि, ना वृत्रि, इःथ विभन्नानित मध्या मन्न तन्थिए इहेरव । পিতা নির্যাতন করেন শিক্ষার জন্ম, বিষ দেন রোগ-প্রতীকারের জন্ম, যাহার এক্লপ বিশাস আছে, সে কোন কালে অবসল হয় না, বিপদ চু:থে তাহার বিশাস ও ভক্তি আরও বৃদ্ধিত হয়। বিশাসী ঈশবের আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া প্রাণ পর্যান্ত অর্পণ করেন। ঈশ্বর আপ্রিত কনের মঙ্গল করিবেনই कत्रित्वन, এই विश्वारम विभन् मञ्जन इय, द्वःथ स्थ इय, मृज्यारक कीवन नाक इय। यथन ठातिमिक त्यात्र व्यक्तकाताच्छत्र, भृथियीत महात्र मन्भर धारकवाद्य विम्तृत्र, তখন বিখাদী বলেন, "এই তুমি আছ", আর সমুদায় অক্কার দূর হয়, আছা। উৎসাহ আনন্দে পূর্ণ হয়। বিশাসী ব্যক্তি বিশাস সহকারে ঈশবের চরণ ধারণ করেন, তাঁহার অর্গরাজ্য অধিকার করেন, এবং তাঁহার সহবাদে বিম্লানন্দ উপভোগ করেন। যেখানে বিখাদ, দেখানে ভক্তি, নিরাশা ও ওছতার সেধানে

^{(&}gt;) "বিধাস" উপরেশটী ধর্মভব্দে প্রকাশিত হর নাই। তৎকালে পুল্পিকাকারে প্রকাশিত হইরাছিল। ১৯১৬ গুটাকে প্রকাশিত "আচার্ব্যে উপরেশ" প্রথমধতে ১০০ গুটার ক্রইবা।

অবকাশ নাই। অত্যন্ত জ্বয়ত হইলেও ঈখরের পতিতপাবনতে দৃঢ় বিশাস করিয়। প্রার্থনা করিতে হইবে, কেন না পাপীকেও তিনি কখন বঞ্চিত করেন না। বাাকুলতা, বিনয় ও বিশাস সহকারে ঈশরের নিকট অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে ভাবিলে তিনি সকল মনোবাঞ্চা পূর্ণ করিবেন।

"ইখর পিডা"

(२२३ व्यक्ति, २१२२ वकः ; त्रविरातः; २०८० (१८०) धृतः)

'ঈশর পিতা', 'ঈশর রাজা', 'ঈশর পরিত্রাতা' পর পর এই তিনটি উপদেশ (১) হয়। ঈশবকে পিতা বলিয়া না জানিলে জাঁচাৰ প্ৰতি কি প্রকারে অহুরাগের সঞ্চার হইবেঃ শিশু যথন ভূমিষ্ঠ হয়, তথন তাহার নিকটে সকলে অপরিচিত। ক্রমে যখন সে পিতা মাতাকে চিনিতে পারে, তথন সে সকল প্রকার ভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়। মাহুষের যথন সামার ধর্মজ্ঞানের স্কার হয়, তথন সে দেখিতে পায়, সংসারে কের আপনার নাই, আর দেই দক্ষে দক্ষে সে এক জনকৈ আহীয় বলিয়া বঝিতে পারে। তিনি কে প তিনি আমাদিলের পরম পিতা। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, আমরা সৃষ্ট নীব, এরপ সম্বন্ধে কদাপি রুদ্ধ পরিত্রপ হয় না। স্তাকে যথন পিতা বলিয়া ভানি, তথন হৃদয়ে আহলাদ হয়। রোগ শোক বিপদ তংগের মধ্যে দেই এক করণাম্য পিতাকে দেখিলাই সাধক সাম্বনা লাভ করেন। সকল সময়ে তিনি নিকটে থাকিয়া ঠাচার অভাব দর করেন। পথিবীর পিতা মাতা বন্ধু সকলে পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। "এম আমাদিগকে পরিতাার করেন নাই, আমরা খেন তাঁহাকে পরিতাার না করি।" আমর। যেন তাঁচাকে সদয়ের সহিত প্রীতি করি, চক্তি করি, চির দিন তাঁচাকে সক্ষের সন্ধী কবিষা বালি। পিতার অভগত চট্টা তাঁচার সেবা ও আঞা भासन कविर्द्ध होरव । डाहाव स्मृह्म वनी छड हहेवा डाहाब स्थीन হটলে, সর্বান্ধ দিয়া তাঁচার সেবাতে নিযুক্ত থাকিলে, টচকাল পরকালে নিডা শান্তি লাভ হইবে :

[্]১) এই তিনটা উপদেশত ধর্মতন্ত্র প্রকাশিত হয় বাই, পুঞ্জিকাকারে প্রকাশিত হউয়াছিল। ১৯১৯ গুটান্দে প্রকাশিত "আচার্বেয় উপদেশ" প্রথমবন্ধে "ইবয় পিত।" ১৬৯ পুটার, "ইবয় রাজা" ১০৭ পুটার এবং "ইবর পরিবাড়া" ১০৬ পুটার জুটুরা।

"ঈশ্ব ৰাজা"

(১৮ই আৰিন, ১৭৯১ শক ; রবিবার ; ৩রা অক্টোবর, ১৮৬৯ খঃ)

দৈশর যেমন আমাদের পিতা, তেমনি আমাদের রাজা। আমরা ওাঁহার সস্থান ও প্রজা। যেমন তাঁহার ক্লেহের নিদর্শন পাইয়। তাঁহাকে পিতা বলি, তেমনি চারি দিকে তাঁহার রাজশাসন প্রতাক্ষ করিয়া তাঁহাকে রাজা বলি। স্ব্রত তাঁহার নিয়ম বিভ্যমান, কোথাও বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম নাই। 'তিনি সকলের অধিপতি, সকলের রাজা, দশ দিকে তাঁহার জয়ভেরী বাজিতেছে, তাঁহার প্রভূত্বের পতাকা অসীম আকাশে উড়িতেছে'। কি জডজগং, কি ধর্মরাজ্য, সকলই তাঁহার অথতা নিয়মে নিয়মিত। বিশ্বপতির আজ্ঞা অতি সামান্য ব্যাপারে লক্ষম করিলেও তিনি দংঃ বিধান করেন। ধর্মশাসনের আরম্ভ এখানে, পরলোকে ইহার পূর্ণতা: তাই অনেক সময়ে পুণ্যাত্মার তঃগ তৃদ্দশা এবং অসাধুর স্থুথ সম্পং আমরা এ সংসারে দেখিতে পাই। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দও উপযুক্ত পরিমাণে প্রদত্ত হইবেই হুইবে। আমরা স্বাধীন বলিয়া পাপ করি এবং সে পাপের জন্ম দণ্ড পাইতেই ছইবে। তাঁহার দয়ার সঙ্গে তাায়কে মিলাইতে হইবে। এক দিকে পিতার ক্ষেত্রে মুগ্ধ, অপর দিকে গভীর রাজশাদনে শুণ্ডিত হইতে হইবে। ঈশবের দয়া স্মরণ করিতে গিয়া তাঁহার ভায়ের প্রতি অক্ষ হইলে চলিবে না। ঈশবকে স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রভূত্ব, মহিমা ও পূর্ণ পবিত্রত। স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার রাজ্যে পুণোর পুরস্থার নাই, ঘোর অপরাধের দণ্ড নাই, এ কথা কোনরূপে বলা ঘাইতে পারে না। তাঁহার রাজ্যে পাপ লইয়া ক্রীড়া করিবার সাধ্য নাই, নিঙ্গুতি পাইবার উপায় নাই। পাপস্থুজে সৃদ্ধ বিচার হইবে, উপযুক্ত দণ্ড হইবে। অতএব রাজার অনুগত প্রজা হইয়া, তাঁহার জয়পতাকা সকলকে ধারণ করিতে হইবে, তাঁহার জয়ধ্বনিতে চারি দিক প্রতিধ্বনিত করিতে হইবে।

"ঈশ্ব পরিক্রাতা"

(२९८म चाचिन, ১५৯) मक ; उदिवात ; ১०३ चारहोवत ১৮৫৯ ए:)

ঈশ্বর পিত। হইয়া পালন করিতেছেন, রাজা হইয়া শাদন করিতেছেন, আবার পরিত্রাতা হইয়া পাপীকে উদ্ধার করিতেছেন, ভক্তস্কদয়ে পুণ্য বিধান করিতেছেন। তিনি পুত্রবংসল পিতা, প্রজাবংসল রাজা এবং ভক্তবংসল পরিক্রাতা। ঈশরের নিয়ম লজ্মন করিয়া আমরা অপরাধী হইয়াছি, পাপ করিয়া আমরা অপরিক্র ও জঘতা হইয়াছি। তাঁহার সম্মুণে দণ্ডায়মান হইতে আমাদের হৃংকম্প হয়। এই ভাব হইতে ঈশরের সঙ্গে আর এক নৃতন সম্বন্ধ হয়, এই নৃতন সম্বন্ধ পরিক্রাহসম্বন্ধ। পাপ করিয়া আমাদের তাহার দ্য়ার উপরে কোন অবিকার নাই, অথচ পাপী জানিয়াও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন; তিনি পাপীকে নিশ্চয় পরিক্রাণ দিবেন, এ জন্ম আপনি পরিক্রাতা হইয়াছেন। পাপীর ক্রন্দন্ধনি ভ্রনিয়া তিনি পিতৃভাবের অনন্ত দ্যা এবং রাজভাবের অনন্ত ন্তায়, এ ছইকে এক ক্রমিলিত করিয়া মৃক্তিদাতা হইলেন, পাপীকে উপযুক্ত করিলেন। এইকপে তাহার গ্রহার মৃক্তির পথ উন্মৃক্ত করিলেন। এইকপে তাহার গ্রহার করিলেন। এইকপে তাহার গ্রহার করিলেন। এই কপে তাহার গ্রহার করিছেন পরিক্রাণ লাভ করিবে।

"ব্রাহ্মণর্কের উদারতা"

(अर्हे कार्टिक, ১٩৯১ मक : बनिनात : २४८म बाहित्व, ३৮५३ %)

আমরা অপর অনেকগুলি উপদেশের মধ্যে ৯ই কার্ডিকের (১৭৯১ শক) 'রামধর্মের উদারতা' বিষয়ক উপদেশটিব সরে (১) এছলে দিতেছি। প্রেম রামধর্মের বিশেষ লক্ষণ, এই লক্ষণ দার। রামধর্মের সহিত অহা সম্প্রদায়ের কি প্রভেদ, তাহা সদগ্রুম করিতে পারা যায়। প্রেম রামধর্মের জীবন; যাহা কিছু মহুলাকে ভিন্ন করে, যাহা কিছু মাতাকে ভাতার শক্ষ করে, তাহা রামধর্মের বিকল্প। যাহা কিছু শক্ষকে মিত্র করে তাহাই রামধর্মের অলক্ষার। ধর্ম পৃথিবীতে শান্তি ও কুশল বিশ্বার করিবার ফল্স আলমন করেন, কিন্তু দেই ধর্মের নামে অশান্তি বিশ্বেষ হলা উপস্থিত হয়। রামধর্মের

⁽১) এই উপদেশটা ধ্যত্তের প্রকাশিত হয় নাই। এই উপ্দেশটার সার যুস্মি প্রেশ-প্রসাদ কর্ত্ত ১৯১৬খুঠানে প্রকাশিক "আচাথোর উপ্দেশ" প্রথমবঙ্কের ১৭৪ পৃষ্ঠার "সর্ক্রিয়ানী প্রেম" শীর্থক উপদেশটার সারাংশ মনে হয়; কিন্তু উপ্রেশটার তারিথ দেওছা আল্ডে, ১লা বাহু ১৭৯১ শক। এই বিষয়টা ফ্রীগ্রের বিষ্টো।

সম্প্রদায়ে যে শক্রতা আছে, তাহা একেবারে নপ্ত হইয়া যাইবে। কেহ হিন্দু, কেহ মৃদলমান, কেহ খ্রীপ্রান, আবার ইহাদের মধ্যে কত সম্প্রদায়। ব্রান্ধগণ ইহার কোন সম্প্রদায়ভূক্ত হইতে পারিবেন না, কোন সম্প্রদায়কে ঘূণা করিতে পারেন না। ইহারা উহাদের সকল হইতে সত্য গ্রহণ করিবেন। ইহারা পূর্বপুরুষণণকে অবজ্ঞা করিবেন না, কোন শাস্ত্রকে ঘূণা করিবেন না। ইহাদিগের নিকটে ধনী দরিদ্রের বিচার নাই, সকলের প্রতি ইহাদের সমান প্রেম। স্বদেশের প্রতি, স্বদেশের লোকের প্রতি আসক্তচিত্ত হইলে, অভ্ন দেশীয় লোকের প্রতি, অভ্নদেশীয় ধর্মের প্রতি ঘুণা পোষণ করিলে, প্রেম সঙ্কৃতিত হইয়া যাইবে, ব্রাহ্মধর্মের অভ্নপযুক্ত হইবে। ব্রাহ্মধর্মের নিকটে আসিয়া কেহ যেন ফিরিয়া না যায়। পাপী তাপী সকলেই যেন ইহার আশ্রয় লাভ করে। উদার ভাব পোষণ করিবার জন্ম ব্রাহ্মসমান্ধ। সকল প্রকার অফুলারতা দূরে পরিহার করিয়া, এক উদার প্রেমের রান্ধ্য সকলে বিভাব কর্মন।

ব্ৰহ্মলিৰে মাসিক উপাসনার বাব্যা

এত দিন কেবল (রবিবার) সায়ংকালে উপাসনা হইত। একংণ প্রতি মাসের শেষ রবিবারে প্রাত্তঃকালে মাসিক উপাসনা ব্যবস্থাপিত হইল। এই নিয়মামুসারে ৩০শে কাত্তিক (১৭৯১ শক) রবিবার (১৬ই নবেম্বর, ১৮৬৯ খৃঃ) প্রাতঃকালে আটটার সময় উপাসনা (১) আরম্ভ হয়। সাধারণ উপাসনায়ে কেশবচন্দ্র বলিলেন,—"এতদিন পর্যান্ত রাক্ষেরা কেবল উপাসনাম্থানেই যোগ এবং উপাসনাকালেই জীবন পবিত্র রাবিবার চেটা করিয়া মাসিয়াছেন: কিন্তু অভ্যাবধি তাহাদিগকে এক পরিবার ও এক শরীর হইতে হইবে। ঈশব এই শরীরের প্রাণ হইবেন, আর প্রত্যেক রাজ ইহার অক্সক্রপ হইবেন। সকল সময়ে ইহাদিগকে পরস্পরের স্থান্ত হয়, তক্ষন্ত চেটা করিতে হইবে। রাক্ষণবের জীবন যেন সকল প্রকার পাণ হইতে দ্বে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশবেরই পবিত্র পথে সঞ্চরণ করে।"

⁽ ১) এই মাসিক উপাসনার বিবরণ ১৭৯১ শকের ১লা অগ্যহারণের ধর্মতন্ত্রের সংবাদল্ভে উইবা।

বে সকল ব্যক্তি সমগ্র জীবন দিয়া আদ্ধর্মপ্রতপালনে সম্থক্ক, তাহাদিগকে তিনি এই সকল কথা বলিয়া, দণ্ডায়মান হইতে অহুরোধ করিলেন। প্রায় এক শত ব্যক্তি দণ্ডায়মান হওয়াতে, তিনি তাহাদিগকে নিয়লিখিত আটটি উপদেশ (১) দিলেন:—

3(WEGER

- (১) প্রতিদিন একমাত্র পূর্ণ জনন্ত সর্ব্বস্তা সর্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমঞ্চলময় ও পবিত্র ঈশরের উপাসনা করিবে।
 - एहे कान प्रयुक्त वा निकृष्ट सीव वा अस्प्रवादर्वत मुक्ता कतित्व ना ।
 - र। পৌতলিকপুঞ্চাসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপে যোগ দিবে না।
 - •। পৌত্রলিকভাতে উৎসার দিবে না।
 - ।। বাহাতে পৌতলিকপুলা বিনষ্ট হয়, তক্ষ্মপ্ত চেটা করিবে।
- (২) সর্ব্যস্তা ঈশরকে পিতা জানিয়া, সকল নরনারীকে ভাতা ভগিনী নির্বিধেশ্যে প্রীতি করিবে।
 -)। अवदा, क्रांकि वा मध्यमाहिब्दिन्द्य काहादक्क पुना कृत्रिय मा।
 - र। यक्कालरीक शाबन कवित्य मा।
 - माहित्कमनवकीय अनुहारम त्वाच रा प्रेरमास वित्य मा।
 - BI Tipice nun aifa en effete num er, comm (egt effete :
 - (७) मजावामी इडेरव।
- >। শ্যুষ্ট মিখ্যা কহিবে লা এবং এ প্রকার বাকচাতুরী করিবে না, বন্ধায়া **অভ্যের বনে** মিখ্যাসংকার লব্যে ।
 - र। मिना कहिएल हेल्हा कतिरव मा।
 - ॰। কণটতা পরিভাগে করিবে।
 - । यागास विधान विमान क मर्लान शकान एक, उक्कम हारी कविरय।
 - (৪) পরোপকার করিবে।
 -)। काहाबक श्रामिक कविरय ना ।
 - ং। পরের অনিট্র সাধন করিতে ইচ্ছা করিবে না এবং পরস্থাবে কাজর চটাবে না।

^{(&}gt;) ३५२> मदकत्र श्रमा व्यवस्थात्त्र वर्षाक्षम् सहेवा।

- গাধানুসাবে কুধিতকে আছার, ভৃঞার্ত্তকে জল, রোগীকে ওবধ, দরিপ্রকে ধন,
 মুধ্কে জ্ঞান, অধান্দিককে ধর্মোপ্রেশ দিবে।
 - । যাহাতে জনসমাজের ঐছিক ও পারত্রিক মকল হর, তক্কল চেট্রা করিবে।
 - (৫) স্থায় ব্যবহার করিবে।
 - >। বাহার বাহা প্রাপ্য, ভাহাকে তাহা হইছে ৰঞ্চিত করিবে না।
 - ২। বাহাতে অপরের অধিকার আছে, তাহা বিনা অসুমতিতে গ্রহণ করিবে না।
 - ৩। অপরের ধনহানি, তুখহানি, মানহানি করিবে না।
 - । অপরের অস্তার হয়, এমত ইচ্ছাকরিবে না।
 - (७) कभागील इटेरव ।
 - ১। অত্যন্ত উৎপীড়িত হইলেও বৈরনিধ্যাতন করিবে না।
 - ২। মনে মনে কাহারও গুতিহিংসা করিবে না।
 - ७। याशका भवन्छ। करत, जाशास्त्र मन्त्रण हेन्छ। ও हिही कवित्त ।
 - 💶 বাহাতে বিবাদ মীমাংসা হর এবং কুশল ও শান্তিবিস্তার হঃ, ভজ্জু চেষ্টা করিবে।
 - (१) জিতেন্দ্রিয় হইবে।
 - ১। বিবাহিতা ভাষ্যা ভিত্ন কোন নামীকে গ্রহণ করিবে না।
 - ২। স্বপবিত্র দৃষ্টিতে কোন মারীকে দর্শন করিবে না।
 - ও। মনে মনে ব্যক্তিচার করিবে না।
 - 🕫। স্ত্রীন্সাতির প্রতি সর্বাদা হদরে পবিত্র প্রীতি ধারণ করিবে।
 - (৮) मःभात्रधमा भानम कतिरव।
 - ১। এছা সহকারে পিতা মাতার দেবা করিবে।
- । আতা ভগিনীদিগকে প্রীত্তি করিবে, এবং বল্পের সচিত প্রকল্পাদিগের দরীর ও
 কালাকে পোবৰ করিবে।
 - ৩। স্বামী ব্রী বিশুক্ত প্রণরে সম্বন্ধ হইরা সংসার ও ধর্মগথে পরস্পরের সহকারী হইবেক।
 - 8। সংসারের তাবৎ কার্যা এক্ষিধর্শের আদেশামুসারে সাধন করিবে।

ঁ উপাদক্ষওলীগঠনে ছুইটা মূল নির্ম

এই দিবস (৩০শে কার্ডিক, ১৭৯১ শক) অপরাছে ৬০।৭০ জন রাক্ষরাতা কেশবচ্দ্রের বাসভবনে সম্মিলিত হন। তিনি 'ভারতববীয় রাক্ষসমাজ,' 'ভারতববীয় রক্ষমন্দির' ও 'রক্ষমন্দিরের উপাসকমগুলী' কি, তাহার কর্ণ সকলকে ব্যাইয়া দিলেন। উপাসকমগুলী গঠিত হওয়াযে একান্থ প্রয়োজন. ভাহা প্রদর্শন করিয়া, এতৎ স্থক্তে তৃইটি মূল নিয়মের উল্লেখ করিলেন। ১ম, উপাসকমগুলী ব্রাহ্মধর্মের মূল বিখাসে একমত হইয়া একত্র থাকিবেন ও অ্যান্ত নিকৃষ্ট স্থা স্থা মত লইয়া পরস্পরের সহিত আত্ববিরোধ করিবেন না। ২য়, তাঁহাদিগের মধ্যে এরপ ধর্মশাসন থাকিবে যে, সকলেই পরস্পরের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া, পরস্পরের চরিত্রসংশোধনে বিশেষ যম্মাল হইবেন। উপস্থিত ব্রাহ্মগণের অধিকাংশ এই পরিবারের অঙ্গ হইতে স্বীকার করিয়া সভ্যশ্রেণীতে নাম স্বাক্ষর করিলেন। প্রতি, বাঞ্চালা মাসের শেষ রবিবার, উপাসকমগুলীর এক একটি অধিবেশনে, উহার উদ্বেশ্যধনের উপায় সকল অবলম্বিত হইবে, দ্বির হইল।

মন্দিরে লোকবৃদ্ধির সঙ্গে মন্তলীরূপে নীবনে এার্রধর্মের পরিবৃদ্ধি ও দরাদির পরিবৃদ্ধি

ব্রহ্মমন্দিরের কার্যা যেমন অক্ষরভাবে চলিতে লাগিল, তেমনি মন্দিরে লোকসংখ্যা অপ্র্যাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। কে এ প্রকার আশা করিয়াচিল, শাপ্তাহিক উপাসনাতে এত অধিক লোকের স্মাগ্ম হুইবে যে, মন্দিরে थान शहरत ना। यन्मिरतत यभाष्ठल, छेश्ररतत वाताछ। सम्भाग शूर्व इहेशा बात প্রায়ত লোকে অবরুদ্ধ হইতে লাগিল। উপাদনাপ্রতিষ্ঠাদময়ে আদ্দুমালের পরিবারভক্ত অনেকগুলি যবা হইয়াছেন, আমরা বলিঘাছি: তংপরে আরও খনেকগুলি ব্যক্তি পরিবারভক্ত হইলেন। ত্রন্ধনন্দিরের উপাসনা উপদেশাদি ণইয়া বিদেশীয় সংবাদপতে বছল প্রশংসাবাক্য নিবন্ধ হইতে লাগিল। এমন কি, ইংল্ড হইতে ব্রহ্মন্দিরের প্রতিকৃতি পাঠাইবার অন্বরোধ প্রায় আদিল। ষ্ট্রাদপত্রসকল এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এক্সান্দিরে ধে প্রণালীতে উপাসনা উপদেশ হইতেছে, তাহাতে পৌর্লিকতার উচ্চেদ অবশ্রম্ভাবী, আর হিন্দুসমান্তের সহিত আদ্ধাণের মিপ্রিত ভাবে থিতি অসম্ভব: থাক্ষণরিবারভুক্ত করিবার যে নিয়ম সংস্থাপিত হুইয়াছে, ভাছাতে আক্ষণণের মার আক্ষধশ্ব জীবনে পরিণত না করিয়া উপায় নাই। ফলতঃ এক্ষমন্ত্রির প্রতিষ্ঠিত হট্যা যে উন্নতিশীল আক্ষমগুলীর মহান উপকার সাধিত হট্য, তাহারা এতদিনে মণ্ডলীক্রপে পরিণত হইলেন, ভাহাতে আর কোন শন্তে নাই। একম্মির শেষন আক্ষরণীকে আধাাত্মিক উপকার দিতে

লাগিলেন, তেমনি উহা তাঁহাদিগের দয়াদি পরিবৃদ্ধির উপায় করিছে প্রবৃত্ত হইলেন। দীন দরিদ্রগণকে দান করিবার ব্যবস্থা অক্ষমনির হইতে হইল, এবং উপাদকমণ্ডলীর সভ্যগণ দান দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পরের শাদনে চরিত্রশোধন ধর্মবর্দ্ধন অক্ষমন্দিরের সর্কপ্রধান কাগ্য হইল।

ইংলওগমনের উচ্চোগ ও উৎসব

ঢাকার ভূতীয়বার পমন

২১শে অগ্রহায়ণ (১৭৯১ শক) (৫ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯ পু:) ঢাকা নগরে পূর্ব্ব বাঙ্গালা আক্ষমাজের উপাদনাগৃহপ্রতিষ্ঠা হয়, তত্পলক্ষে কেশবচন্দ্র ঢাকা নগরে গ্রাম করেন। এ সম্বন্ধের বিবরণ ভাই গিরিশচক্ষের শ্বতিলিপিতে প্রেই নিবন্ধ হইয়াছে।(১)

ইংলঙগমনের সম্মঞ্জাপন ও ইংলঙ হইতে সামর নিমন্ত্র

কেশবচন্দ্র ইংলত্তে গ্রমন কবিবেন স্থিব কবিয়া, ১৩ই আগ্রেইর (১৮৮৯ থাঃ) মিরার পত্রিকায় এ সম্বন্ধে তুইটা পংক্রিমাত্র লিগেন। এই লেখা পাঠ করিয়া খামাদিগের ভৃতপূর্ব গ্রণর জেনারেল লর্ড লরেন্স সাহের, হংকঙের ভৃতপূর্ব স্তবিপ্যাত সারজন বাওয়ারিং এবং বন্ধবাদিনী মিস কব প্রভৃতি অনেকানেক স্থাত ব্যক্তি যথেই আহলার প্রকাশ কবিহা পত্র লেখেন। কেই কেই তাঁহাকে নিজ বাটীতে স্থান ট্রিবেন বলিয়া নিম্মণ কবিয়া পাঠান। লঙ্ক নগ্রম্ব কতক ওলি বন্ধ একটি বাসভবন স্থির করিয়া রাপিতে যত্ন করেন, যেপানে বিনা বায়ে থাকিয়া তিনি সম্পার কার্যা সম্পন্ন করিতে পারিবেন ৷ ইউনিটেরিয়ান স্প্রদায়ের বাক্তিগণ ভাঁহার গ্র্মাত বিশেষরূপে অবগত থাকিয়াও, ভাঁ<mark>হাক</mark>ে সভার্থনা করিবার জন্ম উল্লোগী হইয়া, ৯ই ন্রেম্বরে (১৮৮৯ **পু:** , একটী ষভা আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব নির্দারণ করেন:- "ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ গর্মসংস্কারক বাবু কেশবচন্দ্র সেন এ প্রদেশে আগ্রন করিতেছেন। ইছার প্রকাশ্য উপদেশসকল পৌত্তলিকতাবিনাশশাধনে বিশেষ উপযোগী। যথন ইনি এখানে আসিবেন, তপন লওন নগরে একটা বিশেষ সভা করিয়া ইহাকে অভার্থনা করা হয় এবং দে জন্ত ব্যাবিধি আয়োজন করা হয়।" কেশবচন্দ্র আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭০ পু:) (৫ই ফাস্কুন, ১৭৯১ শক)

^{(&}gt;) २३०--२३६ पृष्ठी अहेगा।

ভারিখে "মূলতান" নামক বাষ্ণীয় পোভারোহণে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন, স্থির করেন।

কেশবচন্দ্রকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া ইংলগু হইতে অনেকগুলি পত্র আসিল. আমরা তাহার কয়েক খানির এখানে উল্লেখ করিতেছি। এক জন বন্ধ এই বলিয়া পত্ত লিখিলেন, "আমার এ কথা মনে করিতেও নিভাস্ত আহলাদ হয় যে, আমি বাঁহাকে অত্যস্ত শ্রদ্ধা করি, এবং বাঁহার প্রতি আমার সহাত্বভৃতি, আগামী বর্ষে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আমি বিশাস করি, আপনি ইংলত্তে আগমন করিয়া এমন অনেকগুলি বিষয় দেখিবেন, যাহাতে আপনার পরিশ্রম সার্থক হটুরে। আমরা কত লোক আপনাকে এবং আপনার কার্য্যকে শ্রদ্ধা করি: এথানে আগমন করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন, এবং আমার বিশাস হয়, এমন উপায় বাহির হইবে, যাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাতা ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে এত দিন যে মিলন আছে, তদপেক্ষা আরও কার্যাকর মিলন হইবে। আপনার প্রতি একাম্ব সহামুভ্তি এবং আপনার আতিথা করিতে পারেন, এরপ এথানে অনেক ব্যক্তি আছেন। ইংলতে কেন, আপনি ফ্রান্সেও অন্নরক বন্ধ পাইবেন। ফ্রান্সে, স্বইজারল্যাতে এবং বেলজিয়নে আক্ষরাদের আধিপত্য-বিস্তার এ বংসর অতাধিক হইয়াছে।" এক জন এটোন মহিলা লিথিয়াছেন, "আমি ভনিয়া বড়ই আহলাদিত হইয়াছি যে, আপনি এত শীঘ্র ইংলতে আসিতেছেন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, এথানে যাহা কিছু আপনার দেখিবার ভনিবার আছে. আপনি যথন আসিবেন, তথন আমি তাহা দেখাইতে ওনাইতে সাহায্য করিব। এগানে আসিবার পক্ষে আপনি অতি ভাল সময় মনোনীত করিয়াছেন। ১৭ই এপ্রেল এখানে খ্রীষ্টের পুনক্ষখানের রবিবাদর। এক সপ্তাহ পূর্কে আসিতে যত্ন করিবেন, কেন না খ্রীষ্টের বিবিধ ভাবপ্রকাশক সপ্তাহটিতে অনেক চিতাকর্ষক বিষয় হট্যা থাকে।" একজন উদারচেতা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক ইংল্টির এক জন বন্ধকে লিখিয়াছেন, "গভীর শ্রদ্ধা ও সহাত্ত্ত ব্যতীত স্থাগতস্চক বাক্যে বাবু কেশবচন্দ্র মেনের নিকটবন্তী হইবার পক্ষে আমার আর কোন দাওয়া নাই। আপনি যধন তাঁহাকে পত্র লেধেন, ষদি ঠিক মনে করেন, লিখিতে পারেন যে, তিনি লণ্ডনে আহিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাং করা, কথাবার্তা বলা, এবং তাঁহার মহত্তম কার্য্য ধাহাতে সকলে ব্ঝিতে পারে, তাহার সাহায্য করা আমি আমার উচ্চ অধিকার বলিয়া প্লাঘা করিব।"

চড়ারিংশ মাথোৎসব (>)--নগরকীর্ডনের উদ্বোধন

क्रिनवास्त्र ७९मवास्त्र ६३ कास्त्र (১१२) नक) (३६३ क्ल्क्यात्री ১৮৭০ খঃ) ইংলত্তে যাত্রা করিবেন। বিদেশস্থ বহু বন্ধু উৎসবে আসিয়াছেন.। ১০ই মাঘ (১৭৯১ শকু, শনিবার, ২২শে জামুয়ারী, ১৮৭০ খঃ) প্রাতে धन्मित्त উপामना इहेन, आक अपताद्ध नगत्त्र महीर्खन वाहित इहेरव। কেশবচন্দ্র উৎসাহকর উপদেশ খারা বন্ধগণকে জাগরিত করিয়া তুলিলেন। ব্রজনামপ্রবণোংস্থক নগরকে ব্রজনামের ধ্বনিতে কম্পিত করিবার স্বস্ত তিনি সকলকে অন্ধরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা-भाशी. कि अकारत **डां**शांत नाम चारत चारत लहेबा गाहेत, **এ कथा** শুনিবার যোগ্য নহে; কেন না আজ দুঃখী পাপী কি পাইয়াছে. তাহাই নগরের লোকদিগকে দেখাইবার দিন। এক্ষের নিকট যাহ। সকলে পাইয়াছেন, তাহা বিতরণ করিয়া আজ সকলে ঋণ পরিশোধ করুন। অনেক দিন ক্রন্সনে অতিবাহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু দয়াময় দীনবন্ধ ক্রন্সন শুনিষা যে পরিত্রাণের আশা দান করিয়াছেন, ইহাও ততোধিক সত্য। অসাধুতার পর সাধুতা, তুঃপের পর আনেন, পাপের পর পুণা, এক বার নয়, ছুই বার নয়, জীবনে সহপ্রবার ঘটিয়াছে। এক দিকে দয়াময় নাম, আর এক দিকে জীবন-পুত্তক লইয়া সকলকে নগরে বাহির হইতে হইবে। সকলকে দয়াময় নাম अनाहेबा, कि ছिल्ल, मधामध नारम कि इंडेबाएड, रमशांडेरड इंडेरत। এकार्र्या वामारमञ्जू कृत्य मृत इहेर्त्त, तक्षमाजात क्रम्मन निःस्मिष्ठ इहेर्त ।

এই উপদেশে রাশ্বন্য আপনাদের কার্য্যের গুরুত্ব হৃদয়ক্ষম করিলেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি, বৃষিলেন। অপরাচ্ব তিন ঘটিকার সময়ে সকলে কেশবচন্দ্রের কল্টোলাক্ছ ভবনে বহিঃপ্রাক্ষণে সমাগত হইলেন। এখানে প্রায় তৃই ঘণ্টাকাল স্কীত ও স্কীর্ত্তন হইলে, একটা প্রার্থনানস্থর নিম্নলিখিত স্কীত করিতে করিতে স্কীর্ত্তনের দল নগবে বাহির হইল।

⁽ ১) हवावित्म प्रात्वादमस्यव दिवस्य ३००० महस्य ३०वे वात्यस्य वर्षकत्व अहेवा।

নগরসং কীর্ত্তন

ভাক দীনবন্ধু বলে, হৃদয় খুলে, ভাই সকলে মিলে; রুখ। দিন যায় চলে, (রে), মার থেক না দেই স্কর্দে ভূলে।

বেঁচে আছ যার রূপাবলে।

মোছনিজা পরিহরি কর দরশন, পিতার দয়াগুণে, কত পাণী পাইল জীবন, আর বিলম্ব কর না, এমন দিন আর হবে না, চল ধরি গিয়ে পুণাময়ের চরণকমলে।

উঠে দেখ ওহে ভারতবাদিগণ, করে জগং আলো, প্রকাশিল, আদ্ধণ্মের পবিত্র কিরণ; প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য নিকট হল. ত্রায় চল চল, সময় বয়ে গেল, তথায় প্রেমময়ে হেরি প্রাণ জ্ডাই সকলে।

যদি চাহ রে পরিত্রাণ এ পাপ জীবনে, তবে ব্যাকুল হয়ে ডাক সেই দীনশারণে, অগতির গতি তিনি পতিতপাবন, ভক্তের প্রাণধন বিপদভঞ্জন, দোন দরশন কাতরপ্রাণে পাপী ভাকিলে।

দ্যামগ্ব নাম, করিয়ে কীর্ন্তন, চল যাই আনন্দধামে (রে)। এ সংসারের মাঝে, দ্যাল নাম বিনে আর কি ধন আছে। যে নামের গুণে, হয় প্রেমোদ্য পাষাণ মনে। তাকি দান নারে, সে নামের যে কত মহিমা। কর সাধন এপেরই চরণ, যাতে পাবে নিতা শান্তি নিতা ধন; হুদ্য হবেরে নিশাল, দ্বন্য সফল, পাবে ধশ্বিল, পিতার করুণার পাইবে নব জীবন।

করি মিনতি, পায়ে ধরি, শুন ওছে ভাই: থাকিতে সময়, লও রে আত্রয়, পিতা দয়াময় মুক্তিদাতার চরণতলে ৮/১)

স্থীর্তনের দল বছ পথ অতিক্রম করিয়া যথন যোড়াশাকো আসিয়া প্রছিল, দেখানে এক দল পাচ দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে গেল। স্থীর্তন রাত্রি নয়টা প্যাস্ত হইয়া পুনরায় সকল দল কেশবচজ্ঞের ভবনে আসিয়া উপ∰ত হইল। দেখানে সকলে প্রস্পারকে প্রীতিভাবে আলিঙ্কন করিয়াবিশ্রামাথ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(১) প্রতিবংসারে সন্ধার্তন প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্ত এই বে, সমুদার বংসর কোল্ ভাবের প্রাবল্য ছিল, কোল্ ভাব অবতরণ করিয়াছে, তাং। এই সঞ্চীর্তন মধ্যে নিবিট্ট।

১১ই মাধের প্রাত্তকালীন উপদেশ

১১ই মাঘ (১৭৯১ শক) রবিবার (২৩শে জাম্মারী ১৮৭০ খঃ) প্রাক্তঃকালে ৬॥০ ঘটিকা হইতে ৭টা পর্যান্ত দঙ্গীত হইল. তদনস্থর ১০টা প্রান্ত উপাসনা হয়। কেশবচক্র যে উপদেশ দেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এইরূপে সংগৃহী**ত** হইতে পারে:—আমাদিগের ঈশ্ব কেমন ঈশ্বণ তিনি "সভাং শিবং স্থানরম।" তিনি সতা, তিনি মঞ্চল, তিনি স্থানর। তিনি স্তোর আধার, মঙ্গলের আধার এবং পূর্ণ সৌন্দর্যোর অনুভূ আকর। ঈশ্বর স্তা, কেন না তাহাকে ছাডিয়া দিলে, আমরা যাহা কিছু চারিদিকে দেখিতেছি, দকলই অসতাও কল্লনা হুইছা যায়। ঈশ্ব প্ৰমুদ্ধা, ইুহা স্থাকাৰ কবিলে স্কলই সভা, সকলই সাব হয়। যিনি আহিকে, ভিনি বলেন, এই আগ্লাব ইশ্ব আমাতে, আমার চারিদিকে বিজ্যান: যিনি আন্তিক নান্তিক এ চুইয়ের মধ্যে অবস্থিত, তিনি কথন ঈশবুকে জাগ্রুং দেখেন, কথন স্থপুবং দেখেন: তিনি প্রার্থনা করিতে করিতে মনে করেন, কাছার নিকট প্রার্থনা করিতেছি গ এ অবস্থা অতি শোচনীয়। কল্পনার পথ ছাডিয়া ঠিক সত্যকে ভাদয়ে ধারণ ক্রিতে ছইবে। ঈশ্ব ক্রণার অন্ত সাগ্র। প্রথম ছানিলাম স্তা, তাহার পর দেখিলাম আমাদের পরিয়াণের জন্ম ঠাহাতে অনুস্থ মঞ্চলকামনা বিজ্ञমান। আমাদের প্রার্থন। আকাশে বিলীন হণ নং থামাদের মঙ্গলম্যী জননী আমাদিলের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। যথন আমর। ক্রন্সন করি, তুগন তিনি আমাদিগকে কোলে তলিয়া লন। পাপার প্রতি ভাষার করুণা দেপিয়া অক্ পাপীদিগতে ভাষারা সংবাদ দিল, শত শত পাপী এই সংবাদ শুনিয়া ঠাছার নিকটে দৌডাইয়া আদিল, ক্রমান্ত্রে এইরূপ পৃথিবীতে চলিতেছে। যত পাশী ঠাহার নিকটে আসিল, কেচ ফিরিয়া গেল না, সকলেরই ডাপ পাপ ডিনি দর করিলেন। তিনি সকলকেই দেখিতেছেন, সকলেবই অভাব একই সময়ে পর্ব করিতেছেন। তিনি এমনই যে, ঠাহাতে একট নাত্র অম্পুল নাই, একট মাত্র অক্ষেত্রাই। তিনি জনর। তাঁহার পবিত্রতার স্কে মঞ্চল ভাবের যোগ কর, দেখিবে, তিনি কেমন সন্দর। আন্দেরা তাঁহাকে প্রেমময় বলিয়া অনেক বার পূজা করিয়াছেন, কিন্তু আত্মও স্থলর বলিয়া পূজা করেন নাই। যিনি অতি ফুল্লী, আজ প্রায় বান্ধ্যণ কেন টাহার পূজা করিলেন নাং

সৌন্দর্য্যের আধার ঈশ্বরকে পাইয়া আর যেন কেহ তাঁহাকে,ভূলিয়া না থাকেন। একবার সকলে মিলিয়া তাঁহার পূজা কফন, দেখিবেন, আপনাদের মন মোহিত হুইয়া ঘাইবে, এবং সমুদায় জগতের লোক মোহিত হুইয়া ধাবিত হুইবে।

অপরাতে পাঠারির পর "ধর্মপথে নিরাখা" সম্বন্ধে আলোচনা ও সায়ংক:লে উপাসনা অপরাছে প্রবচনপাঠ, বাংসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, এবং ধর্মালোচনা হয়। এই আলোচনাতে "ধর্মপথে কেন নিরাশা হয় এবং তাহার প্রতীকারের উপায় কি", এই বিষয়ে প্রশ্ন হয়। প্রশ্নের বিশেষ আলোচনা হইয়া নিরাশাশক্র বিনাশের এই চুইটি উপায় নির্দ্ধারিত হয়:—(১) ঈশবের মঞ্চলস্বরূপে অটল বিশাস স্থাপন। (২) পরীক্ষাকালে ঈশবের চরণ কোন মতে না ছাডা। যত বার নিরাশা আদে, বলিব, আরও আমার চৈতন্তের প্রয়োজন। স্থামি তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিব, যিনি নিরাশা আনিয়াছেন, তিনিই তাহ। হইতে আমাকে উদ্ধার কবিবেন। সায়ন্তালে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, ভাহার সংক্ষিপ্ত সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে:—সত্য ও অসত্যে, ধর্ম ও অধর্মে ক্রমার্যে সংগ্রাম চলিতেছে। মাসুষ সতা আশ্রয় করিল, আবার সভা ছাডিয়া অস্তোর দাস হটল: অধ্যা ধ্যোর নিকট প্রাপ্ত হটল, আবার ক্ষেক দিন পরে অধর্ম ধর্মের প্রমশ্তে হইছা দাভাইল। মাফুষ এই প্রকার পুন: পুন: অসত্য ও অধর্মকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের বিরোধী হইতেছে। ইশব বাব বাব ক্ষমা কবিতেছেন, তথ্চ মাছবের চৈত্তা হইতেছে না। মাহ্র কত বার কুপথে ঘাইবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছে, তথাপি চুষ্ম পরিভাগে করিতে পারিভেচে না। মাহ্য অনেক বার ঈশরের চরণে অবল্টিত হইতেছে, আবার তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতেছে। মহয়ের মনের এই প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক হইতে হয়। আরও অবাক হইবার বিষয় এই যে, পাপী হত বার পাপ করিতেছে, ইশ্বর তত বার ক্ষমা করিতেছেন। আমরা শত বার তাঁহাকে বিশ্বত হইতেছি, তিনি কিছ এক নিমেবের জন্ত ভুলিতেছেন না। পাপী পাপ করিয়া যত বার তাঁহার নিকটে গিয়াছে, ডিনি এক বারও বলেন নাই, দুর হও। এমন কি, পাপী ভাঁছাকে ছাড়িয়া যত প্রায়ন করিতেছে, তিনি তত তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন। মাহুষের এই চুর্কশা কি উপায়ে ঘাইবে স এ চুর্কশা কেবল এক ভক্তিতে বিনষ্ট হইবে। মাহ্য যত ভক্ত হইবে, তত পাপ কমিবে; যুত পাপ কমিবে, তত ক্ষাপ্রার্থনা কমিয়া আদিবে। অতএব মাহ্যের কর্ম্বর বে, দে ভক্ত হয়, ভক্তির সহিত তাঁহার নাম করিয়া পাপ হইতে বিরত হয়। তাহাকে তাকিলেই যথন তিনি উত্তর দেন, নিকটে আসেন, তখন আর ভয় কি? মাহ্য তাঁহাকে আশ্রয় করে না, ভক্তি করে না, ইহাতেই তো তাহার বিপদ্। ঈশরের নিকটে ধরা দিলেই স্ক্রিকারে কল্যাণ হয়।

১२३ माच माइकाल देश्टरकोटक উপामना ७ "अभिकाहारी मलात्मत्र आवाहिका" वाावाम

১২ই মাঘ (১৭৯১ শক) (২৪শে জার্যারী, ১৮৭০ খৃঃ) সায়স্কালে ক্রন্ধমন্দিরে ইংরেজী উপাসন। হয়। মন্দিরে এত লোক হয় যে, কোন প্রকারে সমাবেশ হয় না। বিশ চল্লিশ জন ইউরোপীয় ভল্ল মহিলা এবং ভল্লোক উপস্থিত হন। ইহাদেরই কয়েক জন স্কীতের ভার গ্রহণ করেন। সংক্ষিপ্ত উপাসনার পর, কেশবচল্ল 'অমিভাচারী সন্থানের আধ্যায়িকা' ব্যাপ্যান করেন। তিনি প্রথমে বাইবেল হইতে এই সমগ্র আধ্যায়িকাটী পাঠ করেন, তংপর উহার ব্যাধ্যা করেন। তংকালে এই ব্যাধ্যার যে মর্ম প্রকাশিত হয়, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"ধন সম্পত্তি পিতার, সন্থান তথাপি আমার নিজ অংশ দাও, বলিতে কৃত্তিত হইল না; পিতাও বিফক্তি না করিয়া সন্থানকে তথনই ধন বিচাগ করিয়া দিলেন। পুত্র তথন আপনার চাগ পৃথক করিয়া দাইয়া দূর দেশে গমন করিল এবং পিতার অসাক্ষাতে থাকিয়া অমিতাচার ঘারা সমন্ত ধনক্ষয় করিল। আমারা বালাস্বভাবস্থলত নির্দোধ নিজ্পত্ব চাব, অতি মধুর কোমলতা, স্থলর বিনয় ক্ষমা দয়া প্রেম, অফ্ট ভক্তি বাধাত। ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সমন্ত সন্ধাব দরামধ্যের কুপায় এক সময় লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু যথন হাদ্যে ক্রমে ক্রমে পাপ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল, ইন্দ্রিয়ালালা। ও অথক্ষ্যতা মনকে অধিকার করিল, তথন দকল হারাইলাম, আর মনে হইল না, তিনি আমার অন্তর্হামী, আমার প্রত্যেক কার্যা দেখিতেছেন, জানিতেছেন, প্রত্যেক কথা শুনিভেছেন। যথন বিশেষ করিয়া অস্তরে পাপের রাজত্ব হয়, তথন ইছা প্রভিটাককে বিশাস করায় বে, তিনি কোথায় দূরে আছেন, তুমি স্বজ্ঞান সংগারের সেবা কর। তুমি সহন্দ্র বারই কাঁদ্য, আর বারংবারই ডাক, কে ভোমার কথা শুনিবে,

क्टें वा त्जामात घुःच एमियत ? भाभ धहें करण करम नितामा ७ ७ इजा নিক্ষেপ করিয়া পরিত্রাণের দার ক্র করিয়া দেয়। মৃক্তির পথে ছইটা প্রধান विशासित चलाव थारक, এই कन्न এই चन्नभ चानाग्रिकांगैरक रहार समद কল্পনার কথা বোধ হয়, ইহার গুড় তাংপর্যা হৃদয়ক্ষম হয় না। সে ছটি অভাব এই, প্রথমত: জীবস্ত প্রত্যক্ষ ব্যক্তি ঈশ্বরকে অমূভব না করা, দ্বিতীয়ত: তাঁহার আশ্রেষা দয়াকে কল্পনা ও কবিও মনে করা। অনেকে মনে করেন, দ্বরকে ইন্দ্রিগ্রাছ বা মানবরূপে দেখিতে না পাইলে. সরস ধর্ম কিংবা ভক্তি বিশ্বাদের ধর্ম হইতে পারে না, বান্তবিক পরিত্রাণ হয় না; কিন্তু ইহা নিতান্ত অমুলক। তিনি এত প্রত্যক্ষ ও নিকটস্থ যে, এমন আর কোন বস্তু নছে; যিনি প্রত্যেক রক্তসঞ্চালন জিয়াতে, অন্থিতে, মাংসে, জীবনের মূলে ও প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে, তিনিই বস্তু, আর সব কল্পনা। বিশাস তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে দেখাইয়া দেয়, প্রত্যক্ষ জড় পদার্থ অপেকা স্পষ্ট অমূভব করাইয়া দেয়। ধিনি আমার ঈশ্বর, আমার প্রাণ শরীর মন প্রত্যেকের শক্তি, স্বস্থতা লাবণা পৌন্দব্য বাহা দারা বন্ধিত হইয়া শোভা পায়, প্রত্যেক স্থুব সৌভাগ্য বাহারই প্রদত্ত, তিনি কি কর্মনা? তিনি কি মিখা। প্রতিনি যে দেদীপামান থাকিয়া স্কলকে বলিতেছেন, 'এই যে আমি রহিয়াছি'। ঈশর সভা, বান্তবিক, জীবন্ধ, জাগ্রং, প্রাণ শরীর মনের সহিত গ্রম্পিত ও অনতিক্রমণীয়। এইরপ প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে, যতই পাপ আত্মক না, কিছুতেই স্কুদয়কে নিরাশ ও অবিখাদী করিতে পারে না।

"আবার যথন বারবার পাপাচরণ করিয়া হাদ্য অসাড় কঠোর ইইয়া যায়, তথন মনে হয়, আমার কথা কি তিনি কথন শুনিবেন? আমি এত অবাধা হইলাম, এত বার তাহার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলাম, এত দিন অবমাননা করিলাম, এত অপবিত্র কার্য্য করিয়া হতভাগ্য ইইলাম, এখন কেমন করিয়া তাহার নিকটে বাইব ? তাহার কি এত দ্যা? এরপ বিক্রাচারীকে তিনি কি অস্তানবদনে গ্রহণ করিবেন? এত দ্বান্ত পাবণ্ডের প্রতি তিনি কি একট্ও বিরক্ত হন নাই? অনায়াসে কমা করিবেন? তবে বে পাপীকে প্রশ্রম দেওয়া হয়। তাহার এরপ প্রেম ও দয়া কর্মনামাত্র, বাত্তবিক এরপ কথন কি হইতে পারে? পতিত সর্ক্ষান্ত্রকারী প্রকে তিনি কেমন করিয়া

গ্রহণ করিবেন । তাঁহার প্রকৃত প্রেম এইরূপ অবস্থায় মিধ্যা বিলিয়া পরিগণিত হয়। শত বার চেষ্টা করিয়। পাপের জন্ম বিফলমত্ব হইলে, তাঁহার দয়ার প্রতি ঈদৃশ অবিশাস উপস্থিত হয়। কিন্তু এরূপ বিষয় অবস্থায় আবার মনের ভাব যে প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়, যে প্রণালীতে মৃত হৃদয়ে জীবনসঞ্চার হয়, তাহা অতি অভূত। এই ঘাের বিপদের সময় পাপীর সম্বস্তু হৃদয়ে হঠাই টেতন্ত হয়। পাপীর তথন মনে পড়ে যে, আমার পিতার গৃহে কত বেতনভাগী দাস দানী স্বভ্লে প্রতিপালিত হইতেছে, আমি কি না অনাহারে মরিতেছি! আমি উঠিয়া পিতার নিকট য়াইব এবং তাহাকে বলিব, 'পিতঃ, থামি তােমার বিরুদ্ধে কত অত্যাচার করিয়াছি, আমি আর তােমার পূত্র বিলার উপযুক্ত নই। আমাকে তােমার এক জন দাসের মধাে গণ্য কর।'

"যপন এইরূপে তুঃগ স্ম্থাপ হাদ্যে উপস্থিত হয় তথন কোথায় বা সে গ্ৰহাম উন্ধতা, কোথায় বা আন্তবিক কঠোৱতা, কোথায় বা ভীবতর শহরার। কাতরতা, বিনয়, কোমলতা এই সময়ে হৃদয়ে স্থান পাইয়া দ্যাময়ের অবাধা পত্রকে তঃগী ও সামাত্র ভিক্ষকের তায় করে, পাপানলে মন দম্ম হইতে থাকে. অফতাপ ও বিষাদভৱে হাহাকার্র্বে দ্যাল পিতার নিকট ক্রন্ত করিতে পাকে। মুম্বপ্রায় চইয়া শত অপরাধন্দনিতভয়ে ভীতাম্বংকরণে কেবল প্রেম শ্বরণ কবিহা বলিতে থাকে, 'পিতঃ, ভোমার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি, পাষ্ড চট্যা প্লায়ন করিয়াছি, আমি যে অনাথ অস্চায় হট্যা মরিয়া যাইতেছি, ক্ষমা কর।' এই সময়ে দয়াময় অত্মশ্র কুপাবারি বর্ষণ করিয়া, পাপীর গীবন ন্তন করিয়া দেন। ঠাহার ভাগুারে অসীম প্রেম, খনস্ত দয়া। তিনি প্রতীক্ষা করিতেভিলেন, আমার প্লায়িত ছাই স্থান ক্থন চাকিবে, ক্থন कांतित, कथन आधात निकृष्ठे आतित्व । श्रुट्यत विभी छ क्रम्प, विषक्ष मथ. শুক্ষণরীর ও অঞ্পূর্ণ লোচন দেখিবামাত্র তাহার হৃদ্য বিগলিত হইয়া পড়ে। 'মামি এত দিনের পর তোমাকে পাইলাম, তুমি মৃত ছিলে, জীবিত চুটলে, এদ বংস এস' এই বলিয়া দ্যাম্য পিতা পুত্রকে মালিকন করেন। একটি পাপীর পরিত্রাণ হইলে তাঁহার আনন্দ নার ধরে না। তাঁহার ভক্ত সেবকেরাও পতিত দ্রাতা পাপীকে পাইয়া আনন্দে উৎফুল হয়েন। পিতা তথন তাহাকে ন্তন বন্ধ পরিধান করান, ভাষাকে যত্নপূর্পক আদর করিয়া খাওয়াইয়া দেন।

এইরপ তাঁহার পরিত্রাণের প্রণালী। ঈশরের এ প্রকার প্রেম বান্তবিক, ইহা কবিত্ব নহে। ঈশার এই মহৎ তুলনাবিরহিত আধ্যায়িকাতে মৃক্তিশাস্ত্র পর্যাবদিত হইয়াছে।"

সঙ্গতের আলোচনা---"ওক্ষীকার কতদুর কর্ত্তব্য ?"

উৎসব শেষ হইল, কেশবচন্দ্রের ইংলতে যাইবার দিন নিকটবর্তী হইল। এই সময়ে সঙ্গতে (১) (গুক্রবার, ১লা ফাস্কুন, ১৭৯১ শক; ১১ই ফ্রেক্রারী, ১৮৭০ খৃঃ) তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অতি গুরুতর বলিয়া আমরা সে দিনের সঙ্গতের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গুরু স্বীকার করা কত দুর কর্ত্তব্যু প

"গুরুত্বীকার তৃই প্রকার:—১ম, মৃত মহাত্মাদিগকে গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করা; ২য়, জীবিত উপদেষ্টা প্রভৃতিকে গুরু বলিয়া দেবা করা। এক ঈশ্বরে বিশাস ও ওাহার সেবা করা সকল আক্ষেরই কর্ত্তবা। যদি কোন মহয়তকে গুরু বলা যায়, তাহা সহায় বলিয়া, লক্ষ্য বলিয়া নহে। লক্ষ্য একমাত্র ঈশ্বর! ব্যক্তিবিশেষ সম্পূর্ণ গুরু হইতে পারেন না। তাহার উপদেশ বা পবিত্র জীবন যে পরিমাণে ধর্মপথে সহায়তা করে, সেই পরিমাণে তাহাকে গুরু বলা যায়। একথানি পৃত্তককে যদি সম্পূর্ণ শাস্ত্র বলি, তাহার অর্থ হয় না। তাহার যে অংশ হইতে জ্ঞান পাই, সেই অংশটুরু মাত্র শাস্ত্র বলিতে পারি। সেইরূপ ব্যক্তিবিশেষের আদর্শ হইতে যে বাক্তি যে পরিমাণে উপকার পান, তিনি উক্সাকে তাহার অধিক গুরু বলিতে পারেন না।

"২য়, জীবিত গুরু। এ কথা বলিলে আমার নিজের বিষয় আদিয়া পড়ে। আমার নিকট হইতে থাহার। অনেক দিন হইতে উপদেশ লইয়া উপকার পাইয়াছেন বোধ করেন, তাহার। আমাকে শ্রদ্ধা করিবেন; অফ্যান্ত প্রচারকের

⁽১) ১৭৯১ পকের ১লা চেত্রের ধর্ণারন্থে এই স্থানের আলোচনা জ্রইবা। সপ্রত তৎকালে ∰নবার হইত। এই স্থানের তারিধ সখনে ঘর্ণার প্রেপপ্রসাদ তৎকর্ত্ত্ব ১৯১৬ গ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত "গলত" প্রকের ৩৯ পৃষ্ঠার দিখিলাছেন, "তিনি (কেপবচন্দ্র) মঞ্চলাব। ৫ই কান্ত্রন, ১৭৯১ শক—১৫ই কেন্দ্রারী, ১৮৭০ পৃঃ—ইংলতে বাআ। করেন। হুডরাং উল্লেখ ইংলত বাআ করিবার পূর্বা সলতের তারিধ ক্রম্বার, ১লা কান্ত্রন, ১৭৯১ শক —১১ই ক্রেম্বারী, ১৮৭০ পুঃ হইতেছে।"

নিকট হইতে ধাহার৷ সাহায্য পাইয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাদিগকে এছা कतिरात । आमामिरानत मर्था अक्नम आठावा, छेन्याहे, छेनातक नारम আগ্যাত হইয়া থাকে। আমি যে কিছু উপদেশ দিয়াছি, দিতেছি কিছা দিব, তাহাতে মনের সহিত কাহাকেও সম্পূর্ণ শিশ্ব বলিতে পারি না--এটি আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। অনেকে আমাকে গুরু বলিয়া চিঠি পতা লেখেন, কিন্তু আমি যে কাহাকে একবারও শিশু বলিয়া সংখ্যাধন করিয়াছি, এরপ স্মরণ হয় না। আমাদিগের মধ্যে ঠিক গুরুশিয়ের স্থন্ধ হইতে পারে না। অন্তের সহজে আমি যে বিশাস না করি, আমার সহজে অত্যে সে বিখাস করিবে, ইহা সম্ভব নহে। আমাকে কেছ সম্পূর্ণ গুরু বলিলে তাহার পরিত্রাণের পথে সম্পূর্ণ ব্যাহাত ঘটিতে পারে। যিনি আমার মনোগত ভাবের অমুবতী হয়েন, তিনিই আমার শিশ্ব হইতে পারেন, এবং তাহা হইলে তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমি তাঁহার গুরু নহি, ঈশরই তাহার একমাত্র গুরু। গুরুশন্দ হইতে কেবল রূপতের অনেক व्यम्बन घिषाटा अक्रम नरह. आभारमत्र निरावतः अतनक अनिहे हहेशाहा। আমার তুই পাঁচ কথা দেখিয়া শুনিয়া কেহ আমাকে গুরু বলিলে অস্তা হয়, কেন না আমার সম্পূর্ণ জীবনত সেরপ নয়।

"গুরু ধর্মপথের সহায় হইলে গুরু, নতুবা বিত্তাপহারক। তিনি ঈশরের প্রাপ্য অহ্বরাগ নিজে হরণ করিয়া লন। কেই যদি ঈশর অপেক্ষা আমাকে অধিক প্রীতি ভক্তি করেন, তিনি দেখিবেন, তাহার চিত্ত অপস্কৃত হইয়াছে, ইহা তাহার মতেরই দোষ। করিত গুরুকরণে ঈশরের যোগ আনা প্রাপ্য ইতৈ হয়ত ঈশর পাচ আনা পান, গুরু এগার আনা লন। সহায় জীবিত ইউন, বা মৃত হউন, কখন চিরসহায় হইতে পারেন না। যাহ। তাহাদিগকে দেওয়া যায়, হয়ত অসময়ে ফিরিয়া পাওয়া যায় না। যথার্থ গুরু উত্তেজক হইয়া ঈশরের প্রতি প্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি করেন, চিন্তাপহারক হন না। পিতা মাতার প্রাপ্য যোগ আনা হইতে কিছু অংশ লইয়া ভাতা ভগিনীকেও যোগ আনা প্রীতি করা যায়। ঈশরকে কোন আনা ভালবাসিয়া ভাতা ভগিনীকেও যোগ আনা প্রীতি করা যায়। ঈশরকে কোন আংশে বঞ্চিত করা হাইতে পারে না।

"(গ্রেট ম্যান) মহং লোক মহং কার্বা করিছেছেন। কিন্তু এক ক্ষনকে

সম্পূর্ণ না ব্রিয়া, তাঁহাকে মহৎ মহুছা বলিলে, কবিজ বা কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু সতা হইতে পারে না। যিনি কাইট নন, তাঁহাকে কাইট বলিয়া ভাবিলে কি হইবে ? থড়ের কুটা ধরিয়া পরিত্রাণ পাইব বলিলেই, তাঁহা ধরিয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। জগতের পক্ষে কাইট উপকার করিয়াছেন, এই বলিয়া তাঁহার নাম তানিয়া তাঁহাকে আমার উপায় বলা কল্পনামাত্র। যে পরিমাণে এক আয়া অভ্যের উপকারী হইয়াছে, সেই পরিমাণে তাহা সত্য এবং জীবনের উপায়। কিন্তু একট ছবি পাইয়া রঙ্ মাথাইয়া কল্পনা চরিতার্থ করিলে আপাততঃ স্বথকর ইইতে পারে, কিন্তু কার্যাকর ইইতে পারে না। আ্রাতে আ্রাতে যত্তুকু মিল, তত্তুকু উপকার। কাইট মতের কথা নয়, ভাবের। কাইটের জীবন জীবনে পরিণত হইলে, গুরু বিষয়ে আর ছিমত হয় না। বিরুত্তুক্ষত ভাঙ্গা কাচে দেখার ন্থায়। তদ্বারা ঈশবরে এবং গুরুতে ভক্ষি বিভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সম্পূর্ণ ও নির্মাল কাচ যেমন দর্শনের প্রতিবন্ধক হয় না, সন্তর্গু সেইরপ ঈশবলাভের প্রতিবন্ধক হন না।

"পরিক্ষত কাচ ষেমন চক্ষ্র বাধক হয় না, কিন্ধ চক্ষ্র সহিত এক হইয়া চক্ষ্র দর্শনের সাহায্য করিয়া থাকে, দেইরূপ প্রকৃত গুরু ঈশ্বরদর্শনের বাধক হন না; কিন্তু তাঁহার ভাব (Spirit) সাধকের ভাবের সহিত এক হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করিয়া থাকে। ইহাতে বিত্ত থাকে না। মৃত হউন বা জীবিত হউন, গুরু জীবনে ষত্টুকু পরিণত হন, তত্টুকু বন্ধু, নতুবা শক্রা। ঈশ্বরের সহবাস করিতে গিয়া যদি কাইই, কি পিতা মাতা, কি খাল্ল বন্ধুকে দেখিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত অথগু সহবাদের আনন্দ কিরূপে লাভ হইবে? ঈশ্বরপ্রেরিত কাইই গুপুভাবে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরেক দেখাইয়া দেন। যিনি বিপথগামী সন্থানকে পরম পিতার সহিত সম্মিলিত করিয়া দেন, তিনিই যথার্থ কাইই। লক্ষ্য দেখিলে পরে উপায়কে বিশ্বত হওয়া যায় না, বরং বড় বলিয়া সহজে মানিতে ইচ্ছা হয়। যে গুরু নিম্মের ক্রিট্ট চান, তাঁহার প্রতি প্রকাট হক্তি হয়। আদর্শ কাইই যে নামে বলা যাউক এবং যে দেশের লোক ভাহা যে ভাবে দর্শন কর্মন, তাহা পবিত্র ধর্মজীবনের নাম মাত্র। এই ভাবে ঈশ্বর যে পরিমাণে কাইইটে এবং কাইট

যে পরিমাণে আমাতে, ঈশ্বরও সেই পরিমাণে আমাতে— সার কথা এই।
ওকর প্রতি ভক্তি শভাবতঃ যায় এবং যাহা শাভাবিক যায়, তাহাই ঠিক। এক
এন লোকের নিকট পাঁচ টাকা পাইয়া যদি জেল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা
হইলে যদিও সে লোক ঈশবের উপায়মাত্র, তথাপি শভাবতঃ তাহার প্রতি
কতজ্ঞতা ধাবিত হয়। ওক ঈশবের উপায় হইলেও, তাহার প্রতি ভক্তি না
হওয়া অশ্বাভাবিক। যিনি বলেন, আমি মাতাকে স্নেহ না করিয়া আতাকে
স্নেহ করিব, অথবা আতাকে স্নেহ না করিয়া মাতাকে করিব, তিনি কেবল
ফাঁকি দিবার পথা করেন। ঈশবের প্রাণ্য যোল আনা কৃতজ্ঞতা ঈশবকে
এবং ওকর প্রাণ্য যোল আনা ওককে দিতে হইবে।

"আমি কাহাকেও ধর্মের একটী কথা শিখাই, এরূপ মনে করি না। আমার জীবনের উদ্দেশ্য এই বে, আমি ভাতাদিগকে ঈশরের নিকট আনিয়া দিব; ঈশর স্বয়ং শিক্ষা দিবেন। যিনি দয়াময় নাম, কি ভক্তির ব্যাশার আমার কাছে শিবিয়াছেন বলেন, তিনি কেবল মুপের কথা শিবিয়াছেন। কিছু যিনি বলেন, আমার সাহায্যে ঈশরের নিকট হইতে শিবিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষা যথার্থ হইতে পারে। আমি যেন কাহার ধর্ম্যাধনের মধ্যন্থ না হই। আমি কাছে না থাকিলে এই কথার মূল্য হুদয়ক্ষম হইবে। আমি গেলেই যদি কব গেল, তাহা হইলে জানিব, এত দিনে আমানার। কোন কাল হইল না। বিনি আমার উপদেশে আপনার প্রতি ঈশরের বিশেষ করুণা সর্কাণ অন্তর্ভব করেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাংসম্বন্ধ যোগ বন্ধন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সকল প্রশ্নের উত্তর লন, সকল সংশ্য দূর করেন এবং হুদয়কে শীতল করেন, তিনিই আমার শিক্ষ। আমার ভাবের সহিত যিনি যোগ দিবেন, তিনি

"পরস্পরে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে শিধিতে হইবে। আটটি ভাছের নধাে কাহার বিশেব গুল থাকিলে তাহাকে বিশেব শ্রদ্ধা করা ঘাইতে পারে; কিন্তু সাধারণ সকলের প্রতি প্রীতি থাক। চাই। বাহারা আমাকে প্রীতি করেন বলেন, অথচ আমি যে ভাইগুলিকে আনির। দিয়াছি, তাহানিগকে প্রীতি করেন না, তাহারা মিধ্যা বলেন। বাহারা আমাকে শ্রদ্ধা করেন না, তাহারা মিধ্যা বলেন। বাহারা আমাকে শ্রদ্ধা করেন না, তাহারা এক রকম আরগার গিড়াইয়াছেন, তাহাদের প্রতি আমার কিছু বক্ষব্য

নাই। কিন্তু বাহারা আমাকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা আমার কাজগুলিকে যেন স্নেহের সহিত দৃষ্টি করেন। একাকী ধর্মদাধন করিলে চলিবে, ইহা আমি কথন প্রচার করি নাই, পরিবারকে বাঁচাইয়া প্রত্যেককে বাঁচিতে হইবে। একাকী ধর্মদাধনের অবস্থা নিরাপদ অবস্থা নহে, প্রত্যেকে ঈশবের সহিত বিশেষ যোগরক্ষা করিতে না পারিলে সকলই বিনষ্ট হইবে। যিনি যত সরস্থাবে ঈশবের উপাসনা করিতে পারিবেন, তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত তত্তই সম্ভাব রক্ষা করিতে পারিবেন।"

উপাসকমগুলীর মাসিক অধিবেশন

কেশবচন্দ্রের ইংলত্তে যাত্রা করিবার পূর্বের, ২৫শে মাঘ (১৭৯১ শক; রবিবার; ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০ খৃ:) উপাদকমণ্ডলীর মানিক অধিবেশন (১) হয়। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত কথাগুলি তিনি উপাদকদিগকে বলেন;—

"যদি এই সভাটী রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, ইহার একটি নিয়ম কর। বিধেয়, নচেথ ইহাকে তুলিয়া দেওয়া শ্রেয়। ইহার স্থায়িখের উপর আমাদিগের ইই ও অনিই উভয় নির্ভর করিতেছে। ইহারক্ষমন্দিরের প্রাণ। যে সকল প্রচারক কলিকাতায় থাকিবেন, তাঁহাদিগকে ইহার ভাব লইতে হইবে।

"১ম প্রস্তাব। উপাসকমগুলীর মধ্যে যাহাতে সন্থাব পাকে ও ধর্মভাব শুক হইয়ানা যায়, ভাহার প্রতি দৃষ্টি রাধা কর্ত্তব্য।

"২য়। কলিকাতার মধ্যে যে যে স্থানে উপাসনা হয়, প্রচারকগণ দেখানে যোগ দিবেন, এবং মাসের মধ্যে যিনি যে যে স্থানে যাইবেন, তাহার বিবরণ প্রদান করিবেন। সংসারে পিতা মাতা আমাদিগের তত্ত্ব লয়েন, কিন্তু ধর্ম-বিষয়ে বন্ধু অতি ত্ত্পাপা। যাহারা এ বিষয়ের ভার লইয়াছেন, তাহার। ঈশরের নিকট দায়ী মনে করিয়া উপাসকগণের পাপ ও ত্ব অপনোদনার্থ চেটা করিবেন, উপদেশ দিবেন। জ্ঞান, ভাব ও চরিত্রসম্বন্ধে উপাসকমণ্ডলীর যধন যাহা অভাব হইবে, তাহা তাহারা নিজে পারেন ভালই, অথবা অত্য উপারে দ্র করিবেন; তাহারা ধর্মবিষয়ে বন্ধু। প্রচারকেরা প্রায় স্থ ইচ্ছা মতে নানা স্থানে চলিয়া যান, তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ নিয়ম ও শাসন না

^()) ११२) महत्त्व १७३ हिटल व वर्षकरण वहे अविदयमानव विवयन छहेगा ।

থাকাতে অনেক বিশৃশ্বলা ঘটিয়া থাকে; তাহারা কর্ত্তব্য বৃঝিয়। অদীকার-পুর্বক বিশেষ বিশেষ ভার গ্রহণ করিলে আমি কুখী হই, নতুবা বিশৃষ্খলা ও গুষতানিবন্ধন সম্বত উপাসকমণ্ডলী আপনা আপনি উঠিয়া ঘাইবার পূর্ব্বে এ গুলি তুলিয়া দেওয়াভাল। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ব্লম্মিদেরের উপাসকগণের প্রস্পরের মধ্যে সন্তাব স্থাপন করা। অনেক বিবাদের ফল এই ব্রহ্মমন্দির। এক্ষণে সকলের এই দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিড যে, ইহার সম্বন্ধে কোন মতে বিবাদ না আইদে। সকলের উচিত, ইহার ভার লওয়া এবং নিধিবাদের উপায় অবলম্বন করা। পৃর্বের আমি ভার লইয়াছি, একংশে যাহার। থাকিলেন, তাঁহাদিগের উপর এই ভার পড়িতেছে। যাহার। উপাসক আছেন বা পরে হইবেন, তাহাদের মধ্যে অসন্তাব হইলে অনেক জনিট হইতে পারে। বিশেষ জাভাব বুঝিয়া এই পরিবারটি হইয়াছে, আইন করিয়া ইছা হয় নাই। আখ্যাত্মিক ভাবে এই সভার জন্ম হইছা ভাহার পরে নিয়ম হইয়াছে। যে যে কারণে উপাসকগণের মধ্যে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, আনি থাকিতে থাকিতে দে মকলের আলোচনা করিছা ভঞ্ন করা উচিত। খাহাতে ভবিশ্বতে বিবাদের স্ত্রপাত না হয়, তাহার উপায় করা কর্বর। কতকগুলি মতে আমাদিগের পরস্পরের প্রভেদ থাকিতে পারে। যথা:---

"১ম। সময়ে সময়ে ঈশর পৃথিবীর কিংবা কোন দেশ বিশেষের বিশেষ অভাব-মোচনার্থ (ক্রাইট কি অন্ত কোন) গ্রেটমানে । মহাপুক্ষ) প্রেরণ করেন কিনাং

"২য়। যেমন সাধারণ ভাবে, সেইরূপ তাতার সঙ্গে সঙ্গে টবর বিশেষ কুপা ক্রিতেছেন কি না?

"০য়। ভক্তি ভিলম্কি হয়না, ভক্তি-সাধন≩ পরম সাধন।

"৪র্থ। অফুতাপ ভিন্ন ধর্ম-সাধনের চেষ্টাও বিফল।

"ধম। গুরুভক্তি উচিত, কি সম্চিত ?

"७। देवताशा धर्मविकक कि न।?

"এ সকল বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে প্রভেদ আছে ও থাকাও আবস্তক, কিন্তু তাহা অগ্রে জানিয়া রাগা উচিত। ধিনি এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বিখাস করেন, তিনি ব্রাহ্ম এবং ধিনি সম্পূর্ণ অবিধাস করেন, তিনিও ব্রাহ্ম। এইরুপ প্রভেদ স্বেও সাধারণ বিষয়ে এক মত থাকিবার অঙ্গীকার করিতে হইবে।
মূলমতে যত দিন বিখাস থাকিবে, তত দিন ব্রহ্মন্দিরে একতা উপাসনা কবিব।

"আমার মত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই, যিনি যাহা বলেন, তাহা অনেক নিজের। আমার মৃথ হইতে যাহা বহির্গত হয়, তাহাই আমার বিশেষ মত। বিশেষরূপে কেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমার মত আমি বলিতে পারি। যাহা হউক, সামাল্ল সামাল্ল বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে, তাহা পূর্বেই জানিয়া থাকা আবশ্লক। তবিশ্লতে মতভেদ ইইলে কেই না বলেন যে, আমি আগে না জানিয়া যোগ দিয়াছিলাম। উপাসকমগুলীর এইটিকে প্রথম নিয়ম করা অবশ্লক। ঈশরকে মঞ্চলশ্বরূপ না বলিয়া নিয়্র বলিলে আমাদিগের মধ্যে মূল মতের প্রভেদ হইল, স্তরাং এরূপ স্থলে ঐক্য থাকিতে পারে না; কিন্তু ক্ল ক্ল মন্ত পরস্পরের স্বাধীনতার উপর কেই হতক্ষেপ করিবেন না।

"ব্রহ্মানিরে কেই কোন মাস্থারে পায় না ধরেন। এখানে লৌকিকতা, সাংসারিকতা যত নিবারণ হয়, ভাহার প্রতি দৃষ্টি চাই।

"গান বিষয়ে দোষ বোধ হইলে, কেছ আত্বিচ্ছেদ করিবেন না, কিন্ধ তাহার সংশোধনের নিমিত্ত আচাধ্যকে অবগত করিবেন। গানের বিভাগের ভার কাহার কাহার উপর বিশেষরূপে সমর্শিত হইবে।

"আসনবিষয়ে ব্রহ্মমিলিরের উপাসকগণের মধ্যে কোন প্রভেদ না থাকে।
আচাধ্যের উপর উপাসনার প্রণালী ইত্যাদির সমুদায় ভার থাকিবে।
আচাধ্যের অহপস্থিতিতে আচার্য্য বাহাকে মনোনীত করেন, তাহাকে শ্রহার
সহিত তাহার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। প্রচারকগণের মধ্য হইতে ক্রমে
মনোনীত হইতে পারিবে। আচার্যের কোন বিষয়ে বিশেষ মত আত্যন্তিক
হইলে, তাহা সহু করিতে হইবে। প্রচারক অর্থ যিনি প্রচারত্ত গ্রহণ
করিয়াছেন।

"বৃদ্ধমন্দির-নির্মাণার্থ এখনও অনেক দিনা আছে এবং তক্ষর আমি দায়ী। দেনা শোধ না হইলে ইহার বিষয়ে সাধারণঘটিত কোন দেখা পড়া হুইতে পারে না। "ধর্মাতত্ব বা ইণ্ডিয়ান মিরার উপাসকমণ্ডলীর সম্পূর্ণ যদ্ম নছে, উপাসকমন্তলী ইহার লেখার জক্ত দায়ী নহেন।

"প্রচারকেরা যথন কলিকাতায় থাকেন, বরাহনগর, কালীঘাট, ছরিনাভি তাঁহাদিগের প্রচারশীমার মধ্যে গণনা করিবেন।

"যত দিন কোন বাধা উপস্থিত ন। হয়, উপাসকমণ্ডলীর বর্ত্তমান অধিবেশন-খান পরিবর্ত্তন করিবার আবশুক্তা নাই।"

नमूनांत्र कार्यात श्वावश

সক্ষত এবং ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমন্ত্রীর গঠনকাধ্য সম্পন্ন করিয়া, কেশবচন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। অনেক দিনের জন্ম বিদেশে যাইতেছেন, স্ক্তরাং সম্দন্ন কার্য্যের স্বব্যবহা না করিলে পাছে কোন প্রকার বিশৃন্ধলা ঘটে, এই ভাবনা তাঁহার প্রবল ছিল। ইতিয়ান মিরার প্রিকা, মৃদ্রাযন্ত্র, পরিবারের, যত দ্র সন্তব, স্বব্যবহা সকলই করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র অনেক পরিমাণে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। কেশবচন্দ্র ইংলতে যান, ইহা তাঁহার হালতে ইচ্চা না থাকিলেও, কেশব যাহা ধরিয়াছেন, ভাহা কথন চাড়িবেন না, ইহা তিনি বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন; স্ক্তরাং বাধ্য হইয়া কেশবচন্দ্রের বিলাভ্যাত্রার জন্ম সাধ্যমত সাহায় করিতে লাগিলেন।

কেশবচন্দ্রের ইংলওযাত্রা

কেশবচন্দ্রের ইংলগুযাত্রা এক দিকে আহলাদ, আর এক দিকে উদ্বেগ, চিন্তা ও বিষাদ উৎপাদন করিল। এক দীর্ঘ বিচ্ছেদ, আর এক ভয় ভাবনা, তুই মিশ্রিত হইয়া পরিবার আত্মীয় স্বজন বন্ধ বান্ধবের মনে শঙ্কাসম্বত শোক উপস্থিত করিবার কারণ হইল। রাজা রাম্মোহন রায় ইংল্ভে গ্মন করিলেন, আর ফিরিয়া আসিলেন না. এ শোককর ঘটনা কাহারও মন হইতে অস্তুহিত इय नारे। किनवहस्त रमशास्त याहेरवन, वह मिन सम्योदन वाम कतिरवन, তৎপর হুস্থ শরীরে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, এ যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া আত্মীয় স্বজনের মনে প্রতীত হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের প্রচারক বন্ধবর্গের মধ্যে এ ভাব তত প্রবল না থাকুক, কিন্তু তাঁহার পরীবারস্থ বাক্তিগণ মধ্যে এই ভাব প্রবল হইয়া ইংলতে গুমনবার্তাটী বিঘাদের হেতু হইল। আত্মীয়গণের বিষয় মুখ দেখিয়া ও তুংখের কাহিনী গুনিয়া কেশবচন্দ্র কেন ঈশরাদিষ্ট কার্যা হইতে নিব্রু হইবেন। তিনি ঘাইবার উল্লোগ করিতে প্রবুত্ত হইলেন। এই সময়ে ক্রিফটন হইতে একটি মহিলা লিখিলেন, "আপনি যে এথানে আদিবেন দ্বির করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত কুতজ্ঞ হইলাম: কারণ ঈশবের রুপায় এই স্রযোগে আপনি এদেশের শিক্ষিতদিগকে (হইতে পারে অশিক্ষিতদিগকেও) ভারতবাহিগণের ভাব ও অভাব বঝাইয়া এবং যে জাতিকে বিধাতা উভয়ের কল্যাণ ও জ্ঞানসম্পাদননিমিত্ত এক রাজ্যের প্রভা করিয়াছেন, দেই আধাবংশীয় জ্ঞাতিবর্গের প্রতি সহামুভতি উদ্দীপন করিয়া, এদেশ ও ওদেশ উভয়ের বিশেষ মঞ্চল সাধন করিতে পারিবেন। মনে कर्ने, আপনি ইহাও দেখিতে পাইবেন যে, এক বার যদি এ ইংরেজজাতি বিদেশীয় জাতিসমূদ্ধে ঠিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহার: তাঁহাদিগের প্রতি উদাসীন নহেন, তবে বাহিরে ইহাদিগের যে ঔদাসীল দেখা যায়, তাহা কেবল তাঁহাদিগকে না জানাতে ঘটিয়া থাকে। ভারতের এক জন জ্ঞানসম্পন্ন বাগ্মী স্বয়ং ইহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এদেশের ভাষায় ইহাদিগকে সকল বিষয় বলিতে পারিলে, ইহাদের সে দেশসম্বর্দ্ধ ষেরূপ জ্ঞান পরিকৃত হইবে, হাদয় ভাবোদ্দীপ্ত হইবে, সেরূপ ইংরেজ্বদের শত শত বক্তা বা প্রিকা করিতে পারিবে না। এ জ্ঞাই আমি বিশাস করি, আপনার এদেশে আগমনে ইংলও এবং ভারতবর্ষকে উভয় দিক্ হইতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবদ্ধ করিবে। এ নিমিত্তই আমি রাজনৈতিক, সামাজিক দিক দিয়া মনে করিতেছি, ঈশ্বর যদি অন্থ্যহপূর্ব্ধক আপনাকে নিবিশ্বে এ দেশে আনমন করেন, এবং আমাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নগরে বলিবার পক্ষে স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য অর্পণ করেন, তাহা হইলে আপনি আমার স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের পক্ষে অতীব কাষ্যকর হটবেন।"

দেশের নিকট বিষায়গ্রহণসূচক "ইংলও ও ভারতব্য" বিষয়ে বস্তু ভা

২রা ফেব্রুয়ারী (১৮৭০ খু:) কেশবচন্দ্র টাউন হলে দেশের নিষ্ট বিদায়গ্রহণস্চক 'ইংলও এবং ভারতবর্ধ' এই বিষয়ে বক্ততা করেন। এই বক্তায় সার রিচার্ড টেম্পল, অনারেবল জব্জ নোবল টেলর, অনারেবল মেন্তর এই কিয়ার, মেন্ডর জে ডবলিউ বি মনি, মেন্ডর এম ঘোষ, রাজা সত্যানন্দ

কিয়ার, সেন্ডর জে ডবলিউ বি মনি, মেন্ডর এম ঘোষ, রাজা সত্যানন্দ

কিয়ার, সেন্ডর জে ডবলিউ বি মনি, মেন্ডর এম ঘোষ, রাজা সত্যানন্দ

কিয়ার, সেন্ডর জে ডবলিউ বি মনি, মেন্ডর এম ঘোষ, রাজা সত্যানন্দ

কিয়ার, সেন্ডর জে ডবলিউ বি মনি, মেন্ডর এম ঘোষ, রাজা সত্যানন্দ

কিয়ার, সেন্ডর জে ডবলিউ বি মনি, মেন্ডর এম ঘোষ, রাজা সত্যানন্দ

কিয়ার, সেন্ডর জে ডবলিউ বি মনি, মেন্ডর এম ঘোষ, রাজা সত্যানন্দ

কিয়ার, সেন্ডর জে ডবলিউ বি মনি, মেন্ডর এম ঘোষ, রাজা সত্যানন্দ

কিয়ার, সেন্ডর জে ডবলিউ বি মনি, মেন্ডর এম ঘোষ, রাজা সত্যানন্দ

কিয়ার, সেন্ডর জে ডবলিউ বি মনি, মেন্ডর এম ঘোষ, রাজা সত্যানন্দ

স্বাহার, স্বাহ ঘোষাল এবং অপরাপর অনেক প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত হল। টাউন হল প্রায় দেড় সহস্র শ্রোভায় পর্ণ হয়। এদেশের পর্বের কি প্রকার অবস্থা চিল, এখন কি প্রকার ত্রবন্থা ঘটিয়াছে, জীবনের চিহ্ন। ইইলেও এ সময়ে চারিদিকে উন্নতির চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে বটে, তথাপি এ তুরবন্ধা অপনীত হইতেছে না, ইতাদি বিষয় বিভ্তরপে বলিয়া, তিনি কোন উদ্দেশ্যে অতি দ্রতম **প্রদেশে** ঘাইতেছেন, ভাহা সকলের নিকটে প্রকাশ করিয়া বলেন। অনেক লোকে তাঁহার ইংলপ্তগমনের উদ্দেশ্য বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়া নিন্দা কুংশায় প্রবস্ত হইয়াছেন, ইহারও উল্লেখ করিয়া, যাতাদিগের কলাণ তাঁহার হৃদ্যের প্রিয় শামগ্রী, তাঁহাদিগের নিকটে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। এট বিদায় গ্রহণ-বাকো তিনি অনেকের চক্ষ হটতে অশ্পাত করাইলেন। এ দেশের যথার্থ অবস্থা কি. এই অবস্থা প্রিবর্তম ভুল গ্রুগমেণ্ট কি কি উপায় অবলয়ন क्रियारह्न, त्कान त्कान छेशाय अथन अवनिश्व हय नाहे, कि हहेरन अ দেশের অবস্থা উন্নত চটতে পারে, এট সকল উদ্দেশ্য লইয়া তিনি ইংলণ্ডে

গমন করিতেছেন; ধনী দরিদ্রে, জমীদার বা প্রজ। কাহারও পক্ষাবলম্বন করিয়া তিনি দেশ যাইতেছেন না, স্বাধীন ভাবে দেখানে গিয়া এদেশের প্রতি তাঁহার কর্ত্তবা তিনি সমাধান করিবেন, বক্তৃতার অন্তিমে এই সকল বিষয় তিনি ভাল করিয়া বিবৃত করেন। কেশবচন্দ্রের গমনের সাহায্য জন্ম এক সভা গঠিত হয়, এই সভা হইতে তাঁহার গমনের আংশিক মাত্র দাহায্য হইয়াভিল।

পরিবার ও বন্ধবর্ষের নিকট বিদারগ্রহণপুর্বক ইংলওযাতা

১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭০ থঃ) সোমবার কেশবচন্দ্রের দক্ষে সমুদায় রজনী জাগরণ ঘটিল, নানা প্রসঙ্গে, ভাবনা ও তুঃথে কাহারও চকে নিজা আদিল না। পর দিন (১৫ই) প্রাত্তকালে কেশবচন্দ্র গৃহ হইতে পরিবার ও বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, বাষ্পীয় পোতে আরোহণ জন্ম গার্ডেন রীচে গমন করেন। দে সময়ের দশ্য এখনও সকলের হানয়ে ঠিক মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। মাতা ও পরিজনবর্গের ক্রন্সনে ভ্রাতা ও বন্ধগণ চক্ষে জল রাখিতে পারিলেন না। কেশবচন্দ্র স্থির পৃষ্ঠীর প্রশাস্তভাবে সকলের নিকট এক এক করিয়া বিদায এক বংসরের শিশু মধ্যম পুত্র নির্মালচন্দ্রকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিলেন, ভয়ানক ক্রন্সনের রোলের মধ্যে তিনি শকটারোহণে মুচিপোলার দিকে যাত্রা করিলেন। জোষ্ঠ ভাতা নবীনচন্দ্র, কনিষ্ঠ ভাতা কৃষ্ণবিহারী, প্রচারকর্গণ এবং আরও অনেকগুলি বন্ধ তাঁহার সঙ্গে জাহাজের ঘাটে গেলেন। জাহাজ ছাডিবার সময় সকলের প্রাণ আরও অস্থির হইল। যত কণ প্রয়স্থ জাহাত দেখা গেল, কেই আরু চক্ষের প্লক ফেলিলেন না। ক্রমে ক্রমে জাহান্ধ অদৃশ্য হইলে, সকলে অতাস্ত বিষয়স্ত্ৰুদয়ে কলুটোলার বাটীতে আদিলেন। আমরা তাঁহার লেখা হইতে * এ দিনের দৈনিক বিবরণ অহুবাদ কবিয়া দিতেছি।

"মঙ্গলবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০ খৃ:।—পরীবার ও শ্বন্ধনবর্গের নিকট বিদায় কীইয়া প্রাতঃকালে গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। গার্ডেন রীচের ক্ষেঠীতে আমাদিগের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধু গমন করিলেন। প্রাতঃকালের ণটার

^{*}See "Diary in England" by K. C. Sen from 15th February to 21st May, 1870 in "Lectures in England" by K. C. Sen. (New Edn.)

কেশবচক্রের ইংলওয়াত্রা

2 6 UCT. 1388

ক্ষেক মিনিট পর নন্ধর তুলিয়া হীমার আত্তে আত্তে চলিতে লাগিদ।
আরোহিগণের যে নকল বন্ধু তাঁহাদিগের সকে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন,
যথাসময় তাঁহাদিগের সকলকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। আমরা হতই নদীতে
দ্র হইতে দ্রে বাইতে লাগিলাম, ততই বন্ধুগণের লোলায়মান কমাল, এবং
চক্ষ জল পরস্পরের সহায়ভূতি ও স্বেহপূর্ণ বিদায়গ্রহণবিনিময় হচনা করিতে
লাগিল। পরিশেষে জেঠীতে দণ্ডায়মান বন্ধ্বর্গ দৃষ্টির বহিড্ভ হইলেন।
আমি বাহাদিগকে ছাডিয়া আসিলাম, ঈশর তাঁহাদিগের প্রতি কঞ্লা ককন।

"চাবিজনের থাকিবার একটি বেশ ক্যাবিন আমবা পাইলাম। আমাদের দল পুরু ও মনের মত--- আমরা হয় জন + সকলেই ব্রাগ্ধ--- স্রভরাং আমরা কিছ অফ্বিধা অফুভব করিলাম না, গৃহের বিচ্ছেদ অনেক: পরিমাণে আমাদের ক্ষিয়া গোল। জোয়ার না আদিলে আর অগ্রসর হওয়া নিবিষ্ম নয়, এছত ওভাগাক্রমে ওটার সময়ে নক্ষর করা হইল। পুর স্কাল স্কাল কলিকাভা হইতে রওয়ানা হওয়াতে আমার আশা ছিল যে, দিনের মধোট সমজে গিয়া পড়িব: নগর চইতে কয়েক মাইল মাত্র আসিয়া বাধা চইয়া থামিতে हरेल. हेहारक कामासित मरन (क्रम हरेल। मायबार्स कमास्तरेल रमखन উথিওত্যামের সক্ষে অনেক ক্ষণ পর্যান্ত স্থকর আলাপ চলিল। আর এক मिन श्वनंद्रमन्त्रे हान्द्रित हैहात मृद्रक श्वित्व हहेशाहिल। व्यापना व्यत्नक বিষয়ে, বিশেষত: আয়ুর্লাত্তের ভূমিবিষয়ক আন্দোলনবিষয়ে কথাৰাজী কহিলাম। আভাবের বিষয়ে আমার যে ভয় চিল, দে কিছু নয়, প্রমাণ হইল। খাত্মের ফ্চনাপত্তে যে থব চায়, ভাহারও আশাভিরক্তি পাঞ্চের चारबाकन बहिशाहा । ভाकतनब हिरित्न चानुनिक, चानुनाका, दिखन, नाक. নিরামিষ ব্যঞ্জন, এবং দেশীয় বিবিধ প্রকারের ফল দেখিয়া আমি নিডাভ আহলাদিত চইলাম।"

ক তাই আসমুকুষার সেন, আনন্দমেহন বস্থা, গোপালচন্দ্র রাম রাধানদান রায়, ভুকধন যায় এই গাঁচ কন এবং তিনি গণং এক ল্লন, এই চর কন। তাই ক্রমকুষার দেন কেন্দ্রচক্রের দরীয়ংক্ষক্তরণে সজে সমন করিলেন। ইনি এ সমরে সুন্দেরে অভিট অভিসের একটি
বধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই বে তিনি বিবার নইবা সজে গেলেন, আয় ভিমিরা আসিরা
সে কার্য্যে বাস না হিরা প্রচাহরত সহুণ ক্রিপেন।

কেশবচন্দ্রকে বিদায় দিয়া আত্মীয়বর্গ ও বন্ধুগণ গৃহে আদিলেন। দে দিন গৃহে আদিয়া, কেশবচন্দ্র যেখানে সকলকে লইয়া বদিতেন, দেইখানে সকলে মিলিত হইলেন। তাঁহাদের নিকট সকলই শৃন্ত বোধ হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের প্রিয় ক্ষাষ্ঠ ভাতা নবীনচন্দ্র সেন অধীর হইয়া কাদিতে লাগিলেন। সকলের মন বিষাদের আত্মারে আত্মত হইল। দে দিনকার অবস্থা বর্ধন করিয়া প্রকাশ করিবার উপায় নাই। বিচ্ছেদ জনিত ক্লেশ প্রেক কথন আমরা জীবনে এরূপ অহ্ভব করি নাই। আমাদের এখানকার কথা এখন থাকুক, এক্ষণে আমরা সমৃত্রপথে।১) কেশবচন্দ্রের অথ্বর্তন করি।

সমুদ্রপথে

পর দিন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) ষ্টীমার নদী ছাড়িয়া সমূত্রে গিয়া পড়িল। অপরাঃ ৪টার সময় পাইলেট (পথপ্রদর্শক) বিদায় লইল, এই স্থযোগে কেশবচন্ত্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ কলিকাভায় পত্ত প্রেরণ করিলেন। জাহান্ত একট তুলিতে লাগিল; কেশবচন্দ্রের সন্ধিগণ একট একট অস্থুথ বোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু এখনও সামৃত্রিক পীড়ার কোন আশকা নাই, কেন না সমূত্র এখন বড়ই শাস্ত। জাহাজে অনেকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। এক জন সৈনিক পুরুষ বড়ই স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাদের কোন প্রকারে দেব। করিতে পারিলে, ইনি আপনাকে ক্রডার্থ মনে করিবেন বলিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ষ্টামার এক শত কোশ অতিক্রম করিয়া আদিয়াছে, মান্দ্রাক্ত এখনও ২৩১ ক্রোশ দুরে আছে। উড্ডীন মংস্ত সকল দেখা দিল। জাহাজের দোলনাবস্থা আর কেই বড ব্রিতে পারিলেন না। অনেকগুলি আরোহীর মধ্যে একটি মহুশ্বভোজী ব্যাশ্ব আরোহী ছিল, ভাহার নিকটে কেহ গেলেই সে দম্বপাটি প্রদর্শন করিত। কেশবচন্দ্র দৈনিক বুড়ান্তে লিখিয়াছেন "যদি ইহাকে আমাদিগের সঙ্গে ভোজনস্থলে ভোজন করিতে দেওয়া হইত, তবে এ আনন্দের সহিত আমাদিগকে ডোজন করিত।" ১৮ই ফেব্রুয়ারী জাহাজ ১২ ঘণ্টায় আরও ১১৪ কোশ চলিয়া আসিল। মাস্তাজ এখন ১১৭ কোশ মাত্র বাকি আছে। আরোহিগণ ছই ছই টাকা বাজি রাখিয়া মান্তাজে গিয়া

^{(&}gt;) সমূত্রপথের বিবরণ কেশবচন্দ্রের "Diary in England" হইতে গৃহীত।

প্রভিষ্যর সময় ঠিক করিয়া বলিতে লাগিলেন। দিনের মধ্যে পাঁচ বার করিয়া আহার হইত। কেশবচন্দ্র এ সংক্ষে আমোদ করিয়া দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন, "আমরা দিনের মধ্যে পাঁচ বার খাই, ইহা শুনিয়া আমাদের দেশের লোকে কি বলিবেন? তাঁহারা কি মনে করিবেন না, উদরসেবা এবং ভোজনবিতা শেখাই আমাদের কাজ? কিছু আমরা বাড়ীতে ধাহা খাই, তাহা অপেকা কিছু বেশি খাই না। আমরা কেবল বার বার টেবিলে গিয়া বিদি, আর বাহিরের সক্ষাটা খ্ব বেশি। সভাতার বাহিরের ধ্মধাম যত, আমাদের উদরের পরিতোষ ততটা নয়। বিউগেলের শব্দ কি কল্প হইতেছে, ভোমরা মনে কর? ভয়ে কালিও না, ইহা যুদ্ধ করিবার ইশিত নয়, শক্র নিকটে, ইহা ঐ শব্দ জানাইতেছে না। এ সব কিছুই নয়, ইহা আহারে আহ্বান। এক হাতে ছুরী, আর এক হাতে কাটা লইয়া ক্ষধার সংস্ব সংগ্রাম করিয়া, সেই শক্রকে বদ করিতে প্রস্বত হইতে উচা বলিতেছে।"

১৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার, প্রাক্তে নয়টা পোনের মিনিটের সময় মাল্লাঞ্জে বিয়া জাহাজ উপস্থিত হইল। মেন্তর উন্নিপ্তহাম বাজিতে ৮০ টাকা লাভ করিলেন। জাহাজের উপরে কিছু প্রবাদি কয় করিয়, ২ টাকা ভাড়ায় একথানি নৌকাতে কেশবচন্দ্র সকিলণ সহ মাল্লাঞ্জে নামিয়া, পারি কোশ্পানীর আফিনে গমন করেন। সেখানে গিয়া প্রাচীন বন্ধু ভেরুটায়ামী নায়ভুর সহিত সাক্ষাং হয়। তিনি আদরের সহিত ইহালিগকে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্ছিং চা কটি খাওয়ান, নায়ভুর গাড়িতে ইহারা বেড়াইতে বাহির হন। প্রথমতঃ মাল্রাজন্থ প্রচারক ভোরায়ামী নায়ভুর সহিত ইনি গিয়া সাক্ষাং করেন। সেখানে তাহার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পান, মাল্রাজে আক্রসমান্ধ নামমাত্র আছে, লোকের নিক্রুংসাহ দেগিয়া ভোরায়ামী নায়ভু শতীব বিরক্ষ। মতি শীজ এক্রপ অবস্থার প্রতিবিধান জল্ল উপায় অবলম্বন করা প্ররোজন, কেশবচন্দ্র ইহা স্থির করিলেন। এখান হইতে টেবিলিয়ান পার্কে (এখন পীপলস্ পার্ক) গমন করিয়া, সেখানে অল্লাক্ত জন্ধ মধ্যে সিংছ সিংহী ও ভাহার সন্ধান সন্ধতিগুলিকে দেখিলেন। ভের্টায়ামী নায়ভুর গৃহে আসিয়া জনেক দিনের পর দেশীর প্রণালীতে কদলীপত্র ইহারা আছার করিলেন। 'পাচিপাস

হলে' জাপানীগণের বাজী দেখিয়া বিপ্রহর রজনীতে নগর হইতে দ্রবর্তী আফিনের উল্লানগৃহে আদিয়া সকলে রাত্রি যাপন করেন।

(২০শে কেব্ৰুয়ারী, ববিবার, প্রাতে) নয়টা পোনের মিনিটের সময়ে জাহাজ ছাড়িল। প্রাত:কালে সমূদ বিলক্ষণ শাস্ত ছিল, সায়য়ালে সমূদ তরকায়িত হইয়া উঠিল, এমন কি ক্যাবিনের মধ্যে জলের ঝলক আদিয় পড়িল। সন্ধিগণ মধ্যে কেহ কেহ সামুদ্রিক পীড়াতে আক্রান্ত হইলেন। সায়য়ালে জাহাজের অগ্রভাগে পিয়৷ ইহারা ব্রহ্মসন্ধীত করিতে লাগিলেন। ইনি অভ্যকার দৈনিক বিবরণে লিধিয়াছেন, "এই সময়ে কলিকাভাতে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ; সেখানে মিলিয়া আমাদের ভ্রাত্রগণ ব্রহ্মনাম করিতেছেন। সেই প্রভুই আমাদের নিকটে আছেন।"

২২শে কেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার, প্রাতে আটটার পর গলেতে গিয়া জাহাত উপন্থিত হয়। দেখানে গিয়া টেলিগ্রাম পান—'সব ভাল।' জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াই পোষ্টাফিনে গিয়া পত্র প্রেরণ করেন এবং টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠান। পল কি প্রকার স্থান, উহা বন্ধগণকে দেখাইবার জন্ম সমুদ্রের ধারে ধারে গমন করেন। দেখানে একটি বৌদ্ধ মন্দিরে বৃদ্ধমূর্তি দর্শন করেন, এবং দেই মন্দিরে একটি বিষ্ণুমৃতি দেখিয়া আশ্চগ্যাধিত হন। বৌদ্ধমন্দিরের প্রাচীরে বিবিধ মৃত্তি দেখিতে পান। কতকগুলি আতা ও নারীকেল ক্রয় করিয়া তাডাতাড়ী গিয়া ষ্টীমারে আরোহণ করেন। ১১টার সময়ে জাহাজ ছাডিল, উত্তর পশ্চিমের প্রবল বাতাদ বহিল, তরকাঘাতে জাহাক ভয়কর তুলিতে লাগিল; ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে আরম্ভ কবিল। ভাই প্রসন্তকুমার नयानायी इटेरनन, अझ विखत नकरनट नामूजिक नीज़ारा बाजास इटेया পড়িলেন। আরোহীর সংখ্যা ইহার মধ্যে এক শতের অধিক হইয়া পড়িয়াছে। ২৪শে কেব্রুয়ারী, সমুদ্র শাস্তবেশ ধারণ করিল। আরোহিগ্ণ জাহাজে নাট্যাভিনুমের উত্তোগ করিলেন। এ সময়ে গল হইতে জাহাজ ১২৪॥ কোশ আসিয়া পড়িয়াছে। মিনিকক্ষ বীপ ৯৬ কোশ সন্ধে আছে। পরদিন (২ংশে) প্রাতে মিনিকক্ষ দীপ অতিক্রম করা হইল। এখানে কুবটিকা মধ্যে পিও কোম্পানীর কলছো জাহাজ মারা যায়। জাহাজের অগ্রে অগ্রে কতকগুলি মংস্ত সমুক্ত হইতে উল্লন্ধন দিয়া উঠিতে লাগিল, আবার জলে

পড়িতে লাগিল, আবার উঠিতে লাগিল, আবার পড়িতে লাগিল। জাহাজের আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারগণমধ্যে এক ব্যক্তির সহিত তাহার আলাপ হইল, ইহার ধর্মসংক্ষে বড় উদার মত। ইনি আমাদের মণ্ডলী এবং কেশবচন্দ্র যে কার্যো যাইতেছেন, তংপ্রতি সহাম্বভূতি প্রদর্শন করিলেন এবং নৌচালন ও অক্যান্ত বিষয়ে অনেক বৃত্তান্ত জানাইলেন। ইহার মধ্যে জাহাজ আরও ১২৫ কোশ অতিক্রম করিয়াছে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, জাহাজ ক্রন্তবেগে ১৩৪৪ কোশ অতিক্রম করিল। আজ সিলোনের শিক্ষাবিভাগের ভায়রেইরের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাং হইল। ইনি বিসংবাদ ঘটাতে কাব্য পরিত্যাগ করিয়া ব্যারিষ্টার হইতে যাইতেছেন। কেশবচন্দ্র যে জল্প ঘাইতেছেন, তংসক্ষে সাহস দিয়া তিনি বলিলেন, অতি সাহসিক কাব্যা, এ কার্যো আদার বাধা পাইতে হইবে। লণ্ডনে যে 'ভায়ালেক্টিকাল সোসাইটী' আছে, ভাহাতে যোগ দিতে ইনি পরামর্শ দিলেন এবং মিল, হক্সলে, মরিসন এম, পি সহ সাক্ষাং করিতে বলিলেন। ইনি মিলের স্থলের লোক, বিজ্ঞানের প্রতি ইহার এত আদর যে, প্রচলিত খুইধন্মে বিশ্বাস নাই বলিলে হয়। পর দিন ববিবারের দৈনিক বিবরণটি আমরা নিয়ে অন্তবাদ করিয়া দিতেছি।

"রবিবার, ২৭শে কেকুয়ারী—প্রাভ্রানালে কর্মচারিগণ, নাবিকগণ, স্ত্রধর, যহচালক, পালাদী সকলে নিজ নিজ দৈনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, হেকের উপরে কাওয়াত করিবার জন্ম একত্রিত হইল, তাহাদিগের সকলের নাম ধরিয়া ছাকা আরম্ভ হইল। কাপ্তেন এবং প্রথম কর্মচারী তাহাদিগের সারির নিকট দিয়া যেমন যাইতে লাগিলেন, সকলে সমন্ত্রম অভিবাদন করিতে লাগিল। এক বার একটি সন্ত্রেত করিবামাত্র কৃত্র কৃত্র দল বান্ধিয়া ভাহাদ্ধের নানা স্থানে হাইয়া জলোত্রোলন যন্ত্রের নিকটে গিয়া তাহারা পাড়াইল। এরপ আরোজন আগুন লাগিলে আগুন নিবাইবার জন্ম! আর একটি সন্ত্রেত করিবামাত্র সকলে দৌড়াইয়া গিয়া যেখানে নৌকাগুলি আছে, সেগানে ঘাইয়া দল বান্ধিল। ইছার অভিপ্রায় এই যে, যদি আগুন নিবাইতে না পারা যায়, তাহা হুইলে সকলকে নৌকার ভার লইতে হুইবে। সাড়ে দলটার সময়ে কোয়াটার ভেকে কাপ্তেন উপাসনা-কার্যা নির্কাহ করিলেন। সন্থা ৭টার সময়ে সম্বন্ধ ক্রালুনে উপাসনা-কার্যা নির্কাহ প্রস্তিবনর নিকটে অস্তমতি সভয়া হুইল

এবং তিনি আহলাদের সহিত অন্তমতি দিলেন। জাহাজের কোষাধান (Purser) जात्ना जामित (राशांफ कतिया मित्ना। श्रीय भक्षांमः इन উপাদনার্থ দমবেত হইলেন। 'ঈশ্বর আমাদিগের আশ্রয় ও বল এবং বিপংকালে অতি নিকটস্থ সহায়', এই ৪৬ আমার দাউদের গীত উপদেশের অবলম্বন হইল। আমরা ঈশ্বকে ক্পন অবিভ্যমান মনে করিব না, কিন্তু নিয়ত তাঁহার বিভ্যমানতা অমূভব করিব এবং আমাদের চিরবর্ত্তমান সহায় বলিয়া সম্মুখে ধারণ করিব। আমাদের জাহাজের কাপ্তেনের উপরে আমরা যেমন আমাদের সমগ্র বিশাস স্থাপন করি, তেমনি আমাদিগের জীবনসমূল পার হইবার কালে যিনি আমা-দিগকে সকল প্রকার প্রলোভন ও বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন, দেই মহান্ কাপ্তেনের উপরে আমাদিগের স্থদত বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। এই অস্থায়ী সমবেত উপাসকমণ্ডলীর দৃষ্ঠাট কি চিত্তাকর্ষক ! ইহা মনে করিয়া কেমন উৎসাহবৃদ্ধি হয় যে, আরব সমূদ্রের বক্ষে সর্বাশক্তিমান ঈশরের নাম কীটিত হুইল, নানা ছাতির লোক লইয়া গঠিত অস্থায়ী একটি ক্ষুদ্র পরিবার মধ্যে আমাদের সকলের সাধারণ পিতার মহিমা গান করিতে পারিলাম, এবং আমাদের ভারতের নানা স্থানে বাক্ষমাতাবা যে 'সতাম' শব্দ পবিত্র গন্তীর-ভাবে উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা এখানে প্রতিধ্বনিত করিলাম ৷ আমাদের প্রতি ঈশবের কত দয়। কিন্তু হায়। আমরা কেমন আঁহার দয়। ভূলিয়। আছি। সকল স্থানে, সকল তরকায়িত সমুদ্রে সত্য ঈশ্বর গৌরবারিত হউন।"

২র। মার্চ্চ, বুধবার, ত্ প্রহরের সময় অন্তরীপ গার্ডাফিউই অভিক্রম করিলে, সন্মুখে বনলতাহীন ভীষণ পর্বতমালা নয়নগোচর হইল। আসিয়া দৃষ্টির বহিছুতি হইয়া আফ্রিক! নয়নপথে পড়িল। এ অন্তরীপে উদ্ভিদের চিহ্ন নাই, যত দ্র দৃষ্টি যার, বিস্তার্শ অন্তর্বার মকভূমি। ৪ঠা মার্চ্চ, শুক্রবার, উচ্চ পর্বভোপরি এডেনের আলোক গৃহ অনেক দ্র হইতে দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। এডেনের নিকটবভী হইয়া কেশবচক্র একালের অভ্তকীর্দ্তি অভি গৃহত্তম প্রতিট ইটারণ" নামক স্থীমার দেখিতে পাইলেন। এডেনে সামুক্তিক ভাড়িতভার বসাইয়া ইহার পর লোহিতসাগরে উহা প্রবেশ করিবে। এডেনে প্রছিবা মাত্র কেশবচক্র তৃইধানি পত্র পাইলেন। দেড় টাকা ভাড়ার এক থানি নৌকা করিয়া এডেনে ইনি বছুগণ সহ অবতরণ করিলেন, অবতরণ

ত্রিয়াই প্রথমতঃ পত্র ডাকে রওয়ানা করিলেন। নগর আডাই ক্রোশ অক্ষরে। যে গাড়ী ভাড়া করিয়া নগরাভিমুধে গমন করিলেন, ঐ গাড়ীর গাড়োয়ান বালালী: অল্প দিন হইল, সে দে দেশে আনিয়াছে। পাৰ্কতা উচ্চ নীচ পথে গাড়ীতে কতক দুর গিয়া প্রপা (Reservoirs) সন্নিধানে আদিলেন। এই প্রপাঞ্জি আর কিছই নছে, পর্বতের গহার। সেই গহারগুলিকে চারিদিকে বানিয়া দেওয়া হট্যাছে, বৃষ্টির জল উহাতে নিপতিত হট্যা অবক্ষ হট্যা থাকে। পর্বতের উপরে একটি ফুলর উভান আছে. ভাছাতে বেশ ফুলর প্রন্দর বৃক্ষ আছে। চারিদিক বনলতাশুক্ত, স্বতরাং তল্পগে এই উন্থান দেখিতে মনোহর। আজ যোল মাস হইল, বৃষ্টি হয় নাই, গতিকেই প্রপাণ্ডলি অলশ্ভ হইয়া পড়িয়াছে। লোকেরা কৃপ হইতে অতি কটে ফল আহরণ করে। স্বল ঈষত্য কারযুক্ত, অথচ ভাহাই লোকদের নিকট উপাদেয়। সংখ্যের কিরণ অতি তীক্ষ, স্বতরাং কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ ক্লাস্ত হইয়া পড়িলেন। ফিরিয়া আদিবার সময়ে ইহার। বাঙ্গালা দেশের মিষ্টাল্ল কিলাপী ও গ্লা ক্র করিয়া আনেন। সমুদ্রের পারের ছোট ছোট ঘরগুলি দেখিতে মতি ফুলর। এপানকার লোকের। আরব ও কাক্রি এই চুইয়ের মিলনে মিত্র জাতি। অপরাছে ইহারা সীমারে চলিয়া আদিলেন। জাহাজের পার্ছে অর্থনায় দেশীয় লোকগুলি সম্ভরণ করিতেছিল, এবং জলে নিক্ষিপা শিকি আত্লি জলের ভিতরে ডুব দিয়া দীতে করিয়া তুলিয়া আনিতেছিল। এ দৃশ্টি অভুত; আমাদের দেশে এরপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেশবচন্দ্র এডেন হইতে ভারতব্যীয় আন্ধ আতৃবৃদ্ধকে স্থোধন করিয়া (ইংরান্ধিতে) ধে পত্র * লিপিয়াছিলেন, তাহার অভবাদ নিম্নে উল্পত্ত করিয়া দেওয়া গেল।

কেশ্যচন্দ্রের এডেন হটতে ভারতীর রান্ধরাতৃরুলকে পত্র

"হে প্রিয় ভাতৃগণ,—আমাদের দ্যাময় পিতার করণা তোমাদের দক্ষে অবস্থিতি করুক, এবং তোমাদের শাস্তি হউক। আমার ঈশরকে ভিন্ন দেশে— অতি দ্রস্থিত পশ্চিম প্রদেশে—দেবা করিবার করু আমি এক্ষণে দ্রস্থ ইইয়াছি; কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে ডোমরা আমার সঙ্গে রহিয়াছ, আমার

[&]quot;Epistle to the Theists in India" was published in the "Indian Mirror." Also see in "Lectures in England" (New Edn.)

প্রীতি, স্নেষ্ট এবং প্রার্থনা মধ্যে তোমরা স্থিতি করিতেছ। কারণ আমি ভোমাদিগকৈ ম্বদেশী এবং সম-বিশ্বাসী ভাতগণ বলিয়া প্রীতি করি, এবং আমার যাবজ্জীবন তোমাদিগকে সেবা করিতে আমি অভিলাষ করি। তোমাদের এই অফুপযুক্ত ভতাকে তোমরা শরণ করিও। ঈশর, আত্মার অমরত, এবং তোমাদের গুরু কর্ত্তবাগুলির বিষয়ে আমি সময়ে সময়ে ঘাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা সমস্ত শ্বরণে রাখিও। আমি যে স্থানে পিয়া উপনীত হই, আমার ভ্রম। আধ্যাত্মিকভাবে আমরা দকলেই প্রমেশ্বরের প্রিত্ত মন্দিরে, জাহার চরণচ্ছায়ানিয়ে অবস্থান করিব। প্রমেশ্বর আমাদিগকে পৌত্রিকতা এবং পাপকৃপ হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন, এবং তাঁহার বেদীর চতুষ্পার্ধে আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে এক পরিবার করিয়াছেন. এবং প্রীতির চিরন্তায়ী ভাতবন্ধনে আমাদিগকে বন্ধ করিয়াছেন। আমাদের হৃদয় চিরকাল একতা অধিবাদ করুক; যদিও দাগর, মহাদাগর এবং মহাদেশ সকল আমাদের শ্রীরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, আমাদের যেন কথন আধ্যাত্মিক বিচ্ছেদ না হয়। প্রমেশ্বর কেন আমাদিগকে একবিত করিয়াছেন, তাহা কি ভোমরা অবগত নহ ১ এই ছলু যে, আমরা চিরদিন তাঁহার--কেবল তাঁহারই-পূজা এবং দেবা করিব। এই অভিপ্রায়ে তোমরা তাঁহার সহিত অন্তিক্রনীয় প্রতিজ্ঞাপাশে ১৯% হুইয়াছ, তাহা হুইতে তোমরা তিলার্দ্ধ দূরে অপ্সরণ করিতে পার না। তোমরা এক প্রভূ— বিশ্বের সেই পরম নিয়স্তার ভৃত্য, কেবল তাঁহারই তোমরা সেবা এবং আরাধনা করিবে। তোমরা আর কাহার সন্নিধানে মন্তক প্রণত করিতে পার না। তোমরা ধদি এরপ কর, তবে মিথাা কথা, প্রতিজ্ঞাভদ, ঘোর রাভবিদ্রোহ, এবং বাভিচার হইবে। পরমেশ্বর তাঁহার প্রচুর করুণারূপ মূল্য দিয়া তোমাদিগকে ক্ষ করিয়াছেন, ভোমরা এখন সম্পুর্ণরূপে তাঁহারই; ভোমরা এখন আর শরীর মন কিংবা হৃদয়কে পৌত্তলিক দেবতাসকলকে বিক্রয় করিতে পার না। মহন্ত্র, 📤 অথবা নীচ কীটদিগের পূকা আর ভোমরা করিতে পার না। তোমবা পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপেও আর কোন মতে যোগ দিতে পার না. কারণ দেই অবিশুদ্ধ পদার্থ--পোত্তলিকতা--তাহার অণুমাত্র স্পর্শপ্ত অপবিত্র করে। প্রত্যেক আকার প্রকারের পৌত্তলিক পূজা তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে

পরিতাগ করিতে হইবে। কেবল ইহা নয়, তোমাদিগকে আরও অধিক করিতে হইবে। যে ভয়ানক পৌতলিকতার প্রণালী ভারতবর্ধে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার সহিত তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে। যে তেজিশ কোটি দেব দেবী এই দেশে রাজত্ব করিতেছে, তোমাদিগকে তাহার বিক্ষে ধর্মসংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে। যে জঘল্ল মিথা হইতে ঈশর অভ্যাহ করিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইতে বদেশীয়দিগকে উদ্ধার করিতে তোমর। সমস্ত শক্তির সহিত চেষ্টা কর। তোমরা যদি সত্য পাইলে, তবে তাহার সঙ্গে সংক্ষ তাহা অলকে বন্টন করিয়া দিবার গুক্ষ ভার তোমাদিগকে অবশ্র গ্রহণ করিছে হইবে। যদি তোমরা পৌতলিকতাকে অম্মলন বলিয়া প্রতীতি করিয়া থাক, তবে তাহা সমূলে বিনাশ করিতে তোমরা বাধা হইয়াছ। সেই পরম প্রভুর নিকট বিশ্বাসী এবং রাজপরায়ণ হও এবং তাহার রাজ্য সর্কাদিকে বিস্তার কর। এই মিথ্যা পূজার মূলোংপাটনে বিনম্বভাবে ও একাগ্রমনে যত্ন কর, এবং এক ঈশরের পবিত্র পূজার শুভ ফল সক্ষ দূর দ্রান্তরে বিস্থীণ কর।

"ভোমরা যে একমাত্র সভাস্থরূপ প্রমেশরকে কেবল বিশাদ করিবে, ভাহা নহে, কিছু অবিভক্তরূদ্যে তাঁহাকে প্রীতি করিবে। তোমার আয়ার প্রায় ভোমার হৃদয়ও কেবল তাঁহারই উপর নির্ভর করিবে। যেমন বিশাদে, শেইরূপ প্রীতিভেও ভোমরা তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ আদক্ত হইবে। করিপ শভাই যেমন মনের পৌত্তলিকতা আছে, নেইরূপ আবার হৃদয়েরও পৌত্তলিকতা আছে, ফেইরূপ আবার হৃদয়েরও পৌত্তলিকতা আছে, ফেইরূপ আবার হৃদয়েরও পৌত্তলিকতা আছে, ফ্রেলিক ভাইতে কর। এরূপ অনেকে আছে, যাহারা বিশাদ এবং পূলাস্থছে কোন দেবদেবী স্থাকার করে না, কিছু হৃদয়ের কোন পুত্তলিকা, গাহাকে ভাহারা আর আর ভাবং পদার্থ অপেকা অধিক প্রীতি করে, ভাহার নিকটে আপনাদিগকে বিক্রেয় করিতে ভাহারা কৃষ্টিত হয় না। এই আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকভাবিষয়ে আমি ভোমাদিগকে সতর্ক করিতে চাই। বাছিক পৌত্তলিকভা পরিভ্যাগ করা সহজ, কিছু যে সমন্ত বছন হৃদয়কে সংসারের বিবিধ মোহে আবছু করে, ভাহা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সম্পূর্ণব্রশে ইহাকে স্থাবর উৎসর্গ করা—ইহা কঠিন, নিভাস্থ কঠিন জানিবে। কিছু

যদি তোমরা ব্রাহ্মনামের উপযুক্ত হইতে অভিলাষ কর, তবে তোমাদিগতে তাহাও করিতে হইবে। কাষ্ঠ এবং প্রস্তারের পূজায় যদি বাঞ্চিক পৌত্তলিকতা হয়, তবে পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, ধন মানকে ঈশ্বর অপেকা অধিক ভালবাদাও আন্তরিক পৌত্তলিকতা। ব্রাহ্ম এতচ্বভয়কেই ঘুণা এবং পরিহার করিতে বাধ্য। মহুস্থাগণ যথন ঈশ্বরসলিধানে উপনীত হয়, তথন সচরাচর হালয়কে পশ্চাতে রাখিয়া আদে, এবং তাঁহাকে নিঞ্জীব শুষ্ক এবং প্রাণশৃক্ত রীভিতে পুজা করে। তাহাদের পুজার অর্থ-কতকগুলি প্রণালীগত শব্দের বারংবার উচ্চারণ; তাহাদের প্রার্থনা—কেবল একটা অজ্ঞাত ও তাহাদের দৃশ হৃদয়শুতা পদার্থবিশেষের প্রতি শৃত্ত জল্পনামাত্র। তথাপি যথন তাহার। সংসারের সেবা করে, তথন ভাহারা কেমন প্রোৎসাহী হয়: কেমন আগ্রহের সহিত ইহাকে প্রীতি করে, কেমন অন্তরের সহিত ইহার স্থপ সকল অমুসন্ধান এবং সজোগ করে। ভাহার। মন্দিরে হৃদয় এবং জীববিহীন। ধনদেবভার দেবার সময়ে একেবারে জীবন ও উৎসাহে পরিপূর্ণ। ভ্রাতৃগ্র, তোমর। তাহাদিগের মত হইতে পার না। তোমাদিগের প্রতিজ্ঞা দারা তোমরা ঈশরকে হান্য দান করিতে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি করিতে বাধা হইয়াছ। তাঁহাকে একমাত্র প্রকৃত বন্ধু এবং চিরম্ভন পিতা—তোমাদের সর্কোৎকৃষ্ট মহামূলা রত্ব এবং মধুরতম আনন্দ জানিয়া, তাঁহাকে সমস্ত হৃদ্যের পহিত তোমাদিগের প্রীতি করিতে হইবে। তাঁহার প্রেমময় করুণা, তাঁহার অপাত্রের প্রতি দয়া, যাহা তিনি অফুদিন ভোমাদের উপর বর্ধণ করিতেছেন, তাহা এক বার ভাব দেখি। তিনি কেমন জীবস্তভাবে তোমাদিগকে প্রীতি করেন, তিনি তোমাদের মঞ্চল এবং পরিত্রাণের জ্বন্ত কেমন ব্যাকুল, তিনি দিনের প্রতি মৃহুর্ত্ত কেমন স্নেহপুর্বাক তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন, এবং তোমাদিগের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক অভাব সকল পূর্ণ করিতেছেন। यनि একবার ইহা अनग्रकम করিতে পার, তবে নিশুয় দেখিবে, সংসার অপেকা ঈশবের সমধিক আকর্ষণ আছে, এবং আর আর যাবতীয় বস্তু হইতে তোমা-দিগের নিকটে তাঁহারই মধিকতর প্রিয় হওয়ুঁ উচিত। যিনি মঙ্গলাকাককী এবং দয়ালু, তাঁহাকে প্রীতি করিতে তোমাদের কোন যুক্তি তর্কের প্রয়োলন হইতে পারে না। কেবল তাঁহার প্রেম ও কঞ্গাময় মুখনী অবলোকন কর, তাঁহার

পুরুমেহের উচ্চতা এবং গান্তীর্যা অভুতব কর, ভাষা চইলেই প্রকৃত ভক্তির তাড়িত-বোগে তোমাদের হৃদয় তৎকণাৎ সমুত্তেক্সিত হইবে, তাঁছার দহায় পরাভত হইয়া তাঁহার চরণতলে ভোমরা পতিত হইবে, এবং পিতভঞ্জির পবিত্র অমুরাগে তোমাদের হৃদয় আক্রান্ত হুইবে। তথন তোগুৱা আরু জাঁচাকে সংসারের মহয়ের ভায় বৃদ্ধিপূর্বক শীতলভাবে ফলাফলগণনা করিয়া প্রীতি করিবে না. কিছু স্বার্থহীন প্রীতির অপ্রতিহতবেগে তোমরা নীয়মান ছইবে। 'বেমত মুগ জ্লাশয়ের নিমিত্র কাতর হয়', বান্ধ তাঁহার ঈশরের নিমিত্র দেই-রূপ কাতর হন। যেমন রূপণ তাঁহার অর্ণের প্রতি সংস্থৃচিত্র চইয়া থাকেন. ব্রান্ধও দেইরূপ তাঁহার ঈশ্বরকে কোন মতে ছাড়েন না। ধেমন সংসারী বাকি সংসারকে তাঁহার সর্বাশ্বরূপে দর্শন করে, এবং ভাহার জন্ম আরু মকল**ট পরিত্যাগ করে. সেইরপ আন্দ ঈশ্বকে তাহার** ধন প্রাণ এবং আন্দ মনে করেন, এবং তাঁচার নিমিত্ত আর দক্দই পরিত্যাগ করেন। তিনি ধন্ত, যিনি সর্বাদা ঈশবে আনন্দিত হন। প্রিয় ভাতৃগণ, ভীবস্ক সরল প্রার্থনার সাহায়ে ঐ পদে উত্থান করিছে চেটা কর। বেলানে আছ. বেখানে থামিও না। তোমাদের পুত্তলিকাবিনাশকার্যা স্থপান্ন কর। থেমন ভোমরা মনের পুত্রলিক। সকল ভাক্ষিয়া ফেলিয়াছ, ভদ্রপ ভোমরা হদয়ের প্রতিকা সকলকেও দর করিয়া দাও, এবং দেই পরম পুরুষকে তথায় একাকী রাজ্য করিতে দাও। ভোমাদের প্রীতিকে এ প্রকার ফর্মভোচাবে াঁছাকে আবন্ধ করিতে দাও, যেন ওাঁছার দেব। ছইতে ভোমাদিগকে আর কিছতেই আকর্ষণ করিয়া লইয়া ঘাইতে না পারে। তাঁহার প্রতি বিশ্বস্থ ^{হত্ৰ,} ভাহা হইলে ভোমরা ইচ জীবনে এবং পর জীবনে মুপার মানন্দ সংস্থাপ क्रिए शक्तित।"

৫ই মার্চচ, শনিবার, পেরিম দ্বীপ অতিক্রম করিয়া বাবেদমন্তপ হইছা সীমার লোহিতদাগরে প্রবেশ করিল। এই সময়ে সমূদ্র তরকায়িত হইতেছিল, এবং ইংং রহং তরক্ত্রিল জাহাজের সকে থেলা করিতেছিল। পর দিন (৬ই মার্চচ) মবিবারে নিয়মিত কাওয়াত হইয়া, ১০টার সময় উপাসনা হইল। কতকগুলি মারোহী কেশবচক্রের মূখে রাজসমাজের বিবরণ তনিতে উদ্বিল্ল হইলেন। লিভি ভিউরাাও অগ্রেই কাপ্তেনের নিকট 'কোষাটার ডেক' এ জল চাহিছা

লইয়াছেন, এবং কাপ্তেন কোন আপত্তি না করিয়া অসমতি দিয়াছেন। (সন্ধা)
গাঁটার সময় বক্তা দেওয়া হইবে, বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। আজ অনেকে
বক্তা শুনিতে একত্রিত হইলেন। এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া বক্তা হয়। আদসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, এবং তাহার মত উল্লেখ করিয়া সাম্প্রদায়িকত।
প্রিচার করিবার জন্ম উপদেশ দেন।

আরোহিগণকে বছ দিন সমূদ্রোপরি থাকিতে হয়, স্বতরাং ইহারা বিবিধ আমোদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নাট্যাভিনয় ইহার মধ্যে প্রধান। এত্বাতীত তাদ সতরঞ্চ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের থেলা অবলম্বিত হইয়া থাকে। (क्नवहळ एव तकन आरवाङीत कथा निक देवनिक विवतरण উল্লেখ कतिपारकन. তন্মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার কয়েক জন ভদ্রলোক সম্বন্ধে তিনি লিথিয়াছেন. "আমাদের শন্ধী আবোহিগণের মধ্যে কয়েকটি অষ্ট্রেলিয়ার ভদ্র লোক আছেন, ইহারা প্রায়ই আহারের সময়ে আমাদিগের সম্মুখভাগ টেবিলে বসেন। ইহাদের জীবনের লক্ষ্য মনে হয়, যেন কেবল আমোদ কৌতৃহল। কলিকাতায় বাগ্রাকারের ইয়ার লোকের সহিত ই'হাদিগের তুলনা হয়। পান, ভোজন, আমোদ বিনা ই হাদের আবার কাজ নাই। আর এক দিন ই হারা বড়ই রাগিয়াছিলেন, কেন না ই হারা বেলা নয়টা পর্যস্ত (এই সময়ে জাহাজে সকলে মদ থায়) পুন: পুন: মদ চাহিয়াছিলেন। সন্ধ্যার বেলা প্রায়ই ই হারা জ্যা থেলেন। ই হাদের সচরাচর আমোদের কান্ধ, পরস্পর থোঁচার্থ চি, গায়ে প্রভাপতি করা: ই'হার। অন্য আরোহিগণের সঙ্গে বড় মেশেন না, নিজেদের ধাতুর লোকের সঙ্গে চলা ফেরা করেন।" এক দিন মোরণের লড়াই হয়। এ লড়াই মোরগে মোরগে নয়, মোরগদাজা মাছুবের লড়াই। তুজন মাছু<mark>ষে</mark>র হাত বানা; হাটু বাঁক। করিয়া তাহার মধ্যে এক এক পানা লাঠী খুব আঁটিয় ধরিয়া, তাহা দিয়। দু জনের এক জনকে যে উন্টাইয়া ফেলিতে পারে, তাহারই জিত হয়। মোরগের লড়াই হইয়া গেলে অষ্ট্রেলিয়ার দেই ভত্তলোকদের মধে। কাইব⁸ নামক এক বাক্তি কুংসিত মেয়েলি সাজে "প্রমা ক্রন্দরী রাণী" সাজিয় আদেন। কতকগুলি ভালা কবিতা পডিয়া, মোরগের লডাইয়েতে ধিনি জিতিয়া ছিলেন, তাঁহাকে একখানি ভাঙ্গা প্লেট উপহার দিলেন। এই সমুদায় ব্যাপাং अमनरे अनाली एक निष्णत रहेशा किल त्य, त्कररे राति ताथि एक भारतन नारे।

bहे मार्क, मक्लवात, तक्रनीटि फिछनम चालाकगृह चिक्रम क्रा हह। वसवाव(৯ই মার্চ্চ) উদারচেতা আমাদের মণ্ডলীর বন্ধ আণিষ্টাণ্ট ইঞ্চিনিয়ার আর্চ্চর সাহের কেশবচন্দ্র এবং বন্ধগণকে জাহাজের কল এবং কি প্রণালীতে কল গঠিত, এ সমুদায় বৃঝাইয়া দেন। এই দিনে ইহারা স্কয়েন্দ অধাতে প্রবেশ কবিলেন। সায়ভালে শ্ভন দ্বীপ দেখিতে পাইলেন, এই পানে কার্ণাটিক ভারাছ জলমগ্র হট্যা অনেকঞ্জলি লোকের প্রাণ বিনাশ হয়। ইহাদিগকে উল্লেখ কবিয়া কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "আহা, ইহাদিগের কি ক্লেশেই মৃত্য হুইয়াছে ৷ ইহারা নিতান্ত নিংসহায়, ভগবান ইহাদিগের উপরে করুণা করুন; হুদ্য আপনা হইতেই এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে ব্যগ্র হয়, করুণাময় পিতা ইহাদিগের মন্তকোপরি আশীকাদ বর্ষণ করুন।" সুয়েঞ্জ অপাত আল্লে আল্লে পুরু হইয়া আসিতে লাগিল। তুই দিকে কেবল বনলভাহীন শিলোচ্ছয় এবং বালুকারাশি। সমূদ্রের ধারে সম্মধে অল্ল একটু ভূমি তালবুকে আচ্চাদিত। এই স্থানটি ভীর্বস্থান, এখানে তু তিন খানি বাড়ী আছে এবং কয়েকটি কপ আছে, এই কৃপগুলিকে মুধার কৃপ বলে। ফেরো যে সময়ে ইঞ্রায়েল বংশীয়ুগুণের পশ্চাং পশ্চাং ধাবিত হটয়া আদিয়াছিল, কথিত আছে যে, তাঁচারা এই স্থান দিয়া দে সময়ে পার হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র এবং তাঁচার বন্ধগণ ভাছাত থাকিবার স্থানে গিয়া প্রবেশ করিলেন: এবং দেপানে মনেকগুলি তুৰকী জাহাছ দেখিতে পাইলেন। এখানে দৈনিকগণ পার চইতেছে. বণবাত বাজিতেছে: ওপানে কলে পাথর কাটিয়া এবং তুলিয়া ফেলিয়া সমুদ্র গভীর করা হইতেছে, আবার সেই পাথরে ভেঠী বান্ধা চইতেছে। কেশবচন্দ্র ্য ভাষাজে আসিয়াছিলেন, উষা (১০ই মার্চ্চ) অপরাচু ওটার সময় গিয়া এখান হইতে স্বয়েজ ক্যানাল স্বস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এদিক্কার ভলপথে গমন শেষ হইল, এগন রেলওচেতে যাইতে হইবে। [ু]টার সময় ট্রেণ, স্কুতরাং ইহাদিগকে ধুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হটল। ন্দিনিষপত্রগুলিতে নামধাম লিখিয়া স্বাহাক্তে ফেলিয়া ইহারা টেণে উঠিলেন। ঘটবার বেলা জাহাজের কাপ্তেন বীসলি সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং যাহার। ইহাদের সেবা করিয়াছে, তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন। এ রেলওয়ে মিদর দেশের, স্বতরাং এক এক জায়গায় থামিয়া এক ঘণ্টাই

দেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। এই করিতে করিতে এক কোশ দেড় কোশ দ্রে স্থিত নগরে গিয়া সকলে পছছিলেন। এখানে পোষ্টাফিনে পত্র দিয়া আবার ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণে সমুদায় রন্ধনী অনিদ্রা ও শীত ভোগ করিতে হটল।

১১ই মার্চ্চ, শুক্রবার, অতি প্রত্যুবে নাইলটেশনে আদিয়া ট্রেণ প্রছছে। সমুদায় রজনী অনিস্রার পর দেশীয় প্রণালীতে অতি করে প্রাত:ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া, বিদেশীয় রীতিতে এক সিলিং দিয়া ইনি এক পেয়ালা চা পান করেন। নাইলের উপরকার সেতু পার হইয়া অতি ফুন্দর বনলতাপরিশোভিত স্থানে আসিয়া সকলে প্রভিলেন। ইতঃপর্কে কেবল মরুভমি দেখিবার পর একণে উহা নয়নের নিভান্ত পরিতপ্তিকর হইল। ৯টার সময়ে ইহার। আলেকজেণ্ডি য়াতে আদিয়া উপন্ধিত হইলেন। দেখান হইতে গাড়ী করিয়া পিও কোম্পানীর 'হোটেল ডি ইউরোপে' সকলে গমন করিলেন। এথানকার সকলা এমন যে, ভাচাতে ইচাদিগের কট বোধ চইতে লাগিল। ১২টার সময়ে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া মিসরের নগরী দেখিবার জন্ম কেশবচন্দ্র वस्तर्ग मह वाहित इडेटलन। यिनि ईडामिश्य ममुमाय प्रशाहरतन, उाहारक এক টাকা দিতে হইল। প্রথমত: ৮০ফীট উচ্চ 'ক্লিও পাটার নীডল' ইছার। দেখিলেন। ইহার আগাগোড়া 'হাঘোরোগ্লাফিকে' লেখা। व्याचात्र माधा नाहै। जननस्त ১৪० कीठे छेछ निम्न दिल्ल कुछ तक युक 'পম্পির পিলার' এবং অভাজ প্রাচীন কীতি সমুদায় দর্শন করিলেন। এ সমুলায়ের প্রাচীরের উপরে যে সকল চিত্র ছিল, ভাষা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং পাশ দিয়া কতকগুলি ফুকর আছে, ভনিতে পাওয়া যায়, এ সকলের মধ্যে মৃত দেহ স্বর্কিত আছে। এ স্কল দেখিয়া মিস্বরাজের প্রাসাদ ইহারা দেখিতে গেলেন। মিসররাজের উন্থান কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত নহে। এখানে যে বাছা বাঞ্চিতেছে, তাহ। প্রাচ্যপ্রতীচামিল্র। উন্মানে সজ্জা করাসী এবং কতকগুলি আঞ্চিকাদেশীয় সিংহ আছে।

পিও কোম্পানীর হোটেলে বায় অনেক। ৬ জনকে ৩৬ টাকা দিভে হইত, অথচ কেশবচজ্রের আহারের কিছুই স্থবিধা হয় নাই। শাকশব্জী ইনি চাহিডেন; কি ইনি চাহিডেছেন, ধানগাম। না বুঝিয়াই আছে। বলিড,

কিন্ত ধাইবার সময়ে তাহার কিছুই ইনি পাইতেন না। যত শীজ এ স্থান काषिय। মার্সেলিদে যাইবার জাহাতে উঠিতে পারেন, তক্ষর সকলে বাল্ড इट्टेश পড़िल्मन। ১२ है मार्क, भनिवाद, श्राफ्तांभ शहराव अब है हाता কিছু জিনিষ পত্র ক্রত করিতে বাহিরে গেলেন, আসিয়াই শুনিতে পাইলেন, ববের গেল আদিয়া প্তচিয়াতে, অপরাত্তে 'বাকালোর' স্থীমারে তাঁহাদিপুকে আরোহণ করিতে হইবে, কেন না (১৩ই) প্রাত্তকালেই মেল সইয়া ছীমার ছাড়িবে। সমুদায় জিনিধ পত্ৰ বান্ধিয়া, পিও কোম্পানীর গাডীতে চডিয়া জেঠীতে গিয়া, একখানি ত্ৰকি কাপ্তানচালিত ক্ষুদ্ৰ ষ্টীম বোটে চডিয়া ষ্টামাৱে উঠিলেন। চারি জনের থাকিবার একটি ক্যাবিন পাইলেন। স্বাহাস্কে উঠিয়াই আৰু এক কাইৰ কাৰণ উপস্থিত হুইল। পৰ দিন (১৩ই) শুনিত পাইলেন, বছে মেল অপরাছ পাঁচ টার সময় আসিবে না, গত কলা মুসলমান্দের देव केश्वर बाकारक वालिएक जारकत भाषी जाएक माहे । अहे पर्वास केंद्रबरगढ़ कावन इहेन, छाड़ा मरह । डेंडावा स्वित्तार भाड़ेश्वम, बानाधी कना । ५६८) প্রাত:কাল না চইলে ষ্টীয়ার ছাড়িবে না. কেন না রাভায় বালির ঋড়ে মেল বালিতে আবৃত চইয়া পডিয়াছে: বালির ভিতর চইতে খ'ডিয়া বাহির না করিলে আর মেল আদিবে না। আরোহিগ্ণ আর একধানি গাড়ীতে তপ্রহরের সময়ে আসিয়া প্রভিলেন। বারা রউক, সমল রুইতে খালেকজেওিয়ার শোভা, তৃকীপভাকাশোভিত সমূল্যান্মালা, ইদ্যেশ্বের জ্ঞ প্ন: প্ন: তোপদ্বনি, এই স্কল দেখিয়া ভ্নিয়া স্কলে সময় যাপন कविरत सामित्स्य ।

১৪ই মার্চ্চ, সোমবার, প্রাত্তকোলে বোঝাই মাণ ধুমধাম করিয়া ফেলাইবার শব্দে কেশবচন্দ্রের ঘুম ভালিয়া গেল। ভেকের উপরে পিয়া দেখিলেন, মেল আদিয়া পিছিয়াছে। বাতাল বিলক্ষণ ঠাতা, কিন্ধু বেশ কুগকর। প্রাত্তকোলে ছু থানি জাহাজ চক্ষুর্গোচর হইল, একত্র আদিতে আদিতে ছুই নিকে সরিয়া পড়িল। এক থানির নাম 'মেলিলিয়া', এগানি সাউথামটনে, আর এক থানির নাম 'হলেরিয়া', এথানি টাইরেটে বাইবে। কেশবচন্দ্র আল এক মাল হইল বাড়ী ছাড়িরাছেন, এখনও ইংলতে পাঁচছিলেন না। ই'হারা ভূমধাসাগরে পড়িলেন, আদিয়া ও আফ্রিফা পন্চাতে কেলিয়া ইউরোপ

অভিমুখে চলিলেন। সমূদ্র অতি ভয়ত্বর কৃত্রমৃত্তি ধারণ করিয়াছে, প্রবল বায় বহিতেছে, আকাশে ঘোৱাল মেঘ উঠিয়াছে, জাহাজ গড়াইতেছে, উপর হইতে নীচে পড়িতেছে। এক জন এক জন করিয়া আরোহী শ্যা আশ্রয করিতে লাগিলেন। চারি জন শ্যাশায়ী হইলেন, অবশিষ্ট ত জন অস্তপ অহুভব কবিতে লাগিলেন কিন্তু কোনকপে ঠিক থাকিয়া সায়ন্ধালে ডেকের উপরে গিয়া বদিলেন। দেখানে গিয়া কেশবচন্দ্র কি দেখিলেন, অতি ভয়হর দৃশ্য। উত্তাল তরঙ্গ আদিয়া চারিদিক হইতে জাহাজকে আক্রমণ করিতেছে, এক বার সম্মথের দিকে, এক বার পশ্চান্তের দিকে, এক বার এ পাশে, এক বার ও পাশে উঠাইতেছে, ফেলিতেছে, যেন উহাকে একটা থেলার সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। এক এক বার জাহাজখানি এমনি নীচতে গিয়া পড়িতেছে যে, মনে হয়, যেন উহ। ঘোর তরক্ষায়িত সমুদ্রে ডুবিতে যাইতেছে। সমুদ্র ঘোরতর পর্ক্তন করিতেছে, ক্রমান্বয়ে উহার পর্ক্তন বাডিয়া চলিয়াছে। ডেকে পাচ মিনিট দাঁডাইবার সাধা নাই। উপ্ত হইয়া প্ডিয়া যাইতে হয়, সমুদ্রের জল আদিয়া পৃষ্ঠ দিক্ত করে। ডেকের উপরে কণে কণে জল আদিয়া পড়িতেছে, त्यार्जित चाकारत चन्न किक किया वाहित इहें। याहेर्डिह । नमुख्यत चनका নেধিবার জন্ম হাত নিয়া ধরিয়া ধরিয়া কেশবচন্দ্র জাহাজের পশ্চামাণে গেলেন. দেখানে গিয়া ঝটিকার ভীষণ ক্রীড়া দেখিয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উদ্রেক হয়, তাঁহার দৈনিক বিবরণের অমুবাদ হইতে সকলে উহা বুঝিতে পারিবেন। "স্কাশক্তিমান ঈশ্বর—যিনি তাঁহার হাতের তলায় স্মৃত্রের জলরাশি ধারণ ক্রিয়া র্হিয়াছেন, তাঁহার প্রবল প্রতাপ দর্শন কর। এখানে তাঁহার ভীষণ শক্তি প্রকাশ পাইতেচে। এ শক্তির উচ্চতা গভীরতা, এ শক্তির দৈখা প্রস্থ কে পরিমাণ করিতে পারে? তিনি মহান, তাঁহার মহত্ব ভীতি উৎপাদন করে। কীট্সদশ কৃত্র মৃত্যু কি কথন অনস্কের নিকটবন্তী হইতে পারে। আমার চিস্তার গতি হঠাং ফিরিয়া গেল। ঐ দেখ, আকাশব্যাপী ঘন মেঘের ভিতর দিয়া সৌন্ধর্যার অধিপতি চক্র মধুর কিরণরাজি প্রকাশ করিল। এ দিকে আকাশ ও সমুদ্রের বিপরীতাবস্থা, তাহার সহিত ইহার ঈষদ্ধাশ্র মিশিয়া ৰিগুল মনোহর হইল, আমাদের সকলের উপরে উহার প্রশাস্ত কিরণরা**ভি** নিপতিত হইল, এবং ব্যুন কুহুক্যোগে ফলের নিমুভাগে এক খানি তর্ভায়িত

রৌপ্যময় চাদর বিভ্ত হইল। চারি দিকে অন্ধলারের রাজ্য—বিসদৃশ দৃত্য, তাহার মধ্যে সৌন্দর্যের রাজ্য প্রকাশ পাইল। মহান্ সম্দায় জগতের নিমন্তার জীষণ মহন্ ও প্রবল প্রতাপের পরিবর্ত্তে প্রকৃতি আমাদিগকে করুণাময় পিতার প্রেমপূর্ণ স্বেহ দেখাইতে লাগিল। যে সম্যে নিম্নে সকলই ভীষণ ও আনন্দের চিহ্নবজ্জিত, সেই সম্যে উর্চ্চে স্বেহময় পিতার অনুস্পিত করুণার প্রকাশ কেমন সাদর সম্ভাষণের বিষয় হইল। জীবনেও সর্বাদা এইরূপ ঘটে। যথন আমাদিগের চারিদিকে বিবিধ প্রকারের হুর্ভাগা জরুটি করিতে থাকে এবং আমরা আমাদিগকে অসহায় পরিভাক অফুভব করিতে থাকি, দিখর তাহার করুণায় হঠাং আমাদিগের সম্মুধে প্রকাশ পান, আমাদের অবিশাসী হৃদয়কে ভংগনা করেন এবং আমাদিগকে এই সান্ধনা দান করেন, 'সম্ভান, আমি তোমার সঙ্গে আছি'।"

১৫ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার, সমুদ্রের অশাস্ত অবস্থা তেমনই আছে। সামুদ্রিক পীড়ায় কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছে; কেশবচন্দ্র সামদ্রিক পীডায় আক্রান্ত হুইয়াছেন, কিন্তু তিনি তথাপি তেকের উপরে প্রাত:কালে পদচালন পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল এক জন বন্ধ ঠিক আছেন। এখন অস্ত্রপের ক্থা বিনা আর কোন কথা নাই। ১৬ই মার্চ. বুধবার, সমুদ্র প্রশাস্ত হইল; থাহারা একেবারে শ্যাশায়ী হইয়াছেন, ওাহাদের বাতীত আর সকলেরই মুখ প্রফুল হইল, ডেক আরোহিগণে পূর্ণ হইলা গেল। एके मिर्नित भत सभाताह सम्मत मुख्य नश्नरागावत क्वेल । मण्यास केलेरबाभ প্রকাশ পাইল। ইটালি দৃষ্টিপথে পড়িল। স্পার্টিবেণ্টো অন্তরীপ পাতৃকার ফুটাল ভাগের লায় সমজের মধ্য প্রথম্ম বিভত রহিয়াছে। সমজের ধারে একটি বিলোচ্চয়োপরি একটি কল সন্নাদিগণের আশ্রম দেখা দিল। এটি দেখিতে অতি ফুলর। এই শিলোচ্চয়ের হরিবর্ণ গড়ান প্রদেশ শাদমূল হইতে অনেক দুর পর্যান্ত ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। কতক দুর যাইতে যাইতে মতি ক্লমর রেগিও নগর দৃষ্টিপথে আদিল। ইহার মপর দিকে দিদিলয় মেসিনানগর আরও কুলর। জাহাজ এই মেসিনার সন্ধীর্ণ সমস্তপথে প্রবেশ করিল। ফুলার গৃহ, গির্জ্জার চুড়া, সমুদ্রকুলস্থ রেল--স্কলগুলিই অভি ফুলার সান্ধান--- এক খানি অতি নিপুণ চিত্ৰকরের বিচিত্র ছবির স্থায় দেখা ঘাইতে

লাগিল। টেলিগ্রাফ টেশনে জাতাজ আসিবামাত জাতাজ পঁতভার সংবাদ মার্সেলিসৈ পাঠান হইল, ইহার চিহ্ন ট্রেশন হইতে হইল। জাহাজ १७ অগ্রসর হইতে লাগিল, সমুজ্প্রণালী ক্রমে সক্ষ হইয়া আসিল। তু দিকে অনেকগুলি কৃত কৃত নগর পল্লী ইটালীর সমুত্তকুলে দেখা দিল, সমুত্তের ধারে শিলোচ্চয়ের মাঝ দিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া রেলওয়ে গিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাড়িত তার রহিয়াছে। এই নগর ও পল্লীগুলির শেষভাগে সিলা এবং ভাহার অপর দিকে চারিবডিস, উভয়ের মধ্য দিয়া প্রবল স্রোভ বহিতেছে। ইহার মধ্যে সময়ে সময়ে ঘূর্ণা জল উৎপন্ন হয়। নাবিকদিগের পক্ষে এই স্থানটি সঙ্কটক্তনক বলিয়া, দিলা এবং চারিবভিদকে জীবনপথে সঙ্কীর্ণ বিপংকর স্থলের স্হিত তুলনা করা হইয়া থাকে। এই দীপপুঞ্জের মধ্যে স্থোম্বোলি বৃহত্তম, এটি আগ্নেম্গিরিপূর্ণ, উহা হইতে ধুম নির্গত হইতেছে। এই দীপ এবং পানারিয়ার মধ্য দিয়া জাহাজ চলিল। বোনিফেসিও সন্ধীর্ণজলবত্মে সমূত্র অতি ভীষণ তরকায়িত, এজন্য তাহার মধ্য দিয়া না গিয়া, এলবা দ্বীপ দক্ষিণে রাখিয়া, কর্মিকা দ্বীপ ঘরিয়া জাহাজ চালিত হইল। ১৯শে মার্চ্চ, শনিবার, নগর, পল্লী, হরিম্বর্ণ ক্ষেত্র, প্রাচীন হুর্গ, দৈন্তনিবাদ, আলোকগৃহ, এবং শিলোচ্চয়ে পূর্ণ ফ্রান্সের সন্ধীর্ণ সমুক্রকল দেখা দিল। টাউলন নগর ও রাওণ ही भारत पार्टे वाशिन। मृत इहेर्ड मिट मिट कतिया चारनाकरतथा আদিতেছে, এটি মার্দেলিল। জাহাজ হইতে হাউই ছোড়া হইল, মার্দেলিল হইতে আর একটি হাউই উর্দ্ধে উঠিয়া উহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ হইল। অয়ে অল্লে মার্সেলিসে জাহাঞ্জভিড়িবার স্থানে জাহাজ গিয়া প্রভচিল। তথনই ভাকের গাড়ী ছাভিবে, ভাড়াভাড়ি ইছার৷ সকলে কটম আফিসে গমন করিলেন: কিন্ধ তত্ততা আফিসরদিগের মালমাত্রার তালাণী লইতে সময় বহিয়া গেল, স্বভরাং ই হাদিগকে হোটেল ডু লোত্তেতে রক্ষনী ও প্রাতঃকাল যাপন করিতে হইল। নগরটি অতি মনোহর, বিপণিগুলি বাকমক করিভেচে। किल्परहत्त्व এই প্রথম ইউরোপীয় নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিধিয়াছেন, "এই প্রথম ইউরোপীয় নগরের মধ্য দিয়া আমরা ঘাইতেছি। আমি আশ্রহাাধিত না হইয়া থাকিতে পারি না, প্রতিবস্তুই অতুলা, অতি क्ष्मव, मण्पूर्व विमाखी। हार्टिनिट चूव वफ, इन्न छाना। वन मकन ফুলররপে সাজান, অনেকগুলি কুঠুরী, অনেকগুলি ভৃত্য। এখানে আমাদের চাল চলন রাজারাজভার মতন।"

२०८म पार्क, जिरवार, প্রাতরাশের পর হোটেলের গাড়ী ইহাদিগকে ষ্টেশনে লইয়া গেল। দশটা পঞ্চাশমিনিটে গাড়ী ছাড়িল, সায়ভালে লিয়ন ষ্টেশনে আহার হইল। রাস্তার ছ্ধারে ফুন্দর মনোহর দৃষ্ঠ দেখিতে দেখিতে সকলে চলিলেন। মার্সেলিস হইতে পারিস প্রয়ন্ত দক্ষিণফ্রান্স যথার্থ ই অতি क्रमत श्रामा । आविश्वान, अरतक, मान्तिभात, निवात्र हारनाम धवः দিজোন প্রভৃতি নগর ও পদ্মীগুলি প্রায়ই গ্যাদের আলোকে আলোকিত। প্রাত্রকালে (২১শে) পাঁচটার সময়ে পাারিসে ইহার) প্রছিলেন। একখানি গাড়ী করিয়া 'নর্ড' বা উত্তর রেলওয়ে টেশনে ইহারা গমন করিলেন; ত্ঘটা বিশ্রামের সময়ে প্রকাশ্য স্নানাগারে স্নান করিয়া লইলেন এবং আমিয়েলে রুটা আলু চা প্রাতরাশ গ্রহণ করিলেন। বৌলোন ছাড়িয়া অপরাহ্ন একটার সময় ইহারা কালাইদ প্তছিলেন। সৌভাগাক্রমে ইংলিসচ্যানেল অতি শান্ত, ফরাশি কাপ্তেন কর্ত্তক পরিচালিত একপানি ছোট পারাবারের স্থীনারে ত্বল্টায় সকলে পার হইলেন। আজকার দিন কুকাটিকায় আচ্চন্ন; এ জন্ম দুর হইতে ইংলণ্ড কি.প্রকার দেপিতে পাওয়া যায়, ইহারা কেহই তাহা দেখিতে পাইলেন না। ইংলভের নিকটবর্তী হইলে প্রাচীন তুর্গ সহকারে ভোবার ইহাদিগের নয়নপথবন্তী হইল। এক মৃত্র্বেমধ্যে জেঠীতে গিয়া দকলে অবতরণ করিলেন, দেখান হইতে রেলে চড়িয়া ত্ঘটার মধ্যে লওনস্থ চারিংক্স টেশনে গিয়া (২১শে মার্চ্চ, অপরাছে) উপনীত হইলেন। এ স্থলে কেশবচন্দ্র তাঁহার দৈনিক বিবরণে লিখিছাছেন, "ৰাগত, লঙন! প্রমপ্রত গৌরবাদিত হউন। খামরা একেবারে গিয়া টেশনে উপনীত হইলাম। রেলওয়ের প্লাটফরমে হুজন বাকালী দাড়াইয়া আছেন দেপিয়া আমি আহলাদিত হইলাম—'বি' এবং 'আর' *। 'বির' সঙ্গে গাড়ীতে চড়িয়া আলবাট স্থাটে 'কে'-- ব ক বাসায় গেলাম। আমার বন্ধর টেবিলের উপরে বাড়ী হইতে আগত অনেক-

^{*} মৃত্যু বিহারীলাল ওও ও মুমেশচন্দ্র দত।

⁺ মীৰ্ক কৃষ্ণগোবিক ওওঁ। ইছিলা তিন জন নিবিল নাৰ্কিন প্ৰীকা বেওৱার জন্ত সে স্বায়ে সভানে ছিলেন।

গুলি পত্র দেখিয়া বড়ই আহলাদিত হইলাম! বাড়ী হইতে মধুর সংবাদ আসাতে নির্বিদ্ধে প্রভ্রার আহলাদটা দশ গুণ বাড়িয়া গেল। যে বাড়ীতে আমাদের বন্ধু আছেন, দেই বাড়ীর দিতলে আমরা প্রথম ও দিতীয়সংখ্যক কুঠুরী ভাড়া করিলাম।"

গঙৰ প্রিদর্শন ও নানালনের সহিত সাকাৎ

২২শে মার্চ, মঙ্গলবার, প্রাতরাশের পর গাড়ী করিয়া দেণ্টজনবর্মায় মিদু কলেটের সহিত সাক্ষাং করিবার জন্ত কেশবচন্দ্র গমন করিলেন। মিদ কলেটের সহিত অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হইল। কেশবচন্দ্র মিস কলেট সম্বন্ধে লিথিয়াছেন, "ইহার মন সম্ধিক পরিমাণে ইতিহাস বা বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপযোগী আদর্শে গড়া, ইনি কেবলই বুড়াগু সংগ্রহ করিতেছেন এবং বিবিধ সংবাদ জানিতেছেন।" এখান হইতে অনেক দরে এম্পটনে भिन् कर थारकन, रकमराज्य राश्चारन हिलानन। भिन्न कर शुरू हिलानना, স্বতরাং তাঁহার সহিত দাক্ষাৎ হইল না। কুইন্সগেটে গিয়া লর্ড লরেন্সের স্থিত সাক্ষাং করিলেন। লর্ড লব্রেন্স এবং লেডী লব্রেন্স অতি সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। এখানে অনেক ক্ষণ প্রয়ন্ত আলাপ করিবার পর. মিস্ কবের সহিত সাকাৎ করিবার জন্ম পুনরায় ব্রম্পটনে ফিরিয়া আসিলেন। भिन कर महत्त तक नरह कि विशाहन, "आभि रामन आना कतिशाहिनाम, ইনি তেমনই, অতি উৎসাহী এবং সতেজক।" লঙ লরেন্সের নিমন্ত্রণামুসারে পর দিন (২৩শে মার্চ্চ) ১১টা ১২টার সময়ে তাহার গুছে গুমন করেন। সেথানে কতককণ থাকিয়া তাহার সঙ্গে 'ইতিয়া আফিসে' যান, কিছু দেখানে গিয়া ডিউক অব আরগাইল বা সার রবাট মোণ্টগোমেরী কাহারও সহিত সাক্ষাথ ইয় না।

২৪শে মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, পূর্ব্ধ নিমন্ত্রণাহ্নসারে কেশবচন্দ্র মিদ্ কবের গৃহে গমন করেন এবং দেখানে আন্ধ্রদমান্ত্রের কার্য্যে উৎসাহশীল ভদ্রলোক ও ভদ্র-নারী সহকারীর সাক্ষাং হয়। সকলের ক্ষগ্রগণ্য মিদ্ এলাইজেবেও সার্প। ইনিই লিণিয়াছিলেন, "পূর্ব্ব সম্জ্রকুল হইডে আমার নিকটে পরিত্রাণ আদিল।" (১) মেন্তর গ্রাণ্ট ডফ্, মিল্লেদ্ ম্যানিং, মিদ্ মানিং, মিদ্ ইলিয়ট্ এবং

^{(&}gt;) "कक्विथानांत्र" कशास्त्रत ३०० शृक्षेत्र २०न शरकि बहेरा ।

ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনের দেকেটারী মেন্ডর ম্পিয়ার্সের সহিত আলাপ পরিচয় হয়। সকলে চলিয়া গেলে, মেন্ডর ম্পিয়ার্স এবং মিস্ কব কেশবচন্দ্রের স্বাগত সম্ভাবণের জন্ম সভা করিবার এবং তাহাকে একটি ভাল জায়গায় বাসা স্থির করিয়া দেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ করেন। পর দিন (২৫শে মার্চ্চ) মেলের দিন, এই দিন কেশবচন্দ্র বাড়ীতে পত্র লেখেন। এখানে আসিয়াই তিনি প্রথমে কিরূপ দেখিলেন, তরিবরণ এই পত্রে লিখিত হয়।

২৬শে মার্চ্চ, শনিবার, নগরের মধ্যবতী স্থান রেজেণ্টস্কোয়ারে একটা বাসা খির করিবার নিমিত্ত বাহির হন। কিছু কাল অবেষণ করিয়া "মিপ্রেস সাম্পদনের প্রাইবেট হোটেল" নামে প্রশিদ্ধ নরকোক দ্বীট ট্রাণ্ডে একটি বাসগৃহ পাইলেন। সেখান হইতে হানোবার স্বোয়ার রুমে 'ফিমেল সম্ভেচ্চ সোসাইটাতে' ইনি গমন করেন। দেখানে গিয়া মেতর মিল, মেল্ডর জাকব আইট, লর্ড অম্বারলে, মিল্লেস টেলর (ইনিই সভাপতি), মিল্লেস ফলেট, মিস টেলর এবং অর্যান্ত অনেক ভন্ত মহিলা ও ভন্ত লোকের বক্ততা শুনেন। কেশবচন্দ্র এ হলে দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন, "তাঁহাদিগের বক্ততা ভুনা না বলিয়া, বক্ততা দেপিলাম, বলা উচিত ছিল: কেন না আমরা এত দরে ব্রিয়াছিলাম যে, আমরা বক্ততা প্রায় শুনিতে পাই নাই। যাহা হউক, এতগুলি নারী বক্তা আছেন, দেথিয়া আমার আহলাদ হটল। ইহাদের অনেকে বেশ বলেন, যেমন অবাধে বলেন, তেমনি অলভারও বজাতাতে আছে। ইহারা পালিয়ামেটে প্রবেশের জনা উৎসাচের সভিত সংগাম করিতেছেন। স্বাধীনতাপ্রধান এদেশে এ যন্ত সফল হইতে পারে, কিন্তু সময় লাগিবে।" কেশবচন্দ্র আঞ্চ প্রথম ত্বারবর্ষণ দেখিলেন। এক মৃহত্তে সমুদায় ত্বারারত হইয়া সাদা হইয়া গেল। এই দশ্ত দেখিয়া ইটার এত কৌতহল হইল যে, এক বার বারাগ্রায় না পিয়া থাকিতে পারিলেন না। বারাগুায় গিয়া তাঁহার গাতাবরণে কথঞিৎ ত্যারলয় হইল। २ १८ मार्क, दविवाद, वक्कवर्ग नहेशा वाक्नाय উপामना हहेन।

২৮শে মার্চ্চ, পোমধার, প্রাতঃকালে দেশ হইতে চিঠি পত্র প্রভাৱ । সার ফারি বারণে কেশবচন্দ্রের সহিত গাকাং করিতে আদিলেন। ইনি ভারতের ভৃতপূর্ব্ব গবর্ণর সার উইলিয়ম বেন্টিকের বড়ই প্রশংসা করিলেন। কিছু কাল আলাপের পর, সম্প্রতি ইংলতে অবস্থিত হলাণ্ডের মহারাণার সহিত সাক্ষাং

করাইবার আমোজন তিনি করিবেন বলিলেন। অপরাছে টেমস্ নদীর ধারে
ট্রাণ্ডের নৃতন বাসায় ইহারা সকলে আদিলেন। লেভি বারণে রাণীর সঙ্গে
সাক্ষাথ করাইবেন কথা ছিল, তিনি ইহাদিগের বাসা ঠিক করিতে না পারিয়
নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। এ কথা শুনিবামাত্র কেশবচন্দ্র সার হারির
গৃহে গিয়া, দেখান হইতে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাথ করিতে গেলেন। রাণী অভি
বৃদ্ধিনতী; ভারতবর্ষ এবং আক্ষসমাজসম্বন্ধে অনেক কথা ই হাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন। পথে ফিরিবার সময়ে লও লরেক্ষের সহিত সাক্ষাথ করিয়া, বাসা
পরিবর্ত্তনের বিষয় তাহাকে অবগত করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মিস্নেস্
ক্রের নিজ বাড়ীতে বন্ধুস্মিলনে গমন করিয়া, সেখানে অনেকের সহিত
ই হার পরিচয় হয়। রেবারেও মেন্ডর কনওয়ের সঙ্গে এই স্থলে ই হার
সাক্ষাথ হয়। তিনি ই হাকে বলেন, তিনি যে ত্ইটি 'চ্যাপেলে' কাধ্য করেন,
উহাতে বিশুদ্ধ ব্রন্ধবাদ ব্যাখাতি হইয়া থাকে।

২৯শে মার্চ, মঙ্গলবার, প্রাতরাশের পর লর্ড লরেন্সের সহিত বাহির হন। লঙ লবেন্দ গোড়া খ্রীষ্টান হইলেও. কেশবচন্দ্রের কার্য্যে তাঁহার প্রগাঢ় সহামুভতি। তিনি ই হাকে প্রথমতঃ ইতিয়া আফিদে লইয়া যান, দেখানে গিয়া সার রবার্ট মোণ্টগোমেরি, সার ফ্রেডারিক করি, সার ফ্রেডারিক হালিডে, মেন্তর মান্ধলেদ সহ আলাপ পরিচয় হয়। দেখানে মেন্তর গ্রাণ্ট ডফকে দেখিতে পান এবং মেন্ডর সমনার মেন সহ হঠাৎ দেখা হয়। বঙ্গদেশের জ্মীদারগণের উপরে শিক্ষাকর বসাইবার সে সময়ে যে প্রস্তাব আছে, তদ্বিষয় লইয়া ক্ষণকাল কিছু বিতক চলে। তদনস্থর লরেন্স সহ 'এলফিনষ্টন ক্লাব' গুহে যান, দেখান হইতে ওয়েইমিনিষ্টার আবিতে গিয়া প্রধান প্রধান লোকের সমাধি ও শ্বতিচিহ্ন দেখেন। পালিয়ামেণ্ট গৃহ এখান হইতে নিকটে, উহা দেখিতে গেলেন। ेএ সময়ে সভার কোন অধিবেশন ছিল না, উহার একটি घरत होने सिथिएक भाहेरलन, नर्फ छारिननारित मन्त्रस्थ मात्र बाँछेरछन भागात একটি আপীলের মোকদমা চালাইতেছেন। লর্ড ও কমনস উভয়ের অধিবেশন-স্থান, গ্রন্থাগার, এমিডী মহারাণীর পরিচ্ছদপরিবর্ত্তনগৃহ, সিংহাদন, উহার উভয় পার্ষে ওয়েল্সের রাজপুত্র রাজপুত্রীর বদিবার আসন, এ সমুদায় मिथिएन । नाग्रकारल भिरायम गानिएडत निक वाड़ीएड वक्कमिलान शासन ।

দেখানে গিয়া 'এক্সি হোমোর' গ্রন্থকর্তা মেন্তর সীলির সহিত সাক্ষাং হইয়া কেশবচন্দ্র অতীব আহলাদিত হন।

৩০শে মার্চচ, বৃধ্বার, মিস্ অ্বসানা উইক্ওয়ার্থের ভগিনী মিস্ কাথেরাইন উইক্ওয়ার্থের সহিত অপরাষ্ট্রে সাক্ষাং করিতে যান। ইনি অতীব বৃদ্ধিতীও বিভাবতী, ভারতবর্ধের অনেকগুলি বিষয়ে প্রধানতঃ ইনি আলাপ করেন। ইনি সম্ভবতঃ "লায়রা জার্মাণিকার" গ্রন্থকত্ত্রী। আজ লেভি লায়েলের নিজ গৃহে বন্ধুসম্মিলন। ইহার স্বামী সার চার্ল্য লায়েল একালের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। দিন দিন নিমন্থণের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, প্রধানতঃ মহিলাগণই নিমন্থত্ত্রিরী। ৩২শে মার্চচ, বৃহস্পতিবার, লর্ড ও লেভি লরেন্সের সহিত গিয়া রাত্রিতে ভোজন করেন। প্রসিদ্ধ স্বচ ধর্মোপদেষ্টা ডাক্তার গধরি, সার চারল্য ট্রিলেলিয়ান, ডিউক অব আরগাইলের পুত্র, ইহাদের সহিত সাক্ষাং হয়। আহারান্তে আরও অনেকগুলি ভদ্র মহিলা ও ভল্লোক উপস্থিত হন। মেন্ডর মেন, সার রবার্ট মোন্টগোমেরি, মেন্ডর সিটনকার এবং অ্যান্ত ভারত হইতে প্রভাগত সাহেবদের সঙ্গে সাক্ষাং হইল। মেন্ডর সিটনকার—থেমন তাঁহার পূর্বাপর রীতি আছে—বাঙ্গালা ভাষায় কেশবচন্দ্রের সহিত আলাপ করিলেন।

সলা এপ্রেল, শুক্রবার, ওয়েইমিনিইারের ভীন (প্রধান ধর্ম্যান্তক) ইহাকে ফল থাইবার নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার পত্নী লেভি অগইা টানলি, প্রিক্ষ ক্রিষ্টানা এবং প্রোচেদর মোক্ষম্পর সহ দেখানে সাক্ষাই ও পরিচয় হয়। এথানে বিশিষ্ট প্রকারের আহার হয় এবং সর্বপ্রথম ভোক্তনসামগ্রী পায়স ছিল। মোক্ষম্পর ভারতের বিবিধ বিষয়ে—বিশেষতঃ বেদের বিষয়ে কথা পাড়েন। এ সকল লইয়া আলাপ ও বিচারে ভীন বিলক্ষণ হৃদয়ের সহিত যোগদান করেন। পর দিন (হরা এপ্রেল) সৈয়ক আহম্মদ ও তাঁহার পুত্র দেখা করিতে আসেন। এ দিন ভারতবর্ধের ডাক আসিবার কথা, স্তরাং কেশবচন্দ্র ভাড়াভাড়ী আলবার্ট স্থাটে যান, কিন্তু পত্র না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আদেন। ওরা এপ্রেল, রবিবার, পূর্ববাবস্থান্ত্রসারে লও লরেনের সঙ্গে পেণ্টক্রেম্ চার্চের্চ গ্রমন করেন। "প্রার্থনা কর, ভোমাকে প্রদন্ত হইবে," এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া মেন্ডর লিডন উপদেশ দেন। উপদেশটি দার্শনিক ভাবে এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া হয়। উহা নিভান্ত ক্লান্ডিকর হইলেও, সমবেত

উপাসকমঞূলী বিফক্তি না করিয়া শ্বিরভাবে শুনিলেন, ইহা দেখিয়া কেশবচন্দ্র আশ্চর্যাধিত হইলেন।

৪ঠা এপ্রেল, দোমবার, ইউনিটেরিয়ান চার্চের মিদনারি মেস্তর ভবলিউ ঞ্জি ইলিয়ট কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাং করিতে আসেন। তিনি ই^{*}হাকে আমেরিকায় যাইতে অফুরোধ করেন। রেবারেও মেন্ডর স্পিয়ার্স সঙ্গে করিয়া ইহাদিগকে ত্রিটিষ মিউজিয়মে লইয়া যান। পেখানে প্রথমত: মধ্যস্থলে স্থিত গ্রন্থানার দেখেন। তংপর বিবিধ প্রাণী, ধাতু ও সংগৃহীত ভূগর্ভনিহিত পদার্থনমূহ শীঘ্র শীঘ্র দেখিয়া লন: সে বাড়ীর সন্মুখভাগে অনেকটা এখানকার সংস্কৃতকালেকের মত। বাদায় ফিরিবার সময়ে ফটোগ্রাফের লোকানে গিয়া বন্ধুগণের মিলিত একটি ফটে। তুলিয়া লওয়া হয়। দায়ংকালে রেবারেও মেন্তর মার্টিনোর গ্রহে 'টীপার্টিতে' গমন করেন। এখানে তাঁহার পরিবার-বর্গ ও তাঁহার অনেকগুলি ছাত্রের সহিত পরিচয় হয়। পর দিন (৫ই এপ্রেল) প্রাতরাশের পর মেন্ডর স্পিয়ার্স এবং মেন্ডর টেলরের সঙ্গে ক্রিষ্টালপালেনে ই হার। গমন করেন। ক্রিষ্টালপালেদে ই হারা যে সমুদায় অভুত সংগ্রহ দেখিলেন, তাহ। বর্ণনা করা তঃদাধ্য। চিত্রিত এবং খোদিত প্রতিমৃতি, বিবিধ কুঞ্জ, বছল মনোহর স্থান্ধ পুষ্পা, অগণ্য বিপণি, বিবিধ চিত্রপট, মিদর, ভারত ও গ্রীদের অন্তর্কতি, কোথাও শীতপ্রধান, কোথাও কদলীবুক্ষশোভিত গ্রীমপ্রধান স্থান, কোথাও বাত্মযন্ত্রের সমাবেশ ও তৎসম্মধে আট সহস্র ব্যক্তির বসিবার অবকাশ, ইত্যাদি বিবিধ দশ্য ক্রিষ্টালপালেসটিকে পরিশোভিত করিয়া রাধিয়াছে। কবি দেকস্পিয়ারের প্রতি বিশেষসম্মবশত:, তিনি যে গুহে বাদ করিতেন, তদমুকরণে একটি গৃহ এক স্থানে আছে। এখানে একথানি ওজন হইবার আদন আছে, কেশবচন্দ্র দেখানে ওজন হইয়া একশত সাডে বাষট্ট পাউত হইলেন। হাতে ছাপা এক মুদ্রাযন্ত্র আছে, উহাতে এক-মিনিটে এক শতথানি কার্ড মৃত্রিত হয়। এথানে কেশবচন্দ্র কতকগুলি কার্ড মুক্তিত করিয় লন, এবং কতকগুলি ধেলানা ও মনোহারী সামগ্রী কয় করেন। এই পালেসের সঙ্গে অতি উচ্চ একটি 'টাওয়ার' আছে, ইহার উপরে উঠিয়া চারিদিকের নগর পল্লী ই হারা দেখিলেন। পাচ ঘণ্টা বেডাইয়া मकरण क्रास इट्टेश পডिलान, अथह अद्धिक । एका इट्टेंग ना। आगवात दिना

মেন্তর ম্পিয়ারের গৃহে গমন করিয়া চা পান করিলেন, এবং অতি আমোদে সায়বাল বাপিত হইল। সেখানে কেশবচন্দ্রের অহুরোধে তাঁহারাও গান করিলেন, ই হারাও ছুইটি বাদলা গান—"অধম তনয়ে নাথ" "গায় তোমারে সর্বলোক"—গাইলেন।

७इ এপ্রেল, বুধবার, বিশ্ববিভালয়ের বাধিক নৌক্রীড়া (Boat Race) तिथिएक यान । प्रभंकतुम्य खडा भीन ५ धात भीन फिका वासिया नियाहरून। এই তুই প্রকারের ফিতা দেখাইয়া দেয়, কাহাদের ক্যাছিজ বিশ্বিভালয়ের স্তিত, কাহাদের বা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃহিত সহাত্মভৃতি আছে। টেমস নদীর তুই ধারে লোক সারি গাঁথিয়া দণ্ডায়মান। মেন্তর কীটিকের সঙ্গে मृद्य हैहाता शासन, अवर कुछ अक्शानि श्रीमारवारंगेत एएटक शिशा माए। हेरनन्। ক্যাম্বিজের জয় হইল এবং চারি দিকে উচ্চ ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ হইতে লাগিল। লোকের ভিড় ঠেলিয়া আসিতে বড়ই কট হইল, এমন কি এক জন মহিলা যন্ত্রণায় ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পর দিন (१ই এপ্রেল) মার ভারি এবং লেডী বারণে অপরাছে আমিয়া কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মেন্ডর কনওয়ের নিজ গুছে বন্ধদ্মিলন হইল। ডিনি রাজা রামমোছন রামের চিত্রপট এবং থিয়োডর পার্কারের অধ্যয়নগৃহের ফটো দেখাইলেন। এই স্থানে বসিয়া পাকার যত কিছু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ৮ই এপ্রেল, শুক্রবার, হাউদ অব কমন্দে গমন করিয়া, দর্শকদিগের গ্যালারিতে গিয়া কেশবচন্দ্র উপবেশন করেন। সার ছারি বারণে অগ্রে অন্তমতি লইয়াছিলেন। 'আয়ুরিষ ল্যাঞ্ বিল' লইয়া বিচার উপস্থিত। মেম্বর প্রাড্রৌন, সার রাউত্তেশ পামার, আয়ারল্যান্তের দেকেটারী, মেন্ডর ফটেম্ব, মেন্ডর কাবনাঘ প্রস্তৃতি বক্তা। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "দূর হইতে এই মহতী সভার নামের সঙ্গে যে প্রকার একটা সম্ভ্রম আমরা মনে মনে যোগ করিয়া থাকি, সভা দেখিলে ভাচার किছुই দেখিতে পাওয়া যায় না। यে প্রণাদীতে কার্যা নির্কাহ হয়, ভাহাতে কোন গান্তীগা নাই। কোন কোন সভোর মাধাষ টুপি আছে, কোন কোন मुस्कात माधाम होति नाहे; यथन काम हहेएल्ड, उथन हां अक बन छेठिया ষাইতেছেন, হঠাৎ এক জন আসিতেছেন। সভোৱা দে সময়ে কাণাকাণি করিতেছেন, ফুসফাস করিতেছেন। অতি কর লোকেই বক্তৃতা করেন, সে

বকৃতাতে অল্প লোকেরই মনোযোগ আছে, মত দেওয়ার সময়ে কেবল মত रमन । आभात भरन इस, इंशामत उपाद करतीत ভाবে विठात ना कताहे ভাল। আইবিষ ল্যাণ্ড বিল মনোযোগ আকর্ষণ করিবার বিষয় নয়। রাজমন্ত্রী. গবর্ণমেন্টের প্রধান প্রধান লোক, প্রতিবাদকারিগণ, ইহাদিগের বাতীত আর সকলেরই বিষয়টি নিদ্রাকর্ষণকর। এখানে একটী অন্তত কথার উল্লেখ প্রয়োজন-দর্শকদিগের গ্যালারিতে স্ত্রীলোকেরা একেবারে থাকিতে পারেন না। এই গ্যালারির বিপরীত দিকে একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে, কাঠের বেডা দিয়া উহাকে সাধারণের দৃষ্টির অপোচর করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ বেড়াতে কুদ্র কুদ্র ফুকর আছে; এটি পালিয়ামেণ্টের জানানা!! স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনভার দেশে এরপ অর্থহীন স্বাধীনভাসকোচ কেন ?" রবিবারের দিনে ভিউক অব আর্গাইলের সঙ্গে সাক্ষাং করিবার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত লর্ড লরেক্স আসিয়া সাক্ষাং করেন। ১ই এপ্রেল, শনিবার, ওয়েইমিনিষ্টার ষ্টেশন হইতে দাউথ কেন্সিফটনে গিয়া মেশুর গ্রাণ্ড ডফ সহ প্রাতরাশ গ্রহণ করিতে হুইল। ক্রঞ্জনগরে মেন্ডর গেডিস সাহেবের সহিত এক বার ইহার সাক্ষাৎ হয়; তাঁহার সহিত এখানে সাক্ষাৎ হইল। ব্যাহ্ব অব বেহ্নলের ভূতপূর্ব ডেপুটি সেক্টোরি কুক সাহেব এক দিন অপরাছে আমিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাং করিলেন। এই দিনেই সার চার্ল্য টেবিলিয়ান আদিয়া সাক্ষাং করেন এবং ইংলত্তে এখনও ভুমাধিকারিগণের প্রাচীন অভ্যাচারের রীতি ভিরোহিত হয় নাই, এতং সম্বন্ধ বিশেষ কথাবাৰ্কা কাইন।

১০ই এপ্রেল, রবিবার, কেশবচন্দ্র মেন্ডর মার্টিনোর চ্যাপেলে উপাসনা কার্যোর পর উপদেশ দেন। উপদেশের বিষয় "আমরা তাঁহাতেই বাস করি, তাঁহাতেই বিচরণ করি, তাঁহাতেই জীবন ধারণ করি।" এই ইহার প্রথম কার্য্যারম্ভ *। এখানকার উপাসক পাচ শত সংখ্যক হইবে। অপরাফ্রে লর্ড লরেক্সের সুক্রে আর্গাইললজে ডিউকের সক্রে সাক্ষাং করিতে ধান। ডিউক অব আর্গাইল তাঁহাকে অভি আদরে গ্রহণ করিলেন; তাঁহার পত্নীর সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহার পত্নী অর্ফা ছিলেন, অল্পনিন হইল আ্বাল্ড করিয়াছেন। ডিউকের সক্রে আক্রসমাক্রঘটিত অনেক আলাপ হয়।

^{*} এই উপবেশের সার পরবর্তী অধ্যাতে বিবৃত हहेता। ·

ইহার সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "ইহাকে অতি উন্থানীল, কর্মঠ, এবং বিলক্ষণ বিবিধবিষয়ক্ত দেখায়।" ১১ই এপ্রেল, সোমবার, মেন্তর নোলেস আদিয়া ই হার সলে সাক্ষাৎ করেন, এবং আগামা 'মেটাফিজিকাল সোনাইটীর' সমিতিতে যাইবার জন্ম ই হাকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি বলেন, এ সভাতে স্বাধীনত। সহকারে বন্ধুভাবে ধর্মসম্বীয় বিষয় সকল বিচারিত হয়। এই দিনই জেনেরেল লো সাহেব আদিয়া ইহাকে জল খাইবার নিমন্ত্রণ করেন। আমরা এই স্থলে এই অধ্যায় লেব করিতেছি, পরবর্তী অধ্যায় হইতে কেশবচন্দ্রের কার্য্য বর্ণন করিতে সামরা প্রস্তুত্ত হইব।

ইংলতে কেশবচন্দ্রের কার্য্য *

মার্টিনোর চ্যাপেলে "জীবস্ত ঈশ্বর" বিষয়ে প্রথম উপদেশ

১০ই এপ্রেল (১৮৭০ খু:), রবিবার, কেশবচন্দ্র মেন্ডর মার্টিনোর চ্যাপেলে "জীবস্ত ঈশ্বর" বিষয়ে উপদেশ দেন, আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইথা উল্লেখ করিয়াছি। এই উপদেশের সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:--যে মহানু পবিত্র ঈশবের আমরা পূজা বন্দনা করিয়া থাকি, তাঁহার বিভ্যানতা উপলব্ধি করা এবং তাঁহার সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ, জানা প্রয়োজন। অনেক ব্রহ্মবাদী আছেন, বাহাদিগের ঈশারসপ্পকীয় শান্তীয় জ্ঞান বিলক্ষণ আছে, কিন্তু তাঁহারা क्रेश्वत्क निकृष्ठे महन कहत्वन मा, पृत्रस्थ महन कहत्वन । छाँद्राता यथन छेलानना প্রার্থনাদি করেন, তথন তাঁহাদিগের সে সমুদায় শুতো বিলীন হইয়া যায়। এমন কাহাকেও তাঁহারা নিকটে দেখিতে পান না, যিনি তাঁহাদিগের দেই সকলের উত্তর দান করেন। ঈশর অনন্ত মহান ভূমা সমুদায় জগতের অধীশব, এ কথা বলা এক, জীবস্ত ঈশবুকে পিতা বলিয়া হৃদয়ে উপদক্ষি করা এ আর এক। ঈশর এই জগং সজন করিয়া কোথাও চলিয়া যান নাই: তিনি আমাদিগেতে. আমাদের গৃহে পরিবারে, আমাদিগের সকলের বিবিধ কার্যো, এমন কি আমরা যেখানে যাই, দেখানেই বিভ্যান আছেন। তিনি ছড় ও অধ্যাত্ম জগংকে ক্রিয়াশীল করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারই করুণাঙ্গলি ইতিহাদের ভিতরে প্রকাশ পাইতেছে। গ্রহ নক্ষত্রাদির ভিতরে যেমন আমরা তাঁহার ক্রিয়া रमिश्रेट भारे, टिम्मि आमामिरगत गुरह गिया रमिश, आमामिरगत कीवरनत প্রতিকার্যে আমরা একা নহি, আমাদিগের ঈশ্বর বিজ্ঞান। আমাদিগের অধ্যাত্ম মকলসাধনের জন্ম, জড় ও চৈতন্ম উভয়কে পরিচালিত করিতেছেন। তিনি যেমন প্রতি বাক্তিকে শাসন করিতেছেন, তেমনি সকল জাতিকে শাসন করিতেছেন। আকাশে এমন কোন প্রদেশ নাই, যেখানে তিনি বিজ্ঞমান নহেন। আজ্ঞও আমরা তাঁহাকে "আমি আছি" এই

ৰেশবচন্দ্ৰের "Lectures in England" (New Edn.) জইবা।

অপরোক নামে দলোধন করিতে পারি। তিনি আমাদিগের আত্মার কুধা তৃক। निवादन करतन, आंभानित्त्रत मृत्य मर्कान थारकन, आंभानित्त्रत विनर भत्नीकाव সহাত্তভূতি প্রদর্শন করেন। যিনি আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভাষার ফলদান করিবেন, এমন একজন আমাদিগের নিত্য স্ক্লের প্রয়োজন। কেবল মন্দিরে তাঁহার বিজ্ঞানতা অভ্ভব করিলে চলিবে না, বাণিজ্ঞালয়ে, বিভালয়ে, পুত্রকালয়ে, কাধ্যালয়ে, সর্কাশ্বানে তাঁহার স্থ অফুভ্ব করিতে ছইবে। এমন হওয়া চাই যে, তাঁহার সৃত্ত অনুভব করিয়া আমাদিগের বিশেষ আনক্ষ অমৃভৃত হইবে। আমরা পৌত্তলিক দেব দেবী ছাড়িয়াছি, ইহাতে আমাদিগের কি চরিতার্থতা হইল, যদি আমরা পরম সতা ঈশবের সহিত সাকাং যোগ অহতব না করিলাম? আমাদিগের বাহিরের চক্ তাঁহাকে দেখে না, আমাদিণের বাহিরের কর্ণ তাঁহার কথা ওনে না, তবু তিনি সতা। তিনি অদৃত বলিয়াকি দতা নংহন ? সমুদায় জগং ও জীবের সত্যতা কোথা হইতে? তাহা হইতে। তিনি আকাশের ফায় শৃক্ত নহেন, মনগড়া মৃত দেবতা নহেন, তিনি জীবস্থ ব্যক্তি। সংসারে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, সমুদায় অংশকা তিনি জীবস্ত। আমরা মনে করি, আমরা ঘাহা চক্ষে দেখি, তাহাই সতা; ইন্দ্রিয়ের অতীতভূমিতে কিছু নাই, কেবল মনোভাব মাত্র। না, এরূপ কলাপি নহে। সমুদায় বিশ তাহার সভাতে পূর্ণ। যদি আমরা এট সভা ভেমন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ প্রয়ন্ত আলোড়িত হয়। এই বিছমানতা অভ্নতবে আমাদিগের ওজি উপস্থিত হটয়া থাকে। যে সকল বাক্তি ঈশবের বিভাষানতা আছেচব করিল না, যখন প্রলোভন আদিয়া উপস্থিত হইবে, তখন ভাহারা কোণা হইতে বললাভ করিবে? থাহারা ঈশরকে নিকটে দেখেন, তাঁহা হইতে তাঁহাদিগের হুদয়ে বল প্রবেশ করিয়া সভ্যের জক্ত সংগ্রাম করিতে আত্মাকে সঞ্জিত করে। প্রলোভন আফ্ক, তৃ:ধ ধরিত্রতা আফুক, যদি আমরা পিতাকে নিকটে দেখিতে পাই, আমাদের কোন ভর থাকে না, আমাদের হৃদয় অবসর হয় না; ষাই বলি, প্রভো, এই তুর্বল সম্ভানকে সাহাষ্য কর, অমনি আত্মা শান্ত হয়, উৎসাহ উভায আদে, এবং আমরা ঈশরের বলে প্রলোভন পরালয় করি। দীবারের বিশ্বমানতা অন্নতবে কেবল চরিত্রভান্তি ও প্রলোচন পরাময় হয়, তাহা নহে, উহা হইতে আমাদিগের স্থপ ও আনন্দ উপস্থিত হয়। যথন পৃথিবীর বিতা মাতা বন্ধু হুহাদ দকলে আমাদিগকে পরিত্যাপ করেন, চারিদিক ঘোর অম্বারাচ্ছন্ন হয়, স্থায় একান্ত ভারগ্রন্ত হইয়া পড়ে, নির্জ্ঞান অশ্রু বিস্কুল করিতে থাকি, কেহ আর আমাদিগের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিবার জন্ম না থাকে, তথন কাহার নিকট আমরা আমাদের হৃদয়ের বেদনা জ্ঞাপন করিব ? এ সময় द्रेचत আমাদিগের আশা, द्रेचत আমাদিগের স্থপ ও আনন্দের উংস; তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবা মাত্র, তিনি আমাদের চকুর জল মুছাইয়া দেন, আমাদের হৃদয়ের ভার অপনয়ন করেন। কেবল চুংথ যন্ত্রণার ভার নহে. প্রতিদিনের ক্লেশকর ভারবহ কার্যভার বহন করিবার সময়েও তাঁহাতেই স্থপ ও আনন্দ পাইয়। থাকি। এ সংসারে পিতার নিদেশ পালন কর। ভিন্ন সম্ভানের আর কি কার্যা আছে । তিনিই উপাসনার সময়ে আনন্দ বিতরণ করেন, তিনিই কাধ্যকালে দাসকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া থাকেন। জীবনপ্রদ, প্ৰিত্ৰতাসাধক, স্থ্যবৰ্দ্ধন ঈশবের এই বিঅমানতা অমুভ্ৰ বিনা এ পৃথিবীতে কিছতেই জীবন অতিবাহিত করিতে পারা বায় না। সকলে এই বিঅমানতা অফুডব করিয়া বিখাদ, আনন্দ, পবিত্রতা ও বল দঞ্চয় করুন। কথন যদি আমরা বিপথে গমন করি, এই বিভ্যানতা আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া, আমারিগকে ভীত করিয়া, তাহা হইতে নিবুত্ত কঞ্ক। আমারিগের মৃত্যশ্যাায় এই বিভ্নমানত। ভয় ও আশহা অপনয়ন করিয়া, আমাদিগকে আনন্দ বিতরণ করুক। যিনি যেখানে যাউন, ঈশ্বরকে সঙ্গে করিয়া গমন করুন, ক্ষুদ্র পুষ্প হইতে বুহত্তম বস্তুতে তাঁহাকে দেখুন, তাহা হইলে আর भिन्त । विभाग विश्व এ प्रदेशक भएमा कान প্রভেদ পাকিবে না । यथान तिश्वारम क्रेश्वरतत मञ्चामग्रन छाङादक प्रतिश्वा क्रम्राद्यत कथा ख्वालम क्रितियम। কেশবচন্দ্র উপদেশ এই বলিয়া শেষ করিলেন, "আমি ঈশবকে ধক্তবাদ করি যে, তিলি আমাকে আপনাদিপের মধ্যে আনিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ধন্তবাদ করি যে, তিনি তাঁহার গৃহে অন্ত প্রাত:কালে আমাকে আপনাদিগের সংখ এক ব্রিত করিলেন, এবং আমাদিগের ব্রদয়কে একতানে তাঁহার গুণগানে নিযক করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রার্থনা ও নিবেদন তাঁহার চরণে অর্পণ করিতে সমর্থ করিলেন। আপনাদিগের মধ্যে উপস্থিত হওয়াতে

আমি বিশেষ স্থপ অমূভব করিতেছি। যদিও আমি বিদেশীয়, তথাপি আমি বিলক্ষণ অফুভব করিতেছি যে, আমাদিগের সকলের সাধারণ পিতার আরাধনা ও গৌরববর্দ্ধনের জন্ম আমার তুর্বল কণ্ঠ আপনাদিগের কণ্ঠের সঙ্গে মিশাইডে পারি। আমি বিলক্ষণ হদযক্ষম করিতেছি, বাঁহার বিজ্ঞানত। এপানে ইংলত্তে অমুভব করিতেছি, দেই বিখ্যানতা ভারতবর্ষেও অবস্থিত। আমি ইহা অফুভব করিডেছি যে, যদিও আমার ভারতব্যীয় লাতব্য শরীরসম্বন্ধে এথানকার বন্ধুগণ হইতে দরে, তথাপি ভাবে আমরা সর্বাদা পরস্পরের নিকটে এবং যে পরাক্রান্ত ঈশ্বর আজ এই বহৎ মন্দিরে বিভয়ান. তিনিই সকল জাতির পিতা। অতএব, হে ভাতগণ, আমর। যত দিন জীবিত থাকিব, তাঁহারই ওব স্বতি প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিব। এ সংসারে যত পাপী আছে, তাঁহার সত্তা তাহাদিগের পকে পরিত্রাণের ভুড সংবাদ হউক। ঈশবের সত্রা অফুভব করিলে যে পরিত্রাণ উপস্থিত হয়, সেই পরিত্রাণের স্বর্থ আপুনাদিগের এবং পাপপ্রপীডিত লোকদিগের নিকটে উপনীত করিবার নিমিন সকলে মিলিয়া একত কার্যা করুন। ঈশ্বর আমাদিগের কথা শ্রবণ কক্র, ইছলোকে এবং প্রলোকে তিনি সামাদিগের দক্ষে থাকন. তিনি আমাদিগকে শান্তি ও সাধুতা বিতরণ করুন:"

কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ গুপ্ত সম্ভান্তব্যক্তিগণের আগমন ও "হানোবার ক্ষোরার ক্লমে" স্বস্তার্থনা

১২ই এপ্রেল (১৮৭০ থৃঃ), মঙ্গলবার, অনেকগুলি সম্বান্থ লোক কেশবচল্লের সহিত সাক্ষাং করিতে আগমন করেন। কতিকাতাত্ব বেগ্ন সোগাইটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মেন্ডর হত্দন প্রাট আত্মপরিচয়্নানপূর্ব্বক বলেন, তিনি এখন পরিশ্রমজীবিগণের উপকারসাধনে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। অনপেক্ষিত ভাবে ইংলপ্তের চিম্বালীলতার নেতা মেন্ডর জন ইয়ার্ট মিল কেশবচন্দের সহিত সাক্ষাং করিতে আসেন। শিক্ষাবিষ্যক কর, আয়ের উপর কর, বিচারপ্রশালী, ভারতত্ব ইংরেজগণের চরিত্র ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে ইনি ইছাকে প্রশ্ন করেন। মিল সাহেবের গমনের পর ভৃতপূর্ব্ব গ্রথণিকেটর করেণ ভিপার্টমেন্টের আন্তার সেক্টোরী মেন্ডর মাাক্লিয়ড্ ওয়াইলি এবং ভৃতপূর্ব্ব পাঞ্চাবের লেন্টেনেন্ট গ্রব্রের সার রবার্ট মন্টগোমেরী পুত্র সহ উপস্থিত হন। সার রবার্ট লারক্রের ধাতুর লোক। পূর্বব্রেছাম্পারের কেশবচন্ত্র "ইউনিটেরিরান্

কমিটীতে" তাঁহাদিগের কার্যালয়ে গ্রমন করেন। মধ্যাক্ত ভোজনের পর ইহাকে দক্ষে করিয়া মেন্ডর টেলর 'হানোবার ছোয়ার রুমে' লইয়া যান। এখানে কেশবচল্লের অভ্যর্থনার্থ এক বৃহৎ সভা আছুত হইয়াছিল। এই সভাতে সমুদায় ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ স্মাগত হইয়াছিলেন। লর্ড লবেন্স, লর্ড হটন, দি ভেরী রেবারেণ্ড দি ভীন অব ওয়েইমিনিষ্টার, সার জেম্স লরেন্স এম্ পি, রেবারেণ্ড ছিপফোর্ড ক্রুক, রেবারেণ্ড ডাক্তার কাপ্পেল, সার ছারি বার্ণি এম্ পি, আর্থার রুমেল এম্ পি, রেবারেণ্ড জেম্স্ মার্টিনো, রেবারেণ্ড ডাক্তার মার্ক্স, রেবারেণ্ড ডাক্তার মার্ল্স, রেবারেণ্ড ডাক্তার মার্ল্স, রেবারেণ্ড ডাক্তার কর, রেবারেণ্ড ডাক্তার টেইন্সে, রেবারেণ্ড ডাক্তার ভোকার ভেবিস্, রেবারেণ্ড মার্থিউ উইল্ক্স, রেবারেণ্ড মার্থিউ উইল্ক্স, রেবারেণ্ড মার্থিউ উইল্ক্স, রেবারেণ্ড মার্থিউ ইউনিয়নের মেনেটারী।, রেবারেণ্ড রবার্ট লিট্লার, রেবারেণ্ড আক্রেক্ডেণ্ডার হালে, রেবারেণ্ড কে পিলান্স, রেবারেণ্ড দি জেইকাই, রেবারেণ্ড জে ভবলিউ কুম্স্, লাইস্ ব্লাহ ইত্যাদি ইত্যাদি। বিটিষ এবং ফ্রেণ ইউনিটেরিয়ান্ এসোণিয়েসনের সভাপতি সামুয়েল শার্প ক্লোর সভাপতির আদন গ্রহণ করেন।

সভাপতি সংক্ষেপে সভার উদ্দেশ্ত বর্ণন করিয়া, কেশবচন্তের পরিচয় দান করিলেন। সেকেটারী রেবারেণ্ড আর ম্পিয়ার্স বলিলেন, প্রায় চরিশ জন লগুনের প্রধান ধর্মধালক মাহারা সভায় উপদ্ধিত হইতে পারেন নাই. তাঁহাদিগের নিকট হইতে তিনি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিউক অব আর্গাইল, সার ছে বাঙরিংক সার চারল্স ট্রবেলিয়ান, মেন্দ্রর জেম্স ইয়াট মিল, মেন্দ্রর প্রাণ্ট ডফ, সার বার্টল ফ্রিয়ার, প্রোফেসর মোক্ষ মূলর, ইহারা সহাহ্ত্তুতিস্চক পত্র লিধিয়াছেন। যে সকল ধর্মধালক পত্র লিধিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ই হাদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে:—ইস্লিংটিনের রেবারেণ্ড এইচ আলোম, রেবারেণ্ড এস এইচ বুধ, রেবারেণ্ড ভবলিউ রবার্টন, ভাকার ফিশার, রেবারেণ্ড বল্ড্ইন রাউন, রেবারেণ্ড ডাক্ডার রিগ, রেবারেণ্ড টি বিনি, দি ভেরি রেবারেণ্ড দি ডীন অব দেউপল্য, রেবারেণ্ড এফ মরিস্। সেকেটারী ম্পিয়ার্স সাহেব বলিলেন, সভায় দশ ভিন্ন সম্প্রদারের লোক উপস্থিত আছেন।

ওয়েষ্টমিনিষ্টারের প্রধান ধর্মবাজক ভীন ছানলি এই নিয়ারণটি সভায় উপস্থিত করিলেন:-- "প্রায় সমুদায় প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চের সভাগণশোভিত এই সভা ভারতবর্ষের প্রানিদ্ধ ধর্মনংস্কারক কেশবচন্দ্র মেনকে ক্রায়সম্ভূত অভ্যথনা অৰ্পণ করিতেছেন, এবং তিনি এবং তাঁহার সহযোগিগণ পৌতলিকতাৰিলোপ. জাতিভেদনিবারণ, এবং দেই বহুং সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে উচ্চতর रेजिक के क्यानश्रधान कीवनविस्तारवर क्रम या गर्द श्रभःभाव कार्या **श्र**वेष রহিয়াছেন, তংসহকারে এই সভার যে সহায়ুভতি আছে, তদ্বিয়ে তাঁহাদিগকে নি:দংশ্য কবিতেছেন।" এই নিষ্কারণটি উপলক্ষা করিয়া মাননীয় ডীন থাছা বলেন, তাহ। অতীব উদার। বিসপ কটন যখন কলিকাতায় আদেন, তখন ইনি তাঁচাকে এই বলিয়া তংকার্যো প্রবন্ধ করিয়াছিলেন যে, তিনি এ পেশে আসিয়া যতগুলি এটিমন্তলী আছে, তংসহকারে অপক্ষপাতাচরণ করিতে পারিবেন এবং ভারতের প্রাচীন ধর্মদম্ভের মর্মা ব্রিয়া ডিনি তথপ্রতি স্থায় ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন। আইধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ইইয়া গেলেও এমন একটি সাধারণ ভূমি আছে, যাহাতে সকলে একত মিলিত হইতে পারেন, অভ্যকার ব্যাপার দ্বারা এইটি কেশবচন্দ্রের মনে তিনি মৃদ্রিত করিয়া দিতে যত্ন করেন। তিনি যে সকল উদারমত ব্যক্ত করেন, তাছার সার এইরপে নিমর্থণ করা যাইতে পারে:--(১) এক মণ্ডলী অপর মণ্ডলী-সমূহ মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহং আছে, তাহা যে পরিমাণে স্বীকার করেন. শেই পরিমাণে মহং। (২) যে কোন আকারে মানবীয় প্রকৃষ্ট ভাব যেখানে প্রকাশ পাউক না কেন, তুরুধো প্রীষ্টের অভিবাক্তি দর্শন মধার্থ প্রীষ্টায় ভাব। (৩) এটিধর্মের সেই সাধারণ ভূমি, যদ্বার। জ্ঞানী ও মূর্ব সমানভাবে আরুট হয়, সেই দাধারণ ভূমিতে পূর্ব্ধ ও পশ্চিমকে একত্র মিলিত করা কর্ত্তবা। (৪) এইধুশ্ব দেশাস্তবে প্রচারকালে দেউ পল যে প্রকার লিকোনিয়ান ক্লাভির নিকটে সহজ বিবেককে, আথেনিয়ানগণের নিকট অঞ্চেয় ঈশরের বেদীকে. (मण्डे क्रम द्यमन चालकदक्षिःशांत्र मार्गनिक नक्षित्रम्य च्यतम्य कतियाः তাহাদিগের সঙ্গে একতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেইরুপ এইধর্মপ্রচারকগণকে ভত্তকাতির সহিত যে যে স্থলে একতার ভূমি আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া প্রচারকার্য নির্বাহ করিতে হইবে। (৫) ভারতবর্ব ইযুরোপীয় এইধর্মকে

অপরিবর্ত্তিভাবে গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু ভারতের উপধোগী করিয়া উহাকে গ্রহণ করিবেন। (৬) এই পরিবর্ত্তিত এটিংশ্ব কি হইবে, তাহার প্রথম অভাদম ভারতীয় ধর্মসংস্থারকগণের প্রতিনিধিতে (কেশবচক্রে) প্রকাশ পাইতেতে।

लर्फ लरतमा निर्देशातगाँगित अञ्चरमामन करतन, এবং তিনি যে কেশবচক্রকে ইংলণ্ডে আসিতে প্ররোচিত করিয়াছেন, এবং বিবিধ অত্যাচার প্রলোভন সম্ম করিয়া ভারতে ধর্মদংস্কারকার্য্যে ব্যাপ্ত হওয়া কি প্রকার কঠিন ব্যাপার, তাহা উপস্থিত সকলের জন্মে মুদ্রিত করিয়া দেন। রেবারেও জেমস মাটিনো যাহা বলেন, তাহার সংক্ষেপ মর্ম এই:-ভারতের পৌত্তলিকতা অজ্ঞানতাসম্ভূত নতে। জ্ঞানপ্রধান ভারত অতি প্রথমে অনস্ত মহান ভূমা ঈশবের তথ আবিষ্কার করিয়া ধর্মকে এত স্ক্সতম ভূমিতে উপস্থিত করেন যে, সাধারণতঃ লোকের পক্ষে উহা একান্ত অমুপ্যোগী হইয়া পড়ে; স্বতরাং কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহাকে সাধারণের হৃদয়গোচর করা হয়। যে কল্পনাপ্রধান দেশে क्लाधामित्रखिमम्हरक मुर्खिमान कतिया नाउरकत विषय कता इहेबाएह, तम तमलत লোকে যে কল্লিভ বিবিধ দেব দেবীর আশ্রম লইয়া ধর্মের শুক্ষতা পরিহার করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সাহিত্য ও জাতিভেদ, এই তুই অবলম্বন করিয়া ভারতে পৌত্রলিকতা প্রবল হইয়াছে। ধর্মশান্তের আলোচনা উচ্চশ্রেণীর লোকমধ্যে আবদ্ধ থাকাতে, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মূর্থ হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা শান্তালোচন। করেন, তাঁহাদের কন্ধ জ্ঞান আছে, বিশাস নাই: আর যাহার। भाशालाठनाविक्कि, **जाहाराहत विश्वाम श्वारह, कान नाहै।** जातरुत केन्न व्यवश्रा हेश्नारश्वत बाता जित्ताहिक हहेवात कथा, किन्न औहंधर्मातात्रकान মতবিরোধ প্রদর্শন করাতে কিছু কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাহারা সর্বপ্রথমে সে দেশ শাসন করিতে যান, তাঁহাদিগের চরিত্রে এটিধর্মের কোনই মহত্ব প্রকাশ না পাইয়া, বরং তাহার বিপরীত প্রকাশ পাইয়াছে: একর তাঁহারাওীদে দেশের লোকদিগের ধর্মসম্বন্ধে কোন উপকার করিতে পারেন নাই। অতরাং ভারতের সংশ্বারকার্যা সেই দেশীয় লোকগণের উপরেই নিপতিত হইয়াছে। এই ধর্মগংস্কারের কার্যা প্রাচীন শাল্পের উপর স্থাপিত না করিয়া, একেবারে নবীন ভূমিতে স্থাপিত করা হইয়াছে। সর্ববিধ বাজ

व्यवनश्रमण रहेश একেবারে खीवस देगत्तत निकंट रहेर्ड धर्मानाड कतिवात জন্ম যত্ন আনেক লোকের পক্ষে অতি তুরুহ ব্যাপার হইলেও, ইহাতে মানবের মধ্যে কি প্রকার আয়োজন সম্দায় বিজ্ঞান আছে, তাহা বিলক্ষণ জ্বয়ক্তম হয়। আক্ষমমান্দ এই প্রকার যত্ন করিয়া পুণা পবিত্রতা সাধুতা ভক্তি, ও ঈশরে বিশাদ দকলই লাভ করিয়াছেন। ত্রাহ্মদমান্তের দুষ্টাস্থ এই দেখাইয়া দেয় বে, বাহিরের সমুদায় অবলম্বন চলিয়া গেলেও ভিতরে অচল অটল ধর্মাচল বিজ্ঞান, সহস্র অঞ্চাবাতেও উহা কদাপি বিচলিত হটবার নহে। ভারতের বর্তমান ধর্মদংস্কারক যাহা প্রদর্শন করিলেন, ভাছার ক্রিয়া ইউরোপের উপরেও প্রকাশ পাইবে। অনেক সময়ে ধর্ম ও ব্যাপ্যা পুর্বে হইতে পশ্চিমে আসিয়াছে। তাঁহার বিশাদ যে, আবার পুনরায় ভাহাই হইবে। ইউরোপীয়গণের মন কঠোর বলিয়া জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধাাত্মিক গভীরতা বিনষ্ট হয়। আধাাত্যিক গুলীরতা বিনষ্ট হট্যা বিজ্ঞানের উল্লভির সঙ্গে সংক জড়বাদ প্রবল হইয়া উঠে, নিয়ম চিতা করিতে করিতে নিয়ন্তাকে ভূলিয়া যায়, ভারতের প্রতিভার নিকটে এরপ তর্দশা দাঁডাইতে পারে না। ভারত বিজ্ঞান গ্রহণ করিবেন, অথচ উহার সঙ্গে সংগ ঈশ্বরকে উচ্ছলকণে সর্পত্র मर्भेन कवित्वन : इंग्रत्वाशीय मर्भनभाष्त्रत काठिंग ७ क्छनारम रा क्वि इंदेधार्छ, ভারত তাহার পরিপুর্ণ করিবে। ভারতের হল্ম চিম্বা এবং কোমল ছাদ্য भूमताय क्रेश्वतात्माक मःभारत जामयम कतिरत । यायात वाततरण क्रीत क्रेश्वत হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, পাশ্চাত্য মনের উপরে চিরদিনই এই মায়ার অভ্যাচার আছে; এবং পুন: পুন: পুর্বদেশস্থিত ভবিশ্বদর্শিগণ এট অত্যাচার হইতে উহাকে মুক্ত করিয়াছেন। এখনও হয়ত তাহাই হইবে। গ্রাহাদিপের পূৰ্বদেশস্থ বন্ধুগণ যদি চিত্তের কোমলতা, জদয়ের মধুরভাব,—যাহার দৃষ্টাস্ত অন্ত সায়ংকালে ভাঁহারা প্রতাক্ষ করিতেছেন—তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে পারেন, এবং অস্তার বাহিরে ঈশরের সহিত সম্বন্ধ কি প্রকারে স্থাপন করিতে হয়, তাহার পথ প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হটলে অকায় অকলাণের भित्रवार्त काञाता काशी कताान वर्णन कतिरामन। এकेक्ट्रान केछेरवानीय क्षारम्य काठिक अनुसूत्र कतिरल, উहा क्राइट ও हाहि:मृ तम त्मरणत विकास বে সকল অপরাধ করিয়াছেন, তাহার মার্কনাম্বরণ এবং বেলিক ও

লবেন্দ্যে দয়। ও জায় প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতাবরূপ হইবে।

লগুন মিশনরি সোদাইটির সেকেটারী রেবারেও ডাক্তার মলেন্স এবং য়িছদী ধর্মবাঞ্চক রেবারেও ডাক্তার মার্ক সু নির্দ্ধারণের প্রতিপোষকতা করেন। রেবারেণ্ড মলেন্দ বিংশতি বর্ষ কলিকাতায় বাস করিয়াছেন, স্থতরাং তিনি কেশবচন্দ্রের পরিচিত। ডিনি এ দেশের অবস্থা বর্ণন করিয়া, ব্রাহ্মসমাজ দেশের হিতকল্পে কি প্রকার পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করেন। তিনি ইহাও বলেন যে, ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের প্রতি সর্বাদা সম্বাবহার করিয়াছেন, এবং বিতর্কস্থলেও কথন কঠোর বাকা প্রয়োগ করেন নাই: এটিয় প্রচারকগণও তাঁহাদিগের গুড়ি দেই প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন। থাহারা পৌত্তলিকগণের কালীঘাট এবং ব্রাহ্মসমাক্ষের উপাসনালয়, এ উভয় স্থলেই গমন করিয়াছেন, তাঁহারা এ তুইয়ের মহাপার্থক্য অবলোকন করিয়া অবশ্র আশ্র্র্যান্থিত হইয়াছেন। কেশ্বচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধগণ কি প্রকার দেশশংস্কারকার্যো নিয়ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার প্রাচীন পরিচিত বন্ধর দর্শনলাভে স্থপী হইয়াছেন বলেন, এবং এদেশে কি প্রকার দেশহিতকর কার্য্যের অহুষ্ঠান সমুদায় আছে, তিনি এবং তাঁহার वसूदर्ग (मथाईरवन, आमा श्रकाम कतिराम। (त्रवाद्विश्व छाक्कांत्र मार्कम বলিলেন, অভ্যাগত কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার কি প্রকার সহাযুদ্ধতি, তাহাই প্রদর্শন করিবার জক্ত তিনি সভাস্থলে উপনীত হইয়াছেন। থাঁহার। অভ্যর্থনা জন্ম নির্দ্ধারণ লিপিবন্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের হয়তে: এ কথা মনে ছিল না যে, একজন হিছদী এ সভার সহিত যোগদান করিবেন। ইতঃপর্বা কথিত इहेन, ब्लाएँहेरिनेयुनीय ब्लाय नमुनाय मुख्याप्त नहेया এই मुख्य मः रहे: এ কথার তিনি প্রতিবাদ করিতে চান না। তবে এই কথা তিনি বলিতে চান যে, যিনি একমাত্র অধিতীয় ঈশরের জ্ঞান সর্বত্র বিস্তার করিতে চান, তাঁহার পক্ষসমর্থন ও তৎপ্রতি সহাত্ত্তি প্রদর্শন না করিলে, তিনি ইন্ধরায়েল বংশীমগণের নামের এবং সে বংশের প্রতিনিধিত্বের অমুপযুক্ত হইতেন। ভারতবর্ষে কেশবচন্দ্র কত দুর কি করিয়াছেন, তাহা তিনি সমগ্র কানেন না; কিছ তিনি যাহা করিবেন, তাহ। যে অতি মহৎ কাধ্য হইবে, তাহাতে কোন

সন্দেহ নাই। ইনি (কেশবচন্দ্র) আজ এখানে যাহা করিয়াছেন, তংশ্রতি তিনি উদাসীন হইতে পারেন না। এক বার চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগের পরস্পর এত মতভেদ, তাহারা সে মতভেদ ভূলিয়া ইহাকে অভার্থনা করিবার নিমিত্ত ইহারই জন্ম একত্রিত হট্যাছেন। ইহাতে তাহার মনে হয়, তাহার পূর্ব পুক্ষগণ মেদেয়ার আগমনের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাই উপস্থিত; কেন না মেদেয়ার আগমনে, যে সমুদায় বিষয়ে মতভেদ আছে, তদপেক্ষা যে সমুদায় বিষয়ে একতা হইতে পারে, তংপ্রতি দকলে আরুই হইবে। তিনি য়িছদী হইয়া এবং যিছদী আতির প্রতিনিধি হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, ইম্বর শীল্প শীল্প ইহার কার্য্যের সাফ্লা অর্পণ করুন। তিনি আশা করেন যে, বাইবেলোক্ত আছহুয়ের দ নৃপতি যে প্রকার একশতসপ্রবিংশতি রাজ্যের উপরে আধিপত্য বিভাগে করিয়াছিলেন, ইহার প্রচার দেইরূপ দূরতম বিভাগে বিত্তীর্ণ হইবে। "সমুল্লের ফল যে প্রকার আছ্যানন করিয়া ফেলে, ঈশ্বর্জ্যান সমুদায় পৃথিবীকে আক্রাদন করিয়া ফেলে, ঈশ্বর্জ্যান সমুদায় পৃথিবীকে আক্রাদন করিয়া ফেলে, ইনার নাহানন করিলেন, এ সংবাদ শুনিলে তিনি কত যে আহ্লোদিত হইবেন, বলিতে পারা যায় না।

সভাপতির অন্ধরেধে কেশবচন্দ্র দণ্ডায়মান হইপে, সভাস্থ সকলে অনেক কণ পর্যান্ত আনন্দ্রপ্রকাশধ্বনি করত তাহাকে গ্রহণ করিবেন। তিনি বাহা বলেন, তাহার সার সংক্ষেপে এইরূপে সংগ্রহ করা শাইতে পারে:—যখন তিনি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া এ দেশে আইসেন তথন কপন এরুপ আশা করেন নাই বে, তিনি এরুপ আদরের সহিত গৃহীত হইবেন। অভ্যভার সভায় যে সকল বক্ষতা হইল ও উংসাহ প্রকাশ পাইল, তাহাতে তিনি বৃষিতে পারিলেন যে, ইংলও তংপ্রতি, তাহার মন্তলীর প্রতি, তাহার দেশের প্রতি অভিমাত্র কল্যাণাকাক্ষী। ইংলও ভারতের প্রতি কি করিতেছেন, তিনি তাহা নিবেদন করিতে আসিয়াছেন। ভারতের বাজায়তিসাধনমাত্রনহে, ইংলও তাহার সবিশেষ সংস্থারে সহায় হইয়াছেন। এ কথা সত্য, প্রথমাবস্থায় অনেক ব্রিটিব শাসনকর্ত্তা নিজনীয় ছিলেন, কিছ তাহাদিপের উপরে দৃষ্টক্ষেপ করা নিজ্ঞারন; ব্রিটিব শাসনের মূলে তে ভারানের অভ্নলি আছে, তাহাই দেখিবার বিষয়। শীর্ঘনিক্রার

পর ভারত চেতনালাভ করিয়াছে। জ্ঞান, নীতি, সমাজ ও ধর্ম-সম্পর্কে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার দকে দকে দাহিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন একীভূত হইয়া যাইতেছে। ভারত ও ইংলও যে কেবল এক রাজশাসনের অধীন, তাহা নহে, হৃদয়ে ও চিস্তাতে এক, রাজ্যসম্পর্কে ও জ্ঞানসম্পর্কে এক। "মহারাণী ভিক্টোরিয়া দীর্ঘজীবিনী হউন" এ কথা তিনি যাই উচ্চারণ করিতেছেন, অমনি ঐ কথাগুলি ভারতের এক কোণ হইতে অন্ত কোণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং দেশের সমুদ্য শিক্ষিতগণ—যাঁহারা এত উপকার লাভ করিয়াছেন—তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া মহারাজীর স্বাস্থা ও সৌভাগা আকাজ্ঞা করিতেছেন। দেশের কুদংস্কার ও অজ্ঞানতা বিদ্রিত করিয়া, ইংলণ্ডীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ-নিবারণ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সংস্কারের কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এ সকল বিষয়ে ইংলণ্ডের কীর্ত্তি সে দেশে চিরম্মরণীয় থাকিবে। ইহার সংস্পর্শে নীতি ও ধর্মসম্বন্ধে সে সংস্থার উপস্থিত, উহা সর্বাপেক। শ্রেষ্ঠতম। ইংলও যখন ভারতে যান, তখন বাইবেল দকে লইয়া যান। ভারতের শাল্পপথকে ভারত যত কেন অভিমানী না হউন. বাইবেলের ভাবগ্রাহী না হইয়া তিনি থাকিতে পারেন না । যে সকল প্রীষ্টধর্ম-প্রচারক বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া ভারতের অধ্যাত্ম উন্নতিসাধনে ক্রুসম্বল্প, তাহার। বিশেষ ধলুবাদার্হ। ভারতে ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ এবং আগ-সমাজের অভাদর যুগপং হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ প্রথমতঃ বেদাবলম্বনে স্থাপিত হয়, পরিশেষে বেদাবলম্বন পরিহার করিয়। প্রশস্ত ভূমি আশ্রয় করত, দেশের জাতিভেদ প্রভৃতি বিবিধ কুসংস্থারের মূলে কুঠারাঘাত করে। সকলের ভিজ্ঞাস। উপস্থিত চঠতে পারে, এইধর্ষের প্রতি, প্রীষ্টের প্রতি, প্রীষ্টধর্ষপ্রচারক-গণের প্রতি ব্রাহ্মগণের কি ভার গ ইছার উত্তরে তিনি বলেন, তিনি ইছা অসম্ভবুমনে করেন যে, এক জন প্রক্লত আক্ষ এটি বা তাঁহার শিয়সণের প্রতি বিষেষ বা স্থা পোষণ করিতে পারেন। এ কথা সত্য, ভারতে এমন সহস্র সহত্র ব্যক্তি আছেন, বাহারা ইচ্ছা করেন না যে, সে দেশে এটার্থম প্রচারিত হয়। যে বেশে প্রীরধর্ম সে দেশে গমন করিয়াছে, তাহাতে লোকের মনে ঈদৃশ বিক্তভাব-পোষণ অসম্ভব নয়। এটিধর্মের প্রবর্ত্তক, তাঁহার প্রাচীন শিষাপণ, প্রাচীন প্রবাদ, সমুদায় পূর্ববদেশসমূচিত ছিল। ভারত সেরপে ভিন্ন অনুরূপে উহাকে গ্রহণ করিবে কেন্দ্র ভারতবাদিগণ নিজে 'বাইবেল পাঠ করুন, অপরের তাহাতে হত্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি ? এটিধর্মের ভাব সে দেশের লোকের জনয়ামুরূপ, তৎসহ তাঁহাদিগের স্বাভাবিক সহাত্ততি, স্বতরাং উহা ভারত কর্ত্তক অবশ্য গৃহীত হইবে। তিনি যত দিন বাঁচিয়া আছেন, তত দিন বলিতে থাকিবেন, খ্রীষ্টের ভাব ভারত এক দিন গ্ৰহণ করিবেই। গ্রীষ্ট্রসম্প্রদায় এত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, মূলে একতা থাকিলেও মতে এত ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, কোনটি গ্ৰহণীয়, ভারত ভাষা কিছ দ্বির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এত সম্প্রদারের গোলের ভিতরেও থাঁষ্টের প্রতি তাহার ভক্তি কিছুতেই টলিবার নহে। আৰু এই সভাস্থলে দশ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাজক সমুপত্মিত, ইহাদিগের মততেলসর্ত্তেও প্রাষ্টপ্রচারিত ঈশ্বরে প্রীতি ও প্রতিবেশিগণের প্রতি প্রীতি. এ মতে সকলেরই ঐক্য আছে। ভারত কি কখন এ মত দূরে পরিহার করিতে পারে? তিনি ইংলণ্ডে খ্রীষ্টধর্মের মত সম্দায় অবগত হইতে আইদেন নাই, জীবন অধ্যয়ন করিতে আদিয়াচেন। এটিয় দেশহিতৈষিতা, দানশীলতা ও আত্মতাার উাহার অধায়নের বিষয়। এ দেশ হইতে অনেক প্রীষ্টান গিয়াছেন. হাছার। মতসম্বন্ধে নিপুণ, কিন্তু জীবনে খ্রীষ্টের অফুগত শিল্য নহেন। ইছাতে ভারতের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ই হাদিগের জন্ম বাহাদের জীবন আছে. ঠাছার। কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। औটধর্মপ্রচার এ কারণেই ভারতে কুতকার্যা চইতে পারিতেছে না। যথার্থ খ্রীষ্টীয় জীবন ভারতের উপর কার্যাকর হইবেই হইবে, উহা উহার অশ্বিমঞ্চার ভিতরে প্রবিষ্ট হইবা থাকিবে। ইংল্ড ভারতসম্পর্কে অনেক করিরাছেন, কিছু এপন আরও অনেক করিবার অবশিষ্ট আছে। ভারত ও ইংলও যাহাতে এক্ছদয় এক্মনা হটয়া সে সম্লায় সম্পন্ন করিতে পারেন, তক্ষ্ম একান্থ প্রয়য়ের প্রয়োজন। ভারত ও ইংল্ণু একত্র মিলিত হইয়া পরস্পারকে চুম্বন কন্ধন এবং ভগবানের নাম করিতে করিতে চির শাস্তি চিরস্লথধাম ঈশবের শর্গরাক্ষা প্রবিষ্ট চউন।

বক্তা কেশবচন্দ্ৰকে ধল্গবাদদানকালে লর্ড হটন এই ভাবে বলেন:— তিনি বক্তাকে প্রথমত: রাজাসহছে ধল্গবাদ দিতেছেন। অল্লান্ড ইউরোপীয়

জাতি বিদেশীয়গণের উপরে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহার সংক তুলনা করিয়া এদেশীয় ভবিত্তং ইতিহাস-লেখকগণ অভিমান অহ ভব করিবেন। বিদেশীয়গণ বিদেশীয়গণের উপরে আধিপতা স্থাপন করিলে কিছু কিছু অকল্যাণ অবশ্রস্ভাবী; কিন্তু এ উপায় ভিন্ন সভ্যতা-পরিব্যাপ্তির কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বক্তা যথন স্বীকার ক্রিলেন যে, ব্রিটিযশাসন ভারতের কল্যাণবর্দ্ধন ক্রিয়াছে, তথন এ সম্ভ্রম যাহাতে চিরকাল রক্ষা পায়, তজ্জন্ত তাঁহাদিগের যত্ন সমূচিত। তিনি সামাজিক ভাবে তাঁহাকে ধ্ন্তবাদ করিতেছেন, কেন না বক্তা নিজ ব্যক্তিত্বের যেরূপ পরিচয় দিলেন, তাহাতে ऋদয়দম হইতেছে, রাজ্যশাদনবিষয়ে দে দেশীয়-গণের সক্ষে এদেশীয়গণের সন্মিলনের সম্ভাবনা আছে। সর্বশেষে ধর্মসম্পর্ক লইয়া তিনি ধন্তবাদ দিতেছেন, কেন না বক্তা স্বীকার করিলেন, ভারত এ। ইধন্মের মত গ্রহণ না করিলেও উহার প্রভাব দে দেশের উপরে অপরিহাধ্য। সে দেশের খ্রীইধর্মের অঞ্ভক্ষত্যভার মূলে তিনি একটী কারণ দর্শন করেন, দে কারণ এই, প্রাচ্য ধর্মসমূহের মূলে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ আছে; স্থতরাং িমতপ্রচার নহে. কিন্তু] আইিধর্মের প্রথম কার্যা, সে দেশের অযুক্ত ধর্মসমূহ বিনাশ করা। উপস্থিত ৰক্তাতে এই ব্যাপারের নিদর্শন দুট হইতেছে। বক্তা বলিলেন যে, তিনি শিক্ষার জন্ত আদিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলেন, বস্কারও এদেশকে किছू निशाहेवात चाहि।

রেবারেও ডাক্তার সাত্তার্সনি ভারতবাসিগণের উদারতা ও মতস্থিকুতার বিষয়ে প্রশংসা করিয়া, ভারতবাসিগণের হারা সে দেশের সংস্কার হইবে এবং রাশ্বসমাল কালে পূর্ণ সভ্যোর দিকে অগ্রসর হইবে, এইরূপ কিছু বলিয়া ধ্যাবাদের প্রতিপোষক্তা করেন। পরিশেষে সভাপতিকে ধ্যাবাদ দিয়া সভা ভক্ষ হয়।

नाना कत्नत्र मक्त (क्या माकार

১৭ই এপ্রেল, রবিবাসরে, সাউপপ্রেস চ্যাপেলে কেশবচন্দ্র "ম্বিভাচারী সন্ধান" বিষয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশেশ্ব সার লিপিবন্ধ করিবার পূর্বের, মধ্যের চারিদিন কি প্রকারে অভিবাহিত হয়, ভাহা সংক্রেপ উল্লেখ করা বাউক। ১৩ই এপ্রেল, রাজেণ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া কেশবচন্দ্রের সহিত

সাকাৎ করেন। ইনি অনেক দিন ভারতবর্ষে চিলেন । ইনি বলেন, ভারতবর্ষ ব্রিটিয় শাসন অতিক্রম করিয়া স্বাধীন না হইলে, কথনট স্থুপ সমুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না। ইনি মনে করেন যে. এট্রধর্মের উৎপত্তি ভারভবর্ষ হইতে হইয়াছে। কেশবচন্দ্রে এ সম্বন্ধে মত কি. ইনি জিলাসা করেন। ১৪ই এপ্রেল, বিবান নামী একটা নারী তাঁহাকে জলযোগের নিমন্ত্রণ করেন এবং বলিয়া পাঠান, তাঁচার সক্ষে গুরুতর আলাপ করিবার বিষয় আছে। কেশবচন্দ্র গোংস্কচিত্তে তাঁহার নিকট গমন করেন, কিছু নিরাশচিত্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন। কেন না মিল্লেস বিবান তাঁহাকে এই বলিয়া বিরক্ত করেন, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণে তাঁচার কি আপত্তি আছে? মিল্লেস বিবান যথন দেখিলেন, কিছ করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তথন তাঁহার গুলুর সংখ শাকাথ করিবার জন্ম অন্নরাধ করিলেন। এই দিন মিদ জনানা উইছ-ওয়ার্থের সভিত সাকাং করিয়া জনী হন। ইনি ছাতি ভার, ধামিকা ও উদ্ভাবাপর। - ভীবনে পরীক্ষিত অধ্যাত্ম তত লইয়া আলাপ হয়। ইংলতে আদা প্রাস্ত অধ্যাত্মবিষয়ে আলাপ করিয়া কেশবচন্দ্র এরপ স্থণী আর কোন দিন হন নাই। ১৫ই এপ্রেল, গুড্ফাইডে উপলক্ষে একটি মহুষ্ঠান-প্রধান চার্চের গ্রান করেন। দেখানে বালকগণের কোমলকণ্ঠবিনি: হত शास्त मुख इत. धवः खेलामना खेवन करतन। खेलरम खेरमाइलुर्न धवः সমবেত উপাসকমগুলীর হাদংস্পূর্শী ছিল। ১৬ই এপ্রেল, পূর্ব্ব নিমন্ত্রণাত্তসারে ভেনেরেল সার জন লোর সঙ্গে শাক্ষাৎ করিতে গিয়া, তাঁহার সংক একটি নিকটবন্তী চ্যাপেলে মেশুর মৃল্লিনাউল্লের উপদেশ ভনিতে যান। উপাসন। ভিনিয়া তত কথ চয় না। কেন না উচাতে কেবল প্রচলিত গ্রীইধর্ণের bिक्क हर्व्यवसाळ किल। हारिशन इंडेट्ड वाहिरव व्यक्तिमाई बाबरकरण লর্ড লবেন্দ্র এবং স্থার ভারি বারণের দক্ষে দাক্ষাৎ হয়। সার্ভন লে। এবং তাহার পরিবারবর্গ সহ কিছুকাল আলাপ করিয়া, অনুস্লো স্কোরার উভানে মেন্তর মরিনাউল্লের গৃহে জলযোগ করিবার জন্ত গমন করেন। সার অন লো এবং ইহার পরিবারবর্ণের মুল্লিনাউল্লের প্রতি যথেষ্ট ভকি। এই ভক্তি দেখিয়া কেশবচন্দ্ৰ সন্তুট হন। সায়ংকালে ইনি মিস্ কলেটের সহিত সাক্ষাথ করিতে ধান।

সাউপপ্লেস চ্যাপেলে "অমিডাচারী সস্তান" বিবরে বিতীর উপদেশ

"ঈশর প্রীতিশ্বরূপ। যিনি প্রীতিতে বাস করেন, তিনি ঈশরেতে বাস করেন, ঈশ্বর তাঁহাতে বাস করেন।" এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া কেশ্বচন্দ্র. ১৭ই এপ্রেল, রবিবার, সাউথপ্রেস চ্যাপেলে উপদেশ দেন। উপদেশের মর্ম এইরূপে দংগৃহীত হইতে পারে:-- ঈশরুকে কেবল জীবস্ত দেবতা বলিয়া পুঞা করিলে চলিবে না, তাঁহাকে প্রেমময় পিতা বলিয়া পূজা করিতে হইবে। তিনি যেমন সতা, তেমনি প্রিয়। তিনি আমাদের প্রেমময় পিতা, ইহা ্বিজ্ঞানাদির সাভাষা লইয়া জানিতে হয় না সহজে আমরা উহা জানি। এক দিকে ডিনি রাজা চুট্যা যেমন স্কলকে শাসন করিভেচেন, ডেমনি পিতা হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেচেন। আমরা প্রিবীর গভীরতম স্থানেই প্রবেশ করি. অথবা উচ্চতম আকাশে আরোহণ করি, দর্বতা তাঁহার নিয়মরাজ্ঞির একমাত্র উদ্দেশ্য জীবগণের স্থথবর্ত্ধন দ্ব ইয়। সাধারণ ভাবে তাঁহার নিয়মরাজি পাঠ করিয়া তাঁহার প্রেম অবধারণ, ইহাতে সম্কুষ্ট থাকা ্ষাইতে পারে না। তিনি রাজা হইয়া যেমন সমদায় বিশ্ব শাসন করিতেছেন. তেমনি প্রত্যেক নরনারীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ভাহাদিগের অভার্ব বিমোচন ক্রিডেছেন: যেমন তিনি সম্গ্র জাতিকে প্রিচালিত ক্রিডেছেন, তেমনি প্রতিব্যক্তির প্রার্থনা শুনিভেচেন। নিয়ত তাঁহার সাধারণ বিধাতভ্যধো স্থিতি করিয়া আমরা স্পষ্ট অফুডব করিতেছি, আমাদের প্রেমময় পিতা আমাদিগের অতি নিকটবর্তী, তিনি আমাদের অভাবনিচয় বিমোচননিমিত্র তাঁহার বাহু, প্রসারণ করিয়া অবন্থিতি করিতেছেন। এক দিক দিয়া দেখিলে তাঁহার বিধান সাধারণ, আর এক দিক দিয়া দেখিলে উহ। বিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তিনি যাহা করেন, তাহাতেই সাধারণ ও বিশেষ উভয়বিধ ব্যক্তিগণের কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। চক্র স্থ্যাদি মাহার দাস, তিনিই আমাদিগের সাক্ষাংসম্বন্ধে পিতা; তিনি কি কেবল আমাদের শরীরস্থীরেই উপকার সাধন করেন তিনি আমাদের আতাকে সর্বলা পাপ হইতে রক্ষা করেন। আমরা প্রতিদিন তাহার বিরুদ্ধে কভ পালাচবন করিতেছি, তিনি সকলই দেখিতেছেন; কিন্তু এ সকল দর্শন করিয়া বলেন না. "ডোরা যথন আমার বিধিভক করিয়াছিদ, তথন ভোরা এখন অনস্কালের

জন্ম ডাগ কর।" যে প্রকার ভয়ানক পাপী কেন হউক না, ভাঁচার পদতলে পড়িয়া ক্রন্সন করিলেই তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন। অপরিমিতা-চারী সম্ভানের আখ্যায়িকায়, ঈশবের পাপীর প্রতি করুণা কি প্রকার, স্থাদর ভাবে বণিত রহিয়াছে। (সমগ্র আখ্যায়িকা পাঠ।) এই আখ্যায়িকাটীকে অনেকে কেবল কবিকল্লনা বলিয়া মনে কবেন, কিছু ইচার মধ্যে কল্লনার লেশ নাই। তিনি আমাদিগকে যাহা অর্পণ করেন, তংপ্রতি আমাদের কোন অধিকার নাই: কিন্তু তিনি আমাদিগকে যাহা দেন, তাহার স্থাবহার বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ দায়ী। ভাল মন্দ আমরা উভয়ই করিতে পারি, ধধন मनवावहात बाता आमता मक्बाफ हहे, उथन मक्बारछत अवहात आमानिरगत পিতার অতুল করুণা শ্বরণ করি; শ্বরণ করিয়া সাহসী হইয়া ভাঁহার নিকটে যাই। তিনি যে আমাদিগকে স্নেহে আলিখন করিবেন, এ আলায় আমরা তাঁহার দিকে অগ্রসর হই না. অথচ তাঁহার দিকে মগ্রসর হইলেই তিনি আদিয়া আমাদিগকে আলিখন করেন। কেছ কি আমাদিণের মধ্যে বিশ্বাস করিতে পারেন যে, পুণাময় জায়বান ঈশর অপরিমিতাচারী সন্তানকে পুন্র্গ্রাহণ করিবেন ? মনে করিতে পার, আর না পার, ফলতঃ পাপীর প্রতি তিনি এই প্রকার সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেখ, তিনি कि পাপদরে আমাদিগের শরীরের অভাব মোচন করিতেছেন নাং তবে কি তিনি আমাদিগের পাপের জালার প্রতি উপেকা করিবেন? কখনই নছে। তিনি তাঁহার প্রত্যেক অমিতাচারী সন্থানকে গ্রহণ করিবার কয় প্রস্তুত রহিয়াছেন। অনিতাচারী সম্ভানের আখায়িকা যেন কেই কবিকল্পনা মনে না করেন। এই আধ্যায়িকা খারা ঈশরের প্রভত প্রেম আমাদিগের সন্থ্যীন করা হইয়াছে। আমাদিপের পিতার অতুল সম্পং। তাহার অতু**ল সম্পং** থাকিতে আমরা অনাথ পথের ভিকারী হইয়া থাকিব? আমাদের ছিল্ল বস্ত্র উল্লোচন করিয়া মূল্যবান্ বস্তু পরাইতে, আমাদিগের চক্কর জল পুঁছিয়া সম্পন্ন করিডে তিনি প্রস্তুত রহিয়াছেন; আমরা কেন শোক করি, কেন নিরাশ হই ? তিনি নবনবতি জন সাধকে ফেলিয়া এক তুন ছুরাত্মার আবেবণে বাহির হন। তিনি এখনই আমাদিপের সকলের নিকটে আসিয়া জিকাসা ক্রিডেছেন, এখানে কোন পাপী আছে কি না. বে ক্ষমা চার. তাঁহার পহিত

পুনমিলিত হইতে চায়। আমাদের এরপ পিতা যথন আছেন, তথন আমাদের কত আহলাদ। যে ধর্মের এই মত, সে ধর্ম আমাদের নিকট অম্লার রক্ষ। আমরা তাঁহার কর্মণা আশ্রয় করি, এবং ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া বলিতে থাকি, "আমাদের পিতা আমাদের পরিত্রাতা, তাঁহার প্রেম আমাদের প্রজা, তাঁহার প্রেম আমাদের বল, তাঁহার প্রেম আমাদের প্রা, তাঁহার প্রেম আমাদের পরিত্রাণ।"

উপদেশান্তে উপাসকগণমধ্য হইতে অনৈকে আসিয়া সসম্বান তাঁহার করামর্বণ করিলেন। তিনি যখন গাড়ীতে উঠিবেন, তথন অনেক লোক তাঁহার অমুসরণ করিল। উপাসকগণের পক্ষ হইতে তত্ততা আচার্য্য মেন্তর কনওয়ে এবং কোষধাক্ষ মেন্তর হিক্সন্ 'ভবলিউ জে ফক্সের গ্রন্থাবিল' তাঁহাকে উপহার দান কবিলেন।

কিন্সবরি চ্যাপেলে উপাসনাক প্রার্থনার অভাব

ফিলবরি চ্যাপেলসম্বন্ধে একটি বিষয়ে তিনি বড়ই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, দে বিষয়টি—উপাসনাঙ্গ প্রার্থনার অভাব। তিনি তাঁহার দৈনিক পুতকে লিখিয়াছেন, "এই চ্যাপেলে (মন্দিরে) যে উপাসনা হয়, তংসংযুক্ত একটি ত্থেকর বিষয়ের উল্লেখ এখানে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না; সে ত্থেকর বিষয়, প্রার্থনার অভাব। এখানে আরাধনা আছে, কিন্তু চাওরা নাই। এ আর কি? এ অন্ধবাদের যাহা প্রাণ, তাহা বাদ দিয়া অন্ধবাদ।"

छीन है।नलित উপদেশ अवन

অপরাষ্ট্রে কেশবচন্দ্র আবিসংবলিত চার্চেড তীন টান্লির উপদেশ শুনিতে যান। তিনি তাঁহার উপদেশ শুনিত। কছিট হন, কেন না তাঁহার উপদেশ শুনিত। তিপাসনাস্তে তীনগৃহে চা পান করিলেন; এই সময়ে তীনের তুইটি আত্মীয় বালক তাঁহাদিগের বিশেষরূপে সেবা করেন। অনন্তর তীন আবির ভিন্ন ভিন্ন স্থান দেখাইয়া তৎসম্পর্কীয় বিবরণ বিশ্বতভাবে বর্ণন করেন। ফলতঃ তীন টান্লি কেশবচন্দ্রের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে বিশেষ অন্তর্গা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

वानभूरणितदर्खन, वर्ष स्वतात्रत्र वाद्याणान, त्यान्तिः शास्त्रत गृह त्यासन ७ वर्षमप्रस्य प्रक

১৮ই এপ্রিল, নরকোক ষ্টাট স্থাওম্ব ছোটেল পরিবর্ত্তন করিয়া, ৪ সংখ্যক ওবরন ঝোয়ারত্ব বাসগৃহ কেশবচন্দ্র আশ্রয় করেন। পূর্বভান পরিবর্ত্তন করিবার কারণ কিঞ্ছিৎ কৌতুকাবহ হইলেও, মূল কারণ মিদ্রেস সাম্প্রমার চত্তপ্রকৃতি। ওবরন স্কোয়ারের উত্থান ছাড়াও রসেল কোয়ার, গর্ডন স্কোয়ার, ইউটন স্বোয়ার, টরিংটন স্বোয়ার ও বেডফোর্ড স্বোয়ারের ছোট ছোট উভান-গুলি উহার নিকটে ছিল। হানটি অভি শাস্ত ও খাতাকর। মিসরগৃত্ব নামে প্রশিদ্ধ ম্যান্সন হাউদে অল সাহংকালে কর্ডমেহরের ভোক উপন্থিত। এই গৃহটি বিলক্ষণ শিল্পলৈপূণ্যে নিমিত, এবং প্রস্কালেশাছরপ সঞ্চার সঞ্চিত, এখানে 'স্বাস্থ্যবন্ধনপান' (টোই) ও বক্তভা হয়। মিনি সভাপতি (টোই-মাষ্টার), তিনি—কে বক্ততা দিবেন, কে স্বাস্থাবৰ্ত্বনপান করিবেন—অতি প্রভাতা সম্কারে জ্ঞাপন করিতে থাকেন, আরু মধ্যে মধ্যে মুখীত হয়। যে দকল দাসগণ পরিচর্বারে কার্যা করে, ভাহারা দকলেই অতীত কালের পরিচ্ছদে পরিশোভিত। কেশবচক্রকে হত বার স্বাস্থাবর্ত্ধনপানে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, তিনি লেমোনেড পান করিয়া উহা সম্পন্ন করেন। তিনি স্থাপনার দৈনিক বিবর্থে কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন, "আমি লওঁ মেয়রের আছা পান না করিয়া স্বাস্থ্যনস্ত গ্রহণ করিলাম।" ১৯শে এপ্রেল, মদলবার, গোভিংভাম সাহেবের গুছে তিনি ভোষন করেন। ইনি পর্কে মাল্রান্তে ছিলেন, এখন কর্ম হইতে অবসর জইয়াছেন। এখানে পঞ্চাবের লেক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ-কার হয় এবং দার রবাট মোণ্টগোমেরি 'ওয়ার্ড ইন্টিটিউদ্ন' বিষয়ে জাঁহার মত কি, ভিক্লাসা করেন। ভোতনাস্তে অনেকগুলি ভদলোক একত হুইয়া ভীহার স্তে ধর্মসময়ে তুর্ব আরম্ভ করেন। তিনি এ স্থাম আপনি নিৰিয়াচেন, "ভোজনামে উপস্থিত কথেক জন ভত্ৰলোক আমাকে কোণ ঠেশা করিলেন এবং আমার দল্পে নিয়মপূর্বক ধর্মদৃশ্পর্কীয় তর্ক আরম্ভ করিলেন। অংখাগা স্থানে এরণ তর্ক নিতান্ত অসুধকর। এই পর্যান্ত হুইল, ভাহা न्दर ; कौद्यानिरशत मत्था धक कम बाहेरवरणत अविष्यभाव वााचा कविरणन. এক প্রকার উপদেশ দিলেন এবং একটা প্রার্থনা করিছা সমাপন করিলেন। এ সমুদার্ট আমাকে লক্ষ্য করিয়া নিশার হইল। এ সকলই ভাল দেখার. যদি স্বভাবত: উপস্থিত হয়। এক জন মাহ্বকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়া অজ্ঞাতদারে তাঁহাকে আক্রমণ করা এবং তাঁহাকে ধর্মাত্রিত করিবার জয় তত্পরি গোলাগুলি বর্ষণ করা, আর কিছু না হউক, কুক্চি প্রকাশ পায়। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্থানে খোলাখুলি তর্ক বিতর্ক আকাজ্ঞাণীয়।"

মার্টিনো, শার্পপরিবার, কুক ও ম্যানিং পরিবারের সহিত সাকাৎ

কেশবচক্র যে নৃতন স্থানে আসিয়া আপনার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন, দে স্থান মার্টিনো সাহেবের গৃহের নিকটবর্তী; স্বতরাং তিনি পর দিন (২০শে এপ্রেল) সায়ংকালে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাথ করিলেন। ইহার সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র লিধিয়াছেন, "ইনি অতি ধার্মিক এবং শ্রন্ধার পাত্র, তবে কিছু চাপা লোক।" ২১শে এপ্রেল, রহস্পতিবার, মিস্ শার্প এবং তাঁহার ভগিনী হাইবরি টেরাসস্থ তাঁহাদিগের গৃহে গাড়ী করিয়া লইয়া ঘাইবার জন্ম আসেন। এখানে মিদ্ শার্পের মাতা, রোগে শ্যাগত পিতা এবং আর একটী ভগিনীর সহিত তিনি পরিচিত হন। 'ইউনিটেরিয়ান্ এসোদিয়েশনের' সভাপতি , সাম্যেল শাপ ইহাদের সম্পকীয় লোক; তাঁহার সহিতও এথানে সাক্ষাং হয়। চাপানভোজনের পর সকলে গিয়া প্রয়াণগৃহাবকাশে (ডুইংক্রমে) একত্তিত হন, এবং দেখানে ধর্মসম্বন্ধে আলাপ হয়। এই আলাপসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র লিথিয়াছেন, "আমি এই আলোপ বড়ই সভ্তোগ করিলাম, কেন না এখানে আসার পর এমন আমোদ আর পাই নাই। বড় বড় ভোজের ৠন আমি কেমন ঘুণা করি—অরুুকয়েক জন বন্ধুর মিলন আমি কত ভালবাসি! কিছ হায়! অল্লসংখ্যক লোক আছেন, বাহাদের ধর্মসম্প্রীণ মতের সৃহিত আমি সহাত্তৃতি প্রদর্শন করিতে পারি।" ২২শে এপ্রেল, ভক্রবার, পূর্বকথামত ক্রিষ্টালপ্যালেদ রেলওয়ে প্লাটফরমে মিদ্ধেদ্ ও মিদ্ মাানিংয়ের সহিত কেশবচক্রের সাক্ষাং হয়। দেখান হইতে দেউ অউবিন্স্ বর্স্থিপার নরউভন্থিত বাদগৃহে পদত্রজে তিনি গমন করেন। জলযোগাস্থে সকলে মিলিয়া কিষ্টাল্প্যালেস দর্শন করিতে যান। আজ ছুটির দিন, দর্শকের বিলক্ষণ ডিড়, কেশবচক্র সকলকে সেধানে রাধিয়া লোয়ার নরউভত্ব কৃক সাহেবের সহিত সাক্ষাং করিতে যান। সেধানে কুক সাহেবের 'আল্বমে' (আলেখ্যাধারে) তাঁহার জ্যেষ্ঠভাতা এবং অপর আত্মীয়গণের প্রতিচ্ছবি

দর্শন করিয়া তিনি বড়ই প্রীত হন। দেখান হইতে ষ্ণাস্ময়ে ভোজনার্থ ম্যানিংয়ের গৃহে প্রতিগমন করেন। সায়ংকালে কিঞ্চিং চাসেবনের পর ভ্রমণে বাহির হন, দেখান হইতে ভাড়াভাড়ী ট্রেণ ধরিতে যান। ম্যানিং পরীবারের সাক্ষাংকারসম্বদ্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ম্যানিং পরীবারে আমি সম্পায় দিন অতি আমোদে কর্তান করিয়াছি। মিস্ম্যানিংকে সম্পূর্ণ এক জন বন্ধবাদিনী মনে হয়। অব্ব ক্ষেক জন বন্ধতে মিলিভ হইয়া প্রার্থনা হয়, সংপ্রাস্ক হয়, এ প্রভাবে তিনি হ্রদয়ের সহিত অন্থ্যোদন করিলেন। তিনি বলিলেন, বন্ধবাদিগণের একটি মিলনস্থান হয়, এই ক্ষন্থ তিনি ক্ষনেক দিন হইল, প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

হারোতে লেডি এডুওয়ার্ডের গৃছে গমন

২৩শে এপ্রেল, শনিবার, ভারতবর্ষের গ্রণর জেনেরেলের ভৃতপুর্ব চিকিৎসক ডাক্তার ফারকুহরের সমভিব্যাহারে, এডওয়ার্ডের নিমন্ত্রণামুসারে, লওন উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে দিয়া হারোতে কেশবচন্দ্র গমন করেন। যে পথ দিয়া তিনি গমন করেন, সে পথের চারিদিকে বান্ধালা দেশের মত হরিমর্গ প্রান্থর দেখিতে পান। সার হারবাট এড-গ্রাডের মৃত্যুতে দেঙি এড়ওয়ার্ড নিতাত বিনম ও ধর্মামুরাগিণী হইয়াছেন। ওাহার স্বামী যথন জীবিত ছিলেন, তথন তিনি বলিয়াছিলেন, যদি কেশবচন্দ্র কথন ইংলংও আসেন, তবে তিনি তাঁচাকে দেখিয়া স্থা চইবেন। তাঁচার স্বামী এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, কেশবচন্দ্র এ নিমন্ত্রণ নিডাম্ব স্থপী হইয়াছিলেন। জলবোগান্তে মিপ্রেস কিলেয়ার্ড প্রায় তর্কের মত আলাপে প্রবৃত্ত হন। এরপ আলাপের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাঁহাদের পরস্পরের যে যে স্থান মত ভেদ আছে, দেওলি মিটিয়া যায় কি নাং গৃহদংলয় উল্লানে যণন বেড়াইতেভিলেন, তথন লেডি এড প্রয়র্ড অতি আর্দ্রচিত্তে তাঁহাকে জিলাস। क्रियाहिएनन, जिनि काइँहे এवः गुल्लनम्बद्ध कि मन करवन । नन्द अभगोरख मायबारल किथिए हा त्मवन कतिया, भिरत्वम किरव्यार्ड धवः छान्छाव ফারকুহরের সঙ্গে লগুনে ফিরিয়া আসেন। হারোতে ক্রকগণের গৃহ প্লালপুঞ্জ, প্রায়রে তুণভোজনে নিরত বিচিত্রবর্ণের গান্টী প্রভৃতি, ভিন্নবন্ধ-পরিধায়ী ক্রীড়নশীল বালক বালিকাগণ, বসস্থপোভায় পোভিত বুক্ষরাজি দেখিয়া

কেশবচন্দ্র নিতান্ত স্থাী হন; কেন না, এ সকল সভ্যতার আজ্বরপূর্ণ রাজধানীতে দেখিবার কোন উপায় নাই।

ফাক্ৰি ইউনিটেরিয়ান চ্যাপেলে "প্রার্থনার সকলতা" বিষয়ে ভূতীর উপবেশ

২৪শে এপ্রেল, রবিবার, প্রাত্তকালে ছাক্নি ইউনিটেরিয়ান চ্যাপেলে তিনি উপদেশ দান করেন। উপদেশের বিষয়, প্রার্থনার স্ফল্তা; অবল্ছিত প্রবচন--"যাজ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া হইবে: অবেষণ কর, তোমরা প্রাপ্ত হইবে; আঘাত কর, তোমাদের প্রতি দার উন্মুক্ত হইবে" ইত্যাদি। এই উপদেশে তিনি প্রতিপন্ন করেন, বাফ জগতের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের ন্তায় এই প্রবচনটিতেও অধ্যাত্ম জগতের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম লিপিবদ্ধ वृहिशाह्य। प्यानास्क मान कार्यन, जेन्यावत लिय कार्या कवित्वहे इडेन. প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি ? এই ভাস্ক মত তিনি এই উপদেশে বিশিষ্ট্রপে থতন করেন। মাহুষ সমগ্র দিন জগতের সেবার কার্যো আপনাকে নিযুক্ত রাথিয়া, সায়কালে যথন আপনার আত্মার অভাস্থরে দৃষ্টিপাত করে, তখন শে কি দেখিতে পায় ন। যে, তাহার অভ্যন্তরে এমন কিছ এখনও আছে, যাহাতে ভাহার হুদ্র মলিন ও কল্ডিড সাংসারিক কোন বিষয়ের জন্ত প্রার্থন। না করিয়া, অধ্যাত্ম জ্ঞান বল সভ্যাদির জ্বন্ত প্রার্থনা যে সমূচিত, ইহাও তিনি ইহাতে প্রদর্শন করেন। ডেবিড বেমন বলিয়াছেন, "ঈশবের নিকটে আমার এই একটা মাত্র ভিকা এবং তাহারই জন্ম আমি বছু করিব, যেন व्यामि वेचदत्रत शुट्ट ठित कीयन वाम कति, এवः छाहात भोलांश प्रानीन করি." তেমনি আমাদিগেরও লক্ষ্য থাকিলে, আমরা যে দিন দিন পুণ্যে ও পৰিত্ৰভাতে ৰন্ধিত হইব, ভাষাতে কোন সন্দেহ নাই। ছাক্নির इँडैनिटि त्रियान छार्टभनि वृहर नय, लाटक भूर्व इहेया शिवाहिन: आय পাচশত লোক উপস্থিত ছিলেন। উপদেশের পর কোলিয়ার সাছেবের গুছে কেশবচক্র গমন করেন এবং দেখানে কিঞ্চিৎ জলবোগের পর ছিক্সন সাহেকে भागरत यान। এখানে তিনি সমগ্র দিন বাপন করেন। এই পরীবার মধ্যে সমগ্র দিন বাস করিয়া তিনি নিতাক ক্র্থী হন। এখানে তিনি হিক্সনপরীবারগণ কর্ত্ত রক্ষিত তাপগুছে নানাবিধ উৎপন্ন বুক্ষ **रमरथन। अधकात मिनंत्रशरफ जिनि मिथिशारहन, "मिन वर्फ जान वाशिज**

হইল, এবং মনের উপরে উহা একটি ত্থেকর ভাব মৃত্তিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।"

उक्तराविनो मिन् कर ७ अग्रान्छत महत्र (वश्र माकावादि

ব্রহ্মবাদিনী মিশ্ কব শরীরের স্বাস্থ্যের অন্থরোধে বিদেশে গমন করিয়াছিলেন; তিনি এই সময় স্থান্থ শরীরে লগুনে ফিরিয়া আদিলেন। ২৫শে এপ্রেল, দোমবার, সায়ন্ধালে কেশবচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাং করিতে গমন করেন। সমবিখাদী ব্যক্তিদ্বয়ের আলাপ যে নিতান্ত রদাবহ হুইবে, তাহাতে আর সংশ্য কি? কেশবচন্দ্রের জীবনপরিবর্ত্তন, ভগবান্ তাঁহার জীবনে কি প্রকার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মবাদিনী ভগিনীর নিকটে বর্ণন করিলেন। তাঁহার বণিত কাহিনী সাক্ষনমনে আর্দ্রহদয়ে ব্রহ্মবাদিনী মহিলা প্রবণ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবন-পরিবর্ত্তনের বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে মিস্ কব তাঁহার নিকটে তাঁহার জীবনপরিবর্ত্তনের বৃত্তান্ত শ্রবণান করিলেন। আশ্রুণ্য এই, ভগবান্ ইন্ধনেরই হুদয় একই প্রণালীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। স্থান ও দেশ ভগবানের ক্রিয়াপ্রকাশের পক্ষে ক্ষন ব্যবধান হইতে পারে না। সহস্র ব্যবধানসন্ত্রেও তিনি ছই হুদয়কে পরিবর্ত্তিত করিবার ঈশ্বরের পদ্বা কেমন নিগৃত্ব বিশ্বয়কের। পূর্কা ও পশ্রিম প্রস্তিত করিবার ঈশ্বরের পদ্বা কেমন নিগৃত্ব বিশ্বয়কর। পূর্কা ও পশ্রিম প্রস্তু মিলিত ক্রবরা স্বাহরের পদ্বা কেমন নিগৃত্ব ও বিশ্বয়কর। পূর্কা ও পশ্রিম প্রস্তু মিলিত ক্রবরা সম্বাহর সাধ্য কেমন নিগৃত্ব ও বিশ্বয়কর। পূর্কা ও পশ্রিম প্রস্তু মিলিত ক্রবরা স্বাহরের পদ্বা কেমন নিগৃত্ব ও বিশ্বয়কর। পূর্কা ও পশ্রিম প্রস্তু মিলিত ক্রবরা স্বাহরের পদ্বা কেমন নিগৃত্ব ও বিশ্বয়কর। পূর্কা ও পশ্রিম প্রস্তু মিলিত ক্রবরা স্বাহর স্বাহ্য মিলিত ক্রবরা স্বাহর স্বাহ্য ক্রমন নিগ্রাহিত বিশ্বয়কর।

২৬শে এপ্রেল, মঞ্চলবার, এদিয়া মাইনরের ইউনাইটেড টেট্দের কন্দল মেন্তর পীবল্দ্ এক জন বন্ধুকে দলে লইবা সাক্ষাং করিতে আইদেন। এই বন্ধুটি এক জন প্রেত্তব্বাদী হইবেন। এ তুই বাক্তিরই বিলক্ষণ উদার মত, এবং উভয়েই ব্রহ্মবাদের জয় হয়, ইহা অভিলাগ করেন। মেন্তর পীবল্দ্ অত্যস্ত উৎসাহ সহকারে কেশবচন্দ্রকে আমেরিকায় ঘাইতে অভ্যাধে করেন। সায়জালে ভীন টান্লির গৃহে কেশবচন্দ্র ভোজন করেন। এখানে ভিউক অব আরগাইল, মিস্তেদ্ র্থচাইল্ড, লর্ড লরেক্স, সার বার্টল ক্সিয়ার, সার চার্ক্স্ট্ বিবিল্লান্ এবং অভ্যান্ত প্রধান প্রধান বিশপ ও ধর্মাজকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ২৭শে এপ্রেল, বুধবার, গ্রাস্বেনর হোটেলে সায়জালে দার্শনিক পণ্ডিত-গণ্ডের সঙ্কেন করেন। দর্শন ও ধর্মবিক্সান্সটিত বিষয়গুলি বন্ধুভাবে

আলোচনা ও বিচার করা 'মেটাফিজিকাল সোদাইটীর' উদ্দেশ্য। এক জন দভ্য 'প্রত্যয়দমূহের প্রামাণিকতা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই বিষয়টি লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিল। দকল সভাই—বিশেষতঃ মেন্তর মার্টিনো— দর্শনে অতি স্থদক্ষ। ইহাদিগের বিতর্ক বিষয়ে কেশবচন্দ্র এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, "আমার সামান্ত বিবেচনায় মনে হয়, ইহারা যে দকল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহা এদিক ওদিকের, ঠিক লক্ষিত বিষয়ে লক্ষ্য করিয়ানহে।"

২৮শে এপ্রেল, বৃহস্পতিবার, কেশবচন্দ্র একথানি গাড়ী ভাড়া করিয়া প্রতিসাক্ষাংকারের জন্ম বাহির হন। সাব্ চারণ্দ্ ট্রিবেলিয়ান এবং সার ফারবেল বক্সটনকে গৃহে পান না, সার রবাট মোন্ডগোমেরির সহিত ইন্ডিয়া আফিসে সাক্ষাংকার হয়। ইহাকে "বিবাহ-বিধির" সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র সাহায়্য করিতে অন্থরোধ করেন, তিনি সাহায্য করিতে সম্মত হন। তবে এ সম্বন্ধে কিছু করা অন্যতর সভার কার্য্য। প্রাট সাহেব গৃহে ছিলেন না, ঘারবেশে সৌভাগ্যক্রমে প্রাটসাহেবের পত্নীর সহিত উাহার সাক্ষাং হয়। তিনি সাদরে কেশবচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন, এবং কিছুকাল তাহার সহিত আলাপ হয়।

ষ্টামকোর্ড ব্রীট চ্যাপেলে কেশবচকাও উচ্চার বর্গুছরের সম্ভাবণ

সায়ংকালে (২৮শে এপ্রেল) ব্লাকফ্রায়ার টেশনে রেলে চড়িয়া টামফোর্ড দ্বীট চ্যাপেলে মেন্ডর ম্পিয়ারের বসম্ভকালীয় সামাজিক সম্মিলনে তিনি গমন করেন। এই সামাজিক সম্মিলনোপলক্ষে কেশবচক্র ও তাহার বন্ধ্রমকে সন্তাষণ করা লক্ষ্য ছিল। কোন প্রকাশ্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই, অপচ তিন চারি শত লোকে গৃহ পূর্ব এবং স্থান্বরূপে পূম্পরারা সজ্জিত হইয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, তাহারা উপাসক, এবং তাহাদিগের বন্ধ্রবর্গ। কণ্টেমপোরারি রিবিউর লেথক রেবারেও জে হন্টও উপস্থিত ছিলেন। চাসেবনান্তে রেবারেও আর ম্পিয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, উপস্থিত অলাক্য স্থানের উপাসক ও অক্যান্ত সম্প্রানির ব্যক্তিগণকে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ হইতে সমাগত ব্রন্ধোপাসক বন্ধ্ কয়েক জনকে সাদরসম্ভাবণ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ কিছু কিছু বলার পর, সভাপতি মংক্ষেপে ভারতবর্ষের ধর্মসংস্থার-বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিয়া, কেশবচক্রকে সভার নিকটে পরিচিত করিয়া দিলেন এবং সভাস্থ সকলে সাদরে ভাহাকে গ্রহণ করিলেন। তদনভর কেশবচক্র

যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম এই: -ইংলতে এমন লোক আছেন, বাহারা ভারতবর্ষকে স্বপ্লভূমি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এরপ মনে করিলে কি হইবে ? পরস্পরের কল্যাণ্যর্দ্ধন জন্ম পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক না হইলে হইতেছে না। আদিয়ারও কিছু ইউরোপদম্মে করিবার আছে, ইউরোপেরও আদিয়া-সম্বন্ধে কিছু করিবার আছে। তিনি আশা করেন যে, ঈথরের পিতৃত্ব ও মানবর্গণের ভাততে পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইবে। ভারতের কল্যাণের অ্র তিনি কোন এক সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারেন তিনি ইচ্ছ। করেন, খ্রীষ্টধর্মে যতগুলি সম্প্রদায় আছেন, তাঁহার। ভারতবর্ষে গিয়া কার্য্য করেন। উহার যে কোন সম্প্রদায় যাহা কিছ ভাল শিক্ষা দেন, তাহাই গ্রহণ করিতে ভারত অগ্রদর। গ্রাই যে সকল সভা প্রচার করিয়াছেন, ঐ সকল সতা সে দেশে গৃহীত হয়, তিনি ইহাই ইচ্ছা করেন। গ্রীষ্ঠকে আচাধ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে. গ্রীষ্ট সম্প্রদায় যে সকল মত শিক্ষা দিয়া থাকেন, সে সমুদায় গ্ৰহণ করা হয় না, কিন্দু গ্রাইকেই উপদেষ্টা ও জ্যেষ্ঠ লাতা বলিয়া গ্রহণ ও সম্মান করা হয়। খ্রীষ্টকে স্মান কর। আর কিছুতে হয় না, কেবল তাঁহার জীবনামূরপ জীবন গঠন করাতে হট্যা থাকে। খ্রীষ্টের থে প্রকার ঈশরের প্রতি প্রীতি ছিল, সত্যের প্রতি সন্মাননা ছিল, মানবগণের কল্যাণের নিমিত্ত জীবনার্পণ করিতে অকুষ্ঠিত ভাব ছিল, যদি সেইগুলি পাকে, ভাহা হইলে কোন্ খ্রীষ্টমণ্ডলী কোন্মত প্রচার করেন, তংপ্রতি আছো না থাকিলেও, সে সকল ব্যক্তির জীবন ঈথর ও মানব উভয়েবট গ্রহাীয় হুটবে। তাহার চির কালের মত এই যে, স্কল গ্রন্থাপেক। মানুষের ভীবনগ্রন্থ ্রাঠ। তিনি হিন্দু জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধালাকালে পৌরলিকতা ও কুসংস্কারে আবদ্ধ ভিলেন, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ এ ত্য়ের প্রতি তাহার আধা চলিয়া গেল। আহা গেল বটে, কিন্তু পূর্বব বিখানের স্থান পূরণ করিবার জন্ম আর কিছু তাঁহার হস্তগত হুইল না। পৌত্তলিকত। ছাড়িয়া সংসারে ডুবিবেন, এমন সময়ে ঈশ্বাফুগ্রহে তিনি অস্তরের গভীর পাপ দেখিতে পাইলেন, এবং এই স্বাশাবাণী ভ্রনিলেন, "পাণী, ভোমার আশা আছে।" তিনি তথন বৃঝিতে পারিলেন, **ব**র্গস্থ বন্ধু শর্কদা তাহার নিকটে আছেন। এ কথা কোন গ্রন্থ বা শিক্ষক তাহাকে वलन नारे. यसः जेयबरे जाराब श्रमस ७ कथा वनियाहितन, अवः जेयबरे তাহাকে প্রার্থনা করিতে শিধাইয়াছিলেন। এই প্রার্থনা হইতেই তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি দে সময়ে ঈশরের স্বরূপ বা প্রকৃতি কিছু জানিতেন না, অথচ এই প্রার্থনা হইতে জ্ঞান পুণা প্রেমে পরিবর্দ্ধিত হইলেন। ক্রমে একাকী ঈশ্বর সাধন করিলে চলিবে না, একটি ভ্রাতুমগুলীর প্রয়োজন, তাঁহার মনে আদিল এবং কয়েকটি ভাইকে লইয়া "ভভাকাৰ্ক্ষী আত্মগুলী" (The Goodwill Fraternity) নামে একটা সভা তিনি স্থাপন করিলেন। এখানে তিনি ঈশবের পিতৃত্ব ও মানব মাত্রের প্রাতৃত্ব ব্যাখ্যা কনিরতে। তদনস্কর একটা ধর্মাঞ্লীর প্রয়োজন, তাঁহাতে অহুভূত হইল। কোন সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার মনের মিল হইল না. পরিশেষে আক্ষদমাজের একখানি গ্রন্থপাঠে (১) তাঁহার হাদয়ের সহিত মিল হওয়াতে, তিনি তাহাতেই (याशमान कतितन। जिनि आशनात कीवतनत शतीकां प्र तथाहेश मितनन, অস্তবে ঈশবের নির্দেশের তুল্য গ্রন্থাদি কিছুই নহে, স্বতরাং তিনি সর্ব্বদা তাহারই অফুসরণ করিয়াছেন। যথন হিন্দুমতে দীক্ষার সময় আদিল, তথন তিনি ভগবানের নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহারই অফুসরণে তাহা হইতে নিছতি পাইলেন। আর এক পরীক্ষাতে তাঁহাকে সপত্মীক গৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইল, এবং এই পরীক্ষার সঙ্গে তীত্র রোগ আদিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। চয় মাদ বৃত কটের পর আধ্যাত্মিক অবদাদের অস্তে আবার তিনি প্রার্থনাতেই বল, সাস্থনা ও পরিবারবর্গের পুন্মিলন লাভ করিলেন। এখন এরূপ হইয়াছে যে, তাঁহার মাতা পধ্যম্ভ হিন্দু থাকিয়াও ব্রহ্মননিরে উপাসনা-কীর্ত্তনাদিতে যোগ দান করিয়া থাকেন। দেশের মধ্যে এখন আহ্মধর্ম বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, এবং দেশের অনেক লোকেই, বাছে ভিরতা থাকিলেও, অন্তরে রাক্মধর্মের অভুসরণ করিতেছেন। তাঁহার কথা সকলে মনোভিনিবেশ-পুর্বক্ এত কণ যে শ্রবণ করিলেন, তক্ষ্মত তিনি তাঁহাদিগকে ধ্যাবাদ দিলেন এবং চতুদ্দিকের পুশাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তিনি আশা করেন, এই সকল পুলের স্থায় তাহাদিগের সঁকলের চিত্ত নবভাবপূর্ব, মধুর ও পবিত্র হইবে।

 ^{(&}gt;) बालनावान वसूत्र "बाक्सरर्यत्र लक्त्य" वस्कृता । २० शृक्षात्र कृष्टिनाचे जहेवा ।

সভাপতির অভিপ্রায়ায়গারে রেবারেণ্ড জন হন্ট বলিলেন, তিনি অনেক বংসর হইল, ভারতের দর্শন ও ধর্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত । থাহারা তাহার পূর্বে কিছু কিছু বলিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি কেশবচন্দ্রক্ষে সাদর সন্তায়ণ করিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করেন যে, কেশবচন্দ্র প্রাচাধর্মসমূহ-সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বৌদ্ধর্মসম্বন্ধে কিছু বলিবেন; কেন না এই শেষোজ্ঞ ধর্মসম্বন্ধে একান্ত মতভেদ,—কেহ বলেন, বৌদ্ধাণ ঈশর ও অমরত্বে বিশাস করেন, কেহ বলেন, বিশাস করেন না। পরিশেষে রেবারেণ্ড জন হন্ট আপনার জীবনের পরিবর্জনের বৃত্তান্ত বলিয়া, এই আশা প্রকাশ করেন যে, কেশবচন্দ্র বিভিন্ন প্রবির্জনের বৃত্তান্ত বলিয়া, এই আশা প্রকাশ করেন যে, কেশবচন্দ্র বিভিন্ন প্রতির্জনের বৃত্তান্ত বলিয়া, এই আশা প্রকাশ করেন। কেশবচন্দ্র বিভিন্ন প্রতির্জনের বৃত্তান্ত বলিয়া, এই আশা কিছু বলেন, তাহারা মামান্ত যাহা কেছু বলিলেন, তাহাতেই তাহারা প্রশংসাধ্বনি লাভ করিলেন। কেশবচন্দ্র অক্তনার উৎসাহ ও ভাবদর্শনে নিভান্ত স্বণী হইলেন। অনেকণ্ডলি ভল্প নরনারী তাহার করমন্দ্রন করিবার জন্ত বাগ্র হইয়া তাহার নিকটে আসিলেন। অগ্রস্তির বাভিন্তণ মধ্যে মহিলাগলের সংখ্যা অধিক।

২৯শে এপ্রেল, শুক্রবার, প্রাভংকালে পিকাডিলিছ 'রাজকীয় শিল্পবিভালয়' দুর্শন করেন। সায়জালে মেন্তর মার্টিনোর ভরাবধানাধীন পোর্টলাও পাঠশালার ছাত্রগণের পিতা ও অভিভাবকগণের বাধিক সন্মিলনে গমন করেন। চাদেবনান্তর মেন্তর মার্টিনো উপন্ধিত পিতা ও অভিভাবকগণের নিকটে কেশবচক্রকে পরিচিত করিয়া দেন এবং গ্রাহার অফুরোধক্রমে প্রকত শিক্ষা কি, শিক্ষক ও অভিভাবক এ হুইয়েব সমবেত কার্যা কি প্রকার প্রয়োজন, তংগশজ্বে কিছু বলেন। মিল্লেস্ রুসেল মার্টিনোর 'পারিবারিক নিমন্ত্রণে অবলিন্ত সায়জাল অভিবাহিত হয়। ৩০শে এপ্রেল, শনিবার, মিন্তেস্ জ্যোরারের সায়ং সন্মিলনে গমন করেন; সেধানে হিক্সন পরীবার-বর্ণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রস্ক, সন্ধীত ও ভোজে অভি আমোদে কেশবচক্র অভ্যকার সায়জাল অভিবাহিত করেন। স্বোয়ার ও হিক্সন পরীবারে কেশবচক্র বিশেষ আস্থীয়তা লাভ করিয়াছিলেন। এ আস্থীয়তা বাঞ্চন্ত্রভা মিশ্র ছিল না।

देन्तिरहेन इडेनिहिहार्क्त "क्वेन्द्रीिडि" नवरक हजूर्व डेनरबन

ইউনিটেরিয়ানগণের যতগুলি চ্যাপেল আছে, তল্পধ্যে ইসলিংটনম্ব ইউনিটি চার্চটি অতি ফুন্র। >লা মে, রবিবার, এই চ্যাপেলে রেবারেও चारावमन देशामनात कार्या करवन, এवः क्लावहक देशालम (पन । देशालमव বিষয় ঈশরপ্রীতি। "তোমার প্রভু পরমেশরকে সমুদায় হাদয়ের সহিত, সমুদায় আত্মার সহিত, সমুদায় বলের সহিত এবং সমুদায় মনের সহিত প্রীতি কর" এই প্রবচনটি উপদেশের অবলম্বন। এই উপদেশের সার সংক্ষেপে এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে: —কতকগুলি মত স্বীকার করিলে, কতকগুলি কার্য্যের অফুষ্ঠান করিলে, ভাবুকভার অফুসরণ করিলে, অথবা চিস্তনাফুধ্যানাদিতে দিন অতিপাত করিলে ঈশরকে ভালবাসাহয় না। সমগ্র মনে, সমগ্র হৃদয়ে, সমগ্র আত্মাতে ও সমগ্র ইচ্ছায় তাঁহাকে ভালবাদা চাই: সমগ্র মনে ভাল-বাসিতে হইলে, সকল প্রকার অসত্য অম মিথ্যার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হয়। ঈশ্ব সভাস্বরপ। অভএব অসভানিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে কি প্রকারে প্রীতি করিতে পার। যায়। বিজ্ঞানালোকে কি জানি বা ধর্ম বিপদগ্রস্ত হয়, সেই ভয়ে অনেকে বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভয় করেন। এরপ ভয় অমূলক। এক সভা কথন অপর সভোর বিরোধী হইতে পারে না। এ কথা নিশ্চয় যে. যে পরিমাণে আমরা বিজ্ঞানসম্পন্ন হইব, সেই পরিমাণে আমরা ধর্মসম্পন্ন হটব: যে পরিমাণে আমরা বিজ্ঞানের সত্য ভালবাদিব, সেই পরিমাণে श्चामता स्नेश्वतक जानवानिय। मजाक जानवानिताई स्नेश्वतक जानवाना হয়, ইহাই সমগ্র মনে ঈশবপ্রীতি। কেবল সমগ্র মনে ঈশবকে প্রীতি করিলে হয় না, সমগ্র বলের সহিত তাঁহাকে প্রীতি করিতে হইবে। মতাদি সকলই ্ আমাদের বিশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু যদি আমাদিগের কথা, কাণ্য ও চরিত্র विश्वक ना इस. जामता नर्कशा कर्खवाभतास्य ना इहे, खाहा इहेटन व्यामता পবিত্র দ্বারকে ভালবাদিলাম কোথায় প তিনি আমাদিগকে যাহা আজা করেন, তাহ। সমগ্র হ্বরের সহিত ইচ্ছাপুর্বক সম্পাদন করিতে হইবে। মামাদিগের যত দুর বল ও সামধ্য আছে, তাঁহার সমগ্র দিয়া মামরা তাঁহাকে ভালবাদিব। কেবল সাধুতা বা নীতিপরায়ণতা হইলে ঈশরপ্রীতি হইল ना, आमानिशतक मेचत्रभूका कतिएक इहेरत, आताधना तसना मनीक ध

পার্থনাযোগে তৎপ্রতি হদয়ের প্রীতি প্রকাশ করিতে চইবে: নির্ক্তনে ও সম্বনে আমব। সমগ্র আতার সহিত তাঁহার অর্চনা করিব। এ কালে অনেকে উদ্বৰ ও প্ৰলোকসম্পৰীয় জানে প্ৰিত্প, তাঁচাদেৰ চল্চ ঈশবের কার্যা কবিতে বাজে, আত্মা নিয়মিত উপাসনায় নিবত, কিন্তু ক্লয় ইম্বরপ্রীভিত্তে चार्क नटा चामारनत क्रमरप्रत भूमाय ভानवाना चामता मः नातरक चर्नन कदिव, जैनादत्र खना किछ ताथिव ना, हेहा कि श्वकात कथा? जिनि कि मुक्तार्भका कामारतत श्रिय नरहन १ वामता है सत्र कानिनाम, रमवा कतिनाम, পদ্ধা করিলাম: তাঁহাকে ভালবাসিলাম কৈ ? পিতা, মাতা, ভাতা, ভলিনী, ত্তী, পত্ত, যদ, মান, ধন প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করিলে মুখ হয়, আর ঈশবের ক্রণা বলিলেট অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়: ইচা কি ঈশবসমূহে ক্রম্যুচীনতা নতে? ধর্মশান্ত, হিতকর অফুষ্ঠান এবং বচল পরিমাণ সঙ্গীত প্রার্থনা আছে. কিন্তু হালয় নাই, এ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যথনই সকলে একত মিলিড হন, তথনই যদি ভাঁহারা ঈশরের প্রেমের কথা লইয়া আলাপ করেন, ভাঁহা इडेरन जाहारक जरश्विक प्रकासन श्रीकि वाफिरव। औरहेत नाम औहानमन নিরস্কর প্রবণ করুন, দে নাম প্রবণ করিয়া যেন, তিনি যেমন ঈশরকে ভাল-বাণিতেন, এমন কি আপনার প্রাণ প্রয়ন্ত দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহারা দ্বীত্র করেন, এবং সমগ্র জীবন তাঁচার চরণে সমর্পণ করেন। আমর। যেন ইহা অফুডব করিতে পারি যে, ঈশরের সহিত একডাই আমাদের भीवम: जिमि यांहा हेका करवम. आमता जाहाई हेका कति: जिमि यांहा चाभारतत निकरि ठान, चाभता छाटाई निः याटा छिनि चारतम करत्ने, चाभता ভাছাই করি: যাতা তিনি ভালবাদেন, আমরা তাতাই ভালবাদি। এরূপ করিলে ঈশ্বর আমাদের পিতা হইবেন, আমরা তাহার প্রিয় পরীবার হটব। জীইসমাজ মভামত লইয়া নিতাক ওঁক হইয়া পড়িয়াছে, এখন ভাববারিবর্বণে সরস হওয়া প্রয়োজন। ওছতা অপনয়ন জন্ত ঈশরের নিকট প্রার্থনা করিলে ডিনি উছা অপনীত করিবেন। খনেকে মেনে করেন, ঈশরকে বধন ইলিম্প্রাপ্ত করিবার উপায় নাই, তথন তাহাকে কি প্রকারে ভালবাসা ঘাইবে? এ কথা তিনি প্রতিবাদ করেন: কেন না, তিনি বয়ং এবং মনেকে অদুক্ ঈশরকে বিবিধশ্বরূপে ভ্ষিত উপলব্ধি করিবাছেন। তাঁহার করুণা অভত্তব

ना क्वार्ट्ड, अत्नरक डाँशाक उननिक्ष क्विर्ट नाजा यात्र ना विका निर्देश करत्रन । यांग्रता रायारन यांहे, रायारनहे जिनि यांगानिशत्क यानिकनशास वक করিয়া রাখিয়াছেন: তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইতেছেন, রক্ষা করিতেছেন। আমাদিগের লায় পাপীর প্রতি যদি তাঁহার ঈদশ করুণা হয়, তবে কেন আমরা সমগ্র প্রদন্ধে তাঁহাকে ভালবাদিব না ? তিনি চিন্ময়, এজন্ত কি তাঁহাকে ভাল-বাদা যায় না ? এই কি ডাঁাছাকে ভাল না বাদিবার যুক্তি ? আমরা যদি আমাদের পিতা মাতাকে ভালবাদিতে পারি. তাহা হইলে কি আমরা আমানের পিতার পিতা, মাতার মাতাকে ভালবাদিতে পারি না? যদি আমরা পৃথিবীর প্রিয়জনকে আমাদের হৃদয় অর্পণ করিতে পারি. তাহা হইলে কি, যিনি আমাদিগের নিত্যকালের প্রিমবন্ধ, তাঁহাকে হুদয় দিতে পারি না? উপস্থিত সকলে দেইদ্ধপে তাঁহাকে ভালবাদেন, ইহাই তিনি দেখিতে চান। খ্রীষ্টের অমুগামিগণ ঈশরকে এই ভাবে প্রীতি করিবেন, পৃথিবীর লোকে ইহাই আশা করে। ঈশ্বকে প্রগাঢ় প্রীতি করিয়া অপরের হৃদয়ে ঈশ্বর্প্রীতি উদ্দীপন করা, ইহাইতো খ্রীষ্টের অমুষায়িগণের কার্যা। পবিত্রতা, প্রীতি. জ্ঞান ও শক্তির উৎস হইতে সকলে জীবনবারি পান করুন, শুক কুপে তফা নিবারণ করিবার জ্ঞায়ত্ব কেন্ প্রতিজনের জ্বান্তে জীবস্ত বিশাসের কুপু খনিত হউক, তাহা হইতে শাস্তিও প্ৰিঅতার নিজ্যপ্ৰবাহ উৎদারিত হুইবে। সকলে ঈশ্বকে সমগ্র হৃদয়ের সহিত, সমগ্র মনের সহিত, সমুদার ইচ্ছার সহিত, সমুদায় আত্মার সহিত ভালবাম্বন, অনস্ক জীবন লাভ করিবেন।

উপদেশান্তে রেবারেও হয়েরিসগৃহে কেশবচক্র ক্ষনযোগ করেন। ই হয়েরিস সাহেব "ট্টাব্লিষ্ড্চার্চের" লোক হইলেও অতি উদার। এই থানে প্রোফেসর জোয়েট এবং সার আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট সাক্ষাং করিতে আসেন। প্রোফেসর জোয়েটের সক্ষে অল্লমণ আলাপ হয়। সায়ংকালে রেল দিয়া ওয়েইবোরণ

রেবারেও হরেমিসগৃতে জলবোগ ও সাংখালে ওংেইবোরণ হলে অসাপ্রাদহিকতা বিবরে উপদেশ

হলে কেশবচন্দ্র গমন করেন এবং দেখানে উপদেশ দেন: উপদেশে অবলম্বিত প্রবচন, "সত্যই আমি বুঝিডেছি, ঈশর ব্যক্তিবিশেষের ম্থাপেক্ষা করেন না, যে কোন জাতি তাঁহাকে ভয় করে এবং ধর্মকার্য করে. ভাহাকেই তিনি- গ্রহণ করেন।" এই উপদেশে সাম্প্রদায়িকতার দোবোদঘটন করিছ। উদারতার পক্ষপোষণ করা হয়। টিকিট বিক্রয় করিয়া লোকদিগকে "আসিতে দেওয়া হইয়াছিল, এজস্ম লোকসংখ্যা অধিক হয় নাই। টিকিট বিক্রমকার্ঘটি কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনেক বন্ধু অনুমোদন করেন নাই।

নানা জনের সভিত সাকাং

২র৷ মে, সোমবার, টেলার সাহেবের গৃহে কেশবচক্র নিমন্থণে গমন করেন। মিল্লেস টেলর এবং অক্তান্ত মহিলাগণ ইংরাজী গান করেন। ইহারা তাঁহাদিগকে বাকালা গান শুনান। ওরা মে, মঞ্চবার, ১০॥ টার সময় লউ লরেন্স কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন: কেশবচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে একজিটর হলে গমন করেন। এখানে প্রায় পাঁচ সহস্র বাক্তি উপস্থিত এই कार्याविवन्तरन, किनवहन्त शास्त्रावान स्थायान क्राम याश विनयाहितन, ভাহার উল্লেখ চিল। বিশ্বপ রিপণ সাহেব বক্ততা দেন। 'রয়েল কলেজ অব সার্জেন্সের' ফ্লাওয়ার সাহেবের সঙ্গে জলধোগ করিবার নিমন্ত্রণ ছিল, এজন্য তাঁহাকে সভাভদের পর্কেই চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। এখানে ফ্রাওয়ার সাহেবের পত্নীর সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধে খব ভাল প্রসক্ষয়। জলগোগান্তে সন্নিহিত গতে মিউক্লিয়ন দর্শন করেন। সায়ংকালে মিশ্রেস ইবাব্দ বেলের শায়ংসন্মিলনে গমন করেন, দেখানে গোল্ডটকার শাহেবের সহিত দাক্ষাই হয়। তিনি বৃদ্ধ, আমোদপ্রিয় এবং এদেশের ভট্টাচার্যা বান্ধণের মত। এখান খব টেট্দের কাউন্সিলের পলিটিকেল কমিটার সভাপতি সার এর্ছিন পেরির সভিত সার বরাট মোণ্টগোমেরি কেশবচল্লের পরিচয় করিয়া দেন। ইতিয়া আফিদে তাঁচার দক্ষে অনেক কণ প্রাস্ত শিক্ষাকরবিষয়ে কলোপকথন हय। श्वर्वत क्लान्त्रन नर्छ प्याया मात्र अवस्थिन त्यत्रिक त्य पाक निविद्याद्यन. ভাছার কিয়দংশ ভিনি কেশবচন্দ্রের নিকটে পাঠ করেন! কর্ড মেয়ো শিকা বিষয়ে কেশ্বচন্ত্রের নিকটে পরামর্শ গ্রহণ করিতে লিখিয়াছিলেন, স্বভরাং কেশবচন্দ্র তাঁহার এ সহত্তে মত বিস্কৃতরূপে সার এর্ছিন পেরিকে জানাইলেন. এবং তিনিও কেশবচক্রের মতে সায় দিলেন। সায়কালে শ্বিপ সাহেব এবং

তাঁহার পত্নীর সহিত ভোজন হয়। এথানে লর্ড লরেন্দা, মেন্তর গ্রাণ্টজদ এবং মেন্তর মার্টিনোর সন্দে সাক্ষাং হয়। ৫ই মে, রহস্পতিবার, প্রাতঃকালে প্রধান রাজমন্ত্রী মাড্টোন সহ কেশবচন্দ্র প্রাতরাশ গ্রহণ করেন। এথানে অনেকগুলি সম্বান্ত লোকের সহিত সাক্ষাং হয়। আমেরিকান্ মিনিটার মেন্তর মোর্টলান এবং স্থপ্রসিদ্ধ মেন্তর ভিকেন্সকে এথানে দেখিতে পান। ৬ই মে, শুক্রবার, প্রাতঃকালে মিস্ শার্প, তাঁহার ভিগিনীপতি মেন্তর কোর্টল্ড্ এবং অপর হুটি মহিলার সন্দে রেল যোগে হেওয়ার্ডস্ হেথস্থ 'সমেক্সকাউটি লুনাটিক আসাইলম' (পাগলা গারদ) দেখিতে যান। এই আসাইলমটি অতিরহং; ১৮৫১ সনে স্থাপিত হয়, এ সময়ে ২০৪০ জন পাগল উহাতে ছিল, পুরুষ পাগলের সংখ্যা ৮২৪। একজন পাগল কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণকে তাহার অধিত ছবি অর্পণ করে; তাঁহারা তাহাকে তজ্জ্য ধ্যুবাদ দান করেন। অহ্য কেশবচন্দ্র সাধু অংঘারনাথকে ধে পত্র লিখেন, আমরা নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দিলাম।

माध् अधात्रनाशक भज

LONDON
4 Woburn Square W C
6th May, 1870.

প্রিয় অঘোর,

তোমার ত্ইথানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ম্দেরের এক বিভাগের সংবাদ পাইয়া বড় ছংথিত হইয়াছিলাম; তোমার পত্রে অপর বিভাগের উন্নতির কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। ম্দের আমাকে যতই নির্যাতিন ককন না কেন, (১) গুলার প্রতি আমার যে বিশেষ অন্তরাগ জনিয়াছে, তাহা বোধ করি, সহজে বিনই হইবে না। এখানে সেখানে আমার কতকগুলি ভাই আছেন, যাহারা আমার কুদয়কে বাধিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে পিতার আশ্চ্যা ককণা যেরূপ দেখা গিয়াছে, তাহা কি কখন ভূলিতে পারিব ? এই জন্মই ম্লের এত মিষ্ট। যাহারা দেই মিষ্টতা অন্তর্ভক করিয়াছেন, গুলারা আমার হৃদয়ের বন্ধু। দীন

 ⁽১) পূর্বসংক্ষরণে এখানে ভূটনোটে মুক্তেরে আন্দোলন সম্পর্কে ভাই দীননাথের প্র
কেশবচন্দ্রের যে পত্র বেওয়া হইলাছিল, ভাছা বর্জনান সংক্রণে ৪৯৯ পুটার ক্রইব্য।

মন্ত্র্মার, দীন চক্রবন্তী, প্রদর্গ, তোমরা কি আমাকে হৃদর দিয়া আবার কাড়িয়া লইতে পার? কত ভাই ছাড়িলেন, তোমরা কি নিষ্ট্র হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিতে পার? এদ, আমরা প্রতিজ্ঞা করি দে, দক্ষল ভাইগুলি মিলিত হয়ে দয়ায়য় শিতার শান্তিগৃহে চিরদিন পড়িয়া থাকিব। তার চরণ হইতে আর কি উৎকৃষ্ট সামগ্রী আছে? সেই চরণ যদি ঘথার্থ ধরিয়া থাকিতে পার, তোমাদের নিকট কিছুই অপ্রাণ্য থাকিবে না। আমার এই অপরাধ যে, আমি কেবল ঐ চরণের কথা বলি। যদি আমি পাচ রকমের কথা বলিতাম, যদি আমি নানাবিধ আকর্ষণ দেখাইয়া মন ভূলাইবার চেষ্টা পাইতাম, তাহা হইলে, বোধ করি, দশ বংসরে এতগুলি বন্ধু হারাইতাম না। কিন্তু আমি উহা পারি না। জীবন মৃত্যুতে চরণ ধরিয়া থাক, এই আম র উপদেশ। স্বপ শান্তি জ্ঞান পবিত্রতা স্বগ মুক্তি সকলই ঐ চরণে পাইবে।

এদেশে ভিতরে ভিতরে সত্য ধর্মের বিন্তার হইন্ডেছে; কিছু আবার আনেকে প্রচলিত ধর্ম ছাড়িয়া বিশরীত দিকে অনেক দ্র যাইন্ডেছেন। ভাল লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রার্থনা মানেন না; পাপ, পরিত্রাণ, Grace, এ সকল কথা পর্যন্ত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিছু কিছু Pantheism এর ভাব লক্ষিত হয়। একটা উপাসনা-মন্দিরে প্রতি রবিবারে এই ভাবে ও প্রবালীতে উপাসনা হইয়া থাকে। দেখিলে বড় কই হয়। ঠিক মনের মত লোক তৃই তিনটা, চেটা করিলে, বোধ করি, পাওয়া যাইতে পারে; কিছু প্রায় সকলেই হয় এদিক, নম্ন ওদিক। হল্ম মতি অল্প, মতের প্রাত্তর্ভাব অবিক। এখানে শীল্প কিছু করিয়া উঠা করিন। একটা বিশেষ ওচ্চিছ্ এই বে, প্রতি রবিবারে অনেকে আমার Sermon ওনিতে উপস্থিত হন। দ্যামম্ব পিতার দহার উপর নির্ভর করিয়া পাক, দেখ, তার ইচ্ছাতে কি হয়। অনেকে আমার প্রতি বিশেষ অন্তর্গ্রহ ও মন্ত্র প্রকাশ করিতেছেন, ঈশর তাহাদিগকে আশীর্কাদ করুন। এখান হইতে অনেকগুলি সংবাদপত্র কলিকাভার প্রেরিত হইয়াছে, ভাহা পাঠ করিয়া সমুদায় জানিতে পারিবে।

দীনবদু দীন সম্ভান্দিগকে পদাশ্রদ্ধ দান ককন; তোমাদের তাপিত হুদয়কে শীতল ককন! চির্দিন ভোমাদেরই,

क्टिंगिलातिम प्रक्री ब्रह्मवर्ग

পই মে, শনিবার, স্পিয়ার্স সাহেবের সঙ্গে ক্রিপ্টালপ্যালেদে (১) সঙ্গীত প্রবণ করিতে গমন করেন। এপানে ষোড়শ সহস্রের অন্ধিক লোক একত্রিত ইইয়ছিলেন। তিনি লিখিয়ছেন, "এই উপলক্ষে ষোড়শ সহস্রের অন্ধিক লোক একত্রিত হইয়ছিলেন। তিনি লিখিয়ছেন, "এই উপলক্ষে ষোড়শ সহস্রের অন্ধিক লোক একত্রিত হইয়ছেন। এতগুলি সমবেত ব্যক্তির মাথা এক স্থানে জড় হইয়ছে, এ গল্পকাহিনী স্বচক্ষে না দেখিলে কে বিশাস করিতে পারে? গায়কের সংখ্যা কত? তাঁহার। বলেন, তিন সহস্র! ইহাদিগের সকলকে গ্যালারিতে সাজাইয়া বদান হইয়ছে। যথন এই তিন সহস্র লোকের স্বর এক য়েগে একতানে মিলিত হইয়া, উচ্চ হইতে উচ্চ স্বরে উথিত হয় এবং তাহার দঙ্গে প্রকাণ্ড অরগানে এবং তুই তিন শত বায়্য়য়র বাজিকে থাকে, তথন তোমরা সহজে ব্ঝিতে পার, কি আশ্চর্যা প্রভাব উৎপন্ন হয়। সঙ্গীতগুলি প্রায়ই ধর্মসম্পর্কীণ। নোটামোটি ধরিলে আমোদের ব্যাপারটী স্বমধুর না হউক, খুব রহং রকমের। ইহাদের স্বাভবিজ্ঞানের প্রকৃতি য়থার্থই অতি বিম্ময়কর।" প্রত্যাগননকালে কয়েক ঘন্ট। প্রিরার্গ সাহেবের গৃহে কটাইয়া আদেন।

রগনিন চ্যাপেলে উপদেশ এবং নিউইংটনত্ব দেটোপলিটান টেবারনেকলে গমন ৮ই মে, রবিবার, রগলিন পাহাড়ের উপরিস্থ চ্যাপেলে উপদেশ দান করেন। স্থানটি গ্রামা শোভায় শোভিত। ডাক্তার স্থাডলার উপাসনার কার্য্য করেন; কেশবচক্র উপদেশ দেন। উপদেশের অবলম্বা প্রবচন, "ভোমরা কি থাইবে, কি পান করিবে, ইহা বলিয়া তোমরা ভোমাদের জীবনের জন্ম চিন্তিত হইবে না" ইত্যাদি। উপদেশান্তে বন্ধবাসাবকাশে (বেক্সিতে) মিস্ কার্পেণ্টারের সহিত সাক্ষাং হয়। ডাক্তার স্থাডলার এবং তাঁহার পত্নীর সহিত ভোজনান্তে, মিস্ শার্প সহ তাঁহার ভগিনীপতি কোর্টত্ত সাহেবের গৃহে গমন করেন। সায়ংকালে নদীর অপর পারে মেন্ডর স্পর্জনের নিউইংটনত্ব মেট্রোপলিটান টেবারনেকলে উপস্থিত হন। এই টেবারনেকল-সম্বন্ধে তিনি শ্লিখিয়াছেন, "অশ্ব রক্ষনীতে এই টেবারনেকলে আমি যে দৃশ্র

^{(&}gt;) পৌৰ ও কাচনিৰ্দ্ধিত বিধাজি গাসাল। ইহা ছিডীগৰাৰ নিৰ্দ্ধিত হইবা, ১৮০০ খুটাজে মহাবাণী ভিটোণিয়া কৰ্তৃক উন্মুক্ত হয়। ইহা শিল্পখদৰ্শনী ও স্থীতস্থিলনের ছালক্ষণে বাৰ্হজ্জ হয়।

দেখিলাম, এ দৃষ্ঠাতিকান্ত কোন অত্ত দৃষ্ঠ আমি দেখি নাই। এখানে ছয় সহস্র উপাসক। যদিও কোন অরগ্যান বা হারমোনিয়ম্ নাই, বধন ইহারা একতানম্বরে সন্ধীত করিতে থাকেন, তখন আক্র্যা প্রতাব উৎপন্ন হয়। উপদেষ্টার স্বর অতি উচ্চ এবং শক্তিসম্পন্ন। তাহার উৎসাহপূর্ণ অগ্নিময় বাক্ষ্যা-গুলি উপাসকেরা অতি মনোযোগের সহিত প্রবণ করেন। উপাসনাস্থে আমাকে তাহার নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। তাহার টেবারনেকলটি—নিক্ষর বড়ই প্রলোহনের স্থান!—সাধারণ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার অন্ধ আমাকে দিতে পারেন কি না, প্রার্থনা জ্ঞাপন করাতে তিনি অহ্গ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হন।"

≥ই যে, সোমবার, কয়েক মিনিট মিস কার্পেন্টারের সহিত আলাপ করিয়া, ইঞ্জিলা চাউদে দার এরভাইন পেরির সহিত সাক্ষাৎ করেন। সার এরভাইন পেরির সময় অতি অল্প ছিল, স্বতরাং বিবাহের পাঞ্জিপির মূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে বলিয়া, এ সহছে তাঁচাকে আছুকুলা করিতে কেশবচন্দ্র অগ্রেধ করিলেন। দার পেরি দাহেব বলেন, এ দছত্তের স্থাগঞ্পত্র এখনও প্রছে নাই। অপরার ৬টার সময়ে এক জিটার হলে 'রাগেড ছল (১) ইউনিয়ন' সভায় কেশবচন্দ্র গমন করেন। এই সভায় লও ভাফটস্বরি महाপতित जामन शहर करतन। नर्छ मरतन, नर्छ भागवार्थ, जनरत्वन ध, কিরেয়ার্ড, এম পি, দার মার ভবলিউ কার্ডেন, মেহুর টি চেম্বর্স, এম পি. ভাক্তার আডের ক্রফোর্ড, করনেল বিচার, রেবারেও ভবলিউ কাভযাান, এদ লীস, আর এইচ কিল্লিক, এফ টকার, ক্লি এইচ টাণ্টন, এম সি ওপবরুন, क्षि होत्त अवः कि अहे छेडेनमा महाय हितान। वार्षिक विवत्त शार्ष्टित পর লার্ড প্রাক্ষ্টেল্বরি বলিলেন, ভারতবর্ষ হইতে অতি প্রাণিত এক জন বিশিষ্ট লোক অভকার সভার উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সম্বানিত করিলেন। हैश्मल क्षत्रः हेश्मरत्त्व मर्व्यविध मास्मित याहारण कनााग हत्त. छाहारण हैहात প্তীর ঔংকৃষ্ণ। স্থামি এ জন্ত সভায় কিছু বলিবার সম্ভ ইচাকে সম্ভারোধ করিরাছি। অঞ্চলার বিষয়ে ইহার মত অভিবাক করিবার করে আমরা ইহাকে আহ্বান করিতেছি।

^() অতি ব্রিয়নণের সভানদের অবৈভনিক শিকার রভ বিভালর ।

কেশবচন্দ্র বলিলেন, তিনি এ সভায় দেখিবার শুনিবার জন্ম আসিয়াছেন, বলিবার জন্ম নহে। তিনি বলিতে প্রস্তুত না থাকিলেও, অতকার সায়ংকালের সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং ইহাতে সকলেরই সহামুভূতি আছে, এজন্য তিনি ছ চারি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি যে দেশ হইতে আদিয়াছেন, সে দেশে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই শিক্ষা ও অধায়ন করিয়া থাকেন, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে তাহার প্রচার নাই: কিন্তু গরিব তঃখীদিগের শিক্ষার জন্ম যে যত্ন এবং তৎসম্বন্ধে যে কার্য্য করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি আশ্র্যান্ত্রিত হইয়াছেন। পঁচিশ বংসবের পরিশ্রমে তিন লক্ষের অধিক দীনদরিন্ত্রপণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তিন হাজার তুই শ ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে শিকাদান করিয়াছেন, তুই শতের অধিক দীন দরিদ্র বাক্তি শিক্ষিত হইয়া তাহাদিগের সমানাবস্থ লোকদিগের শিক্ষাকার্যো নিযুক্ত হইয়াছে, বহুসংখ্যক শিক্ষিতা নারী নিরাশ্র সন্তানগণের শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন, এই সকল ঘটনাই বলিয়া দেয় যে, যাঁহারা এই কার্য্যে ব্যাপৃত, তাঁহারা হ্রদয়বান্ ব্যক্তিনাত্রের ক্রতজ্ঞতাভাজন। ইহারা সকলে ঈশবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে থাকুন। ইহারা ্যেন পরিশ্রমের ফলের জন্ত সম্ধিক উলিয়নাহন। যদি ইহারা এই স্কল অতি দীন ও হীন লোকদিগকে পাপক্রিয়া হইতে রক্ষা করিতে পারেন, যদি ইহাদিগকে শারীরিক এবং মান্দিক দরিদ্রতা হইতে বাচাইতে পারেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট পরিশ্রমের পুরস্কার হইল। অস্তবে বিবেকের অঞ্চমোদন, যে সকল দীন বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদিগের পিতৃদৃষ্টিতে / অবলোকন, ইহাদিগের মনকে আহলাদিত না করিয়া থাকিতে পারে না সর্কোপরি সর্কবিধ হিতকর কার্যো ভগবানের সম্ভোষ ইহাদিগকে পরিশ্রমের্য কার্যো নিয়ত নিরত রাখিবে। তিনি কি সাহায্য দান করিবার নিমিত্র সর্বাদা নুকিটস্থ নহেন? তিনি কি প্রচুর পরিমাণে এই হিতাহার্চানে পুরস্কার্ मिरवन ना ? **তिनि जामा करतन रय, छिन्नवज्र**भतिधाशी मिल्नगरात विद्यालय-গুলিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা পরিগৃহীত হইবে। সভাপতি সভার পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রকে ক্লতজ্ঞতা দান করিলেন, এবং ঈশবের নিকটে এই ভিক্ষা করিলেন যে, ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার মত বর্ত্তমানে

এবং ভবিশ্বতে অনেকে উদিত হন। একটি সদীত হইয়া সভাভদ হইল।

কন্ত্ৰিগেশনাল ইউনিখনে বজুতা

১০ই মে, মঞ্চলবার, কানন স্ত্রীট হোটেলে কন্থ্রিগেশনাল ইউনিয়ন ডোছে কেশবচন্দ্র গমন করেন। দেখানে গিয়া ডাব্রুগর মলেক্ষের সত্ত্বে তাঁহার সাক্ষা২ হয়। এই ইউনিয়নের সভাপতি রেবারেণ্ড ক্ষোসভ্যা ছারিসন্দ্রভাপতিত্বের আসন গ্রহণ করেন। রাজভব্বিক্রাকাশক স্বাস্থ্যবর্দ্ধনপান এবং ক্ষাত্রীয় জয়গীতির পর সভাপতি বলেন, অগ্ন অপরায়ে এক জান ক্ষাত্রাগত ক্ষয়গ্রহণ্ঠ্যক উপস্থিত হইয়াছেন, বাঁহাকে সকলেই নিভ্নয় সাদরে গ্রহণ করিবেন, এবং বাঁহার নিকটে কিছু শুনিতে সকলেই অভিলাষ করিবেন। পৃথিবীর অল্পতম বিভাগ হইতে তিনি যদিও আসিয়াছেন, এ কয় বংসরের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, গ্রাহার গ্রহাকে এক রাজ্যের প্রজাব বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারেন। ভারতবর্ষ হইতে সমাগত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ডাক্রার মলেন্দ্র পরিচিত, তিনি আপনাদিগের নিকটে গ্রাহাকে পরিচিত করিয়া দিবেন।

ভাজার মলেন্স যে কথা বলিয়া কেশবচন্দ্রকে পরিচিত করিয়া দেন, তাহার মর্ম্ম এই:—এই সভা কেশবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। ভারতে ধর্মসংস্থারের জন্ত যে উন্নম উপস্থিত, ইনি তাহার নেতা। কলিকাতা রাজধানীতে সংস্থারকাধ্য আরম্ভ হইয়া থাকিলেন্দ, ইহা এখন কেশবচন্দ্র দ্বারা সম্দায় ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পৌত্রলিকতার উচ্ছেদ, কাভিছেদ নিবারণ, প্রীজাতিকে শিকাদান, বহুবিবাহ নিবারণ, এই সকল সংস্থারকার্য্যেইনি এবং ইহার বন্ধুগণ প্রবৃত্ত। ইনি এবং ইহার বন্ধুগণ সংক্রতাহাবে বিশ্বাসান্থ্যারে চলিতে দ্বিপ্রতিজ্ঞা, এই প্রতিজ্ঞা হইতেই ইহাদিগকে প্রাচীন কলিকাতা সমাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে। ইংলণ্ডের পিউরিটানগণ বিশ্বাসান্থ্যারে কার্য্য করিতে গিয়া মৃত্যু কারাবাদ প্রভৃতির স্থধীন হইরাছেন। উাহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ কেশবচন্দ্রের প্রতিকেনই বা সহান্থ্যন্ত প্রদর্শন করিবেন না। যে কোন ব্যক্তি বিবেকের অন্থসরণ করিবেন, বাহা সত্যে বলিয়া বিশ্বাস করেন, তংগ্রতি আন্থগতা শ্রীকার করিবেন,—এক্রপ করিবার

ফল যাহা কিছু হউক না কেন—ইংলণ্ডের কন্গ্রিগেশনালিষ্টগণের মধ্যে তিনি সন্তম লাভ করিবেনই।

কেশবচন্দ্র গাত্রোখান করিলে, সকলে সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার প্রতি এবং তিনি যে সংস্কারক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত, তৎপ্রতি যে সহামুভ্তিস্চক কথাগুলি উচ্চাবিত হইল, তচ্ছল কুতজ্ঞত৷ প্ৰকাশপ্ৰ্বক তিনি ঘাহা বলিলেন, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:--তিনি যেখানেই হাইতেছেন, দেখানেই উদারচেতা প্রীষ্টানগণ তৎপ্রতি সহাহভৃতি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বিশাস করেন যে, ব্রাহ্মসমাছ যথাসময়ে ঈশরের কার্যা। পৌত্রলিকতা ও জাতিভেদ হইতে দেশ রক্ষা করা সামাত্র কার্যা নছে। বাঁছারা ভারতে কথন পদার্পণ করেন নাই এ কার্যা করিতে গিয়া কি বে ভয়ধ্ব পরীকা বিপদে পড়িতে হয়, তাঁহারা তাহা কিছুই ব্ৰিছে পারেন না। এই কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহার অনেক বন্ধ জাতিচাত, গৃহ হইতে বহিষ্কত, পিতা মাতা সম্ভান সম্ভতি লাতা ভগিনী পত্নী ও নিকটয় আত্মীয় স্বন্ধন কর্ত্তক পরিতাক্ত, জীবিকার উপায় হইতে বঞ্চিত, জন্মভূমি व्यभन्नी वर्वेटक विनाय श्रवेटल वाधा वर्वेदाहरून । स्मान क्रमा, स्मारतद क्रमा, আপনাদের জন্ম, সত্যের মঙ্গলবর্দ্ধন জন্ম তাহারা এ সকলই স্ফাকরিলেন। हैशामिशरक ७ म ७ रेमकी व्यक्तन कतिया हिन्तुधर्म श्रूनः श्रविष्ट कतिया नहेवात षण चानक यह रहेन, किन्न छाराता हेन्यरतत माहारया राम ममुमाय चारिकम করিয়া, এখন প্রকাশ ভাবে পৃথিবীর নিকটে দণ্ডায়মান। এ সময়ে বেখানেই छारामिरागत नाम উल्लिथिक रय. रमथाराहे. याहाता मानव कालित कुछाकास्की. তাঁহার। তাঁহাদিগের গুড়াকাজ্জা লাভ করিয়া থাকেন। যত দিন যাইভেছে, তত্ই কি কঠিনতর কার্যো যে ওাহারা হতকেপ করিতেছেন, ভাহা তাঁহারা ব্ঝিতে পারিতেছেন। কোটি কোটি লোককে পৌত্তলিকভার বন্ধন হইতে বিষক্ত করা কত শক্ত। কিন্তু একাধা করিতে গিয়া ধনি তাঁহাদের জীবনও যায়, তাহাট্টডও জাঁহারা প্রস্তুত, কেন না এতদ্বারা তাঁহাদের দেশ রক্ষা পাইবে, मेचदतत महिमा विश्वेष इहेदा। कि छात्रत्य. कि हेश्नत्थ मुख्यात प्रहिमा विकेष कतिएक शिशा. धन मान स्था मध्यम विमर्कन मिएक इटेरव। जिनि এटे माज छनिएक भारेरनन रव, किनि रेकेनिस्वेतियानशत्वत रखनक रहेबारहन।

এ কথা ঠিক নয়। সকল খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের সহিত ভাতত্ববন্ধনে বন্ধ হটবার ভক্ত তাহার মত্ন, এবং যেখানে সতা পাইবেন, দেখান চইতেই তিনি উইা গ্রহণ করিতে প্রস্তা ইংলণ্ডের 'ননকনফরমিষ্টগণ' মধ্যে যদি মহন্তম ভদ্ধিকর বিষয় থাকে. তাহা তিনি গ্রহণ করিতে অনুখত নহেন। কোন প্রকার রাজকীয় সাহায়ের মুখাপেকী না হইয়া, বিবেকের অফুরোধে স্বাধীনভাবে মণ্ডণীর রকণ, ধর্মপ্রচার ইহার! করিতেছেন, ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ সহামুভূতি আছে। সময় আসিতেছে. যে সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার উপরে নির্ভর করিতে হইবে, বিবেকের নিদেশাগুদারে চলিতে হইবে, এবং আপনার স্রষ্টাকেই নেতা ও বন্ধ করিয়া দর্কবিধ কর্ত্তব্য কার্যা নিকাছ করিতে ছইবে। অনেকে একত মিলিত হইয়া কাষা করা কুতুকুতাতার মল, কিছু এপানেও क्षेत्रात भाशायाओं ना इहेरल किছरिंड हरल नाः स्कृत ना द्र कार्या নিশ্সন্ন করিতে হইবে, তাহার তলনায় পৃথিবীর আয়োন্ধন কিছুই নছে। ফলতঃ ঈশবের প্রতি নির্ভর করিতে হইবে, সভা আপনি জয়যুক্ত হইবে। সকলেই নিজ নিজ দলের মতাদিকে সতা বলিয়া গ্রহণ করে, এবং মনে করে, অপর দলে সভা নাই। এরপ মনে করা কথনই উচিত নহে: কেন না নিক নিজ দলের বাহিরেও সভোর ঈদশ ভূমি আছে যে, সেই ভূমিতে অন্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিক হওয়া ঘাইতে পারে। সময় আসিতেছে. যে সময়ে সকল ফম্প্রদায়ের মিল হউবে, এবং ঐত্তের যে এক অণ্ডমগুলী পত্ত প্ত হট্যা পড়িয়াছে, উহা আবার পুনবায় এক অপত্মত্তলী হটবে। দে সময়ে সকলে এ সভা বঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বর যেমন এক, মণ্ডলীও তেমনি এক। যেমন তুই ঈশর হইতে পারে না, তেমনি তুই মওলীও হরতে পারে না। স্বাধীনভাবে সম্পায় বিষয়ের ততাপোচনা অভসন্ধান যাহাতে বাড়ে, ভাহার উপায় করা পন্চিত: চারিদিকে যাহাতে সং শিক্ষা বিস্তৃত হয়, তাহার উপায় করা প্রয়োজন। এক শিকার প্রভাবে যেমন ভারতে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত, দেইরূপ অক্সত্রও শিক্ষার প্রভাবে পরিবর্ত্তন উপদ্বিত হইবে, পরিত্রাণপ্রদ পত্যালোকলাতের জন্ত কৃধা ভক্ষা উৎসাহ হইবে, এবং হলাসময়ে পুলিবীতে এক মন্ত্ৰী চইবে। ভারতের অষ্টাদশ কোটি লোক মধ্যে সেই দিন উপস্থিত চইবে আশা, যে সময়ে জাতিতেল বিনষ্ট চইবে. সম্দায় ভারতের এক দিক হইতে অক্সদিকে এক মহান্ ঈশরের মণ্ডলা স্থাপিত হইবে। যথন এরূপ হইবে, তথন ভারত ও ইংলণ্ডের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্তভাব বৃদ্ধিত হইবে, এবং এখন যেমন শাসনকর্ত্তা ও শাসিতগণের মধ্যে ভাবের বাতিক্রম আছে, তাহা তিরোহিত হইবে। তথন ধাহারা শাসনকর্ত্তা, তাহারা বৃবিতে পারিবেন, ঈশর যে রাজ্যের ভার তাহাদিগের হত্তে অর্পণ করিয়াছেন, সে রাজ্যের প্রতি তাহারা উপেক্ষা করিতে পারেন না; এবং ভারতবানীরাও:বৃবিতে পারিবেন যে, স্থাং ঈশর ব্রিটিষ জাতিকে তাহাদিগের সাহায়ার্থ পাঠাইয়াছেন। যদি তাহারা বিশ্বস্ত ও রাজ্যন্তক হন, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিধাতা যে সকল কার্য্য অর্পণ করিবেন অভিপ্রায় করিয়াছেন, তাহা তাহারা পাইবেন। এইরূপে ইংরাজ্য এবং ভারতবাসিগণের মধ্যে সন্তাব সংস্থাপিত হইবে এবং সকল প্রকারের অস্তাব চলিয়া যাইবে। বক্তান্তে সভা ভঙ্গ হইল।

সায়ংকালে হ্ত্তেন সাহেবের গৃহে পূর্কদেশে শিক্ষার উন্নতি সাধন নিমিও অধিবেশন হয়। লওঁ ভাগে ট্যুবরি সভাপতির আসন এহণ করেন। কেশবচন্দ্র এই সভায় গমন করেন এবং ভারতের স্থীশিক্ষাবিষয়ে কিছু বলিতে বাধ্য হন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে এখন দর্শন

১১ই মে, বৃধ্বার, লওন ইউনিভাসিটির নৃতন গৃহে প্রবেশোপলক্ষেতথার তিনি গমন করেন। এগানে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর প্রথমতঃ স্ল্যাডটোন সাহেবকে, তংপর প্রীমতী মহারাগী, প্রিন্দ এবং প্রিক্ষেস্ অব ওয়েল্স্, এবং প্রিক্ষেস্ লুইস এবং তাঁহাদিগের অভ্যায়িবর্গকে গৃহে প্রবেশ করিতে তিনি দেখেন। এই তিনি মহারাজীকে প্রথম দেখিলেন। মহারাগী পরিচ্ছদাদিতে একান্ত আড়ছরশ্রু। প্রবেশ করিয়াই সভাকে অভিনাদন করিলেক্ষ্ব। ভাইসচ্যান্সলার মহারাজীর নিকট বক্তৃতা পাঠ করিলেন, তিনি উহার প্রত্যুত্তর দিয়া স্পটবাকো 'গৃহ উন্মৃক্ত হইল' বলিলেন। রাজ্ঞপরিবার চলিয়া গেলে, ইউনিভাসিটির বিপোট পাঠ এবং উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে ডিগ্রী অর্পণ করা হয়; চ্যান্সলার প্রত্যেক ছাত্রের করামর্থণ করেন।

১২ই মে, মঞ্চলবার, লর্ড এবং লেভি হটনের সজে জলবোগ হয়।

সায়ংকালে নিজ আবাদে তাঁহাদিগের একটা সভা হয়; এই সভাতে আনেকগুলি বন্ধু আগমন করেন, তর্মধ্যে মিস্শার্প, মিস্ ম্যানিং, মেগুর শায়েন আগ্রগণ। এদেশে প্রীষ্টমগুলীর বাহিরে বাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া একটা সভা স্থান্ধিত হয়, উহাই অগুকার সন্মিলনের লক্ষ্য। কাৰ্য্য চলিতে পারে, একপ কোন একটা কিছু দিন্ধান্ত হয় না।

ভারতে স্থীশিকা

১৩ই মে, শুক্রবার, ইউইগ্রিয়া এলোদিয়েশনের দভায়, মিদ ম্যারি কার্পেন্টার. ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন। সি. রেন হঞ্জিল জোয়ার এম পি. সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিস ম্যারি কার্পেন্টার তাঁহার বক্তবা সমাধা করিলে, কেশবচন্দ্র কিছু বলিতে সভাপতি-কন্ত্ৰক অফুক্ত হন। তিনি যাহা বলেন, তাহার ভাব এই:—ভারতবর্ধে বালিক। অবস্থাতেই নারীগণের শিক্ষার প্রধান হয়। তাহার। অল বয়পেই সংসার লইয়া ব্যাপ্ত হয়। ত্বতরাং বর্তমানাবস্থায় জানান। শিক্ষার নিতাভ कर्याक्रम । तम्मीय मातीश्रम घाटाएक निक्यियी दृष्टेया चरममाया मातीशर्पत শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন, এম্বর্ত শিক্ষাঝীবিভাগন প্রতিষ্ঠিত ইওয়া আবশুক। মিদুমারি কার্পেন্টার এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন, এবং ডাহারট হতে গ্রন্মেন্ট সাহায্য করিতে প্রশ্নত হইয়াছেন। এপন তত্ততা বাঞ্চি-গুণের গ্রণ্মেন্টের সহিত যোগ দিয়া এ কার্যা নিশ্প । করা কর্ত্তবা। বংখ এ भश्रक्ष अञ्चनत इहेरलस दक्षीया मात्रीनन मुनकः शीम भरहमः, (कम मा श्रह्मत्रहमा প্রভৃতি ছারা তাঁহারা, তাঁহাদিগের শিকাবিষয়ে যত্ন আছে. বিশক্ষণ প্রমাণিত করিয়াছেন। তবে তিনি ইচ্ছা করেন যে, মিদ কার্পেটারের দঙীক্ত অঞ্চপরণ कतिशा এ म्हिन्त प्रक्तिता एम म्हिन्त नातीमहान निकाकार्या छैरमाठी হন। কেশবদ্দ ভারতব্যীয় মহিলাগণের শিক্ষার উরতিধাধনকর ইংলংও একটা সভাস্থাপনের প্রস্তাব করেন। মিদ কার্পেন্টার এই প্রস্তাবের প্রতিপোষণ स्मित्तव (एविन वर्णन, अ डिस्म्य-नाध्यात स्म नष्टा भूका इंडेटंडेडे खाटि। (कनवहन्त हेशाव छेखरत बरनन, रन नकन मान्यमाधिक ভাৰাপন্ন অসাম্প্রদায়িক ভাবের শিক্ষা বাহাতে হয়, তক্ষ্ম উদ্বোগ অবস্তুকর্ত্তবা। উপঞ্চিত সকলের ইছার প্রবাবই অভিমত হয়। উপন্থিত মহিলাপণের মধ্যে • • b-9

ছুইজন ভারতবাসিনী ছিলেন। সভাস্তে মিস্ প্রেস্টনের পারিবারিক নিমন্ত্রে ভাহার পৃহে কেশবচন্দ্র পমন করেন, সেখানে অনেক ইউনিটেরিয়ান বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাং হয়।

ওয়ার্ক হাউদ ও অঞ্চনিবাদ দর্শন

১৪ই মে, শনিবার, ক্যাম্বারওয়েলে শ্রমজীবিদরিজাবাদ (ওয়ার্কহাউদ) দেখাইবার জন্ম স্পিয়ার্স সাহেব আগমন করেন। তত্ততা ভাক্তার এবং গৃহক্তরী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগগুলি এবং গৃহহাপরিস্থ ক্ষর ক্ষুদ্র উপাসনাগৃহটি কেশবচন্দ্রকে দেখান। দেখান হইতে ভিনি অন্ধনিবাদে গমন করেন। অন্থ শনিবার জন্ম পাঠশালা বন্ধ; স্থতরাং অধ্যয়নের দৃশ্য কেশবচন্দ্র দেখিতে পান না। যাহা দেখিলেন, বলিতে হইবে, তাহাই মথেই। কোথাও কতকগুলি আন্ধ লোক ঝুড়ি বৃনিতেছে, কোথাও এক জন আন্ধ বিদ্যা কার্পেট প্রস্তুত্ব করিতেছে, কোথাও একটি বালক ভাহাদিগের অন্থরোধে একথানি আন্ধোপ-যোগিরূপে মৃদ্রিত ধর্মপুত্তক পড়িয়া শুনাইল, আর এক জন সহজে তংপ্রদত্ত গণিতের প্রশ্নের উত্তর দিল। তিনি ঠিকাই বলিয়াছেন, "একি অলৌকিক অন্ধৃত কার্যা নয়? অন্ধকে চক্ষ্ দেওয়া নয়?" এই ফান হইতে গিয়া আনরেবল মেন্ডর উইকাম সাহেবের গৃহে ভোজন করেন এবং দেখানে অনেকগুলি পালিয়ামেন্ট সভার সভাগণ সহ পরিচিত হন। ভোজনাম্ভে ভারতবর্ধের ধর্ম্বের অবস্থা কি, তির্বিয়্যে আলাপ হয়।

हु।हैरकाई बार्विनाति करन बदर महिन এও বোমোণ্ট करन উপদেশ

১৫ই মে, রবিবার, প্রাত্তকোলে লগুনের পূর্বপ্রান্তে ট্রাটফোর্ড আর্টিলারি হলে দীন-দরিজ্ঞগণকে উপদেশ দান করেন। উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে অনেকে প্রাত্তীবী ছিল। "স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? ভূমগুলে তোমা ভিন্ন আমি আর কাহাকেও চাহি না" এই প্রবচনটী অবলম্বনপূর্বক স্কৃতি উপদেশ প্রদত্ত হয়। সামংকালে মাইল এও বোমোন্ট হলে উপদেশ দেন। এখানে প্রায় দেড় সহপ্র লোক সমবেত হন। এখানে ঈশরের অনক্ষ প্রীতি সম্বন্ধে উপদেশ হয়। উপদেশের অবলম্ব্য সাম—"হখন আমি তোমার অনুনিরচিত আকাশ এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত চক্রতারকার বিষয় আলোচনা করি, তথন বলি, মহন্ত কে যে তুমি তাহাকে স্বরণ কর এবং মহন্তসম্ভানই বা কে

যে তুমি তাহার তথাবধারণ কর ?" এই উপদেশের সংক্রিপ্ত মূল বিষয় এই :—
আমরা ঈশরের করুণা লাভ করিবার পক্ষে কোন প্রকারে উপযুক্ত নই, অথচ
তিনি কি প্রকার সর্বাদাই করুণা করিতেছেন। আমাদের অরুপ্যুক্ত তার সহিত
তুলনা করিয়া দেখিলে, ঈশরের প্রেম কেমন মূল্যবান, সহজে বৃঝিতে পার। যায়।

১৬ই মে, সোমবার, আলন সাহেবের গৃহে প্রাতরাশের নিমন্ত্র। এখানে অনেক গুলি রাজসাহায়নিরপেক ধর্ম্মাজক সহ সাক্ষাংকার হয়। প্রাতরাশের পর সকলে প্রয়াণগৃহাবকাশে গিয়া মিলিত হন; সেগানে ডাক্টার মলেক, মেন্তর আলন এবং অক্সান্ত অনেকে, প্রেস্বিটেরিয়ান্ এবং কন্ত্রিগেশনাল চার্চের অন্তর্বাবস্থান এবং রাজসাহায্যসাপেক চার্চ্চ সহ প্রভেদ কি, উহাকে ব্রাইয়াদেন। সায়ংকালে আর একটি সভা হয়। ইহাতে ভাল ভাল বিষ্ত্রের প্রস্ক হয়, কিন্তু কোন কিছুরই একটা নিশ্চিত মীমাংসা হয় না।

নিউগেট কারাবাস, টাইম্দের কার্যালয় ও মিশনপুল পরিদর্শন এবং সভাার শাভিসভা

১৭ই মে, মঞ্চলবার, ভূনিমন্থ রেলওয়ে দিয়া টেলার সাহেবের সঞ্চে নিউপেট কারাবাদ দেখিবার জন্ম কেশবচন্দ্র গমন করেন। কারাগৃহ দেখিয়া নিকটম্ব টাইম্স সংবাদপত্তের কাথ্যালয়ে যান এবং উহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ দর্শন করেন। দেপানে যে মুদ্রাযন্ন কার্য্য করিতেতে, উহা অতি আশুর্গা, কেন না, উহাতে প্রতিঘণ্টায় বোল হাজার খণ্ড পত্রিকা মুদ্রিত হয়। এপানে ষ্টিরোটাইপে পত্রিক। মুদ্রিত হইয়া থাকে। প্রত্যাবর্ত্তনকালে কার্টার লেনে डेडिनिटिविधानगर्भव पविज वालकगर्भव कण भिष्ठन इन भविषर्मन करवन। সারংকালে ফিন্সবরি চ্যাপেলে শান্তিসভার চতুঃপঞ্চাশস্তম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি মেন্তর জে ভবলিউ পীজ এম পি, সভার পক্ষসমর্থক মেন্তর এ ইলিক্সওয়ার্থ এম পি, মেন্তর হেনরি বিচার্ড এম পি, সেভার সম্পাদক), বেবারেও ডাক্রার বিশ্নে, মেন্তর হেনরি পীত, এলিছ বরিট, রেবারেও হফ স্টোয়েল ব্রাউন, মনসিয়র ক্রেড পাসি ও মনসিয়র মার্টিন পাল্টেড। সম্পাদক বার্ষিক বিবরণ পাঠ করিলে এই নির্দ্ধারণটি উপস্থিত হয়:--"বদ্ধ ষে মচতা, পাপ এবং অঞ্জীটোচিত ভাব হুইতে উপন্ধিত হয়, এ বিষয়ে ইয়ুরোপের সকল লোকের মধ্যে দত সংস্থার জরিয়াছে, ইহা স্থানিয়া এই সভা স্থানন্দ প্রকাশ করিতেছেন, এবং এই মন্ত্রকর ভারটি যাহাতে আরও গাঢ় হয় ও বিশ্বত হইয়া পড়ে, তজ্জন্ত বাঁহারা অল্লবয়স্কগণের শিক্ষাদানে নিযুক্ত, সংবাদপত্তের পরিচালক, এবং বাহারা ধর্মোপদেষ্টা, তাহাদিগের সাহাষ্য এই সভা ব্যপ্রতা প্রকারে প্রার্থনা করিতেছেন।" লিবারপুলের রেবারেও হফ ষ্টোয়েল আউন এবং পারিদ শান্তিসভার সম্পাদক মন্সিয়র ফ্রেডারিক পাসি কিছু বলিবার পর, কেশবচন্দ্র নির্দারণটির পোষকতা করিলেন। মিকায়র পাসি এমনই উৎসাহসহকারে স্থাদশীয় ভাষায় কিছু বলিয়াছিলেন যে, কেশবচন্দ্র যদিও তাহার ভাষা বুঝিতে পারেন নাই, তথাপি তাহার প্রোৎসাহের তিনি সম্ধিক প্রশংসা করিয়াছেন। নিশ্বারণের পোষ্ঠতায় কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার মশ্ম এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে:—ইংলণ্ডের পর ফ্রান্স, ফ্রান্সের পর ভারতবর্ষ শান্তিসভার পক্ষ-সমর্থনে প্রবৃত্ত। যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি যুদ্ধের বিরোধী কেন ? তাঁহার এ প্রশ্লের উত্তর এই যে, তিনি স্বভাবে, শিক্ষাতে ও ধন্মেতে যুদ্ধের বিরোধী। তিনি সেই দেশের লোক, যে দেশের লোকেরা একান্ত শান্তিপ্রিয়, স্বতরাং জন্ম হইতে তিনি শান্তি ভালবাদেন: তিনি যে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহা হইতে যুদ্ধ যে নিতান্ত ঘুণাম্পদ, তাহা শিথিয়াছেন। এ কথা সত্য, ইতিহাসলেথকেরা এমন ভাবে যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন, যাহাতে যুবকগণের মনে যোদ্ধগণের প্রতি সম্ভ্রম উপস্থিত হয়: কিন্তু ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে, যুদ্ধবিগ্রহের স্হিত যে স্কল দৌরাখ্যা ত্রাচার নিষ্ঠ্রাচার সংযুক্ত থাকে, তংপাঠে যুবকগণের মনে মুণা উদিত হয়। স্বতরাং ইংরাজী শিক্ষা তাঁহার জাতীয় ভাব বিনষ্ট না করিয়া বরং হুদ্ধ করিয়াছে। এই শিক্ষার প্রভাবে সমর ও শোণিতপাত তাঁহার একান্ত দ্বুণার আম্পদ হইয়াছে। সর্ব্বোপরি তাঁহার ধর্ম তাঁহাকে যদ্ধের বিরোধী করিয়াছে। বখন তিনি প্রীতি ও ভ্রাত্তপ্রধান সার্বভৌমিক মগুলীর সভা, তথন তিনি সংগ্রামের বিংরাধে প্রতিবাদ না করিয়া পাকিতে পারের না। এই।নগণের চিস্তা, ভাব ও কার্যা অধায়ন করিবার জন্ত তিনি औद्वेष-पाकास (मर्म पागमन कतियाहन। जिनि तुबिएज शास्त्रन ना, औडोनगर्ग প্রীষ্টান হইয়া কি প্রকারে নির্দয় নিষ্টুর ভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। ভিনি হিন্দু হইয়া ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না, খ্রীষ্টের অফুবর্তিগণ আভার শোণিতপাতের জন্ম বংসর বংসর কি প্রকারে নৃতন নৃতন অপ্রাদি উদ্ভাবন করেন ৷ শান্তিসংস্থাপকগণের শিখামণি ঈশার শিক্তরণ সমরে এবৃত্ত, ইছা इटेर्ड विक्षकार चात्र कि इटेर्ड भारत? चात्रक वालन, चनकावक 'लाक সংগ্রামের বিরোধী হইয়া, বছকাল হইতে যে সমরপ্রবৃত্তি লোকের মনে দৃচ্মূল হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদ করিবেন কি প্রকারে 😢 তিনি বলিলেন, ঈশর, সতা. দয়া এবং প্রেম যদি তাহাদিগের পক্ষে থাকে, তবে ইতারা কেন অকতকতা হইবেন ? যুদ্ধে কত নারী বিধবা হইতেছে, কত বালক বালিকা উপায়হীন হইয়া পড়িডেছে, কড ভাডি ও কড ব্যক্তি সর্বস্থান্ত হইডেছে, কত প্রকার পাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে, এ সকল দেখিয়া তিনি কখন মনে করিতে পারেন না যে, যাহারা ঐটের অমুবর্তী, তাহারা সমরপ্রতির উচ্চেদে কৃত্যকল হইবেন না। প্রকাশ বক্তভা, প্রকাশ প্রিকায় আন্দোলন, গুঢ় আলোচনাপ্রভৃতি উপায়ে সকল জাতিকে প্রাতৃত্বে সন্মিলিত করিবার নিমিষ্ট বৃদ্ধ করা প্রয়োজন। সময় আসিতেছে, যে সময়ে এক কাতির ক্ষ্ম কাভিয় প্রতি মুণা বিষেষ তিরোহিত হটবে, সম্নায় ফাতি ভাতুত্বে একত্র মিলিত হটবে। স্কল জাভির্ই শান্তিপজ্গ করে ধারণ করা সমূচিত। ক্ষ্মা শাস্তি ছারা কোন অসাধ্য বিষয় স্থসাধিত হইতে না পারে ? কেন না क्षित इहेशाह:--

> "ক্ষমা বশীক্কতির্লোকে ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে। শান্তিথভূগঃ করে যন্ত্র কিং করিয়তি চর্চ্চনঃ॥"

"ক্ষমা দ্বারা সকল লোক বশীভূত হৃত, ক্ষমাতে কি না সাধিত হৃষ্ণ শান্তিরূপ গড়গ যে ব্যক্তি ধারণ করে, তুর্ক্তন ব্যক্তি ভাহার কি করিবে গু" প্রীটের ক্ষম্প্রবর্তিগণ এই ক্ষমা ও শান্তির গড়গ করে ধারণ করুন: বুদ্ধে বে ক্ষমণাভ হৃষ, ভনপেকা মহন্তম জয় ওাহারা লাভ করিবেন। বুদ্ধের উপরে শান্তির জয়, মিল্যার উপরে সভারের তার, ক্ষম্পারের উপরে আলোকের জয়, শক্রতা, বিরোধ ও বিদ্বেবের উপরে সৌদ্রাক্রের ক্ষর্ভাহারা ক্ষরলোকন করিবেন। ইংলগু, ক্রাক্স, কার্মাণি, ইটালি, এবং ক্ষার সমুদার ইউরোপীর ক্রান্তি, উদারচেতা রাজনীতিজ্ঞাপ, দেশহিতিদিগণ, শিক্ষাক্ষার্থে ব্যাপ্তব্যক্তিগণ, রবিবাদ্রীয় বিভালবের শিক্ষক্যণ, সকল শ্রেণীর সংখ্যারক্সণ—সকলকে তিনি হিন্দুলাতির প্রতিনিধি হইয়া ক্ষমন্য করিভেন্নে দে, ঠাহারা

সকলে মিলিত হইয়া সংগ্রামদানবকে বিনাশ করুন এবং "পৃথিবীতে শাস্তি ও সমুদায় মানবগণের উপরে শুভাকাজ্ঞা বিস্তার করুন।"

১৮ই মে, বুধবার, টেম্পলে কেশবচন্দ্র গমন করেন। সেপানে টেম্পল-মাষ্টার রেবারেও ডাক্তার বহান সহ সাক্ষাং হয় এবং ওাঁহার সহিত জলখোগ করেন। তীন এবং লেডী অগষ্টা ষ্টান্লি গৃহে ছিলেন না, স্তরাং ওাঁহাদিগের সাহত সাক্ষাং হয় নাই। তীনারি হইতে আথেনিয়মে গিয়া সার জন বাওরিং এবং অক্যান্ত সভাগণের সহিত আলাপ ও অধ্যয়নে কিছু সময় কর্তুন করেন। সায়ংকালে রেবারেও মেন্তর মিলম্যানের সহিত সাক্ষাং করিয়া, ওাঁহার সঙ্গে পদপ্রজে লর্ড লরেক্ষের গৃহে ভোজন করিতে যান। আহারান্তে মেন্তর টেলার, ক্লিকাভার বিশপের ভগিনী মিস্ মিলম্যান এবং প্রাচীন মার্শমান সাহেবের সহিত সাক্ষাং হয়।

মভূপাননিবার্ণী সভা

্নশে মে, বৃহম্পতিবার, দেও জেম্স্ হলে 'ইউনাইটেভ কিংডম আলায়েলের' বাষিক অধিবেশনে গমন করেন। এই সভাসম্বন্ধ তিনি লিথিয়াছেন, "অগু সায়্বালে দেওট জেম্স্ হলে যে প্রকার উংসাহপূর্ব সভা দেথিলাম, লগুনে উপস্থিত হওয়া অবধি এমন সভা আর দেথি নাই। ইটি 'ইউনাইটেড কিংডম আলায়েলের' সভা,—এ কেবল উংসাহপ্রকাশার্থ সভা। করতালি, দীর্ঘকালবাাপী প্রশংসাধনি, রুমাল ও টুপী ঘুরাণ, এ সকলই সভার গভীর ভাবাবেগ-প্রকাশের অন্থভাব। সভাত্তদ্ধ দেওায়মান হইয়া আমাকে স্বাগত সম্ভাবণ করিবার জগু কর্ণবিধিরকর করতালি দিতে লাগিলেন এবং আমি যাহা বলিতে লাগিলাম, তাহার প্রভ্যেক কথা গভীর মনোভিনিবেশ সহকারে সকলে ভানিভেছিলেন। আমি যথন এ বিষয়ে বিলিয়ে গবর্ণমেন্টের পাপের কথা বলিতে লাগিলাম, সকলে 'কি লজ্জা', কি লজ্জা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মন্তপাননিবারণবিষয়ে এরূপ ব্যাপক প্রবল মনোভিনিবেশ্বা করিয়া ভাঠিলেন। মন্তপাননিবারণবিষয়ে এরূপ ব্যাপক প্রবল

সেণ্ট জেম্স্ হলটি শ্রোত্বর্গে পূর্ণ। লও ক্লড ছামিন্টন এম্ পি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রোত্বর্গমধ্যে ডাক্তার লুষ এম্ পি, মেন্তর এইচ বিরসে এম্ পি, সার উইলক্ষেড লসন, ডাক্তার ম্যাকেঞা, ইন্বার্ণেসের প্রোবোষ্ট, মেন্তর কার্টার এম্ পি, মেন্তর এদ্ পোপ কিউ দি, মেন্তর ভলওয়ে এম্ পি, মেন্তর বি ছইটওয়ার্থ জে পি, মেন্তর জে এইচ রোপার, কাপ্তেন পিম এম্ পি, মেন্তর টে ছইটওয়ার্থ এম্ পি ছিলেন।
নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণ ভাক্তার মাকেঞ্জি জে পি উপস্থিত করেন, আন্ডারম্যান
কার্টার অন্থ্যোদন করেন, এবং কেশবচন্দ্র প্রতিপোষণ করেন:—

"ইউনাইটেড কিংডমেই হউক, আর ব্রিটিষ ভারতবর্ধেই হউক, যেথানেই সমাজের নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের বিক্রমে মগুবিক্রম ছার। আয়র্বাদ্ধি করিবার জন্ম রাজকীয় প্রণালী প্রবৃত্তিত হয়, সেই রাজকীয় প্রণালীর প্রতি এই সভা বিষম বিমত প্রকাশ করিতেছেন, এবং এই সভা অতি ব্যক্তভাবে আশা করেন যে, যে (করবর্দ্ধন) প্রণালী হইতে অতি তৃঃধকর ফল উৎপন্ন হইতেছে, এবং যে প্রণালী আগাগোড়া লোযান্সিত, সেই প্রণালীর বিক্রমে সকল দলের রাজনীতিজ্ঞগণ প্রীষ্টাহ্যায়িগণসম্চিত স্থাক্তেত ভাবের পরিচম্দান করিবেন।"

কেশবচন্দ্র এই নির্দ্ধারণের পোষকতায় যাহা বলেন, তাহার দার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:—অত্যকার আলোচা বিষয়ে ভারতবর্ষও সম্থক; স্তরাং তাঁহার এ দম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বিশেষতা তিনি যে হিন্দুজাতির লোক, দে জাতির আরুপক্ষদমর্থনার্থ এ দম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে। কে না জানে থে, হিন্দুজাতি সহজ শান্তপ্রকৃতির জন্ম সর্ব্ধান্ত প্রবং সে জাতি কথন স্থতীক্ষ মাদক দেবন করে না। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ড এবং অন্যন্ম ইউরোপীয় দেশে দে ভারতবর্ষীয়গণের লায় শত শত কেন, সহস্র মহেল প্রতি বিত্তম্ব লোক আছেন, ইহা দেখিয়া তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। বিবিধ প্রকারের কল্যাণকর বিষয় দ্বারা ভারতের কল্যাণবর্দ্ধন করাতে বিটিম জাতির প্রতি তিনি একান্ত ক্রতক্ষ এবং মহারাক্ষী কুইন্ ভিক্টোরিয়ার তিনি রাজভক্ত প্রজা; কিছু তাহাকে ইহার দক্ষে দক্ষে হথের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ব্রিটিম রাজশাসনপ্রণালীর মধ্যে অনেকণ্ডলি কলক আছে এবং এ কলক অতি ভীমণ ও গভীর। যথন তিনি এই সভার সহিত মিলিত হইয়া মন্তবিক্রয়নিষেধক আইনের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তথন তিনি উপস্থিত সকল ব্যক্তি অণেক্ষা এ সম্বন্ধে ক্রীর ক্লেশান্থত

করিয়াই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত। কেন না অনেকেই এই যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন 'যে, এদেশের লোকদের মত্যপান করা অভ্যাসগত, স্থতরাং এ দেশে মজের প্রয়োজন আছে, তবে যদি লোকে নিজ দোষে অমিতপায়ী হয়, তাহা হইলে কি করা যাইতে পারে: কিন্ধ ভারতবর্ষসম্বন্ধে এ কথা কখন বলা যাইতে পারে না। দে দেশের লোক তো মদ চায় না, তবে মগুবাবসায়ে উৎসাহ দান করিবার পক্ষে ত্রিটিষ গ্রণমেন্টের কি হেত্বাদ আছে? তিনি বন্দদেশের বহু পল্লিতে ভ্রমণ করিয়া লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন. তাহারা কথন "ব্রাণ্ডি বোতল" পূর্বে দেখিয়াছে কি না? তাহারা প্রায় সর্বাদাই ইহার এই উত্তর দিয়াছে, কথন দেখে নাই। ইদৃশ লোকদিগের সমূথে প্রলোভন উপস্থিত করিয়া তাহাদিগের চরিত্র দৃষিত করা কি ভয়ানক তুষাৰ্য্য! এতদৰ্শনে কি ভারতবাসিগণের হুদয় একান্ত ক্লব্ধ হয় না? শোক-ভারাকান্ত হয় না ? পল্লীবাসী হিন্দুগণের গতে গিয়া দেখুন, কি সহজ ভাব, কি ওদ্ধপৰ ভাব! পৃথিবীর কোন স্থানে এরূপ গুদ্ধপন্থ ভাব কেহ দেখিতে পাইবেন না ৷ যে সভাতা নামে, পেই সভতার অত্যাচারে দে শুদ্ধসন্ত ভাব আর তিষ্টিতে পারিতেছে না। ব্রিটিয জাতি বিভাশিক্ষাদি ধারা ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন, ইহা তিনি স্বীকার করেন : কিস্ক তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেকাপিয়ার ও মিণ্টন শিক্ষা দিয়া ইংলও কি তাহার দক্ষে দক্ষে যুবকদিগকে আণ্ডি ও বিয়ার পান করিতে শেখান নাই দ এই পাপে শত শত শিক্ষিত যুবক প্রাণ হারাইতেছেন। এখন আর হিন্দু-সমাজের পূর্বে বিশুদ্ধ ভাব নাই, বর্ত্তমান সময়ে ক্রমান্থয়ে তাহার ভিতরে পাপ গিয়া প্রবেশ করিতেছে। ত্রিশ চল্লিশ বংসর পূর্বের ভারতবর্ষ যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। তাঁহার মনে হয়, যেন সহস্র অসহায় বিধবা ও পিতৃহীন मञ्चानम् त्रामन चार्तमन कतिया चाकाम कांठीहरऊ ह, এবং এই ভাষার কালকৃট দেশে প্রচলিত করাতে ব্রিটিষ গ্রন্মেন্টকে অভিশাপ দান করিতেছে। তিনি এখনি অঙ্গুলিতে গণনা করিয়া বলিয়া দিতে পারেন, কত শিক্ষিত যুবক এই বিষ পান করিয়া অকালে প্রাণ হারাইয়াছেন। যে যুবক এক পার্ছে ইংরাজী গ্রন্থরাশি, অপর পার্ছে ব্রান্তি বোতল স্থাপন করিয়াছিল, আজ দে মৃত্যুম্থে নিপতিত, তাহার গৃহ লোকপূর্ণ, তাহার পত্নী

ও সম্ভতিগণ সম্পূর্ণ উপায়হীন। কে এখন তাহাদিগকে শোক চঃধ অভাব हहेरछ विमुक्त कांत्रेरव ? अक्क बिंग्रिकां कि में भरत तिकर्त मांशी भरहन ? তিনি জিল্পাসা করিতেছেন, ভারতবর্ষে মছের বাণিজ্য কি কেবল লাভের জ্ঞ নয় ? যে সকল রাজকর্মচারী মত্তের আয় বাডাইতে পারেন, গ্রণমেণ্ট তাহা-দিগের নামে প্রশংসা লিপিবছ করেন, এবং তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে দেন उांशासित भारति भारति स्वायतिक छेभारति निर्कत करते। स्वारकत मर्कनाम क्रांत्रशा यनि आध्यक्ति क्यां इश्व. उत्तर म आध्यक्ति ना इश्वशह जान । नवर्गसम्हे যদি মত করেন, তবে অন্য উপায়ে আয়বৃদ্ধি করিতে পারেন। লোকে যদি অমিতপায়ী হয়, আমরা কি করিব, এ যুক্তি তাঁহার! অবলম্বন করিতে পারেন না, বাহারা প্রতিদিন এই প্রার্থনা করেন, "আমাদিগকে প্রলোভনে ফেলিও ना।" वाहाता निका अक्रम প्रार्थना करतन, काहापिरगत कि केठिक नम रम, ठाँहाता कर्सनिविश्वक अलाख्य ना एएलन, बद्रः अलाखन इहेट्ड मर्सना ভাহাদিগকে तका करतन? तकह धन अक्रम मरन ना करतन ए, जिनि चन्तिमिछ्नाशो कथन इहेरवन ना। धक वांछन हहेरछ चांत्र धक वांछन, ইহার মধাপথ অতি পিচ্চিল। আপনাদের এবং অপরের কল্যাপের জক্ত সকলে মহাপান একেবারে পরিত্যাগ করুন। প্রতিবাক্তি নিজের স্বস্থ এবং পরের জন্ম দায়ী। যদি ডিনি সাক্ষাং বা অসাক্ষাংসম্বন্ধে অপরের প্রলোভনে পতনের কারণ হন, তিনি নিরপরাধী পণ্য হইবেন না। কেই মছপান না कतिया यमि এक वाक्तिक्व भाभ धालांडन इटेंडि तका कतिरेड भारतन, ভাহা इहेटन मिछि कि शोदरिय कार्या इहेन ना? छाश्यत अन नरह, किस **শত্যের জন্ত, নৈতিক মহত্ত্বের জন্ত মাহুষ ত্যাগ বীকার করিবে, এ নিমিস্ত** ভাহার এ পৃথিবীতে বাস। কত লোক ঈশবের ক্ষ্ম, সভোর ক্ষ্ম, মানবকাভির कल्यात्वत अन्त श्रीन भर्वास निवारक्त : अभरतत जीवन-त्रकार्थ, मेचरतत तामा-প্রতিষ্ঠার্থ অতি মুণিত মন্ত্রণান ত্যাগ করা কি মার একটা বড় ত্যাগদীকার? এইটুকু ভ্যাগন্ধীকার করিয়া যদি সহত্র সহত্র লোকের প্রাণরক্ষা করা ঘাইডে পারে, তাহা হইলে তিনি ভানেন না, এই সামান্ত ভোগত্যাগের প্রতিকৃলে কোন যুক্তি গাড়াইতে পারে ? তিনি তাঁহার বলা এই বলিয়া শেষ করিলেন, সমগ্র হুদ্ধে মিলিত হইয়া সকলে পার্লিয়ামেন্টে এ বিষয় উপস্থিত কলন: একবার না

হয়, শত বার সভার নিকটে এ বিষয়টি উপস্থিত করা হউক। যথন আমাদের পক্ষে সভা আছে, তথন যত্নশৈথিলা হইবে কেন? ইংলণ্ড যদি এ অকল্যাণ অপদারিত না করেন, তাহা হইলে তিনি চতুর্দিয়ভী জাতিসকলের নিকটে আপনার উন্নতপদ হারাইবেন।

২০শে মে, শুক্রবার, ১০টার সমন্ব কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রার্থনাসমাজে গমন করেন। ইহাদিগের আচার্য্য নাই, কোন বাহাম্প্রান নাই, উপাসনারও কোন নিন্দিষ্ট প্রণালী নাই। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রার্থনা করেন, উপদেশ দেন। ইহার গান্ধীয়া ও শাস্তভাব অতি অভ্তুত। অনেক-শুলি বৃদ্ধা মহিলা এই উপাসনাতে যোগ দিয়া থাকেন। মেন্তর ফিটজ ক্রেম্ ষ্টিফনের ল্রাতা মেন্তর ক্রেম্পের সঙ্গে জল্যোগ করেন। জল্যোগস্থলে মেন্তর মিলম্যান, মেন্তর লেকি এবং মিদ্ থ্যাকারিকে দেখিতে পান। মিন্তেস্ জ্যোয়েফের গৃহে ভোজন হয়। এখানে অনেকগুলি নিমন্তিত ব্যক্তি আশিয়াছিলেন। এক স্কইভ বীণা বাজান, ব্রুটি দেখিতে অতি চমৎকার।

২১শে মে, শনিবার, কয়েক জন বন্ধু সহ রেল দিয়া হাম্পটন কোটে গমন করেন। এই গৃহটি কার্ডিনাল উল্পি কর্ত্তক স্থাপিত; অনেক দিন হইল, উহা রাজন্তবর্গের বাসগৃহ হইয়াছে। এই গৃহে চমংকার চমংকার আলেখা আছে। এখানে টেমস্ নদী একটি সামান্ত খালের মত নদী। পার হইয়া গিয়া গৃহসন্নিহিত উত্থানে বাষুদেবনার্থ একটী ছায়াযুক রক্ষের নিমে, বাশালীর মত মাটীর উপরে কেশবচন্দ্র আড় হইয়া পড়িয়া, বাড়ী হইতে অন্ত যে পত্তাদি আসিয়াছে, তাহা পাঠ করেন। গৃহপ্রাচীরে 'চিত্রিত বসন' কেশবচন্দ্র জীবনে এই প্রথম দেখেন।

নবন উপদেশ—''ঈখরেতে আনন্দ" *

২২শে মে, রবিবার প্রাতঃকালে, গ্রিক্টন ইউনিটেরিয়ান্ চ্যাপেলে কেশবচন্দ্র উপদ্ধেশ দেন। উপদেশের বিষয়, "ঈশরেতে মানন্দ"; অবলম্ব্য প্রবচন—"সর্বদা ঈশরেতে আনন্দিত হও। আমি আবার বলিতেছি, ঈশরেতে আনন্দিত

১০ই এপ্রেল প্রথম, ১৭ই এপ্রেল বিতার. ২০শে এপ্রেল ভৃতীর, ১লা যে চতুর্ব ও
প্রথম, ৮ই মে বঠ, ১০ই মে সপ্তম ও কাইম উপ্দেশ হয়। শেবোক্ত চারিটি উপ্দেশ তৎকালে
লিপিবছা হয় নাই।

इछ।" উপদেশের সার এইরণে সংগৃহীত হইতে পারে:-- ऋशक्तिश्रका साञ्चरत्र প্রকৃতি। ত্রংখ ক্লেশ দূরে পরিহার করিয়া, স্থুখ শান্তি অর্জন করিবার खन्न. मक्न व्यवसात लाटकरे नियुक्त यद करत। व्यथायनामि साहा लाटक অমুষ্ঠান করে, সকলই অথের জন্ত। ধর্ম সংসারস্থপের ব্যাঘাত জন্মায়, এজন্ত ধর্মার্জন সকলের পক্ষে কঠিন বলিয়া মনে হয়। এই সংসারস্থাবের প্রলোভনে পড়িয়া, আমরা আমাদিগকে সংসারের হাতে ছাড়িয়া দি; ধর্মের অফুদরণ করি না, কেন না ধর্মের অফুসরণ করিতে গেলেই বিবিধ ভ্যাগস্বীকারের প্রয়োজন। যাহারা সাংসারিক স্থাধের জন্ত পাপাচরণ করে, তাহারাই ধে এরপ করিয়া থাকে, তাহা নহে: ধাহারা ধর্মাফুটান করেন, নিত্য উপাসনাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ক্লেশকর কর্ত্বয়গুলিকে অবহেলা করেন। কভক-গুলি লোক আছেন, বাহার। অধায়ন ভালবাদেন। তাহার। ধর্মের সেই অংশের অকুসরণ করেন, ঘাহাতে তাঁহাদিগের জ্ঞান চরিতার্থ হয়। কডকঞ্চিল লোক আছেন, থাঁহাদের চিত্ত পরোপকারপ্রবণ, তাঁহার। সর্বাদা পরোপকার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এই সকল লোক রুচির অনুসরণ করিয়া ভাল কাল করেন, কিন্তু ইহার। সে সকল কর্ত্তব্যের অফুষ্ঠান করেন না, যাহাতে তাঁহারের আত্মগংঘম ও প্রকৃত উল্লভি হইতে পারে। এইরপে আমরা কতকদ্র অগ্রদর হইয়া এই কারণে নিব্রু হই যে, আর একট অগ্রসর হইলেই আমাদিগকে স্থণত্যাগ করিতে হইবে; इयरका हेन्द्रवर खना भरकार बना श्रांग भर्वाच मिर्क हरेरा। भरमात्री ও ধান্মিক, এ উভয়েরই যথন স্থথের সম্বন্ধে সমান অধ্যা, তথ্ন বাঁচারা धर्म । बीजिविषय উপদেশ দেন, छाँहामित कर्खवा या, व्याचा यथन धर्मात উচ্চাবস্থায় উত্থান করে, তথন সত্য ও স্বথ, পবিত্রতা ও শাস্তি একত্র বাস করে। এ কথা সভা, ধর্মের জন্ম, কর্মেশ্যর জন্ম কথন কথন কঠোর ক্লেশ বছন করিতে চয়: কিন্তু এ কথা সত্যা নয় যে, ধর্মে আনন্দ নাই দেখিয়া অনেকে পরিশেষে ধর্মা, সভা ও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ধর্মে স্থপ না থাকিলে. মাজুষ কথন চিবদিন ধর্ম লইয়া থাকিতে পারিত না। এ জীবনে কর্তব্য মাফুষকে এক দিকে টানে, অভিলাষ আর এক দিকে টানে। কথন কথন সৌজাগাল্লাম কর্মবা প্রবল হয়, সভাের ক্রম হয়, অভিনাব সভাের শক্তিকে

পরাভূত করিতে পারে না। কোন সময়ে দৈহিক প্রবৃত্তি জয়লাভ করে। এইরপে আমাদের ক্রমিক উত্থান ও পতন হইয়া থাকে। কে তবে আমাদিগের মধ্যে নিরাপদ? যাঁহারা নিয়মিত সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনা করেন, ধর্মা-ফুষ্ঠান করেন, কিছু কিছু কর্ত্তব্যক্ষ স্ম্পাদন করেন, তাঁহারা? না, তাঁহারা নহেন। যাঁহারা দকল প্রকারের কর্ত্তব্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিষ্পাদন করেন না, কিন্তু স্থপকর বলিয়া দঢ় নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করেন, তাঁহারাই নিরাপদ। যত দিন না কর্ত্তব্য ও অভিলাষ এক হয়, ঈশ্বর ও সংসার পরস্পরের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়, তত দিন আমাদের নিরাপদের অবস্থা নহে। অনেক ধান্মিক ব্যক্তির পতন হইতেছে। যদি পতন বারণ করিতে হয়, তবে ঈশবেতে আনন্দিত হইবার জন্ম যতু করা প্রয়োজন। কথন কথন আমরা কোন কর্ত্তব্যে বা কোন ধর্মগ্রন্থে, কোন বন্ধগণের সংসর্গে বা কোন উপদেষ্টাতে আনন্দ লাভ করি; কিন্তু ইহাতে কিছু হইতেছে না। প্রশ্ন এই আমরা ঈশ্বরেতে আমন্দ লাভ করি কি নাণ ঈশ্বরকে সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধ না করিলে কিছই হইল না। যদি কোন প্রকার প্রবৃত্তির অধীন হইতে হয়, তাহা হইলে অনম্ভনীবনসম্পত্তি অর্জনে প্রবৃত্তি হউক। স্বর্গে ও পৃথিবীতে ঈশ্বরই আমাদের প্রিয়তম দম্পৎ হউন। এরূপ করিলে পরমাত্ম-প্রভাবে আমরা পবিত্র হইব, আনন্দিত হইব; তিনি আমাদিলের নিকটে কেবল প্রভু হইয়া আগমন করিবেন না, বন্ধু হইয়া আগমন করিবেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে কথা কহিব, তাঁহার সেবা করিব, তাঁহার বাধা হইব। কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া নহে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে হৃথ পাওয়া যায়, এই জন্ম। আমাদের চারি দিকে তাঁহার প্রেমপূর্ণ আবির্ভাব উপলব্ধি করিব। তাঁহার এই বিজমানতা অমুভবে আমাদের আহলাদ হইবে। আমরা কেবল তাঁহার আজ্ঞাপালন করিয়া আনন্দিত নহি; কিঁম্ব প্রার্থনা ধ্যান চিম্তনাদিতে জাহার সঙ্গ 📠 হুড ব করিয়া আনন্দিত। এরপ আনন্দলাভ পৃথিবীতে স্বর্গভোগ। এ আনন্দ না হইলে আমরা কখনই নিরাপদ নই। আপনাকে ধার্মিক মনে कतिया (कर त्यन चरकु ना रन। "धिनि मर्दन कत्त्रन, जामि म्छायमान जाहि, তিনি যেন সাবধান হন, কি জানি বা পতিত হন।" আমাদিগকে দেখিতে इट्रेंट्र, आमत्रा त्करण मश्चारक मश्चारक मकलात मान मिनिक इट्रेश क्रेयरतत গৌরব প্রকাশ করিতেছি না, কিন্তু তাঁহার পবিত্র নামের প্রশংসায় আমাদের হৃদয় হৃপে ও আনন্দে উচ্ছুসিত। আমাদের ইহাই লক্ষ্য হওয়া সৃষ্টিত। সময়বিশেষে স্থানবিশেষে নহে, কিন্তু সর্বাদা ঈশরেতে আনন্দিত হও। ঈশরে আনন্দ হইতে ইহলোক পরলোকের জন্ম প্রচুর শাস্তি ও পবিত্রতা উৎপন্ন হউক; কর্ত্তবা ও অভিলাধ, পবিত্রতা ও শাস্তি এক হউক; আহার পান ভোজন সকলেতে ঈশরের বিভ্যানতা অরণে ম্বামোদ হউক। ধর্মে কিঞ্ছিৎ উন্নতি লাভ করিয়া যেন কেহ সম্ভট না হন, ক্রমান্তা অগ্রসর হইতে থাকুন, যেন এ পৃথিবীতে যত দ্র উচ্চতম পবিত্রতম আনন্দ লাভ হইতে পারে, ভাহা তিনি লাভ করিতে পারেন।

মেটোপলিটান টেবারনেকলে 'ভারতের প্রতি ইংলঙের কর্তবা' বিষয়ে বস্তুতা ২৪শে মে, মঙ্গলবার, নিউইংটনস্থ মেস্তর স্পর্জ্ঞানের মেট্রোপলিটান টেবার-নেকলে 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য' বিষয়ে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা হয়। লর্ড লরেক্স সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গে গৃহ পূর্ণ হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মেন্তর পোলার্ড অক্ইট এম্ পি, মেন্তর জে হাওয়ার্ড এম্ পি, মেন্তর এইচ ডবলিউ ফীল্যাণ্ড, ভৃতপূর্ব্ব এম্ পি, ডাক্তার অপ্তারহিল এবং দৈয়দ আহমদের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। সভাপতি কাধ্যারন্তে যাহা বলেন, তাহার সার মর্ম এই:—কেশবচন্দ্র তাঁহার বছদিনের পরিচিত; তাঁহার চরিত্রবত্তা, দক্ষতা, বাগ্মিতা, দেশস্টিতৈষিতা, দেশসংস্থারে যতু, ক্লেদেশ্র সামাজিক ও রাজ্যসম্পর্কীয় অবস্থার উন্নতিসাধনে অভিলাবের প্রিচয় দান করিয়া তিনি বলিলেন, ইংল্ও এবং ইংরেঞ্গণের ভারতের প্রতি কি কর্ত্তবা, সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বশতঃ কেশবচন্দ্র যেরূপ উহা বলিতে পারেন. এরপ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আর তিনি জানেন না। কেশবচন্দ্র স্বদেশের বিগত ইতিহাস স্থানেন, স্বতরাং পূর্বতেন বিজেত্গণের সময়ের সহিত ব্রিটিষ শাসনের তুলনা করিয়া, উহা যে ভারতের কত দ্র মঙ্গল সাধন করিয়াছে, তাহা বিশিষ্ট-রূপে তিনি অবগত। শিক্ষা ও সভ্যতা অর্পণ করিয়া ব্রিটবর্গণ কল্যাণ সাধন ক্রিয়াছেন, উহা যেমন তিনি জানেন. তেমনি উহার কোন্কোন্বিযয়ে নানতা আছে, তাহাও আনেন। স্তরাং ভারতের মুখলকল্পে বিটিবগণের কি কৰা উচিত, ভাহা কেশবচন্ত্ৰই ভাল বলিতে পারেন। এ কথা সকলের শ্বরণে রাখা উচিত যে, এ দেশ একজাতির অধিবাসস্থল হইয়াও সংস্থারের কার্য্য এখানে সাধিত করিতে গিয়া কত বাধা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়; এরূপ স্থলে ভিন্ন জাতিমধ্যে ভিন্ন জাতীয়গণের শাসনকার্য্য সম্পাদন করা কত দূর কঠিন ব্যাপার। তিনি বিশাস করেন যে, ভারতবর্ষ যে সকল শাসনাধীন হইয়াছে, তাহাদের সকলের অপেক্ষা বর্ত্তমান শাসন উৎকৃষ্ট। তিনি এই সকল কথা বলিয়া, কেশবচন্দ্রকৈ সভার নিকটে পরিচিত করিয়া দিলেন।

কেশবচন্দ্র ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য-বিষয়ে স্থদীর্ঘ বক্ততা করেন। সম্দায় বক্তৃতার দারাকর্ষণ সংক্ষেপে এইরূপে করা যাইতে পারে:—ভারত দীর্ঘ নিজার পর জাগ্রং হইয়াছেন ৷ পাশ্চাত্য শিক্ষা জলপ্লাবনের ফ্রায় উপস্থিত হইয়া *প্রবলবেগে ইহার কৃসংস্কার ও পৌত্তলিকতা দূরে অপনারিত করিতেছে। এ দুশু অতি আহ্লাদকর, ইহার জন্ম ব্রিটিষজাতি সম্মান্যোগ্য। ভারতে যত শাসন হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ব্রিটিষ শাসন যে উৎক্রষ্ট, ইহা তিনি স্বীকার করেন: কিন্তু এই শাসনমধ্যে সংশোধনোপ্যোগী কতকগুলি দোষ আছে. যাহার সংশোধন করা প্রয়োজন। ব্রিটিষজাতির যথন কেবল বিবেক নয়, স্বনয়ও আছে, তথন তিনি সাহদের সহিত দেই সকল উল্লেখ করিতেছেন। তিনি যাহা বলিবেন, কোন পক্ষের পক্ষপাতী হইয়া বলিবেন না, জমীদার ও ক্ষক. শিক্ষিত ও বাণিজাব্যবসায়ী সকলের পক্ষ হইয়া তিনি বলিবেন। ব্রিটিব জ্বাতি যদি ভারতের মঙ্গল করিতে চান, তাহা হইলে সকল শ্রেণীর লোকের উপরে তাঁহার সমান দৃষ্টি রাখা একাস্ত প্রয়োজন। ইংরেজগণের মনে রাথা উচিত যে. ভারত তাঁহাদের হত্তে ঈশর কাাসম্বরূপ রাথিয়াছেন, উহার ধনাদির যথেক্ছ ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। যিনি তাঁহাদের হত্তে ভারতকে আদ্বরূপ রাথিয়াছেন, তাঁহার নিকটে তাঁহাদিগকে হিদাব উহার শাসনপ্রণালীমধ্যে যদি পাপ অপরাধ প্রবেশ করিয়া थारक, जाहा इहेरल भीख छेहात छेटळूब कता छाहा पिरानत कर्खवा। छाहाता ভারতকে স্বার্থসাধনের জন্ত নিয়োগ করিতে পারেন না: ভারতকে অধিকারে ताथियात यमि छाहारमत अधिमाय थारक, खाहा हहेरम छात्रराज्य कन्तान ও মঙ্গলের জন্ম উহাকে অধিকারে রাখিতে পারেন। ভারতের প্রতি ইংল্ডের প্রথম কর্ত্তব্য শিক্ষাকার্য্যের আরও উৎকর্ষ দাধন করা, আরও বিস্তুত করা!

ভারতবাদিগণকে রাজভক্ত করিতে অভিলাষ করিলে তাহাদিগকে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। প্রকাণ্ড হুর্গাপেকা ব্রিটিষ জাতির ক্ষমতা ও দমৃদ্ধি রক্ষার পক্ষে স্থল কলেজ প্রকৃষ্ট উপায়। ১৮৫৪ পুষ্টান্দে প্রকৃত ভাবে শিক্ষা আরম্ভ হয়, সে বর্ষে কেবল চল্লিশ হাজার ছাত্র ছিল। ১৮৬৬ খুটাকে পঞ্চাশ হাজার স্থল, চয় লক্ষ তেইশ হাজার চাত্রসংখ্যা হয়। উপাধিগ্রহণসংখ্যাও ক্রমান্ত্রে বন্ধি পাইতেছে। শিক্ষার দক্ষে দক্ষে মুদ্রায়ন্ত্রেরও বিশেষ উৎকর্ষ উপস্থিত। শিক্ষাকার্য্যের ঈদুশ উৎকর্ষসন্ত্রেও দশ লক্ষের হুই তৃতীয়াংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং বঙ্গদেশেই প্রতি তিন শত মাটাইশ জনের মধ্যে এক জন শিক্ষা লাভ করে। যাঁহাদের উপায় আছে. বর্ত্তমান শিক্ষাবিধানে তাঁহারাই শিক্ষার ফললাভ করিতে পারেন; যাহারা দীন দরিজ্ঞ তাহাদের কোন শিক্ষার উপায় নাই। উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষা দিলে তাঁহার্দিগের প্রভাবে দীন তঃখিগণ উন্নত হইবেন, এ মত কতক দুর সত্য হইতে পারে; কিন্তু কোটি কোটে লোকের উপরে দেই প্রভাব বিস্তৃত হওয়া কি কথন সম্ভব? ইংল্ণ্ডেই যথন এ প্রভাব সর্বত্ত কার্যাকর হয় না. তপন ভারতের পক্ষে উহাতো আরও দূরতর। গ্রণ্মেন্ট, এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তদিবেচনায় প্ররুত্ত হইয়াছেন। এখন উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিয়া, নিয়ত্ত্রণীর শিক্ষার্থ দেই অর্থ নিয়োগ করা হইবে. তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই। ভূমামিগণের সহিত গ্বর্ণমেন্টের যে স্বায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, গ্রন্মেণ্ট দে বন্দোবস্ত কথন এক করিতে পারেন না। ভৃষামিগণের উপরে শিক্ষাকর স্থাপন করিতে উগ্যত হইলে, অনেকে সেই বন্দোবস্তের উল্লেখ করিয়া উহার অত্যাঘ্যত। প্রমাণিত করেন। তিনিও মনে করেন, কোন আকারে অধিক কর ভূত্বামিগণের নিকটে গ্রহণ করিলে, গ্রণ্মেন্ট বিশ্বস্ততাভদের দোষে দোষী হন। যদি অন্ত কোন প্রকারে উপায় করা ना साइटें पारत, जाहा इडेरल উक्तिंगकात विज्ञानमधिल वस क्रिया सम्बद्धा কি সম্চিত? কথনই নহে। ইহাতে সহত্ৰ সহত্ৰ মধ্যবিত্ত লোকদিপকে শিক্ষালাভ হইতে वक्षिত করা হইবে। স্থানে স্থানে ছোট ছোট বিশ্বালয় হইভেছে সভ্য, কিন্তু বৰ্ত্তমানে উচ্চ শিক্ষালাভের নিমিত্ত গ্ৰণমেন্ট বিভালয विना आंत्र विशालग्र नाहे। युख्ताः श्वर्गसम्बद्ध आत्र आत्र आत्र अस्तक मिन উচ্চশিক্ষার জন্ত বিভালরণমূহ রক্ষা করিতে হইবে। এখন ইপ্রিয়ান কাউন্সিলে निम्रत्यभीत लाकपिशतक कि श्रकारत भिका प्रान्तात উপায় हरेएड भारत. এ বিষয়ে বিচার্য্য রহিয়াছে। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার আয় যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও ঘোর অনিষ্ট হয়: আর যদি সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার উপায় किছू ना कता हय, जाहा इहेटन जाहातां उ वह भेज वर्ष अखानां पाकित्व, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না। ভিতর হইতে কুদংস্থার ও পৌত্তলিকতা অপনীত না হইলে, অল্পাংথাক শিক্ষিত লোক কি করিতে পারিবেন ? অতএব তিনি আশা করেন, সাধারণ লোক-দিগকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থনংগ্রহ হইবে। লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে শিক্ষার উপযোগী পদে প্রতিষ্টিত कता लाखाजन। है योहाता ভात्रज्यर्स अधिक निन हिल्लन, छाहाताहै अ विषय প্রমাণ দিবেন যে, সে দেশীয়গণের মধ্যে এমন লোক আছেন কি না, বাঁহারা উচ্চ উচ্চ পদের কার্যা দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি একটা বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। সম্প্রতি ষ্টেটস্কলারশিপ উঠিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে আসিয়া বিশেষ শিকা পাইবার জন্ম এই বুক্তি প্রদত্ত হইত। তত্ততা গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে উচ্চপদ मिटि भारतन, तमकाल दम दमनीयमाराव देशला आमिवात दकान श्रामान नाहे, এই নিয়ম হওয়াতেই, এই বৃত্তি উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু পদ দেওয়া এক কথা, আর শিক্ষার পূর্ণতা যাহাতে হয়, তাহা করা অন্ত কথা। বর্ত্তমানে অনেকগুলি যুবক ইংলণ্ডের বিত্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন; ব্রিটিষপ্বর্ণমেণ্ট কেন कांशामिश्रास्क शिकालाएजत উপाয় कतिया मिरवन ना? जिनि जतमा करतन, এই বিষয়টি গভীরব্ধপে আলোচিত হইয়া আবার পূর্ব্ব বৃত্তিটি পুন:প্রতিষ্ঠিত হইবে। সাধারণ শিক্ষা যাহাতে বাডে তৎসম্বন্ধে উপায় করা গ্রণমেন্টের কর্ত্তব্য, কিছ এ সম্বন্ধে প্রণ্মেটের বিশেষ কর্ম্বরুও আছে। গ্রন্মেট ভারতের নারী-গণকে যक्ति শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে শিক্ষাকাধ্য অপূর্ণ থাকিবে। ভারতকে শিক্ষিতা মাতা না দিলে, ভাবী বংশকে কুসংস্কারাদির হত্ত হইতে মুক্ত করা হইবে না। সম্ভানগণ প্রথম বয়স হইতে ঈশ্বায়বাগী সভানিষ্ঠ হইতে পারিবে না, গৃহও জ্ঞান ও ফুখের আধার হইবেন।। বামী লী উভয়ে শিকিত না হইলে পরস্পর পরস্পরকে কি প্রকারে সহাছড়তি দিতে পারিবেন? স্ত্রী भुक्रम छेख्य खालित क्विन এक खालिक निका मितन हुःथ क्रिन वांपान हरेरत । यमि छे छ ग्ररक निका मान कता हम, जाहा हहेरन भातीवातिक मः स्नातकार्या উভর উভরকে বিশেষ সাহায় দান করিবেন। গ্রণ্মেণ্ট স্ত্রীশিক্ষাসম্বেদ কিছু করেন নাই, তাহা নহে। বর্ত্তমানে বালিকাগণের শিক্ষার্থ ভারতবর্ষে ছই হাঞার প্রকাশ বিভালয় আছে, এবং পঞ্চাশ হাজার স্তীলোক নিয়মিত বিভালাভ করিতেচেন। ভারতবর্ধের নারীগণের যথার্থ অবস্থা জানিবার জন্ম অনেকেই সমংস্কুক হইতে পারেন। কেই কেই তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু ভাবেন না, কেই কেহ তাঁহাদের অবস্থাকে অত্যস্ত তঃথকর বলিয়া মনে করেন। অনেকে মনে ক্রেন, সামাজিক ও পারীবারিক বিষয়ে সে দেশের নারীগণের কোন কর্ডবই নাই: ইহা ভল। তাঁহার: অন্ত:পুররূপ কারাতে আবদ্ধ, প্রমৃক্ত বাযুদেবনে অসমর্থ, এরূপ বিশাদ্ভ দত্য নয়। ইংলণ্ডের স্থামিগণ যেমন আনেক সময়ে এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, তাঁহারা কোণায় কর্ত্তম করিবেন, তাঁহাদের পত্নীগণই তাঁহাদিগের উপরে কর্ত্ত্ত্ব করেন; ভারতেও এই কথা দত্য। এরুপ কর্ত্তের ফল সকলেরই প্রতাক। কে না জানিতেছেন, অনেক লোক ইংলতে আনিতেন, জাতিভেদ ভব্দ করিতেন, বিবিধ প্রকারের সংস্থারের কার্য্য প্রবর্তিত করিতে পারিতেন; পারিতেছেন না কেবল তাঁহাদিগের পত্নীগণের অ্যথা-প্রভাবৰশত:। ভারতনারীগণের ক্ষমতা থাকুক, তাঁহাদের মধ্যে জীবনের লক্ষণ থাকুক, তবু বলিতে হইবে, তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয়। এক জন কুলীনের পঞ্চাশ জন পত্নী। কোন পত্নীর জন্ত শতি দায়িত অমুভব করেন না, অবচ তাঁহার মৃত্যুতে এক সময়ে পঞ্চাশ জনের বৈধব্য, আর দেই বৈধব্য জন্ত তৃঃসহ ব্রত্তর্ধ্যা, এ স্কল অবস্থা ভাবিলে কাহার না বিষম ক্লেশায়ন্তব হয়। নারীগণের মধ্যে অভেন্ন কৃদংস্কার, তাঁহাদের প্রতি পুরোহিতগণের অভ্যাচার, বংশর মহারাজগণের কল্বিত ব্যবহার, এ সকলই স্ত্রীজাতির ত্রবস্থা প্রদর্শন করে। ভারতের নারীগণের অঞ্জানতা দূর করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রকৃত সভাতা भर्मभ कत्रित्क इंहेरल, छोशामिशरक निका (मध्या প্রয়োজন। কেবল ভারতবর্ষে नरह, हेश्लर्श्व अस्तरक मस्त करबन, स्मानद स्मरवता 'किस्नामाहेन' ना अबिरम, ক্রেঞ্চ ভাষায় আলাপ না করিলে, পিয়োনা না বাজাইলে তাঁহাদের কিছু হইল না। ভারতের নারীগণের এই প্রকারে দেশীয় ভাব নট করার ভিনি প্রতিবাদ * b-9

করেন। তাঁহাদিগকে উন্নত করিতে হইলে বাহিরের কিছু দিয়া নহে, কিঙ্ সারতম শিক্ষা দিয়া উন্নত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের স্ত্রীপ্রকৃতি যাহাতে যথায়থ বন্ধিত হয়, সেইরূপ উপায় অবলম্বন শ্রেয়:। সে দেশীয় নারীগণের মধ্য হইতে যাহাতে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তত হন, তজ্জ্ঞ গবর্ণমেণ্টের যে দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহাতে তিনি আহ্লাদিত। তাঁহার নিবেদন এই যে, যে সকল মহিলা অভ এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা ভারতস্থ তাঁহাদিগের বয়ভা নারীগণকে পত্ত লিখিয়া অহুরোধ করেন যে, তাঁহারা অবসরসময়ে যেন দেশীয়া নারীগণের সঙ্গে গিয়া সাক্ষাং করেন। এক্রণ করিলে তাঁহারা দেশীয়া নারীগণের জ্ঞানাদির উন্নতি বিলক্ষণ সাধন করিতে পারিবেন। অভ্যাচার বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া, এ সম্বন্ধের জন্ম তিনি ছুইটি প্রস্থাব করিলেন, (১) যে সকল অফিসার মভের আয়র্দ্ধি করিবেন, গ্বর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগ্রেক প্রশংসা করিবেন না এবং থাঁহারা আয়বৃদ্ধি করিতে না পারেন, ওাঁহাদিগকে ধিকার দান করিবেন না। (২) বাঁহারা কেবল আয়বৃদ্ধির জন্ম যতুশীল, তাঁহা-দিগের হত্তে লাইনেন্দ দেওয়ার ভার না দিয়া, যাঁহারা দেশের নীতিবর্দ্ধনের জন্ম যত্নশীল, তাঁহাদিগের হস্তে তৎসহদ্ধে ভার অর্পণ। পরিশেষে তিনি বলিলেন, এদেশ হইতে যাঁহারা সে দেশে গমন করেন, তাঁহারা যেন এখান হইতে এবিটানোচিত ধর্ম কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে লইয়া যান। ইহার। সেধানে গিয়া কেবল দে দেশীয়গণের প্রতি অস্বাবহার করেন, তাহা নহে, অনেক সময়ে তাঁহাদিগের প্রতি এরপ অত্যাচার করেন যে, তাহাতে তাঁহাদের মৃত্যু ঘটে। এমন অনেক কদর্যাচরিত্রের ইউরোপীয় আছেন, যাঁহারা সে দেশীয় লোকের জীবনকে উপহাদের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন। এই সকল নীচচরিত্র ব্যক্তির জন্ম সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সে দেশীয় লোকদিগের উপরে কোন ভাল প্রভাব বিশ্বার করিতে পারেন না। তিনি ^{টে}পস্থিত সকলের নিকটে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করেন বে, তাঁহাদিগের দে দেশস্থ বন্ধুগণকে এই বলিয়া তাঁহারা পত্ত निरंशन বে, জীষ্টানোচিত জীবনই কেবল সে দেশের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। তিনি অশাশা করেন যে, এ দেশ হইতে অনেক উদারচেতা লোক সে দেশে গিয়া, আতুরশালা, অমজীবিদরিজশালা, ছিন্নবসনপরিধায়িগণের নিমিত্ত পাঠশালা সংস্থাপন করিবেন। তিনি জারও

আশা করেন যে, এ দেশ হইতে সহন্যা মহিলাগণ দেখানে গিয়া, তত্ত্বজ্ঞ ভিলিনীগণের শিক্ষা ও তাঁহাদের আছার উন্নতিকলে দাহাব্য করিবেন। এরপ করিলে ইংলও ভারতের ক্ষতজ্ঞভাভাজন হইবেন, এবং ইংলও যে ভারতের কল্যাণের জন্ম ভারতের শাসনকার্য নিশার করিতেছেন, তাহা প্রতিগল হইবে। ইংলও ইহা সর্কদা শ্বরণে রাখুন যে, তিনি ভারতের ভাবী কল্যাণের জন্ম স্বীমনের নিকটে দায়ী।

সভাপতি লর্ড লরেন্স কেশবচন্দ্রকে দুষ্টান্তম্বরূপ গ্রহণ করত, ত্রিশ বংসরের মধ্যে শিক্ষাসক্ষমে গ্ৰণমেণ্ট কি করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, পোনের কোটা লোকের শিক্ষা দিতে পেলে যে বায় হইবে, ভালা যদি সে দেশের যে সকল লোক শিক্ষার বায় বছন করিতে ইচ্ছক, ভাঁহারা না দেন, ভবে উহা কোপা হইতে আসিবে? যদি রাজকোব হইতে দিতে হয়, তাই। হুটলে রাজকোষে দে টাকা তো পূর্বে আসা চাই। উচ্চশিকা বন্ধ করা কিছতেই উচিত নয়, কেন না তাহা হইলে পূর্বতন অবনতির অবস্থায় প্রত্যানয়ন করা হইবে। তবে বাহারা বিভাশিকা বারা উপক্লত হইয়াছেন. তাঁহাদের, দেই সকল বিচ্যালয় যাহাতে রক্ষা পায় এবং বিচ্যাশিক্ষা আরও বিচ্ছত হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তবা। কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তংসহ তাঁহার একমত; তবে একটি বিষয় তাঁহাকে বলিতে হইতেছে, এ বিষয়ে সে দেশীয় লোকের। যথন পশ্চাদ্যামী, তখন তাঁচারা নিজে সহাত্মভতি প্রদর্শন না করিলে, গ্রন্মেন্টের যতে লোকের মনে অযথা সংশহ উপস্থিত হইবে। কেশবচন্দ্ৰ যে সকল কথা বলিলেন, তক্ষ্মল সভা একমত হইয়া তাঁহাকে ধন্তবাদ দিন, ইহাই তিনি প্রভাব করিতেছেন। মেটোপলিটান টেবাবনেকলের উপদেরা বেভাবেও সি এইচ স্পর্কানের কনির্ম প্রাতা বেবাবেও ভে এ স্পর্কন সভাপতির প্রস্তাবের অহ্যমোদনকালে বলিলেন, তিনি সভার এবং ডাত্রতা উপাসকমগুলীর পক্ষ চইতে একরাজ্যের প্রজা প্রসিদ্ধ অভ্যাদিত ব্যক্তিকে (কেশবচন্দ্রকে) হান্তর সহিত স্থাগত সম্ভাবণ অর্পন করিতৈছেন। क्याबाहरू हे:वास्त्रीएक वनित्नन धवः काहात समय एव हे मखवा मिगलन समस्त्रत স্তিত এক, ইতা মনে করা, বোধ হয়, এম হইতেছে না। তারতীয় ইংরেজ-वारकात है जिहारन निकल हहेंगान बुखेश चार्छ, किस कुछंकारन बाहा हहेंगा

গিয়াছে, বর্ত্তমানকালের ইংরেজগণ (যদি তাঁহার এ বিষয়ে ভ্রম না ঘটিয়া থাকে) ভারতের প্রতি কেবল স্থায়বিচার করিবেন, তাহা নহে, তৎপ্রতি উদারচেতা হইতেও প্রস্তুত। ইংলগু ভারতের নিকট যে ঋণে আবদ্ধ, ঈশরের সাহায্যে তিনি সেই ঋণ পরিশোধ করিবেন, ইহাই সকলে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইংলগু যে ভাবহারা পরিচালিত হইয়া লর্ড লরেন্সকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি বিশাস করেন, ইংলগু চিরদিন সেই ভাবেই পরিচালিত হইবেন। সে দেশীয়গণের প্রতি ইউরোপীয়েরা যে অত্যাচার করেন, তৎপ্রতি একান্ত নিন্দাবাদ করিয়া, তিনি লর্ড লরেন্স ও কেশবচন্দ্র এ তৃই নাম একত্র করিয়া ধন্মবাদ করিয়া, তিনি লর্ড লরেন্স ও কেশবচন্দ্র এ তৃই নাম একত্র করিয়া ধন্মবাদ করিয়া, তিনি লর্ড লরেন্স ও কেশবচন্দ্র এ তৃই নাম একত্র করিয়া ধন্মবাদ করিয়া, হইয়া ধন্মবাদ অর্পণ করিবেন। (সকলে একত্র দণ্ডায়মান হইয়া ধন্মবাদ অর্পণ করিবেন। (সকলে একত্র দণ্ডায়মান হইয়া চীংকারধ্বনিতে ধন্মবাদ দেন।) লর্ড লরেন্স এই বিশেষ সম্মানের জন্ম ধন্মবাদ দিলেন এবং বলিলেন, তিনি ইংলগু ও ভারতের কল্যাণার্থ যাহা করিয়াছেন, তাহার দশগুণ সম্মান, প্রশংসা ও শুভাকাজ্রনা আরু স্বদেশীয় নরনারীর নিকট প্রাপ্ত হইলেন।

সেন্ট জেম্স হলে "গ্ৰীষ্ট ও গ্ৰীষ্টধৰ্ম" বিবয়ে বক্তা

২৮শে মে, শনিবার, দেণ্ট জেম্স্ হলে "প্রীষ্ট এবং প্রীষ্টধর্মা" বিষয়ে বজ্জা হয়। এতজ্জ্য আছুত সভার সভাপতি সার জেম্স্ ক্লার্ক লরেন্দ্র বার্ট এম্ পি। সভাত্মল প্রোত্বর্গে পূর্ণ হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহাদিগের নাম উল্লেখ করা থাইতে পারে:—রেবারেণ্ড ভবলিউ এইচ ক্রিম্যান্টল, রেবারেণ্ড হারি জোলা, ডবলিউ মিয়ল, ডাজ্চার বেলি, ডাক্ডার স্থাডলার, এইচ সলি, এইচ আয়ার্সন, টি এল মার্বাল, পান্টন হাম, আর ম্পিয়ার্স, এম্ ডি কনওয়ে, জে হেউড, মেন্তর এস কোর্টল্ড, এইচ শার্প, ই লরেন্দ্র, এস এস টেলার, এইচ এ পামার, ই এন্ফিল্ড, ই নেটলফোল্ড, ডবলিউ শায়েন, সি টোয়ামলে, আর ভুন প্রভিত। সভাপতি কিছু বলার পর কেশবচন্দ্র যে বক্তৃডা দেন, তাহার মর্ম্ম এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:—তিনি বলিলেন, প্রীষ্টধর্মসম্বদ্ধে তাহার মত ও ভাব কি, তাহা অভিবাক্ত করিকার তিনি অভিপ্রায় করিয়াছেন। তিনি এক কন হিন্দু বন্ধবাদী হইয়া তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত। তিনি হিন্দুগৃহে পৌত্তলিকতার ভিতরে ক্লয়গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায়

অল্প দিনের মধ্যে সহজে তাঁহার পৌত্তলিকতার বিশাস চলিয়া যায়। তুই তিন বংসর তাঁছার মন সর্বপ্রকার বিশাস্পরিশক্ত ছিল। পরিশেষে ঈশ্বরুপায় প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন। ঈশরপ্রেরণায় তিনি বে যে গ্রন্থ পাঠ করেন. ज्यारधा वांडेरवलख अक्श्रांति। यमिख वांडेरवरमञ्ज मक्न कथा जिति अञ्च করিতে পারেন নাই, তথাপি ইহার ভিতরে তিনি অনেকগুলি স্তালাভ করেন, যাতা তাঁতার জনয়ের সহিত মিলিয়া যায়। ডেবিডের সাম, औটের উপদেশ, পলের পত্র, এ সকলের সহিত তাঁহার হৃদয়ের মিল হয় ভাবের একতা ঘটে। ভারতে খ্রীষ্টান মিশনারিগণ যে সকল মত প্রচার করেন. দে সকল হইতে দুরে অবস্থান করিয়াও ঈশার প্রতি অমুরাগ তাঁহার চিরদিন অকুল রহিয়াছে। এটিধর্মের বিরোধী গ্রন্থসমূহের পাঠে তাঁহার অভিলাব নাই, গ্রীষ্টধর্ম প্রমাণিত করিবার জন্ম যে দকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাও তিনি পাঠ করেন নাই। যে নীতিসম্ভতভাবে—অধ্যাত্মভাবে তিনি ঈশার জীবন পাঠ করিয়াছেন, সেই ভাবেই তিনি বাইবেলও পাঠ করিয়াছেন। ধর্মের বছ দিক। যে দেশে যে কালে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি मिट्टे अक्टमार्ट्स (मृट्टे धर्मारक श्रुट्टन कतिशास्त्रन: भित्रिक्टिस (मृट्टे वाक्टिस গৃহীত ভাব মতে পরিণত হইয়া. এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এরপ ফলে খ্রীষ্টধর্মের যে বিষয়গুলি তাঁহার মনে লাগিয়াছে. তিনি সেইঞ্জিল বলিতে অন্থ অগ্রসর। তিনি প্রথমতঃ অন্থসন্ধান করিলেন, বাইবেল কি মত শিক্ষা দেন। খ্রীষ্টান ধর্ম যে সকল মত আনিয়া উপস্থিত করেন, সে मम्माम कि श्रष्ट्य कतिएक इंडेरव ? जिनि सिथितन. औरहेत कथा अवः बिहेश्च्यंत কথার মিল নাই। और কি বলেন, তাহা ওনিবার ক্ষম্ম তাঁহার নিকটে গেলেন. এবং ভিনি যাহা বলিলেন, ভাহাতে তাঁহার হুদর পরিতপ্ত হইল। ছিনি বলিলেন, 'সমগ্র ছল্যে, সমগ্র মনে, সমগ্র আছোর এবং সমগ্র বলে ডোমার প্রাভূ পরমেশরকে ভালবাদ, এবং তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবং প্রীতি কর'. এবং ইছাকেই তিনি সমগ্র শাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিলেন। ঈশরপ্রীতি. মানবে প্রীতি ইহাই ইশার সর্বোচ্চ মত। এই মতের অঞ্সরণ করিলে जनस जीवन लांड हम्. रकन ना औह जन्म वित्राहिन. "এইটি कत्र. रहामता

অনস্ত জীবন লাভ করিবে।" কিন্তু এই মত জীবনে পরিণত করিবার উপায় কি? উপায় পায় তিনি। এটি মেমন বলিলেন, 'ঈশবকে প্রীতি কর. मायूबरक श्रीिक कर, अमस खीरम नाक करित्र, एकमनि वनितनम "आमिडे পথ. आधिर পথিবীর আলোক।" তিনি कি বলেন নাই, "ভোষরা, যাহার। পরিআন্ত ও ভারাক্রান্ত, আমার নিকটে আগমন কর, আমি ভোমাদিগকে শান্তি দান করিব?" এই জাতার 'আমির' প্রাধাল সর্বতে। উশ্বর্জীতি, মানবে প্রীতি এবং এই আমিদ্ধ, এই তুইয়ের মধ্যে কি বিরোধ আছে? কোন বিরোধ নাই। এ তই এক। और कि? ঈশ্বরপ্রীতি, মানবে প্রীতি। ঈশ্বরে थीकि, मानद श्रीकि छांशांक मुख्यकी ब्रह्मांक। क्रेश्व श्रीकि कवितन. मानदर शीं कि कतित्व जामता औरहेत मक इहे। औहे शुका चाताधना हान ना, (क्न ना नर्क्स हो हे भरत्त उहा शाला। जिनि बालनाटक लथ वित्याहिन, लक्का वरनन नार्हे: जिनि चननारक नथक्षमर्भक वनिषाद्यात, श्रामा चान वरनन नार्हे। यिन औड़े शृक्षा ना छान, उत्तर कि छान ? वांधा छ। छान । वांधा इहेरन कि हहेरत ? भाष्टि नाफ हहेरत। এ भाष्टि कि नित्क हे जाव ? ना बीहे পরকণেই বলিলেন, "আমার যুগ: েজোয়াল) গ্রহণ কর।" কোন প্রাষ্টান নিজাম্বধ সম্ভোগ করিছে পারিবেন না, তাঁহাকে নিডা দেবার কার্যো নিযুক্ত थांकिए इहेरवा এहे स्वाएड इथा यात्राजा हेमात निकार चामिस्तन. তাঁহাদিগকে তিনি বলিলেন, "যদি তোমরা শান্তি চাও, প্রভু পরমেশ্বের বাধ্য হও, এবং ডিনি যাহা ডোমাদিগকে আদেশ করেন, ভাষা সম্পাদন কর।" **भारतक मान कार्यन, वाहिरत यमि कन्माः कात्र हर, यमि माधामानिकमाः म-**ভোজনের অহকরণ হয়, তাহা হইলে: তাঁহারা ঈশরকর্ত্তক গৃহীত হইবেন। में मा जामानित्यत निकर्त वाहित्तत मः कात्र वा भाग ट्यांकन हान ना। जिनि চান, আমাদিগের অন্তরের সংস্কার, অন্তরের পরিবর্তন। শীতল জলে অভিষিক্ত ब्हेरल किছ ब्हेरत ना, किछ धर्मारमाहक्रण अग्निमःश्वातत्र श्राह्मकृतः। हेना यथन व भारतक हरेएक हिल्हा याहेरवन, छाहात कि ह भूर्य कि श्रवात আমাদের ভাদর সংক্ষত ও বিশুদ্ধ হইবে, তাছার উপায় বলিয়া গেলেন। ভিনি याहेबात शृद्ध कृष्टि छानिया मकनटक निर्मात ध्वः वनिरमतः "आयात खत्रशार्थ এইটি করিও৷" বে কটি ভোজন করিতে ও বে পানীয় পান করিতে তিনি

বলিলেন, দে রুটি ও পানীয় কি ? দে রুটি তাঁহার মাংস, দে পানীয় তাঁহার শোণিত। যদি ঈশাকে আমাদের আত্মার ভিতরে রাখি, তাঁহার ভাব चामारमत मरक এक कतिया नहें, जाहा हहेरन बामता रमिश्य भाहे रह. जिनि আমাদের বল, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও কুতার্থতা সকলই হইলেন। প্রাচীন মান্ত্র গিয়া নৃতন মাহুষের জন্ম হয়, এটি ইহাই চান। বাহিরের এটি ভিতরের এটি, শারীর এটি আধ্যাত্মিক এটি, ছবির এটি অস্তরে উৎপদ্ন প্রীট, মৃত প্রীট এবং জীবস্ত প্রীষ্ট, এ তুইকে তিনি এই জন্ম প্রভেদ করেন। প্রীষ্ট কোন একটি বাহ্য মত নহেন, অথবা চর্মচক্ষে দেখিয়া পূজা করিবার জন্ম বাহ্য মৃঠি নহেন; কিন্তু ঈশরের প্রতি বাধ্যতার ভাব, যে ভাবের প্রতি অমুরক্ত হইতে হইবে, যে ভাব আত্মার সঙ্গে এক করিয়া লইতে হইবে; অনেক প্রীষ্টান -সরল ভাবে श्रीकात करतन, उांशामत हमर शार्थ ७ मः शास्य भूनं, अथह औरहे তাঁহারা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যত দিন বক্তমাংস আছে, তত দিন প্রলোভনের প্রভাব, উত্থান ও পত্ন অপরিহার্য। যদি তাঁহাদেরও এই অবস্থা হইল, তাহা হইলে খ্রীষ্টান ও অগ্রীষ্টানে কি প্রভেদ? সমুদায় तिभूभताक्षरत्र भटक वन इट्या बीहें निक जाहारात व्यवस्त श्रविहे नन। कुर्म বিদ্ধ খ্রীষ্টকে একটি বাহিবের ব্যাপার বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করেন, না, অন্তরের পাপরিপুসমুদায়কে ক্রুণে বিদ্ধ করাকেই ক্রুণে বিদ্ধ খ্রীষ্ট বলিয়া তাঁহারা মনে করেন ? ঈশা কি পুন: পুন: বলেন নাই, রক্ত মাংদের প্রবৃত্তিনিচয়কে বলিদান করিতে হইবে? ঈশা বলিয়াছেন, সমুদায় ছাড়িয়া আমার অফুসরণ কর। খ্রীষ্টান হইতে গেলে তাঁহাকে প্রথমতঃ দেখাইতে হইবে. তাঁহার উপরে দংসারের কোন কর্ত্ত নাই; বিতীয়ত: সংসারিগণ যেমন সংসারের বস্ত ভালবাদে, তেমনি তিনি ঈশবকে ভালবাদেন। এ সংসাবে থাকিয়াও তাঁহাকে चार्ग बाम कतित्व इटेरव । श्रीहान ट्टेंफ रागल, नुष्त मासूच ट्टेरफ हहेरब. প্রীষ্টের মত হইতে হইবে। প্রীষ্ট কি? প্রীষ্ট তিনি, যিনি বলিয়াছেন. 'ডোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' ঈশরের প্রতি পূর্ণ আহুগতাই औট। বধার্থ ঞীটান কি না, ইছা পরীকা করিতে হইলে, মত কি, জানিবার প্রয়োজন नाहै; क्वल (मधिए इटेर्स, जाहात প্राप्त)क तकविन औरहेत तकविन কি না, সপ্ততিগুণ সপ্তবার শত্রুকে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন কি না,

সংসারিত্ব পরিহার করিয়া কলাকার জন্ম চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন কি না? সংসারে বৈবিধ প্রতিকৃল অবস্থা দেখিয়াও, প্রকৃত খ্রীষ্টান ইহার একটিও অসম্ব বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। প্রীষ্টানগণ পরোপকারার্থ যাহা করিতেছেন, পরের জন্ম যে সকল ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন, তদর্শনে তিনি নির্তিশয় আহলাদিত হইয়াছেন, এবং তথপ্রতি আরুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু তিনি তদপেকা অধিক আশা করেন। যাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাহ। তাঁহারা করিতেছেন; কিন্তু আইধর্মের যে অংশ তাঁহার মনে লাগিয়াছে, দেই অংশ তাঁহাদিগের সম্মুখে তিনি উপদ্বিত করিতেছেন। ঈশা ক্রুশ হইতে বলিলেন, 'পিতা, তাহাদিগকে ক্ষম কর, তাহার। জানে না, কি করিতেছে"; এ কথা শুনিয়া, শক্রর প্রতি তাঁহার ঈদৃশ প্রগাঢ়, ঈদৃশ স্থকোমল ভালবাদা দেখিয়া, ্তাহাকে কি ভাল না বাদিয়া থাকিতে পারা যায়? যথন প্রত্যেক ব্যক্তি খ্রীষ্টের ভাবে ভাবুক হইবেন, তাঁহার মত প্রার্থনাশীল হইবেন, তাঁহার মত শক্রর প্রতি ক্ষমাশীল ও প্রেমিক হইবেন, তাঁহার মত আত্মত্যাগী হইবেন, भक्त वाकि ভাবের একভাতে এক হইবেন, সংগুদ্ধ হইবেন, দিল হইবেন, विश्वाम एकिएक काल माम्यस्यत मजन इहेरवन, औरहेत मजन इहेरवन, जथन প্রতিজন প্রতিজনের প্রতি আরু ই হইবেন, খ্রীষ্টের যে আদর্শমণ্ডলী ছিল, দেই आपर्न मधनौ इहेरवन। है:नक आफ पर्शास्त्र औडेकां कि हहेरक पारतन नाहे। उाहात औहारनाहिक व्यानकश्वित श्वन चाहि, किन्न छाहा हहेरत कि हम? দরিক্সতা, অনীতি, অপবিত্রতা চারিদিকে এত প্রবল যে, ইহাতে এটানগণকে লক্ষার নতমন্তক হইতে হয়। খ্রীষ্টানগণ মধ্যে এক এক সম্প্রদায় প্রীষ্টধর্মের এক এক অংশ প্রকাশ করে। ব্রাহ্মধর্মের সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলীর लाक इहेश, जिनि तम ममुनाय जानतक युगभर क्रमस्य धात्रण कतिराज ना भातिरम, সেই মঞ্জীর প্রতি বিশাস্থাতক হটবেন। তিনি ইচ্ছা করেন যে, সকলে মিলিয়া এমন বৃদ্ধ করুন যে, সকল সম্প্রদায় এক হইয়া যায়। তাঁহারা দর্ব্বপ্রকার অপ্রাত্তত্ব, সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া, ঈশবেরর রাজ্য আনয়ন कक्रम । औरहेत जान-- औरहेत जान निल्ड जिमि मेचत ও मानदा श्रीजि ব্বেন-শ্বস নর নারীর হৃদ্ধ অধিকার করক। এরণে অধিকত হইলে क्षेत्रत व्यागनात्क श्रकामिक कतित्वन धवः शृथिवी देवकृष्ठेशास शंत्रिमक हहेत्व। যাহারা উপদেশা, তাঁহারা পরস্পর উপদেশাসনের বিনিময় করুন, এক সম্প্রদায়ের লোক অন্ত সম্প্রদায়ের মন্দিরে গমন করুন, এবং সকলে পরস্পর ক্ষমর বিনিময় করুন; এবং তুই শত পঞ্চাশং সম্প্রদায় না থাকিয়া, দ্বীশা থেরপ মনে করিয়াছিলেন, সেইরপ এক সার্বভৌমিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত করুন, যে মন্দিরে দশসহস্রজাতির দশ সহস্র শ্বর মিলিত হইয়া, একভানে দশরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভাতৃত্ব ঘোষণা করিবে। বক্তৃতাক্তে রেবারেও ভবলিউ এইচ ক্রিম্যান্টল বক্তাকে ধ্রুবাদ অর্পণ করিতে প্রত্থাব করিলেন, রেবারেও ভবলিউ মিয়ল প্রত্থাবের অন্তুমোদন করিলেন। তংপর সভাপতিকে ধ্রুবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

इंडे मिण्डान दिन्नाद्यम अमानिद्यन्य बस्तृता

২৯শে মে, ররিবার সায়ংকালে, শোরভিচের নতন টাউনছলে 'ইট দেটাল টেপ্পারেন্স এগোনিয়েশনে' একটা সভা আছুত হয়। সার উইলফ্রিড লগন এম পি. সার সিডনি ওয়াটরলো, রেবাবেও ডদন বরুল, মেন্ডর টি বি স্মিধিদ, টি এ স্মিধ, জে বরমণ্ড, জে হাওঁউয়িজ, জেফেদ, জে গেই, লেনটেনেন্ট মলটহাউদ, লাইল, পি টিটফোর্ড, জি লিঞ্চ, ভবলিউ এইচ ফেল, জে ওয়েন, এফ কেন, ডি ষ্টিফেন্স, ভবলিউ আজিল, ই, এয়াকার, ই বাষ্টিন, ডেক এবং অপরাপর সম্বান্ধ লোক উপস্থিত ছিলেন। বেবাবেও ছসন বরুল প্রার্থনা করেন, মেন্দ্রর জে বি শ্বিপিস প্রথম সান্টি পাঠ করেন, এবং একটি মন্ত্রপানপ্রতিষেধক দলীত হয়। তদনস্কর সভার সভাপতি জে আর টেলার স্বোয়ার কেশবচন্দ্রকে উপন্মিত ব্যক্তিগণের নিকট প্ৰিচিত ক্ৰিয়া ছেন। এখানে কেশবচন্দ্ৰ যাহা বলেন, ভাহাৰ সংক্ষেপ মর্ম এট :-- এট সভাতার কালে ধনাদি সকলট স্বার্থোদ্ধেশে অভিছত চয়, অপরের স্থাপর প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকে না। এই স্বার্থান্তেষণবিনাশে প্রবল প্রয়াদের প্রয়োজন। যেখানে জীবন মৃত্যুর কথা, দেখানে উাদাদীন হট্যা থাকা কি সম্ভৱ ? এই দশ বংস্বের মধ্যে অতি ক্লভবিশ্ব দেশের আশার স্থল পঞ্চাশং জন যুবক প্রাণ হারাইরাছেন। তাঁহাদের অকালে মৃত্যুর কারণ জিলাস্ করিলে, সকলেই অপরিমিত মন্তুপানকে কারণ নির্দেশ করেন। *ং*যুখানে ব্রিটিবগণ প্রমন করেন, দেখানেই তাঁহার। দক্ষে দ্রভান পাপ লইয়া যান। ইংরাজী শিক্ষা দেওয়াতে দেশীয় লোকদিপের পূর্কবিশাস, আচার ব্যবহার:

স্কলের প্রতি অনাস্থা জ্বিয়াছে, এ সময় স্বেচ্ছাচার-প্রাবল্যের সময়। কোথায় गवर्गरमण्डे मावधान इष्टेरवन, काथाय लाकप्रिश्य विश्वाम ७ विरवकवर्षतन সহায়তা করিবেন, না, ইনিই লোকদিগের সম্মধে প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত করিতেছেন। খ্রীষ্টান গবর্ণমেন্ট পাপাদক্তি নিবারণ না করিয়া, বংসর বংসর নগরে পল্লীতে মদের দোকান বন্ধি করিয়া লোকদিগকে প্রলোভনে ফেলিতেছেন। বৃদ্ধ পিতা আশা করিয়া যে সম্ভানকে শিক্ষা দিলেন, তাহার অকাল মৃত্যুতে গবর্ণমেন্টকেই তাঁহার। ধিকার দিতেছেন। যে হিমালয় একদিন ঋষিগণের আবাসভূমি ছিল, বেখানে ভগবদারাধনা নিতাকতা ছিল, আৰু দেই স্থানে এখানে দেখানে ত্রাণ্ডি ও বিয়ারের বোতল পড়িয়া রহিয়াছে। যদি ত্রিটিয গ্রুণ্মেন্টকে ক্ষম ভারত ত্যাগ ক্রিয়া আদিতে হয়, তাহ। ইইলে এই বোত্ল-গুলি তাঁহাদের সমাধিলিপি হইয়া তাঁহাদের অকীতি থাাপন করিবে। এই मक्न कात्रा मण्यानिविद्यार्थ जात्मानन क्रमान्त्य हन्क, এই छाँहात जार्यमन । ঈশ্বর রূপা করিয়া ব্রিটিষ জাতির চিত্তপরিবর্ত্তন করুন, ভারতের কল্যাণের দিকে তাঁহাদিগের চক্ষরুমীলন করুন, এই তাঁহার প্রার্থনা। তিনি আশা করেন, ঈশ্বরদাহায়ে, শিক্ষা ও চরিত্রপ্রভাবে এই পাপের গতি অবরুদ্ধ, এবং এই পাপকর বাণিজা নিবারণ জন্ম প্রবল রাজবিধি অবলম্বিত হইবে। সার উইলক্ষিড লগন वार्षे अम পি वक्तांदक ध्यावाममान्तर श्रावा करतन अवः भाषत টি বি থিখিদ অমুমোদন ও রেবারেও ডদন বরকা পোষকতা করেন। স্ক্ৰস্মতিতে নিবন্ধ হুইয়া, সভাপতিকে ধ্যুবাদ দিয়া ও প্ৰাৰ্থনা হুইয়া সভা G7 51 1

সোরেভেনবর্গের দোনাইটাগুহে কেন্বচন্দ্রের বাগত সম্বাবণ ও কেন্বচন্দ্রের বজুভা

২রা জুন, বৃহস্পতিবার, ৩৬ সংখ্যক ব্লুমস্বরি ব্লীটে, সোয়েডনবর্গের সোমাইটী গৃহে, কেশবচন্দ্রের বাগতসন্তামণক্ষ্ম অধিবেশন হয়। রেবারেও টি এম গোরক্সান এম্ এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি সংক্ষেপে কেশবচন্দ্রের জ্ঞান, ধর্ম ও সমাজের উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তিনি তাহার যে সকল লেখা পাঠ করিয়াছেন, এবং লগুনে তাহার যে সকল উক্তি প্রবণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, তিনি অভি উদারভূমি আশ্রম করিয়াছেন এবং সে ভূমির সহিত এ সভার বিলক্ষণ

সহাস্তৃতি আছে। সভাপতি সেকেটারী মেন্তর বটারকে সন্ধানপাত্র, পাঠণু করিতে বলিলেন, এবং উৎক্টরূপে বাধান, (১) মুর্গ ও নরক; (২) ইম্বরের। প্রেম, জ্ঞান ও বিধাতৃত্ব, (৩) যথার্থ প্রিট্ট ধর্ম, এই তিন থও পুত্তক উপহার দিলেন। উপহার দেওয়ার সময় সভাপতি ম্যার এই আশীর্কাচনটি উচ্চারণ করিলেন, "প্রভূ ভোমাকে আশীর্কাদ করন এবং ভোমাকে রক্ষা করন; প্রভূতি তাহার মূথ ভোমার উপরে উজ্জালরপে প্রকাশ করন, এবং ভোমার প্রভিত্তি অন্তক্ষণাধিত হউন; প্রভূতি ভোমার উপরে তাহার মূধজীর আবরণ উল্লোচন করন, এবং ভোমার শান্তি দিন।"

অনস্তর কেশবচন্দ্র সম্ভাষণপত্র ও গ্রম্বগুলি তাহার, তাহার মধুলী এরং তাঁচার দেশের প্রতি অমুরাগের চিহ্নথক্তপ গ্রহণ করিয়া যাহা বলেন, তাইধর: মশ্ব এই:--তিনি বিশ্বিত হইয়াছেন যে, এই সভা মতভেদদত্ত্বেও একটা সাধাৰণ ভূমি স্বীকার করেন। আন্ধ্রমান্তের সহিত 'সোয়েডনবর্গ সোনাইটির' কোন কোন বিষয়ে মতের পার্থক্য আছে, অবচ তাঁহার৷ তাঁহার প্রতি ভাতত প্রদর্শন এবং ভাষার জন্ত ঈশবের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তিনি ঈশবের নিকটে প্রার্থনা করেন যে, সকল জাতি, সকল বাক্তি, ধর্মসম্বন্ধ মতভেদসত্ত্বেও, প্রকৃত ভাবে মিলিক হইয়া, সকল আতির সাধারণ পিতা ঈশবের নাম গৌরবান্বিত করেন। তিনি ইছাতে নিতাস্ত আহলাদিত যে, জাহারা বিখাস করেন, আমরা প্রতিদিন স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইডেছি. যে রাজ্যে নিতা ক্লধ এবং বে রাজ্যে বিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা, অভ্রাজ্ডাব নিকুত্ত হইয়াছে, সকল জাতির সাধারণ পিতা ঈশবের পূজায় নিরত। সে সময় আজও আইসে নাই। তাঁহার মতে পৃথিবীতে প্রতিসম্মানায়, প্রতিষাতি, প্রতিবংশ আংশিক ভাবে-সভা প্রকাশ করেন। এখনও পূর্ণ সতা আমাদিপের নিকটে প্রকাশিত হয় নাই। ঈশরের নেততে আপনাদিগকে স্থাপন করিছা, জাহার নিকটে প্রার্থনা করিলে উহা প্রকাশিত হইবে। ইহাতেও তিনি আহলাদিত যে. তাঁহার। व्यक्तमारमञ्जू क्षेत्रस्य विचान करतम मा. क्षीयक क्षेत्रस्य विचान करतमः। क्षेत्रस्य পূর্বে বেমন ঋষিগণের নিকটে আপনাকে প্রকাশ ক্রিয়াছিলেন তেমনি আছও প্রার্থী আত্মার নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। বেধানেট পাঁচ কন বা দশ জন সন্তান একঅ মিলিড হন, সেধানেই লিডা বিভ্যান, সেধানেই ডিমি

তাঁহাদিগের নিকটে সভা প্রকাশ করেন, এবং তাঁহাদিগের হৃদয়কে পরিত্র করেন। তাঁহারা ইংলত্তে বাদ করিয়াও প্রশন্তহ্বদয়ে ভারতের আঠার কোটি লোকের প্রতি সহায়ভূতি দান করিতেছেন, এবং সে দেশের শাল্পে যে সুকল সতা আছে, তৎপ্রতি তাঁহারা সমাদর করিতেছেন। সতাই, সকল জাতির গ্রন্থেই সত্য আছে, এবং বেখানেই সত্য থাকুক, তৎপ্রতি সমাদর করা সমূচিত। হিন্দুলাভিকে ইউরোপীয় সভাতা এবং ইংরাজী অন্তর্যবন্ধান দিয়া সংস্কৃত করিতে ইচ্ছা করিলে, হিন্দুজাতির বিশুদ্ধি, সহজ ভাব, কোমলতঃ, এমন কি ঈশার ত্যায় বিনম্র ভাবের প্রতি সন্ধিচার করিতে হইবে। কোন জাতিকে সংস্কৃত করিতে হইলে ঈশরের ইচ্ছা এই যে. সে জাতির অন্তর্গাবস্থানগুলিকে বিনাশ ন। করিয়া, উহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল আছে, তাহা রক্ষা করিতে হইবে এবং প্রাচীন উপাদানগুলিকে নতন আকার দান করিতে হইবে। ভারতসম্বন্ধে এরপ করিলে ভারত ও ইংলত্তের মধ্যে সহামুভ্তি উপস্থিত হইবে। ইংলতে আসার পর বিবিধ সম্প্রদায়ের এটানগণের সঙ্গে ঠাতাব আলাপ ও পরিচয় হইয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাকে তাঁহাদের মতাভুষায়ী क्तिएक यद्भ क्तियारह्म । जिमि हेश्नए काम मध्यमाय- जुक इहेर ज आरमम নাই। তিনি যদি কোন এক সম্প্রদায়-ভুক্ত হন, তবে তাঁহাকে অপর সম্প্রদায়-मकरनत्र विरताभी इटेर्ड इटेरव, खाछ। ও ভितिमीशर्गत मक इटेर्ड इटेरव । ফদয়ের গভীরতম স্থানে সাম্প্রদায়িকতার প্রতি ঘণা পোষণ করেন। সকল প্রকারের অন্তরায় অন্তরিত করিয়া, সকল জাতিকে এক করা ধর্মের উদ্দেশ্য। "পৃথিবীতে শান্তি, মানবগণ মধ্যে শুভাকাক্ষা বিরাক্ত করে" এই জন্ম ঈশার জীবন ও মৃত্য। ঈশা কথন মাতুষ হইতে মাতুষকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্ম कान अकि नुक्त मुख्यमाग्रयायन करतन नाहे। मुकल विरताथ विवास 'নির্বাণ করিয়া, সকলে নবজীবন লাভ করত স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে, এই তাহার অন্ধ্রিপ্রায় ছিল। ঈশার ভাবে ভাবুক হইতে হইলে, পিতা ঈশরের ष्मस्वक मस्रान हरेट इंटेल. मान्यमायिकजात विभक्त इंटेट इंटेट । जामास्त्र কর্ত্তব্য, বিভক্ত খ্রীষ্টসমান্তকে এক করা, বেদ কোরাণকে এক করা, পুণিবীস্থ नकन कांछि, नकन मछत्क वक कता। वहेन्नभ कतिया हेनातत वक मलनीत्छ সকলকে আবদ করা আমাদিগের দায়িও। তিনি দ্রদেশ হইতে আসিয়াছেন,

কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে এক বংশ, এক দেশ ও এক পরিবারের লোক বিলিয়া এই সকল কথা বলিলেন। তাঁহার বলার পর অনেকগুলি বক্তা কিছু কিছু বলেন। সভাপতি এই সকল বক্তার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কিছু বলিয়া, কেশবচন্দ্রকে ভ্রাতা ও একমাত্র ঈশরের সন্থানজ্ঞানে তংপ্রতি হৃদয়ের সহামুভ্তি প্রকাশ করেন।

ইস্লিংটন 'ইউনিয়ন চ্যাপেলে' 'ছিল্বুজনাম' থিবরে বস্তৃতা

१३ জন, मक्नलवात, इमलि: उन 'इछेनियन bii(পলে' 'हिन्मखक्रवाम' विवरत কেশবচন্দ্র বক্ততা দেন। এই চ্যাপেলের উপদেষ্টা রেবারেও হেনরি আলন এই বলিয়া তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন যে, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টান নহেন. তিনি হিন্দু ব্রহ্মবাদী। তিনি একেখরের পূঞা স্বদেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দেন, এবং-ইশাকে এক জন শ্রেষ্ঠ মাত্রয়, তাঁহাতে প্রমান্তার অধিষ্ঠান পূর্ণ প্রিমাণে ছিল বলিয়া তাঁচাকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁচাদের অভিলাষ যে, তিনি ঈশবের পথ আরও পর্ন পরিমাণে শিক্ষা করিবেন। কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, জাহার মর্ম এই:--এখন ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলে দেখিতে পাইবেন, কদংস্থার পৌষ্টাক্তা ভ্রম ভ্রান্থিতে উহা পূর্ব। প্রাচীনকালে এরণ ছিল না। সেকালে লোকে এক ঈশরেতে বিশাধ করিত। এক দিকে প্রকৃতিপদ্ধা, অপর দিকে অধৈতবাদ, এ চইয়ের মাঝামাঝি অতি স্পষ্ট একেখরে বিশাস ছিল, অথচ সময়ে সময়ে মনে হয়, একটি বা অপর্টির সঙ্গে উতা মিশিয়া ঘাইতেছে। প্রাচীন শান্তে নিতা, অনম্ব, পবিত্র, করুণাময়, জানময়, নিরবয়ব ইশ্ব সাধক্ষণ স্বীকার কবিয়াছেন এবং তাঁচারা পৌরলিকতাকে নিরম্ব চেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ধ্যানের উচ্চতম দোপানে আরোহণ করিয়া. তাঁছার। অনেকে ভ্যা ঈশবেতে আপনাদিগের ব্যক্তির হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এমতে জীব জনবিন্দর নায়, মৃত্যুর অঠে জলে নিক্লিপ্ত জলবিন্দর স্থায় উহা अक्कारक विलीम हहेशा यात्र। এक मिरक रायक्रण क्रेमण अविकास मध्या यात्र. অপর দিকে তেমনি প্রকৃতির এক এক পদার্থে এক এক দেবতার অধিষ্ঠানে বিশাস করিয়া প্রকৃতিপূজা নর্যনগোচর হয়। এরপ মত সত্ত্বেও, ঈশর এক. সকলেই মনে করেন। প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে কথিত আছে, "মনের বার। বাঁহাকে मनन कता वाह ना, विनि भरनव नकल मननहै सारनन, उाहारक अस विनेश

कान : लाटक याद्यात উপामना करत. छेटा उक्त नरह ।" अकिरजनगरफ क्षिज हरेग्राह, "এ वाकि जामात वह, এ वाकि जामात वह, कुछ हिन्छ वाकितारे এরপ মনে করে, উদারচরিত্র ব্যক্তিরা সমুদায় পৃথিবীকে কুট্রাবলিয়া মনে করেন।" কর্মান্ত্রদারে এক সময়ে যে সামাজিক ভেদ হইয়াছিল, এখন উহাই-ধর্মতঃ দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছে। এইরূপে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ পর সময়ে। উৎপন্ন। যাহারা অকৈতবাদী, তাঁহারাই পৌতুলিক হইয়াছেন, কেন না ঈশব যখন সর্বাত্ত, তখন তিনি পুতুলেতেও আছেন। পণ্ডিতগণ বাতীত বর্ত্তমান সময়ের কেহই শাল্পাধ্যয়ন করেন না। ইহারা প্রচলিত প্রবাদ ও কাহিনীর অফসরণ করিয়া চলেন। ঈশর বখন জাগ্রথ জীবন্ত বিধাতা, তখন ভারতের সংস্থারার্থ ে পৌত্তলিকতার অপুনুষ্ট্রনার্থ যে সময়ে সময়ে বিধানের অভ্যাদয় হইবে, ইহা আর অসম্ভব কি? এক সময়ে শিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গুরু নানক मुमलभान ও हिन्तुभूषातक এक कतिएक यञ्च कतियाक्तिता अथन तम भएषा যদিও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি ক্রমাগত বিবিধ প্রকার সংস্থাবের যত্র দেখাইয়া দিতেছে যে. ভারতের জীবনীশক্তি এখনও নিংশেষ হয় নাই. এখনও উহারই জন্ম ধর্মসংস্থারার্থ সংগ্রাম চলিতেছে। এ মামুষ ও মামুষ বা এ গ্রন্থ ও গ্রন্থের অধীন হইয়া ভারত পরিত্রাণ লাভ করিবে, তাহা নহে, ঈশবে সাক্ষাথ নিশ্বিত অফুসরণ করিয়া উহা পরিতাণ লাভ করিবে। তিনি ইচ্ছা করেন যে, হিন্দুগণের জীবনে যে ভক্তি, অমুরাগ, সহজ ভাব, মিতাচার আছে, সেইগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া উৎক্লাই হিন্দুজীবনগঠন জন্ম. বান্ধপ্রচারকগণকে প্রাষ্ট্রীয়প্রচারকগণ সাহায্য করিবেন! খ্রীষ্টানগণ যদি সহস্র সহস্র হিন্দুকে প্রীষ্টীয় মতে পরিবর্তিক করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার। কতার্থ হইলেন, এরপ মনে করিবেন না। উহাতে হিন্দুভাতি এইন জাতি হইল না। औট কতকগুলি নীভিশিকা দিয়াছেন, ভিনি এক ক্লন নীতির উপ্রদর্শ।, এরপে তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না। তিনি গভীর অধ্যাক্ত জীবন, আত্মার সমাক পরিবর্ত্তন, নতন অধ্যাত্মশক্তিসক্ষার চাহিতেন। यिन औहेश्याचेत উপদেद ग्रंग केमात कर विकास छात हम, अवर डीहात मृहोस অমুসরণ করেন, ওাঁহারা সর্কজ আছুত ও সন্ধানিত হুইবেন। চল্লিশ বংসর शृद्धि त्रामरमाञ्ज तात्र रव आक्षणमाञ्च कांगन कतिवाहितान, अवन रकतात्मक

সর্ব্ব তাহা বিশ্বত হইয়া পজিয়াছে। ব্রাহ্মসমান্ত বেদের অন্ত্রান্ততা পরিত্যাগ করিয়া, বিশুক বন্ধবাদকে সহজ জ্ঞানের ভূমির উপরে স্থাপন করিলেন; কিন্তু অনুষ্ঠানবিমূপ রহিলেন। স্বতরাং উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ পূর্বে সমান্ত ত্যাগ করিলেন। এখন ইহাদিগের আট নয় ক্ষন প্রচারক ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার করেন। তিনি আশা করেন যে, সময়ে সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহার। গ্রীষ্টান মিশনারিগণকে প্রক্রা করেন, তাঁহাদের উচিত যে, ইহাদের সঙ্গে প্রাহার আত্তরাবে মিলিত হন। ভারতে দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান কয় প্রশন্ত ক্ষেত্র বিভ্যমান; তিনি আশা করেন যে, থাহার। এ সম্বন্ধ পরিপ্রমান করিতেছেন, জিবর তাঁহাদিগকে প্রচর পরিমাণে আশীর্কাদ বিতরণ করিবেন।

কেশবচন্দ্র ব্রাক্ষদমাকে আপনি যে প্রধানতম কাধ্য করিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, রেবারেও এইচ আলন ইহ। উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন যে, প্রীপ্তানধর্ম হিন্দুগণের সমূহেও যে ভাবে উপস্থিত করা সমূচিত, সে ভাবে উহা উপস্থিত করা হয় নাই। তবে তিনি বিশাস করেন, বন্ধা এ দেশে প্রীপ্তান ধর্মের যাহা দর্শন করিলেন, তাহাতে তিনি প্রীপ্তান ধর্মাপেকা হে আর কিছু ভাল নাই, এ সংস্কার লইয়া দেশে ফিরিবেন। মেন্ডর ম্মালন প্রোত্রবর্গের ধন্তবাদ কেশবচন্দ্রকে স্পর্ণ করিলেন।

ব্রিটিব ও করেণ ইউমিটেরিরান এলোসিরেশনে বজু ভা

৮ই জ্ন, বৃধ্বার, কেন্টির টাউনে ক্রি ঝীইনে চার্চে ব্রিটির এবং ফরেণ ইউনিটেরিয়ান্ এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি সাম্যেল শার্প স্থোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বার্ষিক বিবরণ পার্ন্ত গৃহীত হইবার পর, রেবারেও এইচ্ ভবলিউ ক্রম্বে প্রমন্ত বার্ষিক উপদেশের জন্ত ধন্তবাদ অর্পণপূর্বক, সার জন বাওয়াবিং এই প্রতাব উপদ্বিত করিলেন—"ভারতবর্বের ধর্ম ও সমাজের সংস্কৃত্তী বাবু কেশবচন্তেরে উপদ্বিতিতে সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার মহংকার্যো গভীর সহাত্ত্তি প্রদর্শন করিতেছেন, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে, বে ঈশর সম্লায় আতিকে একই শোণিতে স্ক্রন করিয়াছেন, তাঁহার আশীর্কাদ তাঁহার (কেশবচন্তের) উচ্চ লক্ষ্য এবং দেশীর লোকদিগকে উন্নত করিবার জন্ত বন্ধের উপরে দ্বিতি করক।" সার জন বাওয়ারিং বলিলেন, কেশবচন্তেরে অগ্রবর্ত্তীকে (রাজা রামমোহন

রায়কে) তিনি বিলক্ষণ জানেন। সে সময়ে যাহা ছিল, জার এখন বে পরিবর্ত্তন ইইয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি নিতান্ত আহলাদিত। আছ কেশবচন্দ্র অলকরেক জন ব্যক্তির পরিচিত নহেন, বড় বড় ধর্মধাজকেরা আসিয়া তাহার সক্ষে আলাণ পরিচয় করিতেছেন। তাহার এ দেশে আসা এ সমরে একটি বিশেষ ঘটনা, ভারতের রন্ধবাদের প্রতিনিধি (কেশবচন্দ্র) আজ কাল সিংহত্ব' লাভ করিয়াছেন। তিনি দেখিতেছেন, যেন আটলান্টিক সমূল্র হইতে ভারত সমূল পর্যন্ত একটি প্রকাণ্ড ইক্রধফু তোরণাকারে প্রকাশ পাইতেছে; তয়্মধ্যে নানা চিস্তার্ক্রপ বিবিধ স্কর্দ্ধর বর্গ মিশিয়াছে এবং তত্বপরি ও তাহার চারিদিকে শান্তি, প্রেম ও সত্যরূপ দেবদৃত ঘ্রিয়া বেড়াইতেছেন। চারিদিক হইতে ক্লুল ক্লু প্রবাহ, বৃহৎ বৃহৎ নদী, অপিচ জলপ্রপাত সেই সমূল্রে বেগে আদিয়া পড়িতেছে, যে সমূল্রের ধারে দাড়াইয়া মান্ত্র্য চতুর্দ্ধিকে বিকীর্ণ বালুকা ও উপলথণ্ড কুড়াইতেছে। মান্ত্র্যের মনে যে সকল গভীর সত্য প্রবেশ করিয়াছে, তল্পধ্যে একটি মিন্টনের এই কবিতাটীতে বর্ত্ত্র্যান:—

"দামপ্লক্ষে এই বিধাকৃতি আরভিল; দামপ্লকে প্রধানিল বহু আদি অন্তে, ঘানবেতে পূর্ব হ'ল দেই বহুলর।"

কোধায় কোন্প্রভেদ আছে, তাহা ছাছেবণ না করিয়া, বাহাদের সহিত মতে মিলিল না, তাহাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ না করিয়া, লোকে যখন কনফিউসস্, জোরেন্ডার এবং বড় বড় গ্রীক লেখকগণের লেখা পাঠ করেন, তখন দেখিতে পান যে, প্রতিজ্ঞায়ে সভা স্থাপিত রহিয়াছে এবং মানবছাতি এমন কোন ব্যক্তিকে সম্ধিক পরিমাণে শুদ্ধা ভক্তি অপণি করে নাই, য়িনি মানবীয় জ্ঞানালোক-বর্ধনের পক্ষে কিছু করেন নাই!

বেবারেও জেমস্ ডুমগু বলিলেন, কেশবচক্রের সঙ্গে তাঁহাদের জনেকটা মেলে বলিক্সা, তাঁহাকে তাঁহারা সহাস্থৃতি দিতেছেন না; কিন্তু সমুদায় মানবের ধশ্মে একতা আছে, সেই ভূমি আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে সহাস্থৃতি অর্পণ করিতেছেন। কেশবচক্রের ইংলণ্ডে আগমনে অনেকের মনে এই বিষয়টি বিশেষ-রূপে প্রতিভাত হইরাছে, আমাদের প্রাচীন ভিন্নতা-বোধ চলিয়া যাইতেছে, এবং যে সকল ভিন্নতান্ধ মানুষে মানুষে বিভা উপস্থিত হয়, সেই প্রলি চক্ত্রু

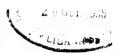
সন্নিধানে আন্যন করিয়া তৎপ্রতি মনোদিবেশে যত্ন সংখণ্ড, সেই খণ্ডের সাধারণ ভূমি আমানিগের নিকটে বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হুইতেছে, বাহা अधिवीत मम्लाग्न भानवश्वारक अकल वास्त्रिया एकरल। अस्मरक भरन करतन যে, ইহাতে বিশাদের শৈথিলা উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু তিনি বিশাস করেন যে, ষ্থার্থ বিশ্বাস কি, তাহা লোকে জ্বমে অবগত হইতেছে বলিয়াই, লোকে ধ্রুব সত্য অবলম্বন করিয়া মিলিত হইতেছে, বিভেদক বিষয়গুলি আর দেখিতেছে না ৷ বিশ্বাস ও প্রেমসমূদ্রের উপরিভাগে জ্ঞানবায়বিতাড়িত হইয়া যে তর্ক উখিত হয়, তংপ্রতি চিস্তা নিয়োগ না করিয়া, উহার শাস্ত অভরকায়িত গভীরতম স্থানে নিমগ্র ইইয়, ঈশরেতে বিশাস এবং তাঁহার পূজায় কি হয়, আত্মা তাহা উপলব্ধি করিতেছে, এবং কাষ্ট্যে ও ভাবে স্বীকারপূর্বক মাতুর্বকৈ মানুষ বলিয়া ভালবাদা কি. তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি; স্বতরাং স্কল ধন্মের লোকের সঙ্গে সহাত্মভৃতি শিধিল ভাব নহে, কিন্তু উহা সকলের পিতা ঈশবের নিদেশের আফুগত্য। এ জন্মই আমরা হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করি যে, আমাদের ভারতবর্ষীয় বন্ধু স্বদেশসম্বন্ধে পৌওলিকতা, অজ্ঞানতা এবং জাভিভেদের তুর্গভর করুন, এবং এদেশে দেই ধর্ম ব্ঝাইয়া দিন, যে ধর্ম এদেশীয়গণের পরিচিত প্রণালীতে গঠিত নম, কিন্তু দাক্ষাংসহক্ষে স্থান্থ ঈশ্বরের নিশ্বসিতসম্ভূত।

উপস্থিত নির্দ্ধারণটিতে সকলের সম্মতি হইলে, ঈদৃশ সম্মানের জক্স সবিশেষ ক্রতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার মর্ম এই:—আদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলপ্তে আনিবার পূর্বেক, তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে ঈদৃশ সম্মাননালাতের সংবাদ পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মনে আশকা ছিল, কি জানি বা ঈদৃশ সম্মান-গ্রহণে তাহার বিধাদকে পর্ব করা হয়! তিনি এ সভাকে জানিতেন না এবং কাহারও সঙ্গে তাহার সাক্ষাং পরিচ্ছ ছিল না, স্বত্রাং ঈদৃশ আশকা উপস্থিত হওয়া আভাবিক; কিন্তু এ দেশে আদিয়া ইউনি-টেরিয়ান বন্ধুগণের সকলেরই নিকটে তিনি দয়া ও প্রীতি পাইয়াছেন! এক জন ভারতব্রীয় আর এক জন ভারতব্রীবের প্রতি, এক জন ইংরাজ আর এক জন ইংরেজের প্রতি, অধবা একজন জীৱান আর একজন জীৱানের প্রতি

সহামুভৃতি প্রদর্শন করা কিছু আশ্চর্যোর বিষয় নহে; কিন্তু ইংরেজ ইউনি-টেরিয়ানগৃণ এক জন ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদীকে সহায়ভৃতি, স্নেহ, দয়া প্রদর্শন করিতেছেন, ধর্মপক্ষে ইহার অর্থ এত গভীর। কেন তাঁহারা তৎপ্রতি নিষ্পট দয়া প্রকাশ করিতেছেন, কেন সহযোগিভাবে কর প্রদারণ করিতেছেন, কেন কেবল বন্ধ নয়, কিন্ধ ভাতভাবে তাঁহার সহিত বাবহার করিতেছেন? এ সকলের অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, স্বর্গের পিতা ইচ্ছা করেন যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম একত্র মিলিত হইবে, ভারত ও ইংলণ্ড সহযোগিভাবে পরস্পরের হস্ত গ্রহণ করিবে। তিনি বিদেশে আসিয়া বিদেশ ভূলিয়া গিয়াছেন; চক্ যদিও বলিয়া দেয়, তাঁহারা স্থদেশীয় নন, কিন্তু হৃদয় বলিয়া দিতেছে, এক ভাতবন্ধনে তিনি ও তাঁহার৷ বন্ধ এবং এক অধ্যাত্ম পরিবারের তিনি এক জন। তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু মতভেদসবেও তাঁহার। তাঁহাকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। যে ভগবান এখানে প্রতিসপ্তাহে অর্চিত হন, তাঁহার রূপায় সমুদায় প্রভেদ এক দিন তিরোহিত इंडर जवः जक मछनी ७ जात जक मछनी, जक मल्लामा ७ जात जक সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তাহা ঘ্রিয়া যাইবে। তিনি ইউনি-টেরিয়ান এই নামটি ভালবাদেন না। ঈশার প্রতি অমুরক্ত হইতে হইলেই, "হে ইন্দ্রবায়েলগণ, শুন, তোমাদের প্রভু ঈশ্বর একই ঈশ্বর" ইহাতো মানিভেই इडेरव । त्करम औराम माम्यादन गर्ब है, त्कम मा औराम विनास के छैनिए विशान (এক হবাদী) ব্যায়। টি নিটোরিয়ানদিগের তুলনায় তাঁহারা অতি অল্পসংখাক वाक्ति এकमभाष्ट्र वन्न, किन्न अहे मभावत काल आतल थल थल रहेशा शहरू পারে। এরপে খণ্ড গণ্ড হইয়া গেলে অধিকদংখাক লোকের সহিত সহামুভতি कार्षिया याय । हेहात कन এই हम या, अधिकमः शाक वास्ति উन्नजित अञ्चवर्तन কবিতে সমর্থ হয় না। যে অল্পংখ্যক সতো বিশাস করিলেন, তাঁহাদের এরূপ যভের প্রীয়াজন যে, তাঁছাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদগামী লোকদিগকে অগ্রসর করিয়া আনিতে পারেন। এটিতে বাঁহারা বিশাসী, তাঁহাদের এটান এই নাম গ্রহণ করা শ্রেয়কর; কেন না ধদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে. বাঁহা হইতে ভাঁহারা আলোক লাভ করিয়াছেন, তংপ্রতি ক্লডক্কতা প্রদর্শন করিবেন, ভাহা হইলে তাঁহাদিগের সকল প্রকার বিভেদক নাম দূরে পরিহার করা সৃষ্টিত। করেন। এই 'টোষ্টের' অন্থ্যোদন করিতে গিয়া সার জন বাওয়ারিং বলেন, যদিও তিনি সকল বিষয়ে আলোকের দিক্টি অবলোকন করেন, তথাপি তাঁহার ইহা কখন মনে হয় না, পৃথিবীতে এমন সময় আসিবে, যে সময়ে এ 'টোষ্টটির' কোন প্রয়োজন থাকিবে না। আমরা সকলেই বিরোধ বিসংবাদের কালে বাস করিতেছি, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তরঙ্গসংম্পর্লে প্রস্তর ও শিলোচ্চয় যেমন মহণ ও হুগোল হয়, তেমনি যে 'টোষ্ট' বিচারার্থ তাঁহাদিগের সমূপে আনীত হইল, উহা সেই স্কুলাতৃত্বের তাবে বিচারিত হইবে, যে তাবের প্রতিনিধি ভারত হইতে সমাগত তাঁহাদিগের বন্ধ। বঙ্গদেশের অনেকগুলি উপাসনালয় মধ্যে একটি উপাসনালয়ে ঈশবের একত্ব এবং পরমাত্মতব প্রচারিত হইতেছে, তিনি শ্রবণ করিয়াছেন; হুতরাং তিনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে পারেন যে, বাবু কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সহযোগিগণের যত্ম বিফল হয় নাই, এবং হিন্দুস্থানে ও অলান্য দ্ববর্ত্তী প্রাচাপ্রদেশে বহুসংখাক লোককে বাছাম্প্রান হইতে ধর্মের আভ্যন্তরিক ভাবের প্রাধান্ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তিনি সভাত্মলে প্রবেশের কিছু প্রের গৌরবপূর্ণ ভবিশ্বতের প্রতি দৃষ্টি রবিধা। এই ক্রেক পংকি লিপিয়াছেন:—

"ৰল, কোন্ কালে সৰ মানৰে মিলিবে, প্রাণন্ত একমাত্র মন্দিরাবকালে, প্রিবে পিতারে বিনি হন স্বাকার, দেখাইরা পথ ভালনাসিরা স্বারে? ক্ষণ্ড পরিধি, তার বিভূ মধাবিন্দু, বধার না প্রবেশিবে গুণা বা সংগ্রাম : তাহে মন নাহি দিয়া যাহে হর ভেদ. সিলাইরা বাহে সব এক হরে বার, দিয়া উৎস হ'তে সব হইরা উলুপ, অকল্যাণ্ডান অধিকারিয়া কল্যাণে, আবোণে বিদ্বি বিবাদের প্রতিক্ষায়।"

তাঁহাদের সকলেরই নিমতি আছে, এই বিখাদে তাঁহার। ভবিশ্বতের দিকে
দৃষ্টিপাত করুন। বাঁহারা বার্ত্তকায় ভবতরণ করিতেছেন, সমাধির



ভিনি আশা করেন যে, সময়ে সকল এটান এটের যাহা মত - ঈশ্বরে ও মানতে লীতি—তাহা গ্রহণ করিবেন এবং সকল প্রকারের সাম্প্রদায়িকডা বিদ্বিত ক্ষরিয়া দিবেন। আর একটি বিষয়ে তাঁহাকে এখানে কডক্কতা প্রকাশ করিছে হুইতেতে। তাঁহাবা যে তাঁহাদিগের উপাসনামন্দিরে তাঁহাকে উপাসনা করিতে দিয়াছেন, ভজ্জন ভিনি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি প্রভিদিন ছয়ং উপাসনা ক্রিলেও, জাঁহারা যদি ভাঁহাকে ভাঁহাদিগের উপাসনামন্দিরে উপাসনা করিতে না দিতেন, তাতা ত্তলৈ তিনি কথন উপাসকবন্দ বইয়া এদেশে উপাসনা कंत्रिएक नमर्थ इन्टेरकन ना। कांत्रकवर्षीय अवः देश्तक. बीहोन ও बक्कवानी এক উপাসনামনিরে উপাসনায় যংকালে এখানে মিলিভ হুইলেন, ত্রনই ঈশ্বরের গৃহ যে কি. অনেকটা অনুভবগোচর হইল। তাঁহারা তাঁহাকে যে সম্ভাষণ অর্পণ করিলেন, তাঁহার কুত্রুতাতা ও সৌভাগ্য অভিলাষ করিলেন, ভক্ষর তিনি বিশেষ আহলাদিত। এ স্থলে তাঁহাকে এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইতেছে যে, তাঁহাদিগের এই সকল ব্যবহারে তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। কেন না যথনই তিনি স্থানেশে ঘোরতর পরীকায় আক্রান্ত হইয়াছেন, একা দ্রায়মান পাকা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁডাইয়াছে, ভখনই এদেশ ইস্টতে যে সকল পত্র গিয়াকে, সে সকলকে ভিনি ভগবংপ্রেরিত মনে করিয়া লইয়াছেন। দেই সকল পত্তে তিনি প্রোৎসাহিত হইয়াছেন। আদিয়া তিনি, পর্বের বাঁহারা পত্র লিধিয়াছিলেন, ভাঁহাদিগের চাডাও সহস্র সহশ্র ব্যক্তিকে পাইলেন, ঘাহারা জাঁহার কার্যো সহামুভতি প্রদর্শন করেন। স্বতরাং ডিনি যখন তাঁহাদের শুভাকাজ্ঞা লইয়া দেশে ফিরিয়া ঘাইবেন, তথন দেশের এক দিক হইতে অপর দিকে বলিয়া বেড়াইবেন, এ দেশে সহস্র সহস্র নরনারী আমায় কীদশ্য সহায়ভতি অর্পণ করিয়াছেন। নিশ্চয় এই সহাহাভতি তাঁহার স্থদেশীয়গণের সংস্কারকার্যো বিশেষ উৎসাহ বর্জন করিবে।

ক্রিটী প্যানেদে 'ব্রিটব ও করেশ ইউনিটেরিরান একোনিকেশনের' ভোলে বক্তা

১ই জুন, বৃহস্পতিবার, 'ব্রিটিষ এবং করেশ ইউনিটেরিয়ান্ এসোসিয়েশনের'
সাংবৎসরিক ভোজের নিমিন্ত ক্রিটাল প্যালেদে সভা হয়। ভবলিউ সি বেনিং
ক্যোরার সভাশতির আসন গ্রহণ করেন। মহারাজীর স্বাস্থ্যবর্জনপানের পর,
সভাপতি "সমূলার পৃথিবীতে রাজকীয় ও গ্রাণক্রীয় সমত্যা" এই 'টোই' উপহ্তিত

সমীপে দণ্ডায়মান আছেন, এ চিস্তা তাঁহাদরে পকে নিতান্ত আনন্দকর যে, এখন যে উন্নতির অধীশর শান্তা হইয়া আছেন, তিনিই চিরকাল উহার শান্তা হইয়া থাকিবেন। ভারতীয় অভ্যাগত হ্বকা ঈশরাহ্রাগী কেশবচন্দ্র উন্নতির কার্য্য সহকারে সংযুক্ত আছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য, হুধ, দীর্ঘ ও কর্মণ্য জীবন-বর্দ্ধন প্রস্থাব করিতে তিনি অভিলাষী।

কেশবচন্দ্র কৃতজ্ঞতা সহকারে এই স্বাস্থ্যবর্ধন প্রস্তাব স্বীকারপর্বক যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম এই:--তাঁহারা সকলে তৎপ্রতি যে সমাদর প্রদর্শন করিতেছেন, দে স্মাদ্রে তাঁহার দেশ এবং তাঁহার মঞ্জী সম্মানিত হইতেছেন। সার জন বাওয়ারিং পাশ্চাতা দেশে যে স্বাধীনতাবিল্পারের কথা উল্লেখ করিলেন, সে স্বাধীনতাবিস্তার সকল মানবন্ধাতির সম্বন্ধেই এখন খাঁটে। তাঁহার স্বদেশেও অজ্ঞানতার অম্বকার বিদ্রিত হইতেছে, স্বাধীনতার আলোক প্রকাশ পাইতেছে। পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ এই তুইটি ছারা হিন্দু ধর্ম লোকদিগকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এ তুই বন্ধন ছিল্ল হইতেছে, এবং লোকে স্বাধীন বিমৃক্ত হইতেছে। খাঁহারাই শিক্ষিত, তাঁহারাই ভিতরে ভিতরে পৌরনিকতা ও জাতিভেদের প্রতিবাদ করিতেছেন। উপস্থিত মহিলাগণ শুনিয়া আহলাদিত হইবেন, ভারতীয়া নারীগণ একমাত্র ঈশবের উপাসনা জন্ম বন্ধমন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। এ সকলই আনন্দ-বৰ্দ্ধক চিক্র। যাতাবাই ভারতের অবস্থা চিন্তা করিয়। দেপিয়াছেন, তাঁহারাই चीकात कतिरात्न, कालिएकामत खेलकाम ना प्रदेशन रम रमामत कन्यारागत कान সম্ভাবনা নাই, কেন না ভ্রাত্তনিবন্ধনে উহাই বিষম প্রতিবন্ধক। ভারতে একেখরোপাসনার জন্ত, একেখরোপাসনাপ্রচারজন্ত মনেকওলি মন্দির ও সমাজ স্থাপিত হইয়াছে সত্যা, কিন্তু আঞ্চ গৃহ পরিবারের মধ্যে জাতিভেদের প্রভাব উন্নতির বিষন প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। সে দেশের প্রত্যেক সংস্থাবককে একেশবের উপাসনাপ্রবর্ত্তনে এবং পৌত্রলিকতা ও স্থাতিভেদ-নিবারণে একান্ত যত করিতে হইবে। ইংলগু ভারতবর্বে যে সকল গ্রন্থ প্রেরণ কবিয়াছেন, সে ক্লম ভারত ইংলভের নিকটে খণী। ইংলও এবং ইউরোপের অন্সান্ত দেশের মহামতিগণ ভারতের উপরে বিলক্ষণ প্রভাববিস্থার করিয়াছেন। त्म (मर्टन a स्मान्य अरमक श्रह भड़िक हहेशा थारक, विस्मयकः छानिएस्त श्रह

অনেকে অতি আদরের সহিত পাঠ করেন। চ্যানিং স্বাধীনভার যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, সে, লক্ষ্ ভারতের শক্ত শভ শিক্ষিত ব্যক্তি প্রকৃ করিয়াছেন। আমরা কথন আমাদিগকে কোন মতে আরক্ষ রাখিতে পারি না: কেন না উহা মান্তবে আক্রবে, জাতিতে ভাতিতে সন্মিলন ঘটনার भटक अख्दाय ह्य; तम त्मरणद महन महन वाक्तित श्वक्य और अधिकात করিয়াছেন, অথচ তাঁহারা এটান নাম গ্রহণে অপ্রান্ত। এরণ অপ্রান্তত হওয়া কিছু অস্থায় নতে। আজ যদি আটি আমাদের মধ্যে পুনরায় আংগেন, বাহারা এটান নাম গ্রহণ না করাতে এটানগণের অপ্রিয়, তাঁহারা উপর ও সভ্যের অমুসরণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহালের প্রতি সম্ভূষ্ট হইকেন। কি ইউরোপীয়, কি ভারতবর্ষীয়, তাঁহাদের নিকটে এটি কি চান? ঈশ্বর ও মানবে প্রীতি। "প্রত্যেক জাতি মধ্যে যে কেছ ঈশ্বরকে ভয় করে এবং ধর্মকার্যা করে, তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন," প্রীষ্টের এই স্থদমাচার। ভিনি ৰয়ং এটান নাম গ্রহণ করেন নাই এবং কোন কালে গ্রহণ করিবেন না, অবচ তিনি খ্রীষ্টকে ভালবাদেন, এবং তাঁহার ভাব আত্মন্ধ করিতে যত্ন করেন। এটিংর ভাব কি? এটি যেরপ ঈশবের সহিত মধ্র যোগ অম্বভব করিতেন, দেইরূপ যোগামুভব এটের ভাব। দেরূপ যোগ হইলেই रम वाक्ति औहोन हंहेन। औहोन नात्मत उभारत त्यन त्कह अधिक छत्र ना तमन। व्यक्तिकारम बीहेकीयराज छात. बीट्डांशमिट विश्वाम ७ शविक्रका थाका প্রযোজন। তিনি সে বাভিকে কখন এটান বলিকেননা, বাহাতে এটাইর ভাব নাই। এটানসমাজে নীতি, ধান্মিকতা, দেশহিতৈবিতা, জনহিতৈবিতার আন্দোলনের নিয়ে অনেক হলে অবিশাস অধর্ম ল্ডায়িত থাকে, ইহার বিক্তম তিনি প্রতিবাদ করিভেছেন। খ্রীষ্টের নীতি অভ:ত্তি, এবং বাঁচারই অভ:তত্তি আছে, তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন। এটোনগণ বাঁহাদিসকে বিধৰ্মী বলিয়া थां क्या, ब्लीहे यनि चारमन, उंक्शिनरमद मार्था चरनकरक जिनि क्यार्थ बीडीन নলিবেন। একস্তই তিনি স্থাপনাকে এটান বলেন, কি না বলেন তংগ্ৰতি তিনি উদাসীন। আন্দ বা একেশকে বিশাসী, এই নামই তিনি বহু মনে করেন। তিনি যদি ঈশবের পদতলে বসিতে পারেন, তাহা হইলে জাহার পকে যথেষ্ট हरेंग। यह अंडोरनश जेहारक महाक्रमणि ना दम, ना मिए भारतन:

ভাঁহাকে ভাল না বাদেন, না বাদিতে পারেন: কিছু তিনি জানেন, ভাঁহারা त्मक्रभ कतिर्दान मा, त्कम मा छाशाता मरखत नाम नरहम। खात्ररेख ध्यमन লোক আছেন, বাহারা এটর নাম সহিতে পারেন না। তাঁহাদিগের সম্বন্ধ कि कतिए इटेरव ? जाहामिशक कि मृत कतिया मिए इटेरव ? कथनरे नरर। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিতে হইবে, "খ্রীষ্টের নাম গ্রহণ করিয়া কোন প্রয়োজন নাই। यहि পড়িতে ভাল না লাগে, এখন 'গ্রম্পেল' পড়িও না। নিরস্তর প্রার্থনা কর, কল্যকার চিন্তা পরিহার কর, সাংসারিকতা এবং বিষয়-বন্ধি ছাড।" তাঁহারা এই সকল স্বাভাবিক উপায়ে সত্যের অমুদরণ করিলে. অল্প দিনের মধ্যে প্রীষ্টকে হাদয়ের সহিত প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। 'আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক', এই ভাব লইয়া দে দেশে গেলে উহার পরিত্রাণের পক্ষে অনেক সহায়তা হইবে। সে দেশে যেন জীবনশুরু মত লইয়া যাওয়া না হয়। জীবনশুরু মতে কোন দিন কোন দেশের উদ্ধার হয় নাই। কাথালিদিজম, প্রোটেষ্টাণ্টিজম এবং অস্তান্ত 'ইজমের' উপযুক্ত ভারতে অবকাশস্থান নাই। এই দক্ষ মত ব্রিবার অভ রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে, বিবিধ ভাষা অভ্যাস করিতে হইবে। ঞ্জীইতো এরপ ক্লান্তিকর পরিশ্রম করিতে অন্থরোধ করেন নাই। বরং ডিনি বলিয়াছেন, "ভাষায় বিনাশ করে" এবং "ভাবে জীবন দান করে।" তিনি সহজভাবে ঈশবের নিকট উপনীত হইতে চান। তিনি চান শান্তি-শ্ববশ্ব পার্থিব শান্তি নছে। এ শান্তির ভিতরে ক্রশে বিদ্ধ হওয়া আছে, এমন কি প্রয়োজন চটলে ঈশবের গৌরবার্থ জীবনবলি পর্যন্ত আছে। অনেকে মনে করেন যে, ব্রান্ধেরা জীয়ান নাম গ্রহণ করিতে এই জন্ম ভীত যে, জীয়ান নাম লইলে তাঁহাদিগকে অনেক অত্যাচার বহন করিতে হইবে। এরপ ভাবের তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন। আন্দর্গণের মধ্যে অনেকেই কি পূর্ব্ব সমাঞ্চ হইতে বহিষ্কত হন নাই ? কেহ কেহ মনে করেন, জীটের শোণিতে পাপের প্রায়শ্চিত অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন না বলিয়া औहान হন না। ইहাতে বিখাস করা আর একটা কঠিন বিষয় কি? তবে বিখাস করিয়াও পরক্ষণে দ্বদ্ধে রাশীকৃত পাপ দৃষ্ট হয়, ইহাই বিশাসের পক্ষে অস্তরায়। হুদ্য ও चाचारक निर्मान कविवाद कन रहुरे नर्साराका टार्ड। बैशेनगर ध बर्फ

विचान कतिग्रां भागविषया विभूषौं मिर्टशत नेमान । कान औड़ोन विम नेतृहका। করে, এটিকে পরিত্রাতা বলিয়া বিশাস করাতে ভিনি তাহার পাপ আপনার ক্ষমে গ্রহণ করিবেন, না তাহাকে বলিবেন, "যাও অমুতাপ কর, অমুথা ঈশ্বর কর্ত্ক গৃহীত হইবে না।" খ্রীগান বন্ধগণ যেন তাঁহাদিগের মতের জন্ত পবিত না হন, কিছু তাঁহাদিগের জীবন দ্বারা ধর্মান্তরের লোকদিগের উপকার সাধন করেন। উৎক্রই ধর্ম লাভ করিয়াছেন বলিয়া, অক্রধর্মাক্রান্ত লোক হইতে খ্রীয়ানগণ নীতিতে ও আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ, এরপ যেন কথন তাঁচাদিগের মনে না হয়। থাহারা পৌতলিকতা ও কুদংস্কারে আবদ্ধ, তাঁহাদিগের মধ্যে এমন সাধু জীবন আছে, যাহা খ্রীগ্রান নরনারীগণের অফুকরণীয়। যাহারা থীটান, তাঁহারা অনন্ত জীবনের জন্ম, আর যাহারা অন্তথ্যাক্রান্ত, তাঁহারা অনস্ত নরকের জন্ম মনোনীত, এ কথা না কহিয়া এই বলা সম্চিত যে, মত যে প্রকার হউক না কেন, ভাল মনদ সকলেরই মধ্যে আছে। সকল প্রকার পাপরিপুর অত্যাচার হইতে বিমুক্ত হইয়া ঈখরের নয়নসল্লিধানে মুক্ত পুরুষ रहेया नकल मधायमान रुखेन। यिनि मुक्त, जिनिहे यथार्थ आएश्त असूनाभी। সাম্প্রদায়িক মত, জীবনশৃত্য প্রাচীন কাহিনী দুরে পরিহার করিয়া, পাপ ও আন্তি হইতে বিমুক্তিজনিত স্বাধীনতায় সকলে আনন্দিত হউন। তথন ্ইউরোপ ও আনিয়া, হিন্দু ও খ্রীগান, এ সকল ভেদ ভুলিয়া গিয়া, সকলে এক ঈশরে বিশ্বাদ করত, ঈশরের এক জলী পরিবার হইবে। আপনাদের শুভ কামনার জন্ম ধন্যবাদ। যদি ঈশর ঠাহাকে জীবিত রাপেন, তবে ঠাহার সমগ্র জীবন তাঁছারই দেবায় ব্যয়িত হইবে।

विदेश गंमन, छेशाममा, छेशास । उपाय विदेश स्थापन के विदेश स्थापन किया ।

১১ই জুন, শনিবার, কেশবচন্দ্র বিষ্ঠলে যান। এখানে তিনি মিস্
কার্পেন্টারের রেডলন্ধ হাউদেশ তাঁহার আতিথ্য স্বীকার কবেন। সে দেশীয়গণের স্ক্রুহ তাঁহার এই প্রথম অবস্থান। এখানকার গৃহের বাবস্থা বঙ্গদেশের
মত নহে। দাসদাসীগণ পারীবারিক উপাসনায় যোগদান করিয়া থাকে,
ইহা দেখিয়া তিনি বিশ্বিত হইলেন। গৃহে সমবেত সকলকে লইয়া তিনি
তুই বার উপাসনা করেন। রাজা রাম্মোহন রায়ের বন্ধু রেবারেও ভাজার
কাল্ট কার্পেন্টার যে লেইজ মীড চ্যানে্দের উপদেশ্যর কার্য করিতেন, সেই

